বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ—৬

দীঘ নিকায়

[অখণ্ড]

ভিক্ষু শীলভদ্র

অনূদিত

মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

DIGHA NIKAYA

BY

BHIKKHU SILABHADRA

© মহাবোধি বুক এজেন্সী

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৩ (1947) বুদ্ধাব্দ : ২৪৯১

প্রথম অখণ্ড প্রকাশ : প্রবারণা পূর্ণিমা ১৪০৪ (1997)। মহাবোধি বুক এজেন্সী।

প্রকাশক : শ্রী ডি এল এস. জয়বর্ধন। ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩। মুদ্রাকর : শ্রীপঞ্চানন জানা, জানা প্রিন্টিং
কনসার্ন, ৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা-৭০০০১২।

মূল্য : দুইশত টাকা

ISBN 81-87032-12-X

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

[সীলক্খন্ধ বগ্‌গ]

ভূমিকা	
ব্রহ্মজাল সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১
ব্রহ্মজাল সুত্র	২
শ্রামণ্য ফল সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	৩৯
শ্রামণ্য ফল সুত্র	৪০
অম্বট্‌ঠ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	৭১
অম্বট্‌ঠ সুত্র	৭২
সোণদণ্ড সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	৯২
সোণদণ্ড সুত্র	৯২
কূটদন্ত সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১০৪
কূটদন্ত সুত্র	১০৫
মহালি সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১১৮
মহালি সুত্র	১১৯
জালিয সুত্র	১২৪
কস্সপ সীহনাদ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১২৫
কস্সপ সীহনাদ সুত্র	১২৫
পোট্‌ঠপাদ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৩৭
পোট্‌ঠপাদ সুত্র	১৩৭
শুভ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৫৫
শুভ সুত্র	১৫৫
কেবদ্ধ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৬০
কেবদ্ধ সুত্র	১৬১
লোহিচ্চ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৬৮
লোহিচ্চ সুত্র	১৬৮
তেবিজ্জ সুত্রের পূর্ব্বাভাষ	১৭৬
তেবিজ্জ সুত্র	১৭৬

দ্বিতীয় খণ্ড

[মহাবগ্‌গ]

মহাপদান সুত্রান্ত	১৯১
মহানিদান সুত্রান্ত	২২৬
মহাপরিনির্ব্বাণ সুত্রান্ত	২৩৯
(মহাসুদস্‌সন) মহাসুদর্শন সুত্রান্ত	৩১১
জনবসভ সুত্রান্ত	৩৩২
মহাগোবিন্দ সুত্রান্ত	৩৪৪
মহাসময় সুত্রান্ত	৩৬৪
সক্ক-পঞ্‌হ সুত্রান্ত	৩৭২
মহাসতিপট্‌ঠান সুত্রান্ত	৩৮৯
পায়াসি সুত্রান্ত	৪০৬

তৃতীয় খণ্ড

[পাটিক বগ্‌গ]

পাটিক সুত্রান্ত	৪৩৫
উদুম্বরিক সীহনাদ সুত্রান্ত	৪৫৭
চক্কবত্তি-সীহনাদ সুত্রান্ত	৪৭৪
অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্রান্ত	৪৮৮
সম্পসাদনীয় সুত্রান্ত	৫০১
পাসাদিক সুত্রান্ত	৫১২
লক্ষণ সুত্রান্ত	৫২৯
সিংগালোবাদ সুত্রান্ত	৫৫৬
আটানাটিয় সুত্রান্ত	৫৬৬
সংগীতি সুত্রান্ত	৫৭৫
দসুত্তর সুত্রান্ত	৬২১

ভূমিকা

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ ৪৫ বৎসর ব্যাপী বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তাঁহার ধর্মবাণী প্রচার করেন। এই ধর্মবাণীর অমৃতরসে অবগাহন করিয়া অসংখ্য দেবমনুষ্য নিজেদের জীবন ধন্য করিয়াছেন, বহু নরনারী অর্হত্বফল লাভ করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন। বহু রাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী ও গণাধিপতিগণ বুদ্ধের ধর্মসুধা পান করিয়া ইহজীবনেই পরম সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্মবাণী সংগৃহীত হয় নাই। তাই তাঁহার মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁহার ধর্মবাণী (বিশেষতঃ বিনয়ধর্ম অর্থাৎ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণ বিধি) লইয়া শিষ্যদের মধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ দূরীকরণের জন্য রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয়। ভগবানের মহাপরিনির্বাণের ত্রিমাসাধিক চতুর্থ দিবস হইতে মগধরাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অর্হৎ মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে পঞ্চশত অর্হৎ ভিক্ষুদের লইয়া সাতমাস ব্যাপী প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশন হয়। যাহাতে বুদ্ধের সমগ্র ধর্মবাণী সংগৃহীত হয়। প্রথম অবস্থায় এই সংগ্রহকে এককথায় ধর্ম-বিনয় বলা হইত।

ইহার পর একশত বৎসর অতিবাহিত হয়। এই একশত বৎসরের মধ্যে আবার বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় লইয়া মতভেদ দেখা দেয়। কারণ তখনও পর্যন্ত বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, আচার্য পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। ফলে মহারাজ কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীনগরে বালুকারামে যশ-প্রমুখ সপ্তশত অর্হৎ স্থবির দ্বিতীয় ধর্ম মহাসংগীতির অধিবেশন করেন। এই অধিবেশন আটমাস ব্যাপী চলিয়াছিল এবং নূতন করিয়া বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত করা হয়।

তৃতীয় মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ২৩৫ বৎসর পরে। ইতিমধ্যে বুদ্ধের শিষ্যগণ বিশেষতঃ 'বিনয়' কে ভিত্তি করিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়েন। ভারত সম্রাট ধর্মাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্হৎ মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবিরের সভাপতিত্বে এক সহস্র অর্হৎ ভিক্ষুদের লইয়া

নয়মাস যাবত এই মহাসংগীতির অধিবেশন হয়। ইহাতে বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় আবার সংগৃহীত হয়। জনসাধারণের কল্যাণার্থে মহামতি অশোক কিছু কিছু বুদ্ধবাণী গিরিগাত্রে,প্রস্তরফলকে এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। বুদ্ধের অমৃতধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে অসংখ্য সঙ্ঘারাম, চৈত্য, স্তম্ভ ও শিলালিপি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, স্বদেশের সর্বত্র এবং বিদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে নিজ পুত্র-কন্যা মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরূপে দীক্ষিত করাইয়া তাহাদিগকে লঙ্কাদ্বীপে সদ্ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ মহাসংগীতির অধিবেশন হয় লঙ্কাদ্বীপে (বর্তমান শ্রীলঙ্কায়) ধর্মপ্রাণ নরপতি বট্টগামনি অভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্হৎ মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরের সভাপতিত্বে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ৪৫০ বৎসর পরে মাতালে-জনপদের আলু (=আলোক) বিহারে পঞ্চশত অর্হৎ স্থবিরদের লইয়া এই চতুর্থ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।* ইহাতে বুদ্ধবাণী সমূহ নূতন করিয়া আবৃত্তি ও সংগৃহীত হয়। ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া 'ত্রিপিটক' নাম দেওয়া হয়—সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক। শুধু তাহাই নহে, এই সর্বপ্রথম বুদ্ধবাণী ত্রিপিটককে তালপত্রে বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করানো হয়। এই জন্য এই চতুর্থ সংগীতিকে "পোথকারোপণ—সংগীতি" বলা হয়।

ইহার পর বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। বিশ্বের বহুস্থানে বুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচারিত হইয়াছে। দেশে দেশে ইহার বহু অনুবাদ, ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী রচিত হইয়াছে, সদ্ধর্মের বহু উত্থান-পতন হইয়াছে, উৎপত্তিস্থল ভারত হইতে সদ্ধর্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

২৪১৫ বুদ্ধাব্দে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দে) ব্রহ্মদেশের (বর্তমান নাম মায়ানমার) মান্দালয়ের রতনপুঞ্জনগরে ধর্মপ্রাণ রাজা মিন্‌ডন্‌মিনের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্হৎ উ জাগরাভিবংস প্রমুখ ২৪০০ জন সুদক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ স্থবিরের উপস্থিতিতে পঞ্চম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতির বৈশিষ্ট্য হইল এই যে

---

* বর্তমান থেরবাদী (=হীন-যানী) বৌদ্ধগণ ইহাকে চতুর্থ মহাসংগীতি আখ্যা দিলেও অন্যান্য বৌদ্ধগণ ভারতে অনুষ্ঠিত কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত সংগীতিকেই চতুর্থ মহাসংগীতিরূপে স্বীকৃতি দিয়া থাকেন।

তখন 'অট্‌ঠকথা' (Commentary) সহ সমগ্র পালি ত্রিপিটক দ্বিসহস্রাধিক মনোরম মার্বেল প্রস্তরের ফলকে খোদিত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ফলকোপরি এক একটি মনোজ্ঞ চৈত্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। এইজন্য এই পঞ্চম বৌদ্ধ সঙ্গীতি বিশ্ববৌদ্ধ-ইতিহাসে 'সেলক্‌খরারোপণ সংগীতি' নামে প্রসিদ্ধ।

২৪৯৮ বুদ্ধাব্দে (১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে) স্বাধীন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ-নুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী রেঙ্গুনের অদূরবর্তী শ্রীমঙ্গলের কাবা-যে (=বিশ্বশান্তি) চৈত্যে ষষ্ঠ বৌদ্ধসংগীতির অধিবেশন শুরু হয়। মহারাষ্ট্র-গুরু ভদন্ত রেবত এবং মহাচি সেয়াদ প্রমুখ বৌদ্ধজগতের ২৫০০ জন বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ স্থবির-মহাস্থবিরগণের উপস্থিতিতে প্রথম বৌদ্ধ-সংগীতির অনুকরণে ইহার কাজ চলিয়া পূর্ণ দুই বৎসরে ২৫০০ বুদ্ধাব্দের (১৯৫৬ খৃঃ) শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে এই সঙ্গীতি কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। সঙ্গীতি চলাকালীন বিশুদ্ধ ত্রিপিটক মুদ্রণালয়ে পালিভাষায় এবং ব্রহ্মাক্ষরে ত্রিপিটকের বিভিন্ন অংশ মুদ্রিত হইতে থাকে। ইহার পর অর্থকথা ও টীকাসমূহের সঙ্গায়ন হয়। ঐগুলিও বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত হয়।

পালি ত্রিপিটকঃ লণ্ডনের পালি টেক্সট্‌ সোসাইটী হইতে ত্রিপিটকের সমস্ত গ্রন্থ রোমান অক্ষরে প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ সংগীতিতে বিশুদ্ধভাবে ত্রিপিটক সংকলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় ব্রহ্মাক্ষরে। ইহার পর 'নব নালন্দা মহাবিহার' (বিহার প্রদেশ, ভারত) হইতে সমগ্র ত্রিপিটক প্রকাশিত হয় দেবনাগরী লিপিতে। ইহাতে পালি টেক্সট্‌ সোসাইটির পৃষ্ঠাংক পাশাপাশি দেওয়া থাকাতে গবেষকদের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। সম্প্রতি 'বিপশ্যনা বিশোধন বিন্যাস' (ধম্মগিরি, ইগতপুরী, মহারাষ্ট্র, ভারত) অর্থাৎ Vipassana Research Institute মূলতঃ ষষ্ঠ সংগায়ন দ্বারা স্বীকৃত ত্রিপিটক (মূল, অট্ঠকথা, টীকা, অনুটীকা সহ) দেবনাগরী লিপিতে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে ১৯৯৩ খৃঃ হইতে। ইতিমধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই প্রকাশনার পুরোভাগে আছে পরম শ্রদ্ধাস্পদ বিপস্সনাচার্য্য শ্রীসত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কার অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা।

তিনটি পিটক লইয়া ত্রিপিটক, যথা বিনয়পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধম্মপিটক।

১। বিনয়পিটক—বিনয়পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নিয়মাবলীই সংরক্ষিত। ইহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত, যেমন পারাজিকা, পাচিত্তিয়, মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ এবং পরিবার।

২। সুত্তপিটক—সুত্তপিটকে বিনয়বাদে অবশিষ্ট বুদ্ধবচন সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঁচ নিকায়ে বিভক্ত, যেমন দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। খুদ্দক নিকায়ে ১৫টি গ্রন্থ, যথা, খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক, জাতক, নিদ্দেস (মহানিদ্দেস ও চুলনিদ্দেস) এবং পটিসম্ভিদামগ্গ। কিন্তু ব্রহ্মদেশের পরম্পরা অনুসারে নেত্তিপকরণ, পেটকোপদেস এবং মিলিন্দপঞ্‌হও খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত।

৩। অভিধম্মপিটক—সুত্তপিটকে যে বুদ্ধবাণী আছে তাহা হইতে দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া অভিধম্মপিটক গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সাতটি খণ্ড আছে, যেমন, ধম্মসংগণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্গলপঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্‌ঠান।

* * *

এখানে আমরা সুত্তপিটকের প্রথম গ্রন্থ 'দীঘ নিকায়' লইয়া আলোচনা করিব। অপেক্ষাকৃতভাবে দীর্ঘাকারের সূত্রগুলিকে এই নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'দীঘ নিকায়'। ইহা তিনটি বর্গে বিভক্ত যেমন সীলক্‌খন্ধবগ্গ, মহাবগ্গ এবং পাথিকবগ্গ। সীলক্‌খন্ধে ১৩টি, মহাবগ্গে ১০টি এবং পাথিকবগ্গে ১১ টি মোট ৩৪টি সুদীর্ঘ সূত্র লইয়া দীঘ নিকায়।

(ক) সীলক্‌খন্ধবগ্‌গ ঃ

১। ব্রহ্মজালসুত্ত—ইহা দীঘ নিকায়ের প্রথম সূত্র। বুদ্ধের সময়কালীন ভারতবর্ষে যত প্রকার মত ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল সেইগুলিকে তিনি (জাল দ্বারা ধীবরের মাছ ধরার ন্যায়) তাঁহার ধর্মজালের দ্বারা একত্রীভূত করিয়াছেন যাহাদের সংখ্যা ৬২। এইগুলিকে বুদ্ধ মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়াছেন, কারণ যাঁহারা এই সকল ধারণা পোষণ করিতেন তাঁহারা ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে যাইতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইলে বেদনা অনুভূত হয়,

'অম্বট্‌ঠ, এই ভিক্ষুই বিদ্যা সম্পন্ন, আচরণ সম্পন্ন, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হন। অম্বট্‌ঠ, এই বিদ্যাসম্পদা, এই চরণ-সম্পদা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, মধুরতব অপব কোন বিদ্যাচবণ সম্পদা নাই।

৩। 'অম্বট্‌ঠ, এই অনুত্তর বিদ্যাচবণ সম্পদাব চাবিটি বিঘ্ন আছে। ঐ চাবি বিঘ্ন কি কি? অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তব বিদ্যা-চবণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইষা অরণি, কমণ্ডলু, সূচী ইত্যাদি তাপসেব ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া "ফলাহাবী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কবিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ-সম্পন্নের পরিচাবক হইবাব যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচরণ সম্পদাব প্রথম বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচবণ সম্পদা সম্পন্ন না হইবা, ফলাহাব ব্রত উদ্‌যাপন না করিবা, কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্ব্বক "কন্দ মূলফলাহাবী হইব" এই সংকল্পে দূব বনে প্রবেশ কবিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচবণ-সম্পন্নেব পবিচারক হইবাব যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচবণসম্পদার দ্বিতীয় বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদা সম্পন্ন না হইবা, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল ফলাহাব ব্রত, উদ্‌যাপন না কবিষা, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নিব পবিচর্য্যায নিযুক্ত হইলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচবণ সম্পন্নেব পবিচাবক হইবাব যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদাব তৃতীয বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তর বিদ্যাচবণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব ব্রত, কন্দমূল ফলাহার ব্রত, অগ্নি পবিচর্য্যা ব্রত, উদ্‌যাপন না কবিষা চতুর্ম্মহাপথেব সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বাব আগাব নির্ম্মাণ কবিয়া "এই স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা কবিব" এই সংকল্পে অবস্থান কবিলে, তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যা-চবণ সম্পন্নেব পবিচাবক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদাব চতুর্থ বিঘ্ন।

'অম্বট্‌ঠ, সেই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদাব ইহাই চতুর্ব্বিধ বিঘ্ন।

৪। 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি আচার্য্যের সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা লাভ করিয়াছ।'

'না, গোতম। কোথায় আচার্য্য সহিত আমি, আর কোথায় অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা! হে গোতম, আমি আচার্য্য-সহিত অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা হইতে দূরে।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া কমণ্ডলু ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া আচার্য্য-সহিত "ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর?'

'না, গোতম।'

অম্বট্‌ঠ তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কন্দমূল ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া আচার্য্য-সহিত অগ্নির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও?'

'না, গোতম।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্ব্বক "আচার্য্য-সহিত কন্দমূল-ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর?'

'না, গোতম।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল-ফলাহার ব্রত, অগ্নিপরিচর্য্যা ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, চতুর্ম্মহাপথের সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগার নির্ম্মাণ করিয়া "এই স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব', এই সংকল্পে আচার্য্য-সহিত অবস্থান কর?'

'না গোতম।'

৫। 'অম্বট্‌ঠ, এইরূপে তুমি আচার্য্য-সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাহীন, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার যে চারি বিঘ্ন আছে, আচার্য্য-সহিত উহাদেরও জ্ঞানহীন। তোমার আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কহিয়াছেন:

যে, অম্বট্ঠের পূর্বপুরুষ শাক্যদের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু সাধনা-বলে মহা ঋষি হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার হীনজাতিত্ব তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হইবার ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দাঁড়ায়নি। সূত্রের শেষে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন তিনি যে জাতিতেই উৎপন্ন হউন না কেন, তিনি দেবমানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৪। সোণদণ্ড সুত্ত—কি কি গুণ থাকিলে যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়া যায় তাহাই এখানে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সোণদণ্ডকে উপদেশ দিয়াছেন। জাতি ও বর্ণের উপর ব্রাহ্মণত্ব নির্ভর করে না। যাহার মধ্যে শীল ও প্রজ্ঞা থাকিবে তাহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলা হইবে—জন্মসূত্রে সে যাহাই হউক না কেন।

৫। কূটদন্ত সুত্ত—এই সূত্রে নিষ্কাম যজ্ঞকর্মের ১৬ প্রকার উপকরণ এবং ৩ প্রকার যজ্ঞবিধি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বুদ্ধ ১০ প্রকার বিশেষ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন যাহাদের প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী অপেক্ষা মহা ফলদায়ী ও প্রভাব সম্পন্ন। সেই ১০টি যজ্ঞ নিম্নরূপ ঃ

১। শীলবান প্রব্রজিতকে নিত্য দান করা অনুকূল যজ্ঞ।

২। চতুর্দিকস্থ সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বিহার দান করা অনুকূল যজ্ঞ।

৩। প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করা অনুকূল যজ্ঞ।

৪। প্রসন্নচিত্তে পঞ্চশীল গ্রহণ ও পালন অনুকূল যজ্ঞ।

৫। নিরন্তর অন্তর্মুখী সাধনার দ্বারা প্রথম ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।

৬। ঐভাবে দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।

৭। ঐভাবে তৃতীয় ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।

৮। ঐভাবে চতুর্থ ধ্যান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।

৯। ঐভাবে জ্ঞানদর্শন লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।

১০। ঐভাবে আস্রবক্ষয়জ্ঞান লাভ করা অনুকূল যজ্ঞ।

এই শেষোক্ত যজ্ঞ হইতে উন্নততর ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আর নাই। কারণ ইহার দ্বারাই সাধক অজরামরনির্বাণসুখ লাভ করিতে পারে।

৬। মহালি সুত্ত—লিচ্ছবি মহালি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন যে কেবল দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রোত্র লাভ করাই ভিক্ষুদের লক্ষ্য কিনা। বুদ্ধ ইহা

অস্বীকার করিয়া বলেন যে, অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের দ্বারা নবলোকোত্তর* ধর্ম লাভ করাই ভিক্ষুদের আসল লক্ষ্য।

৭। জালিয় সুত্ত—এই সূত্রের অনেকটাই শ্রামণ্যফলসূত্রের সদৃশ। মুণ্ডিয় পরিব্রাজক এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয় পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন না ভিন্ন-ভিন্ন। বুদ্ধ তাহাদিগকে অনেক ধর্মোপদেশ (শ্রামণ্যফলসূত্রের ন্যায়) প্রদান করিয়া শেষে বলিয়াছিলেন যে যাহাদের কর্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে এবং যাহারা অর্হৎ হইয়াছে তাহারা কখনও জীবাত্মা এবং শরীর অভিন্ন না ভিন্ন-ভিন্ন এই প্রশ্ন লইয়া মিথ্যা সময় নষ্ট করে না।

৮। মহাসীহনাদ সুত্ত—ইহাতে বুদ্ধ অচেলক (নগ্ন) পরিব্রাজক কাশ্যপকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, শরীরকে নিগৃহীত করিয়া তপশ্চর্যা করা নিরর্থক।, ইতিপূর্বে কাশ্যপের তাহাই ধারণা ছিল যে, শরীর নির্যাতক বিবিধ তপশ্চর্যাই যথার্থ শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য। বুদ্ধের মতে শীল-চিত্ত-সমাধি-রূপ অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনাই হইতেছে প্রকৃত শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য। বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের শরণাগত হন।

৯। পোট্ঠপাদ সুত্ত—পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ বুদ্ধকে ১০টি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই ১০টি প্রশ্ন বুদ্ধের ভাষায় 'অব্যাকৃত'। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন ঐ সব প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ ঐগুলি সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য ও নির্বাণলাভের অনুকূল নহে। বুদ্ধগণ নিরর্থক প্রশ্নের উত্তর দেন না। তাই তিনি ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেন নাই। সেই প্রশ্নগুলি হইল—

১। লোক শাশ্বত?

২। লোক অশাশ্বত?

৩। লোক অন্তবান?

৪। লোক অনন্তবান?

৫। যেই জীবাত্মা সেই শরীর?

৬। জীবাত্মা অন্য শরীর অন্য?

৭। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন?

---

* নবলোকোত্তর ধর্ম: স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামি মার্গ ও ফল, অনাগামি মার্গ ও ফল, অর্হত্ত্ব মার্গ ও ফল এবং নির্বাণ।

৮। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন না ?

৯। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেন, নাও থাকেন ?

১০। মৃত্যুর পর তথাগত থাকেনও না, না থাকেনও না ?

১০। সুভ সুত্ত—বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তোদেয্যপুত্র সুভ আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আনন্দ প্রত্যুত্তরে বুদ্ধোপদিষ্ট আর্য-শীলস্কন্ধ, আর্য-সমাধিস্কন্ধ এবং আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ বিষয়ে সম্যক্‌ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

১১। কেবট্ট সুত্ত—এক সময় ভগবান নালন্দা-সমীপে পাবারিক-আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় গৃহপতিপুত্র কেবট্ট ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই নালন্দা ঐশ্বর্য সম্পন্ন, বহু জনাকীর্ণ আর ভগবানের প্রতি অতিপ্রসন্ন। ভন্তে ভগবন্! আপনি নালন্দায় অলৌকিক বিভূতি প্রদর্শনের জন্য কোন ভিক্ষুকে নির্দেশ প্রদান করিলে ভাল হয়, ইহাতে নালন্দাবাসীরা ভগবানের প্রতি অত্যধিক অভিপ্রসন্ন হইবে।" ইহার উত্তরে ভগবান তিন প্রকার প্রাতিহার্যের (অলৌকিক বিভূতি) কথা ব্যক্ত করেন—ঋদ্ধি প্রাতিহার্য, আদেশনা প্রতিহার্য এবং অনুশাসনী প্রাতিহার্য। এইগুলির মধ্যে ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য গান্ধারী বিদ্যার দ্বারা এবং আদেশনা প্রাতিহার্য মণিকা বিদ্যার দ্বারাও প্রদর্শিত হইতে পারে। সেইজন্য ঐ দুই প্রকার প্রাতিহার্য অকিঞ্চিৎকর, নগণ্য। অনুশাসনী প্রাতিহার্যই সর্বোত্তম, কারণ ইহার দ্বারা অনুক্রমে সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

১২। লোহিচ্চ সুত্ত—ইহাতে ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের ভ্রান্তধারণা অপনোদিত করিয়া নিন্দনীয় ও অনিন্দনীয় শাস্তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধের মতে নিন্দনীয় শাস্তা তিন প্রকারের, যেমন—

১। যিনি নিজের অলব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, অথচ তাহারা মনোযোগী হয় না।

২। যিনি নিজের অলব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, এবং তাহারা মনোযোগী হয়।

৩। যিনি নিজের লব্ধ গুণ লাভের জন্য অন্যকে উপদেশ দেন, অথচ তাহারা অমনোযোগী হয়।

অনিন্দনীয় শাস্তা তিনিই যিনি অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, যাঁহার ধর্মে শ্রাবকগণ বিদ্যাচরণসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

১৩। তেবিজ্জ সুত্ত—একদিন বাসেট্‌ঠ ও ভাবদ্বাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে তর্ক হয় কি উপায়ে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হওয়া যাইতে পারে। ইহার সমীমাংসার জন্য উভয়ে বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধ নানা যুক্তি দিয়া প্রমাণ করেন যে ব্রাহ্মণগণ ঐ বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। এমন কি ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণও পঞ্চ কামগুণে আসক্ত বলিয়া ব্রাহ্মণকরণীয় ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অতএব তাঁহারাও ঐ মার্গ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অযোগ্য। অবশেষে ব্রাহ্মণ বাসেট্‌ঠের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বুদ্ধ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার যথার্থ মার্গ ব্যাখ্যা করেন। তাহা হইতেছে চারি ব্রহ্ম বিহার,—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

(খ) মহাবগ্‌গ

১৪। মহাপদান সুত্ত—ভিক্ষুগণের অনুরোধে বুদ্ধ তাঁহার পূর্বজন্ম এবং তৎপূর্ববর্তী ছয়জন বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ ছয় জন বুদ্ধ হইতেছেন বিপস্সী, সিখী, বেস্সভু, ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কস্সপ। ঐ সকল বুদ্ধগণের জাতি- বংশ, আয়ু, বোধিবৃক্ষ, প্রধান শিষ্যগণ, পরিষদ, সেবক, মাতা, পিতা, জন্মস্থান ইত্যাদি এই সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৫। মহানিদান সুত্ত—ইহাতে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য্য-কারণনীতি বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা সম্বন্ধে মিথ্যাদৃষ্টিও ইহাতে খণ্ডন করা হইয়াছে।

১৬। মহাপরিনিব্বান সুত্ত—ইহা দীর্ঘতম সূত্র। ইহাতে বুদ্ধের অন্তিম যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে কিভাবে তিনি রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমশঃ নালন্দা, কোটিগ্রাম, বৈশালী, ভোগনগর, পাবা হইয়া কুশীনগরে যাইয়া মল্লদের শালবনে যমজ-শালবৃক্ষের মধ্যস্থানে মহাপরিনির্বাণে নির্বাপিত হন। পথিমধ্যে তিনি বহু বিষয়ে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। কিভাবে বুদ্ধের শরীরের দাহক্রিয়া হয় এবং কিভাবে বুদ্ধের অস্থিধাতু প্রার্থিগণের মধ্যে বণ্টিত হয় সমস্ত বর্ণনা এই সূত্রে আছে।

১৭। মহাসুদস্সন সুত্ত—কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় বুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন কেন তিনি তাঁহার পরিনির্বাণের

জন্য কুশীনগরকে বাছিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে অতীতের ঘটনা ব্যক্ত করেন। অতীতে যখন রাজা মহাসুদর্শন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন এই কুশীনগরের নাম ছিল কুশাবতী যাহা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, সমৃদ্ধ এবং বৈভব সম্পন্ন ছিল। কুশাবতীর রাজা মহাসুদস্সন ছিলেন সপ্তরত্ন সমন্বিত চক্রবর্তী রাজা। গৌতম বুদ্ধই অতীতে রাজা মহাসুদর্শন ছিলেন।

১৮। জনবসভসুত্ত—মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়া মৃত্যুর পর তাঁহার অপায়গতি হয় নাই। তিনি সাতবার জনবসভ নামক যক্ষ হইয়া বৈশ্রবণ মহারাজের মিত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে সকৃদাগামি হইবার জন্য আশান্বিত। যক্ষ জনবসভ বুদ্ধের নিকট আরও বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধের নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করার ফলে অসংখ্য ব্যক্তি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মা সনৎকুমার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র মগধবাসী চব্বিশ লক্ষেরও অধিক পরিচারক মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা নিয়ত সম্বোধি-পরায়ণ।

১৯। মহাগোবিন্দ সুত্ত—একদিন রাত্রে গন্ধর্বপুত্র পঞ্চশিখ বুদ্ধের নিকট আসিয়া বলেন যে তিনি তাবতিংস দেবগণের মুখে পণ্ডিত মহা-গোবিন্দের কথা শুনিয়াছেন। মহাগোবিন্দ গৃহী হইয়াও ছিলেন মহাযোগী। একদিন তিনি ঘৃণ্য সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া প্রব্রজিত হন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েক সহস্র লোক প্রব্রজিত হন। মহাগোবিন্দ একে একে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাযুক্ত চিত্তের দ্বারা সর্বদিক আপ্লুত করিয়া নিজের শিষ্যগণকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির মার্গ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গুণানুসারে কেহ কেহ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কেহ বা পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকে, কেহ বা নির্মাণরতি, তুষিত, যামা, তাবতিংস অথবা চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। একেবারে যাঁহারা নিকৃষ্ট তাহারাও গন্ধর্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

এইভাবে সকল কুলপুত্রের প্রব্রজ্যাগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল। বর্তমান গৌতম বুদ্ধই অতীতের সেই জন্মে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

২০। মহাসময় সুত্ত—এক সময় ভগবান কপিলবস্তুর মহাবনে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুদের সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ভগবানের দর্শনার্থে দশ লোকধাতু হইতে অনেক দেবতা এবং চারি শুদ্ধাবাস দেবলোক

হইতেও অনেক দেবতা আসিয়াছিলেন। ভগবান ভিক্ষুদেব নিকট সকল দেবতাদের পবিচয দিলেন। যখন ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা অন্য দেবগণেব সহিত আসিলেন, সসৈন্যে মাবও ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইল। ভগবান মার সেনাব আগমনের কথা জানাইয়া ভিক্ষুদেব সাবধান কবিযাছিলেন। ভিক্ষুগণ বীর্যপূর্বক স্মৃতিমান হইলেন। মাবসেনা তাঁহাদের কোন ক্ষতিই কবিতে পাবিল না।

২১। সক্কপঞ্হ সুত্ত—দেববাজ শক্র (=ইন্দ্র) বুদ্ধেব নিকট আসিযা ১০টি প্রশ্ন কবিযা সত্য জানিতে পাবিলেন যে, যাহা কিছু উৎপন্ন হয তাহাব ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। (যং কিঞ্চি সমুদযধম্মং সব্বং তং নিবোধধম্মং)।

২২। মহাসতিপট্ঠান সুত্ত—এখানে ৪ প্রকাব স্মৃতিপ্রস্থানেব (ধ্যানেব) কথা বলা হইযাছে। যেমন কায-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্খু কাযে কাযানুপস্সী বিহবতি), বেদনা-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্খু বেদনায বেদনানুপস্সী বিহবতি), চিত্ত-স্মৃতিপ্রস্থান (ভিক্খু চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহবতি) এবং ধর্ম-স্মৃতি-প্রস্থান (ভিক্খু ধম্মে ধম্মানুপস্সী বিহবতি)। এই ৪ স্মৃতিপ্রস্থানই সত্ত্বগণেব বিশুদ্ধিব একমাত্র উপায। এই প্রসঙ্গে ৪ আর্যসত্যও এখানে ব্যাখ্যাত হইযাছে।

২৩। পাযাসি সুত্ত—বাজা পাযাসি অত্যন্ত মিথ্যাদৃষ্টিপবাযণ ছিলেন। তিনি মনে কবিতেন যে পরলোক বলিযা কিছুই নাই এবং সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মেব কোন ফল নাই। পণ্ডিত স্থবিব কুমাবকাশ্যপ অনেক উপমাব সাহায্যে বাজাব ঐ সকল মিথ্যাদৃষ্টি দূব কবিযাছিলেন। পাযাসি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইযা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হইযাছিলেন।

এই সূত্রে উপদেশ দেওযা হইযাছে যে, দান দিতে হইলে শ্রদ্ধাপূর্বক নিজেব হাতে উত্তম চিত্তে দান কবিতে হইবে।

(গ) পাথিক বগ্গ ঃ

২৪। পাথিক সুত্ত (মতান্তবে পাটিক সুত্ত) —এই সূত্রে জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে বুদ্ধেব মতামত জানা যায। বুদ্ধ বলিযাছেন—এক সময আসে যখন জগতেব প্রলয হয। সেই সময আভাস্বব যোনিতে জাত প্রাণিগণ মনোময প্রীতিভোজী, স্বযংপ্রভ, অন্তবীক্ষগামী, এবং শুভস্থাযী হইযা চিবকাল অবস্থান কবেন। বহুকাল পবে আবাব জগতেব সৃষ্টি হয। সেই সময শূন্যে ব্রহ্ম-বিমান প্রকট হয। তখন আভাস্বব দেবলোক হইতে চ্যুত হইযা

কোন প্রাণী এই ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হন। তিনিও মনোময়, প্রীতিভোজী, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষগামী এবং শুভস্থায়ী হইয়া বহুকাল সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু বহুকাল নির্জনতা অসহনীয় হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় কোন সত্ত্বের আগমন প্রার্থনা করেন। তখন আয়ু বা পুণ্যক্ষয় হইলে অন্য কোন সত্ত্ব আভাস্বর দেবলোক হইতে উক্ত বিমানে উৎপন্ন হন। তিনিও মনোময়, প্রীতিভোজী, স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষগামী এবং শুভস্থায়ী হইয়া বহুকাল সেখানে অবস্থান করেন।

তখন শূন্য ব্রহ্মবিমানে প্রথমে উৎপন্ন সত্ত্ব মনে করেন: আমিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা এবং নির্মাতা, আমার ইচ্ছাতেই দ্বিতীয় সত্ত্ব এখানে উৎপন্ন হইয়াছে।" দ্বিতীয় সত্ত্বও মনে করেন: "ইনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা এবং নির্মাতা কারণ ইনি আমার পূর্বেই এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন।" ইহার পরে পরে যাহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারাও মনে করেন: "যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্মা, ঈশ্বর, কর্তা, এবং নির্মাতা—অতএব তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত এবং অবিপরিণামধর্মী আর আমরা সকলে অনিত্য, অধ্রুব অল্পায়ু এবং মরণধর্মী।" এইভাবে কোন কোন সত্ত্ব ক্রীড়াপ্রদোষিক, মনপ্রদোষিক অথবা অধীত্যসমুৎপন্ন দেবতাদের নিজেদের পূর্বপুরুষ রূপে ঘোষণা করেন।

বুদ্ধের মতে ঐ সত্ত্বগণ লোকসমূহের অগ্রাবস্থা সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করেন তাহা যথার্থ নহে। তিনি নিজের প্রজ্ঞার দ্বারা জানেন লোক সমূহের যথার্থ অগ্র অবস্থা কি। তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া সমস্ত কিছু তাঁহার জ্ঞাত। কিন্তু তিনি তাহার প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করেন না। তিনি অনাসক্ত থাকিয়া নিজের ভিতরে মুক্তির অনুভব করেন যাহার দ্বারা সমস্ত কিছু জানিয়া তিনি (তথাগত) কখনও দুঃখভোগ করেন না। তৎপর তিনি বলেন: কেহ কেহ আমার সম্বন্ধে মিথ্যা দোষ আরোপ করিয়া থাকে যে যেসময় শুভ বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া যোগী বিহার করেন তখন তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত কিছুর মধ্যে অশুভই দেখেন। বস্তুতঃ তিনি কখনও এইরূপ বলেন নাই। তাঁহার বক্তব্য হইতেছে এই যে, শুভ বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া যোগী ঐ সময় প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত কিছুর মধ্যে শুধু শুভই দেখিয়া থাকেন।

শেষে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, অন্য মতাবলম্বী, অন্যবিচারসম্পন্ন, অন্যরুচি-সম্পন্ন, অন্য আচার্য-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শুভ বিমোক্ষ উৎপন্ন করিয়া বিহার করা দুষ্কর।

২৫। উদুম্বরিক সুত্ত—রাজগৃহের উদুম্বরিকা উদ্যানে বুদ্ধের সহিত পরিব্রাজক নিগ্রোধের দুই প্রকার তপশ্চর্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। বুদ্ধ বলিয়াছেন—যদি কোন তপস্বী নিজের তপস্যার কারণে মনের মধ্যে অহংকার, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্যাদি বিকৃতি জাগায় এবং নিজের মতবাদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে, সেই তপস্বীর চিত্ত ক্লেশমুক্ত হইতে পারে না, ররং তাহার চিত্তের উপক্লেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যিনি তদ্বিপরীত আচরণ করেন তিনি পরিশুদ্ধই থাকেন। কিন্তু তদপেক্ষাও যে প্রশংসনীয় ও সার্থক তপঃ আছে সেই বিষয়ে বুদ্ধ ব্যক্ত করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি জীবহিংসা, চৌর্য, মিথ্যাভাষণ ও পঞ্চ কামগুণভোগ হইতে বিরত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানের দ্বারা পঞ্চনীবরণ হইতে চিত্তকে মুক্ত করিয়া মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা যুক্ত চিত্তের দ্বারা সর্বদিকে বিচরণ করেন তিনি ক্রমশঃ পূর্বনিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান লাভ করেন, দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি বিষয়ে অবগত হন এবং আরও উচ্চতর তপের দ্বারা আস্রব-ক্ষয়জ্ঞান লাভ করেন। এই জ্ঞান লাভের জন্য যে তপশ্চর্যার প্রয়োজন তাহা বুদ্ধ শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে কাহাকেও ধর্মান্তরিত হইতে হইবে না, নিজের পূর্বগুরুকে ত্যাগ করিতে হইবে না···।

২৬। চক্কবত্তি সুত্ত—এই সূত্রে দৃঢ়নেমি নামক চক্রবর্তী রাজার কথা বলা হইয়াছে। সপ্তরত্নসমন্বিত এই রাজা বিনা দণ্ডে বিনা শস্ত্রে পৃথিবী শাসন করিতেন। তারপর বার্ধক্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া প্রব্রজিত হন। রাজকুমারও ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিয়া চক্রবর্তী রাজা হন। তাঁহার পরে আরও ৬ জন শাসক চক্রবর্তী রাজা হইয়া ধর্মোপায়ে রাজ্য শাসন করিয়া চক্রবর্তীব্রত পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর ক্রমশঃ অনাচার সুরু হয়, সদাচার লুপ্ত হইতে থাকে। প্রাণীহত্যা, চৌর্য, কামে ব্যভিচার মৃষাভাষণ ইত্যাদি অনাচারে পৃথিবী পূর্ণ হয়। ইহার পরে আবার ক্রমশঃ অবস্থার পরিবর্তন হইবে। লোকেদের মনে আবার সদাচার বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। ভবিষ্যতে এই জম্বুদ্বীপ আবার সমৃদ্ধ হইবে। তখন আবার শঙ্খ নামক চক্রবর্তী রাজা উৎপন্ন হইয়া ধর্মোপায়ে রাজ্য শাসন করিবেন। পৃথিবীতে তখন মৈত্রেয় নামক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। আবার পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৭। অগ্গঞ্ঞসুত্ত—পাটিকসুত্তের সহিত অনেকাংশে এই সূত্রের মিল

আছে। জগতের প্রথম উৎপত্তি-সম্বন্ধে ইহাতেও আলোচনা আছে। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের কথা বলা হইযাছে। বুদ্ধের মতে কেবলমাত্র জন্মের দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করিতে পারে না। চারি বর্ণের মধ্যে যে ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, ব্রহ্মচারী, কৃতকৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থপ্রাপ্ত, ভববন্ধনমুক্ত তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

২৮। সম্পসাদনীয সুত্ত—এখানে বুদ্ধের সঙ্গে সারিপুত্রের কথোপকথন আছে। সারিপুত্র বলিযাছেন যে সম্বোধিজ্ঞানে বুদ্ধের অপেক্ষা শ্রেযঃ আর কেহই ছিলেন না, হবেন না এবং বর্তমানেও নাই। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিযা-ছিলেন যে অতীতের বুদ্ধগণকে না জানিয়া কি করিযা সারিপুত্র ঐ সমাধানে আসিলেন। উত্তরে সারিপুত্র বলিযাছিলেন—ভন্তে, ভগবন্ অতীতকালের বুদ্ধগণও পঞ্চ নীবরণদূর করিযা, প্রজ্ঞাদ্বারা চিত্তমল দূর করিযা, চারি স্মৃতি-প্রস্থানের দ্বারা চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিযা, সপ্ত বোধ্যঙ্গকে যথাযথভাবে ভাবনা করিযা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্ত হইযাছেন। ভবিষ্যৎকালের বুদ্ধগণও তদ্রূপভাবে সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। আর আপনি ভগবানও এইভাবেই সম্যক্ সম্বোধি প্রাপ্ত হইযাছেন।

সারিপুত্র এইভাবে ভগবানের সম্মুখে নিজের সম্প্রসাদ (শ্রদ্ধাভাব) ব্যক্ত করিযাছিলেন বলিযা এই সূত্রের নাম দেওয়া হইয়াছে সম্পসাদনীয়সুত্ত।

২৯। পাসাদিক সুত্ত—নিগ্রন্থ নাতপুত্তের মৃত্যু হইলে তাঁহার ধর্ম-বিষয লইযা শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ এবং বাগ্‌যুদ্ধ সুরু হইযা গিযাছিল। তাই ভগবান বলিযাছেন যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম সুব্যাখ্যাত, দুঃখোপ-শমকারী, শান্তিপ্রদ, তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদের ব্রহ্মচর্য সর্বতঃ পরিপূর্ণ অর্থাৎ সমৃদ্ধ, উন্নত, বিস্তারিত, প্রসিদ্ধ, বিশাল এবং দেবমনুষ্যগণের মধ্যে সুপ্রকাশিত। তাঁহার ধর্মের মূল বিষয হইতেছেঃ ৪ স্মৃতি-প্রস্থান, ৪ সম্যক্ প্রধান, ৪ ঋদ্ধিপাদ, ৫ ইন্দ্রিয, ৫ বল, ৭ বোধ্যঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তাঁহার ধর্মোপদেশ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ের আস্রবসমূহের সংবর ও বিনাশের জন্য। এতদ্ব্যতীত ভিক্ষুদের জন্য আরও বিবিধ ধর্মোপদেশ এই সূত্রে আছে। আরও বলা হইয়াছে যে, যে ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাস্রব হইযাছেন তিনি ৯ প্রকার পাপকর্ম সম্পাদন হইতে বিরত থাকেন, যেমন সজ্ঞানে প্রাণীহত্যা, চৌর্য্য, মৈথুন সেবন, মৃষাভাষণ, গৃহস্থ থাকাকালীন সংসারের যাবতীয ভোগের কথা চিন্তন, রাগাসক্ত হওযা, দ্বেষাসক্ত হওযা, মোহাসক্ত হওয়া এবং কোন কারণে ভযভীত হওযা।

গুরুগম্ভীর ভাষায় ব্যক্ত হওয়াতে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা সুখগ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহাতে প্রবেশ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষের প্রয়োজন। বুদ্ধের ধর্ম বিজ্ঞজন-জ্ঞাতব্য বলা হইয়াছে। এখানে 'বিজ্ঞজন' বলিতে বুঝাইয়াছে যাঁহারা অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করিয়া সাধনায় পরিপক্ক হইয়াছেন।* 'সিঙ্গালোবাদ সুত্ত' কে বাদ দিলে অবশিষ্ট ৩৩টি সূত্রই বুদ্ধের দর্শনবিষয়ক। আত্মা আছে কি নাই, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আছেন কি নাই, বুদ্ধের নির্বাণ কি, কি করিয়া নির্বাণ লাভ করা যাইতে পারে—ইত্যাদি সকল প্রশ্নের সদুত্তর এই দীঘ নিকায়ে পাওয়া যাইবে।

ভিক্ষু শীলভদ্র সকলের ধন্যবাদার্হ। কারণ তিনিই অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া সর্বপ্রথম বাংলাভাষায় এই দীঘ নিকায়ের অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন বহুকাল পূর্বে। এই গ্রন্থের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া মহাবোধি বুক এজেন্সী ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ এক খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছেন। কাজেই উক্ত এজেন্সীর স্বত্বাধিকারিগণ বাংলাভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের ধন্যবাদার্হ। দীঘ নিকায়ের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ আরও একজন পণ্ডিত ভিক্ষু করিয়াছিলেন কয়েক বৎসর পরে। তিনি হইতেছেন রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের তত্ত্ববারিধি, বিনয়বিশারদ (যিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মহাপরিনির্বাণ সূত্রের সমূল বঙ্গানুবাদ করিয়া পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনুবাদ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে রাজবিহার, রাজানগর, রাঙ্গুনিয়া, পূর্ব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অলমতিবিস্তরেণ।

। ভবতু সব্বমঙ্গলং।

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
প্রবারণা পূর্ণিমা, ১৪০৪ (1997)
২৫৪১ বুদ্ধাব্দ

সুকোমল চৌধুরী

---

* রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথেরো এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "বুদ্ধবাণী অত্যন্ত গম্ভীর ও জটিল দার্শনিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ আর্য্য না হইলে আর্য্যসত্য বুঝা ও বুঝান দুরূহ ব্যাপার।"

দীঘ নিকায়

(বঙ্গানুবাদ)

[অখণ্ড সংস্করণ]

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স

দীঘ নিকায়

ব্রহ্মজাল সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

বক্ষ্যমান সূত্রের বিষয় বস্তু ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক বিবৃত হইবার কালে ভারতবর্ষের বহুবিধ দার্শনিক মতের অস্তিত্ব ছিল। উহাদের মধ্যে গুরুত্বের ক্রমানুসারে নির্ব্বাচিত দ্বিষষ্ঠী প্রকার মত বর্ত্তমান সূত্রে বর্ণিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। উপনিষদ সমূহ এবং ভারতীয় ষড়দর্শন নামে জ্ঞাত দর্শন সংগ্রহের মধ্যে উক্ত দার্শনিক মত সমূহের কোন উল্লেখ না থাকিলেও এক সময়ে উহাদের অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই। বৌদ্ধ সাহিত্যে উহাদের প্রামাণিকতা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

"আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না?" "উহার স্বরূপ কি?" ইত্যাদি প্রকার প্রশ্নের সহিত উক্ত দ্বিষষ্ঠী সংখ্যক দার্শনিক মত সংশ্লিষ্ট। বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্মবাদের স্থান নাই এবং উক্ত দার্শনিক মত সমূহে "আত্মার সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে ব্রহ্মজাল সূত্রে তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বেদনামাত্র, চিত্ত-চাঞ্চল্য মাত্র।" মধ্যম নিকায়ের অলগর্দ্দোপম সূত্রে উক্ত হইয়াছে: "এই যে দৃষ্টিস্থান—সে-ই জগত, সে-ই আত্মা, সে-ই আমি পরে হইব, নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণামী আমি চিরকাল একইরূপে থাকিব, তাহাও আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।" উক্ত নিকায়ের সর্ব্বাসব সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, "পূর্ব্বে সুদীর্ঘ অতীতে আমি ছিলাম অথবা না? কি ভাবে ছিলাম এবং পরে কি হইয়াছিলাম? আমি কি ভবিষ্যতে থাকিব অথবা না? কি ভাবে থাকিব? কি হইতে কি হইব? আমি এখন আছি কি নাই? আমার এই সত্ত্বা কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহা কোথায় যাইবে?" ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহকে প্রকৃত দার্শনিক সমস্যারূপে গ্রহণ করা যায় না।

১। ব্রহ্মজাল সূত্র

১। ১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত সুবৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী রাজবর্ত্মের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। পরিব্রাজক সুপ্রিয়ও ব্রহ্মদত্ত নামক তরুণ বয়স্ক শিষ্যের সহিত রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্ত্তী রাজবর্ত্মের উপর দিয়া চলিতেছিলেন। ঐ সময়ে পরিব্রাজক সুপ্রিয় নানা প্রকারে বুদ্ধের নিন্দা করিতেছিলেন, ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছিলেন, সঙ্ঘের নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, ধর্ম্মের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন, সঙ্ঘের প্রশংসোক্তি করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন।

২। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অম্বলট্‌ঠিকা[১] নামক উদ্যানে স্থিত রাজকীয় ভবনে রাত্রিবাস করিলেন। পরিব্রাজক সুপ্রিয়ও তাঁহার তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্তের সহিত ঐ স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। ঐ স্থানেও পরিব্রাজক সুপ্রিয় নানাপ্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিলেন, ধর্ম্মের নিন্দোক্তি করিলেন, সঙ্ঘের নিন্দোক্তি করিলেন। কিন্তু সুপ্রিয়ের তরুণ শিষ্য ব্রহ্মদত্ত নানাপ্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিলেন, ধর্ম্মের প্রশংসোক্তি করিলেন, সঙ্ঘের প্রশংসোক্তি করিলেন। এইরূপে তাঁহারা, আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইলেন।

৩। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মণ্ডলমালে[২] সম্মিলিত হইয়া উপবেশন করিলে তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন এইরূপ ধারা অবলম্বন করিল: 'কি আশ্চর্য্য, আবুস, কি অদ্ভুত যে জ্ঞান ও দর্শন-সম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি যে কতরূপ বিভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সুপ্রতিবিদিত। এই পরিব্রাজক সুপ্রিয় অনেক প্রকারে বুদ্ধের নিন্দোক্তি করিতেছেন, ধর্ম্মের নিন্দোক্তি

১। 'ক্ষুদ্র আম্রবৃক্ষ'। উক্ত নামধেয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারে একটি ক্ষুদ্র আম্র বৃক্ষ ছিল বলিয়া উদ্যানের ঐ নাম হইয়াছিল।

২। উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষ।

করিতেছেন, সঙ্ঘের নিন্দোক্তি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্য তরুণ ব্রহ্মদত্ত অনেক প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসোক্তি করিতেছেন, ধর্ম্মের প্রশংসোক্তি করিতেছেন, সঙ্ঘের প্রশংসোক্তি করিতেছেন। এইরূপে তাঁহারা, আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে, প্রত্যক্ষভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধবাদী হইয়া ভগবান ও ভিক্ষুগণের পশ্চাদনুসরণ করিতেছেন।'

৪। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদিগের কথোপকথনের ধারা অবগত হইয়া মণ্ডলমালে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন: 'এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কি আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হইল?' এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

৫। 'ভিক্ষুগণ, অপরে যদি আমার, কিংবা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করে, তজ্জন্য তোমরা দ্বেষাবিষ্ট হইও না, ক্ষুব্ধ হইও না, কুপিত হইও না। অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করিলে, যদি তোমরা কুপিত হও, অথবা হৃদয়ে আঘাত অনুভব কর, তাহা হইলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তরায় হইবে। ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করিলে, যদি তোমরা কুপিত অথবা অসন্তুষ্ট হও, তাহা হইলে পরের বাক্য সুভাষিত কিম্বা দুর্ভাষিত তাহা বিচার করিতে সক্ষম হইবে কি?'

'না, ভন্তে।'

'ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের নিন্দা করিলে তোমরা এই বলিয়া অসত্যের অসত্যতা প্রতিপন্ন করিবে: "এই কারণে ইহা অসত্য, এই কারণে ইহা মিথ্যা, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই, আমাদিগের মধ্যে ইহা অবিদ্যমান।"

৬। 'কিন্তু, ভিক্ষুগণ, অপরে আমার, কিম্বা ধর্ম্মের, কিম্বা সঙ্ঘের প্রশংসা করিলেও তোমরা সেজন্য আনন্দ, সৌমনস্য কিম্বা উল্লাসের প্রশ্রয় দিও না। তোমরা সেরূপ করিলে উহা তোমাদেরই পথে অন্তরায় হইবে। অপরে আমার, অথবা ধর্ম্মের, অথবা সঙ্ঘের প্রশংসা করিলে তোমরা সত্যের সত্যতা স্বীকার করিবে এবং কহিবে: "এই কারণে এরূপ হইয়াছে, এই কারণে ইহা সত্য, আমাদিগের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব আছে, আমাদিগের মধ্যে ইহা বিদ্যমান।"

৭। 'সংসারাসক্ত সাধারণ মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন করিবার

সমস্ত তুচ্ছ, স্বল্পমূল্য শীল সম্বন্ধেই কহিয়া থাকে। যে তুচ্ছ, স্বল্পমূল্য শীলসমূহ তৎকর্ত্তৃক কথিত হয়, উহা কি কি ?

৮। "প্রাণাতিপাত পরিহার করিয়া, উহা হইতে বিরত হইয়া শ্রমণ গোতম দণ্ড ও শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বিনয় ও দয়াশীলতার সহিত সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রণোদিত হইয়া বিচরণ করেন।" সংসারাসক্ত সাধারণ মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"অদত্তের গ্রহণ পরিহার পূর্ব্বক শ্রমণ গোতম অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত; যাহা দত্ত তাহা গ্রহণ করিয়া, দানের প্রতীক্ষা করিয়া সততা ও শুদ্ধচিত্তের সহিত তিনি বিচরণ করেন।" সংসারাক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তন-কালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী শ্রমণ গোতম পাপ হইতে দূরে অবস্থান করেন, তিনি ইতর সুলভ মৈথুন হইতে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

৯। "মৃষাবাদ পরিহারপূর্ব্বক শ্রমণ গোতম মিথ্যা ভাষণ হইতে বিরত; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না; তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য; তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"পিশুন বাক্য পরিহার পূর্ব্বক শ্রমণ গোতম উহা হইতে বিরত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ করেন, এই স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ করেন না; অন্যত্র যাহা শ্রবন করেন, ঐ স্থানের লোকের বিরুদ্ধে কলহ উৎপাদনের অভিসন্ধিতে তাহা এই স্থানে প্রকাশ করেন না। এইরূপে তিনি যাহারা ভিন্ন তাহাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহারা মিত্র তাহাদের মধ্যে মৈত্রীর উৎসাহ দাতা, ঐক্য কারক, ঐক্য প্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যের কথনকারী।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথা-গতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"পরুষ-বাক্য পরিহারপূর্ব্বক শ্রমণ গোতম উহা হইতে প্রতিবিরত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতি-সুখকর, মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী, শিষ্ট-মনুষ্যের প্রীতি-প্রদ ও মনোহর, তিনি ঐরূপ বাক্য কহিয়া থাকেন।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

"বৃথা প্রলাপ পরিহার পূর্ব্বক শ্রমণ গোতম উহা হইতে বিরত। তিনি

কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী, তিনি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থ-সংহিত মূল্যবান বাক্য কহিয়া থাকেন।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ উক্তি করিয়া থাকে।

১০। "শ্রমণ গৌতম বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশ হইতে প্রতিবিরত। তিনি একাহারী, রাত্রি ও বিকাল ভোজনে প্রতিবিরত। তিনি নৃত্য-গীত বাদ্য সম্বলিত প্রদর্শনী গমনে বিরত। তিনি মাল্য, গন্ধ ও বিলেপনের ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরত। তিনি উচ্চ ও বৃহৎ শয্যার ব্যবহারে বিরত। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ক শস্যের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি অপক্ক মাংসের গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি স্ত্রী-লোক ও কুমারীর গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসের গ্রহণে বিরত। তিনি মেষ ও ছাগের গ্রহণে বিরত। কুক্কুট ও শূকরের গ্রহণে বিরত। তিনি হস্তী, গো, অশ্ব ও অশ্বীর গ্রহণে বিরত। তিনি কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির গ্রহণ হইতে বিরত। তিনি দূত ও সংবাদবাহকের কর্ম্ম হইতে বিরত। তিনি ক্রয় ও বিক্রয় হইতে বিরত। তিনি তুলা, কংস[১] ও মান সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা হইতে বিরত। তিনি উৎকোচ, বঞ্চনা ও শাঠ্য রূপ বক্রগতি হইতে বিরত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত। সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

। চুলশীল সমাপ্ত ।

মধ্যম শীল

১১। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও পঞ্চ বীজ শ্রেণীর ও তদুদ্ভূত উদ্ভিদ সমূহের—যথা মূল বীজ, খণ্ড বীজ, গ্রন্থি বীজ, অগ্র বীজ এবং বীজ-বীজ—এই সমুদয়ের বিনাশে রত থাকেন; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ বীজ ও উদ্ভিদের বিনাশে প্রতি বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১২। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে রত থাকেন, যথা:—সঞ্চিত অন্ন,

---

১। বুদ্ধঘোষের মতে এই স্থানে কংসকে মিথ্যার দ্বারা, স্বর্ণরূপে চালান সূচিত হইয়াছে।

পান, বস্ত্র, পান, শয্যা, গন্ধ এবং ব্যঞ্জন পাকোপকরণ ; কিন্তু শ্রমণ গৌতম এই প্রকার সঞ্চিত দ্রব্যের উপভোগে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৩। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ প্রদর্শনী গমনে রত থাকেন, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, আখ্যান[১] পাণিস্বর[২], কবির গান, দামামা বাদ্য, রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট, চণ্ডাল বাজী করের কৌশল, হস্তী যুদ্ধ, অশ্ব যুদ্ধ, মহিষ যুদ্ধ, বৃষভ যুদ্ধ, অজ যুদ্ধ, মেষ যুদ্ধ কুক্কুট যুদ্ধ, বর্ত্তক[৩] যুদ্ধ, দণ্ড যুদ্ধ, মুষ্টি যুদ্ধ, মল্ল যুদ্ধ, কৃত্রিম যুদ্ধ, সেনা বিন্যাস, সৈন্যব্যূহ, বাহিনী পরিদর্শন,—শ্রমণ গৌতম এইরূপ প্রদর্শনী গমন হইতে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৪। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমোদে আসক্ত হইয়া থাকেন, যথা—অষ্ট পদ, দশ পদ[৪], আকাশ[৫], পরিহার পথ[৬], সন্তিকা[৭], খলিকা[৮], ঘটিকা[৯], শলাক-হস্ত[১০], অক্ষ[১১], পঙ্গচীর[১২] বঙ্কক[১৩], মোক্ষচিকা[১৪], চিঙ্গুলিক[১৫] পত্রাঢ়ক[১৬], ক্রীড়ার্থ রথ ও ধনু, অক্ষরিকা[১৭], মনেসিকা[১৮], অঙ্গ বিকৃতির অনুকরণ[১৯] ;" কিন্তু শ্রমণ গৌতম এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে অনাসক্ত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১। রামায়ণাদি উপাখ্যানের আবৃত্তি। ২ হস্ত হইতে উৎপাদিত সঙ্গীত। বুদ্ধ ঘোষের মতে ইহার অর্থ খঞ্জনি ধ্বনি এবং ইহা পাণিতালও কথিত হয়। ৩ পক্ষী বিশেষ। ৪ চতুর্ভুজ অঙ্কিত অষ্ট কিম্বা দশ পংক্তি বিশিষ্ট কাষ্ঠ ফলক লইয়া ক্রীড়া। ৫ আকাশে উক্ত প্রকার ফলক কল্পনা করিয়া ক্রীড়া। ৬ ভূমিতে নানা পথ বিশিষ্ট মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহা যথা রূপে অতিক্রম করা। ৭ ক্রীড়া বিশেষ। ৮ অক্ষ ক্রীড়া। ৯ দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা ক্ষুদ্র দণ্ডের প্রহরণ ক্রীড়া। ১০ লাক্ষা কিম্বা কোন রংএর মধ্যে হাত ডুবাইয়া পরে ঐ হাত তুলির ন্যায় ব্যবহার করিয়া উহা হইতে চিত্রাঙ্কণ। ১১ গুল ক্রীড়া। ১২ পত্র নির্ম্মিত ক্রীড়োপযুক্ত বংশধ্বনি। ১৩ ক্রীড়ার্থ ক্ষুদ্র লাঙ্গল। ১৪ ডিগবাজি। ১৫ তালপত্র নির্ম্মিত বায়ু বেগে ঘূর্ণিত চক্র। ১৬ তালপত্র নির্ম্মিত আঢক অর্থাৎ আড়ি। এক আড়ি ষোল কিম্বা বিশ সের পরিমাণ। ১৭ আকাশে চিহ্নিত কিম্বা সহ-ক্রীড়কের পৃষ্ঠে অঙ্কিত অক্ষরের অনুমান। ১৮ অপরের চিন্তার বিষয় অনুমান করা। ১৯ অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতির অঙ্গ-বিকৃতির অনুকরণ প্রদর্শন ক্রীড়া।

১৫। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে রত থাকেন, যথা—আসন্দি[১], পর্য্যঙ্ক, গোণক[২], চিত্তক[৩], পটিকা[৪], পটলিকা[৫], তূলিকা[৬], বিকতিকা[৭], উদ্দলোমী[৮], একান্তলোমী[৯], কট্‌ঠিষ্য[১০], কোষেয়, কুত্তক[১১], হস্তী, অশ্ব ও রথাস্তরণ, অজিনাস্তরণ, কদলী-মৃগ[১২] চর্ম্ম আস্তরণ সচন্দ্রাতপ আস্তরণ, শির ও পাদদেশ রক্ষার নিমিত্ত লোহিত উপাধান যুক্ত পর্য্যঙ্ক; কিন্তু শ্রমণ গোতম এইপ্রকার উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৬। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ মণ্ডণ ও বিভূষণাদিতে রত থাকেন, যথা—উৎসাদন[১৩], পরিমর্দ্দন, স্নান, সংবাহন[১৪], দর্পণ, অঞ্জন, মাল্য, বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখ-বিলেপন, কঙ্কণ, শিখা-বন্ধ, দণ্ড, নাড়িক[১৫] খড়গ, ছত্র, চিত্রিত পাদুকা, উষ্ণীষ, মণি, বাল-বীজনী, দীর্ঘ দশা বিশিষ্ট শুভ্র বস্ত্র, কিন্তু শ্রমণ গোতম এবম্বিধ মণ্ডণ ও বিভূষণাদি হইতে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

১৭। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ হীন আলাপে রত থাকেন, যথা—রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য কথা, সেনা সম্বন্ধীয় কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, শয়ন কথা, মাল্য কথা, গন্ধ কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপদ কথা, নারী কথা, বীর কথা, পথ

১। সমস্ত দেহেরক্ষা করিবার জন্য সুদীর্ঘ কাষ্ঠাসন। ২ পশম নির্ম্মিত দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট আচ্ছাদন। ৩ পশম নির্ম্মিত নানা বর্ণরঞ্জিত শয্যার আস্তরণ। ৪ শ্বেতবর্ণ পশমী বস্ত্র। (পট+ইক)। ৫ পুষ্পের সূচীকার্য্য বিশিষ্ট পশম নির্ম্মিত ক্ষুদ্র আস্তরণ। ৬ কার্পাস তুলা পূর্ণ লেপ। ৭ পশম নির্ম্মিত, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি মূর্ত্তির সূচী শিল্প বিশিষ্ট, ক্ষুদ্র আচ্ছাদন। ৮ উভয় দিকেই পশমের ঝালর যুক্ত আচ্ছাদন। ৯ এক প্রান্তে ঝালর যুক্ত আচ্ছাদন। ১০ রত্ন খচিত ক্ষুদ্র আচ্ছাদন। ১১ নর্ত্তকীদিগের নৃত্য প্রদর্শনে ব্যবহৃত আস্তরণ। ১২ মৃগ বিশেষের নাম। ১৩ তৈল ও চন্দনাদি দ্বারা দেহের পরিশোধন। ১৪ অঙ্গমর্দ্দন। ১৫ নলাকৃতি আধার, চোঙ্গা বিশেষ।

কথা, কুম্ভস্থান[১] কথা, পূর্ব্বপুরুষ কথা,[২] নিবর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রেব উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয কথা ; কিন্তু শ্রমণ গোতম এইরূপ হীন আলাপে বিবত।" সংসাবাসক্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তন কালে এইরূপ কহিযা থাকে।

১৮। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিয়াও এইরূপ বিগ্রাহিক কথায নিযুক্ত হন, যথা—'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকাবে এই ধর্ম্ম ও বিনয জানিবে ? —তুমি মিথ্যা দৃষ্টিব অনুবর্ত্তী হইযাছ, আমি সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পূর্ব্বে কথনীয তুমি পশ্চাতে কহিযাছ, পশ্চাতে কথনীয পূর্ব্বে কহিযাছ—তোমাব বিচাব ব্যর্থ হইযাছে—তোমাব আহ্বান গৃহীত হইযাছে, তুমি নিগৃহীত হইযাছ—স্বকীয দৃষ্টি পবিশুদ্ধ কব, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাপ মুক্ত কর।' শ্রমণ গোতম এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায বিবত।" সংসাবাসক্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিযা থাকে।

১৯। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও বাজগণ, মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিযগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং গৃহপতি কুমাবগণ তাঁহাদিগকে—'এই স্থানে যাও, সেই স্থানে যাও, ইহা লইয়া আইস, ইহা ঐ স্থানে লইযা যাও' এইরূপ দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত কবিলে তাঁহারা উহাতে নিযুক্ত হন। শ্রমণ গোতম এইরূপ দৌত্যকর্ম্মে বিবত।" সংসাবাসক্ত মনুষ্য তথাগতেব প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিযা থাকে।

২০। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিযাও কুহক হইযা থাকেন, লপক[৩] হইযা থাকেন, নৈমিত্তিক হইযা থাকেন, নিষ্পেষিক[৪] হইযা থাকেন, লাভোপবি লাভগৃধ্নু হইযা থাকেন—শ্রমণ গোতম এইরূপ কুহন ও লপন হইতে বিবত।" সংসাবাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিযা থাকে।

। মধ্যমশীল সমাপ্ত ।

১। কূপ। ২ মৃত আত্মীয সম্বন্ধে দম্ভযুক্ত কথা। ৩ ভিক্ষা পাইবার নিমিত্ত অস্পষ্ট মন্ত্রেব উচ্চাবক। ৪ যাদুকব।

২১। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—সামুদ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত[১], স্বপ্ন, লক্ষণ, মূষিকচ্ছিন্ন বস্ত্র[২], অগ্নি-হোম, দর্ব্বি[৩] হোম, তুষ হোম, কণ[৪] হোম, তণ্ডুল হোম, ঘৃত হোম, তৈল হোম, মুখ হোম[৫] বক্ত হোম, অঙ্গ বিদ্যা[৬], বস্তু বিদ্যা[৭] ক্ষত্র বিদ্যা[৮], শিব-বিদ্যা[৯], ভূত-বিদ্যা, ভূরি-বিদ্যা[১০], অহিবিদ্যা, বিষ বিদ্যা, বৃশ্চিক বিদ্যা মূষিক-বিদ্যা, পক্ষী বিদ্যা, বায়স বিদ্যা, পক্কধ্যান[১১], শর পরিত্রাণ, মৃগ-চক্র[১২], শ্রমণ গৌতম এই প্রকার হীন বিদ্যায় বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২২। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—মণিলক্ষণ, দণ্ড লক্ষণ, বস্ত্র লক্ষণ, অসি লক্ষণ, শর লক্ষণ, ধনু লক্ষণ, আয়ুধ লক্ষণ, স্ত্রী লক্ষণ, পুরুষ লক্ষণ, কুমার লক্ষণ, কুমারী লক্ষণ, দাস-লক্ষণ, দাসী লক্ষণ, হস্তী লক্ষণ, অশ্ব লক্ষণ, মহিষ লক্ষণ, বৃষ লক্ষণ, গো লক্ষণ, অজ লক্ষণ, মেষ লক্ষণ, কুক্কুটলক্ষণ, বর্ত্তক লক্ষণ, গোধা লক্ষণ, কর্ণিকা লক্ষণ, কচ্ছপ লক্ষণ, মৃগ লক্ষণ—শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যায় বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৩। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—'রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করিবেন, তাঁহারা পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন;

১। পালি উপ্পাদ বজ্রঘাত ইত্যাদি নিমিত্ত হইতে ভবিষ্যৎ কথন। ২ ঐরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে অমঙ্গল হয় এইরূপ কুসংস্কার পূর্ব্বে ছিল। ৩ হাতা। ঐ হোম সাধনকালে কি প্রকার দর্ব্বি হইতে ঘৃতাদি আহুতি অগ্নিতে ঢালিয়া দিলে কি প্রকার ফল লাভ হয় তাহা কথিত হইত। ৪ শস্যের সূক্ষ্মাংশ। ৫ মুখ হইতে সর্ষপ ইত্যাদি বীজ উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দান। ৬ মনুষ্যের অবয়ব দেখিয়া তাহার স্বভাব নির্ণয়। ৭ ভূমি দেখিয়া উহা বাসের পক্ষে শুভ কিম্বা অশুভ তাহা নির্ণয়। ৮ এ স্থলে রাজনীতি। ৯ শুভ মন্ত্র জ্ঞান। ১০ মৃত্তিকা গৃহে বাস করিলে যে শুভ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে হয়, ঐ মন্ত্রের জ্ঞান। ১১ মনুষ্যের অবশিষ্ট আয়ু সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী। ১২ সর্ব্বপ্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারা।

অভ্যন্তর রাজগণ আক্রমণ করিবেন; বাহির রাজগণ পলায়ন করিবেন; বাহির রাজগণ আক্রমণ করিবেন, অভ্যন্তর রাজগণ পলায়ন করিবেন; অভ্যন্তর রাজগণের জয় হইবে, বাহির রাজগণের পরাজয় হইবে; বাহির রাজগণের জয় হইবে, অভ্যন্তর রাজগণের পরাজয় হইবে; এইরূপে একপক্ষের জয় হইবে, অপর পক্ষের পরাজয় হইবে।' শ্রমণ গৌতম এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৪। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এই প্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—'চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্য্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্রগ্রহণ হইবে। চন্দ্র সূর্য্যের যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রাদিগের যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদিগের বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে। দাবাগ্নি হইবে। ভূমিকম্প হইবে। বজ্রপাত হইবে। চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণের এই ফল হইবে, সূর্য্যগ্রহণের এই ফল হইবে, নক্ষত্রগ্রহণের এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্যের বিপথে গমন হইলে এই ফল হইবে, নক্ষত্রগণের নির্দ্দিষ্টপথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহারা বিপথে গমন করিলে এই ফল হইবে। উল্কাপাতের এই ফল হইবে, দাবাগ্নির এই ফল হইবে, ভূমিকম্পের এই ফল হইবে, বজ্রপাতের এই ফল হইবে, চন্দ্রসূর্য্য নক্ষত্রগণের উদয়, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্যের এই ফল হইবে।' শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৫। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—'সুবৃষ্টি হইবে, দুর্ব্বৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি হইবে, অশান্তি হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা রচনা, লোকায়ত।' শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৬। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও

এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—আবাহন,[১] বিবাহন,[২] সংবদন,[৩] বিবদন,[৪] সংকিরণ,[৫] বিকিরণ,[৬] সৌভাগ্য করণ, দুর্ভাগ্য করণ, গর্ভপাত করণ, জিহ্বার জড়তা সাধন, হনুর জড়তা সাধন, হস্তের ঊর্দ্ধক্ষেপ, বধিরতা সাধন, * ''
আদর্শ-প্রশ্ন,[৮] কুমারী প্রশ্ন,[৯] দেব প্রশ্ন,[১০] সূর্য্যোপাসনা, মহা ব্রহ্মোপাসনা, অভ্যুজ্জ্বলন,[১১] শ্রী-আহ্বান[১২]—শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

২৭। "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—শান্তিকর্ম্ম প্রণিধিকর্ম্ম,[১৩] ভূরিকর্ম্ম,[১৪] বর্ষকর্ম্ম,[১৫] বর্ষবর কর্ম্ম,[১৬] বাস্তুকর্ম্ম,[১৭] বস্তু পরিকিরণ,[১৮] আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, ঊর্দ্ধ-বিরেচন, অধোবিরেচন, শীর্ষ বিরেচন, কর্ণ তৈল, নেত্র-অর্পণ, নাসিকা কর্ম্ম অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য,[১৯] শল্যকর্ম্ম,[২০] শিশু চিকিৎসা, মূল ও ভৈষজ্যের প্রয়োগ, ঔষধের প্রতিমোক্ষ,[২১]—শ্রমণ গৌতম এইরূপ হীন বিদ্যা

১। উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের পর বর কিম্বা বধূকে গৃহে আনয়ন। ২ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদনের পর বর কিম্বা বধূকে গৃহান্তরে প্রেরণ। ৩ শান্তি স্থাপন। ৪ ভেদ আনয়ন। ৫ ঋণ সংগ্রহ। ৬ অর্থের ব্যয়। 'আবাহন' ইত্যাদি ব্যাপারগুলির জন্য শুভদিনের নির্ণয় সূচিত হইয়াছে। * সৌভাগ্য করণ ইত্যাদির জন্য ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রোচ্চারণ উক্ত হইয়াছে। ৮ ঐন্দ্রজালিক মুকুরের সাহায্যে দৈববাণী প্রাপ্তি। ৯ কুমারীর সাহায্যে দৈববাণীপ্রাপ্তি। ১০ দেবতার নিকট হইতে ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্তি। ১১ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীরণ। ১২ শ্রী-দেবতাকে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা আহ্বান। ১৩ দেব সন্নিধানে অঙ্গীকারের প্রতিপালন। ১৪ মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে বাসকালে শুভমন্ত্রের উচ্চারণ। ১৫ জননশক্তি উৎপাদন। ১৬ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা জননশক্তির নাশ। ১৭ বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য শুভদিন নির্ণয়। ১৮ বাসভূমি দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করা। ১৯ নেত্র রোগ চিকিৎসা। ২০ অস্ত্র চিকিৎসা। ২১ এক ঔষধ প্রয়োগের পর অপর ঔষধের প্রয়োগ—বিরেচক প্রয়োগের পর উহার গুণ নাশ করিবার জন্য অপর কোন ঔষধের প্রয়োগ।

ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত।" সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা কীর্ত্তনকালে এইরূপ কহিয়া থাকে।

ভিক্ষুগণ, ইহাই সেই ক্ষুদ্র ও গৌণ-শীল যাহার জন্য সংসারাসক্ত মনুষ্য তথাগতের প্রশংসা করিয়া থাকে।

। মহাশীল সমাপ্ত ।

শাশ্বতবাদ

২৮। 'ভিক্ষুগণ, অন্য ধর্ম্ম আছে, যাহা গম্ভীর দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পন্ডিত-বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

'ভিক্ষুগণ, ঐ ধর্ম্ম কি কি ?

২৯। 'ভিক্ষুগণ, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পূর্ব্বান্তকল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঐ সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের সম্বন্ধে, কিসের উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়া থাকেন ?

৩০। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বত-বাদী, তাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত ঘোষণা করেন। ঐ সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের সম্বন্ধে, কিসের উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়া থাকেন ?

৩১। 'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ, অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ জন্ম। "অমুকস্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান

হইতে চ্যুত হইয়া আমি অমুক স্থানে জন্মিয়াছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইরূপ আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহুবিধ পূর্ব্ব জন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি কহেন, "আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ এবং অচল ; যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত। কি হেতু ? আমি উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হই যে ঐরূপ সমাধির অবস্থায় আমি অনেক পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করি—এক জন্ম· · · লক্ষ জন্ম। অমুক স্থানে আমার এই নাম… এই স্থানে আসিয়াছি। এইরূপ বহুবিধ পূর্ব্ব জন্মের আকার ও প্রকার আমি স্মরণ করি। এই জন্যই আমি জানি আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ এবং অচল ; এবং যদিও তাঁহারা জন্ম হইতে জন্ম-জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন।

৩২। [দ্বিতীয় কারণ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্ব্বজন্মের অনুস্মৃতি লক্ষ জন্মও অতিক্রম করিয়া দশ-সংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকালব্যাপী হয়।]

৩৩। [তৃতীয় কারণ যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে একই প্রকার, মাত্র এই প্রভেদ যে পূর্ব্বজন্মের অনুস্মৃতি চত্বারিংশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কালব্যাপী হয়।]

৩৪। 'চতুর্থতঃ, ঐ সকল সম্মানার্হ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে, কিসের অবলম্বনে শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন ?

'ভিক্ষুগণ, এই ক্ষেত্রে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনা-প্রিয় হইয়া থাকেন। তিনি তর্ক-পর্য্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্ম-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন : "আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ

এবং অচল, এবং যদিও তাহারা জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে,-চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন।'

৩৫। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে শাশ্বতবাদী হইয়া থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারাই শাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগতকে শাশ্বত কহিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্ব্বিধ কারণে কিম্বা উঁহাদিগের মধ্যে এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপে কহিয়া থাকেন, উঁহার বাহিরে অন্য কোন কারণ নহে।

৩৬। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকল আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনাসমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

৩৭। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

। প্রথম ভাণবার[১] সমাপ্ত ।

আভাস্বর

২। ১। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যাঁহারা

১। আবৃত্তি। আবৃত্তির উদ্দেশ্যে সমস্ত ত্রিপিটকগ্রন্থ কতকগুলি ভাণবারে বিভক্ত।

চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের উপর নির্ভর করিয়া কিসের উদ্দেশ্যে ঐরূপ করিয়া থাকেন ?

২। 'ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৩। 'ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর, এই জগতের বিবর্ত্তন হয়। ঐ সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগত হইতে চ্যুত হইয়া শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনরায় উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহার ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৪। 'দীর্ঘকাল তথায় একাকী বাস করিয়া তাহার মনে উদ্বেগ, অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয়ঃ "হায়, যদি অপর জীবগণও এইস্থানে আগমন করিত।" ঐ সময়েই অন্য জীবগণও, আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয় বশতঃ, আভাস্বর লোক হইতে চ্যুত হইয়া, তাহার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তাহারাও তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্য হয়, তাহারা স্বয়ংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

৫। 'ভিক্ষুগণ, তদনন্তর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিলেনঃ "আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? পূর্ব্বে আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলামঃ 'অহো, অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক।' আমার এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন করিয়াছে।" পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা করেঃ "ইনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী,

সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? আমরা ইহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিয়াছি, আমরা ইহার পশ্চাতে উৎপন্ন।"

৬। 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। যাঁহারা পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু, অল্প সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। এই লোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি উক্ত পূর্ব্ব নিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেন: "সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—যাঁহা কর্ত্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অরিপরিণাম-ধর্ম্ম, তিনি অনন্তকাল ঐরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্ত্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম ঘটনা সমাবেশ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হইয়া আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন।

৭। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম ক্রীড়া-প্রদোষিক। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ঐ কারণে তাঁহাদের স্মৃতি বিমূঢ় হয়, এবং ঐ মোহের কারণে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন।

৮। 'এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস

পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

ক্রীড়া-প্রদোষিক

৯। 'তিনি এইরূপ কহেনঃ "যে সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন না। উহার ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমূঢ় হয় না এবং ঐ অমোহের ফলে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন না, তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম ধর্ম্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ঐ স্থানেই অবস্থান করিবেন। কিন্তু আমরা ক্রীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমাদের স্মৃতি বিমূঢ় হইয়াছিল, ঐ মোহের ফলে আমরা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্ত্তনশীলরূপে ইহলোকে আগমন করিয়াছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা সমাবেশ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১০। 'তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম মন-প্রদোষিক। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয়। এইরূপ প্রদুষ্ট-চিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়। ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন।

১১। 'এক্ষণে, ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি

প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

১২। তিনি এইরূপে কহেন: "যে সকল দেবতা মনো-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হন না। ফলে তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয না, তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয না। তাঁহারা ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম্ম হইয়া অনন্তকাল ঐ স্থানেই অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা মন-প্রদোষিক হইযা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়া পরবশ হইযাছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমরা ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইযা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু ও মৃত্যু পরায়ণ হইযা ইহলোকে আগমন করিযাছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয ঘটনা সমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইযা উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৩। 'চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইযা ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হইযা থাকেন। তিনি তর্কপর্য্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন: "যাহা চক্ষু কিম্বা কর্ণ কিম্বা নাসিকা কিম্বা জিহ্বা কিম্বা কায কথিত হয তাহা অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্ম্ম আত্মা, কিন্তু যাহা চিত্ত কিম্বা মন কিম্বা বিজ্ঞান কথিত হয, তাহা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অবিপরিণাম-ধর্ম্ম আত্মা, উহা অনন্তকাল ঐরূপই থাকিবে।"

মনপ্রদোষিক

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ ঘটনাসমাবেশ, যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপ মতবাদী হইযা উক্ত মত প্রকাশ করেন।

১৪। "ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, যাঁহারা কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন। ভিক্ষুগণ, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারাই ঐরূপ মতবাদী, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্ব্বিধ কারণে কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ কহিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

১৫। "ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

"ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা, দুর্দ্দর্শ, দুর্বোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিতবেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অন্তানন্তিক

১৬। "ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী, তাঁহারা চতুর্ব্বিধ কারণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

১৭। "ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্তসমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি

কহেন ঃ "এই জগত সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন। কি হেতু? যেহেতু আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এবৃপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হই, যাহাতে ঐ সমাধির অবস্থায় আমি অন্ত-সংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি এই জগত সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন।

১৮। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যকচিন্তার দ্বারা এবৃপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনন্ত-সংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করেন। তিনি কহেন ঃ "এই জগত অনন্ত ও অসীম। সে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন যে জগত সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কি হেতু? আমি উৎসাহ ** সম্যক চিন্তার দ্বারা এবৃপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হই যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় আমি অনন্তসংজ্ঞী হইয়া জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি যে জগত অনন্ত ও অসীম।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইয়া জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিয়া থাকেন।

১৯। 'তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ মতবাদী হইয়া উক্ত মত প্রকাশ করেন? কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ *** সম্যক চিন্তার দ্বারা এবৃপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি জগতের উর্দ্ধ ও অধঃ সান্ত কহিয়া থাকেন, কিন্তু তির্য্যকভাবে উহাকে অনন্ত সংজ্ঞা দান করেন। তিনি এইরূপ কহেন ঃ "এই জগত সান্ত এবং অনন্ত। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগতকে সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন কহিয়া থাকেন তাঁহারা ভ্রান্ত; যাঁহারা জগতকে অনন্ত ও অসীম কহিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। এই জগত একাধারে সান্ত এবং অনন্ত, কি হেতু? আমি উৎসাহ *** সম্যক চিন্তার দ্বারা এবৃপ চিত্ত

সমাধিতে উপনীত হই যে, ঐরূপ সমাধিব অবস্থায জগতেব উৰ্দ্ধ ও অধো-ভাগেব অন্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হই, তির্য্যকভাবেব অনন্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। এই কাবণেই আমি জানিতে পাবি যে জগত একাধাবে সান্ত এবং অনন্ত।"

'ভিক্ষুগণ ইহাই তৃতীয কাবণ যাহাব ভিত্তিতে যাহাব উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইযা জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিযা থাকেন।

২০। 'চতুর্থশ্রেণীব শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে ঐবূপ মতবাদী হইযা ঐবূপ মত প্রকাশ কবেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনা প্রিয হইযা থাকেন। তিনি তর্কপর্য্যাহত, বিচাব প্রতিষ্ঠিত এইবূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ কবেন: "এই জগত সান্তও নহে, অনন্তও নহে। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগতকে সান্ত ও পবিচ্ছিন্ন কহিযা থাকেন, তাঁহাবা ভ্রান্ত, যাঁহাবা জগত অনন্ত ও অসীম কহিযা থাকেন, তাঁহাবাও ভ্রান্ত। যাঁহারা জগত একাধাবে সান্ত ও অনন্ত কহিযা থাকেন তাঁহাবাও ভ্রান্ত। এই জগত সান্তও নহে, অনন্তও নহে।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ কাবণ যাহাব ভিত্তিতে যাহাব উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হইযা জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিযা থাকেন।

২১। 'ভিক্ষুগণ, ইহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহাবা অন্তানন্তিক-বাদী হইযা জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিযা থাকেন তাঁহাবা সকলেই উক্ত চতুর্ব্বিধ কাবণে কিম্বা উহাদেব মধ্যে এক অথবা অপব কাবণে ঐবূপ কহিযা থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাবণে নহে।

২২। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইবূপে গৃহীত, এইবূপে বিচাবিত হইযা এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তবে এই এই দশায উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত কবে না, উহা দ্বাবা অস্পৃষ্ট হইযা তিনি স্বীয অন্তবে মুক্তি অনুভব কবেন, বেদনা সমূহেব উৎপত্তি, লয, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসবণ যথাযথবূপে বিদিত হইযা, আসক্তি বর্জ্জিত হইযা, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তবূপে অবস্থান কবেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দর্শ, দুর্বানুবোধ, শান্ত প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অমরা-বিক্ষেপিক

২৩। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অমরা-বিক্ষেপিক[১] ; কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লন, অমরার গতি অনুসরণ করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে, কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন?

২৪। 'প্রথমতঃ, ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কি তাহা যথারূপ জানেন না, অকুশল কি তাহাও যথারূপ জানেন না। তিনি এই-রূপ চিন্তা করেন: "আমি কুশল কি তাহা যথারূপ জানি না, অকুশল কি তাহাও যথারূপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া যদি আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ কহি, তাহা হইলে আমার বাক্য ছন্দ, রাগ, দোষ কিম্বা প্রতিঘ দুষ্ট হইতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আমার বাক্য মিথ্যা হইতে পারে। যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে বিঘাত হইবে, এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হইবে।" এইরূপে মিথ্যার ভয়ে, মিথ্যার ঘৃণায়, তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি কহেন: "ইহা আমার মত নয়, ঐ মতও আমার নহে। কোন বিভিন্ন মতও আমার নাই। ইহা নয় তাহাও আমি কহিতেছি না। ইহাও নয় উহাও নয় এরূপও আমি কহিতেছি না।"

১। অমরা নামক পিচ্ছিল দেহ মৎস্যের ন্যায় বক্রগতিতে গমনকারী। ঐ মৎস্যকে ধৃত করা অত্যন্ত কঠিন।

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অমরা-বিক্ষেপিক হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৫। 'দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন ?

'ভিক্ষুগণ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল কি * * * এবং সে ক্ষেত্রে উহা আমার উপাদান স্বরূপ হইবে। যাহা আমার উপাদান হইবে, তাহা আমার পক্ষে বিঘাত হইবে, এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হইবে।" এইরূপে উপাদানের ভয়ে উপাদানের ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না * * * এরূপও আমি কহিতেছি না "

'ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ * * * অমরার গতি অনুসরণ করেন।

২৬। 'তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ নীতির আশ্রয় লন ?

'কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশল কি * * যথারূপ জানি না। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এইরূপ কহিতে পারি। কিন্তু, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা পণ্ডিত, নিপুণ অভিজ্ঞ তার্কিক, কুশাগ্রবুদ্ধি, মনে হয় স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা অপরের সিদ্ধান্তকে ছিন্ন ভিন্ন করণে সক্ষম—ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আমাকে প্রশ্ন করিলে, আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে এবং বাদানুবাদ করিলে, যদি আমি যথার্থ উত্তর দিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে বিঘাত হইবে এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হইবে। এইরূপে অনুযোগের ভয়ে, অনুযোগের ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাহাও বলেন না, ইহা অকুশল তাহাও বলেন না, প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লইয়া অমরার গতি অনুসরণ পূর্ব্বক তিনি কহেন: "ইহা * * * কহিতেছি না।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ * * অমরার গতি অনুসরণ করেন।

১। যাহা কাম, দৃষ্টি আত্মবাদ ও শীলব্রতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, যাহা পুনর্জন্মের কারণ, তাহাই উপাদান।

২৭। 'চতুর্থ শ্রেণীব শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশে উক্তব্‌প নীতিব আশ্রয লন ?

'ভিক্ষ্‌গণ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মন্দ-বৃদ্ধি, নির্ব্বোধ। ঐ মূঢ়তাব জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি দ্ব্যর্থস্‌চক বাক্যেব আশ্রয লইয়া অমবাব গতি অন্‌সবণ কবেন ঃ "পবলোক আছে কি ?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কব, তাহা হইলে আমি যদি মনে করি পরলোক আছে, তাহা হইলে আমি ঐব্‌পই কহিব, কিন্তু আমি সেব্‌প কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে কবি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে কবি না। আমি ইহা অস্বীকাব কবি না। ইহাও নব উহাও নয়, আমি এইব্‌পও কহি না। 'পবলোক নাই কি ?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, * * (প্‌র্ব্বেব ন্যায)। 'পবলোক কি একাধাবে আছে এবং নাই ? পবলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয়, এইব্‌প কি ?—ঔপপাতিক[১] সত্ত্ব আছে কি ? উহা কি নাই ? উহা কি একাধাবে আছে এবং নাই ? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয, এইব্‌প কি ?—স্‌কৃতি দ্‌ষ্কৃতিব ফল আছে কি ? উহাদেব ফল নাই কি ? উহাদেব ফল কি একাধাবে আছে এবং নাই ? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয, এইর্‌প কি ? —মরণের পর কি তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে ? মরণেব পব কি তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না ? মবণেব পব কি একাধাবে তাঁহাব অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না ? মবণেব পব তাঁহাব অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, এইব্‌প কি ? আমাকে এইব্‌প জিজ্ঞাসা কবিলে, মরণান্তে তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয়, যদি আমি এইব্‌প মনে কবি, আমি ঐব্‌পই ব্যক্ত কবিব। কিন্তু আমি ঐর্‌প কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে কবি না, উহা যে, অন্য প্রকাব তাহাও মনে কবি না। আমি ইহা অস্বীকার কবি না। ইহাও নব উহাও নয়, আমি এইর্‌পও কহি না।"

'ভিক্ষ্‌গণ, ইহাই চতুর্থ কারণ যাহাব ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে দ্ব্যর্থস্‌চক বাক্যের আশ্রয় লইযা অমবাব গতি অন্‌সবণ কবেন।

২৮। 'ভিক্ষ্‌গণ, ইঁহাবাই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহাবা অমরা-

১। অযোনিজ। পিতা মাতাব সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন প্রাণী।

বিক্ষেপিক, যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যের আশ্রয় লন এবং অমরার গতি অনুসরণ করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্ত চতুর্বিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

২৯। ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টি-স্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অধীত্য-সমুৎপন্নিক

৩০। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অকারণবাদী, যাঁহারা দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন?

৩১। 'ভিক্ষুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব নামক কোন কোন দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। ভিক্ষুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করেন; তৎপরে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি সংজ্ঞার উৎপত্তি অনুসরণ করেন, কিন্তু

তৎপূর্ব্বাবস্থা স্মরণে অক্ষম হন। তিনি কহেনঃ "আত্মা ও জগত অকারণ সম্ভূত। কি কারণে? আমি পূর্ব্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে না থাকিযাও এক্ষণে সত্ত্বে পরিণত হইয়াছি।"

'ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম কারণ যাহার ভিত্তিতে, যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অকারণবাদী হইযা আত্মা জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন।

৩২। 'দ্বিতীয শ্রেণীর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ, কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে উক্তরূপ মতবাদী হইযা উক্তরূপ ঘোষণা করেন?

'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনা প্রিয় হইযা থাকেন। তিনি তর্ক-পর্য্যাহত, বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনঃ "আত্মা ও জগত অকারণ সম্ভূত।"

ভিক্ষুগণ ইহাই দ্বিতীয কারণ যাহার ভিত্তিতে যাহার উদ্দেশে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ উক্তরূপে মতবাদী হইযা উক্তরূপ ঘোষণা করেন।

৩৩। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অকারণবাদী হইযা দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন। যাঁহারাই ঐরূপ মতবাদ পোষণ করিয়া ঐরূপ মত ঘোষণা করেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বিবিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে, ঐরূপ করিযা থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৩৪। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন; কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইযা তিনি স্বীয অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইযা, আসক্তি বর্জ্জিত হইযা, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুর্বানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বযং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিযা প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থগুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

অপরান্ত কল্পিক

৩৫। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি হইয়া, অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে অনেক বিধ মত প্রকাশ করেন। যাঁহারাই ঐরূপ করেন তাঁহারা সকলেই এই অষ্টাদশ কারণে অথবা উহাদের এক বিস্ময় অপর কারণে উহা করিয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৩৬। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয়, যাহা তথাগত স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া প্রকাশ করেন, যাহা তথাগতের যথার্থগুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

৩৭। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি ; তাঁহারা চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

৩৮। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে ঐরূপ মতের পোষক। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

"মরণান্তে আত্মারূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে", এইরূপ তাঁহারা কহেন। "মরণান্তে আত্মা অরূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য

অবস্থায় থাকে", এইবূপ কহেন। "আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী"...... "উহা রূপীও নহে, অরূপীও নহে......"উহা সান্ত...উহা অনন্ত...উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত...উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে..."উহা একাত্ম সংজ্ঞী......"উহা নানাত্ম সংজ্ঞী...."উহা পরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন...... "উহা অপরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন...."উহা একান্ত সুখী "উহা একান্ত দুঃখী..."উহা একাধারে সুখী ও দুঃখী......"উহা সুখ দুঃখ হীন, অরোগ এবং সচৈতন্য অবস্থায় মরণান্তে বিদ্যমান থাকে" এইরূপ তাঁহারা কহিয়া থাকেন।

৩৯। 'ভিক্ষুগণ, ইঁহারাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন, যাঁহারা ষোড়শবিধ কারণে ঐ মতের পোষক। ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই উক্ত ষোড়শবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৪০। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টি-স্থান এইরূপে গৃহীত, এইরূপে বিচারিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে। ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তরে এই এই দশায় উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন; কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত করে না, উহা দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় অন্তরে মুক্তি অনুভব করেন, বেদনা সমূহের উৎপত্তি, লয়, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসরণ যথাযথরূপে বিদিত হইয়া, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'হে ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুরানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচর, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয় যাহা তথাগতের যথার্থ গুণের সম্যক কথনকারী কহিবেন।

। দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত।

৩। ১। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ করেন। তাঁহারা অষ্টবিধ কারণে ঐ মত পোষণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐবূশ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

২। "মবণান্তে আত্মা ব্‌পী, অরোগ এবং অচৈতন্য অবস্থায বিদ্যমান থাকে," এইব্‌প তাঁহাবা কহেন। "মবণান্তে আত্মা অব্‌পী··· "আত্মা একাধাবে ব্‌পী ও অব্‌পী ···"উহা ব্‌পীও নহে, অব্‌পীও নহে · · "উহা সান্ত..."উহা অনন্ত·· উহা একাধাবে সান্ত এবং অনন্ত······"উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে। মবণান্তে উহাব অবোগ অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে," এইব্‌প তাঁহাবা কহিযা থাকেন।

৩। ভিক্ষ্‌গণ, ইঁহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা ম্‌ত্যুব পব আত্মাব অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ কবেন, যাঁহাবা অষ্টবিধ কারণে ঐ মতেব পবিপোষক। ভিক্ষ্‌গণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতেব পবিপোষক, তাঁহাবা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কাবণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপব কাবণে ঐব্‌প মতবাদী হইযা থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কাবণে নহে।

৪। 'ভিক্ষ্‌গণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন। যে, ঐ সকল দ্‌ষ্টি স্থান এইব্‌পে গ্‌হীত, এইব্‌পে বিচবিত হইযা এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মন্‌ষ্য জন্ম জন্মান্তবে এই এই দশায উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত কবে না, উহা দ্বাবা অস্প্‌ষ্ট হইযা তিনি স্বীয অন্তবে ম্‌ক্তি অন্‌ভব কবেন, বেদনা সম্‌হেব উৎপত্তি, লয, আস্বাস, দৈন্য ও নিঃসবণ যথাযথব্‌পে বিদিত হইযা, আসক্তি বর্জ্জিত হইযা, হে ভিক্ষ্‌গণ, তথাগত বিম্‌ক্তব্‌পে অবস্থান কবেন।

'ভিক্ষ্‌গণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীব, দ্‌র্দ্দর্শ, দ্‌বান্‌বোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচব, নিপ্‌ণ, পণ্ডিত বেদনীয, যাহা তথাগত স্ববং জ্ঞাত হইযা ও সাক্ষাৎ কবিযা প্রকাশ কবেন, যাহা তথাগতেব যথার্থ গ্‌ণেব সম্যক কথনকাবী কহিবেন।

অপরান্ত কল্পিক

৫। 'ভিক্ষ্‌গণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা ম্‌ত্যুব পব আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে, অচৈতন্যও নহে, এই মত প্রকাশ করেন।

তাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে ঐরূপ মতের পোষাক। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশ্যে ঐরূপ মত প্রকাশ কবেন ?

৬। মবণান্তে আত্মা রূপী, অবোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী রূপে অবস্থান কবে," এইরূপ তাঁহাবা কহেন। "মবণান্তে আত্মা অরূপী...... "আত্মা একাধাবে রূপী ও অবূপী... "উহা রূপীও নহে, অবূপীও নহে .. "উহা সান্ত......"উহা অনন্ত ..."উহা একাধাবে সান্ত এবং অনন্ত.. "উহা সান্তও নহে, অনন্তও নহে ; মবণান্তে উহার অবোগ নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে", এইরূপ তাঁহাবা কহিয়া থাকেন।

৭। 'ভিক্ষুগণ ইঁহাবাই ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহাবা মৃত্যুব পব আত্মাব নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে এই মত প্রকাশ কবেন, যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে ঐ মতেব পোষক। ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতেব পোষক, তাঁহাবা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কাবণে ঐরূপ মতবাদী হইযা থাকেন, উহাব বাহিবে অন্য কোন কারণে নহে।

৮। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টি-স্থান এইবূপে গৃহীত. এইবূপে বিচাবিত হইয়া এই এই গতি প্রাপ্ত হইবে, ঐ সকলে আসক্ত মনুষ্য জন্ম জন্মান্তবে এই এই দশায উপনীত হইবে। তথাগত উহা জানেন, উহাপেক্ষাও অনেক অধিক জানেন, কিন্তু ঐ জ্ঞান তাঁহাকে স্ফীত কবে না, উহা দ্বাবা অস্পৃষ্ট হইযা তিনি স্বীয অন্তবে মুক্তি অনুভব কবেন, বেদনা সমূহেব উৎপত্তি, লয, আস্বাদ, দৈন্য ও নিঃসবণ যথাযথবূপে বিদিত হইযা, আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া, হে ভিক্ষুগণ, তথাগত বিমুক্তবূপে অবস্থান কবেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ, দুবানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচব, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয, যাহা তথাগত স্বযং জ্ঞাত হইযা ও সাক্ষাত কবিয়া প্রকাশ কবেন, যাহা তথাগতের যথার্থ গুণেব সম্যক কথনকাবী কহিবেন।

উচ্ছেদবাদী

৯। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা উচ্ছেদবাদী, যাঁহাবা সপ্তবিধ কাবণে সত্ত্বেব উচ্ছেদ, বিনাশ, এবং বিভব-ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসেব ভিত্তিতে কিসেব উদ্দেশ্যে ঐবূপ মতবাদী হইয়া ঐবূপ মত প্রকাশ কবেন ?

১০। 'ভিক্ষুগণ, এস্থলে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইবূপ মত, এইবূপ দৃষ্টি পোষণ কবেন : "যেহেতু এই আত্মা বূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক, মাতা ও পিতা হইতে সম্ভূত, সেই হেতু দেহাবসানে ইহার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মবণেব পব ইহাব অস্তিত্ব থাকে না, উহা সম্পূর্ণবূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" এইবূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা কবেন।

১১। 'অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার কবি না ; কিন্তু ঐবূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, রূপী, কামাবচর, কবলিঙ্কাব [১] আহার ভোজী। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয, মবণান্তে ইহাব অস্তিত্ব থাকে না ; সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বেব উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা কবেন।

১২। 'অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন : "আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকার কবি না। কিন্তু ঐবূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা দিব্য, বূপী, মনোময, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-যুক্ত, এবং অহীনেন্দ্রিয। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয, মবণান্তে ইহাব অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিযা থাকে।" এইবূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১। আহাব চতুর্ব্বিধ :—(১) কবলিঙ্কাব (শবীবেব পুষ্টিসাধক) আহা, (২) স্পর্শ আহাব, (৩) মন সঞ্চেতনা আহার এবং (৪) বিজ্ঞান আহার।

১৩। 'অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন ঃ "আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকাব করি না। কিন্তু ঐবূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা বূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ কবিযা, নানাত্ম-সংজ্ঞায উদাসীন হইযা 'আকাশ অনন্ত' এই অনুভূতিব সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আযতন' স্তবে গমন কবে। আপনি উহাকে জানেন না ; দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয, মবণান্তে উহাব অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিযা থাকে।" এইবূপে কেহ কেহ সত্ত্বেব উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা কবেন।

১৪। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন ঃ "আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকাব কবি না। কিন্তু ঐবূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয না।' অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'আকাশ-অনন্ত-আযতন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতিব সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন' স্তবে গমন কবে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয, মবণান্তে উহাব অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিযা থাকে।" এইবূপে কেহ কেহ সত্ত্বেব উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা কবেন।

১৫। 'অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন ঃ "আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তাহা অস্বীকাব করি না। কিন্তু ঐবূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'কিছুই নাই' এই অনুভূতিব সহিত 'অকিঞ্চন আযতন' স্তবে গমন কবে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয, মবণান্তে উহাব অস্তিত্ব থাকে না, সেই হেতু উহাব সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিযা থাকে।" এইবূপে কেহ কেহ সত্ত্বেব উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা কবেন।

১৬। 'অপব কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন, "আপনাব বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকাব কবি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মাব সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয না। অন্য এক আত্মা আছে যাহা 'অকিঞ্চন আযতন' সর্ব্বতোভাবে

অতিক্রম করিয়া শান্ত ও প্রণীত 'নেব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন' স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। যেহেতু ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকেনা, সেই হেতু উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটিয়া থাকে।" এইরূপে কেহ কেহ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন।

১৭। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা উচ্ছেদ বাদী, যাঁহারা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত সপ্তবিধ-কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

১৮। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত·· · বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম যাহা ···কথনকারী কহিবেন।

দৃষ্ট-ধর্ম-নির্ব্বাণবাদী

১৯। 'ভিক্ষুগণ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা দৃষ্ট-ধর্ম-নির্ব্বাণ বাদী,[১] যাঁহারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশে ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন?

২০। 'ভিক্ষুগণ, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ এইরূপ মতবাদী, এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন: "যেহেতু এই আত্মা পঞ্চ কামগুণ সমন্বিত হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহের তৃপ্তি সাধন করে, সেই হেতু ইহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২১। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেন: "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করিনা। কিন্তু এই আত্মা ঐরূপেই পরম দৃষ্ট-ধর্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? কাম অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণাম-ধর্ম। উহার পরিবর্ত্তন ও অস্থায়ীত্ব হেতু শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্মনস্য

১। এই জগতের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন।

ও অশান্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা কাম এবং অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক, সবিচার, এবং বিবেকজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২২। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেনঃ "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যে হেতু ঐ অবস্থায় বিতর্ক এবং বিচার বর্ত্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা বিতর্ক ও বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়ন কারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২৩। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেনঃ "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যেহেতু ঐ অবস্থায় চিত্তে প্রীতির অনুভূতি এবং উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা প্রীতিতে বিরাগ উৎপাদন করিয়া উপেক্ষার ভাবে বিরাজ করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া কায়ে সুখ অনুভব করে—যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'—এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২৪। 'অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহেনঃ "আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপেই এই আত্মা পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? যেহেতু ঐ অবস্থায় চিত্ত সুখের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য দৌর্ম্মনস্য অস্তমিত করিয়া, দুঃখহীন, সুখহীন, উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করে, তখনই উহা পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।" এইরূপে কেহ কেহ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন।

২৫। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ বাদী, যাঁহারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত পঞ্চবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

২৬। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত……বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা… ..কথনকারী কহিবেন।

২৭। 'ভিক্ষুগণ' এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা চতুর্চ্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতের পরিপোষক, তাঁহারা সকলেই এই চতুর্চ্চত্বারিংশ কারণেই কিম্বা উহাদের এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে কোন অন্য কারণে নহে।

২৮। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে, ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত · বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা কথনকারী কহিবেন।

সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

২৯। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যাঁহারা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, অপরান্ত-কল্পিক, একাধারে পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত কল্পিক, পূর্ব্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাঁহারা দ্বিষষ্ঠী কারণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত দ্বিষষ্ঠী কারণে, কিংবা উহাদের এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হইয়া থাকেন, উহার বাহিরে অন্য কোন কারণে নহে।

৩০। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সম্বন্ধে তথাগত অবগত আছেন যে ঐ সকল দৃষ্টিস্থান এইরূপে গৃহীত……বিমুক্তরূপে অবস্থান করেন।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই সেই ধর্ম্ম যাহা· কথনকারী কহিবেন।

* ৩১। 'ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হইযা চতুর্ব্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত ঘোষণা কবেন—

৩২। 'যাঁহাবা কোন কোন বিষযে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিবযে অশাশ্বতবাদী হইযা চতুর্ব্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে আংশিক রূপে শাশ্বত ও আংশিকরূপে অশাশ্বত ঘোষণা কবেন—

৩৩। যাঁহাবা অন্তানন্তিক বাদী হইযা চতুর্ব্বিধ কাবণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিযা থাকেন—

৩৪। যাঁহাবা অমবা-বিক্ষেপিক হইযা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্ব্বিধ কাবণে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যেব আশ্রয লইয়া অমবাব গতি অনুসবণ কবেন—

৩৫। যাঁহাবা অকাবণবাদী হইযা দ্বিবিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে অকাবণ সম্ভূত ঘোষণা কবেন—

৩৬। যাঁহাবা পূর্ব্বান্ত কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি হইযা অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ কবেন—

৩৭। যাঁহাবা ষোডশবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ কবেন—

৩৮। যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ কবেন—

৩৯। যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মার অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে অচৈতন্যও নহে, এই মত প্রকাশ কবেন—

৪০। যাঁহাবা উচ্ছেদবাদী হইয়া সপ্তবিধ কাবণে সত্ত্বেব উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা কবেন—

৪১। যাঁহাবা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণবাদী হইযা পঞ্চবিধ কাবণে জীবের পবম-দৃষ্ট-ধম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা কবেন—

৪২। যাঁহাবা অপবান্ত-কল্পিক, অপবান্তানুদৃষ্টি হইযা চতুশ্চত্বারিংশ কারণে অপরান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ কবেন—

৪৩। যাঁহাবা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, অপবান্ত-কল্পিক, একাধাবে পূর্ব্বান্ত ও

---

* ৩১ সংখ্যক পদচ্ছেদ মূলে নাই।

অপবান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তাপবান্তানুদৃষ্টি, যাঁহাবা দ্বি-ষষ্ঠী কাবণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ কবিযা থাকেন—

তাঁহাদেব ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেব বেদনা মাত্র, চিত্তচাঞ্চল্য মাত্র।

৪৪। "ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ-শাশ্বতবাদী হইযা চতুর্ব্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত ঘোষণা কবেন—

৪৫। যাঁহাবা কোন কোন বিষযে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষযে অশাশ্বতবাদী হইযা চতুর্ব্বিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে আংশিকবূপে শাশ্বত এবং আংশিকবূপে অশাশ্বত ঘোষণা কবেন—,

৪৬। যাঁহাবা অন্তানন্তিকবাদী হইযা চতুর্ব্বিধ কাবণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত কহিযা থাকেন—

৪৭। যাঁহাবা অমবা-বিক্ষেপিক হইযা প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে চতুর্ব্বিধ কাবণে দ্ব্যর্থ সূচক বাক্যেব আশ্রয লইযা অমবাব গতি অনুসবণ কবেন—

৪৮। যাঁহাবা অকাবণবাদী হইযা দ্বিবিধ কাবণে আত্মা ও জগতকে অকাবণসম্ভূত ঘোষণা কবেন—

৪৯। যাঁহাবা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি হইয়া অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ কবেন—

৫০। যাঁহাবা ষোড়শবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ কবেন—

৫১। যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মার অচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে, এই মত পোষণ কবেন—

৫২। যাঁহাবা অষ্টবিধ কাবণে মৃত্যুব পব আত্মাব অস্তিত্ব সচৈতন্যও নহে, অচৈতন্যও নহে, এই মত পোষণ কবেন—

৫৩। যাঁহাবা উচ্ছেদবাদী হইযা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বেব উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভব ঘোষণা কবেন—

৫৪। যাঁহাবা পবম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণবাদী হইয়া পঞ্চবিধ কাবণে জীবের পবম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ ঘোষণা কবেন—

৫৫। যাঁহাবা অপবান্ত-কল্পিক, অপরান্তানুদৃষ্টি হইযা চতুর্শ্চত্বারিংশ কাবণে অপবান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ কবেন—

৫৬। যাঁহাবা পূর্ব্বান্ত-কল্পিক, অপবান্ত-কল্পিক, একাধাবে পূর্ব্বান্ত ও

অপবান্ত-কল্পিক, পূর্ব্বান্তাপবান্তানুদৃষ্টি, যাঁহাবা দ্বি-ষষ্ঠী কাবণে ঐ সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ কবিযা থাকেন—

তাঁহাদেব ঐ সকল মত স্পর্শজনিত।

৫৭—৬৯। 'ভিক্ষুগণ, যাঁহাবা ঐ সকল মত পোষণ কবেন, তাঁহাবা যে স্পর্শ ব্যতীত ঐরূপ বেদনা-সংযুক্ত হইবেন, তাহা হইতে পাবে না।

৭০। 'তাঁহাবা সকলেই যড স্পর্শাযতনেব সহিত স্পর্শে আনীত হইযা ঐরূপ বেদনা সংযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদেব বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জবা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য এবং নৈবাশ্যেব উৎপত্তি হয। ভিক্ষুগণ, যখন ভিক্ষু ষড স্পর্শাযতনেব সমুদয, অন্তগমন, আস্বাদ, দৈন্য এবং নিঃসরণ যথাযথ রূপে জ্ঞাত হন, তখন তিনি তদূর্দ্ধে যাহা আছে তাহাও জানিতে পাবেন।

৭১। 'ভিক্ষুগণ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ পূর্ব্বান্ত-কল্পিক অথবা অপবান্তকল্পিক, অথবা একাধাবে পূর্ব্বান্ত ও অপবান্ত-কল্পিক, অথবা পূর্ব্বান্তাপরান্তানুদৃষ্টি, যাহাবা পূর্ব্বান্ত ও অপবান্ত সম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা সকলেই এই দ্বি-ষষ্ঠী প্রণালীব জালে আবদ্ধ; ইহাতেই বদ্ধ হইয়া তাঁহারা ইতস্ততঃ ভাসমান, উহাতেই ধৃত হইযা তাঁহাবা ইতস্ততঃ উন্মজ্জননিবত।

'ভিক্ষুগণ, যখন কোন দক্ষ ধীবব অথবা ধীবব বালক ক্ষুদ্র জলাশযেব উপব সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট জাল নিঃক্ষেপ করে, তখন তাহাব মনে এইরূপ হইতে পারেঃ "এই দহে যে সকল বৃহৎ মৎস্য আছে তাহাবা সকলেই জালবদ্ধ হইযাছে, এই জালে আবদ্ধ হইয়াই তাহাবা ইতস্ততঃ ভাসমান, উহাতেই ধৃত হইযা তাহারা ইতস্ততঃ উন্মজ্জন নিবত"—সেইরূপই উক্ত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এই দ্বি-ষষ্ঠী-প্রণালীব জালে আবদ্ধ, ইহাতেই বদ্ধ হইযা তাঁহাবা ইতস্ততঃ ভাসমান, ইহাতেই ধৃত হইযা তাঁহারা ইতস্ততঃ উন্মজ্জন নিবত।

৭২। 'ভিক্ষুগণ, তথাগতেব ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইযাছে, কিন্তু তাঁহার দেহ বর্ত্তমান। যতদিন এই দেহ থাকিবে ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেহেব বিলযে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।

'ভিক্ষুগণ, আম্রগুচ্ছের বৃন্ত ছিন্ন হইলে বৃন্তসংলগ্ন সমুদয আম্র যেরূপ

বৃন্তের অনুগমন করে, সেইরূপই উচ্ছিন্ন-ভব-নেত্র তথাগতের দেহ রহিয়াছে। যতদিন এই দেহ থাকিবে ততদিন দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। দেহের বিলয়ে জীবনান্তে দেব ও মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না।'

৭৩। এইরূপ কথিত হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ "ভন্তে, আশ্চর্য্য, ভন্তে, অদ্ভুত! ভন্তে, এই ধর্ম্মপর্য্যায়ের নাম কি?'

'আনন্দ, এই ধর্ম্মপর্য্যায়কে তুমি অর্থজাল কহিতে পার, ধর্ম্মজাল কহিতে পার, ব্রহ্মজাল কহিতে পার, দৃষ্টিজাল কহিতে পার, অনুত্তর সংগ্রাম-বিজয়ও কহিতে পার।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। ভিক্ষুগণ আনন্দিত মনে ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন। এই সবিস্তর উপদেশ দান কালে এক সহস্র জগত কম্পিত হইল।

। ব্রহ্মজাল সূত্র সমাপ্ত ।

শ্রামণ্য ফল সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

ব্রহ্মজাল সূত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধের নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টি আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রে বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সমর্থিত হইয়াছে।

মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, জগতে মনুষ্য সাধারণ জীবিকার উপায় স্বরূপ নানাবিধ শিল্প অবলম্বন করিয়া ইহ জগতেই যেরূপ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়, সংসারত্যাগী সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতৃগণ সঙ্ঘ আশ্রয় হেতু ইহ জীবনেই সেইরূপ কোন প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করেন কি না। উত্তরে বুদ্ধ এক এক করিয়া চতুর্দ্দশটী শ্রামণ্যের সাংদৃষ্টিক ফল বিবৃত করিলেন,—ঐ তালিকার প্রত্যেক পরবর্ত্তী ফল তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ফল অপেক্ষা উন্নততর ও মধুরতর।

অজাতশত্রুর প্রশ্নে উল্লিখিত জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তিগুলি তৎকালীন সামাজিক অবস্থার উপর প্রভূত পরিমাণে আলোক সম্পাত করে। প্রশ্নের প্রস্তাবনায় মগধরাজ কহিয়াছিলেন যে তিনি ঠিক ঐ একই প্রশ্ন অপর ছয়টী

বিভিন্ন সঙ্ঘের নেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সদুত্তর পান নাই। উক্ত নেতাগণ তাঁহাদের উত্তরে অজাতশত্রুকে যাহা কহিয়াছিলেন তাহা হইতে সমসাময়িক একাধিক কৌতূহলোদ্দীপক ধর্ম্মমতের বিষয় জানা যায়। ঐ সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমতের মধ্যে জৈনমত ছাড়া অন্য কোন মতের পূর্ণ বিবরণ এখনও দুষ্প্রাপ্য।

২। শ্রামণ্য ফল সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান রাজগৃহে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সঙ্গে সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু-সঙ্ঘছিল। ঐ সময় মগধের রাজা বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রু পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে, চাতুর্ম্মাসী কৌমুদী পূর্ণ পূর্ণিমার রাত্রিতে, রাজামাত্য পরিবৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর, সেই উপোসথ দিনে মগধ রাজের মুখ হইতে আনন্দোক্তি নির্গত হইল ঃ

'কি রমণীয় জ্যোৎস্না রাত্রি!
'কি সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি!
'কি দর্শনীয় জ্যোৎস্না রাত্রি!
'কি নির্ম্মল জ্যোৎস্না রাত্রি!
'কি লক্ষণ-সম্পন্ন জ্যোৎস্না রাত্রি!

'আজ কোন্ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের সঙ্গ অভিলাষ করিব, যাঁহার সংসর্গে আমাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইবে?'

২। এইরূপ উক্ত হইলে জনৈক রাজামাত্য মগধরাজকে এইরূপ কহিলেন ঃ 'দেব, পূর্ণ কাশ্যপ আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক, গণ-নায়ক, গণাচার্য্য, জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্থঙ্কর, বহুজনসম্মানিত, অভিজ্ঞ, দীর্ঘ প্রব্রজিত এবং বয়োবৃদ্ধ। দেব, ঐ পূর্ণ কাশ্যপের নিকট গমন করুন। তাঁহার নিকট গমনে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।' এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

৩। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন ঃ 'দেব, মক্খলি গোসাল আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক,·. এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

৪। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন ঃ 'দেব, অজিত কেশকম্বল আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক,···এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

৫। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন ঃ 'দেব, পকুধ কচ্চায়ন আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

৬। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন ঃ 'দেব, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক, এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

৭। অন্য এক মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন ঃ 'দেব, নিগণ্ঠ নাতপুত্ত আছেন, তিনি সঙ্ঘ-নায়ক· এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন।

৮। ঐ সময় জীবক কৌমারভৃত্য মগধরাজের অনতিদূরে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্ট ছিলেন। মগধরাজ তাঁহাকে কহিলেন ঃ 'মিত্র জীবক, তুমি কি কারণে মৌন রহিয়াছ?

'দেব, ভগবান অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ সার্দ্ধ দ্বাদশশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত আমাদের আম্রকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে ঃ "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত।" মহারাজ ঐ ভগবন্তের নিকট গমন করুন। তাঁহার নিকট গমনে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন হইতে পারে।'

গৌতমের নিকট গমন

'মিত্র জীবক, তাহা হইলে হস্তী-যান সমূহ প্রস্তুত কর।'

৯। জীবক কৌমার ভৃত্য "যে আজ্ঞা, মহারাজ" কহিয়া মগধরাজকে প্রতিশ্রুতিদান পূর্ব্বক পঞ্চশত হস্তিনী এবং রাজার আরোহণীয় হস্তী সজ্জিত

করিয়া মগধ রাজের নিকট বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন ঃ "দেব, হস্তীযান প্রস্তুত। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন।" তৎপরে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র পাঁচশত হস্তিনীর প্রত্যেকের উপর তাঁহার নারীবর্গের এক এক জনকে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং রাজহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং উল্কাধারী অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মহা আড়ম্বরের সহিত রাজগৃহ হইতে জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবনে গমন করিলেন।

১০। আম্রবনের অদূরে উপস্থিত হইয়া মগধরাজ অজাতশত্রু ভীত, স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চ কলেবর হইলেন। এইরূপে উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইয়া তিনি জীবককে কহিলেন ঃ 'মিত্র জীবক, তুমি আমাকে প্রতারিত কর নাই ত? তুমি আমার সহিত প্রবঞ্চনা কর নাই ত? তুমি আমাকে শত্রুকরে অর্পণ কর নাই ত? ইহা কিরূপ যে এই বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে, সার্দ্ধ দ্বাদশ শত ভিক্ষুর মধ্যে কোন প্রকার শব্দই নাই—না একটি হাঁচির শব্দ, না একটি কাসির শব্দ?'

'মহারাজ ভীত হইবেন না। আমি আপনাকে প্রতারিত করিতেছি না, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছি না, আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতেছি না। মহারাজ, অগ্রসর হউন, অগ্রসর হউন। ঐ মণ্ডপে দীপ সমূহ জ্বলিতেছে।'

১১। তৎপরে মগধরাজ হস্তীযানে যতদূর যাওয়া সম্ভব ততদূর হস্তীপৃষ্ঠে গমন করিয়া, পরে হস্তী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে মণ্ডপ-দ্বারে উপনীত হইলেন। পরে তিনি জীবককে কহিলেন ঃ 'মিত্র জীবক, ভগবান কোথায়?'

'মহারাজ, ঐ ভগবান—ঐ তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া মধ্যে স্থিত স্তম্ভ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবিষ্ট।'

১২। তৎপরে মগধরাজ ভগবানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল সরোবরের ন্যায় শান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে অবলোকন করিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ 'মদীয় পুত্র উদায়ি-ভদ্রও এই শান্তিযুক্ত হউক, যে শান্তি এই ভিক্ষুসঙ্ঘে বিরাজমান।'

'মহারাজ, আপনার স্নেহধারা যথাস্থানে প্রবাহিত হইয়াছে।'

'ভন্তে, পুত্র উদায়িভদ্র আমার প্রিয়। যে শান্তি এই ভিক্ষু-সঙ্ঘে বিরাজ করিতেছে, কুমারও ঐ শান্তি-যুক্ত হউক।'

১৩। তদনন্তর মগধরাজ অজাতশত্রু ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি অঞ্জলি প্রণমিত করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আসন গ্রহণান্তে তিনি ভগবানকে কহিলেন: 'ভন্তে, আপনার অনুমতি পাইলে আমি আপনাকে এক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।'

'মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করুন।

১৪। 'ভন্তে, জনসাধারণের জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে, যথা—হস্তী-আরোহণ, অশ্বারোহণ, রথিক, ধনুর্গ্রাহ, চেলক[১], চলক[২], পিণ্ডদায়ক[৩], উগ্র রাজপুত্র[৪], প্রস্কন্দিক[৫], মহানাগ শূর, চর্ম্ম-যোধী, দাসপুত্র, সূপকার, ক্ষৌরকার, স্নাপক, মোদক, মালাকার, রজক, পেশকার, নলকার, কুম্ভকার, গণকমুদ্রিক, এবং এই প্রকারের অন্য যে কোন শিল্প—ঐ সকল শিল্পাবলম্বী সকলেই এই জগতেই সাংদৃষ্টিক শিল্পফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উহা দ্বারা তাঁহারা স্বয়ং সুখী ও তৃপ্ত হন; মাতাপিতাকে সুখী ও তৃপ্ত করেন, স্ত্রী-পুত্রকে সুখী ও তৃপ্ত করেন, মিত্রামাত্যকে সুখী ও তৃপ্ত করেন। তাঁহারা শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ঊর্দ্ধাগ্রিক, স্বার্গিক, সুখ-বিপাক যুক্ত, স্বর্গ-সংবর্ত্তনিক দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা করেন। ভন্তে, ঐরূপ ইহজীবনেই লভ্য কোন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফলের উল্লেখ করিতে পারেন কি?'

১৫। 'মহারাজ, আপনি স্বীকার করেন যে এই প্রশ্ন অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণকেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে?'

'ভন্তে, আমি স্বীকার করি।'

পুরণ কশ্যপ

'মহারাজ, ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যেরূপ উত্তর দিয়াছেন, যদি বাধা না থাকে, তাহা ব্যক্ত করুন।'

'ভন্তে, কোন বাধাই নাই, যখন ভগবান অথবা ভগবান তুল্যগণ উপবিষ্ট।'

'মহারাজ, তাহা হইলে ব্যক্ত করুন।'

১। ধ্বজ-ধারী। ২ শিবির সন্নিবেশক। ৩ সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা খাদ্য বণ্টনে নিযুক্ত। ৪ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী। ৫ সামরিক চর।

১৬। ‘ভন্তে, এক সময় আমি পূরণ কশ্যপের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে, এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি, তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

১৭। ‘এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পূরণ কশ্যপ আমাকে কহিলেন ঃ “মহারাজ, যে করে এবং যে করায়, যে ছেদন করে এবং যে ছেদন করায়, যে অঙ্গহীন করে এবং যে অঙ্গহীন করায়, যে শোক ও নির্য্যাতনের কারণ হয়, যে কম্পিত হয় এবং যে কম্পিত করায়, যে প্রাণনাশ করে, যে অদত্ত গ্রহণ করে, যে সন্ধি ছিন্ন করে[১], যে লুণ্ঠন করে, যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, গুপ্ত স্থান হইতে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, যে পরদার গমন করে, মিথ্যা-ভাষণ করে, তাহারা এই সকল কর্ম্ম করিয়া পাপ করে না। যদি কেহ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা পৃথিবীর প্রাণীগণকে এক মাংস-খলে, এক মাংস পুঞ্জে, পরিণত করে, তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, পাপের আগম হয় না। যদি ঐ ব্যক্তি আঘাত করিতে করিতে, হত্যা করিতে করিতে, ছেদন করিতে করিতে, ছেদন করাইতে করাইতে, অঙ্গহীন করিতে করিতে, অঙ্গহীন করাইতে করাইতে, গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পাপ হইবে না, পাপের আগম হইবে না। যদি ঐ ব্যক্তি দান করিতে করিতে, দান করাইতে করাইতে, যজ্ঞ করিতে করিতে, যজ্ঞ করাইতে করাইতে, গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী হইয়া গমন করে, তজ্জন্য কোন পুণ্য হইবে না, পুণ্যের আগম হইবে না। দান হইতে, দম হইতে সংযম হইতে, সত্য বাক্য হইতে পুণ্যের উদ্ভব হয় না, পুণ্যের আগম হয় না।” ভন্তে, এইরূপে পূরণ কশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া, আমার নিকট অক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভন্তে, আম্র কি এই প্রশ্নের উত্তরে লবুজের[২] বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ পূরণ কশ্যপ সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া আক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল “আমার ন্যায় ব্যক্তি স্বীয় রাজ্যবাসী শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে অপ্রসন্ন করিবার চিন্তা কি প্রকারে করিবে?” এইরূপে আমি পূরণ কশ্যপের বাক্যের অভিনন্দনও করিলাম না, নিন্দাও করিলাম না ; অভিনন্দন

১। চলিত ভাষায় ‘যে ঘরে সিঁধ কাটে।’
২। কাঁঠাল জাতীয় ফল বিশেষ।

ও নিন্দা উভয়ই পরিহার করিয়া, স্বয়ং ক্ষুব্ধ হইয়াও ক্ষোভ সূচক বাক্যের উচ্চারণ না করিয়া, আমি ঐ বাক্য গ্রহণও করিলাম না, বর্জ্জনও করিলাম না,- আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।

মক্খলি গোসাল

১৮।* 'ভন্তে, এক সময় আমি মক্খলি গোসালের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

১৯। 'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মক্খলি গোসাল আমাকে কহিলেন : "মহারাজ, সত্ত্বগণের সংক্লেশের হেতুও নাই, প্রত্যয়ও নাই ; হেতু ও প্রত্যয় বিনা সত্ত্বগণ সংক্লিষ্ট হয়। সত্ত্বগণের শুদ্ধির হেতুও নাই, প্রত্যয় ও নাই , হেতু ও প্রত্যয় বিনা তাহাদের শুদ্ধি হয়। আত্ম-কার নাই, পর-কার নাই, পুরুষ-কার নাই, বল নাই, বীর্য্য নাই, পুরুষ-স্থাম নাই, পুরুষ-পরাক্রম নাই। সর্ব্বসত্ত্ব, সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বভূত, সর্ব্বজীব, অবশ, অবল, নির্বীর্য্য , তাহারা নিয়তি ও সংযোগ পরিচালিত এবং ষড়বিধ জাতিভুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ দুঃখ অনুভব করে। প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ ছয় সহস্র এবং ছয় শত। কর্ম্ম পাঁচশত প্রকার, তদুপরি পাঁচ প্রকার (পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়), তদুপরি তিন প্রকার (কায়িক, বাচসিক এবং মানসিক) ; কর্ম্ম এবং অর্দ্ধ কর্ম্মও[১] আছে। দ্বি-ষষ্ঠী প্রতিপদ, দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ছয় অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ-ভূমি, উনপঞ্চাশ শত জীবিকা, উনপঞ্চাশ শত পরিব্রাজক, উনপঞ্চাশ শত নাগাবাস, দুই সহস্র ইন্দ্রিয়, তিন সহস্র নিরয়, ছত্রিশ-রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নির্গ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর, সাত শত সাত গ্রন্থি, সাত শত সাত

* ১৮ সংপদচ্ছেদ মূলে নাই।

১। মন দ্বারা কৃতকর্ম্ম।

প্রপাত, সাত শত সাত স্বপ্ন, চতুরশীতি লক্ষ মহাকল্প যাহাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ঃ আমি এই শীল, এই ব্রত, এই তপ, অথবা এই ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্মের পক্কতা-সাধন করিব, অথবা পরিপক্ক কর্মকে ভোগ করিয়া উহার অন্ত করিব,' কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন না। সংসারে দ্রোণ তুলিত সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হয় না ; উহার হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই, উৎকর্ষও নাই, অপকর্ষও নাই। যেরূপ সূত্র-গুল ক্ষিপ্ত হইলে তাহার গতি বেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃখের অন্ত করিবে।"

অজিত কেশ কম্বলী

২০। 'ভন্তে, এইরূপে মক্খলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসার-শুদ্ধি ব্যাখ্যা করিলেন। ভন্তে, আম্র কি এ প্রশ্নের উত্তরে লবুজের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ মক্খলি গোসাল সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া সংসার-শুদ্ধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল ঃ "আমার ন্যায় ব্যক্তি…করিবে ?" এইরূপে আমি মক্খলি গোসালের বাক্যের চলিয়া আসিলাম।

২১। 'ভন্তে, আমি একদিন অজিত কেশকম্বলীর নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২২। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অজিত কেশ-কম্বলী কহিলেন ঃ "মহারাজ, দান নাই, যজ্ঞ নাই, হোম নাই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল বিপাক নাই, ইহলোক পরলোক নাই, মাতা পিতা নাই, ঔপপাতিক[১] জীব নাই, পূর্ণজ্ঞানলব্ধ সর্বোচ্চ মার্গস্থ এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ নাই যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক স্বয়ং জানিয়া ও সাক্ষাত করিয়া ঐ জ্ঞান প্রচার করেন। মনুষ্য

১। মাতা পিতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন। অযোনিজ।

চতুর্মহাভূত হইতে উৎপন্ন। যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন তাহার দেহস্থ পৃথিবী ধাতু মহাপৃথিবীতে গমন পূর্ব্বক উহাতেই লীন হয়, অপ ধাতু জলে, তেজ ধাতু অগ্নিতে এবং বায় ধাতু বায়ুতে লীন হয়, এবং তাহার ইন্দ্রিয় সমূহ আকাশে লীন হয়। মৃতদেহ শবযানে বাহিত হয়; দাহস্থান পর্যন্ত প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়, অস্থিসমূহ কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, এবং সমস্তই ভস্মে পরিণত হয়। এই যে দান ইহা নির্ব্বোধের ঘোষণা। যাহারা বলে দানের ফল আছে, তাহাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপ মাত্র। মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়েই দেহাবসানে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, মরণান্তে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না।

২৩। 'ভন্তে, এইরূপে অজিত কেশ-কম্বলী সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদ-বাদ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া লবুজের বর্ণনা অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রের বর্ণনা যেরূপ হয়, সেইরূপ অজিত কেশ-কম্বলী সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উচ্ছেদবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল: "আমার ন্যায় ব্যক্তি করিবে?" এইরূপে আমি অজিত কেশ-কম্বলীর বাক্যের…চলিয়া আসিলাম।

২৪। 'ভন্তে, আমি একদিন পকুধ কচ্চায়নের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এই ক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

২৫। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পকুধ কচ্চায়ন কহিলেন: "মহারাজ, এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃত-বিধ,[১] অনির্ম্মিত, নির্ম্মাতাহীন, উৎপাদিকাশক্তিহীন, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। তাহারা গতিহীন, বিকারহীন; তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নহে, পরস্পর পরস্পরের সুখ অথবা দুঃখ অথবা সুখ-দুঃখ বিধানে পর্য্যাপ্ত নহে। এই সাত বস্তু কি কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং সপ্তম বস্তু জীব। এই সাত বস্তু অকৃত, অকৃতবিধ, অনির্ম্মিত, নির্ম্মাতাহীন, অনুৎপাদক, কূটস্থ, অচল স্তম্ভ সদৃশ। তাহারা গতিহীন, বিকারহীন…পর্য্যাপ্ত নহে। এইরূপে, হন্তা নাই, ঘাতয়িতা নাই, শ্রাবক নাই, শ্রাবয়িতা নাই; বিজ্ঞাতা নাই, বিজ্ঞাপয়িতা নাই। যে

১। যাহা কোন আদেশ বিশেষ দ্বারা সৃষ্ট নয়।

তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা শীর্ষচ্ছেদ কবে, সে তদ্দ্বারা কাহারও জীবন নাশ কবে না, কেবলমাত্র সপ্ত বস্তুব মধ্যস্থ বিবরে[১] অস্ত্র নিপতিত হইযাছে।"

২৬। 'ভন্তে, এইরূপে পকুধ কচ্চাযন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইযা উত্তবে অন্য বিষযেব ব্যাখ্যা কবিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইযা লবুজেব বর্ণনা অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রেব বর্ণনা যেরূপ হয, সেইরূপ পকুধ কচ্চাযন সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তবে অন্য বিষয়েব ব্যাখ্যা কবিযাছেন। ভন্তে, তৎপবে আমাব মনে হইল: "আমাব ন্যায ব্যক্তি...কবিবে?" এইরূপে আমি পকুধ কচ্চাযনেব বাক্যের...চলিযা আসিলাম।

২৭। 'ভন্তে, আমি একদিন নিগণ্ঠ নাতপুত্তেব নিকট গমন কবিযা-ছিলাম। তথায গমন কবিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহার সহিত চিত্তবঞ্জক বাক্যালাপ পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিযাছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই কবিলাম।

২৮। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইযা নিগণ্ঠ নাতপুত্ত কহিলেন: "মহাবাজ, নিগণ্ঠ চতুর্ব্বিধ সংবব দ্বাবা সংবৃত। কিরূপে? মহাবাজ, নিগণ্ঠ সর্ব্ব জলেব ব্যবহাবে সংযত, সর্ব্বপাপে সংযত, সর্ব্ব পাপবিধৌত, সর্ব্বপাপ দূবীকবণে লগ্নচিত্ত। মহাবাজ, নিগণ্ঠ এই চতুর্ব্বিধ সংবব দ্বাবা সংবৃত। মহাবাজ, যেহেতু নিগণ্ঠ এই চতুর্ব্বিধ সংবর দ্বাবা সংবৃত, সেই হেতু তিনি গতাত্মা[২], যতাত্মা[৩] এবং স্থিতাত্মা কথিত হন।"

২৯। 'ভন্তে, এইরূপে নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তবে চতুর্ব্বিধ সংযম বর্ণনা কবিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইযা লবুজেব অথবা লবুজ জিজ্ঞাসিত হইয়া আম্রেব বর্ণনা যেরূপ হয, সেইরূপ নিগণ্ঠ নাতপুত্ত সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইযা চতুর্ব্বিধ সংযম বর্ণনা কবিযাছেন। ভন্তে, তৎপবে আমার মনে হইল: "আমাব ন্যায ব্যক্তি.. কবিবে?" এইরূপে আমি নিগণ্ঠ নাতপুত্তেব বাক্যের চলিযা আসিলাম।

৩০। 'ভন্তে, আমি একদিন সঞ্জয বেলট্‌ঠি-পুত্তেব নিকট গিযাছিলাম। তথায গমন কবিযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে তাঁহাব সহিত চিত্তবঞ্জক বাক্যালাপ

১। শূন্য স্থানে। ২ লক্ষ্যোপনীত। ৩ আত্মসংযমী।

পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলাম। আসন গ্রহণান্তে এইক্ষণে আপনাকে যে প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাকেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিলাম।

৩১। 'ভন্তে, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয় বেলট্‌ঠি-পুত্ত কহিলেন: "যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর 'পরলোক আছে কি?' তাহা হইলে যদি আমি মনে করি উহা আছে, তাহা হইলে 'পরলোক আছে' আমি এইরূপই প্রকাশ করিব। কিন্তু আমি তাহা কহি না। উহা যে ঐ প্রকার আমি তাহাও কহি না। উহা যে ঐ প্রকার নয আমি তাহাও কহি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। উহা আছে আমি তাহাও কহি না, নাই তাহাও কহি না। 'পরলোক নাই কি?' যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করি, * * * (পূর্ব্বের ন্যায)। 'পরলোক কি একাধারে আছে এবং নাই? পরলোক নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয, এইরূপ কি?—ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নাই? উহা কি একাধারে আছে এবং নাই? উহা নাই এবং উহা যে নাই তাহাও নয, এইরূপ কি?—সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে কি? উহাদের ফল নাই কি? উহাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নাই? উহাদের ফল নাই এবং ফল যে নাই তাহাও নয, এইরূপ কি?—মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কিম্বা থাকে না? মরণের পর কি একাধারে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মরণের পর তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয, এইরূপ কি?' আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাহাও নয, যদি আমি এইরূপ মনে করি, আমি ঐরূপই ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমি ঐরূপ কহিতেছি না। উহা এই প্রকার তাহা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাহাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয, উহাও নয, আমি এইরূপও কহি না।"

৩২। 'ভন্তে, এইরূপে সঞ্জয বেলট্‌ঠিপুত্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপের অভিনয করিলেন। ভন্তে, আম্র জিজ্ঞাসিত হইয়া সেইরূপ সঞ্জয বেলট্‌ঠিপুত্ত সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসিত হইয়া বিক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল: "এই সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সকলেই নির্ব্বোধ ও মূঢ়। সান্দৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল জিজ্ঞাসার উত্তরে বিক্ষেপের প্রকাশ কেন?" ভন্তে, তৎপরে আমার মনে হইল: "আমার ন্যায ব্যক্তি··· করিবে?" এইরূপে আমি সঞ্জয বেলট্‌ঠি-পুত্তের বাক্যের···চলিযা আসিলাম।

৩৩। 'ভন্তে, এক্ষণে আমি ভগবানকেও ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি ঃ "ভন্তে, জনসাধারণের জন্য বহুবিধ শিল্পবিদ্যা আছে, যথা—হস্তী আরোহণ ·· পাবেন কি ?"

'মহারাজ, পারি। এক্ষণে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যথাযথ উত্তর দিন।

৩৪। 'মহারাজ, আপনি কিরূপ মনে করেন? মনে করুন আপনার এক আজ্ঞাবহ দাস আছে যে আপনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করে, আপনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করে, যে আপনার আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সতত তৎপর, শিষ্টাচারযুক্ত, প্রিয়বাদী এবং সস্মিত বদন। তাহার মনে এইরূপ হইল ঃ "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত পুণ্যের এই গতি ও বিপাক! এই মগধরাজ বৈদেহিপুত্র অজাতশত্রুও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য। কিন্তু মগধরাজ পঞ্চ কামগুণযুক্ত হইয়া উহাদের উপভোগ করিতেছেন—যেন সত্যই দেবতা—আর আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তিনি শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বেই গাত্রোত্থান করি, তিনি শয্যা আশ্রয় করিবার পর শয়ন করি, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আমি সতত তৎপর, আমি শিষ্টাচারী, প্রিয়বাদী এবং সস্মিত বদন। অতএব আমিও পুণ্যকর্ম্ম করিব, শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।" অতঃপর সে শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিল। সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায-সংযম, বাক্-সংযম ও চিত্ত-সংযম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নির্জ্জনবাসে রত হইল। যদি জনগণ ঐ বিষয়ে আপনাকে এইরূপ বলে ঃ "দেব, আপনি কি অবগত আছেন যে আপনার পূর্ব্বের দাস মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডণ পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করিয়াছে? সে এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায-সংযম, বাক্-সংযম ও চিত্ত-সংযম সমন্বিত হইয়া, মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনে সন্তুষ্ট হইয়া নির্জ্জন বাসে রত হইয়াছে—" তাহা হইলে আপনি কি কহিবেন ঃ "আমার সেই দাস ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার আমার দাসত্বে নিযুক্ত হউক" ?'

৩৫। 'না, ভন্তে। উপরন্তু আমরা তাঁহাকে অভিবাদিত করিব, আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিব, তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে

পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিব, চীবর, পিণ্ডপাত[১], শয়ন-আসন, ঔষধ ও পথ্য ইত্যাদি ভিক্ষুর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিব এবং তাঁহার আশ্রয় স্থান ও রক্ষার জন্য যথাধর্ম্ম বিধান করিব।'

'তাহা হইলে, মহারাজ, আপনি কিরূপ মনে করেন? এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যের ফল সাংদৃষ্টিক কি না?'

'ভন্তে, এ ক্ষেত্রে শ্রামণ্যের ফল অবশ্যই সাংদৃষ্টিক।

'মহারাজ, ইহাই আমার প্রদর্শিত প্রথম সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল।'

৩৬। 'ভন্তে, ইহ জগতেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অন্য কোন শ্রামণ্যফল আপনি প্রদর্শন করিতে পারেন কি?'

'মহারাজ, পারি। এক্ষণে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আপনি যথাযথ উত্তর দিন। মহারাজ, আপনি কিরূপ মনে করেন? মনে করুন আপনার রাজ্যে কোন স্বাধীন প্রজা আছেন, তিনি কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক। তাহার মনে এইরূপ হইল: "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, আর আমি তাঁহার প্রজা, কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক। আমিও পুণ্য কর্ম্ম করিব, শির ও ···আশ্রয় করিব।" তৎপরে তিনি স্বীয় অল্প কিম্বা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শির ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া কায-সংযম রত হইলেন। যদি জনগণ ঐ বিষয়ে আপনাকে এইরূপ বলে: "দেব, আপনি জানেন কি যে আপনার পূর্ব্বের প্রজা—কৃষক, গৃহপতি, ধন-বর্দ্ধক পুরুষ—মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া···করিয়াছেন? তিনি এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া···রত হইয়াছেন"—তাহা হইলে আপনি কি কহিবেন: "সেই পুরুষ ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার কৃষক, গৃহপতি ও ধনবর্দ্ধক রূপে অবস্থান করুন"?'

৩৭। 'না, ভন্তে। উপরন্তু আমরা···যথাধর্ম্ম বিধান করিব।' 'তাহা হইলে, মহারাজ,···কি না?'

'ভন্তে, এ ক্ষেত্রে সাংদৃষ্টিক।'

'মহারাজ, ইহাই আমার প্রদর্শিত দ্বিতীয় সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল।'

১। ভিক্ষাপাত্রে সংগৃহীত অন্ন।

৩৮। 'ভন্তে, উক্ত দুই ফল অপেক্ষা উচ্চতর ও মধুরতর অপর কোন ফল আপনি প্রদর্শন করিতে পারেন কি ?'

'মহারাজ, পারি। তাহা হইলে শ্রবণ করুন, সম্যকরূপে মনঃসংযোগ করুন, আমি কহিতেছি।'

মগধরাজ উত্তর করিলেন, 'যে আজ্ঞা।' অতঃপর ভগবান কহিলেন ঃ

৩৯। 'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অরহত, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত, যিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করেন ; যিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত, যিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন।

৪০। 'ঐ ধর্ম্ম কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র অথবা অপর কোন কুলে জাত কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিল। সে ঐ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইল। সে এইরূপে শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া চিন্তা করিল ঃ "গৃহাবাস বাধা সঙ্কুল ও রাগাভিমুখে প্রবর্ত্তনকারী, প্রব্রজ্যা উন্মুক্ত আকাশতুল্য। গৃহে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ শঙ্খ-লিখিত[১] এই ব্রহ্মচর্য্যের পালন সুকর নহে, অতএব আমি কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্ব্বক কাষায বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিব।" তৎপরে ঐ ব্যক্তি স্বীয় অল্প অথবা মহৎ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিহিত হইয়া গৃহত্যাগান্তে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিল।

৪১। 'এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া সেই মনুষ্য প্রাতিমোক্ষ[২]-সংবর-সংবৃত হইয়া, আচার গোচর সম্পন্ন হইয়া, অণুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া, শিক্ষাপদ-

১। ধৌত শঙ্খের ন্যায় সুমার্জ্জিত।

২। বিনয় পিটকে সংগৃহীত ভিক্ষুদিগের অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী। উপোসথ দিবসে ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক উহা আবৃত্ত হইত।

সমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে শিক্ষিত হইতে লাগিল। সে কায ও বাক্য দ্বাবা কুশল কর্ম্ম সমন্বিত হইয়া, শুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হইয়া, শীল সম্পন্ন হইয়া, রক্ষিতেন্দ্রিয হইযা, স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইযা অবস্থান কবিতে লাগিল।

৪২। 'মহাবাজ, ভিক্ষু কিবূপে শীলসম্পন্ন হইযা থাকেন? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পবিহাবপূর্ব্বক উহা হইতে বিবত হন, তিনি নিহিত-দণ্ড ও নিহিত শস্ত্র হইযা, বিনযী ও দযাপন্ন হইয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি হিতেচ্ছা ও অনুকম্পাপববশ হইযা বিবাজ কবেন। ইহা শীলেব অন্তর্গত।

শীল

'তিনি অদত্তেব গ্রহণ পবিহাব পূর্ব্বক অদত্তেব গ্রহণ হইতে বিবত থাকেন, যাহা দত্ত তাহা গ্রহণ কবিযা, দানেব প্রতীক্ষা কবিযা, সততা ও শুদ্ধচিত্তেব সহিত বিবাজ কবেন। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

'তিনি অব্রহ্মচর্য্যেব পবিহাবপূর্ব্বক ব্রহ্মচাবী হইযা পাপ হইতে দূবে অবস্থান কবেন, ইতব সুলভ মৈথুন হইতে বিবত থাকেন। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।'

৪৩। 'মৃষাবাদ পবিহাবপূর্ব্বক তিনি মিথ্যা ভাষণ হইতে বিবত; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না, তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য, তিনি প্রতিশ্রুতিভঙ্গে বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।'

'তিনি পিশুণবাক্য পবিহাবপূর্ব্বক উহা হইতে বিবত। তিনি এই স্থানে যাহা শ্রবণ কবেন, এই স্থানেব লোকেব বিবুদ্ধে কলহ উৎপাদনেব অভিসন্ধিতে তাহা অন্যত্র প্রকাশ কবেন না; অন্যত্র যাহা শ্রবণ কবেন, ঐস্থানেব লোকেব বিবুদ্ধে কলহ উৎপাদনেব অভিসন্ধিতে তাহা এইস্থানে প্রকাশ কবেন না। এইবূপে তিনি যাহাবা ভিন্ন তাহাদেব মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠাতা, যাহাবা মিত্র তাহাদেব মধ্যে মৈত্রীব উৎসাহদাতা, ঐক্যকাবক, ঐক্যপ্রিয, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যেব কথনকাবী। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

'পবুষবাক্য পবিহাবপূর্ব্বক তিনি উহা হইতে প্রতিবিবত। যে বাক্য অনিন্দ্য, যাহা শ্রুতিসুখকব, মনোজ্ঞ, হৃদযগ্রাহী, শিষ্ট, মানুষেব প্রীতিপ্রদ ও মনোহব তিনি ঐবূপ বাক্য কহিযা থাকেন। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

'বৃথা প্রলাপ পবিহাবপূর্ব্বক তিনি উহা হইতে বিরত। তিনি

কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনযবাদী, তিনি যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থ-সংহিত মূল্যবান বাক্য কহিযা থাকেন। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৪৪। 'তিনি বীজ ও উদ্ভিদেব বিনাশ হইতে প্রতিবিরত। তিনি একাহাবী, বাত্রি ও বিকাল ভোজনে বিবত। তিনি নৃত্য-গীত-বাদ্য সম্বলিত প্রদর্শনী গমনে বিবত। তিনি মাল্য, গন্ধ ও বিলেপনেব ধাবণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিবত। তিনি উচ্চ ও বৃহৎ শয্যাব ব্যবহাবে বিবত। তিনি স্বর্ণ ও বৌপ্যেব গ্রহণ হইতে বিবত। তিনি অপক্ক শস্যেব গ্রহণ বিবত। তিনি অপক্ক মাংসেব গ্রহণ হইতে বিবত। তিনি স্ত্রীলোক ও কুমাবীব গ্রহণ হইতে বিবত। তিনি দাস ও দাসীব গ্রহণে বিবত। তিনি মেষ ও ছাগেব গ্রহণে বিবত, কুক্কুট ও শূকবেব গ্রহণে বিবত। হস্তী, গো, অশ্ব ও অশ্বীব গ্রহণে বিবত। তিনি কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমিব গ্রহণ হইতে বিবত। তিনি দূতও সংবাদবাহকেব কর্ম হইতে বিবত। তিনি ক্রয ও বিক্রয হইতে বিবত। তিনি তুলা, কংস ও মান সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা হইতে বিবত। তিনি উৎকোচ, বঞ্চনা ও শাঠ্যবূপ বক্রগতি হইতে বিবত। তিনি ছেদন, বধ, বন্ধন, দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৪৫। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও পঞ্চবীজ শ্রেণীব ও তদুদ্ভূত উদ্ভিদসমূহেব—যথা মূলবীজ, খণ্ডবীজ, গ্রন্থি বীজ, অগ্রবীজ এবং বীজ-বীজ এই সমুদযেব বিনাশে বত থাকেন, কিন্তু ভিক্ষু এইবূপ বীজ ও উদ্ভিদেব বিনাশে প্রতিবিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৪৬। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও এইবূপ সঞ্চিত দ্রব্যেব উপভোগে বত থাকেন, যথা—সঞ্চিত অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, শয্যা, গন্ধ এবং ব্যঞ্জনপাকোপকবণ; কিন্তু ভিক্ষু এই প্রকাব সঞ্চিত দ্রব্যেব উপভোগে বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৪৭। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও এইবূপ প্রদর্শনী গমনে বত থাকেন, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, প্রেক্ষা, আখ্যান পাণিস্বব, কবিব গান, দামামা বাদ্য, বঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত দৃশ্যপট, চণ্ডাল বাজীকবেব কৌশল, হস্তীযুদ্ধ, অশ্বযুদ্ধ মহিষযুদ্ধ, বৃষভযুদ্ধ, অজযুদ্ধ,

মেষযুদ্ধ, কুক্কুট যুদ্ধ, বর্ত্তকযুদ্ধ, দণ্ডযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, কৃত্রিমযুদ্ধ, সেনাবিন্যাস, সৈন্যব্যূহ বাহিনী পরিদর্শন—ভিক্ষু এইরূপ প্রদর্শনী গমন হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৮। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মন শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে আসক্ত হইয়া থাকেন, যথা—অষ্ট-পদ, দশপদ, আকাশ,, পরিহার পথ, সন্তিকা, খলিকা, ঘটিকা, শলাকহস্ত, অক্ষ পঙ্গচীর, বঙ্কক, মোক্ষচিকা, চিঙ্গুলিক, পত্রাঢক, ক্রীড়ার্থ রথ ওধনু, অক্ষরিকা মনেষিকা, অঙ্গবিকৃতির অনুকরণ , ভিক্ষু এইরূপ দ্যূত ও অলস ক্রীড়ারূপ প্রমাদে অনাসক্ত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৪৯। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে রত থাকেন, যথা—আসন্দি, পর্য্যঙ্ক, গোণক, চিত্রকা, পটিকা, পটলিকা, তুলিকা, বিকতিকা, উদ্দলোমী, একান্ত-লোমী, কট্ঠিষ্য, কোষেয, কুত্তক, হস্তী, অশ্ব ও রথাস্তরণ, অজিনাস্তরণ, কদলী-মৃগ-চর্ম্ম-আস্তরণ, সচন্দ্রাতপ আস্তরণ, শির ও পাদদেশ রক্ষার নিমিত্ত লোহিত উপাধান যুক্ত পর্য্যঙ্ক , ভিক্ষু এই প্রকার উচ্চ ও মহাশয়ন ব্যবহারে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫০। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ মণ্ডন ও বিভূষণাদিতে রত থাকেন, যথা—উৎসাদন, পরিমর্দ্দন, স্নান সংবাহন, দর্পণ, অঞ্জন, মাল্য, বিলেপন, মুখচূর্ণ, মুখবিলেপন, কঙ্কণ, শিখা-বন্ধ, দণ্ড, নাড়িক, খড়্গ, ছত্র, চিত্রিত পাদুকা, উষ্ণীষ, মণি, বালবীজনী, দীর্ঘদশাবিশিষ্ট শুভ্র বস্ত্র , ভিক্ষু এবম্বিধ মণ্ডন ও বিভূষণাদি হইতে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫১। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইরূপ হীন আলাপে রত থাকেন, যথা—রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সেনাসম্বন্ধীয় কথা, ভয়কথা, যুদ্ধকথা, খাদ্য ও পানীয় কথা, বস্ত্রকথা শয়নকথা, মাল্যকথা, গন্ধকথা, জ্ঞাতিকথা, যানকথা, গ্রামকথা, নিগমকথা, জন-পদকথা, নারীকথা, বীরকথা, পথকথা, কুম্ভস্থান কথা, পূর্ব্বপুরুষ কথা, নিরর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য , ভিক্ষু এইরূপ হীন আলাপে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৫২। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও

এইব্ৎপ বিগ্রাহিক কথায নিযৎক্ত হন, যথা—"তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকাবে এই ধর্ম্ম ও বিনয জানিবে ?— তৎমি মিথ্যা দৎষ্টিব অনৎবর্ত্তী হইযাছ, আমি সম্যক দৎষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তৎমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পৎর্ব্বে কথনীয তৎমি পশ্চাতে কহিযাছ, পশ্চাতে কথনীয পৎর্ব্বে কহিযাছ—তোমাব বিচাব ব্যর্থ হইযাছে—তোমাব আহ্বান গৎহীত হইযাছে, তৎমি নিগৎহীতহইযাছ—স্বকমত দৎষ্টি পবিশৎদ্ধ কব, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশ মৎক্ত কব।" ভিক্ষৎ এবম্বিধ বিগ্রাহিক কথায বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৫৩। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও বাজগণ' মহামাত্যগণ, ক্ষত্রিযগণ, ব্রাহ্মণগণ, এবং গৎহপতি কুমাবগণ তাঁহাদিগকে —এইস্থানে যাও, সেইস্থানে যাও, ইহা লইযা আইস, ইহা ঐস্থানে লইযা যাও" এইব্ৎপ দৌত্যকর্ম্মে নিযৎক্ত কবিলে তাঁহাবা উহাতে নিযৎক্ত হন। ভিক্ষৎ এইব্ৎপ দৌত্যকর্ম্মে বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।"

৫৪। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও কুহক হইযা থাকেন, লপক হইযা থাকেন, নৈমিত্তিক হইযা থাকেন, নিষ্পেষিক হইযা থাকেন, লাভোপবি লাভগৎধ্ৎ হইযা থাকেন—ভিক্ষৎ এইব্ৎপ কুহন ও লপন হইতে বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৫৫। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও এই প্রকাব হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাবা জীবিকা অর্জ্জন কবেন, যথা—সামৎদ্রিক বিদ্যা, নিমিত্ত, উৎপাত, স্বপ্ন, লক্ষণ, মৎষিক ছিন্নবস্ত্র, অগ্নি-হোম, দর্ব্বি হোম, তুষ হোম, কণ হোম, তণ্ডুল হোম, ঘৎত হোম, তৈল হোম, মৎখ হোম, বক্ত হোম, অঙ্গ বিদ্যা, বস্তৎ বিদ্যা, ক্ষত্র বিদ্যা, শিববিদ্যা, ভূত-বিদ্যা, ভূবিবিদ্যা, অহিবিদ্যা, বিষবিদ্যা, বৎশ্চিক বিদ্যা, মৎষিক বিদ্যা, পক্ষী বিদ্যা, বাযস বিদ্যা, পক্কধ্যান, শবপবিত্রাণ, মৎগচক্র—ভিক্ষৎ এই প্রকাব হীন বিদ্যায বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৫৬। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও এই প্রকাব হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাবা জীবিকা অর্জ্জন কবেন— যথা, মণিলক্ষণ, দণ্ডলক্ষণ, বস্ত্রলক্ষণ, অসি লক্ষণ, শব লক্ষণ, ধনৎ লক্ষণ, আযৎধ লক্ষণ, স্ত্রী-লক্ষণ, পৎবৎষ লক্ষণ, কুমাব লক্ষণ, কুমাবী লক্ষণ, দাস লক্ষণ, দাসী লক্ষণ, হস্তী লক্ষণ, অশ্ব লক্ষণ, মহিষ লক্ষণ, বৎষ লক্ষণ, গো-লক্ষণ,

অজ লক্ষণ, মেষ লক্ষণ, কুক্কুট লক্ষণ, বর্ত্তক লক্ষণ, গোধা লক্ষণ, কর্ণিকা লক্ষণ, কচ্ছপ লক্ষণ, মৃগ লক্ষণ। ভিক্ষু এই রূপ হীন বিদ্যায বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত?

৫৭। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও এই প্রকাব হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাবা জীবিকা অর্জ্জন কবেন, যথা—"বাজগণ যুদ্ধযাত্রা কবিবেন, তাঁহাবা পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন কবিবেন, অভ্যন্তব বাজগন আক্রমন কবিবেন, বাহিব বাজগণ পলাযন কবিবেন, বাহিব বাজগণ আক্রমণ কবিবেন, অভ্যন্তব বাজগণ পলাযন কবিবেন; অভ্যন্তব বাজগণেব জয হইবে, বাহিব বাজগণেব পবাজয হইবে, বাহিব বাজগণেব জয হইবে, অভ্যন্তব বাজগণেব পবাজয হইবে, এইরূপে এ পক্ষেব জয হইবে, অপব পক্ষেব পবাজয হইবে।" ভিক্ষু এই প্রকাব হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপাযে বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৫৮। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও এই প্রকাব হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাবা জীবিকা অর্জ্জন কবেন, যথা—"চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্য্যগ্রহণ হইবে, নক্ষত্র গ্রহণ হইবে। চন্দ্র সূর্য্যেব যথা-নির্দিষ্ট পথে গমন হইবে, চন্দ্র সূর্য্যেব বিপথে গমন হইবে, নক্ষত্রাদিগেব যথানির্দ্দিষ্ট পথে গমন হইবে, উহাদেব বিপথে গমন হইবে। উল্কাপাত হইবে, দাবাগ্নি হইবে, ভূমিকম্প হইবে, বজ্রপাত হইবে। চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রেব উদয, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্য হইবে। চন্দ্রগ্রহণেব এই ফল হইবে, সূর্য্য গ্রহণেব এই ফল হইবে, নক্ষত্র গ্রহণেব এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য্যেব নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য্যেব বিপথে গমন হইলে এইফল হইবে, নক্ষত্রগণেব নির্দ্দিষ্ট পথে গতি হইলে এই ফল হইবে, উহাবা বিপথে গমন কবিলে এই ফল হইবে, উল্কাপাতেব এই ফল হইবে, দাবাগ্নিব এই ফল হইবে, ভূমিকম্পেব এই ফল হইবে, বজ্রপাতেব এই ফল হইবে, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রগণেব উদয, অস্ত, মালিন্য অথবা ঔজ্জ্বল্যেব এই ফল হইবে।" ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপাযে বিবত। ইহাও শীলেব অন্তর্গত।

৫৯। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ কবিযাও এইপ্রকাব হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায দ্বাবা জীবিকা অর্জ্জন কবেন, যথা—"সুবৃষ্টি হইবে, দুর্ব্বৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, দুর্ভিক্ষ হইবে, শান্তি

হইবে, অশান্তি হইবে, রোগ হইবে, আরোগ্য হইবে, মুদ্রা, গণনা, সংখ্যান, কবিতা রচনা, লোকাযত।" ভিক্ষু এই রূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬০। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—"আবাহন, বিবাহন, সংবদন, বিবদন, সংকিরণ, বিকিরণ, সৌভাগ্য-করণ, দুর্ভাগ্য করণ, গর্ভপাত করণ, জিহ্বার জড়তা সাধন, হনুর জড়তা সাধন, হস্তের উর্দ্ধক্ষেপ, বধিরতা সাধন, আদর্শ প্রশ্ন, কুমারী প্রশ্ন, দেব প্রশ্ন, সূর্য্যোপাসনা, মহাব্রহ্মোপাসনা, অগ্ন্যুজ্জ্বলন, শ্রী-আহ্বান।" ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬১। 'কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাদত্ত ভোজনাদি উপভোগ করিয়াও এইপ্রকার হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, যথা—"শান্তিকর্ম্ম, প্রণিধি কর্ম্ম, ভূরিকর্ম্ম, বর্ষকর্ম্ম, বর্ষবর কর্ম্ম, বস্তুকর্ম্ম বস্তু-পারিকিরণ, আচমন, স্নান, যজ্ঞ, বমন, বিরেচন, উর্দ্ধ বিরেচন, অধো বিরেচন, শীর্ষ বিরেচন, কর্ণ তৈল, নেত্র-তর্পণ, নাসিকা কর্ম্ম, অঞ্জন, অভিলেপন, শালাক্য, শল্য কর্ম্ম, শিশু-চিকিৎসা, মূল ও ভৈষজ্যের প্রয়োগ, ঔষধের প্রতিমোক্ষ।" ভিক্ষু এইরূপ হীনবিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপায়ে বিরত। ইহাও শীলের অন্তর্গত।

৬২। 'মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপ শীলসম্পন্ন হইয়া এই শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। যেরূপ, মহারাজ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয় শত্রুকুল পরাজিত করিয়া কুত্রাপি শত্রুভয়ে ভীত হন না, এই রূপেই ভিক্ষু শীলসম্পন্ন হইয়া শীলসংবরের কারণ কুত্রাপি ভয় দর্শন করেন না। তিনি আর্য্য শীলস্কন্ধ সমন্বিত হইয়া আধ্যাত্মিক অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

৬৩। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিপ্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন? মহারাজ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া নিমিত্ত[১] ও অনুব্যঞ্জনগ্রাহী[২] হন না। যে কারণে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া বিচরণ না করিলে লোভ, দৌর্ম্মনস্য

১। দৃষ্ট বস্তু নর অথবা নারী এইরূপ অনুব্যঞ্জন।

২। দৃষ্ট নর অথবা নারীর হাস্য, বাক্য, দৃষ্টি, হস্ত, পদ ইত্যাদি অনুব্যঞ্জন।

আদি পাপ অকুশল ধর্ম্ম অনুস্রাবিত হয, তিনি তাহার সংযমের জন্য যত্নবান হন, এবং এইপ্রকারে চক্ষুরিন্দ্রিযকে রক্ষা করিযা চক্ষুরিন্দ্রিয সংযত করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিযা, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিযা, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিযা, কায দ্বারা স্পর্শানুভূতি করিযা, মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইযা তিনি নিমিত্ত ও অনুব্যঞ্জন গ্রাহী হন না। যে কারণে মনেন্দ্রিয সম্বন্ধে অসংযত হইযা বিচরণ করিলে লোভ, দৌর্ম্মনস্য আদি পাপ অকুশল ধর্ম্ম অনুস্রাবিত হয, তিনি তাহার সংযমে যত্নবান হন, এবং এই প্রকারে মনেন্দ্রিযকে রক্ষা করিযা মনেন্দ্রিয সংযত করেন। তিনি এই আর্য্য ইন্দ্রিয-সংবর সমন্বিত হইযা অধ্যাত্মে অবিমিশ্র সুখ অনুভব করেন। মহারাজ, ভিক্ষু এইপ্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয হইযা থাকেন।

প্রীতি ও বৈরাগ্য

৬৪। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিরূপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা থাকেন? মহারাজ, ভিক্ষু পুরোগমনে ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচনে ও প্রসারণে, সংঘাটি-পাত্রচীবর ধারণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শৌচকর্ম্মে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তি ও জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন। মহারাজ, ভিক্ষু এইরূপে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা থাকেন।

৬৫। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিরূপে সন্তুষ্ট হন? মহারাজ, তিনি দেহাচ্ছাদক চীবর ও ভিক্ষালব্ধ উদরান্নে সন্তুষ্ট হন, তিনি যেখানেই গমন করেন, সেখানেই ঐ সকল তাঁহার সহিত গমন করে। মহারাজ, যেরূপ পক্ষী যেখানেই উড্ডযন করে সেখানেই তাহার পক্ষ তাহার সহগামী হয, সেইরূপই তিনি দেহাচ্ছাদক চীবর ও ভিক্ষালব্ধ উদরান্নে সন্তুষ্ট হন, তিনি যেখানেই গমন করেন, সেখানেই ঐ সকল তাঁহার সহিত গমন করে।

৬৬। 'তিনি এই আর্য্য শীলস্কন্ধ সমন্বিত হইযা, এই আর্য্য ইন্দ্রিয-সংবর সমন্বিত হইযা, এই আর্য্য স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা, এই আর্য্য সন্তুষ্টি সমন্বিত হইযা, বিবিক্ত শযনাসনের ভজনা করেন, অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত-কন্দর, গিরি-গুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিযাআহারান্তে তিনি পর্য্যঙ্কা-

বদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে বক্ষা কবিযা, পবিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত কবিযা, উপবিষ্ট হন।

৬৭। 'তিনি লোকে অভিধ্যাব পবিহাব কবিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহাব কবেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ কবেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিহাব কবিযা অব্যাপন্নচিত্তে বিহাব কবেন, সর্ব্বপ্রাণীব হিতাকাঙ্ক্ষী হইযা, সর্ব্বপ্রাণীব প্রতি অনুকম্পা পববশ হইযা, ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ কবেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পবিহাব কবিযা বিগত-স্ত্যানমিদ্ধ হইযা বিহাব কবেন, আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইযা স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ কবেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পবিহাব কবিযা অনুদ্ধত হইযা বিহাব কবেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইযা ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ কবেন। তিনি বিচিকিৎসা পবিহাব কবিযা বিচিকিৎসাহীন হইযা বিহাব কবেন, কুশলধর্ম্মে সংশযহীন হইযা বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পবিশুদ্ধ কবেন।

৬৮। 'মহাবাজ, কেহ হযত ঋণ গ্রহণ কবিযা ব্যবসাযে প্রবৃত হইল, ব্যবসাযে তাহাব সাফল্য হইল, সে পূর্ব্বেব ঋণ পবিশোধ কবিল, এবং এই সমস্ত কবিযাও ভার্য্যা প্রতিপালনেব জন্য তাহাব কিছু অবশিষ্ট বহিল। তাহাব মনে এইরূপ হইতে পাবে ঃ "আমি পূর্ব্বে ঋণ গ্রহণ কবিযা ব্যবসাযে প্রবৃত্ত হইযাছিলাম, ব্যবসাযে আমাব সাফল্য লাভ হইযাছে, পুবাতন ঋণ পবিশোধ কবিযাও ভার্য্যা প্রতিপালনেব জন্যে আমাব অর্থ অবশিষ্ট আছে।" উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ কবিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

স্বাধীনতা

৬৯। 'মহাবাজ, কেহ হযত স্বাস্থ্যহীন, দুঃখিত, অতিশয় বোগগ্রস্ত, অন্ন তাহাব পুষ্টিসাধন কবে না; তাহাব দেহ বলহীন। পববর্ত্তীকালে সে ঐ অস্বাস্থ্যকব অবস্থা হইতে মুক্ত হইল, অন্ন হইতে সে পুষ্টিলাভ কবিল, তাহাব দেহে বলেবও সঞ্চাব হইল। তাহাব মনে এইরূপ হইতে পাবে ঃ "পূর্ব্বে আমি স্বস্থ্যহীন, দুঃখিত, অতিশয বোগগ্রস্ত ছিলাম, অন্ন আমাব পুষ্টিসাধন কবিত না, আমাব দেহ বলহীন ছিল, এক্ষণে আমি সেই অস্বাস্থ্যকব অবস্থা হইতে মুক্ত হইযাছি, অন্ন আমাব পুষ্টিসাধন কবিতেছে,

শরীরেও বলের সঞ্চার হইয়াছে।” উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭০। ‘মহারাজ, কেহ হয়ত কারাগারে বদ্ধ। পরবর্ত্তীকালে সে স্বস্তির সহিত নিরাপদে কারামুক্ত হইল, তাহার কোন ধনহানিও হইল না। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: “আমি পূর্ব্বে কারাবদ্ধ ছিলাম, এক্ষণে আমি স্বস্তির সহিত নিরাপদে কারামুক্ত হইয়াছি, আমার কোন ধনহানিও হয় নাই।” উহাতে সে প্রামোদ্যলাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭১। ‘মহারাজ, কেহ হয়ত দাস, সে স্বাধীন নহে, পরাধীন, স্বেচ্ছায় কোন স্থানে গমনে অক্ষম। পরবর্ত্তীকালে সে ঐ দাস্য হইতে মুক্ত হইল, স্বাধীন হইল, তাহার পরাধীনত্ব রহিল না, সে ভুজিষ্য[১] হইল, যথেচ্ছাগমনে সক্ষম হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: “আমি পূর্ব্বে দাস ছিলাম, আমার স্বাধীনতা ছিল না, আমি পরাধীন ছিলাম, স্বেচ্ছায় গমনে অক্ষম ছিলাম, এক্ষণে আমি সেই দাস্য হইতে মুক্ত, স্বাধীন, পরাধীনতা-হীন, ভুজিষ্য, যথেচ্ছা গমনক্ষম।” উহাতে সে প্রামোদ্যলাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭২। মহারাজ, কোন ধনবান ও ভোগবান ব্যক্তি অন্নহীন ভয়-সঙ্কুল কান্তারপথে উপনীত হইল। পরে সে ঐ কান্তার উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্তির সহিত নিরাপদ ভয়হীন গ্রামান্ত প্রাপ্ত হইল। তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে: “আমি অন্নহীন, ভয়সঙ্কুল কান্তারে উপনীত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি ঐ কান্তার উত্তীর্ণ হইয়া স্বস্তির সহিত নিরাপদ ভয়হীন গ্রামান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি।” উহাতে সে প্রামোদ্য লাভ করিল, সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

৭৩। ‘মহারাজ সেইরূপই ভিক্ষু, যতদিন পঞ্চনীবরণ[২] প্রহীন না হয়, ততদিন আপনাকে ঋণাবদ্ধ, রোগগ্রস্ত, কারাবদ্ধ, কান্তারপথে উপনীত রূপে মনে করেন। কিন্তু পঞ্চ নীবরণ প্রহীন হইলে তিনি আপনাকে অঋণী, অরোগী, বন্ধনমুক্ত, ভুজিষ্য, বিপন্মুক্ত স্থানে উপনীত রূপে মনে করেন।

১। মুক্তদাস। ২। অভিধ্যা ইত্যাদি চিত্তের শত্রু নীবরণ ৬৮ সং পদচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে [অভিধ্যা ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা]।

৭৪। 'আপনাতে এই পঞ্চনীবরণ প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রামোদ্য লাভ করেন, প্রামোদ্য হইতে প্রীতির উৎপত্তি হয়, প্রীতির উৎপত্তিতে দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম' হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৫। 'মহারাজ, যেরূপ কোন দক্ষ স্নাপক অথবা স্নপকের অন্তেবাসী কংসথালে স্নানচূর্ণ বিকীর্ণ করিয়া উহা জল দ্বারা অল্পে অল্পে সিক্ত করিলে ঐ স্নানপিণ্ড স্নেহানুগত, স্নেহাভিভূত, স্নেহময় হয়, কিন্তু উহা হইতে স্নেহের নিঃস্রাব হয় না ; সেইরূপই ভিক্ষু এই দেহকে বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, এই ফল পূর্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৭৬। 'পুনশ্চ, মহারাজ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ, প্রীতিসুখ মণ্ডিত, দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি এই দেহকে সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা প্লাবিত করেন, সিক্ত করেন, পরিপূর্ণ করেন, পরিস্ফুরিত করেন, তাঁহার দেহের কোন অংশ সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৭। 'মহারাজ, কোন গভীর জলাশয় আছে, উহার নিম্নস্থ উৎস হইতে জল উদ্গত হয়, উহার পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে কিম্বা দক্ষিণে জলের প্রবেশদ্বার নাই, সময়ে সময়ে বর্ষার ধারাও উহার উপরে বর্ষিত হয় না। তথাপি সেই জলাশয় হইতে শীতল বারিধারা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ঐ জলাশয়কে প্লাবিত করে, সিক্ত করে, পরিপূর্ণ করে, পরিস্ফুরিত করে, উহার কোন অংশই শীতল বারিধারা অব্যাপ্ত থাকে না। মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু এই

দেহকে সমাধিজ প্রীতি সুখ দ্বাবা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পবিপূর্ণ কবেন, পবিস্ফুবিত কবেন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই সমাধিজ প্রীতিসুখ দ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না।

"মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামন্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৭৮। 'পুনশ্চ, মহাবাজ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন কবিবা উপেক্ষা সম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইযা বিহাব কবেন; তিনি কাযে সুখ অনুভব কবেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিযা থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহাবী,—এবং এইবূপে তৃতীয ধ্যান লাভ কবিযা বিবাজ কবেন। তিনি এই দেহকে প্রীতিবহিত সুখ দ্বাবা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পবিপূর্ণ কবেন, পবিস্ফুবিত কবেন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই প্রীতিবহিত সুখ দ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না।

৭৯। 'মহাবাজ, যেবূপ উৎপল সবোবব, পদ্ম সবোবব, পুণ্ডবীক সবোববে জাত সমুদয উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডবীক জলে জাত, জলে বৰ্দ্ধিত হইযা জল হইতে উৰ্দ্ধে উত্থান কবে না, জল হইতে পুষ্টি গ্রহণ কবে, এবং যেবূপ উহাদেব শীর্ষ হইতে মূল পর্যন্তপশীতল বাবি দ্বাবা প্লাবিত হয, সিক্ত হয, পবিপূর্ণ হয, পবিস্ফুবিত হয, উহাদেব কোন অংশই শীতলবাবি দ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না, বেইবূপেই, মহাবাজ, ভিক্ষু এই দেহকে প্রীতিবহিত সুখ দ্বাবা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পবিপূর্ণ কবেন, পবিস্ফুবিত কবেন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই প্রীতিবহিত সুখদ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৮০। 'পুনশ্চ, মহাবাজ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভবই বৰ্জ্জন কবিবা, পূৰ্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যেব তিবোভাব সাধন কবিযা, না-দুঃখ না-সুখ বূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বাবা পবিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিযা বিবাজ কবেন। তিনি ঐ পবিশুদ্ধ পর্য্যবদাত চিত্তেব দ্বাবা দেহকে স্ফুবিত কবিবা উপবিষ্ট হন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই পর্য্যবদাত চিত্তেব দ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না।

৮১। 'মহাবাজ, যেবূপ কোন পুবুষ নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্রদ্বাবা সশীর্ষাবৃত

হইবা উপবিষ্ট হইলে তাহাব দেহেব কোন অংশই নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্রদ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না, সেইবূপই ভিক্ষু পবিশুদ্ধ পর্য্যবদাত চিত্তেব দ্বাবা দেহকে স্ফুবিত কবিবা উপবিষ্ট হন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই পবিশুদ্ধ পর্য্যবদাত চিত্তেব দ্বাবা অব্যাপ্ত থাকে না।

'মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৮২। 'এইবূপে চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায তিনি জ্ঞান-দর্শনেব অভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ কবেন: "আমাব এই কায বূপী, চতুর্ম্মহাভূতিক, মাতাপিতা হইতে উদ্ভূত, দধিমিশ্রিত পক্ক অন্নেব স্তূপ, উৎসাদন ও পবিমর্দ্দন দ্বাবা বক্ষিত, অনিত্য, বিপ্রযোগ এবং ধ্বংসান্ত, আমাব যে এই বিজ্ঞান, ইহাও তাহাতেই শাযিত, তাহাতেই প্রতিবদ্ধ।"

৮৩। 'মহাবাজ, মনে কবুন একখণ্ড শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্ত্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, অনাবিল, সর্ব্বাযবসম্পন্ন বৈদূর্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইযাছে। কোন চক্ষুষ্মান পুবুষ উহা হস্তে লইযা প্রত্যবেক্ষণ কবিলেন: "এই শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্ত্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, অনাবিল, সর্ব্বাযবসম্পন্ন বৈদূর্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইবাছে। মহাবাজ, এইবূপেই ভিক্ষু চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয, স্থিত, আনেজ্য প্রাপ্ত অবস্থায জ্ঞানদর্শনেব অভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন। তিনি এই জ্ঞান লাভ কবেন: "আমাব এই কায···প্রতিবদ্ধ।"

'মহাবাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততব, মধুবতব।

৮৪। 'এইবূপে চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত অনঙ্গন, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায তিনি মনোময কাযেব নির্ম্মাণাভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন, তিনি এই কায় হইতে ভিন্ন অপব এক বূপী, মনোময সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সর্ব্বেন্দ্রিযযুক্ত কায নির্ম্মাণ করেন।

৮৫। 'মহারাজ, কোন পুরুষ মুঞ্জ হইতে শর নিষ্কাষিত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে ঃ "ইহা মুঞ্জ, ইহা ইষীকা ; মুঞ্জ এক প্রকার দ্রব্য, ইষীকা অন্যপ্রকার, কিন্তু মুঞ্জ হইতে ইষীকা বহির্গত হইয়াছে।" মহারাজ, কোন পুরুষ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে ঃ "ইহা অসি, ইহা কোষ , অসি এক প্রকার দ্রব্য, কোষ অন্যপ্রকার, কিন্তু কোষ হইতে অসি নির্গত হইয়াছে।" মহারাজ, কোন পুরুষ পিটক হইতে সর্প বহিষ্কৃত করিলে তাহার মনে এইরূপ হইতে পারে ঃ "ইহা সর্প, ইহা পিটক , সর্প একদ্রব্য, পিটক অন্যপ্রকার, কিন্তু পিটক হইতে সর্প নির্গত হইয়াছে।" মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সমাহিত, পরিশুদ্ধ ... কায় নির্মাণ করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৬। 'মহারাজ, চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কর্মনীয়, স্থিত, আনেজ্যপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ঋদ্ধি বর্দ্ধনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন— এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনরায় এক হইতে সক্ষম হন , তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় ; আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন , জলে উন্মজ্জন-নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মজ্জন-নিমজ্জন করেন ; তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন , তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করেন , মহা পরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে তিনি হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দ্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন।

ঋদ্ধি

৮৭। 'মহারাজ, যেরূপ দক্ষ কুম্ভকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত মৃত্তিকা হইতে ইচ্ছামত পাত্রাদি নির্ম্মাণ করে ; যেরূপ কোন দক্ষ গজদন্ত-শিল্পী অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত গজদন্ত হইতে ইচ্ছামত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে , যেরূপ কোন দক্ষ স্বর্ণকার অথবা তাহার অন্তেবাসী সুপ্রস্তুত স্বর্ণ হইতে ইচ্ছামত অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ করে ; এইরূপেই, মহারাজ, ভিক্ষু

চিত্তের সেই সমাহিত,… অবস্থায় ঋদ্ধি বর্দ্ধনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বহুবিধ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হন—এক হইয়াও গমন করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৮৮। 'চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, · অবস্থায় তিনি দিব্যশ্রোত্রের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ, অলৌকিক শ্রোত্রদ্বারা দূরস্থ ও নিকটস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দই শ্রবণ করেন।

৮৯। 'মহারাজ, যেরূপ কোন পথচারী পুরুষ ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, কিম্বা শঙ্খপ্রণব-দেণ্ডিম শব্দ শ্রবণ করিলে মনে করে: "ইহা ভেরীশব্দ, ইহা মৃদঙ্গ শব্দ, ইহা শঙ্খ-প্রণব-দেণ্ডিম শব্দ", সেইরূপই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত…অবস্থায় দিব্য শ্রোত্রের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি দিব্য, বিশুদ্ধ…শ্রবণ করেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯০। 'চিত্তের সেই সমাহিত …অবস্থায় তিনি চেতপর্য্যায় জ্ঞানের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বচিত্তদ্বারা অপর সত্ত্বগণের অপর মনুষ্যগণের চিত্ত জানিতে পারেন—

সরাগচিত্তকে সরাগচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতরাগ চিত্তকে বীতরাগ-চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সদোষচিত্তকে সদোষচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতদোষ চিত্তকে বীতদোষ চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সমোহ চিত্তকে সমোহ চিত্তরূপে জানিতে পারেন, বীতমোহ চিত্তকে বীতমোহ চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সংক্ষিপ্ত চিত্তকে সংক্ষিপ্তচিত্তরূপে জানিতে পারেন, বিক্ষিপ্তচিত্তকে বিক্ষিপ্তচিত্তরূপে জানিতে পারেন।

পরচিত্ত জ্ঞান

মহদ্গত চিত্তকে মহদ্গতচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অমহদ্গতচিত্তকে অমহদ্গতচিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সাংসারিক চিত্তকে সাংসারিকচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অনুত্তর চিত্তকে অনুত্তর চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

সমাহিতচিত্তকে সমাহিতচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অসমাহিতচিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

বিমুক্তচিত্তকে বিমুক্তচিত্তরূপে জানিতে পারেন, অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত-চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯১। 'মহারাজ, যেরূপ কোন বিলাসপ্রিয় স্ত্রী বা পুরুষ, তরুণ অথবা যুবা, দর্পণে কিম্বা পরিশুদ্ধ; পর্য্যাবদাত স্বচ্ছ জলপাত্রে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া উহা তিলযুক্ত হইলে তিলযুক্তরূপে জানিতে পারে, তিল রহিত হইলে তিলরহিতরূপে জানিতে পারে, সেইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় চেত-পর্য্যায় জ্ঞানের দিকে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি স্বচিত্ত দ্বারা…অবিমুক্ত চিত্তরূপে জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯২। 'চিত্তের সেই সমাহিত…অবস্থায় তিনি পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্তকল্প, অনেক বিবর্ত্তকল্প, অনেক সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কল্প, "অমুকস্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এইপ্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেইস্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ এই আহার ছিল, এইপ্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।"—এইরূপে বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।

৯৩। 'মহারাজ, কোন পুরুষ স্বকীয় গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিল, ঐ গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন করিল, ঐ গ্রাম হইতে স্বীয় গ্রামে প্রত্যাগমন করিল। তাহার মনে এইরূপ হইবে: "আমি স্বকীয় গ্রাম হইতে অমুক

গ্রামে আসিয়াছিলাম, ঐস্থানে এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইরূপ কথা কহিয়াছিলাম, এইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। ঐ গ্রাম হইতে অমুক গ্রামে আসিয়াছিলাম; সেখানে এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান ছিলাম, এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট ছিলাম, এইরূপ কথা কহিয়াছিলাম, এইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। সেই গ্রাম হইতে আমি স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি।" মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করেন, যথা ··স্মরণ করেন।

পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯৪। 'চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায় তিনি সত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু-দ্বারা সত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন; কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্ব্বর্ণ বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন: "ভদ্রগণ, এই এই সত্ব কায়িক, বাচসিক ও মানসিক দুরাচরণ সম্পন্ন, আর্য্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যা-দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ব কায়িক, বাচসিক ও মানসিক সদাচরণ সম্পন্ন, তাঁহারা আর্য্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বারা···জানিতে পারেন'।

৯৫। 'মহারাজ, শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে প্রাসাদ। ঐস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ দেখিতে পাইল মনুষ্যগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, বর্ত্মে পাদচারণা করিতেছে, শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার মনে এইরূপ হইবে: "এই সকল মনুষ্য গৃহে প্রবেশ করিতেছে, এই সকল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে, এই সকল মনুষ্য বর্ত্মে পাদচারণা করিতেছে, এই সকল শৃঙ্গাটকের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট

বহিয়াছে।" মহারাজ, এইরূপেই ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত··অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি বিশুদ্ধ...জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্যফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর।

৯৬। তিনি চিত্তের সেই সমাহিত··অবস্থায় আসব-ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি "ইহা দুঃখ" ইহা যথাযথ রূপে জানিতে পারেন, "ইহা দুঃখ সমুদয়" ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, "ইহা দুঃখ নিরোধ" ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, "ইহা দুঃখ নিরোধাভিমুখী মার্গ" ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, "ইহা আসব" ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, "ইহা আসব সমুদয়" ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, "ইহা আসব নিরোধ" ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন, "ইহা আসব নিরোধাভিমুখী মার্গ ইহা যথাযথরূপে জানিতে পারেন। এইরূপ জানিয়া ও দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত কামাসব হইতে বিমুক্ত হয়, ভবাসব হইতে বিমুক্ত হয়, অবিদ্যাসব হইতে মুক্ত হয়, বিমুক্ত চিত্তে "বিমুক্ত হইয়াছি" এই জ্ঞানের উদয় হয়, "জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যাহা করণীয় তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, পুনর্জন্ম আর নাই" তিনি ইহা জানিতে পারেন।

৯৭। 'মহারাজ, পর্ব্বতের উপত্যকায় স্বচ্ছ, নির্ম্মল, অনাবিল জলাশয়ের তীরে চক্ষুষ্মান পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল শুক্তি, শম্বুক, শর্করা, কঠর, মৎস্যগুল্মাদি উহাতে সঞ্চরণ কিম্বা স্থিতিশীল হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনে এইরূপ হইল ঃ "এই জলাশয় স্বচ্ছ, নির্ম্মল, অনাবিল, ইহাতে শুক্তি, শম্বুক, শর্করা, কঠর, মৎস্যগুল্মাদি সঞ্চরণ নিরত কিম্বা স্থিতিশীল।" এইরূপেই, মহারাজ, ভিক্ষু চিত্তের সেই সমাহিত···অবস্থায় আসব ক্ষয় জ্ঞানাভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। তিনি "ইহা দুঃখ"· তিনি ইহা জানিতে পারেন।

'মহারাজ, ইহাও সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল, ইহা পূর্ব্বোক্ত সাংদৃষ্টিক ফল হইতে উন্নততর, মধুরতর। মহারাজ, ইহা হইতে উন্নততর, মধুরতর সাংদৃষ্টিক শ্রামণ্য ফল নাই।'

উপসংহার

৯৮। এইরূপ উক্ত হইলে মগধরাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে কহিলেন ঃ 'উত্তম, ভন্তে! উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈল দীপ ধৃত হয়, সেইরূপেই ভগবান অনেক পর্য্যায়ে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের শরণ লইতেছি, ধর্ম্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত শরণাগত উপাসকরূপে ভগবান আমাকে গ্রহণ করুন। ভন্তে, আমি মূর্খতা, মূঢ়তা ও পাপ বশতঃ অপরাধী হইয়াছি, আমি রাজ্য লোভে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ পিতাকে হত্যা করিয়াছি। ভগবান আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে সংযত হইতে পারি।'

৯৯। 'মহারাজ, যথার্থই আপনি মূর্খতা, মূঢ়তা ও পাপবশতঃ অপরাধী হইয়াছেন, যেহেতু আপনি ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতার হত্যাসাধন করিয়াছেন। কিন্তু, মহারাজ, যেহেতু আপনি অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথাধর্ম্ম তাহার প্রতিকার করিতেছেন, সেই হেতু আপনার স্বীকারোক্তি গৃহীত হইল। মহারাজ, যে অপরাধকে অপরাধরূপে দর্শন করিয়া যথা ধর্ম্ম তাহার প্রতিকার করে সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, ইহাই আর্য্যদিগের বিনয়ের রীতি।'

১০০। এইরূপ কথিত হইলে মগধরাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবানকে কহিলেন ঃ 'ভন্তে, এক্ষণে আমি গমন করিব, আমার অনেক কৃত্য অনেক করণীয় আছে।'

'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

তৎপরে মগধরাজ বৈদেহি পুত্র অজাতশত্রু ভগবদ্বাক্য অভিনন্দন ও অনুমোদন পূর্ব্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

১০১। তদনন্তর, মগধরাজের প্রস্থানের অত্যল্প কাল পরেই ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ 'ভিক্ষুগণ, রাজা ছিন্নমূল, অর্দ্ধমৃত; ভিক্ষুগণ, যদি তিনি ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতার প্রাণনাশ না করিতেন, তাহা হইলে এই আসনেই তাঁহার বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইত।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। ভিক্ষুগণ হৃষ্ট মনে ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। শ্রামণ্য ফল সূত্র সমাপ্ত ।

অম্বট্‌ঠসূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রের বিষয় জাতিভেদ। একদা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিয়া অম্বট্‌ঠ বুদ্ধের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন যে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অপর ত্রিবর্ণ (ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও শূদ্র) ব্রাহ্মণদিগের পরিচারক মাত্র। বুদ্ধ প্রমাণ করিলেন যে, জাতি-গর্ব্বিত তথাকথিত ব্রাহ্মণ অম্বট্‌ঠের পূর্ব্ব-পুরুষ শাক্যদিগের দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু দাসীপুত্র হইলেও স্বীয় সাধন বলে তিনি মহা ঋষি হইয়াছিলেন।

সুত্ত নিপাতে বাসেট্‌ঠ সূত্রেও বুদ্ধ জাতিবাদ সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে জাতিবাদ সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। একজন কহিতেছিলেন জাতি দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, অপর প্রতিপাদন করিতেছিলেন কর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। বিরোধের মীমাংসায় অক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয় বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধ উত্তরে প্রাণীগণের জাতিবিভঙ্গ ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন যে, জাতির জন্য কিম্বা মাতৃ বিশেষের গর্ভে উৎপত্তির জন্য কাহাকেও ব্রাহ্মণ স্বীকার করা যায় না, যিনি আকিঞ্চন, যিনি অনাসক্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ। "জাতিদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জাতিদ্বারা কেহ অব্রাহ্মণও হয় না, কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম্মদ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়।" (সুত্ত নিপাত, শ্লোক সং-৬৫০) জাতি বিভঙ্গের ব্যাখ্যা ক্রমে বুদ্ধ কহিয়াছেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীসমূহের লক্ষণ-সমূহ যেরূপ জাতিসম্ভূত ও বহুল মনুষ্যের সেরূপ নহে।" "দেহবিশিষ্ট প্রাণীগণের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ঐ পার্থক্য অবিদ্যমান, মনুষ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা নাম মাত্র।" (সুত্ত নিপাত-শ্লোক সং-৬১১) এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের অভিমত এবং আধুনিক জীব বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের সিদ্ধান্তে কোন প্রভেদ নাই।

সুতরাং জাতি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে না। অম্বট্‌ঠের পূর্ব্ব পুরুষ হীন গর্ভসম্ভূত হইলেও স্বকীয় প্রয়াস বলে যখন ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার হীনজাতি তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে উন্নতির পথে বাধা দিতে পারে নাই। বর্ত্তমান সূত্রের উপসংহারে বুদ্ধ কহিতেছেন যে, যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তাঁহার জাতি যাহাই হউক না কেন, তিনি দেব মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩। অম্বট্ঠ সূত্র

১। (১) আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একদা ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্কল নামক কোশলদিগের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে অবস্থিতি কালে তিনি ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয় রূপে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত, জনাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন উক্কট্ঠায় বাস করিতেছিলেন।

২। ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি শুনিলেন: 'শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছানঙ্কলে উপনীত হইয়া তত্রস্থ ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই পূজ্য গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষ-সারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত, ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞানদ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত; তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অরহতের দর্শন শুভজনক।"

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির অম্বট্ঠ নামে একজন তরুণ শিষ্য ছিল। তিনি অধ্যায়ক ও মন্ত্রধর ছিলেন, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট এবং বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতিসমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পদ-পাঠজ্ঞ, বৈয়াকরণিক, কূটতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপুরুষ লক্ষণ-জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। আচার্য্যের ত্রিবিদ্যা বিষয়ক প্রবচনে তাঁহার পাণ্ডিত্য এতই স্বীকৃত হইত যে তিনি বলিতে পারিতেন: 'যাহা আমি জানি তাহা তুমি জান, যাহা তুমি জান, তাহা আমি জানি।'

৪। অনন্তর ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি অম্বট্ঠকে সম্বোধন করিলেন: 'তাত অম্বট্ঠ, শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চশত

করিতেছেন। সেই পূজ্য গোতমের সম্বন্ধে ··· শুভজনক। তাত অম্বট্‌ঠ, এস, শ্রমণ গোতমের নিকট গমন কর এবং অনুসন্ধান কর যে তাঁহার সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কি না, তিনি যেরূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইরূপ কি না, এইরূপেই আমরা গোতমকে জানিতে পারিব।'

অম্বট্‌ঠের বুদ্ধের নিকট গমন

৫। 'কিন্তু, ব্রাহ্মণ, আমি কিরূপে জানিব যে গোতমের সম্বন্ধে যে যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে, উহা যথার্থ কিনা, তিনি যেরূপে ঘোষিত হইয়াছেন সেইরূপ কিনা?'

'বৎস অম্বট্‌ঠ, আমাদিগের মন্ত্রসমূহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ লক্ষণ সমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা—চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতি রত্ন এবং সপ্তরত্নস্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র—সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনাদণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা, জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অরহত পদ প্রাপ্ত হন। বৎস অম্বট্‌ঠ, আমি মন্ত্রদাতা, তুমি মন্ত্রের গ্রহীতা।'

৬। অম্বট্‌ঠ প্রত্যুত্তরে 'উত্তম' কহিয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতিকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বড়বা-রথে আরোহণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক যুবকের সহিত ইচ্ছানঙ্কল অরণ্যে গমন করিলেন। যতদূর যান-ভূমি তত দূর যানে গমন করিয়া পরে পদব্রজে আরামে প্রবেশ করিলেন।

৭। ঐ সময়ে বহু সংখ্যক ভিক্ষু উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণা করিতেছিলেন। অম্বট্‌ঠ ঐ সকল ভিক্ষুদিগের নিকটে গমন করিয়া কহিলেনঃ 'পূজনীয় গোতম এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমরা তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এই স্থানে আগত হইয়াছি।'

৮। অদনন্তর ভিক্ষুগণ চিন্তা করিলেনঃ 'এই যুবক অম্বট্‌ঠ প্রসিদ্ধ বংশজাত এবং বিখ্যাত ব্রাহ্মন পৌষ্করসাতির অন্তেবাসী। এবম্বিধ কুল

পুত্রেব সহিত বাক্য বিনিময ভগবানেব অবুচিকব হইবে না।' তাঁহাবা অম্বট্ঠকে কহিলেন : 'ঐ রুদ্ধদ্বাব বিহাব, ঐ স্থানে নিঃশব্দে ধীবপদ-বিক্ষেপে গমনপূর্বক অলিন্দে প্রবেশ কবিযা কাশিব শব্দ কবিবে, পবে অর্গলে আঘাত কবিবে। ভগবান তোমাব জন্য দ্বাব খুলিয়া দিবেন।'

৯। অনন্তব অম্বট্ঠ নিঃশব্দে রুদ্ধদ্বাব বিহাবে গমন-পূর্বক ধীব পদ-বিক্ষেপে অলিন্দে প্রবেশ কবিলেন এবং কাশিব শব্দ কবিযা অর্গলে আঘাত কবিলেন। ভগবান দ্বাব খুলিযা দিলেন, অম্বট্ঠ ভিতবে প্রবেশ কবিলেন। সঙ্গী যুবকগণও ভিতবে প্রবেশ কবিযা ভগবানেব সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যেব বিনিময়ান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অম্বট্ঠ চঙ্ক্রমণ কবিতে কবিতেও উপবিষ্ট ভগবানেব সহিত স্বল্প মাত্রায বাক্যালাপ কবিলেন এবং স্থিত হইযাও ঐরূপ কবিলেন।

১০। তৎপবে ভগবান অম্বট্ঠকে কহিলেন : 'অম্বট্ঠ, তুমি কি এই-রূপেই বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণেব সহিত বাক্যালাপ কবিযা থাক যেরূপ আমি উপবিষ্ট হইলেও তুমি চলিতে চলিতে এবং স্থিত হইযা আমাব সহিত করিতেছ?'

'না, গৌতম। যে ব্রাহ্মণ চলিতেছেন- চলিতে চলিতে তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ বিধেয, যে ব্রাহ্মণ স্থিত, স্থিত হইযা তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ বিধেয; যে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট, উপবিষ্ট হইযা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বিধেয। যে ব্রাহ্মণ শায়িত, শাযিত হইযা তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ বিধেয। কিন্তু গৌতম, যাহাবা মুণ্ডিত-মস্তক, কৃত্রিম শ্রমণ, ইভ্য (নীচ) কৃষ্ণকায, ব্রহ্মাব পাদ হইতে উৎপন্ন, তাহাদেব সহিত আমাব এইরূপই বাক্যালাপ হয যেরূপ গৌতমেব সহিত হইল।'

১১। 'কিন্তু, অম্বট্ঠ, তুমি অর্থীরূপে এইস্থানে আগত, যে অভীষ্ট লইযা তুমি আসিযাছ উহাতেই উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কব। অম্বট্ঠ অশিক্ষিত, তথাপি যে তিনি শিক্ষাভিমানী শিক্ষাব অভাবই তাহার কাবণ, তদ্ভিন্ন অন্য কি কাবণ থাকিতে পাবে?'

১২। অম্বট্ঠ ভগবান কর্তৃক অশিক্ষিত উক্ত হইযা কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন, 'আমি শ্রমণ গৌতমেব বিবাগভাজন' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি ভগবানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিযা, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিযা, তাঁহাব নিন্দাবাদ কবিযা কহিলেন : 'হে গৌতম, শাক্যজাতি কোপনস্বভাব,

পুরুষভাষী, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং দুর্দান্ত। ঐ নীচ জাতি ব্রাহ্মণের সৎকার করে না, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণকে সম্মান করে না, পূজা করে না, সম্ভ্রম করে না। এইরূপ ব্যবহার অযোগ্য, বিসদৃশ।' এইরূপে শাক্যদিকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের প্রথম আক্রমণ হইল।

১৩। অম্বট্ঠ, শাক্যগণ তোমার নিকট কিরূপে অপরাধী?'

গৌতম, একদা ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতির কোন কার্যোপলক্ষে আমি কপিলবস্তু গমন করিয়াছিলাম। এবং তত্রস্থ শাক্যদিগের মন্ত্রণা গৃহে উপনীত হইয়াছিলাম। ঐ সময়ে বহু শাক্য এবং শাক্য-কুমারগণ মন্ত্রণাগৃহে উচ্চাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দেহে অঙ্গুলি সঞ্চালনপূর্ব্বক হাস্য-কৌতুকে রত ছিলেন। আমার ধারণা তাঁহারা নিঃসন্দেহ আমাকেই লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই আমাকে একখানি আসন পর্য্যন্ত দান করেন নাই। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নীচ, নীচ-সমান হইয়াও তাঁহাদের ব্রাহ্মণের সৎকারে, ব্রাহ্মণের গুরুত্ব স্বীকারে, ব্রাহ্মণের সম্মানে, ব্রাহ্মণের পূজায় এবং ব্রাহ্মণের সম্ভ্রম করণে বিরতি অযোগ্য, বিসদৃশ।' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের দ্বিতীয় আক্রমণ হইল।

১৪। 'অম্বট্ঠ, তিত্তির পক্ষীগণও আপন নীড়ে স্বচ্ছন্দে আলাপ করে, সেইরূপ কপিলবস্তুও শাক্যদিগের আপন স্থান। এই সামান্য বিষয়ের জন্য ক্রোধ পরবশ হওয়া তোমার উচিত নয়।'

১৫। 'হে গৌতম, 'বর্ণ' চতুর্ব্বিধ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র।' এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্ররূপ ত্রিবর্ণ অবশ্যই ব্রাহ্মণের পরিচারক। হে গৌতম, শাক্যগণ স্বয়ং নীচ ......বিসদৃশ,' এইরূপে শাক্যদিগকে নীচ আখ্যা দিয়া অম্বট্ঠের তৃতীয় আক্রমণ হইল।

১৬। তৎপরে ভগবান এইরূপ চিন্তা করিলেন: 'এই অম্বট্ঠ শাক্য-দিগকে নীচ আখ্যা দ্বারা অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে। আমি তাহাকে তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিব।' তদনন্তর ভগবান অম্বট্ঠকে কহিলেন: 'অম্বট্ঠ, তোমার গোত্র কি?'

'হে গৌতম, আমি "কহ্নায়ন" গোত্র।'

'অম্বট্ঠ, তোমার মাতা-পিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যেরা তোমার আর্য্যপুত্র হয়, তুমি শাক্যদিগের দাসীপুত্র হও। শাক্যগণ

বাজা ইক্ষ্বাকুকে পিতামহরূপে গ্রহণ করেন। অম্বট্‌ঠ, পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকু প্রিয়া মনোহারিণী মহিষীর পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে জ্যেষ্ঠ কুমারগণকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম— ওক্কামুখ, করণ্ডু, হৃত্থিনিক এবং সিনিপুর। তাহারা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পুষ্করিণীর তীরে যেখানে এক বিশাল শাক বৃক্ষ ছিল সেইস্থানে বাস করিয়াছিল। তাহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নীগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল।

'একদিন রাজা ইক্ষ্বাকু অমাত্য পরিষদবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "কুমারগণ" এক্ষণে কোথায়?"

"দেব, হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক পুষ্করিণীর তীরে যেখানে এক বিশাল শাক বৃক্ষ আছে সেইস্থানে কুমারগণ এক্ষণে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য স্বীয় ভগ্নীগণের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।"

'ইহা শুনিয়া রাজা ইক্ষ্বাকুর মুখ হইতে প্রশংসার উচ্ছ্বাস নির্গত হইল: "কুমারগণ সত্যই শাক্য, তাহারা পরম শাক্য।"

কৃষ্ণের জন্ম

'অম্বট্‌ঠ, উহা হইতেই শাক্য নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনিই শাক্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু রাজা ইক্ষ্বাকুর দিশা নাম্নী এক দাসী ছিল। সে কৃষ্ণবর্ণ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃষ্ণকায় সন্তান কহিল: "মা, আমাকে ধৌত কর, স্নাত কর, এই অশুচি হইতে আমাকে মুক্ত কর, ইহা করিলে আমি তোমার উপকার করণে সক্ষম হইব।" অম্বট্‌ঠ, এক্ষণে যেরূপ মনুষ্য পিশাচকে পিশাচ বলিয়া জানে, সেইরূপ ঐ সময় তাহারা পিশাচকে কৃষ্ণ অভিহিত করিত। তাহারা কহিল: "ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইহার বাক্যস্ফুরণ হইয়াছে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ, ইহা পিশাচ।" ঐ সময় হইতেই কহ্বায়নদিগের উৎপত্তি। সে-ই কহ্বায়নদিগের পূর্ব্ব পুরুষ। অম্বট্‌ঠ এইরূপে তোমার মাতাপিতার পুরাতন নামগোত্র অনুসরণ করিলে শাক্যগণ তাহাদের প্রভু হয়, তুমি শাক্যদিগের দাসীপুত্র হও।'

১৭। এইরূপ কথিত হইলে তরুণ ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে কহিল: 'পূজ্য গৌতম, আপনি দাসীপুত্ররূপ কঠিন অপবাদ দ্বারা অম্বট্‌ঠকে নিগৃহীত

কবিবেন না, অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত, তিনি এই বিষযে গৌতমকে প্রত্যুত্তব দানে সক্ষম।'

১৮। ভগবান ঐ তবুণদিগকে কহিলেন: 'যদি তোমবা মনে কব "অম্বট্‌ঠ দুর্জাত, অ-কুলপুত্র, অল্পশ্রুত, দুর্ভাষ, দুষ্প্রজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষযে প্রত্যুত্তব দানে অক্ষম", তাহা হইলে অম্বট্‌ঠ ক্ষান্ত হউক, তোমবাই আমাব সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু যদি তোমবা মনে কব, "অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র, বহুশ্রুত, সুভাষ, পণ্ডিত, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষযে প্রত্যুত্তব দানে সক্ষম", তাহা হইলে তোমবা ক্ষান্ত হও, অম্বট্‌ঠই আমাব সহিত বিচাবে প্রবৃত্ত হউক।'

১৯। 'হে গৌতম, অম্বট্‌ঠ সুজাত, কুলপুত্র সক্ষম। আমবা কিছুই বলিব না। অম্বট্‌ঠই পূজ্য গৌতমেব সহিত এই বিষযে বিচাব কবিবেন।'

২০। তৎপবে ভগবান অম্বট্‌ঠকে এইবূপ কহিলেন: 'অম্বট্‌ঠ, এক্ষণে একটি যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন আসিতেছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাকে উহাব উত্তব দিতে হইবে। যদি না দাও, অথবা বিক্ষেপের আশ্রয় লও,[১] অথবা তূষ্ণীভাব অবলম্বন কব, অথবা চলিযা যাও, তাহা হইলে এই স্থানেই তোমাব মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে।

বজ্রপাণি যক্ষ

অম্বট্‌ঠ, তুমি কিবূপ মনে কব? কহ্বাযনদিগেব উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদেব পূর্বপুবুষ; ইহা কি বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ—ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শুনিযাছ?'

এইবূপ উক্ত হইলে অম্বট্‌ঠ মৌন বহিলেন। দ্বিতীয বাব ভগবান অম্বট্‌ঠকে একই প্রশ্ন কবিলেন। দ্বিতীয বাবও অম্বট্‌ঠ মৌন বহিলেন।

তদনন্তব ভগবান অম্বট্‌ঠকে কহিলেন: 'অম্বট্‌ঠ, উত্তব দাও, এখন তোমাব মৌনাবলম্বনেব সময নয। যে কেহ তথাগত কর্ত্তৃক তৃতীয বাবও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইযা উত্তবদানে বিবত হয, তৎক্ষণাৎ তাহাব মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয।'

২১। ঐ সময বজ্রপাণি যক্ষ আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, জ্যোতিঃসংযুক্ত

১। অর্থাৎ 'জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এড়াইযা বিষযান্তবেব অবতাবণা কবা।'

লোহদণ্ড লইয়া আকাশে অম্বট্‌ঠের শিরোপরি স্থিত হইলেন : 'যদি এই অম্বট্‌ঠ ভগবান কর্ত্তৃক তৃতীয়বারও যুক্তি-সঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তরদানে বিরত হয়, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ করিব।' বজ্রপাণি যক্ষকে ভগবান এবং অম্বট্‌ঠ উভয়েই দর্শন করিলেন। অনন্তর ঐ দৃশ্য দেখিয়া অম্বট্‌ঠ ভীত, সংবিগ্ন, লোমহর্ষজাত হইয়া ভগবানের নিকট ত্রাণ ভিক্ষা করিলেন, আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, শরণ ভিক্ষা করিলেন, উপবিষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন : 'পূজ্য গৌতম কি কহিলেন ? পুনরায় বলুন।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? কহ্বায়নদিগের উৎপত্তি কিসে হইল, কে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ, ইহা কি বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্য-গণকে কহিতে শুনিয়াছ ?'

'পূজ্য গৌতম যেরূপ কহিলেন আমি সেইরূপই শুনিয়াছি ; ঐরূপেই কহ্বায়নদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, সে-ই কহ্বায়নদিগের পূর্ব্বপুরুষ।'

২২। এইরূপ উক্ত হইলে যুবকগণ উন্নাদ, উচ্চ শব্দ, মহাশব্দ করিতে আরম্ভ করিল : 'অম্বট্‌ঠ দুর্জাত, অ-কুলপুত্র, শাক্যদিগের দাসীপুত্র, শাক্য-গণ অম্বট্‌ঠের প্রভু। ধর্ম্মবাদী শ্রমণ গৌতমকে আমরা অশ্রদ্ধেয় মনে করিয়াছিলাম।'

২৩। তৎপরে ভগবান চিন্তা করিলেন : 'এই তরুণগণ, অম্বট্‌ঠকে দাসীপুত্ররূপে অভিহিত করিয়া অতিশয় নিগৃহীত করিতেছে. আমি তাহাকে এই নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন : 'তরুণগণ, তোমরা অম্বট্‌ঠকে দাসীপুত্র কহিয়া তাঁহার অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ব[১] মহাঋষি হইয়াছিলেন।

জাতি গর্ব্বের ব্যর্থতা

তিনি দক্ষিণ জনপদে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মমন্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পরে রাজা ইক্ষ্বাকুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্ররূপী নামক কন্যার পাণি-প্রার্থনা করেন। রাজা ইক্ষ্বাকু "কে রে এই দাসীপুত্র যে আমার ক্ষুদ্ররূপী কন্যার পাণিপ্রার্থনা করে ?" কহিয়া ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া শর-সন্ধান

১। কৃষ্ণ। পূর্ব্বোক্ত দাসী দিশার পুত্র।

কবিলেন। কিন্তু তিনি ঐ শব নিঃক্ষেপ কবিতেও পারিলেন না, বিযুক্ত কবিতেও পাবিলেন না। তৎপবে অমাত্য ও পাবিষদবর্গ ঋষি কহ্নেব নিকট গমন কবিয়া কহিলেন:

"ভদন্ত, বাজাব মঙ্গল হউক, বাজাব মঙ্গল হউক।"

"বাজাব মঙ্গল হইবে যদি তিনি অধোদিকে শব নিঃক্ষেপ কবেন, কিন্তু যতদূব বাজাব বাজ্য ততদূর পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে।"

"ভদন্ত, বাজাব মঙ্গল হউক, জনপদেব মঙ্গল হউক।"

"বাজাব মঙ্গল হইবে, জনপদেব মঙ্গল হইবে, যদি রাজা উর্দ্ধে শব নিঃক্ষেপ কবেন, কিন্তু যতদূব বাজাব বাজ্য ততদূব সাত বৎসর ধবিবা বৃষ্টি হইবে না।"

"ভদন্ত, বাজার মঙ্গল হউক, জনপদেব মঙ্গল হউক, বাবি বর্ষণ হউক।"

"রাজার মঙ্গল হইবে, জনপদেব মঙ্গল হইবে, বৃষ্টি হইবে, যদি রাজা জ্যেষ্ঠ-কুমাবেব প্রতি শব নিঃক্ষেপ কবেন, কুমাব স্বস্তির সহিত নিরাপদ বহিবেন।"

'হে ব্রাহ্মণগণ, তৎপবে অমাত্যবর্গ ইক্ষ্বাকুব নিকট নিবেদন কবিলেন: "বাজা জ্যেষ্ঠ কুমাবেব প্রতি শব নিঃক্ষেপ করুন, কুমাব স্বস্তিব সহিত নিবাপদ বহিবেন।" বাজা ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ কুমাবেব প্রতি শব নিঃক্ষেপ কবিলেন; কুমাব স্বস্তিব সহিত নিবাপদে বহিলেন। তদনন্তব বাজা ইক্ষ্বাকু ব্রহ্মদণ্ডভযে ভীত হইযা কন্যা ক্ষুদ্রবূপীকে ঋষিব হস্তে সমর্পণ কবিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ, তোমবা অম্বটঠকে দাসীপুত্র কহিবা তাঁহাব অত্যধিক নিগ্রহ করিও না। সেই কহ্ন মহাঋষি ছিলেন।'

২৪। তদনন্তব ভগবান অম্বট্ঠকে কহিলেন: 'তুমি কিবূপ মনে কব, অম্বট্ঠ? ক্ষত্রিয কুমাব ব্রাহ্মণ কন্যাব সহিত সহবাস কবিল। ঐ সহবাসেব ফলে পুত্র জন্মিল। ক্ষত্রিয কুমাব দ্বাবা ব্রাহ্মণ কন্যাব জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?'

'পাইবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে,[১] যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহাবেব জন্য নিমন্ত্রণ কবিবে?'

১। যজ্ঞে নিবেদিত পাযসান্ন।

'কবিবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না?'

'দিবে, গৌতম।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিব মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ, অথবা নহে?'

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু ক্ষত্রিযগণ কি তাহাকে ক্ষত্রিযেব অভিষেকে অভিষিক্ত কবিবে?'

'না, তাহা করিবে না।'

'কি কাবণে করিবে না?'

'মাতৃপক্ষ হইতে তাহাব জাতি বিশুদ্ধ নয়।'

২৫। 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? ব্রাহ্মণকুমাব ক্ষত্রিয কন্যাব সহিত সহবাস করিল। ঐ সহবাসের ফলে পুত্র জন্মিল। ব্রাহ্মণকুমাব দ্বারা ক্ষত্রিয কন্যাব জাত পুত্র ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি?'

'পাইবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহাবেব জন্য নিমন্ত্রণ কবিবে?'

'কবিবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্র শিক্ষা দিবে অথবা দিবে না?'

'দিবে।'

'কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতিব মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহার পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে?"

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু ক্ষত্রিযগণ কি তাহাকে ক্ষত্রিযের অভিষেকে অভিষিক্ত কবিবে?'

'না, তাহা কবিবে না।'

'কি কাবণে করিবে না?'

'পিতৃপক্ষ হইতে তাহার জাতি বিশুদ্ধ নয।'

২৬। 'এই রূপে, অম্বট্‌ঠ, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ উভয় পক্ষ হইতেই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হীন। তুমি কিরূপ মনে কর? যদি ব্রাহ্মণগণ কোন

কাবণে অপব এক ব্রাহ্মণেব মস্তক মুণ্ডন কবিযা, তাহার মস্তক ভস্মাবৃত কবিযা, তাহাকে বাষ্ট্র কিম্বা নগব হইতে বহিষ্কৃত কবে, সে ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?'

'পাইবে না, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহ্বাবেব জন্য নিমন্ত্রণ কবিবে ?'

'হে গৌতম, কবিবে না।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?'

'দিবেনা, গৌতম।

'ব্রাহ্মণ জাতিব মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহাব পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?'

'উহা নিষিদ্ধ, গৌতম।'

২৭। 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিবূপ মনে কব ? যদি ক্ষত্রিযগণ কোন কাবণে অপব এক ক্ষত্রিযেব মস্তক মুণ্ডন করিযা, তাহাব মস্তক ভস্মাবৃত কবিযা, তাহাকে বাষ্ট্র হইতে কিম্বা নগব হইতে বহিষ্কৃত কবে, সে ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে আসন এবং জল পাইবে কি ?'

'পাইবে, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে শ্রাদ্ধে, স্থালীপাকে, যজ্ঞে কিম্বা ব্রাহ্মণ ভোজনে আহ্বাবেব জন্য নিমন্ত্রণ কবিবে ?'

'কবিবে।'

'ব্রাহ্মণগণ কি তাহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিবে অথবা দিবে না ?'

'দিবে, গৌতম।'

'ব্রাহ্মণ জাতিব মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ তাহাব পক্ষে কি নিষিদ্ধ অথবা নহে ?'

'নিষিদ্ধ নহে।'

'কিন্তু, অম্বট্‌ঠ, যদি ক্ষত্রিযগণ কোন ক্ষত্রিযের মস্তক মুণ্ডন কবিযা, তাহাব মস্তক ভস্মাবৃত কবিযা, তাহাকে বাষ্ট্র কিম্বা নগব হইতে বহিষ্কৃত কবে, তাহা হইলে উহা তাহাব পক্ষে চবম অধঃপতন। এইবূপে, অম্বট্‌ঠ, ক্ষত্রিযেব চবম অধঃপতন হইলেও ক্ষত্রিব শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ হীন।

২৮। 'হে অম্বট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমাব ও এই গাথাব উচ্চাবণ কবিযাছিলেন ঃ

"যাহারা গোত্র সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

'হে অম্বট্ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্ত্তৃক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে, সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে; অর্থ-সংহিত, নিরর্থক নহে। আমিও উহার অনুমোদন করি। আমিও কহি:

"যাহারা গোত্র সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

। প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

জাত্যভিমান

২। (১) 'হে গৌতম, গাথায় উক্ত সেই আচরণ এবং বিদ্যা কি ?' অম্বট্‌ঠ, যেখানে বিদ্যাচরণ পূর্ণতা প্রাপ্ত, যেখানে জাতিবাদের স্থান নাই, গোত্রবাদের স্থান নাই, "তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য" এই-রূপ মানবাদের স্থান নাই। অম্বট্‌ঠ, যেখানে আবাহ কিম্বা বিবাহ কিম্বা আবাহ-বিবাহ হয়, সেখানেই জাতিবাদের উল্লেখ হয়, গোত্রবাদের উল্লেখ হয়, "তুমি আমার যোগ্য অথবা তুমি আমার অযোগ্য" এইরূপ মানবাদের উল্লেখ হয়। অম্বট্‌ঠ, যাহারাই জাতিবাদ-বিনিবদ্ধ, গোত্রবাদ বিনিবদ্ধ অথবা আবাহ-বিবাহ-বিনিবন্ধ, তাহারাই অনুত্তর বিদ্যাচরণ হইতে দূরে। অম্বট্‌ঠ, জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ এবং আবাহ-বিবাহ রূপ বন্ধন পরিহার করিয়াই অনুত্তর বিদ্যাচরণে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।'

২। 'হে গৌতম, কি সেই আচরণ, কি সেই বিদ্যা ?'

'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে···

[এইস্থানে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০-৪১-৪২ পদচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে] অম্বট্‌ঠ, এইরূপে ভিক্ষু শীল সম্পন্ন হন।

[তৎপরে ব্রহ্মজাল সূত্রের ৮-২৭ সং পদচ্ছেদে উক্ত শীল সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক শীলের শেষে "এইরূপে শীল সম্পত্তি হয়" পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৩-৭৪ সং পদচ্ছেদে উক্ত আচরণ সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক আচরণের শেষে "এইরূপে শীল সম্পত্তি হয়" পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৫-৮২ সং পদচ্ছেদে উক্ত চারি ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক ধ্যানের শেষে "এই রূপে আচরণ সম্পত্তি হয়" পাঠ করিতে হইবে।] অম্বট্‌ঠ, ইহাই আচরণ সম্পত্তি।

[তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৮৩-৯৮ সং পদচ্ছেদে সমূহে উক্ত জ্ঞান-দর্শন, মনোময় কায়, ঋদ্ধি, দিব্য শ্রোত্র, চেত-পর্য্যায় জ্ঞান, পূর্ব্ব জন্মানু-স্মৃতি, দিব্য চক্ষু এবং আসব-ক্ষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণিত প্রত্যেক বিষয়ের শেষে "ইহাই বিদ্যা সম্পত্তি" পাঠ করিতে হইবে।] অম্বট্‌ঠ, ইহাই বিদ্যা।

৪। 'অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি আচার্য্যের সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা লাভ করিয়াছ।'

'না, গোতম। কোথায় আচার্য্য সহিত আমি, আর কোথায় অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা। হে গোতম, আমি আচার্য্য-সহিত অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা হইতে দূরে।'

'অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া কমণ্ডলু ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া আচার্য্য-সহিত "ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর?'

'না, গোতম।'

অম্বট্ঠ তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কন্দমূল ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া আচার্য্য-সহিত অগ্নির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও?'

'না, গোতম।'

'অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্ব্বক "আচার্য্য-সহিত কন্দমূল-ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর?'

'না, গোতম।'

'অম্বট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল-ফলাহার ব্রত, অগ্নিপরিচর্য্যা ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, চতুর্ম্মহাপথের সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগার নির্ম্মাণ করিয়া "এই স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব', এই সংকল্পে আচার্য্য-সহিত অবস্থান কর?'

'না গোতম।'

৫। 'অম্বট্ঠ, এইরূপে তুমি আচার্য্য-সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাহীন, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার যে চারি বিঘ্ন আছে, আচার্য্য সহিত উহাদেরও জ্ঞানহীন। তোমার আচার্য্য ব্রাহ্মণপৌষ্করসাতি কহিয়াছেন ঃ

'অম্বট্‌ঠ, এই ভিক্ষুই বিদ্যা সম্পন্ন, আচবণ সম্পন্ন, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন হন। অম্বট্‌ঠ, এই বিদ্যাসম্পদা, এই চবণ-সম্পদা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব, মধুরতব অপব কোন বিদ্যাচবণ সম্পদা নাই।

৩। 'অম্বট্‌ঠ, এই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদাব চারিটি বিঘ্ন আছে। ঐ চাবি বিঘ্ন কি কি? অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তব বিদ্যা-চবণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইযা অবণি, কমণ্ডলু, সূচী ইত্যাদি তাপসেব ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া "ফলাহাবী হইব" এই সংকল্পে দূব বনে প্রবেশ কবিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচরণ-সম্পন্নের পরিচাবক হইবাব যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচরণ সম্পদাব প্রথম বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদা সম্পন্ন না হইযা, ফলাহাব ব্রত উদ্‌যাপন না করিযা, কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্ব্বক "কন্দ মূলফলাহাবী হইব" এই সংকল্পে দূব বনে প্রবেশ কবিলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচবণ-সম্পন্নেব পবিচাবক হইবাব যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচবণসম্পদাব দ্বিতীয বিঘ্ন।

'পুনশ্চ, অম্বট্‌ঠ,কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদা সম্পন্ন না হইযা, ফলাহাব ব্রত, কন্দমূল ফলাহাব ব্রত, উদ্‌যাপন না কবিযা, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ কবিয়া অগ্নিব পবিচর্য্যায নিযুক্ত হইলে তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যাচবণ সম্পন্নের পবিচাবক হইবার যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদাব তৃতীয় বিঘ্ন।

'পুনশ্চ,অম্বট্‌ঠ, কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহাব ব্রত, কন্দমূল ফলাহাব ব্রত, অগ্নি পবিচর্য্যা ব্রত, উদ্‌যাপন না কবিবা চতুর্ম্মহাপথেব সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বাব আগাব নির্ম্মাণ কবিযা "এই স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা কবিব" এই সংকল্পে অবস্থান কবিলে, তিনি নিঃসন্দেহ বিদ্যা-চবণ সম্পন্নেব পবিচাবক হইবাব যোগ্য প্রমাণিত হন। অম্বট্‌ঠ, ইহাই সেই অনুত্তব বিদ্যাচবণ সম্পদার চতুর্থ বিঘ্ন।

'অম্বট্‌ঠ, সেই অনুত্তর বিদ্যাচবণ সম্পদাব ইহাই চতুর্ব্বিধ বিঘ্ন।

৪। 'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি আচার্য্যের সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা লাভ করিয়াছ।'

'না, গৌতম। কোথায় আচার্য্য সহিত আমি, আর কোথায় অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা। হে গৌতম, আমি আচার্য্য-সহিত অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা হইতে দূরে।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া কমণ্ডলু ইত্যাদি তাপসের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া আচার্য্য-সহিত "ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর?'

'না, গৌতম।'

অম্বট্‌ঠ তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কন্দমূল ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, নিকটস্থ গ্রাম কিম্বা নিগমে অগ্নিশালা নির্ম্মাণ করিয়া আচার্য্য-সহিত অগ্নির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও?'

'না, গৌতম।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, কুদাল ও পিটক গ্রহণ পূর্ব্বক "আচার্য্য-সহিত কন্দমূল-ফলাহারী হইব" এই সংকল্পে দূর বনে প্রবেশ কর?'

'না, গৌতম।'

'অম্বট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা সম্পন্ন না হইয়া, ফলাহার ব্রত, কন্দমূল-ফলাহার ব্রত, অগ্নিপরিচর্য্যা ব্রত উদ্‌যাপন না করিয়া, চতুর্ম্মহাপথের সম্মিলন স্থলে চতুর্দ্বার আগার নির্ম্মাণ করিয়া "এই স্থানে চতুর্দ্দিক হইতে আগত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি যথাশক্তি যথাবল পূজা করিব', এই সংকল্পে আচার্য্য-সহিত অবস্থান কর?'

'না গৌতম।'

৫। 'অম্বট্‌ঠ, এইরূপে তুমি আচার্য্য-সহিত এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদাহীন, এই অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদার যে চারি বিঘ্ন আছে, আচার্য্য সহিত উহাদেরও জ্ঞানহীন। তোমার আচার্য্য ব্রাহ্মণপৌষ্করসাতি কহিয়াছেন ঃ

"কোথায় মুণ্ডিত-মস্তক, নীচ, কৃষ্ণকায়, ব্রহ্মার পাদ হইতে জাত শ্রমণাধম, আর কোথায় তাহাদের ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সহিত বাক্যালাপ!" অথচ তিনি স্বয়ং অপায়গ্রস্ত এবং অকৃতকর্তব্য। অম্বট্ঠ, দেখ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন।

৬। 'অম্বট্ঠ, ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি রাজা প্রসেনজিত প্রদত্ত দান উপভোগ করেন। তাঁহার কোশলরাজ প্রসেনজিতের সম্মুখে উপস্থিত হইবারও অনুমতি নাই। এমন কি রাজা যখন তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন তখনও তাঁহাকে যবনিকার অন্তরালে থাকিতে হয়। অম্বট্ঠ, পৌষ্করসাতি যাঁহার ধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করেন সেই কোশলরাজ প্রসেনজিত কি হেতু তাঁহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইবার অনুমতি দেন না? অম্বট্ঠ, দেখ, আচার্য্য ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি তোমার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষিগণ

৭। 'অম্বট্ঠ, তুমি কি মনে কর? কোশলরাজ প্রসেনজিত হস্তী কিম্বা অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অথবা রথোপরি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ কর্ম্মচারী কিম্বা রাজন্যবর্গের সহিত কোন বিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন, পরে তিনি স্থান ত্যাগ করিয়া এক প্রান্তে দন্ডায়মান হইলেন। যদি কোন শূদ্র অথবা শূদ্রের দাস ঐস্থানে আসিয়া ও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার ন্যায় মন্ত্রণা করে এবং কহেঃ "রাজা প্রসেনজিত এইরূপ কহিয়াছেন", তাহা হইলে, যদিও সে রাজ বাক্যেরই আবৃত্তি করিল কিম্বা রাজারই ন্যায় মন্ত্রণা করিল, সে কি ঐরূপে রাজা অথবা রাজ-অমাত্য হইবে?'

'না, গৌতম, তাহা হইবে না।'

৮। 'অম্বট্ঠ, এই প্রকার যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষি মন্ত্র-কর্ত্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়—যথা, অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—"আমি আচার্য্য-সহিত তাঁহাদের মন্ত্র অধ্যয়ন করি" মাত্র ইহা কহিয়া যে তুমি ঋষি হইবে কিম্বা ঋষিত্বের মার্গে আরূঢ় হইবে তাহা সম্ভব নয়।

৯। 'অম্বট্ঠ, তুমি কি মনে কর? তুমি বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কি কহিতে শুনিয়াছ ? যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষি মন্ত্রকর্ত্তা·· ভৃগু, তাঁহারা কি সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশ-শ্মশ্রু, মণিকুণ্ডলাভরণযুক্ত, শ্বেত বস্ত্র পরিহিত, পঞ্চকাম ভোগে লিপ্ত ও যুক্ত হইয়া আনন্দানুভব করিতেন, যেরূপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য্য করিতেছ ?'

'না, গৌতম, তাহা নয় ।'

১০। 'তাঁহারা কি কৃষ্ণ কণিকা শূন্য শালী অন্ন অনেক প্রকার সূপ ব্যঞ্জনের সহিত উপভোগ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে করিয়া থাক ?'

'না, গৌতম ।'

'তাঁহারা কি কিঙ্কিণী পরিহিত নারীগণদ্বারা সেবিত হইতেন, যেরূপ এক্ষণে তুমি এবং তোমার আচার্য্য হইয়া থাক ?'

'না' গৌতম ।'

'তাঁহারা কি বিন্যস্তবাল বড়বা-রথে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ প্রতোদ-যষ্টি দ্বারা বাহনকে প্রহার করিতে করিতে বিচরণ করিতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে করিয়া থাক ?'

'না, গৌতম ।'

'তাঁহারা কি পরিখা-বেষ্টিত, পরিঘ-বদ্ধ নগরদুর্গে অবস্থান করিয়া দীর্ঘ অসিবদ্ধ পুরুষগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেন, যেরূপ তুমি এবং তোমার আচার্য্য এক্ষণে হইয়া থাক ?'

'না, গৌতম ।'

'এইরূপে, অম্বট্‌ঠ, তুমি ঋষিও নহ, আচার্য্যের সহিত ঋষিত্বের মার্গেও আরূঢ় নহ। অম্বট্‌ঠ, আমার সম্বন্ধে তোমার কোন প্রকার সংশয় বা দ্বিধা থাকিলে তুমি প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দ্বারা উহা দূর করিব ।'

অম্বট্‌ঠের প্রত্যাবর্ত্তন

১১। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চঙ্ক্রমণনিরত হইলেন। অম্বট্‌ঠও ঐরূপ করিলেন। অম্বট্‌ঠ ভগবানের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে ভগবানের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ অনুসন্ধান করিলেন। তিনি দেখিলেন যে ভগবানের দেহে মাত্র দুইটি ব্যতীত

অপব সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান। দুইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাব সংশয ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত হইতে পাবিলেন না, সন্তুষ্টি লাভ কবিলেন না—কোষ-বক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা।

১২। তৎপবে ভগবান চিন্তা কবিলেন: 'অম্বট্‌ঠ আমাব দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণেব দুইটি ব্যতীত অপব সকলগুলিই দেখিতেছে; দুইটিব সম্বন্ধে তাহাব সংশয ও দ্বিধা উপস্থিত হইযাছে, সে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হইতেছে না—কোষ বক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় এবং বৃহৎ জিহ্বা।'

তদনন্তব ভগবান এবৃপভাবে স্বীয অলৌকিক ক্ষমতাব পবিচালনা কবিলেন যে অম্বট্‌ঠ ভগবানেব কোষ বক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় দর্শন কবিলেন। তৎপবে ভগবান জিহ্বা নিঃসৃত কবিযা উভয কর্ণ ও উভয নাসাবিবব স্পর্শ কবিলেন, সমুদয ললাটদেশ জিহ্বাচ্ছাদিত কবিলেন।

তৎপবে অম্বট্‌ঠ 'শ্রমণ গৌতমের দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পবিপূর্ণ-বৃপে বিদ্যমান, অপবিপূর্ণবৃপে নহে', এইবৃপ চিন্তা কবিযা ভগবানকে কহিলেন: 'তাহা হইলে, গৌতম, আমবা এখন যাই, আমাদেব বহু কৃত্য বহু কবণীয আছে।'

'অম্বট্‌ঠ, তোমাব যেবৃপ অভিবুচি।'

তৎপবে অম্বট্‌ঠ বডবা-বথে আবোহণ কবিযা প্রস্থান কবিলেন।

১৩। ঐ সময ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি উক্কট্‌ঠা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত স্বীয আবামে উপবিষ্ট হইযা অম্বট্‌ঠেব প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। অতঃপব অম্বট্‌ঠ আবামে উপস্থিত হইলেন। যতদূব যানোপযুক্ত ভূমি ততদূব যানে গমন কবিযা পবে যান হইতে অবরোহণ পূর্বক তিনি ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি নিকট গমন কবিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। অম্বট্‌ঠ আসন গ্রহণ কবিলে ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি তাঁহাকে কহিলেন:—

১৪। 'তাত অম্বট্‌ঠ, তুমি ভগবান গৌতমেব সহিত সাক্ষাত কবিযাছ?'

'ভগবান গৌতমের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হইযাছে।

'ভগবান গৌতমেব সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ কবিয়াছে তাহা সত্যমূল, অসত্যমূল নহে? তিনি কি তাদৃশ, অন্য প্রকাব নহেন?'

'ভগবান গৌতমেব সম্বন্ধে যে যশ বিস্তৃতি লাভ কবিয়াছে তাহা সত্যমূল-

অসত্যমূল নহে। তিনি তাদৃশ, অন্যপ্রকাব নহেন। তাঁহাব দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ পবিপূর্ণরূপে বিদ্যমান, অপবিপূর্ণরূপে নহে।

'বৎস অম্বট্ঠ, শ্রমণ গৌতমেব সহিত তোমাব বাক্যালাপ হইযাছিল ?'

'হইযাছিল।'

পৌষ্করসাতির ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ

কিরূপ বাক্যালাপ হইযাছিল ?'

তৎপবে অম্বট্ঠ ভগবানেব সহিত তাঁহাব যেরূপ বাক্যালাপ হইযাছিল তৎসমস্ত ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতিব নিকট নিবেদন কবিলেন।

১৫। তৎপবে পৌষ্কবসাতি অম্বট্ঠকে কহিলেন: 'এই তোমাব পাণ্ডিত্য, এই তোমাব বহুশ্রুতি, এই তোমাব ত্রিবিদ্যা। যে পুরুষ এই প্রকাবে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন কবে, মৃত্যুব পব দেহেব বিনাশে সে অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নবকে উৎপন্ন হয। অম্বট্ঠ, তুমি যেরূপ ভগবান গৌতমকে আঘাত কবিযা কথা কহিযাছ, তিনিও সেইরূপ আমাদিগকে অভিযুক্ত কবিযাছেন। এই তোমাব পাণ্ডিত্য, এই তোমাব বহুশ্রুতি, এই তোমাব ত্রিবিদ্যা। যে পুরুষ এই প্রকাবে · উৎপন্ন হয।'

কুপিত ও অসন্তুষ্ট হইযা তিনি অম্বট্ঠকে পদাঘাতে দূব কবিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভগবানেব দর্শন কামনায গমনেচ্ছুক হইলেন।

১৬। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পৌষ্কবসাতিকে কহিলেন: 'দেব, শ্রমণ গৌতমেব দর্শনার্থ গমনেব সময আজ নাই, আগামী কল্য পৌষ্কবসাতি গমন কবিতে পাবেন।'

এইরূপে ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি স্বীয আবাসে প্রণীত খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত কবাইযা উহা যানে স্থাপিত করিযা উল্কালোক সাহায্যে উক্কট্ঠা হইতে বহির্গত হইযা ইচ্ছানঙ্কল বনখণ্ডে গমন কবিলেন। যতদূব যানোপযুক্ত ভূমি ততদূব যানে গমন কবিযা পবে যান হইতে অববোহণ পূর্ব্বক পদব্রজে ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদন ও তাঁহাব সহিত প্রীত্যালাপ কবিযা তিনি একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পবে তিনি ভগবানকে কহিলেন:—

১৭। 'গৌতম, আমাদেব অন্তেবাসী অম্বট্ঠ এখানে আসিযাছিল কি ?'

'আসিযাছিল।'

'অম্বট্‌ঠেব সহিত গোতমেব কোন বাক্যালাপ হইয়াছিল কি ?'

'হইযাছিল।'

'কিব্‌প বাক্যালাপ হইযাছিল ?'

তৎপবে ভগবান অম্বট্‌ঠের সহিত যেব্‌প বাক্যালাপ হইয়াছিল, তৎসমস্ত পৌষ্কবসাতিব নিকট প্রকাশ কবিলেন।

তদনন্তব ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি ভগবানকে কহিলেন: 'হে গোতম, অম্বট্‌ঠ নির্ব্বোধ। গোতম তাহাকে ক্ষমা কব্‌ন।'

'হে ব্রাহ্মণ, অম্বট্‌ঠ স্‌খী হউক।'

১৮। অতঃপব ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি ভগবানেব দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপ্‌ব্‌ষ লক্ষণ অন্বেষণ কবিলেন। তিনি মাত্র দ্‌ই লক্ষণ ব্যতীত অপব সকল লক্ষণই দেখিলেন। দ্‌ইটি লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহাব সংশয় ও দ্বিধা হইল, তিনি নিশ্চিত হইতে পাবিলেন না, সন্তুষ্ট লাভ কবিলেন না,—কোষবক্ষিত গ্‌প্তেন্দ্রিয এবং ব্‌হৎ জিহ্‌বা।

দ্বাত্রিংশ লক্ষণ

১৯। তখন ভগবান চিন্তা কবিলেন: 'অম্বট্‌ঠ আমাব দেহে······ জিহ্‌বা।'

তদনন্তব ভগবান এব্‌প ভাবে স্বীয অলৌকিক ক্ষমতাব·· জিহ্‌বাচ্ছাদিত কবিলেন।

তখন পৌষ্কবসাতি 'শ্রমণ গোতমেব দেহে দ্বাত্রিংশ মহাপ্‌ব্‌ষ লক্ষণ পবিপ্‌র্ণ ব্‌পে বিদ্যমান, অপবিপ্‌র্ণব্‌পে নহে' এইব্‌প চিন্তা কবিয়া ভগবানকে কহিলেন: 'গোতম অন্‌গ্রহ প্‌র্ব্বক ভিক্ষ্‌সঙ্ঘেব সহিত অদ্য আমাব অন্ন গ্রহণ কবিবেন।'

ভগবান মৌন হইয়া সম্মতি দান কবিলেন।

২০। তদনন্তব ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি ভগবানেব সম্মতি বিদিত হইয়া (পবদিন) তাঁহাকে সময নিবেদন কবিলেন: 'হে গোতম, সময আগত, অন্ন প্রস্তুত।' তখন ভগবান প্‌র্ব্বাহ্ণে বস্ত্র পবিহিত হইযা পাত্র চীবব গ্রহণ প্‌র্ব্বক ভিক্ষ্‌ সঙ্ঘের সহিত পৌষ্কবসাতিব পবিবেশন স্থানে গমন কবিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। পবে পৌষ্করসাতি উৎকৃষ্ট খাদ্য

ভোজ্য স্বহস্তে পবিবেশন্ কবিযা ভগবানকে তৃপ্ত কবিলেন, তব্ৰূপ ব্রাহ্মণগণও ঐব্ৰূপে ভিক্ষুসঙ্ঘেব তৃপ্তি সাধন কবিলেন। তদনন্তব ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি, ভগবান আহাবান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত কবিলে, নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন।

২১। এইব্ৰূপে উপবিষ্ট হইলে ভগবান ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতিব সহিত ক্রমানুসাবে ধর্ম্মালাপ করিলেন, যথা:—দানকথা, শীল কথা, স্বর্গকথা; কামেব দৈন্য, ব্যর্থতা, মালিন্য; এবং নৈষ্ক্রম্যেব মাহাত্ম্য। ভগবান যখন দেখিলেন যে পৌষ্কবসাতি উপযুক্ত-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, আববন্মুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত এবং প্রসন্ন-চিত্ত হইযাছেন, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণেব অনুত্তর ধর্ম্ম দেশনা তাহা প্রকাশ কবিলেন ঃ দুঃখ, দুঃখেব উৎপত্তি, উহাব নিবোধ এবং নিবোধেব মার্গ। যেব্ৰূপ শুদ্ধ নির্ম্মল বস্ত্র উত্তম ব্ৰূপে বঞ্জন গ্রহণ কবে সেইব্ৰূপ ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতিব সেই আসনেই বিবজ, বীতমল, ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ঃ "যাহা কিছু উৎপত্তি-শীল, তাহাই নাশ-শীল।"

২২। অনন্তব ব্রাহ্মণ পৌষ্কবসাতি দৃষ্ট-ধর্ম্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম্ম, বিদিত-ধর্ম্ম, পর্য্যবগাহিত-ধর্ম্ম হইযা, বিচিকিৎসা ও সংশযহীন হইয়া, বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হইযা, ভগবদশাসনে অপবপ্রত্যয হইযা ভগবানকে কহিলেন ঃ—

'অতি উত্তম, গোতম, অতি উত্তম! যেব্ৰূপ উৎপাতিতেব পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয, লুক্কাযিত প্রকাশিত হয, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয, চক্ষুষ্মানেব দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয, সেইব্ৰূপ পূজনীয গোতম অনেক প্রকাবে ধর্ম্ম প্রকাশিত কবিযাছেন। আমি সপুত্র, সভার্য্যা, সপাবিষদ, সামাত্য ভগবান গোতমেব, ধর্ম্মেব এবং ভিক্ষুসঙ্ঘেব সবণ লইতেছি। পূজ্য গোতম আজ হইতে জীবনেব অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শবণাগত উপাসক ব্ৰূপে গ্রহণ করুন। পূজনীয গোতম যেব্ৰূপ উক্কট্‌ঠায় অন্যান্য উপাসক কুলে গমন কবিযা থাকেন, সেইব্ৰূপ পৌষ্কবসাতিব গৃহেও আগমন কবিবেন। তথাকার যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ ভগবান গোতমকে অভিবাদন কবিবে, আসন ত্যাগ কবিযা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন কবিবে, তাঁহাকে উদক ও আসন দান কবিবে, তাঁহাতে প্রসন্ন-চিত্ত হইবে, তাহাদেব ঐ সকল কর্ম্ম দীর্ঘকাল তাহাদেব সুখ-বিধান ও হিতসাধন কবিবে।'

'ব্রাহ্মণ উত্তম কহিযাছেন।'

। অম্বট্‌ঠ সুত্র সমাপ্ত।

সোণদণ্ড সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইহাতে কোন্ কোন্ গুণবিশিষ্ট হইলে মানুষ যথার্থ রূপে ব্রাহ্মণ অভিহিত হইতে পারে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধ কর্ত্তৃক উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড উত্তর করিলেন যে, জাতি, বর্ণ, মন্ত্র, শীল ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চবিধ গুণবিশিষ্ট মানুষকে যথার্থ রূপে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও উত্তর দিতে দিতে সর্ব্বশেষে স্বীকার করিলেন যে, উক্ত পঞ্চবিধ গুণ হইতে যদি প্রথম তিনটিকে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও কেবল শীল ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানুষকে যথার্থ রূপে ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর করে না। এই দুই গুণ * না থাকিলেও মানুষ ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

ইতিবৃত্তকের ৯৯ সংখ্যক সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মাত্র মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ হইতে হইলে উহাপেক্ষা উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন। ধর্ম্মপদের ৪২৩ সং শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—"আমি তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ কহিব যিনি পূর্ব্বজন্ম সমূহ স্মরণ করেন, স্বর্গ ও নরক যাঁহার গোচরে, যিনি জাতিক্ষয় প্রাপ্ত, যাঁহার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

এইরূপে বৌদ্ধ অরহত এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দৃষ্ট হইবে যে, যদি সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক এই মত গৃহীত হইত, যদি ব্রাহ্মণত্ব জাতি ও বর্ণের উপর নির্ভর না করিয়া শীলাচার ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে ভারতে জাতিভেদ যে রূপ ধরিয়া মাথা তুলিয়াছে, সেরূপ ধরিতে পারিত না।

৪। সোণদণ্ড সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায় উপনীত হইলেন। তথায় তিনি গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থিত

---

* অর্থাৎ জাতি ও বর্ণ।

করিতে লাগিলেন। ঐ সময ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বাজভোগ্য, রাজদায ব্রহ্মদেয় রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন চম্পায় বাস করিতে ছিলেন।

২। চম্পা-নিবাসী ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণ শুনিলেন: 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইযা পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষু-সঙ্ঘের সহিত অঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চম্পায উপনীত হইযা তথায গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইযাছে: "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত, ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইযা তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময, মধ্য কল্যাণময, অন্ত কল্যাণময, যাহা অর্থ ও শব্দ-সম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত, তিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অরহতের দর্শন শুভজনক।" অনন্তর চম্পার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইযা চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক গগ্গরা পুষ্করিণীতে গমন করিতে লাগিলেন।

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড দিবাশযনের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপরি গমন করিযা ছিলেন। তিনি দেখিলেন চম্পার বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-গৃহপতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইযা চম্পা হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক গগ্গরা পুষ্করিণীর দিকে গমন করিতেছে। উহা দেখিযা তিনি দ্বারপালকে কহিলেন:

'চম্পার অধিবাসীগণ কি হেতু এইরূপে গগ্গরা পুষ্করিণীর অভিমুখে গমন করিতেছে?'

'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে বুদ্ধ, ভগবন্ত। সেই ভগবান গৌতমকে দেখিবার জন্য ইহারা যাইতেছে।'

'তাহা হইলে, দ্বারপাল, তুমি চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের নিকট গিযা বল: "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড আপনাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিযাছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন।"

'যথা আজ্ঞা' কহিযা দ্বারপাল চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিদের নিকট গিযা সমস্ত কহিল।

সোণদণ্ড ও ব্রাহ্মণগণ

৪। ঐ সময় বিভিন্ন রাজ্য হইতে পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কার্য্যোপলক্ষে চম্পায় আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন শুনিয়া সোণদণ্ডের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ঃ

'সোণদণ্ড শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিতে যাইবেন ইহা কি সত্য ?'

'ইহাই আমার ইচ্ছা, আমিও গৌতমকে দর্শন করিতে যাইব।'

'মাননীয় সোণদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওয়া যুক্ত নহে। সোনদণ্ড গৌতমের দর্শনার্থ যাইলে তাঁহার যশের হ্রাস হইবে, গৌতমের যশ, বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে সোণদণ্ডের যাওয়া যুক্ত নহে। শ্রমণ গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমণ করা উচিত। সোণদণ্ড মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। এই কারণে সোণদণ্ডের যাওয়া উচিত নহে, গৌতমেরই সোণদণ্ডের নিকট আগমন করা উচিত। মাননীয় সোণদণ্ড আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্য্যশালী ··তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক ; ত্রিবেদ, নিঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক , কূটতর্ক বিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল সম্পন্ন। তিনি প্রিয়বাদী ; শিষ্ট, স্পষ্ট, শুদ্ধ ও অর্থবিজ্ঞাপনীয় বাক্যের কথনকারী। অনেকের আচার্য্যদিগের গুরু হইয়া তিনি তিন শত বিদ্যার্থীকে মন্ত্র শিক্ষা দেন ; নানা দিক নানা জনপদ হইতে বহু বিদ্যার্থী মন্ত্রার্থী ও মন্ত্রাধ্যয়নেচ্ছু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে। তিনি জীর্ণ, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, অদ্ধগত, বয়ঃঅনুপ্রাপ্ত, শ্রমণ গৌতম তরুণ পরিব্রাজক। তিনি মগধরাজ শ্রেণীয় বিম্বিসার কর্ত্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতি কর্ত্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। তিনি রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদেয রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন চম্পায় বাস করিতেছেন। এই কারণে সোণদণ্ডের শ্রমণ গৌতমের দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গৌতমেরই উচিত সোণদণ্ডের দর্শনার্থ আগমন করা।'

৬। * এইবূপ উক্ত হইলে সোণদণ্ড ঐ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন ঃ 'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমবা আমাব বাক্যও শ্রবণ কব, যে কাবণে আমাবই গৌতমেব দর্শনার্থ হওবা উচিত, গৌতমেব আমাকে দর্শনার্থ আগমন যুক্ত নহে, তাহা কহিতেছি।

গৌতমের প্রাধান্য

শ্রমণ গৌতম মাতৃ ও পিতৃ উভব পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। শ্রমণ গৌতম বৃহৎ জ্ঞাতিকুল পবিত্যাগ করিষা প্রব্রজিত হইবাছেন। শ্রমণ গৌতম ভূমিগত ও বিহাযসস্থ প্রভূত হিবণ্য-সুবর্ণ পবিত্যাগ কবিষা প্রব্রজিত হইয়াছেন। শ্রমণ গৌতম প্রথম বযসেই গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবিযাছেন—যখন তিনি তবুণ, গভীব কৃষ্ণকেশ ও ভদ্রযৌবন সম্পন্ন। শ্রমণ গৌতম, মাতাপিতা অসম্মত, অশ্রুমুখ ও বোদনপবাষণ হইলেও কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায বস্ত্র পবিহিত হইষা গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবিযাছেন। শ্রমণ গৌতম অভিবূপ, দর্শনীয, প্রাসাদিক, পবম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। শ্রমণ গৌতম শীলবান, আর্য্যশীলী, কুশলশীলী, কুশলশীল সম্পন্ন। শ্রমণ গৌতম প্রিযবাদী, শিষ্ট, স্পষ্ট ও অর্থ বিজ্ঞাপনীয বাক্যেব কথনকাবী। শ্রমণ গৌতম অনেকেব আচার্য্যদিগেব গুরু। শ্রমণ গৌতম ক্ষীণ-কাম-বাগ ও বিগত-চাপল্য। শ্রমণ গৌতম কর্ম্মবাদী, ক্রিযাবাদী, ব্রাহ্মণদিগেব প্রতি উপদেশে তিনি পাপহীনতাকেই প্রাধান্য দেন। শ্রমণ গৌতম উচ্চ, আদি ক্ষত্রিব কুল হইতে প্রব্রজিত হইযাছেন। শ্রমণ গৌতম আঢ্য, ধনশালী, ঐশ্বর্য্যশালী কুল হইতে প্রব্রজিত হইবাছেন। দূব বাষ্ট্র এবং জনপদ হইতে জনগণ শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ আগমন কবে। সহস্র সহস্র দেবতা শ্রমণ গৌতমেব শবণাগত। তাঁহাব সম্বন্ধে এইবূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইযাছে ঃ "ইনিই ভগবান, অবহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচবণসম্পন্ন সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয দম্য-পুরুষ-সাবথি, দেব মনুষ্যেব শাস্তা, বুদ্ধ,

* ৫ নং পদচ্ছেদ মূলে নাই।

ভগবন্ত।” তিনি দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত। তিনি স্বাগতবাদী, প্রিয়-ভাষী, বিনয়ী, ভ্রূকুটিহীন, উত্তান-মুখ, পূর্ব্বভাষী। তিনি চারি পরিষদ[1] কর্ত্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত। বহু দেব ও মনুষ্য তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান। তিনি যে গ্রাম অথবা নিগমে অবস্থান করেন তথায় অমনুষ্যগণ মনুষ্যগণের অনিষ্ট করে না। তিনি সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা-পক, শিষ্যবর্গসমন্বিত, গণাচার্য্য এবং সর্ব্ব তীর্থকরদিকের প্রধান রূপে আখ্যাত। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ যে কোন উপায়ে যশ অর্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রমণ গৌতমের সেরূপে যশোলাভ হয় না, তিনি অনুত্তর বিদ্যাচরণ-সম্পদা দ্বারা যশ অর্জ্জন করেন। মগধরাজ শ্রেণিয় বিম্বিসার সপুত্র, সভার্য্যা, সপারিষদ, সামাত্য শ্রমণ গৌতমের শরণাগত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং ব্রাহ্মণ পৌষ্করসাতিও ঐ রূপেই তাঁহার শরণাগত। তিনি মগধরাজ বিম্বিসার কর্ত্তৃক, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্ত্তৃক, ব্রাহ্মণ পৌষ্কর-সাতি কর্ত্তৃক সম্মানিত, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, মানিত, পূজিত, প্রশংসিত।

সোণদণ্ডের ভয়

তিনি চম্পায় উপনীত হইয়া তথায় গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন। যে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে আসেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের অতিথি। অতিথি আমাদের সম্মানের যোগ্য, অতিথিকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা, সম্মান করা, পূজা করা, প্রশংসা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি চম্পায় উপনীত হইয়া গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদের · কর্ত্তব্য। এই সকল কারণে শ্রমণ গৌতমের আমাদিগকে দর্শন করিতে আসা যুক্ত নয়, আমাদিগেরই উচিত তাঁহার দর্শনার্থ গমন করা। শ্রমণ গৌতমের উৎকর্ষ যাহা আমার বিদিত তাহা যে মাত্র উক্ত প্রকার তাহাই নহে, তাঁহার উৎকর্ষ অপরিসীম।’

৭। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদণ্ডকে কহিলেন: ‘মাননীয় সোণদণ্ডযেরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে গৌতম শতযোজন দূরে অবস্থান করিলেও শ্রদ্ধাবান কুলপুত্র পৃষ্ঠে খাদ্যভাণ্ড বহন

১। ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ এবং শ্রমণ পরিষদ।

কবিষাও তাঁহাব দর্শনার্থে যাইতে প্রস্তুত হইবেন। অতএব আমবা সকলেই শ্রমণ গৌতমেব দর্শনার্থ যাইব।'

তৎপবে ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড বৃহৎ ব্রাহ্মণসঙ্ঘেব সহিত গগ্‌গবা পুষ্কবিণীব দিকে চলিলেন ?

৮। এইবূপ বন প্রদেশেব মধ্য দিযা চলিতে চলিতে সোণদণ্ডেব মনে এইবূপ পবিবিতর্কেব উদয হইল ঃ

সোণদণ্ড সূত্র

'আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলে যদি তিনি বলেন ঃ "এই প্রশ্ন এবূপে জিজ্ঞাসা কবিতে নাই, ইহা এইবূপে জিজ্ঞাসা কবিতে হয, "তাহা হইলে এই পবিষদ এইবূপ কহিযা আমাকে অবজ্ঞা কবিবে ; "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, তিনি শ্রমণ গৌতমকে যথার্থবূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতে অসমর্থ।" এইবূপে অবজ্ঞাত হইলে আমাব যশেব হ্রাস হইবে, যশেব হ্রাস হইলে ভোগেবও হ্রাস হইবে, যশেবই উপব আমাদেব ভোগ নির্ভব কবে। কিন্তু শ্রমণ গৌতম আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলে আমাব 'উত্তব তাঁহাব অনুমোদিত না হইতে পাবে। ঐ ক্ষেত্রে যদি শ্রমণ গৌতম আমাকে বলেন, "এই প্রশ্নেব উত্তব এইবূপে দিতে নাই, এইবূপে উহাব উত্তব দিতে হয," তাহা হইলে এই পবিষদ আমাকে অবজ্ঞা কবিযা বলিবে, "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, গৌতমেব প্রশ্নেব উত্তব দিযা তিনি তাঁহাব অনুমোদন লাভে অক্ষম।" এইবূপে অবজ্ঞাত হইলে আমাব যশেব হ্রাস হইবে, যশেব হ্রাস হইলে ভোগেবও হ্রাস হইবে, যশেবই উপব আমাদিগেব ভোগ নির্ভব কবে। অপব পক্ষে সমীপে আগত হইযাও যদি আমি গৌতমকে দর্শন না কবিযা ফিবিয়া যাই, তাহা হইলে এই পবিষদ আমাকে অবজ্ঞা কবিযা কহিবে, "ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড নির্বোধ, অনভিজ্ঞ, তিনি অহংকারে অবিভূত ও ভীত, শ্রমণ গৌতমকে দর্শন কবিবাব সাহস তাঁহাব নাই ; কি হেতু সমীপে আগত হইযাও গৌতমকে দর্শন না কবিযা তিনি ফিবিযা যান।"

সোণদণ্ডের ভয়

এইবূপে অবজ্ঞাত হইলে আমাব যশেব হ্রাস হইবে, যশেব হ্রাস হইলে ভোগেবও হ্রাস হইবে, যশেবই উপব আমাদিগেব ভোগ নির্ভব কবে।'

৯। তৎপরে সোণদণ্ড ভগবানের নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে অভিবাদন এবং তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপপূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। চম্পার ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপপূর্ব্বক ঐরূপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ নাম গোত্র প্রকাশ পূর্ব্বক উক্তবিধরূপে আসন গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ মৌনী হইয়া একান্তে বসিলেন।

১০। ঐ স্থানেও সোণদণ্ড সংশয়পূর্ণ হইয়া রহিলেন :

'আমি শ্রমণ গৌতমকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি বলেন :—

"... ভোগ নির্ভর করে।" অহো! যদি শ্রমণ গৌতম আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই উত্তর দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারি।'

১১। তদনন্তর ভগবান সোণদণ্ডের চিত্তের পরিবিতর্ক অবগত হইয়া চিন্তা করিলেন : 'ব্রাহ্মণ সোণদণ্ড স্বচিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হইতেছে। অতএব আমি তাহার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে তাহাকে প্রশ্ন করিব।'

সোণদণ্ড সূত্র

তৎপরে ভগবান সোণদণ্ডকে কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ! কতগুলি গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কাহাকেও ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন, যাহাতে ঐ পুরুষ "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না?'

১২। সোণদণ্ড এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া চিন্তা করিলেন: 'যাহা আমার ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত, প্রার্থিত ছিল—"অহো! যদি শ্রমণ গৌতম · বিধান করিতে পারি"—তদনুরূপই গৌতম আমাকে আমার নিজের ত্রৈবিদ্যক জ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি অবশ্যই উত্তর দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব।'

১৩। তৎপরে সোণদণ্ড দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া পরিষদের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ পুরুষকে ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন, যাহাতে ঐ পুরুষ "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।

পঞ্চ গুণ কি কি ? তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। তিনি অধ্যায়ক, মন্ত্রধারক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসরূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী, পদ পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কূটতর্কবিদ্যানিপুণ এবং মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন। তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরমবর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন। তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিত শীল সম্পন্ন। তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়। হে গৌতম, এই পঞ্চবিধ গুণযুক্ত হইলে পুরুষ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ কথিত হন, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৪। 'হে ব্রাহ্মণ, যদি এই পঞ্চ গুণ হইতে এক গুণকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট চারি গুণ যুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই পঞ্চবিধ গুণ হইতে বর্ণকে পৃথক করা যায়। বর্ণ কি করিতে পারে ? ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বোক্ত অপর চারিটি গুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৫। 'কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই চারিটি গুণ হইতে একটিকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট তিনটি গুণ যুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত করা যায়, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ কহিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই চতুর্ব্বিধ গুণ হইতে মন্ত্রকে পৃথক করা যায়। মন্ত্র কি করিতে পারে ? ব্রাহ্মণ যদি পূর্ব্বোক্ত অপর তিনটি গুণ যুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইরূপ বলিলে তাঁহার বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

১৬। 'কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ, যদি এই তিনটি গুণ হইতে একটিকে পৃথক করা যায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট দুইটিগুণ যুক্ত পুরুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত

কবা যায, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইব্ূপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ?'

'হে গৌতম, তাহা সম্ভব। এই ত্রিবিধ গ্ূণ হইতে জাতিকে প্ৃথক কবা যায। জাতি কি কবিতে পাবে ? ব্রাহ্মণ যদি প্ূর্ব্বোক্ত অপব দ্ুইটি গ্ূণ-য্ুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্ৃক ব্রাহ্মণ অভিহিত হইবেন এবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইব্ূপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।

১৭। এইব্ূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ সোণদণ্ডকে কহিল ঃ

'প্ূজ্য সোণদণ্ড, আপনি এব্ূপ কহিবেন না। আপনি এব্ূপ কহিবেন না। মাননীয সোণদণ্ড বর্ণেব অপবাদ কবিতেছেন, মন্ত্রের অপবাদ কবিতে-ছেন, জাতিব অপবাদ কবিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গৌতমেব মতবাদ গ্রহণ কবিতেছেন।'

১৮। তৎপবে ভগবান ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন ঃ 'ব্রাহ্মণগণ, যদি তোমবা মনে কব "সোণদণ্ড অল্পশ্র্ূত, দ্ুর্ভাষ, দ্ুষ্প্রজ্ঞ, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষযে প্রত্যুত্তব দানে অক্ষম," তাহা হইলে সোণদণ্ড ক্ষান্ত হউক, তোমবাই আমাব সহিত বিচাবে প্রব্ৃত্ত হও। কিন্ত্ু যদি তোমবা মনে কব "সোণদণ্ড বহ্ু-শ্র্ূত, স্ুভাষ, পণ্ডিত, শ্রমণ গৌতমকে এই বিষযে প্রত্যুত্তব দানে সক্ষম," তাহা হইলে তোমবা ক্ষান্ত হও, সোণদণ্ডই আমাব সহিত বিচাবে প্রব্ৃত্ত হউক।'

১৯। এইব্ূপ কথিত হইলে সোণদণ্ড ভগবানকে কহিলেন ঃ 'গৌতম, আপনি ক্ষান্ত হউন, মৌন ধাবণ কব্ুন, আমিই তাহাদেব সহিত ধর্ম্মান্ুব্ূপ বিচাব কবিব।'

তৎপবে সোণদণ্ড ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন ঃ 'আপনাবা এব্ূপ কহিবেন না, এব্ূপ কহিবেন না—"সোণদণ্ড বর্ণেব অপবাদ করিতেছেন, মন্ত্রেব অপবাদ কবিতেছেন, জাতিব অপবাদ কবিতেছেন, তিনি একান্তই শ্রমণ গৌতমেব মতবাদ গ্রহণ কবিতেছেন।" আমি বর্ণ, অথবা মন্ত্র, অথবা জাতিব অপবাদ কবিতেছি না।'

২০। ঐ সমযে সোণদণ্ডেব ভাগিনেয অঙ্গক নামক য্ুবক সেই পবিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। সোণদণ্ড ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন ঃ 'আপনাবা আমাদেব ভাগিনেয অঙ্গককে দেখিতেছেন ?'

'দেখিতেছি।'

'অঙ্গক অভিবূপ, দর্শনীয, প্রাসাদিক, পবম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন , এই পবিষদে বর্ণ ।বষযে গোতম ব্যতীত তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। তিনি অধ্যাযক, মন্ত্রধাবক , ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাসবূপ পঞ্চম বেদে পাবদর্শী, পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈযাকবণিক ; কুটতর্কবিদ্যানিপুণ ও মহাপুবুষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন। আমিই তাঁহাকে মন্ত্রশিক্ষা দিযাছি। অঙ্গক মাতৃ এবং পিতৃ উভয পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্তপুবুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। আমি তাঁহাব মাতা পিতাকে জানি। যদি অঙ্গক প্রাণনাশ কবেন, অদত্ত গ্রহণ কবেন, পবদাব গমন কবেন, মিথ্যা কহেন, মদ্য পান কবেন, তাহা হইলে বর্ণ তাঁহাব কি কবিবে ? মন্ত্র ও জাতি কি কবিবে ? ব্রাহ্মণ যখন শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বার্দ্ধিতশীল সম্পন্ন হন, যখন তিনি পণ্ডিত, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগেব মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয হন, তখন এই দ্বিবিধ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ অভিহিত কবেন এবং তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইবূপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না।'

২১। 'ব্রাহ্মণ, যদি এই দুই গুণ হইতে এককে পৃথক কবা যায, তাহা হইলে অবশিষ্ট একটি গুণযুক্ত পুবুষকে কি ব্রাহ্মণ অভিহিত কবা যায, যাহাতে তিনি "আমি ব্রাহ্মণ" এইবূপ কহিলে তাঁহাব বাক্য সত্য হইবে, মিথ্যা হইবে না ?'

'না, গোতম। কাবণ প্রজ্ঞা শীল দ্বাবা প্রক্ষালিত এবং শীল প্রজ্ঞা দ্বাবা প্রক্ষালিত , যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল , শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীলসম্পন্ন , শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কথিত হয। হে গোতম, যেবূপ হস্ত দ্বাবা হস্ত ধৌত হয, পাদ দ্বাবা পাদ ধৌত হয, সেই বূপেই শীল-প্রক্ষালিত প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-প্রক্ষালিত শীল , যেখানে শীল সেখানে প্রজ্ঞা, যেখানে প্রজ্ঞা সেখানে শীল , শীলবান প্রজ্ঞাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান শীল সম্পন্ন, শীল ও প্রজ্ঞা লোকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কথিত হয।'

২২। 'ব্রাহ্মণ, ইহাই বটে। কাবণ প্রজ্ঞা শীলদ্বাবা ·····কথিত হয। কিন্তু সেই শীল কি, এবং সেই প্রজ্ঞা কি ?'

'হে গোতম, এই বিষযে আমবা মাত্র এই পর্য্যন্ত জানি। পূজ্য গোতমই অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বাক্যেব অর্থ প্রকাশ কবুন।'

২৩। 'তাহা হইলে, হে ব্রাহ্মণ, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

প্রত্যুত্তরে সোণদণ্ড কহিলেন, "উত্তম।"

ভগবান কহিলেন ঃ

'ব্রাহ্মণ, মনে কর জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হত, সম্যক সম্বুদ্ধ ....[এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০—৬৩ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে] ব্রাহ্মণ. ভিক্ষু এই রূপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ইহাই ঐ শীল।

[এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৫ সং পদচ্ছেদের "তিনি কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া" এই অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে উক্ত সূত্রের ৯৮ সং পদচ্ছেদ পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে] 'এই রূপেই তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ইহাই ঐ প্রজ্ঞা।

২৪। এইরূপ কথিত হইলে সোণদণ্ড ভগবানকে কহিলেন ঃ

'উত্তম, গৌতম, উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমিও ভগবান গৌতমের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গৌতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন। পূজ্য গৌতম অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী কল্য ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন।'

ভগবান তূষ্ণীভাব দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সোণদণ্ড ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাত্রির অবসানে সোণদণ্ড স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন ঃ

'হে গৌতম, অন্ন প্রস্তুত ,"

ভগবানের নিকট সোণদণ্ডের প্রণতি

২৫। তদন্তর ভগবান পূর্ব্বাহ্নের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত সোণদণ্ডের গৃহে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট

আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপরে সোণদণ্ড বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিলেন। ভোজনাবসানে ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সোণদণ্ড নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে সোণদণ্ড ভগবানকে কহিলেন।

২৬। 'হে গৌতম, পরিষদ মধ্যে আগত হইয়া যদি আমি আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবান গৌতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পরিষদ কর্ত্তৃক আমি তিরস্কৃত হইব। যে পরিষদ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবে, তাহার যশের হ্রাস হইবে, যাহার যশের হ্রাস হইবে তাহার ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশ হইতেই আমাদের ভোগ প্রাপ্তি হয়। হে গৌতম, পরিষদে আসনোপবিষ্ট হইয়া যদি আমি অঞ্জলিবদ্ধ হই, তাহা হইলে উহা আসন হইতে আমার প্রত্যুপস্থান রূপে গ্রহণ করুন। হে গৌতম, পরিষদে উপবিষ্ট হইয়া যদি আমি শিরোবেষ্টন উন্মোচন করি, ভগবান গৌতম উহা আমার শিরদ্বারা অভিবাদন রূপে গ্রহণ করুন।—হে গৌতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভগবান গৌতমকে অভিবাদন করি, তাহা হইলে পরিষদ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইব। পরিষদ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলে যশের হ্রাস হইবে, যশের হ্রাস হইলে ভোগেরও হ্রাস হইবে, যশ হইতেই ভোগ প্রাপ্তি হয়। হে গৌতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া প্রতোদ যষ্টি উত্তোলন করি, উহা আমার যান হইতে অবতরণ রূপে গ্রহণ করুন। হে গৌতম, যদি আমি যানারূঢ় হইয়া হস্ত নমিত করি, উহা শিরদ্বারা আমার অভিবাদন রূপে গ্রহণ করুন।'

২৭। অনন্তর ভগবান সোণদণ্ডকে ধর্ম্মকথা দ্বারা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

। সোণদণ্ড সূত্র সমাপ্ত।

কূটদন্ত সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

ব্রাহ্মণ কূটদন্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া ঐ যজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভার্থ বুদ্ধের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে বুদ্ধ নৃপতি মহাবিজিতের যজ্ঞের উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে, পূর্ব্বকালে ঐ নৃপতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সংকল্প করিয়া স্বীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর কেহই নহেন, তিনি বুদ্ধেরই এক পূর্ব্ব জন্ম। পুরোহিত রাজাকে সবিশেষ উপদেশ দান করিলে উপদেশানুসারে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। ঐ যজ্ঞে পশুবধ হইল না। শত শত গো. মেষ, কুক্কুট ও শূকর—যজ্ঞে বধার্থ আহৃত পশু মুক্ত হইল।

আখ্যান সমাপ্ত হইলে কূটদন্ত বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর কিন্তু মহত্তর ফলপ্রদায়ী অন্য কোন যজ্ঞ আছে কি না। উত্তরে বুদ্ধ নিম্নলিখিত যজ্ঞসমূহের উল্লেখ করিলেন, উহাদের প্রত্যেক পরবর্ত্তী যজ্ঞ পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা মহত্তর ফলপ্রদায়ী—

(১) শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশে অনুকূল নিত্য দান যজ্ঞ;

(২) চতুর্দ্দিকস্থ সঙ্ঘের উদ্দেশে নির্ম্মিত বিহার,

(৩) প্রসন্ন চিত্তে ত্রিশরণের (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) গ্রহণ,

(৪) প্রসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদ সমূহের গ্রহণঃ প্রাণাতিপাত, চৌর্য্য, ব্যাভিচার, মৃষাবাদ, মদ্যপান ইত্যাদি হইতে বিরতি,

(৫) প্রথম ধ্যান,

(৬) দ্বিতীয় ধ্যান,

(৭) তৃতীয় ধ্যান,

(৮) চতুর্থ ধ্যান,

(৯) জ্ঞান দর্শন,

(১০) আসব ক্ষয়।

সর্ব্বশেষোক্ত যজ্ঞ হইতে উন্নততর ও মধুরতর যজ্ঞ আর নাই। উপদেশান্তে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ত্রিরত্নের শরণ লইলেন।

৫। কূটদন্ত সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত মহা ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দেশের খানুমত নামক ব্রাহ্মণ গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ কূটদন্ত রাজভোগ্য, রাজদায় ব্রহ্মদায় রূপে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্ত্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদকধান্য সম্পন্ন খানুমতে বাস করিতে ছিলেন। ঐ সময় কূটদন্ত ব্রাহ্মণের মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছিল। সাত শত বৃষ, সাত শত বৎসতর, সাত শত বৎসতরী, সাত শত ছাগ এবং সাত শত মেষ যজ্ঞার্থে যূপকাষ্ঠে নীত হইয়াছিল।

২। খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনিলেন: 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম .. শুভজনক' (সোণদণ্ড সূত্রের ২ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তদন্তর খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খানুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে গমন করিতে লাগিলেন।

৩। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত দিবাশয়নের নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদোপরি গমন করিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া খানুমত হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক অম্বলট্‌ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে। উহা দেখিয়া তিনি দ্বারপালকে কহিলেন:

'খানুমতের ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণ কি হেতু এইরূপে অম্বলট্‌ঠিকার অভিমুখে গমন করিতেছে?'

'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত মগধে ভ্রমণ করিতে করিতে খানুমতে উপনীত হইয়া তথায় অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই বুদ্ধ ভগবন্ত।" সেই ভগবান গৌতমকে দেখিবার জন্য ইহারা যাইতেছে।'

৪। তদনন্তর কূটদন্ত চিন্তা করিলেন:

'আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ষোড়শ অঙ্গযুক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ বিদিত আছেন। উহা কিন্তু আমার বিদিত নয়, অথচ আমি মহাযজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক। অতএব আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।'

তৎপবে কূটদন্ত দ্বাবপালকে কহিলেন ঃ 'দ্বাবপাল, তুমি খানুমতেব ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণেব নিকট গিয়া বল,' "ব্রাহ্মণ কূটদন্ত আপনাদিগকে অপেক্ষা কবিতে বলিযাছেন, তিনিও শ্রমণ গৌতমেব দর্শনার্থ যাইবেন।'

কূটদন্ত ও ব্রাহ্মণগণ

'যথা-আজ্ঞা' কহিয়া দ্বাবপাল খানুমতেব ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণেব নিকট গিযা সমস্ত কহিল।

৫। ঐ সমযে বহু শত ব্রাহ্মণ কূটদন্তেব মহাযজ্ঞে যোগদান কবিবাব নিমিত্ত খানুমতে অবস্থান কবিতে ছিলেন। তাঁহাবা শুনিলেন যে কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমেব দর্শনার্থ যাইতেছেন ঃ ইহা শুনিযা তাঁহারা কূটদন্তের নিকট গমন কবিযা তাঁহাকে কহিলেন ঃ

'কূটদন্ত শ্রমণ গৌতমকে দর্শন কবিতে যাইবেন ইহা কি সত্য ?,

'ইহাই আমাব ইচ্ছা, আমিও গৌতমকে দর্শন কবিতে যাইব।'

৬। 'মাননীয কূটদন্ত গৌতমেব দর্শনার্থ যাইবেন না, যাওযা যুক্ত নহে। কূটদন্ত গৌতমেব দর্শনার্থ যাইলে তাঁহাব যশেব হ্রাস হইবে, গৌতমের যশ বৃদ্ধি পাইবে। এই কাবণে কূটদন্তেব যাওযা যুক্ত নহে, শ্রমণ গৌতমেবই কূটদন্তেব নিকট আগমন কবা উচিত। কূটদন্ত মাতৃ এবং পিতৃ উভয় পক্ষ হইতেই · নির্দোষ সোণদণ্ড সূত্রেব ৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই কাবণে কূটদন্তেব যাওযা উচিত নহে, গৌতমেবই কূটদন্তেব নিকট আগমন কবা উচিত। মাননীয কূটদন্ত আঢ্য সম্পন্ন* খানুমতে বাস কবিতেছেন। এই কাবণে কূটদন্তেব শ্রমণ গৌতমেব দর্শনার্থ গমন উচিত নহে, গৌতমেবই উচিত কূটদন্তেব দর্শনার্থ আগমন কবা।

৭। এইবূপ উক্ত হইলে কূটদন্ত ঐ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন ঃ

'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণগণ, তোমবা আমাব বাক্যও শ্রবণ কব, যে কাবণে··· আমাদেব কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি খানুমতে উপনীত হইযা তথায অম্বলট্ঠিকা উদ্যানে অবস্থিতি কবিতেছেন, সেই হেতু তিনি আমাদের অতিথি এবং অতিথি আমাদেব···কর্ত্তব্য। এই সকল কাবণে···অপবিসীম।' (সোণদণ্ড সূত্রেব ৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

---

* সোণদণ্ড সূত্রেব ৪সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮। এইরূপ উক্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ কূটদন্তকে কহিলেন ঃ

'মাননীয় কূটদন্ত যেরূপে শ্রমণ গৌতমের প্রশংসোক্তি করিলেন, তাহাতে যাইব।' (সোণদণ্ড সূত্রের ৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

তৎপরে কূটদন্ত বৃহৎ ব্রাহ্মণ-সঙ্ঘের সহিত অম্বলট্‌ঠিকা উদ্যানে ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। খানুমতের ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণ কেহ কেহ ভগবানকে একান্তে বসিলেন।

৯। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া কূটদন্ত ভগবানকে কহিলেন ঃ

'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গৌতম ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদা অবগত আছেন। আমি উহা জানি না, কিন্তু আমি মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক। গৌতম আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ যজ্ঞ সম্পদা শিক্ষা দিন।' 'তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ, শ্রবণ কর, উত্তম রূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

যজ্ঞের পূর্ব্ব-কৃত্য

প্রত্যুত্তরে কূটদন্ত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন ঃ

১০। 'ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বকালে মহাবিজিত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী ছিলেন, তাঁহার রাজভাণ্ডার প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। রাজা মহাবিজিত নির্জ্জনে ধ্যানরত হইলে তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল ঃ "বিপুল মানুষী ভোগ আমার অধিকারে, আমি সুবিশাল পৃথিবীমণ্ডল জয় করিয়াছি, অতএব আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, উহা দীর্ঘকাল আমার সুখ ও হিতবিধান করিবে" তৎপরে রাজা মহাবিজিত পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ঃ "হে ব্রাহ্মণ, আমি নির্জ্জনে ধ্যানরত হইলে আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্কের উদয় হইল ঃ বিপুল মানুষী ভোগ...করিবে। হে ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের জন্য আমাকে শিক্ষা দিন"

১১। 'রাজা এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত মহাবিজিতকে কহিলেন ঃ "নৃপতির জনপদ সকণ্টক স-উৎপীড়, রাজ্যে গ্রাম ও নগর লুণ্ঠনকারী চোরের প্রাদুর্ভাব, পথ সমূহ ভয়পূর্ণ। রাজা যদি এই সকণ্টক স-উৎপীড় জনপদ হইতে কর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উহা ন্যায় বিগর্হিত হইবে।

বাজা হযত মনে কবিতে পাবেন : "এই দস্যু-কণ্টক আমি বধ, বন্ধন, হানি, নিন্দা অথবা নির্ব্বাসন দ্বাবা উৎপাটিত কবিব", কিন্তু এইরূপে ঐ দস্যু-কণ্টক সম্যক প্রকাবে দূরীভূত হইবে না। হতাবশিষ্টগণ রাজার জনপদে উপদ্রব করিবে। কিন্তু এক উপায় আছে যদ্দাবা এই উপদ্রব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পাবে। বাজ্যে কৃষি-গোবক্ষ কর্ম্মে যাহাদের উৎসাহ, রাজা তাহাদিগকে বীজ ও অন্নদান করুন, বাণিজ্যে যাহাদেব উৎসাহ, বাজা তাহাদিগকে মূলধন দান করুন, যাহাবা রাজকার্য্যে নিযুক্ত, বাজা তাহাদিগকে অন্ন ও বেতন দান করুন, ঐ সকল মনুষ্য স্বকর্ম্ম নিবত হইযা আব বাজ্যে উপদ্রব কবিবে না ; রাজাব আয়বৃদ্ধি হইবে, বাজ্য ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত হইবে, প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিবর্গল গৃহে সুখে বিহাব করিবে।"

বাজা মহাবিজিত "উত্তম" কহিযা পুবোহিত ব্রাহ্মণেব বাক্যানুসাবে বাজ্যেব কৃষক-গোবক্ষকগণকে বীজ ও অন্ন দান কবিলেন, বণিকগণকে মূলধন দান কবিলেন, বাজপুরুষগণকে অন্ন ও বেতন দান কবিলেন। ঐ সকল মনুষ্য স্বকর্ম্ম নিবত হইবা আব বাজ্যে উপদ্রব কবিল না, রাজাব আয় বৃদ্ধি হইল ; ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত বাজ্যে প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইয়া নিবর্গল গৃহে সুখে বিহাব কবিতে লাগিল।

যজ্ঞের পূর্ব্বকৃত্য

১২। 'অনন্তব বাজা মহাবিজিত পুবোহিত ব্রাহ্মণকে আহ্বান কবিযা তাঁহাকে কহিলেন : "দস্যুকণ্টক উৎপাটিত হইয়াছে, আপনার বিধানে আমাব কোষ পরিপূর্ণ, বাজ্য ক্ষেমযুক্ত, অকণ্টক, অনুপদ্রুত। প্রজাবর্গ আনন্দিত চিত্তে ক্রোড়ে পুত্র নাচাইযা নিবর্গল গৃহে সুখে বাস করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ, আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কবিতে ইচ্ছুক, দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখেব জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।"

"তাহা হইলে, মহাবাজ, বাজ্যেব নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয সামন্তরাজগণকে, অমাত্য পাবিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহুন : "আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী, দীর্ঘকাল আমাব হিত ও সুখেব জন্য আমাকে শিক্ষা দিন।"

'হে ব্রাহ্মণ, বাজা মহাবিজিত পুবোহিত ব্রাহ্মণেব বাক্যে সম্মত হইযা

ব্যজ্যেব নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয় সামন্তবাজগণকে, অমাত্য পাবিষদগণকে, ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে, ধনী গৃহস্থগণকে. আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন ঃ "আমি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে ··শিক্ষা দিন।" উত্তবে তাঁহারা সকলেই কহিলেন ঃ মহাবাজ, যজ্ঞানুষ্ঠান কবুন, যজ্ঞকাল উপস্থিত।"

'এইবূপে ঐ চাবি অনুমতি-পক্ষ সেই যজ্ঞেব উপাদান স্ববূপ হইলেন।

১৩। 'বাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গ-যুক্ত ছিলেন—তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ—

'তিনি অভিবূপ, দর্শনীয, প্রাসাদিক, পবম বর্ণসৌন্দর্য্যযুক্ত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন—

'তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-বৌপ্যাদি বিত্ত-উপকবণ ও ধনধান্যে পবিপূর্ণ বাজভাণ্ডাব সম্পন্ন—

'তিনি পবাক্রান্ত, বাজভক্ত আদেশানুবর্ত্তী চতুবঙ্গিনী সেনা সমন্বিত, স্বীয যশগৌবব দ্বাবা যেন শত্রুদহনকাবী—

'তিনি শ্রদ্ধাবান, দাযক, দানপতি, অবাবিত দ্বাব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দবিদ্র-যাচকগণেব তৃষ্ণানিবাবী উৎস, তিনি পুণ্য কর্ম্মকাবী—

'তিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যায বহুশ্রুত—

'তিনি ভাষিতেব অর্থজ্ঞান সম্পন্ন ঃ "এই কথাব এই অর্থ, এই কথাব এই অর্থ"—

তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানেব চিন্তা কবণে সক্ষম।

'বাজা মহাবিজিত এই অষ্টাঙ্গযুক্তছিলেন। এই অষ্টাঙ্গও সেই যজ্ঞে উপাদান স্ববূপ হইল।

ত্রিবিধি

১৪। 'পুবোহিত ব্রাহ্মণ চতুবঙ্গ যুক্ত—

তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয পক্ষ হইতেই সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্ত পুবুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ—

তিনি অধ্যাযক, মন্ত্রধাবক, ত্রিবেদ, নির্ঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি

সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাস রূপ পঞ্চম বেদে পারদর্শী; পদ-পাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক; কুটতর্কবিদ্যা নিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন—

তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল, সম্পন্ন—

তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয়।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ এই চতুরঙ্গ যুক্ত। এই চতুরঙ্গও সেই যজ্ঞের উপাদান স্বরূপ হইল।

১৫। 'তদনন্তর, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্ব্বে ত্রিবিধ শিক্ষা দিলেন: "মহাযজ্ঞ করণেচ্ছু আপনার চিত্তে যদি এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয়: "আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইবে", তাহা হইলে রাজা ঐ অনুতাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞকালে যদি আপনার চিত্তে এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয় "আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইতেছে" তাহা হইলে রাজা ঐ অনুতাপ পোষণ করিবেন না। যজ্ঞ সমাপনান্তে যদি আপনার চিত্তে এইরূপ অনুতাপ উপস্থিত হয়: "আমার বিপুল ধনরাশি ব্যয়িত হইয়াছে",. তাহা হইলে রাজা ঐ অনুতাপ পোষণ করিবেন না।

'পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজা মহাবিজিতকে যজ্ঞের পূর্ব্বে এই ত্রিবিধ শিক্ষা দিলেন।'

১৬। তৎপরে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পূর্ব্বেই রাজা মহাবিজিতের প্রতিগ্রাহকদিগের প্রতি যে দশ প্রকারে চিত্ত বিকার উৎপন্ন হইতে পারে তাহা দূর করিলেন। "আপনার যজ্ঞে প্রাণাতিপাতীও আসিবে, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত তাহারাও আসিবে। উহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রাণাতিপাতী তাহারা আপনাদিগের প্রাণাতিপাত লইয়াই থাকিবে, যাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত রাজা তাহাদের জন্যই যজন করিবেন, তাহাদেরই প্রীতি উৎপাদন করিবেন, তাহারাই রাজার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন করিবে।

প্রকৃত যজ্ঞ

যাহারা অদত্তের গ্রহণকারী তাহারাও আপনার যজ্ঞে আসিবে, যাহারা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত তাহারাও আসিবে·· যাহারা ব্যভিচারী তাহারাও

আসিবে, যাহাবা ব্যভিচাব হইতে বিবত তাহাবাও আসিবে, যাহাবা মিথ্যা-বাদী এবং যাহাবা মিথ্যাবাদ হইতে বিবত, যাহারা পিশুণ ভাষী এবং যাহাবা পিশুণ ভাষ হইতে বিবত, যাহাবা পরুষভাষী এবং যাহাবা পরুষভাষ হইতে বিবত, যাহারা বৃথা প্রলাপকারী এবং যাহারা উহা হইতে বিবত, যাহাবা লোভী তাহাবা এবং যাহাবা অলোভী তাহাবা, যাহাবা ব্যাপন্ন চিত্ত তাহাবা এবং যাহাবা অব্যাপন্ন চিত্ত তাহাবা, যাহাবা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন তাহাবা এবং যাহাবা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন তাহাবা—উহাবা সকলেই আসিবে। যাহাবা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন তাহাবা উহা লইযাই থাকিবে, যাহাবা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন রাজা তাহাদেব জন্যই যজন কবিবেন, তাহাদেবই প্রীতি উৎপাদন কবিবেন, তাহাবাই বাজাব হৃদযাভ্যন্তরে প্রসন্নতা আনয়ন কবিবে।" পুবোহিত ব্রাহ্মণ যজ্ঞেব পূর্বেই বাজা মহাবিজিতেব প্রতিগ্রাহকদিগেব প্রতি এই দশ প্রকারে যে চিত্তবিকাব উৎপন্ন হইতে পাবে তাহা দূব কবিলেন।

১৭। তৎপবে পুবোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠানেব সময রাজা মহাবিজিতেব চিত্তকে ষোডশ প্রকাবে সমুপদিষ্ট সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট কবিলেন: "মহাযজ্ঞানুষ্ঠান কালে যদি বাজাকে কেহ কহে—'বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন, কিন্তু তিনি নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ কবেন নাই, অথচ বাজা এইরূপ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন,' বাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পাবেনা, তিনি নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয সামন্তগণকে নিমন্ত্রণ কবিযাছেন, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদযে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ বাজাকে এরূপ কহে: 'বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন, কিন্তু নিগম ও জনপদ হইতে অমাত্য পাবিষদবর্গকে নিমন্ত্রণ কবেন নাই ব্রাহ্মণ মহাশালগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই ..ধনী গৃহস্থগণকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, অথচ তিনি মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন,' বাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পাবেনা, তিনি ঐ সকল নিমন্ত্রণ সম্পন্ন কবিযাছেন, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদযে প্রসন্নতা অনুভব করুন। —যদি কেহ বাজাকে এরূপ কহে: 'বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন, কিন্তু তিনি মাতৃ ও পিতৃ উভয পক্ষ হইতে সুজাত নহেন, ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত নহেন, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দোষ নহেন, অথচ তিনি মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ

কেহ এরূপ বলিতে পাবে না, আপনি মাতৃ ও পিতৃ উভয পক্ষ হইতে সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্তদশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদযে প্রসন্নতা অনুভব করুন। —যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে ঃ 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তিনি অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যলব্ধ, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী, মহদ্দর্শন নহেন তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি বিত্ত-উপকরণ ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার সম্পন্ন নহেন · তিনি পরাক্রান্ত, রাজভক্ত আদেশানুবর্ত্তী চতুরঙ্গিনী সেনা সমন্বিত, স্বীয যশগৌরবদ্বারা শত্রু দহন কারী নহেন তিনি শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি, অবারিতদ্বার, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব-দরিদ্র-যাচকগণের তৃষ্ণানিবারী উৎস এবং পুণ্য কর্ম্মকারী নহেন ···তিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যায বহুশ্রুত নহেন···তিনি "এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ" এইরূপ ভাষিতের অর্থজ্ঞান সম্পন্ন নহেন···তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের চিন্তা করণে সক্ষম নহেন ·· অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারেনা, আপনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের চিন্তাকরণে সক্ষম, অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদযে প্রসন্নতা অনুভব করুন। —যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে ঃ 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ উভয পক্ষ হইতে সুজাত, উর্দ্ধতন সপ্তদশ পুরুষ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ নহেন। অথচ তিনি এইরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন,' রাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এরূপ বলিতে পারে না, রাজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ মাতৃ ও পিতৃ···নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদযে প্রসন্নতা অনুভব করুন। যদি কেহ রাজাকে এরূপ কহে ঃ 'রাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ অধ্যাযক ও মন্ত্রধারক নহেন; ত্রিবেদ, নিঘণ্ট, বেদনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান পদ্ধতি সমূহ, শব্দতত্ত্ব এবং ইতিহাস-রূপ পঞ্চমবেদে পারদর্শী নহেন; পদপাঠজ্ঞ ও বৈয়াকরণিক নহেন; কূটতর্ক-বিদ্যানিপুণ এবং মহাপুরুষলক্ষণজ্ঞান সম্পন্ন নহেন। · তিনি শীলবান, শীলবৃদ্ধ, বর্দ্ধিতশীল সম্পন্ন নহেন···তিনি পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী

যাজ্ঞিকদিগেব মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয নহেন, অথচ বাজা এইবূপ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন,' বাজাকে ধর্ম্মতঃ কেহ এবূপ বলিতে পাবে না, বাজার পুবোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে প্রথম অথবা দ্বিতীয। অতএব আপনি যজন করুন, প্রীতিপূর্ণ হউন, হৃদযে প্রসন্নতা অনুভব কবুন।"

"এইবূপে পুবোহিত ব্রাহ্মণ মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠানেব সময় বাজা মহাবিজিতেব চিত্তকে ষোডশ প্রকাবে সমুপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত ও সম্প্রহৃষ্ট কবিলেন।

১৮। 'হে ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞে গো-হনন হইল না, অজ ও মেষ, কুক্কুট ও শূকবেব প্রাণ বিনাশ হইল না, নানাবিধ প্রাণীব জীবন নষ্ট হইল না, যূপকাষ্ঠেব নিমিত্ত বৃক্ষ ছিন্ন হইল না, যজ্ঞ-তৃণার্থে দর্ভ কর্ত্তিত হইল না, দাস, সংবাদবাহক, কর্ম্মকাবকগণ দণ্ডতর্জ্জিত ও ভয়-তর্জ্জিত হইযা অশ্রুমুখে বোদন পবাযণ হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। যাহাবা ইচ্ছুক তাহাবাই কর্ম্ম কবিল, যাহাবা অনিচ্ছুক তাহাবা কবিল না, যাহাব যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি সে তাহাই কবিল, যাহাব যাহাতে অপ্রবৃত্তি সে তাহা কবিল না। ঘৃত-তৈল-নবনীত-দধি-মধু-গুড় দ্বাবা সেই যজ্ঞ নিষ্ঠিত হইল।

১৯। 'হে ব্রাহ্মণ, তৎপবে নৈগম ও জানপদ ক্ষত্রিয সামন্তগণ, অমাত্য পাবিষদগণ, ব্রাহ্মণ মহাশালগণ, ধনী গৃহস্থগণ প্রভূত ধন সম্পত্তি লইয়া বাজা মহাবিজিতেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল ঃ "দেব, প্রভূত এই ধন সম্পত্তি দেবোদ্দেশ্যে আহৃত হইযাছে, আপনি ইহা গ্রহণ কবুন।"

"আমাব ধর্ম্মোপার্জ্জিত বহু অর্থ আছে, আপনাদের ধন আপনাদেবই হউক, এই স্থান হইতে আপনাবা আবও গ্রহণ কবুন।"

'রাজা ধনগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে তাঁহাবা স্থানান্তবে গমন পূর্ব্বক এই প্রকাব মন্ত্রণা কবিলেন ঃ "এই ধন যদি আমবা পুনবায গৃহে লইয়া যাই, তাহা হইলে উহা অযুক্ত হইবে, বাজা মহাবিজিত মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতেছেন, আমবা তাঁহাব অনুযোগী হইব।"

২০। হে ব্রাহ্মণ, তৎপবে যজ্ঞবাটেব পূর্ব্বদিকে নৈগম এবং জানপদ ক্ষত্রিয সামন্তগণ আপনাদিগেব দানস্থাপিত কবিলেন, দক্ষিণে অমাত্য পাবিষদ-বর্গ, পশ্চিমে ব্রাহ্মণ মহাশালগণ এবং উত্তবে ধনী গৃহস্থগণ আপন আপন

'উহা শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে অনুকূল নিত্যদান যজ্ঞ।'

২৩। 'হে গৌতম, শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে অনুকূল নিত্য-দান যজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী, তাহার হেতু কি, প্রত্যয় কি?'

'হে ব্রাহ্মণ, যাঁহারা অর্হৎ অথবা অর্হৎমার্গারূঢ় তাঁহারা এবম্বিধ যজ্ঞে গমন করেন না। কি কারণে? যেহেতু ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয়, গলগ্রহও দৃষ্ট হয়। এই কারণে যাঁহারা অর্হৎ অথবা অর্হৎমার্গারূঢ় তাঁহার এবম্বিধ যজ্ঞে গমন করেন না। কিন্তু তাঁহারা শীলবান প্রব্রজিতদিগের উদ্দেশ্যে যে অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ তাহাতে গমন করেন। কি কারণে? যেহেতু ঐ স্থানে দণ্ড-প্রহারও দৃষ্ট হয় না, গলগ্রহও দৃষ্ট হয় না। এই কারণে তাঁহারা ঐ রূপ স্থানে গমন করেন। হে ব্রাহ্মণ, এই অনুকূল নিত্য দানযজ্ঞ যে ষোড়শাঙ্গ ত্রিবিধ যজ্ঞ-সম্পদা হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর ও অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী, ইহাই তাহার হেতু, ইহাই প্রত্যয়'

২৪। 'হে গৌতম,, উক্ত দ্বিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কি?'

'চতুর্দ্দিকস্থ সংঘের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত বিহার।'

২৫। 'হে গৌতম,, উক্ত ত্রিবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কি?'

'প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ, ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ, সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ।'

২৬। 'হে গৌতম, উক্ত চতুর্ব্বিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কি?'

'প্রসন্ন চিত্তে শিক্ষাপদ সমূহের গ্রহণ—প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, সুরা-মেরয-মদ্য-প্রমাদ স্থান হইতে বিরতি।'

২৭। 'হে গৌতম, উক্ত পঞ্চবিধ যজ্ঞ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী অন্য যজ্ঞ আছে কি?'

'আছে।'

'উহা কি?'

'হে ব্রাহ্মণ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে [এস্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০ সং পদচ্ছেদ হইতে ৭৫ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত প্রথম ধ্যান পর্যন্ত উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী।

...[তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৭ সং পদচ্ছেদ হইতে ৮২ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী।

· [তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৮৩-৮৪ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত জ্ঞানদর্শন উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী।

··[তৎপরে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৯৭—৯৮ সং পদচ্ছেদে বর্ণিত আসবক্ষয় জ্ঞান উক্ত হইয়াছে] হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ পূর্ব্বকথিত যজ্ঞ সমূহ হইতে অপেক্ষাকৃত সুকর এবং অনায়াস সাধ্য কিন্তু মহত্তর ফল প্রদায়ী ও মহোপকারী। হে ব্রাহ্মণ, এই যজ্ঞ-সম্পদা হইতে উন্নততর ও মধুরতর যজ্ঞ-সম্পদা আর নাই।'

২৮। এইরূপ উক্ত হইলে কূটদন্ত ব্রাহ্মণ ভগবানকে এইরূপ কহিলেন: অতি উত্তম, গৌতম, অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত, হয় চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গৌতম অনেক প্রকারে ধর্ম্ম

প্রকাশিত কবিযাছেন। আমি ভগবান গোতমেব, ধর্ম্মেব এবং ভিক্ষুসংঘেব শবণ লইতেছি। পূজ্য গোতম আজ হইতে জীবনেব অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শবণাগত উপাসকবূপে গ্রহণ কবুন। আমি সাত শত বৃষভ, সাত শত বৎসতব, সাত শত বৎসতবী, সাত শত অজ, সাত শত মেষ মুক্ত কবিতেছি, তাহাদেব জীবন দান কবিতেছি। তাহাবা হবিৎ তৃণ ভক্ষণ কবুক, শীতল বাবি পান কবুক, স্নিগ্ধ বাযু তাহাদেব জন্য প্রবাহিত হউক।'

২৯। তৎপবে ভগবান কূটদন্ত ব্রাহ্মণকে যথাক্রমে দান, শীল, স্বর্গ, কামেব দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যেব উপকাবিতা সম্বন্ধে উপদেশ দান কবিলেন। ভগবান যখন অবগত হইলেন যে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত উপযুক্ত-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, বিনীবৰণ-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত হইযাছেন, তখন তিনি মাত্র বুদ্ধগণ দ্বাবা লব্ধ ধর্ম্মেব প্রকাশ কবিলেন ঃ দুঃখ, দুঃখেব উৎপত্তি, দুঃখেব নিবোধ, এবং দুঃখনিবোধক মার্গ। যেবূপ শুদ্ধ কলঙ্কহীন বস্ত্র নম্যকবূপে বঞ্জন গ্রহণ কবে, সেইবূপই ব্রাহ্মণ কূটদন্তেব সেই আসনেই বিবজ, বীতমল, ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ঃ 'যাহা কিছু উৎপত্তিশীল তাহাই ধ্বংসশীল।'

৩০। অনন্তব ব্রাহ্মণ কূটদন্ত দৃষ্ট-ধর্ম্ম, প্রাপ্ত-ধর্ম্ম, বিদিত-ধর্ম্ম, পর্য্যবগাহিত-ধর্ম্ম হইযা, বিচিকিৎসা ও সংশযহীন হইযা, বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হইযা, ভগবৎ শাসনে অপবপ্রত্যয হইযা ভগবানকে কহিলেন ঃ—'পূজ্য গোতম আগামীকল্য ভিক্ষুসংঘেব সহিত আমাব অন্ন গ্রহণ কবিবেন।'

ভগবান তূষ্ণীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সম্মতিপ্রকাশ কবিলেন। তৎপবে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ভগবানেব সম্মতি বিদিত হইযা, আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কবিযা প্রস্থান কবিলেন। বাত্রিব অবসানে কূটদন্ত স্বীয যজ্ঞবাটে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত কবিযা ভগবানেব নিকট সংবাদ প্রেবণ কবিলেন ঃ 'হে গোতম, সময উপস্থিত, অন্ন প্রস্তুত।'

অনন্তব ভগবান পূর্ব্বাহ্নেব বস্ত্র পবিহিত হইযা পাত্র ও চীবব গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষুসংঘেব সহিত কূটদন্তেব যজ্ঞবাটে গমন কবিলেন এবং তথায নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপবে কূটদন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তৃপ্ত কবিলেন। তদনন্তব কূটদন্ত, ভগবান আহাবান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসাবিত কবিলে, নিম্ন আসন গ্রহণপূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন কবিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মকথা দ্বাবা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট কবিযা আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান কবিলেন।

। কূটদন্ত সূত্র সমাপ্ত।

মহালি সুত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রে দুইটি বিষযেব অবতাবণা কবা হইযাছে ঃ প্রথম দিব্যদৃষ্টি এবং দিব্যশ্রুতি। ভিক্ষুগণ এই দুইটি ক্ষমতালাভেব জন্যই সঙ্ঘে প্রবেশ কবেন কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইযা বুদ্ধ কহিতেছেন, যাঁহাবা বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ কবেন, তাঁহাবা উক্ত দুইটি ক্ষমতা লাভেব জন্য উহা কবেন না। কি উদ্দেশ্যে তাঁহাবা সঙ্ঘভুক্ত হন জিজ্ঞাসিত হইযা যে উচ্চ হইতে উচ্চতব লক্ষ্য ভিক্ষুব কাম্য তাহা প্রকাশ কবিযা বুদ্ধ কহিলেন ভিক্ষুব প্রথম লক্ষ্য স্রোতাপত্তিলাভ, দ্বিতীয সকৃদাগামীত্ব লাভ, তৃতীয এবং সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য এই জন্মেই চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তিসহ নির্ব্বাণ লাভ।

পুনবায় বুদ্ধকে প্রশ্ন কবা হইল ঐ লক্ষ্যে উপনীত হইবাব জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট মার্গ আছে কিনা। বুদ্ধ উত্তব কবিলেন, ঐ মার্গ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

দ্বিতীয বিষযটিব অবতাবণা বুদ্ধ নিজেই কবিলেন। তিনি কহিলেন একদা জালিয তাঁহাব নিকট আগমন কবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন জীব এবং দেহ কি একই অথবা ভিন্ন। উত্তরে তিনি কহিযাছিলেন ঐরূপ প্রশ্নই অযৌক্তিক। সুতবাং ঐ প্রশ্নেব উত্তবেব কোন প্রযোজন নাই। আত্মাব স্বীকৃতিব উপব যে সকল মত প্রতিষ্ঠিত উহাবা অনুমানমাত্র, উহাবা প্রমাণসিদ্ধ নহে। যে সকল যুক্তিব দ্বাবা ঐমত সমূহ সমর্থিত হয, ঐ সকল যুক্তি অসাব বাগাড়ম্বব মাত্র। ইহাই বৌদ্ধ মত।

বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত জগতে অন্য কোন ধর্ম্ম নাই যাহাতে আত্মাব স্থান নাই। আত্মাব স্থান নাই অথচ ধর্ম্ম, এইবূপ পবিস্থিতি জনসাধাবণেব ধাবণাব বাহিবে, সুতবাং ভাবতে এবং অন্যান্য স্থানেও বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মাকে স্বীকার কবা হইযাছে, তাহা প্রমাণ কবিবার একটা প্রচেষ্টা বহিযাছে; যদিও ঐ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল, কাবণ পিটক গ্রন্থসমূহ এক বাক্যে উহাব প্রতিবাদ কবিতেছে।

৬। মহালি সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময়ে ভগবান বেশালিস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে কোশল এবং মগধ হইতে আগত বহু ব্রাহ্মণ-দূত কার্য্যোপলক্ষে বেশালিতে বাস করিতেছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণগণ শুনিলেন: 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া বেশালিস্থ মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "ইনিই ভগবান অরহন্ত তাদৃশ অরহন্তের দর্শন শুভজনক।"

২। তদনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণ মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করিলেন। ঐ সময় আয়ুষ্মান নাগিত ভগবানের উপস্থাপক ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ নাগিতের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন: "নাগিত, পূজ্য গৌতম এক্ষণে কোথায় আছেন? আমরা তাঁহার দর্শনকামী।"

'আবুস, ভগবানের দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নয়, তিনি এক্ষণে ধ্যান-নিবিষ্ট।' ব্রাহ্মণগণ ভগবানকে দেখিয়া তবে যাইব' এইরূপ স্থির করিয়া সেইস্থানেই একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

৩। লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত মহাবনে কূটাগার-শালায় আয়ুষ্মান নাগিতের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি নাগিতকে কহিলেন: 'ভন্তে নাগিত, ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় আছেন? আমরা তাঁহার দর্শনকামী।'

'মহালি, ভগবানের দর্শনের ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তিনি ধ্যানস্থ।' লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধও 'ভগবানকে দেখিয়া তবে যাইব' এইরূপ স্থির করিয়া সেই-স্থানেই একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

৪। অনন্তর শ্রমণোদ্দেশ সিংহ আয়ুষ্মান নাগিতের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন: 'ভন্তে কাশ্যপ[১], কোশল এবং মগধের এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদূত ভগবানের দর্শনার্থে আগমন করিয়াছেন। ওঠ্ঠদ্ধ লিচ্ছবিও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদের সহিত ঐ

১। ইহা নাগিতের গোত্র।

উদ্দেশ্যে আগত। ভন্তে কাশ্যপ, এই জনতার ভগবানেব দর্শনলাভ আনন্দেব বিষয হইবে।'

'তাহা হইলে, সিংহ, তুমিই ভগবানেব নিকট সংবাদ জ্ঞাপন কব।'

'তাহাই হউক', কহিয়া শ্রমণোদ্দেশ সিংহ আয়ুষ্মান নাগিতেব বাক্যে সম্মত হইয়া ভগবানেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পবে তিনি ভগবানকে কহিলেন: 'ভন্তে, কোশল এবং মগধেব এই সকল বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদূত ভগবানেব দর্শনার্থে এই স্থানে আগমন কবিয়াছেন। লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধও বৃহৎ লিচ্ছবি পরিষদেব সহিত ঐ উদ্দেশ্যে এইস্থানে আগত। ভন্তে, এই জনতাব ভগবানেব দর্শনলাভ আনন্দেব বিষয হইবে।'

দিব্য রূপ

'তাহা হইলে, সিংহ, বিহাবেব ছায়াব আসন প্রস্তুত কর।'

'যে আজ্ঞা' কহিযা শ্রমণোদ্দেশ সিংহ ভগবানেব বাক্যে সম্মত হইযা বিহারের ছায়াব আসন প্রস্তুত কবিলেন। অনন্তর ভগবান বিহাব হইতে নির্গত হইযা বিহাব ছায়ায় প্রস্তুত আসনে উপবেশন করিলেন।

৫। তৎপবে কোশল ও মগধের ব্রাহ্মণদূতগণ ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাব সহিত চিত্তবঞ্জক প্রীত্যালাপান্তে একপ্রান্তে উপবেশন কবিলেন। লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধও স্বীয় পবিষদেব সহিত ঐ স্থানে গমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। এইবূপে উপবিষ্ট হইযা লিচ্ছবি ওঠ্ঠদ্ধ ভগবানকে কহিলেন:

'ভন্তে, কতিপয় দিবস পূর্ব্বে লিচ্ছবি বংশীয় সুনক্ষত্ত[১] আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিযাছিলেন: "মহালি,[২] আমি তিন বৎসবের অনধিক কাল ভগবৎ সন্নিধানে বহিযাছি; আমি দিব্যবূপ দেখিতে পাই—যাহা প্রিয, বাসনাতৃপ্তিকব, মনোহব। কিন্তু ঐবূপ প্রিয, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহব দিব্য

২। ইহা বুদ্ধেব উপস্থাপক পদপ্রাপ্ত হইযাছিলেন, কিন্তু বার্ধক্য উপনীত হইলে তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ পবিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয় কোরের মতাবলম্বী হন। কঠোব নিবমাবলীর পালন এবং দেহের অত্যধিক পীডন কোব কর্তৃক অনুসৃত মার্গ।

২। ইহাও গোত্র নাম।

শব্দ আমি শুনিতে পাইনা।” ভন্তে, ঐরূপ দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কি সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান নাই, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই ?’

‘মহালি, ঐরূপ প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান নাই, উহার অস্তিত্বের অভাবে শুনিতে পান নাই, তাহা নয়।’

৬। ‘ভন্তে, ঐ সকল দিব্য শব্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও যে সুনক্ষত্ত উহা শুনিতে পান না, তাহার কি হেতু, কি প্রত্যয় ?’

‘মহালি, কোন ভিক্ষু পূর্ব্বদিকে প্রিয়, বাসনাতৃপ্তিকর, মনোহর দিব্য রূপ দর্শনার্থ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐ প্রকার দিব্য শব্দের শ্রবণার্থ নহে। তিনি পূর্ব্বদিকে দিব্য রূপ দর্শন করেন, কিন্তু ঐরূপ দিব্য শব্দ শ্রবণ করেন না। কি হেতু ? মহালি, যেহেতু ভিক্ষু পূর্ব্বদিকে ঐ প্রকার দিব্য রূপ দর্শনার্থই একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্য শব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৭। ‘পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, উর্দ্ধে অধোদিকে, তির্য্যকদিকে দিব্যরূপ দর্শনার্থ একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু ঐরূপ শব্দ শ্রবণার্থ নহে। ঐ কারণে তিনি সর্ব্বদিকে দিব্য রূপ দর্শন করেন, কিন্তু ঐরূপ শব্দ শ্রবণ করেন না। কি হেতু ? যেহেতু, মহালি, ভিক্ষু সর্ব্বদিকে ঐ প্রকার দিব্য দর্শনার্থই একাংশ একাঙ্গী সমাধি প্রাপ্ত হন, দিব্য শব্দ শ্রবণার্থ নহে।

৮। ৯। ‘এইরূপে, মহালি, ভিক্ষু যদি দিব্য শব্দ শ্রবণের জন্য একাঙ্গ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ঐ একই কারণে তিনি দিব্য শব্দ শ্রবণ করেন, কিন্তু দিব্য রূপ দর্শন করেন না।

ভিক্ষুর লক্ষ্য

১০। ১১। কিন্তু, মহালি, ভিক্ষু যদি কোন দিকে দর্শন এবং শ্রবণ উভয়বিধ উদ্দেশ্যে উভয়াংশ সমাধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, যেহেতু তিনি উভয়বিধ উদ্দেশ্যে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তিনি দিব্য রূপও দর্শন করেন, দিব্য শব্দও শ্রবণ করেন। কি হেতু ? যেহেতু তাঁহার সমাধি উভয়াঙ্গী।’

১২। ‘ভন্তে, এই সকল সমাধি ভাবনার সাক্ষাতকারের জন্যই কি ভিক্ষুগণ ভগবানের সমীপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন ?’

'না মহালি, তাহা নহে। অন্য ধর্ম্ম আছে যাহা উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর, যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।'

১৩। 'ভন্তে, ঐ সকল ধর্ম্ম কি কি ?'

'মহালি, প্রথমতঃ, ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষযহেতু ভিক্ষুর আর পতন হয না, তিনি সম্বোধি-পরাযণ হইযা স্রোতাপন্ন হইযা থাকেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকারহেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষযজ রাগ-দোষ-মোহের তনুত্ব হেতু সকৃদাগামী হন, একবার মাত্র এই লোকে আসিযা দুঃখের অন্ত করেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'মহালি, পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অবরভাগী সংযোজনের ক্ষযহেতু ঔপপাতিক[১] হইযা ঐস্থান হইতেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন, তথা হইতে তাঁহার আর পুনরাগমন নাই। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'পুনশ্চ, মহালি, ভিক্ষু আস্রবের ক্ষযহেতু এই জন্মেই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তিসহ নির্ব্বাণ স্বযং জানিযা ও উপলব্ধি করিযা বিহার করেন। মহালি, ইহাও সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।

'মহালি, এই সকলই সেই ধর্ম্ম—উৎকৃষ্টতর ও মধুরতর—যাহার সাক্ষাতকার হেতু ভিক্ষুগণ আমার নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।'

১৪। কিন্তু ভন্তে, এই ধর্ম্মের সাক্ষাতকারের জন্য কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ আছে কি ?'

'মহালি, আছে।'

'সেই মার্গ কি, সেই প্রতিপদ কি ?'

'উহা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সংকল্প, সম্যক-

---

১। যাঁহারা ঔপপাতিক অর্থাৎ পিতামাতার সংযোগ ব্যতীত উৎপন্ন, স্বর্গে তাঁহাদের উৎপত্তি হয এবং ঐ স্থানেই তাঁহারা নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

ব্যাক্য, সম্যক-কর্মান্ত, সম্যক-আজীব, সম্যক-ব্যাযাম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। মহালি, ইহাই সেই মার্গ, সেই প্রতিপদ।

১৫। 'মহালি, একদা আমি কৌশাম্বিস্থ ঘোষিতারামে অবস্থিতি করিতেছিলাম। ঐ সময় দুই জন প্রব্রজিত—পরিব্রাজক মণ্ডিষ্য এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমাকে অভিবাদনপূর্বক আমার সহিত প্রীত্যালাপান্তে তাঁহারা এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা আমাকে কহিলেন:

ভিক্ষুর লক্ষ্য

"আবুস গৌতম, জীব এবং শরীর কি একই অথবা ভিন্ন?"

"তাহা হইলে, আবুস, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।"

"উত্তম, আবুস" কহিয়া প্রব্রজিত-দ্বয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর আমি কহিলাম:

১৬। [এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৪০-৭৫ সং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে] আবুস, যে ভিক্ষু এইরূপ জানেন, এইরূপ দর্শন করেন তাঁহার পক্ষে কি "জীব এবং শরীর একই" অথবা "জীব এবং শরীর ভিন্ন" এরূপ বাক্য যুক্তি সঙ্গত?'

'আবুস, ইহা যৌক্তিক।'

'কিন্তু, আবুস, আমি এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি। তথাপি আমি কহিনা "জীব এবং শরীর একই" অথবা "জীব এবং শরীর ভিন্ন"।

১৭। ১৮। [তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৭৭—৮১ সং পদচ্ছেদে উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ধ্যানলব্ধ ভিক্ষুর বিষয় এবং উক্ত সূত্রের ৮৩—৮৪ সং পদচ্ছেদোক্ত জ্ঞানদর্শন উল্লিখিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত একই প্রশ্ন, উত্তর ও প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।]

মহালি সূত্র

১৯। "পুনর্জন্ম আর নাই" ইহা জানিতে পারেন (পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ৯৭ সং পদচ্ছেদ)। আবুস, যে ভিক্ষু এইরূপ জানেন, এইরূপ দর্শন করেন তাঁহার পক্ষে কি "জীব ও শরীর একই" অথবা জীব ও শরীর ভিন্ন" এরূপ বাক্য যুক্তি-সঙ্গত ?

'আবুস, ইহা অযৌক্তিক।

'আবুস, আমিও এইরূপ জানি, এইরূপ দর্শন করি, তথাপি আমি কহিনা "জীব ও শরীর একই" অথবা "জীব ও শরীর ভিন্ন।"'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। হৃষ্ট হইয়া ওঠ্‌ঠদ্ধ লিচ্ছবি ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। মহালি সূত্র সমাপ্ত।

৭। জালিয় সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।—

এক সময় ভগবান কৌশাম্বিস্থ ঘোষিতারামে অবস্থান করিতে ছিলেন। ঐ সময় মণ্ডিস্য এবং দারুপাত্রিকের শিষ্য জালিয় নামক দুই জন পরিব্রাজক ভগবানের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন ঃ

'আবুস গৌতম, জীব ও শরীর কি একই অথবা ভিন্ন ?'

'তাহা হইলে আবুস শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'উত্তম, আবুস' কহিয়া প্রব্রজিতদ্বয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান কহিলেন ঃ

২। [এই স্থানে মহালি সূত্রের পদচ্ছেদ সং ১৫ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত অবিকল আবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং ঐ সূত্র দ্রষ্টব্য।]

ভগবান এইরূপ কহিলেন। হৃষ্ট হইয়া প্রব্রজিতদ্বয় ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। জালিয় সূত্র সমাপ্ত।

কস্সপ সীহনাদ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রে তপশ্চরণ সম্বন্ধে বুদ্ধ এবং নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপের মধ্যে কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্যপ বিবিধ প্রকার তপশ্চরণের উল্লেখ করিতেছেন যে, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণও ঐ সকল দেহ নির্য্যাতক তপশ্চরণকে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্যরূপে অভিহিত করেন। বুদ্ধ কহিতেছেন যে, উক্ত তপশ্চরণ সমূহ যতই পালিত হউক না কেন, যদি শীল সম্পদা, চিত্ত সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা অনুশীলিত না হয় এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না হয়, তাহা হইলে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ দূরে। ইহা কথিত হইলে কাশ্যপ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা কি। উত্তরে বুদ্ধ উহা ব্যাখ্যা করিলেন। পরিশেষে কাশ্যপ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণ লইলেন।

৮। কস্সপ-সীহনাদ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি—

এক সময় ভগবান উজুঞ্ঞার কন্নকথল মৃগবনে অবস্থান করিতে ছিলেন। ঐ সময় নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপান্তে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ

২। 'হে গৌতম, আমি শুনিয়াছি "শ্রমণ গৌতম সর্ব্ব তপশ্চরণের নিন্দা করিয়া থাকেন, কঠোর ব্রতাচারী তপস্বী মাত্রেই তাঁহার তিরস্কার ও অপবাদের পাত্র।" হে গৌতম, যাহারা ঐরূপ কহিয়া থাকে তাহারা কি গৌতমের বাক্যই পুনরাবৃত্তি করে, গৌতমের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে না? তাহারা কি ধর্ম্মনিহিত সত্যই প্রকাশ করে? তাহাদের ঐরূপ করণে ধর্ম্মানুমত কোন বাক্য আপত্তিজনক হয় না? কারণ আমরা ভগবান গৌতমের নিন্দা কামনা করি না।'

৩। 'হে কাশ্যপ, যাহারা ঐরূপ কহিয়া থাকে তাহারা আমার বাক্যের আবৃত্তিকারী নহে, তাহারা মিথ্যা প্রচার করিয়া আমার নিন্দা ঘোষণা করে।

কাশ্যপ, আমি দিব্য, বিশদ্ধ, অলৌকিক চক্ষ্ দ্বাবা দেখি কোন কোন কঠোব ব্রতাচাবী তপস্বী মবণান্তে দেহেব ধ্বংসে অপায়-দ্গর্তি-বিনিপাত নবকে উৎপন্ন হইযাছেন , তাঁহাদেব মধ্যে কেহ কেহ বা স্গতি প্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইযাছেন , অপেক্ষাকৃত ন্যনতব কঠোবতা অবলম্বী কোন কোন তপস্বী অপায-দ্গর্তি-বিনিপাত নবকে উৎপন্ন হইযাছেন , তাঁহাদেব মধ্যে কেহ কেহ বা স্গতিপ্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইযাছেন। কাশ্যপ, এই সকল তপস্বীদিগেব এইব্প আগতি, গতি, চ্যুতি ও উৎপত্তি যথাযথ ব্পে অবগত হইযা আমি কি প্রকাবে সর্ব্বতপশ্চবণেব নিন্দা কবিব, কি প্রকাবে কঠোব ব্রতাচাবী তপস্বী মাত্রই আমাব তিবস্কাব ও নিন্দাভাজন হইবে ?

৪। 'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা পণ্ডিত, নিপ্ণ, বিতণ্ডাকুশল, কেশাগ্রবিদ্ধকাবী , তাঁহাব যেন পবমতকে প্রজ্ঞা দ্বাবা খণ্ডিত বিখণ্ডিত কবণে সক্ষম। তাঁহাবাও কোন কোন স্থলে আমাব সহিত একমত হন, কোন কোন স্থলে হন না। ঐ সকল বিষযে কোন স্থলে তাঁহাবা "সাধ্" কহিলে আমবাও "সাধ্" কহিযা থাকি ; কোন স্থল তাঁহাদেব অনন্মোদিত হইলে আমবাও উহাব অনন্মোদন কবি। তাঁহাদেব অন্মোদিত কোন কোন বিষয আমবা অনন্মোদন কবি , তাঁহাদেব অনন্মোদিত কোন কোন বিষয আমবা অন্মোদন কবি। কোন কোন বিষয আমবা অন্মোদন কবিলে তাঁহাবাও ঐব্প কবেন। কোন কোন বিষয আমবা অন্মোদন কবিলে তাঁহাবা উহাব অনন্মোদন কবেন। কোন কোন বিষয আমবা অনন্মোদন কবিলে তাঁহাবা উহাব অন্মোদন কবেন।

নগ্ন সন্ন্যাসী

৫। 'আমি তাঁহাদেব নিকট গমন কবিযা কহি : "যে সকল বিষযে আমবা একমত নহি, ঐ সকল স্থগিত বহ্ক। যে যে স্থানে আমবা একমত, ঐ সকল বিষযে যাঁহাবা বিজ্ঞ তাঁহাবা আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন কব্ন, তাঁহাবা ঐ সকল বিষয গভীব ব্পে আলোচনা ও বিচাব কব্ন, তাঁহাবা কহিবেন : 'যাহা অকুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদের মধ্যে যাহা ঐব্পে আখ্যাত হয, যাহা নিন্দনীয অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্পে আখ্যাত হয, যাহা অসেবনীয অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্পে আখ্যাত হয, যাহা

অর্হত্ব প্রাপ্তিব পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা দূষ্ট অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয—, ঐ সকল ধর্ম্মকে নিঃশেষে বর্জ্জন কবিযাছেন, শ্রমণ গৌতম অথবা অপব মাননীব গণাচার্য্যগণ ?'

৬। 'কাশ্যপ, এব্ৰূপ হইতে পাবে যে, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পরস্পবের সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে, এইব্ৰূপ কহিবেন : "শ্রমণ গৌতম ঐ সকল ধর্ম্ম নিঃশেষে বর্জ্জন কবিযাছেন, কিন্তু অপব আচার্য্যগণ আংশিক ব্ৰূপে ঐ সকলেব বর্জ্জন কবিযাছেন।" কাশ্যপ, এই ব্ৰূপে বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পবস্পবের সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে ঐ সকল বিষযে আমাদিগেবই ভূযসী প্রশংসা কবিবেন।

৭। 'পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন কবুন, তাঁহাবা গভীব ব্ৰূপে আলোচনা ও বিচাব কবুন, তাঁহাবা কহিবেন : "যাহা কুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা সেবনীয অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা অর্হত্ব প্রাপ্তিব পক্ষে পর্য্যাপ্ত অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা নির্ম্মল অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয—এই সকল ধর্ম্মকে পূর্ণ ব্ৰূপে পালন কবেন, শ্রমণ গৌতম অথবা অপব মাননীয় গণাচার্য্যগণ ?"

৮। 'কাশ্যপ, এব্ৰূপ হইতে পাবে যে, বিজ্ঞগণ পরস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পবস্পবেব সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে এইব্ৰূপ কহিবেন : "শ্রমণ গৌতম ঐ সকল ধর্ম্ম পূর্ণব্ৰূপে পালন কবেন, অপব গণাচার্য্যগণ আংশিক ব্ৰূপে ঐ সকল পালন কবেন।" এইব্ৰূপে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পরস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পবস্পবেব সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে, ঐ সকল বিষযে আমাদিগেবই ভূযসী প্রশংসা কবিবেন।

৯। 'পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন কবুন, তাঁহাবা গভীব ব্ৰূপে আলোচনা ও বিচাব কবুন, তাঁহাবা কহিবেন : "যাহা অকুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা নিন্দনীয অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা অসেবনীয অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা অর্হত্ব প্রাপ্তিব পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে অথবা যাহা আপনাদেব মধ্যে ঐব্ৰূপে আখ্যাত হয, যাহা দুষ্ট

অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্‌পে আখ্যাত হয—ঐ সকল ধর্ম্মকে নিঃশেষে বর্জ্জন কবিযাছেন, গৌতমেব শ্রাবক সঙ্ঘ অথবা অপব গণাচার্য্যদিগেব শ্রাবক সঙ্ঘ ?

১০। 'কাশ্যপ, এব্‌প হইতে পাবে যে, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পবস্পবেব সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে এইব্‌প কহিবেনঃ "গৌতমেব শ্রাবকসঙ্ঘ ঐ সকল ধর্ম্ম নিঃশেষে বর্জ্জন কবিযাছেন, অপব গণাচার্য্যদিগেব শ্রাবক-সঙ্ঘ ঐ সকলেব আংশিক বর্জ্জন কবিযাছেন।" এইব্‌পে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পবস্পবেব সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে, ঐ সকল বিষযে আমাদিগেবই ভূযসী প্রশংসা কবিবেন।

১১। 'পুনশ্চ, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ আচার্য্য আচার্য্যকে, সঙ্ঘ সঙ্ঘকে প্রশ্ন কবুন, তাঁহাবা গভীব ব্‌পে আলোচনা ও বিচাব কবুন, তাঁহাবা কহিবেনঃ "যাহা কুশল ধর্ম্ম অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্‌পে আখ্যাত হয, যাহা অনিন্দ্য অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্‌পে আখ্যাত হয, যাহা সেবনীয অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্‌পে আখ্যাত হয, যাহা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিব পক্ষে পর্য্যাপ্ত অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্‌পে আখ্যাত হয, যাহা নির্ম্মল অথবা আপনাদেব মধ্যে যাহা ঐব্‌পে আখ্যাত হয—এই সকল ধর্ম্মকে পূর্ণব্‌পে পালন কবেন, গৌতমেব শ্রাবক-সঙ্ঘ অথবা গণাচার্য্যদিগেব শ্রাবক-সঙ্ঘ ?"

১২। 'কাশ্যপ, এব্‌প হইতে পাবে যে, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পবস্পবেব সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে এইব্‌প কহিবেনঃ "গৌতমেব শ্রাবক-সঙ্ঘ ঐ সকল ধর্ম্ম পূর্ণব্‌পে পালন কবেন, অপব গণাচার্য্যদিগেব শ্রাবক-সঙ্ঘ আংশিক ব্‌পে ঐ সকল পালন কবেন।" এইব্‌পে, কাশ্যপ, বিজ্ঞগণ পবস্পবকে প্রশ্ন কবিবাব কালে, পবস্পবেব সহিত আলোচনা ও বিচাবকালে, ঐ সকল বিষযে আমাদিগেবই ভূযসী প্রশংসা কবিবেন।

১৩। 'কাশ্যপ, এমন মার্গ, এমন প্রতিপদ আছে যাহাব অনুসবণে স্বযং জানিতে ও দেখিতে পাবিবে যে "শ্রমণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্ম্মবাদী ও বিনযবাদী।" কাশ্যপ, ঐ মার্গ কি ? উহা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যাযাম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। কাশ্যপ, ইহাই সেই

মার্গ, সেই প্রতিপদ যাহার অনুসরণে স্বয়ং জানিতে ও দেখিতে পারিবে যে "শ্রমণ-গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অর্থবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী।"

১৪। এইরূপ কথিত হইলে নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন : 'আবুস গৌতম, এই সকল তপশ্চর্য্যা কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—নগ্ন অবস্থিতি, 'মুক্তাচারত্ব '(ভোজন এবং শৌচ ক্রিয়াদি দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্পন্ন করা), হস্তাবলেহন (আহারান্তে হস্ত ধৌত না করিয়া উহার অবলেহন), ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহ্বানের কিম্বা অনুরোধের প্রত্যাখ্যান, আপনার জন্য আনীত অথবা আপনার জন্য প্রস্তুতীকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণের অস্বীকার, কুম্ভী অথবা কলোপি* মুখ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষার ত্যাগ, প্রবেশ দ্বারে অথবা ইন্ধন এবং মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষার ত্যাগ, ভোজন নিরত দুই জনের কিম্বা গর্ভিণীর কিম্বা স্তনদানরতা স্ত্রীর কিম্বা পুরুষ-সহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষার ত্যাগ, অ-ভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার, কুক্কুরের উপস্থিতির স্থান হইতে কিম্বা দলবদ্ধ মক্ষিকা সঙ্কুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিরতি, মৎস্য, মাংস, সুরা, মেরয়, তুষোদকের গ্রহণ অস্বীকার, মাত্র এক গৃহ হইতে একগ্রাস খাদ্য গ্রহণ, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস—সাত গৃহ হইতে সাত গ্রাস খাদ্যের গ্রহণ, মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্নে জীবন যাপন, দিনান্তে একবার ভোজন, অথবা দুই দিবসে একবার অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্দ্ধমাসান্তে একবার ভোজন।

'আবুস গৌতম, এই সকল তপশ্চর্য্যা কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ক তণ্ডুল, চর্ম্ম খণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন।

'আবুস গৌতম, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের মতে এই সকল তপশ্চর্য্যাও শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য কথিত হয়,—শান বস্ত্রের পরিধান, মশান বস্ত্রের ধারণ, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্রের পরিধান, পাংশুকূল ধারণ, তিরিতক (বৃক্ষবিশেষ) বল্কলের ধারণ, মৃগচর্ম্মধারণ, মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত পরিচ্ছেদের

---

* বন্ধন পাত্র বিশেষ।

ধাবণ, কুশ-চীব ধাবণ, বল্কল-চীব ধাবণ, ফলক-চীব ধাবণ, কেশ-কম্বল ধাবণ, বাল-কম্বল ধাবণ, উলূক-পক্ষ নির্ম্মিত বস্ত্রেব ধারণ, কেশ ও শ্মশ্রুব উৎপাটন এবং উহাদের উৎপাটনে আসক্তি, আসন পবিত্যাগ কবিযা দণ্ডাযমানভাবে অবস্থান, উৎকুটিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থাব বীর্য্যাবম্ভেব অনুশীলন, কণ্টকেব ব্যবহাব এবং উহা দ্বাবা শয্যাবচনা, ফলক-শয্যা, ভূমিশয্যা, সর্ব্বদা এক পার্শ্বে শাযিত হইযা নিদ্রা, ধূলিধূসবিত দেহ, উন্মুক্ত স্থানে শযন, সকল প্রকাব আসনই নির্ব্বিচাবে গ্রহণ, বিকট আহাব ভোজন এবং ঐ প্রকাব আহাবে আসক্তি, শীতল জল পানেব বর্জ্জন, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সমযেব মধ্যে তিনবাব জলে অবতরণ (পাপ ধৌত কবিবাব জন্য) ।'

১৫। 'কাশ্যপ, যে নগ্ন হইযা অবস্থান কবে, যে মুক্তাচাব, হস্তাবলেহক, তোমা কর্ত্তৃক কথিত সমস্ত আচাবই যে পালন কবে, এমন কি নিযমবদ্ধ হইযা মাসার্দ্ধে একবাবমাত্র ভোজন কবে—সে যদি শীল-সম্পদা চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদাব অনুশীলন না কবে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না কবে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূবে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূবে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী ভাবনায নিযুক্ত হইযা আসবেব ক্ষয হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিযা এবং প্রাপ্ত হইযা বিহাব কবেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, যে শাক-ভোজী, শ্যামাক ভোজী, নীবাব-ভোজী,...বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বযং পতিত ফলভোজী—সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদাব অনুশীলন না কবে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না কবে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূবে, ব্রাহ্মণ্য হইতে দূবে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বেবহীন মৈত্রী ভাবনায নিযুক্ত হইযা আসবেব ক্ষয হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিযা এবং প্রাপ্ত হইযা বিহাব কবেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, যে শান বস্ত্র ধাবণ কবে, যে মশান বস্ত্র ধাবণ কবে · প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমযেব মধ্যে তিনবার জলে অবতবণ কবে, সে যদি শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদাব অনুশীলন না কবে এবং ঐ সকলে সাফল্য লাভ না করে, তাহা হইলে সে শ্রামণ্য হইতে দূরে, ব্রাহ্মণ্য হইতে

দ্বে। কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী ভাবনায নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয়হেতু এই জীবনেই অনাসব চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।'

১৬। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক (নগ্ন সন্ন্যাসী) কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।'

'কাশ্যপ, পৃথিবীতে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর "ইহা সাধারণ্যে কথিত হয। কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মুক্তাচার হইলে, হস্তাবলেহক হইলে, তোমাকর্তৃক কথিত সমস্ত আচারই পালন করিলে, এমন কি নিযমবদ্ধ হইয়া মাসার্দ্ধে একবার মাত্র ভোজন করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয, তাহা হইলে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর" এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র এমন কি কুম্ভবাহিকা-দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পারে: "আমি অচেলক হইব, মুক্তাচার হইব, হস্তাবলেহক হইব···নিযম-বদ্ধ হইয়া মাসার্দ্ধে একবার মাত্র ভোজন করিব।" কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর", সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী ভাবনায নিযুক্ত হইয়া আসবের ক্ষয হেতু এই জীবনেই অনাসব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত করিযা এবং প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাক-ভোজী হইলে···বৃক্ষ হইতে স্বযং পতিত ফল অথাবা বন-মূল ফলাহারী হইলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর সুদুষ্কর হয, তাহা হইলে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর" এরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পারে: "আমি শাক-ভোজী, শ্যামাক-ভোজী হইব···বনমূল-ফল এবং বৃক্ষ হইতে স্বযং পতিত ফলাহারী হইব।" কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর", সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রামণ্য দুষ্কর, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষ-হীন···ব্রাহ্মণ কথিত হন।

কাশ্যপ, কেহ শানবস্ত্র ও মশান বস্ত্র ধাবণ কবিলে•• প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়েব মধ্যে তিনবাব জলে অবতবণ কবিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যাব জন্য যদি শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য দুষ্কব সুদুষ্কব হয, তাহা হইলে "শ্রামণ্য দুষ্কব, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর" এবূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি, গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত বলিতে পাবে: "আমি শান ও মশান বস্ত্র ধাবণ কবিব ·প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমযের মধ্যে তিন বাব জলে অবতবণ কবিব।" কিন্তু কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচাব, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কাবণে "শ্রামণ্য দুষ্কব, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কব", সেইহেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রামণ্য দুষ্কের, ব্রাহ্মণ্য দুষ্কব।" কাশ্যপ ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বেষহীন·· ব্রাহ্মণ কথিত হন।"

১৭। এইবূপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, শ্রমণ কে তাহা জানিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ কে তাহা জানিতে পাবা কঠিন।

'কাশ্যপ, পৃথিবীতে "শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন" ইহা সাধাবণ্যে কথিত হয। কাশ্যপ, কেহ অচেলক হইলে, মুক্তাচাব হইলে, হস্তাবলেহক হইলে ·নিযমবদ্ধ হইযা মাসার্দ্ধে একবাব মাত্র ভোজন কবিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যাব জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন হয, তাহা হইলে "শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন" এবূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতিপুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পাবে: "এই ব্যক্তি অচেলক, মুক্তাচাব, হস্তাবলেহক নিযমবদ্ধ হইযামাসার্দ্ধে একবাব মাত্র ভোজনকাবী।" কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচাব, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কাবণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রমণ চিনিতে পাবা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈবহীন, দ্বেষহীন মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হইযা আসবেব ক্ষয হেতু এই জীবনেই অনাসব চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি স্বযং জানিযা ও সাক্ষাৎ কবিযা এবং প্রাপ্ত হইযা বিহাব কবেন, হে কাশ্যপ, তখনই ভিক্ষু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শাকভোজী হইলে, শ্যামাকভোজী হইলে বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বযং পতিত ফলাহাবী হইলে, মাত্র এই তপশ্চর্য্যাব জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পাবা কঠিন হয, তাহা হইলে শ্রমণ চিনিতে পাবা

কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, এবংরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পারে; "এই ব্যক্তি শাকভোজী, শ্যামাকভোজী বনমূল-ফল অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফলভোজী।" কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন,-সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন . শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।

'কাশ্যপ, কেহ শানবস্ত্র ও মশানবস্ত্র ধারণ করিলে···প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে তিনবার জলে অবতরণ করিলে, মাত্র ঐ তপশ্চর্য্যার জন্য যদি শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন হয়, তাহা হইলে "শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন" এবংরূপ বাক্য অযুক্ত। যে কোন গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র, এমন কি কুম্ভবাহিকা দাসী পর্য্যন্ত জানিতে পারে: "এই ব্যক্তি শান অথবা মশান বস্ত্র ধারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তিন বার জলে অবতরণকারী। কিন্তু, কাশ্যপ, যেহেতু এই সকল আচার, এই তপশ্চর্য্যা হইতে ভিন্ন অন্য কারণে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন, সুকঠিন, সেই হেতু ইহা বলা সঙ্গত যে "শ্রমণ চিনিতে পারা কঠিন, ব্রাহ্মণ চিনিতে পারা কঠিন।" কাশ্যপ, ভিক্ষু যখন বৈরহীন, দ্বেষহীন··· শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কথিত হন।"

১৮। এইরূপ উক্ত হইলে অচেলক কাশ্যপ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গৌতম, সেই শীলসম্পদা কি? সেই চিত্ত-সম্পদা কি? সেই প্রজ্ঞা-সম্পদা কি?'

'কাশ্যপ, [এই স্থলে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৪০-৪৩ পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। তৎপরে ব্রহ্মজাল সূত্রের ২৭ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ঐ পদচ্ছেদের সর্ব্বশেষ পংক্তির স্থানে "ইহা শীলসম্পদা" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে। তৎপরে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৩ সং পদচ্ছেদ আবৃত্ত হইয়াছে। ঐ পদচ্ছেদের সর্ব্বশেষ পংক্তির পরে "ইহা সেই শীল-সম্পদা" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।]

১৯। '[এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রের ৬৪-৭৬ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইয়াছে। ৭৬ সং পদচ্ছেদের "তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না" এই বাক্যের পরে "ইহা চিত্ত-সম্পদা" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।]

'পুনশ্চ, কাশ্যপ,· [এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৭৭, ৭৯, ৮১ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইযাছে] কাশ্যপ, ইহা সেই চিত্ত-সম্পদা।

২০। [এই স্থানে শ্রামণ্যফল সূত্রেব ৮৩ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইযাছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা। [তৎপবে ঐ সূত্রেব ৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৭ সং পদচ্ছেদ উক্ত হইযাছে] ইহা প্রজ্ঞা-সম্পদা।

'কাশ্যপ, এই শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা ও প্রজ্ঞা-সম্পদা হইতে ভিন্ন অন্য উৎকৃষ্টতব মধুবতব শীলসম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা নাই।

২১। 'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা শীলবাদী। তাঁহাবা অনেক প্রকাবে শীলেব প্রশংসা কবিয়া থাকেন। কাশ্যপ, আর্য্য পবম শীল সম্বন্ধে আমি আমাব সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। অতএব এই শীল সম্বন্ধে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা তপ-জুগুপ্সাবাদী। তাঁহাবা অনেক প্রকাবে তপ-জুগুপ্সার প্রশংসা কবিযা থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য্য পবম তপ-জুগুপ্সা তাহাতে আমি আমাব সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। এই বিষযে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা প্রজ্ঞাবাদী। তাঁহাবা অনেক প্রকাবে প্রজ্ঞাব প্রশংসা কবিযা থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য্য পবম প্রজ্ঞা তাহাতে আমি আমাব সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। অতএব এই বিষবে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'কাশ্যপ, কোন কোন শ্রমণ ও-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা বিমুক্তি-বাদী, তাঁহাবা অনেক প্রকাবে বিমুক্তিব প্রশংসা কবিযা থাকেন। কাশ্যপ, যাহা আর্য্য পবম বিমুক্তি উহাতে আমি আমাব সমকক্ষ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠেব ত কথাই নাই। অতএব এই বিষযে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২২। 'কাশ্যপ, এবূপ হইতে পাবে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পবিব্রাজকগণ কহিবেন: "শ্রমণ গৌতব সিংহনাদ কবেন, কিন্তু শূন্যাগাবে, পবিষদে নহে।" তাহাদিগকে এইবূপ উত্তব দিতে হইবে: "ইহা সত্য নহে, শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ কবেন, এবং পবিষদেই কবেন।" কাশ্যপ, এবূপ হইতে পাবে যে ভিন্ন মতাবলম্বী পবিব্রাজকগণ কহিবেন: "শ্রমণ গৌতম সিংহনাদ কবেন, পবিষদেই কবেন, কিন্তু নির্ভীক চিত্তে করেন না।" তাঁহাদিগকে

কহিতে হইবে ঃ "শ্রমণ গোতম নির্ভীক চিত্তে-ই সিংহনাদ করেন।" ... "কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না" · "তাঁহাকে প্রশ্নও করা হয়।" · "কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম।" ..."তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম।" · "কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উত্তর হৃদয-গ্রাহী হয না।" "তাঁহার উত্তর হৃদয-গ্রাহী।" "কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয না।" ..."তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয।" · "কিন্তু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ শ্রদ্ধা অনুভব করে না।" ..."তাঁহার বাক্য শ্রবণান্তে শ্রদ্ধা অনুভূত হয।" ..."কিন্তু অনুভূত হইলেও ঐ শ্রদ্ধার বহিঃ প্রকাশ নাই।" · "উহার বহিঃ প্রকাশ আছে।" · "কিন্তু উহা দ্বারা মনুষ্য সত্যে উপনীত হয না।" "মনুষ্য উহা দ্বারা সত্যে উপনীত হয।" · "কিন্তু মনুষ্য সত্যে উপনীত হইলেও ঐ সত্য পালনে অক্ষম হয।" উহাদিগকে কহিতে হইবে, এরূপ নহে; শ্রমণ গোতম সিংহনাদ করেন এবং উহা পরিষদেই করেন, নির্ভীক হইয়া করেন, তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয, তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম, তাঁহার উত্তর হৃদযগ্রাহী হয, তাঁহার বাক্য শ্রবণযোগ্য বিবেচিত হয, উহার শ্রবণে শ্রদ্ধা অনুভূত হয, ঐ শ্রদ্ধার বাহ্যিক বিকাশ হয, উহা সত্য প্রদর্শনকারী এবং মনুষ্য ঐ সত্য পালনে সক্ষম।" কাশ্যপ, এইরূপ উত্তর দিতে হইবে।

২৩। 'কাশ্যপ, এক সময়ে আমি রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলাম। ঐ স্থানে নিগ্রোধ নামক তপ-ব্রহ্মচারী আমাকে তপজুগুপ্সা সম্বন্ধীয প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিযাছিলাম। আমার উত্তরে তিনি অতিমাত্রায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।'

'ভন্তে, ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কে অতিমাত্রায সন্তুষ্ট না হইবে? আমিও ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অতিমাত্রায সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভন্তে, অতি উত্তম, অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয, লুক্কাযিত প্রকাশিত হয, মূঢ় পথ-প্রদর্শিত হয, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি, ধর্ম্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইতে বাসনা করি।'

২৪। কাশ্যপ, পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী যে ব্যক্তি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

উহাতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা করেন, শিক্ষার্থীরূপে তাঁহাকে চারি মাস যাপন করিতে হইবে ; চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিবেন। তথাপি এই বিষয়ে মনুষ্যগণের মধ্যে পার্থক্য আমি বিদিত আছি।'

'ভন্তে, পূর্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার ইচ্ছা করিলে, যদি তাঁহাকে শিক্ষার্থীরূপে চারি মাস যাপন করিতে হয়, যদি চারি মাস যাপন করিবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষুজীবন যাপনার্থ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন, আমি চারি বৎসর শিক্ষার্থীরূপে যাপন করিব, চারি বৎসর অতিবাহিত হইবার পর একাগ্রচিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।

অচেলক কাশ্যপ ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আয়ুষ্মান কাশ্যপ নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন ঃ 'জন্মের ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় আর কিছুই নাই,' ইহা জ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান কাশ্যপ অরহতদিগের অন্যতম হইলেন।

। কস্সপ-সীহনাদ সুত্র সমাপ্ত।

পোট্ঠপাদ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্বন্ধে প্রচলিত মত সমূহ বর্ণনা করিয়া বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন অভিসংজ্ঞা-নিরোধ কিসে হয়। বুদ্ধ ঐ সকল মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন যে, পুরুষ শীলসম্পন্ন ও রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে গমন পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যান লাভ করেন। ঐ ধ্যান লাভের পর পুরুষ সর্ব্বতোভাবে রূপ-সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অরূপ-সংজ্ঞায় উপনীত হন। এইরূপে সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত ও পরিশেষে শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায় উপনীত হইয়া তিনি চিন্তা না করাই শ্রেষ্ঠতর স্থির করিয়া চিন্তা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি নিরোধে উপনীত হন। এইরূপে অভিসংজ্ঞা-নিরোধ হইয়া থাকে।

তৎপরে পোট্ঠপাদ বুদ্ধকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পর্য্যায়ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন—

জগত শাশ্বত কিম্বা অশাশ্বত ?
জগত সসীম কিম্বা অসীম ?
জীব ও শরীর একই অথবা ভিন্ন ?
মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় কি না ?

বুদ্ধ উত্তর করিলেন ঐ সকল অনিশ্চিত বিষয়ে তিনি কোন মত প্রকাশ করেন নাই, কারণ এই প্রশ্ন সমূহ নিরর্থক, উহারা সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্য ও নির্ব্বাণের অনুকূল নহে। ভগবান কোন্ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ কহিলেন দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং ঐ নিরোধের মার্গরূপ নিশ্চিত বিষয় সমূহ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ ঐ সকল প্রশ্নই অর্থ-সংহিত, উহারাই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্য ও নির্ব্বাণের অনুকূল।

৯। পোট্ঠপাদ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে অনাথ পিণ্ডিকের জেতবন উদ্যানে অবস্থিত করিতেছিলেন। ঐ সময়

পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ তিন শত পরিব্রাজক সমন্বিত বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত মল্লিকার[1] উদ্যানে তিন্দুক-বৃক্ষ পরিবেষ্টিত বিচারশালায় বাস করিতেছিলেন।

২। অনন্তর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর সহিত পিণ্ডার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেনঃ পিণ্ডার্থ শ্রাবস্তী প্রবেশের পক্ষে এখনও অতি প্রত্যুষ, আমি মল্লিকার উদ্যানে তিন্দুক বৃক্ষ -পরিবেষ্টিত বিচারশালায়, যেখানে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিব।' অতঃপর তিনি ঐ স্থানে গমন করিলেন।

৩। ঐ সময়ে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ বৃহৎ পরিব্রাজক পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা সকলে উন্নাদ, উচ্চ শব্দ, মহাশব্দের সহিত অনেক প্রকার অসার বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন, যথা—রাজ কথা, চোর কথা, মহামাত্য কথা, সেনা কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ কথা, অন্ন কথা, পান কথা, বস্ত্র কথা, শয়ন কথা, মালা কথা, গন্ধ কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ কথা, নারী কথা, শূর কথা, বিশিখা কথা, কুম্ভ স্থান কথা, প্রেত কথা, নিরর্থক কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদ, এবং অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা।

৪। পোট্ঠপাদ দূরে ভগবানকে আসিতে দেখিয়া স্বকীয় পরিষদকে সাবধান করিলেনঃ 'মাননীয়গণ, আপনারা নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন, সেই আয়ুষ্মান নীরবতা প্রিয়, নীরবতার প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনের যোগ্য মনে করেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৫। তদন্তর ভগবান পোট্ঠপাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পোট্ঠপাদ ভগবানকে কহিলেনঃ

'ভগবান! আসুন, স্বাগত! বহুদিন পরে আপনি এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।'

১। মল্লিকা—কোশলরাজ প্রসেনজিতের অন্যতমা মহিষী।

ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পোট্‌ঠপাদ অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেন ঃ

'এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা এক্ষণে কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কি আলোচনা বাধা প্রাপ্ত হইল?'

আত্ম বাদ

৬। ভগবান এইরূপ কহিলে পোট্‌ঠপাদ কহিলেন ঃ

'আমরা এই স্থানে উপবিষ্ট-হইয়া এক্ষণে যে কথায় নিযুক্ত ছিলাম, সে কথা থাক্, অন্য সময়ে ভগবান সে কথা অনায়াসে শুনিতে পাইবেন। ভন্তে, বহু দিবস হইল নানা তীর্থীয় শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ কুতুহল-শালায়[১] সম্মিলিত ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে অনেকবার অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল ঃ "অভিসংজ্ঞা নিরোধ কিরূপে হয়?"

'তদুত্তরে কেহ কেহ কহিয়াছিলেন ঃ "পুরুষের সংজ্ঞার উৎপত্তি ও নিরোধের হেতুও নাই প্রত্যয়ও নাই। উহার উৎপত্তিকালে পুরুষ সংজ্ঞা-সম্পন্ন হয়, নিরোধকালে সংজ্ঞাহীন হয়।" এইরূপে তাঁহারা অভিসংজ্ঞা-নিরোধ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

'অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন ঃ "তাহা নহে। সংজ্ঞা পুরুষের আত্মা, উহা (আত্মা) আসে, যায়। যখন আসে পুরুষ তখন সংজ্ঞাসম্পন্ন হয়, যখন যায় তখন পুরুষ সংজ্ঞাহীন হয়।" এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা নিরোধ ব্যাখ্যা করেন।

'অপর একজন ঐ বিষয়ে কহিয়াছিলেন ঃ "তাহা নহে। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা মহাঋদ্ধি সম্পন্ন, মহা অনুভাব সম্পন্ন। তাঁহারাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞার সঞ্চারও করেন এবং দেহ হইতে সংজ্ঞা অপসারণও করেন, যখন সঞ্চার করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাবান হয়, যখন অপসারণ করেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয়।" এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা নিরোধ ব্যাখ্যা করেন।

১। বিশ্রামাগার।

'অপব একজন ঐ বিষযে কহিযাছিলেন ঃ "তাহা নহে। মহাঋদ্ধি ও অনুভাব সম্পন্ন দেবতাবা আছেন। তাঁহাবাই মনুষ্যদেহে সংজ্ঞাব সঞ্চাবও কবেন, দেহ হইতে সংজ্ঞাব অপসাবণও কবেন, যখন সঞ্চাব করেন মনুষ্য তখন সংজ্ঞাবান হয, যখন অপসারণ কবেন, তখন মনুষ্য সংজ্ঞাহীন হয।" এইরূপে কেহ কেহ অভিসংজ্ঞা-নিবোধ ব্যাখ্যা কবেন। ভন্তে, আমাব ভগবানেব কথাই মনে হইল ঃ নিঃসন্দেহ ভগবান সুগত উক্ত ধর্ম্মসমূহে সুকুশল।" ভগবান অভিসংজ্ঞা নিবোধেব প্রকৃতিজ্ঞ। ভন্তে, অভিসংজ্ঞা নিবোধ কিরূপে হয ?

৭। 'পোট্ঠপাদ, এই বিষযে যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কহিযাছিলেন "পুরুষেব সংজ্ঞাব উৎপত্তি ও নিবোধেব হেতুও নাই, প্রত্যযও নাই, তাঁহাবা প্রাবম্ভেই ভ্রান্ত। কি হেতু ? পোট্ঠপাদ পুরুষেব সংজ্ঞাব উৎপত্তি ও নিবোধেব হেতু ও প্রত্যয আছে। শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয, শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয।

'ঐ শিক্ষা কি ?' ভগবান কহিলেন। 'পোট্ঠপাদ, মনে কব জগতে তথাগতেব আবির্ভাব হইযাছে, যিনি অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ·· ইত্যাদি (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৪০-৪২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কায ও বাক্য দ্বাবা কুশল কর্ম্ম সমন্বিত হইযা, শুদ্ধ জীবিকা সম্পন্ন হইযা, শীলসম্পন্ন হইযা, বক্ষিতেন্দ্রিয হইযা, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত ও সন্তুষ্ট হইযা অবস্থান কবিতে লাগিল। পোট্ঠপাদ ভিক্ষু কিরূপে শীলসম্পন্ন হইযা থাকেন ? ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পবিহাব পূর্ব্বক উহা হইতে বিবত হন···ঔষধেব প্রতিমোক্ষ। ভিক্ষু এইরূপ হীন বিদ্যা ও মিথ্যা জীবনোপাযে বিবত। ইহাও শীলের অন্তর্গত (শ্রামণ্যফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সং ৪৩-৬২ দ্রষ্টব্য)

৮। পোট্ঠপাদ, তিনি এইরূপ শীলসম্পন্ন হইযা এই শীলসংববেব কারণ কুত্রাপি ভযদর্শন কবেন না। যেরূপ, পোট্ঠপাদ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয·· অনবদ্য সুখ অনুভব করেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৬৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু এই রূপেই শীলসম্পন্ন হইয়া থাকেন।

৯। পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু কি প্রকাবে বক্ষিতেন্দ্রিয় হইযা থাকেন ? পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু চক্ষু দ্বাবা রূপদর্শন কবিযা অবিমিশ্র সুখ অনুভব কবেন (শ্রামণ্য ফল সূত্রেব ৬৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পোট্ঠপাদ···ভিক্ষু এই প্রকাবে বক্ষিতেন্দ্রিয হইযা থাকেন।

১০। (এই স্থলে শ্রামণ্য ফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৫ হইতে ৭৪ এর

"প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন" পর্য্যন্ত পাঠ করিতে হইবে)। তাঁহার পূর্বের কামসংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি বিবেকজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপে কহিলেন।

১১। 'পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী…অবিতর্ক অবিচার…দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন (শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)? তাহার পূর্বের বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় সমাধিজ প্রীতি সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১২। 'পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া …এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৭৯ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাঁহার পূর্বের সমাধিজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত-সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়, ঐ সময় উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৩। 'পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্রের ৮১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাঁহার পূর্বের উপেক্ষা-সুখ-মণ্ডিত সূক্ষ্ম-সত্য সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। ঐ সময় না-দুঃখ না-সুখ রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং তিনি না-দুঃখ না-সুখ রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইয়া থাকেন। এইরূপে শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়, শিক্ষার দ্বারা কোন কোন সংজ্ঞার নিরোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইরূপে কহিলেন।

১৪। 'পুনশ্চ পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু সর্ব্বতোভাবে রূপ সংজ্ঞা অতিক্রম

-করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞাব অস্ত গমনান্তে নানাত্ব সংজ্ঞার চিন্তা পবিহাব করিয়া, 'আকাশ অনন্ত' এইবূপ চিন্তা কবিষা আকাশ-আনন্ত্য-আয়তন প্রাপ্ত হইযা বিহাব কবেন। তাঁহাব পূর্বেব বূপ-সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয। ঐ সময আকাশ-অনন্ত্য-আয়তন বূপ সুখময সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয় এবং তিনি আকাশ-আনন্ত্য-আযতন বূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইযা থাকেন। এইবূপে শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয়। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইবূপ কহিলেন।

১৫। 'পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু সর্ব্বতোভাবে আকাশ-আনন্ত্য-আযতন অতিক্রম কবিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইবূপ চিন্তা কবিয়া বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন প্রাপ্ত হইযা বিহাব কবেন। তাঁহাব পূর্বের আকাশ-আনন্ত্য-আযতন বূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয। ঐ সময় বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন বূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, এবং তিনি বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞী হইযা থাকেন। এইবূপে শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয, শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইবূপ কহিলেন।

১৬। 'পুনশ্চ, পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু বিজ্ঞান-আনন্ত্য আয়তন সর্ব্বাংশে অতিক্রম কবিষা "কিছুই নাই" এইবূপ আকিঞ্চণ্য আয়তন প্রাপ্ত হইযা বিহাব কবেন। তাঁহাব পূর্বেব বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন বূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয। ঐ সমযে আকিঞ্চণ্যাযতন রূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয এবং তিনি আকিঞ্চণ্যাযতন বূপ সূক্ষ্ম-সত্য-সজ্ঞী হইযা থাকেন। এইবূপে শিক্ষাব দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয, শিক্ষার দ্বাবা কোন কোন সংজ্ঞাব নিবোধ হয। ইহাই শিক্ষা।' ভগবান এইবূপ কহিলেন।

১৭। পোট্ঠপাদ, ভিক্ষু যে সময় হইতে স্বক-সংজ্ঞী হন, সেই সময হইতে ক্রমান্বযে তিনি সংজ্ঞা হইতে সংজ্ঞান্তব প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে শ্রেষ্ঠতম সংজ্ঞায উপনীত হন। সর্ব্বোচ্চ সংজ্ঞায উপনীত হইয়া তাঁহাব মনে এইবূপ হয়: "চিন্তা কবা হীনতব অবস্থা। চিন্তা না কবাই শ্রেষ্ঠতব। আমি যদি চিন্তা কবি, অভিসন্ধান কবি, তাহা হইলে আমাব এই সকল সংজ্ঞা নিবদ্ধ হইয়া স্থূলতব সংজ্ঞাব উৎপত্তি হইতে পাবে। অতএব আমি চিন্তা কবিব না, অভিসন্ধান কবিব না।" তিনি চিন্তাও কবেন না, অভিসন্ধানও কবেন না। চিন্তা ও অভিসন্ধানের পবিহাবে তাঁহার ঐ সকল সংজ্ঞা নিবদ্ধ হয, এবং

অন্য স্থূলতর সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় না। তিনি নিরোধে উপনীত হন। এইরূপে, পোট্ঠপাদ, ক্রমানুসারে অভিসংজ্ঞা-নিরোধ সম্প্রজ্ঞান সমাপত্তি হইয়া থাকে।

১৮। 'পোট্ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি কি ইতিপূর্বে অভিসংজ্ঞা-নিরোধের ক্রমিক সম্প্রজ্ঞান-সমাপত্তি শুনিয়াছ?'

'না, ভন্তে। ভগবান যাহা কহিলেন আমি তাহা এইরূপ বুঝিলাম ঃ—
(এই স্থানে উপরে ১৭ সং পদচ্ছেদের উক্তি আবৃত্ত হইয়াছে।)

'পোট্ঠপাদ, তুমি যথার্থই কহিয়াছ।'

১৯। 'ভন্তে, ভগবান কি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, অথবা বহু?'

'পোট্ঠপাদ, শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক আমি ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

'শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক এবং একাধিক, ভগবান কিরূপে ইহা কহিতে পারেন?'

'পোট্ঠপাদ নিরোধ হইতে নিরোধান্তরে অগ্রসর হইবার কালে এক শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হইতে অপর শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়। এই কারণেই, পোট্ঠপাদ, আমি শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এক ইহাও কহি, উহা একাধিক তাহাও কহি।'

২০। 'ভন্তে, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে জ্ঞান, অথবা প্রথমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাতে সংজ্ঞা, অথবা সংজ্ঞা এবং জ্ঞান কোনটিই পূর্বাপর নহে, উভয়ে একই সময়ে উৎপন্ন হয়?'

'পোট্ঠপাদ, সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পরে জ্ঞান, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি। উহা এইরূপে দৃষ্ট হয় ঃ "এই হেতু হইতে আমার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে।" পোট্ঠপাদ, এই পর্যায় হইতে ইহা জ্ঞাতব্য যে সংজ্ঞা প্রথমে উৎপন্ন হয়, পরে জ্ঞান, সংজ্ঞার উৎপত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি।'

২১। 'ভন্তে, সংজ্ঞাই কি পুরুষের আত্মা, অথবা সংজ্ঞা ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন?'

'পোট্ঠপাদ, তুমি কি সত্যই আত্মায় আশ্রয় লইতেছ?'

'ভন্তে, আমি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থূল এক আত্মার অস্তিত্ব আছে যাহা রূপী, চাতুর্মহাভূতিক এবং কবলিঙ্কার আহারভোজী।'

'পোট্ঠপাদ, যদি এরূপ আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তোমার সংজ্ঞা

এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্য্যায হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্ঠপাদ, স্থূল, রূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক, কবলিঙ্কাব আহাবভোজী আত্মা স্বীকাব কবিষা লইলেও পুরুষেব কোন কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয, কোন কোন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্ঠপাদ, ইহাব দ্বাবাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।'

২২। 'ভন্তে, আমি আত্মাকে সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ-সর্ব্বেন্দ্রিয সম্পন্ন মনোময রূপে গ্রহণ কবি।'

'পোট্ঠপাদ, তোমাব আত্মা সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সর্ব্বেন্দ্রিয সম্পন্ন মনোময হইলেও তোমাব সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্য্যায হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্ঠপাদ, সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সর্ব্বেন্দ্রিয সম্পন্ন মনোময আত্মা স্বীকাব কবিষা লইলেও পুরুষেব কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয়, কোন কোন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয়। পোট্ঠপাদ, ইহা দ্বাবাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২৩। 'ভন্তে, তাহা হইলে আমি আত্মাকে অরূপী, সংজ্ঞাময় রূপে গ্রহণ কবিতেছি।'

'পোট্ঠপাদ, তোমাব আত্মা অরূপী, সংজ্ঞাময হইলেও তোমাব সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ। ইহা নিম্নোক্ত পর্য্যায় হইতেও জ্ঞাতব্য। পোট্ঠপাদ, আত্মাকে অরূপী, সংজ্ঞাময রূপে গ্রহণ কবিলেও পুরুষেব কোন কোন সংজ্ঞাব উৎপত্তি হয, কোন কোন সংজ্ঞা নিরুদ্ধ হয। পোট্ঠপাদ, ইহা দ্বাবাও জানিতে হইবে সংজ্ঞা এক পদার্থ এবং আত্মা অন্য পদার্থ।

২৪। 'ভন্তে, সংজ্ঞা পুরুষেব আত্মা অথবা সংজ্ঞা এবং আত্মা পবস্পব বিভিন্ন ইহা কি আমি জানিতে পাবি?'

'পোট্ঠপাদ, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসাবী, ভিন্ন আচার্য্যেব শিক্ষাগ্রহণকাবী; এই জন্য এই বিষয জানিতে পাবা তোমাব পক্ষে কঠিন।'

২৫। 'ভন্তে, যদি আমাব পক্ষে তাহা জানিতে পাবা কঠিন হয়, তাহা হইলে, ভন্তে, জগত কি শাশ্বত? ইহাই কি একমাত্র সত্য, অন্য প্রকাব দৃষ্টি নিবর্থক?'

'পোট্ঠপাদ, "জগত শাশ্বত, ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকাব দৃষ্টি নিবর্থক", এই বিষযে আমি কোন মত প্রকাশ কবি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগত অ-শাশ্বত ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগত সসীম ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জগত অসীম ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৬। ভন্তে, জীব এবং শরীর কি একই ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি জীব হইতে শরীর ভিন্ন ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৭। 'ভন্তে, মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় কি ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে মরণের পর কি তথাগতের পুনরাবির্ভাব হয় না ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম একাধারে হয় এবং হয় ন ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্ঠপাদ, এ বিষয়ে আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

'ভন্তে, তবে কি মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা যে হয় না তাহাও নহে ? ইহাই একমাত্র সত্য, অন্য প্রকার দৃষ্টি নিরর্থক ?'

'পোট্টপাদ, এই বিষয়েও আমি কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৮। 'কেন ভগবান ঐ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই ?'

'পোট্ঠপাদ, এই প্রশ্ন অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম্ম-সংহিত নহে, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে; নির্ব্বেদ, বিরাগ, বিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা,

সম্বোধি, নিব্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে আমি ঐ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করি নাই।'

২৯। 'ভন্তে, ভগবান কোন্ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন?'

'পোট্ঠপাদ, দুঃখ কি তাহা আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখের উৎপত্তি আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখের নিরোধ আমি প্রকাশ করিয়াছি, দুঃখ-নিরোধ-গামিনী প্রতিপদ (মার্গ) আমি প্রকাশ করিয়াছি।'

৩০। 'কি হেতু ভগবান ঐ সকল প্রকাশ করিয়াছেন?'

'পোট্ঠপাদ, যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম্ম-সংহিত ; সর্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল, নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল। এই হেতু আমি উহা ব্যক্ত করিয়াছি।'

'হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য। এক্ষণে ভগবান যথেচ্ছা করিতে পারেন।'

অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

৩১। তদনন্তর, ভগবান প্রস্থান করিয়া মাত্র উপস্থিত পরিব্রাজকগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রূপ বাক্য দ্বারা পোট্ঠপাদকে জর্জ্জরিত করিলেন: 'এই প্রকারে পোট্ঠপাদ শ্রমণ গৌতম যাহা কহিতেছেন তাহারই অনুমোদন করিতেছেন এবং কহিতেছেন "হে ভগবান, সত্য। হে সুগত, সত্য।" আমরা কিন্তু উপরি উক্ত দশবিধ প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রমণ গৌতমের কোন স্পষ্ট ধর্ম্ম-দেশনা অবগত নহি।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ঐ সকল পরিব্রাজককে কহিলেন: 'আমিও ঐ সকল বিষয়ে শ্রমণ গৌতম কর্ত্তৃক ভাষিত কোন সুস্পষ্ট দেশনা অবগত নহি। কিন্তু শ্রমণ গৌতম যে মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্ম্মস্থিত, ধর্ম্মনিয়ামক, সেই মার্গের ঘোষণা করেন। শ্রমণ গৌতম ঘোষিত মার্গ ভূত, তথ্য, সত্য, ধর্ম্মস্থিত, ধর্ম্মনিয়ামক জানিয়াও সেই সুভাষিত বাক্যের অভিনন্দন করিব না?'

৩২। দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত এবং পরিব্রাজক পোট্ঠপাদ ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তথায় চিত্ত ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন, পোট্ঠপাদ ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপ সূচক বাক্যের বিনিময়ান্তে একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পোট্ঠপাদ, পরিব্রাজকগণ তাঁহাকে কিরূপ বিদ্রূপবাণে

জজ্জরিত করিয়াছেন এবং তিনি কিরূপ উত্তর দিয়াছেন তৎসমুদয় ভগবানের নিকট বিবৃত করিলেন।

৩৩। 'পোট্‌ঠপাদ, ঐ সকল পরিব্রাজক অন্ধ, চক্ষুহীন, উহাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই চক্ষুষ্মান। পোট্‌ঠপাদ, কোন কোন বিষয় নিশ্চিত আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি, কোন কোন বিষয় অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি। আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি তাহা কি? "জগত শাশ্বত," "জগত অশাশ্বত" "জগত সান্ত", "জগত অনন্ত", "যে জীব সে-ই শরীর", "জীব এক, শরীর অন্য", "মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয়", "মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম হয় না", "মরণের পর তথাগতের পুনর্জন্ম একাধারে হয় এবং হয় না, মরণের পর তথাগতের 'পুনর্জন্ম হয় না, এবং উহা যে হয় না তাহাও নহে," পোট্‌ঠপাদ, আমি যাহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি তাহা এই সকল।

'পোটঠপাদ, কি কারণে আমি ঐ সকল অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি? পোট্‌ঠপাদ, যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম্ম-সংহিত নহে, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে আমি উহা অনিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছি।

'পোট্‌ঠপাদ, যে সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি, ঐ সকল কি? "ইহা দুঃখ", "ইহা দুঃখের উৎপত্তি", "ইহা দুঃখের নিরোধ", "ইহা দুঃখনিরোধ-গামিনী মার্গ"; পোট্‌ঠপাদ, এই সকল বিষয় নিশ্চিত, আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি।

'পোট্‌ঠপাদ, কি কারণে আমি ঐ সকল নিশ্চিত এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি? যেহেতু উহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম্ম-সংহিত, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল। এই কারণে উহা নিশ্চিত আমি এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছি।

৩৪। 'পোট্‌ঠপাদ, কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন: "মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে।" আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া কহি "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই এইরূপ মতাবলম্বী, এইরূপ, দৃষ্টিসম্পন্ন: "মরণের

পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে" ? উত্তরে তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাঁহাদিগকে এইরূপ কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখসম্পন্ন লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা "না" এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একরাত্রি অথবা একদিবস, কিম্বা অর্দ্ধ রাত্রি অথবা অর্দ্ধ দিবসের জন্যও আপনাদিগকে একান্ত সুখী অনুভব করিয়াছেন?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা "না" কহিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি এমন কোন মার্গ, কোন প্রতিপদ জানেন যাহা দ্বারা একান্ত সুখময় জগতের সাক্ষাৎকার হয়?" তাঁহারা "না" এইরূপ উত্তর দিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি: "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় জগতে পুনরুৎপন্ন দেবতাদিগকে কহিতে শুনিয়াছেন: 'মারিষ, একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুপ্রতিপন্ন হউন আমরা ঐ রূপেই একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুপ্রতিপন্ন হউন। আমরা ঐ রূপেই একান্ত সুখময় লোক প্রাপ্ত হইয়াছি'।" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা "না" কহিয়া থাকেন। পোট্ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর? এরূপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে?"

৩৫। 'যেরূপ কোন পুরুষ কহিল: "আমি এই জনপদের জনপদ-কল্যাণীকে অভিলাষ করি, কামনা করি।" জনগণ তাহাকে কহিল: হে পুরুষ, যে জনপদ-কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ-কল্যাণী ক্ষত্রিয়া, কিম্বা ব্রাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্রাণী, তাহা কি তুমি জান?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি কহিল "না"।

'জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ, যে জনপদ-কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ-কল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্র-বিশিষ্ট, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদ্গুর বর্ণা, অমুক গ্রাম নিগম অথবা নগর বাসিনী, তাহা কি তুমি জান?

'এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি কহিল: "না"।

'জনগণ তাহাকে কহিল: "হে পুরুষ; যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর?"

'পুরুষটি কহিল "হাঁ।"

'পোট্ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কর ? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে ?"

অবশ্যই, ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৬। 'পোট্ঠপাদ, এইরূপই যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন : "মরণের পর আত্মা একান্ত সুখী এবং অরোগ হইয়া থাকে," আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই ঐরূপ মত পোষণ করেন ?" উত্তরে তাঁহারা সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি তাহাদিগকে কহি : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন ?" উত্তরে তাঁহারা "না" কহিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে কহি · নহে ? [পদচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪ দ্রষ্টব্য]

'অবশ্যই, ভন্তে, এরূপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৭। 'পোট্ঠপাদ, কোন পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্মহাপথে সোপানশ্রেণী নির্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে কহিল : "হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিম দিকে কিম্বা পূর্বদিকে কিম্বা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণ দিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "না"। জনগণ তাহাকে কহিল, "হে পুরুষ, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই, সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছ ? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "হাঁ"। পোট্ঠপাদ তুমি কিরূপ মনে কর ?" এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি ভিত্তিহীন নহে ?'

'অবশ্যই, ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৮। 'এইরূপেই পোট্ঠপাদ, যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ কহিয়া থাকেন "মরণান্তে আত্মা একান্ত সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়" আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি সত্যই ঐরূপ কহিয়া থাকেন ?" তাঁহারা উত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমি উহাদিগকে কহি : "আয়ুষ্মানগণ, আপনারা কি একান্ত সুখময় লোক জানিয়া ও দেখিয়া বিহার করেন ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন "না।" আমি তাহাদিগকে কহি : · ভিত্তিহীন নহে ? (পদচ্ছেদ সংখ্যা ৩৪ দ্রষ্টব্য)।

'অবশ্যই, ভন্তে, এবূপ হইলে ঐ সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণেব বাক্য ভিত্তিহীন।'

৩৯। 'পোট্ঠপাদ, শবীব গ্রহণ ত্রিবিধ ঃ—স্থূল শবীব গ্রহণ, মনোময শবীব গ্রহণ এবং অবূপ শবীব গ্রহণ। পোট্ঠপাদ স্থূল শবীর কি? উহা বূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক, কবলিঙ্কাব আহাব ভোজী। মনোমব শবীব কি? উহা বূপী, মনোময, সর্ব্বাঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বেন্দ্রিয সম্পন্ন। অবূপ শবীব কি? উহা অবূপ, সংজ্ঞামষ।

৪০। 'পোট্ঠপাদ, স্থূল শবীব পবিগ্রহণেব নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান কর্বিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগেব সংক্লেশিক ধর্ম্মসমূহ দূবীভূত হইবে, শোধক ধর্ম্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, এই জন্মেই তোমবা প্রজ্ঞাব পবিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিযা বিহাব কবিবে। পোট্ঠপাদ, হযত তোমাব মনে হইবে ঃ "সংক্লেশিক ধর্ম্ম দূবীভূত হইবে, শোধক ধর্ম্ম পবিবর্দ্ধিত হইবে, এই জন্মেই প্রজ্ঞাব পরিপূর্ণতা ও বিপুলতা স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিযা বিহাব সম্ভব হইবে; কিন্তু ঐ প্রকাব অবস্থান দুঃখ।" পোট্ঠপাদ, সেবূপ মনে কবিও না। ঐ অবস্থায উপনীত হইলে প্রমোদ্য, প্রীতি, শান্তি, স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান এবং সুখবিহাব লাভ হইবে।

৪১। পোট্ঠপাদ, মনোময শবীব পরিগ্রহণেব নিবাবণার্থও আমি উপদেশ দান কবিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগেব...সুখবিহাব লাভ হইবে। [৪০ সং পবচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৪২। 'পোট্ঠপাদ অবূপ শবীব গ্রহণেব নিবাবণার্থও আমি উপদেশ দান কবিতেছি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে তোমাদিগেব...সুখবিহাব লাভ হইবে।

৪৩। 'পোট্ঠপাদ অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে ঃ "যে স্থূল শবীব পবিগ্রহেব নিবাবণার্থ আপনি ধর্ম্মোপদেশ দান কবেন। যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধর্ম্মসমূহ দূবীভূত হয, শোধক ধর্ম্মসমূহ পবিবর্দ্ধিত হয, এই জন্মেই প্রজ্ঞাব পূর্ণতা ও বিপুলতা স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিযা বিহাব সম্ভব হয, হে আবুস! ঐ স্থূল শবীব কি?" এইবূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব ঃ "এই শবীবই সেই স্থূল শবীব যাহার পবিগ্রহেব নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান কবি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে সংক্লেশিক ধর্ম্মসমূহ দূরীভূত হয···সম্ভব হয।"

৪৪। 'পোট্‌ঠপাদ অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পাবে ঃ "যে মনোময শবীবেব নিবা॰ণার্থ আপনি উপদেশ দান করেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে···সম্ভব হয, হে আবুস। ঐ মনোময শবীর কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব ঃ "ইহাই সেই মনোময শবীব যাহাব নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান কবি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে···সম্ভব হয।"

৪৫। পোট্‌টপাদ অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে ঃ "যে অবূপ শবীবেব নিবাবণার্থ আপনি উপদেশ দান কবেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ·সম্ভব হয, হে আবুস। ঐ অবূপ শবীব কি?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব ঃ "ইহাই সেই অবূপ শবীব যাহাব নিবাবণার্থ আমি উপদেশ দান কবি, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ··সম্ভব হয়।"

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি কিবূপ মনে কর? এবূপ হইলে কথিত বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?'

'অবশ্যই, ভন্তে, ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

৪৬। 'পোট্‌ঠপাদ, কোন পুবুষ প্রাসাদে আবোহণার্থ উহার নিম্নদেশে সোপান নির্ম্মাণ কবিল। জনগণ তাহাকে কহিল ঃ "হে পুবুষ যে প্রাসাদে আবোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ কবিতেছ, ঐ প্রাসাদ পূর্ব্বে অথবা দক্ষিণে অথবা পশ্চিমে অথবা উত্তবে, উহা উচ্চ বা নীচ বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি?" সে উত্তব কবিল ঃ "ইহাই সেই প্রাসাদ যাহাতে আরোহণার্থ উহাব নিম্নে আমি সোপান নির্ম্মাণ কবিতেছি।" পোট্‌ঠপাদ, তুমি কিরূপ মনে কব? এবূপ হইলে সেই পুবুষেব বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?

'অবশ্যই ভন্তে, এরূপ হইলে সেই পুবুষেব বাক্য সুপ্রতিষ্ঠিত।'

৪৭। 'এই বূপেই, পোট্‌ঠপাদ, অপবে আমাকে জিজ্ঞাসা কবিতে পাবে ঃ "যে স্থূল · সম্ভব হয।" (৫৩—৪৫) সং পদচ্ছেদ পুনবাবৃত্ত হইযাছে)।

'পোট্‌ঠপাদ, তুমি কিবূপ মনে কব? এবূপ হইলে কথিত বাক্য কি সুপ্রতিষ্ঠিত নহে?'

অবশ্যই, ভন্তে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত।'

৪৮। এইবূপ কথিত হইলে হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত ভগবানকে কহিলেন ঃ

'ভন্তে, যখন স্থূল শরীর পরিগ্রহ হয, তখন মনোময শরীর পরিগ্রহ এবং অরূপ শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয। তখন স্থূল শরীর পরিগ্রহই পুরুষের পক্ষে সত্য হয। যখন মনোময শরীর পরিগ্রহ হয, তখন স্থূল শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয, অরূপ শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হয। মনোময শরীর পরিগ্রহই তখন পুরুষের পক্ষে সত্য হয। যখন অরূপ শরীর-পরিগ্রহ হয়, তখন স্থূল শরীর-পরিগ্রহ মিথ্যা হয, মনোময শরীর-পরিগ্রহ মিথ্যা হয; তখন অরূপ শরীর পরিগ্রহই পুরুষের পক্ষে সত্য হয।'

৪৯। 'চিত্ত, যে সময স্থূল শরীর-পরিগ্রহ হয, এই সময উহা মনোময শরীর-পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয় না, অরূপ শরীর-পরিগ্রহের স্তর-ভুক্ত হয না। উহা তখন স্থূল শরীর পরিগ্রহ রূপেই জ্ঞাত হয। সে সময মনোময শরীর-পরিগ্রহ হয, ঐ সময উহা স্থূল শরীর পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয না, অরূপ শরীর-পরিগ্রহের স্তরভুক্ত হয না। উহা তখন মনোময শরীর পরিগ্রহ রূপেই জ্ঞাত হয। যে সময অরূপ শরীর পরিগ্রহ হয, ঐ সময উহা স্থূল শরীর-পরিগ্রহের স্তর ভুক্ত হয না, মনোময শরীরের স্তরভুক্ত হয না। উহা তখন অরূপ শরীর পরিগ্রহ রূপেই জ্ঞাত হয। চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে: "তুমি অতীতে ছিলে কি না? ভবিষ্যতে তুমি হইবে কি না? তুমি এখন আছ কি না?" চিত্ত, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কি উত্তর দিবে?'

'ভন্তে, এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি এইরূপ কহিব: "আমি অতীতে ছিলাম, আমি যে ছিলাম না তাহা নহে: আমি ভবিষ্যতে হইব, আমি যে হইব না তাহা নহে, এক্ষণে আমি আছি, আমি যে নাই তাহা নহে।"

৫০। 'চিত্ত, যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে: "তোমার যে অতীতের শরীর গ্রহণ, তাহাই কি সত্য? ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান শরীর গ্রহণ মিথ্যা? তোমার যে ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ, তাহাই কি সত্য? অতীত এবং বর্ত্তমান শরীর গ্রহণ মিথ্যা? তোমার যে এই ক্ষণকার বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ, তাহাই কি সত্য? অতীত এবং ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা?" চিত্ত, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে তুমি কি উত্তর দিবে?'

'ভন্তে এইরূপ জিজ্ঞাসিপ হইলে আমি কহিব, "আমার যে অতীতের শরীর পরিগ্রহ, তাহা যে সময আমি ছিলাম, ঐ সময সত্য ছিল, ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা ছিল। আমার যে ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ,

তাহা, যে সময় আমি হইব, ঐ সময় সত্য হইবে, অতীত এবং বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা হইবে। আমার যে এই ক্ষণকার বর্ত্তমান শরীর পরিগ্রহ উহাই এক্ষণে সত্য। অতীত ও ভবিষ্যত শরীর পরিগ্রহ মিথ্যা।" আমি এই রূপেই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিব।'

৫১। 'এইরূপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পরিগ্রহের কোন একটি চলিতেছে, তখন উহা অপর দুইটির কোনটিরই স্তরভুক্ত হয় না।

৫২। 'চিত্ত, যেরূপ গাভী হইতে দুধ, দুধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃত-মণ্ড, যে সময় দুগ্ধ থাকে, ঐ সময় উহা দধিও নহে, নবনীতও নহে. ঘৃতও নহে, ঘৃত-মণ্ডও নহে, ঐ সময় দুগ্ধই উহার সংজ্ঞা। যে সময় দধি হয়···নবনীত হয়··· ঘৃত হয়· ঘৃত-মণ্ড হয় তখন উহা দুগ্ধ পদবাচ্য নহে, দধি পদবাচ্য নহে, নবনীত পদবাচ্য নহে, ঘৃত পদবাচ্য নহে, তখন ঘৃত-মণ্ডই উহার সংজ্ঞা।

৫৩। এইরূপেই, চিত্ত, যখন উক্ত ত্রিবিধ শরীর পরিগ্রহের কোন একটি চলিতেছে, তখন উহা অপর দুইটির কোনটিরই সংজ্ঞাভুক্ত হয় না। চিত্ত, এই সকল লৌকিক সংজ্ঞা, লৌকিক নিরুক্তি, লৌকিক ব্যবহার, লৌকিক প্রজ্ঞপ্তি। তথাগত নির্লিপ্ত হইয়া উহাদের ব্যবহার করেন।'

৫৪। এইরূপ উক্ত হইলে পোট্‌ঠপাদ পরিব্রাজক ভগবানকে কহিলেন ঃ

'ভন্তে, অতি উত্তম, অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেই রূপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। ভন্তে, আমি ভগবানের শরণ লইতেছি। ধর্ম্মের ও ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ লইতেছি অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত ভগবান আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।'

৫৫। কিন্তু হস্তী-আচার্য্য-পুত্র চিত্ত ভগবানকে কহিলেন ঃ

'ভন্তে অতি উত্তম···শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লইবার বাসনা করি।'

৫৬। হস্তী-আচার্য্য পুত্র চিত্ত ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। অতঃপর নবদীক্ষিত আয়ুষ্মান হস্তী আচার্য্যপুত্র চিত্ত নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ

পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই উহার পূর্ণতা সাধন করিলেন ঃ 'জন্মের ধ্বংস হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এই জীবনে করণীয় আর কিছুই নাই,' ইহা জ্ঞাত হইয়া আয়ুষ্মান চিত্ত অর্হতদিগের অন্যতম হইলেন।

। পোট্‌ঠপাদ সূত্র সমাপ্ত ।

শুভ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রে এবং শ্রামণ্য ফল সূত্রে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। পার্থক্য এই মাত্র যে, শ্রামণ্য ফল সূত্রে উক্ত শ্রামণ্যের ফলরূপে মানসিক অবস্থাগুলি বর্ত্তমান সূত্রে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ এবং প্রজ্ঞাস্কন্ধ কথিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সূত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত চারি ধ্যান (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান) সমাধির অন্তর্গত। কিন্তু ঐ চারি ধ্যান ব্যতীত অপরাপর গুণও সমাধির অন্তর্গত, যথা—

ইন্দ্রিয় দ্বার সমূহের রক্ষণ,

স্মৃতি ও ধৃতি,

সন্তুষ্টি,

চিত্তের পঞ্চ নীবরণের পরিহার।

ধ্যান ও সমাধির মধ্যে যে সম্বন্ধ, প্রধানতঃ তাহাই প্রদর্শনের জন্য বর্ত্তমান সূত্র একটি পৃথক সূত্ররূপে সংগৃহীত হইয়াছে।

১০। শুভ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। ভগবানের পরিনির্ব্বাণের অল্পকাল পরে কোন সময় আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তিস্থিত অনাথপিণ্ডিকের জেতবন আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় তোদেয্য[১]-পুত্র তরুণ শুভ কর্ম্ম-বশতঃ শ্রাবস্তিতে বাস করিতেছিলেন।

২। তরুণ শুভ অপর এক যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: 'এস, যুবক, শ্রমণ আনন্দের নিকট গমন করিয়া আমার নামে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিও এবং কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে আসিবার, জন্য তাঁহাকে কহিও।'

৩। যুবক উত্তরে 'উত্তম' কহিয়া আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গমন

১। তুদি নামক স্থানের অধিবাসী। ঐ স্থান শ্রাবস্তির নিকটে স্থিত। উহা এক্ষণে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত।

পূর্ব্বক তাঁহাব সহিত চিত্তবঞ্জক প্রীত্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। এইবূপে উপবিষ্ট হইয়া যুবক আযুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'তোদেয্য-পুত্র তবুণ শুভ পূজ্য আনন্দেব কুশল জিজ্ঞাসা কবিযাছেন এবং কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাব গৃহে আগমনেব জন্য আনন্দকে অনুবোধ কবিযাছেন।'

৪। এইবূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ সেই যুবককে কহিলেন ঃ

'হে যুবক, এখন সময নয, আজ আমি ঔষধ সেবন কবিযাছি। অবস্থা এবং অবসব বুঝিযা আগামী কল্য আমার যাওযা সম্ভব হইতে পাবে।'

তদনন্তব সেই যুবক আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক শুভেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। তিনি আরও কহিলেন যে আনন্দ যাহা জ্ঞাপন কবিযাছেন তাহাই পর্য্যাপ্ত, কাবণ তিনি আগামী দিবসে আসিতে স্বীকৃত হইযাছেন।

৫। অনন্তব আয়ুষ্মান আনন্দ সেই বাত্রিব অবসানে প্রাতঃকালীন বস্ত্র পবিহিত হইযা পাত্র ও চীবব গ্রহণ পূর্ব্বক চেতিয দেশাগত জনৈক ভিক্ষুকে পশ্চাৎ-শ্রমণ বূপে সমভিব্যাহাবে লইযা শুভেব আবাসে গমন কবিলেন ও তথায নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। শুভ তাঁহাব সমীপে আগত হইযা তাঁহাব সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যেব বিনিমযান্তে এক প্রান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। পবে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ, আপনি দীর্ঘকাল গোতমেব সেবা কবিয়াছেন, অনুক্ষণ তাঁহাব নিকটে অবস্থান কবিযাছেন, সর্ব্বদা তাঁহাব সঙ্গ অনুসরণ কবিয়াছেন। ভগবান গোতম যে ধর্ম্মেব প্রশংসা কবিতেন, যাহা আশ্রয কবিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত কবিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট

শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা

কবাইতেন, প্রতিষ্ঠিত কবিতেন, পূজ্য আনন্দ সেই ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন। আনন্দ, ঐ ধর্ম্ম কি?'

৬। 'হে যুবক, ভগবান তিন ধর্ম্মস্কন্ধেব প্রশংসা কবিতেন, যাহা আশ্রয় কবিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত কবিতেন যাহাতে তিনি

তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ঐ তিন স্কন্ধ কি কি ? আর্য্য শীলস্কন্ধ, আর্য্য সমাধি স্কন্ধ, আর্য প্রজ্ঞা স্কন্ধ। হে যুবক, ভগবান এই তিন স্কন্ধের প্রশংসাবাদী ছিলেন, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে…প্রতিষ্ঠিত করিতেন।'

'আনন্দ, পূজ্য গোতম প্রশংসিত ঐ আর্য্য শীলস্কন্ধ কি ?

৭। 'হে যুবক, মনে কর জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হত, সম্যক সম্বুদ্ধ · হে যুবক, ভিক্ষু এই রূপেই শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০—৬৩ দ্রষ্টব্য]

৮। 'হে যুবক, ইহাই ভগবান প্রশংসিত আর্য্য শীলস্কন্ধ, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহা-দিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। কিন্তু ইহার পরও করণীয় আছে।'

'হে আনন্দ আশ্চর্য্য! হে আনন্দ, অদ্ভুত! হে আনন্দ, এই আর্য্য শীলস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে ; এরূপ পরিপূর্ণ শীলস্কন্ধ আমি এই ধর্ম্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখি না। হে আনন্দ, এইরূপ পরিপূর্ণ আর্য্য শীলস্কন্ধ যদি এই ধর্ম্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক আপনার মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা উহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন : "ইহাই পর্য্যাপ্ত, যাহা সম্পাদন করিয়াছি তাহাতেই শ্রামণ্যের লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছি, অপর কিছুই করণীয় নাই, অথচ আনন্দ কহিতেছেন : "ইহার পরও করণীয় আছে।'

। শুভ সূত্রের প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। 'হে আনন্দ, ভগবান প্রশংসিত সেই আর্য্য সমাধিস্কন্ধ কি ?—যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন ?

'হে যুবক, ভিক্ষু কি প্রকারে রক্ষিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন ?…তাঁহার দেহের কোন অংশই বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৬৪—৭৬ দ্রষ্টব্য]।

২। 'হে যুবক, ভিক্ষু যখন কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম

-হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক, সবিচাব, বিবেকজ প্রীতি-সুখ-মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ কবিয়া বিহাব কবেন, তখন তিনি এই দেহকে বিবেকজ প্রীতি-সুখ দ্বাবা প্লাবিত কবেন, সিক্ত কবেন, পবিপূর্ণ কবেন, পরিস্ফুবিত কবেন, তাঁহাব দেহেব কোন অংশই বিবেকজ প্রীতিসুখ দ্বারা অব্যাপ্ত থাকে না। ইহাই সমাধিস্কন্ধ।

৩। 'পুনশ্চ, যুবক, ভিক্ষু বিতর্ক বিচাবেব অব্যাপ্ত থাকে না।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রেব পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৭—৭৮] ইহাও সমাধিস্কন্ধ।

৪। 'পুনশ্চ, যুবক, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন কবিয়া উপেক্ষা সম্পন্ন…অব্যাপ্ত থাকে না।

[শ্রামণ্য ফল সূত্রের পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৯—৮২] ইহাও সমাধিস্কন্ধ।

৫। 'হে যুবক, ইহাই সেই আর্য্য সমাধিস্কন্ধ যাহা ভগবান কর্ত্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় কবিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত কবিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কবাইতেন, প্রতিষ্ঠিত কবিতেন। কিন্তু ইহাব পবও কবণীয় আছে।

'হে আনন্দ, আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! ঐ আর্য্য শীলস্কন্ধ পবিপূর্ণ… ইহাব পবও কবণীয় আছে।'

৬। পরন্তু, হে আনন্দ, সেই আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ কি যাহা ভগবান কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইত, যাহা আশ্রয় কবিবাব জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত কবিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট কবাইতেন, প্রতিষ্ঠিত কবিতেন?'

'এইরূপে চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পর্য্যাবদাত…প্রতিবদ্ধ।

(শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩, ৮৪)

৭। 'হে যুবক, ভিক্ষু যখন চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ, পর্য্যাবদাত, অনঙ্গণ, উপক্লেশ-বিগত, মৃদুভূত, কমনীয, স্থিত, অনেক অবস্থায জ্ঞানদর্শনেব অভিমুখে চিত্তকে নমিত কবেন, তখন তিনি এই জ্ঞান লাভ কবেন: "আমাব এই কায প্রতিবদ্ধ।"

[শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩ দ্রষ্টব্য] ইহাই প্রজ্ঞা।

৮। 'এইরূপে চিত্তেব সেই সমাহিত সর্ব্বেন্দ্রিযযুক্ত কায নির্ম্মাণ কবেন। [শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৮৫ দ্রষ্টব্য] ইহাও প্রজ্ঞা।

৯। 'চিত্তের সেই সমাহিত পুনর্জন্ম আব নাই, ইহা তিনি জানিতে পাবেন।

[শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৭-৯৮] ইহাও প্রজ্ঞা।

১০। 'হে যুবক, ইহাই সেই আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ, যাহা ভগবান কর্ত্তৃক প্রশংসিত, যাহা আশ্রয় করিবার জন্য তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করিতেন, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইতেন, প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ইহার পর করণীয় আর কিছুই নাই।'

'হে আনন্দ, আশ্চর্য্য! হে আনন্দ, অদ্ভুত। হে আনন্দ, এই আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ পরিপূর্ণ, অপরিপূর্ণ নহে, হে আনন্দ এইরূপে পরিপূর্ণ আর্য্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ আমি এই ধর্ম্মের বাহিরে অন্য শ্রমণ ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখি না। ইহার পর করণীয় আর কিছুই নাই। হে আনন্দ, উত্তম। উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সে রূপই পূজ্য আনন্দ অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। হে আনন্দ, আমি ভগবান গৌতমের শরণ লইতেছি, ধর্ম্মের শরণ লইতেছি, ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। অদ্য হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত পূজ্য আনন্দ আমাকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুন।'

। শুভ সূত্র সমাপ্ত ।

কেবদ্ধ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

এই সূত্রে অলৌকিক ঘটনাব উৎপাদন শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইযাছে। বুদ্ধকে অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা প্রদর্শনেব জন্য অনুবোধ কবা হইলে বুদ্ধ উত্তব কবিলেন যে, ঐ সকল শক্তির কোন মূল্য নাই। গান্ধাবী, মণিক ইত্যাদি বিদ্যাব দ্বাবা যে কোন পুরুষেব পক্ষে ঐ সকল শক্তি লাভ সম্ভব হইতে পাবে। কিন্তু যে শিক্ষা দ্বাবা পুরুষ উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে গমন কবিযা অবহতে পবিণত হয়, ঐ শিক্ষা অপেক্ষা বৃহত্তব বিস্ময় আব নাই।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ একটি আখ্যান বিবৃত করিলেন। একজন ভিক্ষু ঋদ্ধি বলে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তবে গমন পূর্ব্বক বিভিন্ন দেবগণকে প্রশ্ন কবিলেন ঃ—

চাবি মহাভূত—পৃথিবীধাতু, অপধাতু, তেজধাতু,
বাযুধাতু, কোথায় নিঃশেষে নিবুদ্ধ হয ?

দেবতাগণেব কেহই তাঁহার প্রশ্নের উত্তব দিতে সমর্থ হইলেন না। মহাব্রহ্মা সর্ব্বশেষে ভিক্ষুকে কহিলেন যে, একমাত্র বুদ্ধই তাঁহাব এই প্রশ্নেব উত্তব দিতে সক্ষম। ভিক্ষু তখন বুদ্ধেব নিকট গিযা তাঁহাকে ঐ প্রশ্ন কবিলেন। বুদ্ধ ঐ প্রশ্নেব মীমাংসাকালে প্রথমে কহিলেন যে, প্রশ্নটি এইবূপ ভাবে কবা উচিত ঃ—

চাবি মহাভূত কোথায স্থিত হয় না ?
নাম ও বূপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় ?

উত্তব হইল ঃ—

যে বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত অপধাতু, পৃথিবীধাতু, তেজ
ও বাযু ধাতু তাহাতে স্থিত হয না।
এই স্থানেই নাম ও বূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয, বিজ্ঞানেব
নিবোধে ইহাবাও বিলুপ্ত হয।

অবহতেব বিজ্ঞানই ঐ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানেব নিবোধেব সহিত চাবি মহাভূত সহ পুরুষেবও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয।

"বন্ধুগণ, আমি তোমাদিগকে সত্যই কহিতেছি—নশ্বব, চাবি হস্ত

পরিমিত কিন্তু আত্মবোধী ও মনঃ সংযুক্ত এই যে দেহ ইহারই মধ্যে জগত স্থিত, ইহারই মধ্যে উহার বৃদ্ধি ও ক্ষয় এবং ইহাতেই উহার বিলুপ্তি।" (অঙ্গুত্তর নিকায়) উপযুক্ত আখ্যানের মর্ম্ম এই যে, প্রথমতঃ দেবতাগণের উপর নির্ভর করা ভ্রম, দ্বিতীয়তঃ ঋদ্ধিবল অকিঞ্চিৎকর।

১১। কেবদ্ধ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময় ভগবান নালন্দায় পাবারিকের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় গৃহপতি পুত্র কেবদ্ধ ভগবানের সমীপে উপগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে কেবদ্ধ ভগবানকে কহিলেন ঃ

'ভন্তে, এই নালন্দা সমৃদ্ধিশালী, ঐশ্বর্য সম্পন্ন এবং ভগবানে অনুরক্ত জনবহুল। ভগবান কৃপা পূর্ব্বক অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শনের জন্য কোন ভিক্ষুকে আদেশ করুন। এইরূপ করিলে নালন্দা অধিকতর রূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হইবে।'

এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান গৃহপতি পুত্র কেবদ্ধকে কহিলেন ঃ 'কেবদ্ধ আমি ভিক্ষুদিগকে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিই না—"ভিক্ষুগণ, তোমরা শুভ্র বসন পরিহিত গৃহীদিগের নিকট ঋদ্ধি প্রদর্শন কর।"

২। দ্বিতীয়বার কেবদ্ধ ভগবানকে কহিলেন ঃ

'ভগবানের বিরক্তির উৎপাদন আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু আমি কহিতেছি ঃ "এই নালন্দা সমৃদ্ধিশালী অনুরক্ত হইবে।"

দ্বিতীয়বারও ভগবান কেবদ্ধকে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিলেন।

৩। তৃতীয়বার কেবদ্ধ ভগবানকে পূর্ব্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন। 'কেবদ্ধ, ত্রিবিদ্ধ প্রাতিহার্য্য আছে যাহা স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও সাক্ষাত করিয়া আমি প্রকাশ করিয়াছি। ঐ তিন প্রাতিহার্য্য কি কি? ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য, আদেশনা প্রাতিহার্য্য, অনুশাসণী প্রাতিহার্য্য।

৪। 'কেবদ্ধ, ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য্য কি? ভিক্ষু অনেকবিধ ঋদ্ধি সম্পন্ন হন, —এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন, বহু হইয়াও একে পরিণত হন। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বতের অপর পারে অবাধে গমন করেন, জলে উন্মজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মজ্জন নিমজ্জন করেন, ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না

করিয়া জলের উপর গমন করেন, পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে ভ্রমণ করেন, মহা পরাক্রমশালী মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দ্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ঐ সকল ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৫। 'সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটি কোন এক শ্রদ্ধাহীন প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন ঃ "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহাঋদ্ধি, মহাবল। আমি সত্যই সেই ভিক্ষুকে বহুবিধ ঋদ্ধি সম্পাদন করিতে দেখিলাম—যথা এক হওয়াও বহুতে পরিণত হওয়া, ··· সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন।" শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি তাহাকে কহিল ঃ "গান্ধারী নামে এক বিদ্যা আছে। উহারই সাহায্যে ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি সম্পাদন করেন। এক হইয়াও বহুতে পরিণত হন ··· সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন।" কেবদ্ধ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইরূপ কহিতে পারে না?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব।'

'কেবদ্ধ, ঋদ্ধি-প্রাতিহার্য্যের এই দোষ দেখিয়া আমি উহাতে বিরক্ত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু।

৬। 'কেবদ্ধ, আদেশনা প্রাতিহার্য্য কি? ভিক্ষু সত্ত্বগণের, মনুষ্যগণের, চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করেন ঃ "এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন মগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।" কোন শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে ঐ ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে দেখিলেন।

৭। 'সেই শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ঘটনাটি কোন এক শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলেন ঃ "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, শ্রমণের এই মহাঋদ্ধি, মহাবল! আমি সত্যই সেই ভিক্ষুকে সত্ত্বগণের মনুষ্যগণের চিত্ত, চেতসিক, বিতর্ক এবং বিচার উদ্ঘাটন করিতে দেখিলাম—"এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন লগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার" শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিটি তাঁহাকে কহিল ঃ "মণিক নামে এক বিদ্যা আছে। উহারই সাহায্যে ভিক্ষু সত্ত্বগণের মনুষ্যগণের চিত্ত, চেতসিক ··· এইরূপ তোমার মন, এই এই বিষয়ে তোমার মন মগ্ন, তোমার চিত্ত এই প্রকার।" কেবদ্ধ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন-চিত্ত ব্যক্তিটি শ্রদ্ধাবান প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিকে কি এইরূপ কহিতে পারে না?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব।'

'কেবদ্ধ, আদেশনা প্রাতিহার্য্যের এই দোষ দেখিযা আমি উহাতে বিবক্ত, উহা আমার নিকট লজ্জা ও ঘৃণাব বস্তু।

৮। 'কেবদ্ধ, অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কি? ভিক্ষু এইরূপ অনুশাসন কবেনঃ "এইরূপ বিতর্ক কবিবে, এইরূপ বিতর্ক কবিবে না; এইরূপ মনস্কাব কবিবে, এরূপ মনস্কাব কবিবে না, ইহাব পবিহাব কবিবে, ইহা স্বীকাব কবিবে" কেবদ্ধ, ইহাই অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য।

৯। 'পুনশ্চ, কেবদ্ধ, জগতে তথাগতেব আবির্ভাব হইযাছে, যিনি অবহত, সম্যক সম্বুদ্ধ ইত্যাদি · [শ্রামণ্য ফল সূত্র, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৪০—৭৪ দ্রষ্টব্য]।

১০। 'আপনাতে এই পঞ্চ নীবরণ প্রহীন, দেখিযা অব্যাপ্ত থাকে না। [শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৫]।

১১। 'কেবদ্ধ, যেরূপ কোন দক্ষ স্নাপক অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৭৬) কেবদ্ধ ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয।

১২। ··· চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিয়া বিবাজ করেন · ·। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮১—৮২) কেবদ্ধ, ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয।

১৩। 'এইরূপে চিত্তেব সেই সমাহিত, পবিশুদ্ধ চিত্তকে নমিত কবেন · (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮৩) কেবদ্ধ, ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয।

১৪। '··· পুনর্জন্ম আব নাই, ইহা তিনি জানিতে পাবেন। (শ্রামণ্য ফলসূত্র—পদচ্ছেদ সংখ্যা ৯৭) ইহাও অনুশাসনী প্রাতিহার্য্য কথিত হয।

১৫। 'কেবদ্ধ, এই তিন প্রাতিহার্য্য আমি স্বযং জানিয়া ও সাক্ষাত কবিযা প্রকাশ কবিযাছি। কেবদ্ধ, পূর্বে এই ভিক্ষু সঙ্ঘেই জনৈক ভিক্ষুর চিত্তে এইরূপ পবিবিতর্কেব উদয হইযাছিল, "চারি মহাভূত—পৃথিবী ধাতু, অপ ধাতু, তেজ ধাতু, বাযু ধাতু—কোথাও নিঃশেষে নিবুদ্ধ হয?" অনন্তব কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তেব ঐ সমাহিত অবস্থায দেবলোকে গমনেব মার্গ তাঁহাব নিকট প্রকট হইল।

১৬। 'তৎপবে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু চাতুর্ম্মহাবাজিক দেবগণেব নিকট গমন-

পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ "আবুস, চারি মহাভূত—পৃথিবী ধাতু, অপ্ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ু ধাতু—কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয ?"

'কেবদ্ধ, এইরূপ কথিত হইলে চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণ সেই ভিক্ষুকে কহিলেন ঃ "হে ভিক্ষু ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয তাহা আমবাও জানি না। কিন্তু আমাদিগেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত চাবি মহারাজা আছেন। তাঁহারা উক্ত চাবি মহাভূতেব নিঃশেষ নিবোধেব স্থান অবগত হইবেন।"

১৭। 'তৎপবে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু সেই চারি মহাবাজার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'কেবদ্ধ, এইবূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই চারি মহারাজা ভিক্ষুকে কহিলেন ঃ হে ভিক্ষু ঐ চাবি মহাভূত কোথায নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমরাও জানি না। কিন্তু, ভিক্ষু, ত্রয়ত্রিংশ দেবগণ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তাঁহাবা উক্ত চাবি মহাভূতেব নিঃশেষ নিবোধের স্থান অবগত হইবেন।

১৮। 'অনন্তব, কেবদ্ধ, ভিক্ষু ত্রযত্রিংশ দেবগণেব নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন ঃ

'তাঁহাবা ভিক্ষুকে কহিলেন ঃ "হে ভিক্ষু, ঐ চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা আমবাও জানি না। কিন্তু দেবরাজ শক্র আমাদিগেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি উক্ত চারি মহাভূতেব নিঃশেষ নিবোধেব স্থান অবগত হইবেন।"

১৯। 'কেবদ্ধ, তৎপবে ভিক্ষু দেববাজ শক্রেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূর্ব্ববিধ প্রশ্ন কবিলেন। শক্রও প্রশ্নেব উত্তর দানে স্বীয় অসামর্থ জ্ঞাপন কবিয়া ভিক্ষুকে যাম দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ কবিলেন।

২০। 'ভিক্ষু যাম দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাবাও উত্তব দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সুযাম দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২১। 'ভিক্ষু সুযামেব নিকট গমন করিযা তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলে তিনিও উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে তুষিত দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২২। 'তদনন্তর, কেবদ্ধ, ভিক্ষু তুষিত দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিবেন।

দেবগণ

'তুষিত দেবগণও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে সন্তুষিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৩। 'তৎপরে, কেবদ্ধ, ভিক্ষু সন্তুসিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন। তিনি স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষুকে নির্ম্মাণরতি দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৪। 'ভিক্ষু নির্ম্মাণরতি দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও অপর দেবগণের ন্যায় উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে সুনির্ম্মিত নামক দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৫। 'তৎপরে ভিক্ষু সুনির্ম্মিত দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তিনিও প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৬। 'ভিক্ষু পরনির্ম্মিত-বশবর্ত্তী দেবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক তথায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারা উত্তর দানে অক্ষম হইয়া ভিক্ষুকে বশবর্ত্তী দেবপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৭। 'ভিক্ষু বশবর্ত্তী দেবপুত্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

'বশবর্ত্তী দেবপুত্রও স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া ভিক্ষুকে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের নিকট প্রেরণ করিলেন।

২৮। 'অতঃপর, কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু এরূপ সমাধি প্রাপ্ত হইলেন যে চিত্তের ঐ সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মলোকে গমনের মার্গ তাঁহার নিকট প্রকট হইল। তৎপরে ভিক্ষু ব্রহ্মকায়িক দেবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

'সেই দেবগণ প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ভিক্ষুকে কহিলেন: "হে ভিক্ষু, ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, যিনি বিজয়ী, অপরাজিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্ব শক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—

আছেন। তিনি আমাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হইবেন।

"আবুস, সেই মহাব্রহ্মা এক্ষণে কোথায ?"

"হে ভিক্ষু, সেই ব্রহ্মা যে কোথায আছেন, কেন আছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা আমবাও অবগত নহি। কিন্তু, ভিক্ষু, যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হয, আলোকেব উদ্ভব হয, আভাব বিবাশ হয, তখন ব্রহ্মা প্রকট হইবেন। জ্ঞানলোকেব উদ্ভব এবং আভাব বিকাশ ব্রহ্মাব প্রকাশেব পূর্ব্ব লক্ষণ।"

২৯। 'তদনন্তব, কেবদ্ধ, অচিবে মহাব্রহ্মাব আবির্ভাব হইল। ভিক্ষু মহাব্রহ্মাব সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন কবিলেন।

'মহাব্রহ্মা ভিক্ষুকে কহিলেন: 'হে ভিক্ষু, আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজয়ী, অপবাজিত সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বব, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা শ্রেষ্ঠ-স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যেব শক্তিমান পিতা।"

৩০। ভিক্ষু উত্তব কবিলেন: "আবুস, আপনি যেবূপভাবে নিজেব বর্ণনা কবিলেন, ঐ বর্ণনা আপনার প্রতি যথার্থই প্রযোজ্য কি না তাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কবি নাই। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কবিতেছি চারি মহাভূত কোথায নিঃশেষে নিবৃদ্ধ হয ?"

'মহাব্রহ্মা পুনবায ভিক্ষুকে পূর্ব্বেবই ন্যায উত্তব দিলেন।

৩১। 'তৃতীয বাব ভিক্ষু মহাব্রহ্মাকে পূর্ব্বের ন্যায প্রশ্ন কবিলেন।

'তদনন্তব মহাব্রহ্মা ভিক্ষুব বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে একপ্রান্তে লইযা গিযা কহিলেন: "হে ভিক্ষু, ব্রহ্মকাযিক দেবগণেব ধাবণা যে এমন কিছুই নাই যাহা ব্রহ্মাব অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত। সেই হেতু তাহাদিগেব সম্মুখে আমি কিছুই কহি নাই। চাবি মহাভূতের নিঃশেষ নিবোধেব স্থান আমিও অবগত নহি। অতএব হে ভিক্ষু, ইহা তোমাবই দোষ, তোমাবই অপবাধ, যে তুমি ভগবানের নিকট না গিযা এই প্রশ্নেব উত্তবের জন্য অপবেব নিকট গমন কবিযাছ। যাও, ভগবানেব নিকট গমন কবিযা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কব, তিনি যেবূপ কহিবেন সেইবূপই গ্রহণ কবিবে।"

৩২। 'তৎপরে, কেবদ্ধ, সেই ভিক্ষু বলবান পুবুষ যেবূপ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবেন, অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কবেন, সেইবূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইযা আমাব নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। পবে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা

কহিলেন ঃ "ভন্তে, এই চারি মহাভূত —পৃথিবী ধাতু, অপ্ ধাতু, তেজ ধাতু, বায়ুধাতু—কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় ?"

৩৩। 'কেবদ্ধ, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি সেই ভিক্ষুকে কহিলাম ঃ "হে ভিক্ষু, পূর্ব্বকালে সামুদ্রিক বণিকগণ তীরদর্শী পক্ষী সঙ্গে লইয়া পোতারোহণে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। পোত হইতে তীরভূমি অদৃশ্য হইলে তাঁহারা তীরদর্শী পক্ষী মুক্ত করিতেন। পক্ষী পূর্ব্বদিকে যাইত, পশ্চিম দিকে যাইত, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে যাইত, উর্দ্ধ ও অনুদিকে যাইত। যদি কোন দিকে সে তীর দর্শন করিত, সেই দিকেই যাইত। যদি তীর দর্শন না করিত, পোতে প্রত্যাগমন করিত। 'এইরূপেই, ভিক্ষু, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তুমি এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আমারই সমীপে আগমন করিয়াছ। প্রশ্নটি তুমি যেরূপ ভাবে করিয়াছ সেরূপ ভাবে করিতে নাই। চারি মহাভূত কোথায় নিঃশেষে নিরুদ্ধ হয় তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল ঃ

"অপ ধাতু, পৃথিবী ধাতু, তেজ ও বায় ধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল শুভ ও অশুভ কোথায় স্থিত হয় না ?

নাম ও রূপ কোথায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় ?

উহার উত্তর এই ঃ

"যে বিজ্ঞান অনিদর্শন, অনন্ত, যাহা সর্ব্বদিক হইতে সুগম—অপ ধাতু, পৃথিবী ধাতু, তেজ ও বায় ধাতু, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, অণু ও স্থূল, শুভ অশুভ তাহাতে স্থিত হয় না, এই স্থানেই নাম ও রূপ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বিজ্ঞানের নিরোধে ইহারাও বিলুপ্ত হয়।"

ভগবান এইরূপ কহিলেন। গৃহপতি পুত্র কেবদ্ধ হৃষ্টমনা হইয়া কথিত বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। কেবদ্ধ সূত্র সমাপ্ত।

লোহিচ্চ সূত্রের পূর্ব্বাভাব

এই সূত্রে কে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সেই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ লোহিচ্চ মনে করিতেন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও তাহা অপরের নিকট প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাহা নিরর্থক, যেহেতু একে অন্যের কিছুই করিতে পারে না।

বুদ্ধ লোহিচ্চকে তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ত্রিবিধ নিন্দার্হ শিক্ষকের বর্ণনা করিয়া পরিশেষে জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক কে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। যে শিক্ষকের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া শিক্ষার্থী জ্ঞানের উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান লাভান্তে অবিদ্যামুক্ত হইয়া তাঁহার আর পুনর্জন্ম নাই এইরূপ অনুভূতি লাভ করেন, সেই শিক্ষকই জগতে অনিন্দ্য শিক্ষক।

১২। লোহিচ্চ সূত্র।

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সালবতিকায় উপস্থিত হইলেন। ঐ সময় লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকায় বাস করিতেছিলেন। ঐ জনাকীর্ণ তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন স্থান রাজদায় ব্রহ্মদেয়রূপে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

২। ঐ সময়ে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিলঃ "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে? অপরের নিকট প্রকাশ করিলে পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভধর্ম্ম কহি। একে অন্যের কি করিতে পারে?"

৩। লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ শুনিলেনঃ 'শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইয়া কোশল দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু-সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত সালবতিকায় উপস্থিত হইয়াছেন। সেই ভগবান গৌতমের সম্বন্ধে এইরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছেঃ "ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ অতুলনীয়,

দম্য-পুরুষ-সারথী, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবন্ত, ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাৎ দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া তিনি উপদিষ্ট করেন; তিনি ধর্ম্মের উপদেশ দান করেন—যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত; তিনি বিশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন, তাদৃশ অর্হতের দর্শন শুভজনক।”

৪। তৎপরে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ক্ষৌরকার ভেসিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: “মিত্র ভেসিক, এস, শ্রমণ গৌতমের নিকট গমন কর এবং তথায় আমার নাম করিয়া তাঁহার কুশল ও ক্ষেম জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার অন্নগ্রহণের জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিও।’

৫। ক্ষৌরকার ভেসিক ‘উত্তম’ কহিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভগবানের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় ভগবানকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান মৌন রহিয়া লোহিচ্চের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন।

লোহিচ্চের ভগবানকে নিমন্ত্রণ।

৬। তদনন্তর ক্ষৌরকার ভেসিক ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া লোহিচ্চ ব্রাহ্মণের সমীপে আগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন তাঁহার বার্ত্তা ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। অনন্তর লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সেই রাত্রির অবসানে স্বীয় আবাসে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষৌরকার ভেষিককে কহিলেন: ‘শ্রমণ গৌতমের নিকট গিয়া “অন্ন প্রস্তুত” কহিয়া তাঁহাকে ভোজনের কাল নিবেদন কর।’

ক্ষৌরকার ভেষিক সম্মতি সূচক “উত্তম” কহিয়া ভগবানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরে ভগবানকে ভোজনের কাল নিবেদন করিলেন। তৎপরে ভগবান পূর্ব্বাহ্নের বস্ত্র পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত সালবতিকায় গমন করিলেন।

৮। গমন সময়ে ক্ষৌরকার ভেষিক ভগবানের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি ভগবানকে কহিলেন:

'লোহিচ্চ ব্রাহ্মণেব এইব্‌প পাপদ্‌ষ্টি উৎপন্ন হইযাছেঃ "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপবেব নিকট প্রকাশ কবা উচিত নয। কাবণ একে অন্যেব কি কবিতে পাবে ? অপবেব নিকট প্রকাশ কবিলে প্‌বাতন বন্ধন ছিন্ন কবিয়া ন্‌তন বন্ধন স্‌ষ্টি কবাব ন্যায হইবে। সেইব্‌প আমি ইহাকে পাপ-লোভধর্ম্ম কহি। একে অন্যেব কি কবিতে পাবে ?" ভগবান ব্রাহ্মণকে অন্‌গ্রহ প্‌র্ব্বক এই পাপ দ্‌ষ্টি হইতে ম্‌ক্ত কব্‌ন।'

'হইতে পাবে, ভেসিক, তাহা হইতে পাবে।'

৯। 'তৎপবে ভগবান লোহিচ্চ ব্রাহ্মণেব আবাসে উপনীত হইযা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। লোহিচ্চ উত্তম উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পবিবেশন প্‌র্ব্বক ব্‌দ্ধপ্রম্‌খ ভিক্ষ্‌সংঘকে তৃপ্ত কবিলেন। তদনন্তেব লোহিচ্চ ভগবান আহাবান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপনীত কবিলে এক নিম্ন আসন গ্রহণ প্‌র্ব্বক একান্তে উপবেশন কবিলেন। ভগবান তাঁহাকে কহিলেনঃ

লোহিচ্চকে বুদ্ধের উপদেশ দান।

'লোহিচ্চ, সত্যই কি তোমাব এইব্‌প পাপদ্‌ষ্টি উৎপন্ন হইয়াছেঃ [এই স্থলে ভেসিক কর্ত্ত্‌ক কথিত দ্‌ষ্টি প্‌নবক্ত হইযাছে] ?'

'সত্য, গোতম।'

১০। লোহিচ্চ, তুমি কিব্‌প মনে কব ? তুমি কি সালবতিকাব অধিবাসী নহ ?'

'গোতম, আমি তাহাই বটে।'

'লোহিচ্চ, যদি কেহ এব্‌প কহেঃ "লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকাব প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকায উৎপন্ন দ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ কবিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না," তাহা হইলে যে ঐব্‌প কহিবে সে যাহাবা তোমাব পোষ্য তাহাদেব অনিষ্টকাবী হইবে, অথবা না ?

'হে গোতম, সে অনিষ্টকাবী হইবে।'

'অনিষ্টকাবী হইলে সে তাহাদেব হিতান্‌কম্পী হইবে অথবা অহিতান্‌কম্পী ?'

'অহিতান্‌কম্পী হইবে।'

'অহিতান্‌কম্পীব চিত্ত তাহাদেব প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্র্‌ভাবাপন্ন ?'

'শত্রুভাবাপন্ন হইবে।'

'শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যা দৃষ্টিব উৎপত্তি হয, অথবা সম্যক দৃষ্টির ?'

'মিথ্যা দৃষ্টিব উৎপত্তি হয।'

১১। 'লোহিচ্চ, তুমি কিবূপ মনে কব ? কাশী ও কোশল কি কোশলবাজ প্রসেনজিতেব অধিকৃত নহে ?–

'তাঁহাবই অধিকৃত।'

'যদি কেহ এবূপ কহে, কাশী ও কোশল কোশলবাজ প্রসেনজিতেব অধিকৃত, ঐ দুই দেশেব সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য প্রসেনজিৎ একাকী ভোগ কবিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না," তাহা হইলে যে ঐবূপ কহিবে সে যাহাবা কোশল বাজেব পোষ্য—তুমি এবং অপবে—তাহাদেব অনিষ্টকাবী হইবে, অথবা না ?

'অনিষ্টকাবী হইবে।'

'অনিষ্টকাবী হইলে সে তাহাদেব হিতানুকম্পী হইবে অথবা অহিতানুকম্পী ?'

'অহিতানুকম্পী হইবে ?'

'অহিতানুকম্পীব চিত্ত তাহাদেব প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হইবে, অথবা শত্রুভাবাপন্ন ?'

'শত্রুভাবাপন্ন হইবে।"

'শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টিব উৎপত্তি হয, অথবা সম্যক দৃষ্টিব ?

'মিথ্যাদৃষ্টিব উৎপত্তি হয।'

'লোহিচ্চ, আমি কহি যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, দ্বিবিধ গতিব—নিবয এবং পশুযোনি—এক তাহাব নিযতি।

১২। এইবূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ কহে : "লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ সালবতিকায় প্রতিষ্ঠিত, সালবতিকায উৎপন্নদ্রব্য লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ একাকী ভোগ কবিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না," তাহা হইলে যে ঐবূপ কহিবে সে যাহাবা তোমাব পোষ্য তাহাদের অনিষ্টকাবী হইবে, অনিষ্টকাবী হইলে তাহাদেব অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীব চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রু-ভাবাপন্নেব চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টিব উৎপত্তি হয।'

১৩। 'এইবূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এবূপ কহে : "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপবেব নিকট প্রকাশ কবা উচিত নয, কাবণ একে অন্যেব কি কবিতে পাবে ? অপবেব নিকট প্রকাশ কবিলে

পুবাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি কবাব ন্যায় হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি, একে অন্যের কি করিতে পারে?" তাহা হইলে যে ঐরূপ কহিবে সে যে সকল কুলপুত্র তথাগত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্ম বিনয় লব্ধ হইয়া স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল এবং অর্হত্ব রূপ বৈশারদ্য প্রাপ্ত হন,—যাঁহাবা দিব্য পুনর্জন্ম লাভেব জন্য অনুকূল কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অনিষ্টকাবী হইবে, অনিষ্টকাবী হইলে তাঁহাদেব অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীব চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্নেব চিত্তে মিথ্যা দৃষ্টিব উৎপত্তি হয। লোহিচ্চ, আমি কহি যে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, নিবয় এবং পশুযোনিরূপ দ্বিবিধ গতিব এক তাহার নিষতি।

১৪। 'এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে: "কোশলেব বাজা প্রসেনজিত কাশী ও কোশলেব অধিপতি। কাশী ও কোশলেব সমুদয় উৎপন্নদ্রব্য তিনিই একাকী ভোগ কবিবেন, অপব কাহাকেও দিবেন না," তাহা হইলে সে যাহাবা কোশল বাজ্যেব পোষ্য—তুমি এবং অপবে—তাহাদেব অনিষ্টকাবী হইবে, অনিষ্টকাবী হইলে তাহাদেব অহিতানুকম্পী হইবে, অহিতানুকম্পীব চিত্ত শত্রুভাবাপন্ন হইবে, শত্রুভাবাপন্ন চিত্তে মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তি হয।

১৫। 'এইরূপে, লোহিচ্চ, যদি কেহ এরূপ কহে: "কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও উহা অপবেব নিকট প্রকাশ কবা উচিত নয, কাবণ একে অপবেব কি কবিতে পাবে? অপবের নিকট প্রকাশ কবিলে পুবাতন বন্ধন ছিন্ন কবিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি কবাব ন্যাব হইবে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি। একে অন্যেব কি করিতে পাবে?" তাহা হইলে যে এইরূপ কহিবে সে যে সকল কুলপুত্র... নিয়তি (১৩ সংপদচ্ছেদেব অনুরূপ)।

ত্রিবিধ শিক্ষক

১৬। 'লোহিচ্চ, জগতে ত্রিবিধ শিক্ষক নিন্দাব পাত্র। যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে, তাহাব নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য। কিরূপ কিরূপ ত্রিবিধ শিক্ষক? লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ কবিবার জন্য আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন কবেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে

অসমর্থ হন। ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ না কবিযা তিনি শ্রোতাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন ঃ "ইহা তোমাদেব হিতার্থ, তোমাদেব সুখার্থ।" তাঁহার ঐ সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত কবেন না, অর্হত্ত্বলাভেব চিত্ত উৎপাদন কবেন না, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিযা অন্য পথে অবস্থান কবেন। ঐ প্রকাব শিক্ষক এইরূপে তিবস্কৃত হইতে পাবেন ; "আয়ুষ্মান যাহা লাভ কবিবাব জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবিযাছেন ঐ শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিযাছেন ঃ 'ইহা তোমাদেব হিতার্থ, তোমাদেব সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণে অনিচ্ছুক, তাঁহাবা কর্ণপাত কবেন না অর্হত্ত্ব লাভেব চিত্ত উৎপাদন কবেন না, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিযা অন্য পথে অবস্থান কবেন। আপনি যে বিরূপ তাহাকে আকর্ষণ কবিতেছেন, যে মুখ ফিবাইযা লইয়াছে তাহাকে আলিঙ্গন কবিতেছেন ; সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভ ধর্ম্ম কহি, কাবণ একে অন্যেব কি কবিতে পারে ?"

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ প্রথম শ্রেণীব শাস্তা। এবং যে এরূপ শিক্ষকেব নিন্দা কবে, তাহাব নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

১৭। 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ কবিবাব জন্য আগাব হইতে অনাগাবীতা অবলম্বন কবেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে অসমর্থ হন। ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ না কবিযা তিনি শ্রোতাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন ঃ "ইহা তোমাদেব হিতার্থ, তোমাদেব সুখার্থ।" তাঁহার ঐ সকল শ্রাবক শ্রবণেচ্ছু হইযা কর্ণপাত কবেন, অর্হত্ত্ব লাভেব চিত্ত উৎপাদন কবেন, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিযা অন্য পথে অবস্থান কবেন না। ঐ প্রকাব শিক্ষক এইরূপে তিবস্কৃত হইতে পাবেন ঃ "আয়ুষ্মান যাহা লাভ কবিবাব জন্য প্রব্রজ্যা অবলম্বন কবিয়াছেন ঐ শ্রামণ্যার্থ প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিযাছেন ঃ 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদেব সুখার্থ। শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হইযা কর্ণপাত কবেন, অর্হত্ত্ব লাভেব চিত্ত উৎপাদন কবেন, শাস্তাব শিক্ষা পবিত্যাগ কবিবা অন্য পথে অবস্থান কবেন না। আপনি নিজ ক্ষেত্র অবহেলা কবিযা অন্যেব ক্ষেত্রেব তৃণোৎপাটনে নিযুক্ত। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ-লোভ ধর্ম্ম কহি, কাবণ একে অন্যেব কি কবিতে পাবে।

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ দ্বিতীয় শ্রেণীব শাস্তা, এবং যে এরূপ শিক্ষকেব নিন্দা কবে, তাহাব নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।'

১৮। 'পুনশ্চ, লোহিচ্চ, কোন শাস্তা যাহা লাভ করিবার জন্য আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভ করেন। উহা লাভ করিয়া তিনি শ্রোতাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দেন ঃ ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।" শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না, শাস্তার শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। ঐ শিক্ষক এইরূপে তিরস্কৃত হইতে পারেন ঃ আয়ুষ্মান যাহা লাভ করিবার নিমিত্ত আগার হইতে অনাগারীতা অবলম্বন করিয়াছেন, ঐ শ্রামণ্যার্থ লাভে সমর্থ হইয়াছেন। উহা লাভ করিয়া আপনি শ্রাবকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, 'ইহা তোমাদের হিতার্থ, তোমাদের সুখার্থ।' শ্রাবকগণ শ্রবণেচ্ছু হন না, কর্ণপাত করেন না, অর্হত্ব লাভের চিত্ত উৎপাদন করেন না। শাস্তার শিক্ষা অবহেলা করিয়া অন্য পথে অবস্থান করেন। আপনার কার্য্য পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন বন্ধন সৃষ্টি করার ন্যায় হইতেছে। সেইরূপ আমি ইহাকে পাপ লোভ ধর্ম্ম কহি। কারণ একে অন্যের কি করিতে পারে ?"

'লোহিচ্চ, ইনিই জগতে নিন্দার্হ তৃতীয় শ্রেণীর শাস্তা, এবং যে এরূপ শিক্ষকের নিন্দা করে তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।

'লোহিচ্চ, ইহারাই জগতে নিন্দার্হ ত্রিবিধ শিক্ষক। যে এরূপ শাস্তাদিগের নিন্দা করে তাহার নিন্দা ভূত, তথ্য, ধর্ম্মসঙ্গত এবং অনবদ্য।'

১৯। এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন ঃ 'হে গৌতম, এমন কোন শাস্তা আছেন কি যিনি জগতে নিন্দার্হ নন ?'

অনিন্দনীয় শাস্তা

'লোহিচ্চ, এমন শাস্তা আছেন যিনি জগতে নিন্দার্হ নহেন।'

'তিনি কিরূপ ?'

'লোহিচ্চ, জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে—যিনি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, দম্য-পুরুষ-সারথী, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান (শ্রামণ্য ফল সূত্র দ্রষ্টব্য)।

২০। 'আপনাতে এই পঞ্চ নীবরণ প্রহীন দেখিয়া তিনি প্রমোদ্য লাভ করেন...অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৭৫)।

২১। 'লোহিচ্চ, যেরূপ কোন দক্ষ স্নাপক...অব্যাপ্ত থাকে না। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৭৬)।

৫৫। 'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দার্হ হন না। যে এবূপ শাস্তার নিন্দা করে, তাহার নিন্দা অভূত, অতথ্য, অ-ধর্ম্মসঙ্গত, অবদ্য।

৫৬। 'পুনশ্চ' লোহিচ্চ, ভিক্ষু বিতর্ক বিচারের উপশমে...দ্বিতীয ধ্যান...তৃতীয ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান লাভ করিযা বিহার করেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক এবম্বিধ বৈশাবদ্য প্রাপ্ত হন, সেই শিক্ষকও জগতে নিন্দার্হ হন না। যে এবূপ শাস্তার নিন্দা করে, তাহার নিন্দা, অভূত, অতথ্য, অ-ধর্ম্মসঙ্গত, অবদ্য।

২৩। 'এইরূপে চিত্তের সেই সমাহিত, পরিশুদ্ধ...জ্ঞানদর্শনের অভিমুখে চিত্তকে নমিত করেন। (শ্রামণ্য ফলসূত্র, পদচ্ছেদ সং ৮৩)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক...অবদ্য।

২৪। তিনি চিত্তের সেই সমাহিত অবস্থায আসবক্ষয জ্ঞানাভিমুখে ইহা জানিতে পারেন। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং ৯৭)।

'লোহিচ্চ, যে শিক্ষকের ধর্ম্মে শ্রাবক অবদ্য।'

২৫। এইরূপ উক্ত হইলে লোহিচ্চ ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন :—

'হে গৌতম, যেরূপ কোন পুরুষ নরকপ্রপাতে পতনশীল মনুষ্যকে কেশে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে উদ্ধার করিয়া স্থলে প্রতিষ্ঠাপিত করে, সেইরূপ নরক-প্রপাতে পতনশীল আমাকে পূজ্য গৌতম উদ্ধার করিযা প্রতিষ্ঠাপিত করিযাছেন। উত্তম, গৌতম! গৌতম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয; লুক্কাযিত...গ্রহণ করুন।'

। লোহিচ্চ সূত্র সমাপ্ত।

তেবিজ্জ সূত্রের পূর্ব্বাভাষ

দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গামার্গ সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা মীমাংসার জন্য বুদ্ধের নিকটে গমন করিলেন। বুদ্ধ কহিলেন ব্রহ্মের সহিত মিলনের মার্গ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ তাঁহারা নিজেরাই ঐ মার্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ পঞ্চকাম গুণে লিপ্ত হইয়া, পঞ্চ নীবরণে আবৃত্ত হইয়া, যে ধর্ম্মের পালনে মানুষ ব্রাহ্মণে পরিণত হয় ঐ ধর্ম্মের পালনে অবহেলা করেন। পুনঃপুনঃ প্রতিপ্রশ্ন করিয়া বুদ্ধ প্রশ্নকারক ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি হইতে প্রমাণ করিলেন যে যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত মিলনের মার্গ ঘোষণা করেন, তাঁহারা ঐ মার্গ শিক্ষাদানের অযোগ্য।

পরিশেষে বুদ্ধ স্বয়ং ঐ মার্গ প্রকাশ করিলেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার লক্ষ্য যে অনুসরণীয় তাহা বুদ্ধ কহিতেছেন না। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যদি ঐ লক্ষ্যই সম্মুখে থাকে তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শিত মার্গই একমাত্র মার্গ।

১৩। তেবিজ্জ সূত্র

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। এক সময়ে ভগবান পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মনসাকট নামক কোশলের ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান মনসাকটের উত্তর দিকে অচিরবতী নদীর তীরস্থ আম্র বনে অবস্থান করিলেন।

২। ঐ সময়ে বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মণ মহাশাল মনসাকটে বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম—চঙ্কী, তারুখ্য, পোক্ষরসাতি, জাণুস্সোণি, তোদেয্য এবং অপরাপর প্রসিদ্ধ মহাশাল।

৩। অনন্তর চঙ্ক্রমণ নিরত হইয়া পাদচারণা কালীন বাসেট্ঠ ও ভারদ্বাজের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইল।

৪। তরুণ বাসেট্ঠ বলিলেন: 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি-সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষরসাতি স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।'

৫। যুবক ভাবদ্বাজ কহিলেনঃ 'ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মুক্তিসংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তাবুখ্য স্বযং ইহা কহিযাছেন।

৬। কিন্তু বাসেট্‌ঠ ভাবদ্বাজকে স্বমতে আনযন কবিতে সমর্থ হইলেন না, এবং ভাবদ্বাজও ঐবূপ বাসেট্‌ঠকে স্বমতে স্থাপনে অসমর্থ হইলেন।

৭। তদনন্তব বাসেট্‌ঠ ভাবদ্বাজকে কহিলেনঃ

'ভাবদ্বাজ, সেই শাক্যপুত্র শ্রমণ গোতম—যিনি শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত হইযাছেন—এক্ষণে মনসাকটেব উত্তবে স্থিত অচিববতী নদীব তীবে আম্রবনে অবস্থান কবিতেছেন। সেই ভগবান গোতমেব সম্বন্ধে এইবূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইযাছে; ইনিই সেই ভগবান· ভগবন্ত।" এস ভাবদ্বাজ, শ্রমণ গোতমেব নিকট গমন কবি। তথায আমবা শ্রমণ গোতমকে এই বিষয জিজ্ঞাস্য কবিব। শ্রমণ গোতম যেবূপ ব্যাখ্যা কবিবেন, আমবা সেইবূপই গ্রহণ কবিব।'

ব্রহ্ম জ্ঞান

৮। তৎপরে বাসেট্‌ঠ ও ভাবদ্বাজ ভগবানের নিকট গমন কবিলেন। তথায ভগবানেব সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যেব বিনিময়ান্তে তাঁহাবা এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। পবে বাসেট্‌ঠ ভগবানকে কহিলেনঃ

'হে গোতম, চঙ্ক্রমণ নিবত হইযা পাদচাবণাকালীন আমাদের মধ্যে মার্গামার্গ সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল। আমি কহিয়াছিঃ "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মেব সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষবসাতি স্বযং ইহা কহিযাছেন।" ভাবদ্বাজ কহিযাছেনঃ "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মেব সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তাবুখ্য স্বযং ইহা কহিযাছেন।" গোতম, এই বিষযে বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইযাছে।'

৯। 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, তুমি এইবূপ কহিযাছঃ "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মেব সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ পোক্ষবসাতি স্বযং ইহা কহিযাছেন।" যুবক ভাবদ্বাজ কহিযাছেনঃ "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সবল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে

ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন। ব্রাহ্মণ তারুখ্য স্বয়ং ইহা কহিয়াছেন।” অতঃপর, বাসেট্‌ঠ কোন্‌স্থানে তোমাদের বিগ্রহ, বিবাদ ও নানাবাদের উৎপত্তি হইয়াছে ?”

১০। ‘হে গোতম, মার্গামার্গ সম্বন্ধে। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন মার্গ শিক্ষা দিয়া থাকেন—অধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ ব্রাহ্মণ, ছন্দাবা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণ—ঐ সকল গুলিই কি মুক্তি মার্গ, ঐ সকল মার্গই কি এরূপ, যাহাতে ভ্রমণকারী ব্রহ্মের সহিত মিলিত হন ?

১১। ‘বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন “মিলিত হন” ?’

‘তাহাই কহিতেছি।’

‘বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন “মিলিত হন” ?’

‘তাহাই কহিতেছি।’

বাসেট্‌ঠ কি বলিতেছেন “মিলিত হন ?”

‘তাহাই কহিতেছি।’

১২। ‘বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কি একজনও এমন আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?’

‘না, গোতম।’

‘তবে কি তাঁহাদের আচার্য্যদিগের মধ্যে এমন একজনও আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?’

‘না, গোতম।’

‘তবে কি তাঁহাদের আচার্য্য-প্রাচার্য্য দিগের মধ্যে এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?’

‘না, গোতম।’

‘তবে কি ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এমন কেহ আছেন যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিয়াছেন ?’

‘না, গোতম।

১৩। ‘তবে কি যাঁহারা ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বজ ঋষি, মন্ত্রকর্ত্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগের গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুরাতন মন্ত্র এক্ষণে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুনঃআবৃত্ত হয়—যথা অণ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহারা কি এরূপ কহিয়াছেন: “ব্রহ্মা কোথায়,

তিনি কোথা হইতে আসিযাছেন, তাঁহাব গতি কোথায়, আমবা জানি এবং প্রত্যক্ষ কবিযাছি ?”

‘না, গৌতম।

১৪। ‘এইবূপে বাসেট্ঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখিযাছেন, তাঁহাদেব আচার্যদিগেব মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিযাছেন, তাঁহাদেব আচার্য-প্রাচার্যদিগেব মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিযাছেন, তাঁহাদেব ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুবুষ পর্য্যন্ত এমন কেহই নাই যিনি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখিযাছেন। যাহাবা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগেব পূর্ব্বজ ঋষি, মন্ত্রকর্ত্তা, মন্ত্র-প্রবক্তা ছিলেন, যাঁহাদিগেব গীত, প্রোক্ত, সমীহিত, পুবাতন মন্ত্র এক্ষণে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুগীত, অনুভাষিত, পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয—যথা অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিবা, ভবদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাঁহাবাও এবূপ কহেন নাই, ব্রহ্মা কোথায, তিনি কোথা হইতে আসিযাছেন, তাঁহাব গতি কোথায, তাহা আমবা জানি এবং প্রত্যক্ষ কবিযাছি।” সুতবাং ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এইবূপ কহিযাছেন ঃ “যাহা আমবা জানি না এবং দেখি নাই তাহাব সহিত মিলিত হইবাব মার্গ উপদেশ দিতেছি—ইহাই ঋজুমার্গ, ইহা সবল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এ মার্গে ভ্রমণকাবী ব্রহ্মেব সহিত মিলিত হন।”

‘বাসেট্ঠ তুমি কিবূপ মনে কব ? এবূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগেব বাক্য কি অর্থহীন নহে ?

‘অবশ্যই, গৌতম, এবূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগেব বাক্য অর্থহীন।’

১৫। ‘বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহাব সহিত মিলিত হইবাব যে পন্থা নির্দ্দেশ কবিতে পাবিবেন, তাহা কখনও হইতে পাবে না। বাসেট্ঠ যেবূপ পবস্পব সংসৃষ্ট শ্রেণীবদ্ধ অন্ধগণ সম্মুখে, মধ্যে কিংবা পশ্চাতে দেখিতে পায না, সেইবূপই ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগেব বাক্য শ্রেণীবদ্ধ অন্ধেব বাক্যেব ন্যায ঃ যে প্রথমে স্থিত সেও দেখিতে পায না, যে মধ্যে স্থিত সেও দেখিতে পায না, যে সর্ব্বপশ্চাতে সেও দেখিতে পায না। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগেব এইবূপ বাক্য হাস্যকব, অর্থহীন, বিক্ত ও তুচ্ছ।’

১৬। বাসেট্ঠ, তুমি কিবূপ মনে কব ? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কি, যখন তাঁহাবা চন্দ্রসূর্য্যেব উদয ও অস্তগমণেব স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ-

নিরত হইয়া উহাদিগের নিকট প্রার্থনা করেন, উহাদিগের স্তুতি ও পূজা করেন, তখন অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে দেখিতে পান ?'

'অবশ্যই, গৌতম, দেখিতে পান।'

১৭। 'বাসেট্‌ঠ তুমি কিরূপ মনে কর ? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে চন্দ্র-সূর্যের উদয় ও অস্তগমনের স্থানাভিমুখে অঞ্জলিবদ্ধ ও প্রদক্ষিণ নিরত হইয়া উহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবার কালে, উহাদিগের স্তুতি ও পূজা করিবার কালে, অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় উহাদিগকে দেখিতে পান, সেই চন্দ্র সূর্যের সহিত মিলিত হইবার মার্গ তাঁহারা কি এইরূপ কহিয়া উপদেশ দিতে পারেন ঃ "ইহাই ঋজু মার্গ, ইহা সরল ও মুক্তি সংবর্ত্তনিক, এই মার্গে ভ্রমণকারী চন্দ্র-সূর্যের সহিত মিলিত হন ?"

'না, গৌতম।'

১৮। 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাহা তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহার সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তাঁহারা ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্যগণ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের আচার্য-প্রাচার্যগণও ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত কেহই স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দেখেন নাই। ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের পূর্বজ ঋষিগণও ব্রহ্মার স্থিতি, আগতি এবং গতি অবগত নহেন। তথাপি তাঁহারা যাহাকে জানেন না ও দেখেন নাই তাহার সহিত মিলিত হইবার পন্থা নির্দ্দেশ করেন। তুমি কিরূপ মনে কর, বাসেট্‌ঠ ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থশূন্য নহে ?'

'অবশ্যই, গৌতম, এস্থলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণের বাক্য অর্থশূন্য।'

সাধু, বাসেট্‌ঠ। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

১৯। 'যেরূপ কোন পুরুষ কহিল ঃ "আমি এই জনপদের জনপদ কল্যাণীকে অভিলাষ করি, কামনা করি।" জনগণ তাহাকে কহিল ঃ "হে পুরুষ, যে জনপদ কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ কল্যাণী ক্ষত্রিয়া, কিম্বা ব্রাহ্মণী, কিম্বা বৈশ্যা, কিম্বা শূদ্রাণী, তাহা কি তুমি জান ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি কহিল "না"। জনগণ

তাহাকে কহিল ঃ "হে পুরুষ, যে জনপদ কল্যাণীকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর, সেই জনপদ কল্যাণী এই নাম অথবা এই গোত্র বিশিষ্ট, দীর্ঘ, হ্রস্ব অথবা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা অথবা মদ্গুরবর্ণা, অমুক গ্রাম নিগম অথবা নগরবাসিনী, তাহা কি তুমি জান ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরুষটি কহিল "না।" জনগণ তাহাকে কহিল ঃ "হে পুরুষ, যাহাকে তুমি জান না এবং দেখ নাই তাহাকে তুমি অভিলাষ কর, কামনা কর ?" পুরুষটি কহিল "হাঁ।" বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?"

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন।'

২০। 'এইরূপে, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মিলিত হন।" (উপরোক্ত পদচ্ছেদ সং—১৪ দ্রষ্টব্য)। বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

'সাধু, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহার সহিত মিলিত হইবার যে পন্থা নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।'

২১। 'বাসেট্ঠ, কোন পুরুষ প্রাসাদে আরোহণার্থ চতুর্ম্মহাপথে সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিল। জনগণ তাহাকে কহিল ঃ "হে পুরুষ, যে প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপান নির্ম্মাণ করিতেছ, উহা পশ্চিম দিকে কিম্বা পূর্ব্ব দিকে কিম্বা উত্তর দিকে কিম্বা দক্ষিণ দিকে, উহা উচ্চ, নীচ কিম্বা মধ্যমাকৃতি বিশিষ্ট, তাহা তুমি জান কি ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "না।" জনগণ তাহাকে কহিল ঃ "হে পুরুষ, যাহা তুমি জান না এবং দেখ নাই সেই প্রাসাদে আরোহণার্থ তুমি সোপাণ নির্ম্মাণ করিতেছ ?" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে কহিল "হাঁ।" বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?"

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে সেই পুরুষের বাক্য অর্থহীন।'

২২। 'এইরূপে, বাসেট্ঠ ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মিলিত হন।" (উপরোক্ত পদচ্ছেদ সং—দ্রষ্টব্য)। বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর ? এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য কি অর্থহীন নহে ?'

'অবশ্যই, গৌতম, এরূপ হইলে ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগের বাক্য অর্থহীন।'

২৩। 'সাধু, বাসেট্ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যাহা জানেন না ও দেখেন নাই, তাহাব সহিত মিলিত হইবাব যে পন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, তাহাব সম্ভাবনা নাই।'

২৪। 'বাসেট্ঠ, মনে কব অচিববতী নদী কুলে কুলে পূর্ণ। কোন পুরুষ পারার্থী হইযা আসিল। সে এই তীবে স্থিত হইয়া পবপাবকে আহ্বান কবিযা কহিল: "হে পবপাব, এই তীবে আইস।" বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কব? সেই পুরুষেব আহ্বান হেতু, আযাচন হেতু, প্রার্থনা হেতু অথবা অভিনন্দন হেতু অচিববতী নদীব অপব পাব কি এই তীবে আসিবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

২৫। 'এইরূপেই বাসেট্ঠ, যে ধর্ম্মেব পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয সেই ধর্ম্ম অবহেলা কবিযা, যাহাব পালনে মনুষ্য অ-ব্রাহ্মণে পরিণত হয় সেই ধর্ম্মেব সেবা কবিযা ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কহিযা থাকেন: "আমবা ইন্দ্রকে আহ্বান কবিতেছি, সোমকে আহ্বান কবিতেছি, বরুণকে আহ্বান কবিতেছি, ঈশানকে আহ্বান কবিতেছি, প্রজাপতিকে আহ্বান কবিতেছি, ব্রহ্মাকে আহ্বান কবিতেছি, মহর্দ্ধিকে আহ্বান কবিতেছি, যমকে আহ্বান কবিতেছি।" যে ধর্ম্মেব পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পবিণত হয সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিযা, যাহাব পালনে মনুষ্য অ-ব্রাহ্মণে পবিণত হয সেই ধর্ম্মেব সেবা কবিয়া ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে আহ্বান দ্বাবা, আযাচন দ্বাবা, প্রার্থনা দ্বাবা অথবা অভিনন্দন দ্বাবা মৃত্যুব পব দেহেব ধ্বংস হইলে ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবেন, তাহা অসম্ভব।

২৬। 'কুলে কুলে পূর্ণ অচিববতী নদীব তীবে কোন পুরুষ পাবার্থী হইযা আসিল। এই তীবে স্থিত সেই পুরুষেব বাহুদ্বয পশ্চাতে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। বাসেট্ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই পুরুষ কি অচিরবতীব এই তীব হইতে অপব পাবে গমনে সক্ষম হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

২৭। 'সেইরূপই, বাসেট্ঠ, আর্য্যবিনযে পঞ্চ কামগুণ শৃঙ্খলও উক্ত হয, বন্ধনও উক্ত হয। কোন্ কোন্ পঞ্চ গুণ? চক্ষুবিজ্ঞেয রূপ—ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিযরূপ, উহা কামোপসংহিত এবং বাগোৎপাদক। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয শব্দ···ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয গন্ধ···জিহ্বা-বিজ্ঞেয রস...কাযবিজ্ঞেয স্পর্শ—

উহারা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিযৰূপ এবং কামোপসংহিত ও রাগোৎপাদক। বাসেট্‌ঠ, এই পঞ্চ কাম গুণ আর্য্যবিনযে শৃঙ্খলও উক্ত হয, বন্ধনও উক্ত হয। বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ঐ পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ, লিপ্ত হইযা, উহাদের পরিণাম দর্শন না করিযা উহা হইতে নিঃসরণের জ্ঞান লাভ না করিযা ঐ সকল উপভোগ করেন।

২৮। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিযা, যাহার পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত হয সেই ধর্ম্মের সেবা করিযা, পঞ্চ কামগুণে গ্রথিত, মুগ্ধ, লিপ্ত হইযা, উহাদের পরিণাম দর্শন না করিযা, উহা হইতে নিঃসরণের জ্ঞান লাভ না করিযা, ঐ সকল উপভোগ করিযা, কামানুবন্ধনে বদ্ধ হইযা যে মরণান্তে দেহের বিলযে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন তাহা অসম্ভব।

২৯। 'বাসেট্‌ঠ, কূলে কূলে পূর্ণ অচিরবতী নদীর তীরে কোন পুরুষ পারার্থী হইযা আসিল। সে সশীর্ষাবৃত হইযা এই তীরে শযন করিল। বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? সেই পুরুষ কি অচিরবতীর এই তীর হইতে অপর পারে গমনে সক্ষম হইবে?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩০। এইরূপেই, বাসেট্‌ঠ, এই পঞ্চ নীবরণ আর্য্যবিনযে আবরণও উক্ত হয, নীবরণও উক্ত হয, অবনাহও উক্ত হয, পর্য্যবনাহও উক্ত হয। ঐ পাঁচটি কি কি? কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ, বিচিকিৎসা নীবরণ। এই পঞ্চ নীবরণই আর্য্যবিনযে আবরণও উক্ত হয, নীবরনও উক্ত হয, অবনাহও উক্ত হয, পর্যবনাহও উক্ত হয। বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চ নীবরণদ্বারা আবৃত, পরিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্য্যবনদ্ধ। ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য ব্রাহ্মণে পরিণত হয সেই ধর্ম্ম অবহেলা করিযা, যে ধর্ম্মের পালনে মনুষ্য অব্রাহ্মণে পরিণত হয সেই ধর্ম্মের সেবা করিযা, পঞ্চ নীবরণ দ্বারা আবৃত, পরিবেষ্টিত, অবনদ্ধ, পর্য্যবনদ্ধ হইযা, মরণান্তে দেহের বিলযে যে ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

৩১। 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? তুমি বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কিরূপ কহিতে শুনিযাছ? ব্রহ্মা কি কৃতদার অথবা অকৃতদার?'

'হে গৌতম, তিনি অকৃতদাব।'

'তাঁহাব চিত্ত কি স-বৈব অথবা বৈবহীন ?'

'তাঁহাব চিত্ত বৈবহীন।'

'তিনি কি ব্যাপান্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত ?'

'তিনি অব্যাপন্ন-চিত্ত।'

'তিনি কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত, অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত ?'

'তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত।'

'তিনি কি চিত্ত-জয়ী অথবা নহে ?'

'তিনি চিত্ত-জয়ী।'

৩২। 'বাসেট্‌ঠ তুমি কিব্‌প মনে কব ? ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কি কৃতদাব অথবা অকৃতদাব ?'

'তাঁহাবা কৃতদাব।'

'তাঁহাদেব চিত্ত কি স-বৈব অথবা বৈবহীন।'

'তাঁহাদেব চিত্ত স-বৈব।'

'তাঁহাবা কি ব্যাপন্ন-চিত্ত অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত ?'

'তাঁহাবা ব্যাপান্ন-চিত্ত।'

'তাঁহাবা কি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত ?'

'তাঁহাবা সংক্লিষ্ট-চিত্ত।'

'তাঁহাবা কি চিত্ত-জয়ী অথবা নহে ?'

'তাঁহাবা চিত্ত-জয়ী নহেন।'

৩৩। 'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ কৃতদাব, ব্রহ্মা অকৃতদাব। কৃতদাব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণেব সহিত কি অকৃতদাব ব্রহ্মাব ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে ?'

'অবশ্যই নহে, গৌতম।'

৩৪। 'সাধু, বাসেট্‌ঠ। ঐ সকল কৃতদাব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ যে মবণান্তে দেহেব বিলয়ে অকৃতদাব ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবেন তাহাব সম্ভাবনা নাই।

৩৫। 'এইব্‌পে, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণেব চিত্ত স-বৈব, ব্রহ্মা বৈরহীন...ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ ব্যাপন্ন-চিত্ত, ব্রহ্মা অব্যাপন্ন-চিত্ত · ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ সংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত ··ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ চিত্ত-জয়ী

নহেন, ব্রহ্মা চিত্ত-জযী। ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাবা চিত্ত-জযী নহেন,—তাঁহাদেব সহিত কি চিত্ত-জযী ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পাবে ?'

'অবশ্যই নহে, গোতম।'

৩৬। সাধু, বাসেট্‌ঠ। ঐ সকল ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাবা চিত্ত-জযী নহেন,—তাঁহাবা যে মরণান্তে দেহেব বিলয়ে চিত্ত-জযী ব্রহ্মাব সহিত মিলিত হইবেন, তাহাব সম্ভাবনা নাই। এইবূপে, বাসেট্‌ঠ, ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদেব নিশ্চিন্ততাব মধ্যে অধঃপতিত হইতেছেন, ঐ অধঃপতন তাঁহাদিগকে বিষাদগ্রস্ত কবিতেছে, তাঁহাবা অপেক্ষাকৃত সুখময স্থানে উত্তবণেব স্বপ্ন দেখিতেছেন। অতএব ত্রৈবিদ্য ব্রাহ্মণদিগেব ত্রিবিদ্যা ত্রিবিদ্যা-মরুও কথিত হয, ত্রিবিদ্যা-বিপিনও কথিত হয, ত্রিবিদ্যা ব্যসনও কথিত হয।'

৩৭। এইরূপে কথিত হইলে তবুণ বাসেট্‌ঠ ভগবানকে কহিলেন ঃ 'হে গোতম, আমি শুনিযাছি শ্রমণ গোতম ব্রহ্মেব সহিত মিলিত হইবাব মার্গ অবগত আছেন।'

'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিবূপ মনে কব ? মনসাকট এই স্থানের নিকটে, এই স্থান হইতে দূবে নহে, কেমন, নয ?'

'সত্য, গোতম। মনসাকট এই স্থানেব নিকটে, এই স্থান হইতে দূবে নহে।'

'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিবূপ মনে কব ? মনে কব কোন পুবুষ মনসাকটে জন্মগ্রহণ কবিযা এই স্থানেই বর্দ্ধিত হইযাছে। সে কখনই মনসাকটেব বাহিবে যায নাই। যদি কেহ তাহাকে মনসাকটে যাইবাব পথ জিজ্ঞাসা কবে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে কি তাহাব চিত্ত সংশযাপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইবে ?'

'অবশ্যই নহে, গোতম। কি কাবণে ? সেই পুবুষ মনসাকটে জাত ও বর্দ্ধিত হওযায ঐ স্থানে যাইবাব সমস্ত পথই তাহাব সুবিদিত।'

৩৮। 'বাসেট্‌ঠ, মনসাকটে জাত ও বর্দ্ধিত পুবুষ মনসাকটে যাইবাব মার্গ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহাব চিত্ত সংশযাপন্ন অথবা দ্বিধাযুক্ত হইতে পাবে, কিন্তু ব্রহ্মলোক অথবা ব্রহ্মলোকে গমনেব মার্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তথাগতেব চিত্ত সংশযাপন্ন কিম্বা দ্বিধাযুক্ত হইবে না। বাসেট্‌ঠ, আমি ব্রহ্মাকে জানি, ব্রহ্মলোক এবং ঐ স্থানে গমনেব মার্গও জানি, এবং যে মার্গে আবূঢ় হইলে ব্রহ্মলোকে উৎপত্তি হয তাহাও জানি।'

৩৯। এইরূপ উক্ত হইলে যুবক বাসেট্‌ঠ ভগবানকে কহিলেন: 'হে গোতম, আমি শুনিয়াছি শ্রমণ গোতম ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ উপদেশ দিতেছেন।' সাধু! পূজ্য গোতম ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবার মার্গ আমাদিগকে শিক্ষা দিন, ব্রাহ্মণ জাতিকে রক্ষা করুন!

'তাহা হইলে বাসেট্‌ঠ শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'উত্তম' কহিয়া বাসেট্‌ঠ সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভগবান কহিলেন:

৪০। 'মহারাজ, মনে করুন জগতে তথাগতের আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি অর্হত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়,··· বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশ করেন (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪০ সং-পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

৪১। 'ঐ ধর্ম্ম' কোন গৃহপতি অথবা· আশ্রয় করিল। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪১ সং—পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪২। 'এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া · সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—৪২ সং—পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৪৩। 'মহারাজ, ভিক্ষু কিরূপে শীল সম্পন্ন হইয়া থাকেন?

'ভিক্ষু প্রাণাতিপাত পরিহার পূর্ব্বক ··সুখীর চিত্ত সমাহিত হয়। (শ্রামণ্য ফল সূত্র—পদচ্ছেদ সং—৪৪—৭৫ দ্রষ্টব্য)।

৪৪। 'তিনি মৈত্রী-সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে চতুর্দ্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যক দিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

৪৫। বাসেট্‌ঠ, যেরূপ বলবান শঙ্খধ্বনি কারক অল্পায়াসেই চতুর্দ্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেই রূপেই, বাসেট্‌ঠ, ঐ মৈত্রী ভাবনা ও চেত-বিমুক্তি সর্ব্বভূতে নিরবশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্‌ঠ ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৪৬। 'পুনশ্চ, বাসেট্‌ঠ, ভিক্ষু করুণা সহগত চিত্তে,···মুদিতা সহগত চিত্তে···উপেক্ষা সহগত চিত্তে এক, দুই, তিন—এইরূপে চতুর্দ্দিক পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যক দিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহ-হীন চিত্ত দ্বারা পরিস্ফুরিত করিয়া বিহার করেন।

৪৭। 'বাসেট্‌ঠ, যেরূপ বলবান্ শঙ্খধ্বনি কারক অল্পায়াসেই চতুর্দ্দিক বিজ্ঞাপিত করে, সেই রূপেই ঐ উপেক্ষা-ভাবিত চেতবিমুক্তি সর্ব্বভূতে নিরবশেষে নিযুক্ত হয়, কেহই উপেক্ষিত হয় না। বাসেট্‌ঠ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবার মার্গ।

৪৮। 'বাসেট্‌ঠ, তুমি কিরূপ মনে কর? এবম্বিধ ভিক্ষু, কি বিত্ত-দার সম্পন্ন হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি বিত্ত-দার হীন হইবেন।'

'তাহার চিত্ত কি স-বৈর হইবে অথবা বৈরহীন হইবে?'

'বৈরহীন হইবে।'

'তিনি কি ব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন অথবা অব্যাপন্ন-চিত্ত?'

'তিনি অব্যাপন্ন-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি সংক্লিষ্ট-চিত্ত অথবা অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন?'

'তিনি অসংক্লিষ্ট-চিত্ত হইবেন।'

'তিনি কি চিত্তজয়ী হইবেন অথবা নহে?'

'তিনি চিত্তজয়ী হইবেন।'

৪৯। 'তাহা হইলে বাসেট্‌ঠ ভিক্ষু বিত্ত-দার হীন, ব্রহ্মাও বিত্ত-দার হীন। বিত্ত-দার হীন ভিক্ষুর সহিত বিত্ত-দার হীন ব্রহ্মার ঐক্য এবং সাম্য হইতে পারে?

'হইতে পারে?'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ। অ-পরিগ্রহ[১] ভিক্ষু মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে অপরিগ্রহ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।

'তাহা হইলে, বাসেট্‌ঠ, ভিক্ষু বৈরহীন, ব্রহ্মা বৈরহীন · ভিক্ষু অব্যাপন্ন-চিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই...ভিক্ষু অসংক্লিষ্ট-চিত্ত, ব্রহ্মাও তাহাই; ভিক্ষু চিত্ত-জয়ী, ব্রহ্মাও তাহাই। চিত্ত-জয়ী ভিক্ষুর সহিত চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার ঐক্য ও সাম্য হইতে পারে?'

'হইতে পারে।'

'সাধু, বাসেট্‌ঠ। চিত্ত-জয়ী ভিক্ষু মরণান্তে দেহের বিলয়ে যে চিত্ত-জয়ী ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।'

১। অকৃতদার।

৫০। এইরূপ উক্ত হইলে বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ তরুণদ্বয় ভগবানকে কহিলেন ঃ

'অতি উত্তম, গোতম, অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ পূজনীয় গোতম অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমরা ভগবান গোতমের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। পূজ্য গোতম আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্যন্ত আমাদিগকে শরণাগত উপাসক রূপে গ্রহণ করুণ।'

। তেবিজ্জ সূত্র সমাপ্ত।

। সীলক্‌খন্দ বগ্‌গ সমাপ্ত।

দীঘ নিকায়

দ্বিতীয় খণ্ড

[মহাবর্গ]

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স

দীঘ নিকায়

১৪। মহাপদান সুত্রান্ত

১। (১) আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। 'এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরস্থ জেতবন নামক' অনাথপিণ্ডিকের আরামে করেরি-কুটিরে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আহারান্তে করেরি-মণ্ডলমালে* একত্রিত ও উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্ম্মালোচনা আরম্ভ হইল: "ইহাই পূর্ব্ব জন্ম, ইহাই পূর্ব্ব জন্ম" ইত্যাদি।

(২) ভগবান স্বীয় দিব্য, বিশুদ্ধ ও অলৌকিক শ্রুতি দ্বারা ভিক্ষুদিগের বাক্যালাপ শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া করেরি-মণ্ডলমালে গমন করিলেন এবং তথায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন:

'ভিক্ষুগণ, এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া তোমরা কি কথায় নিযুক্ত, তোমাদের কি আলোচনাই বা বাধা প্রাপ্ত হইল ?'

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইরূপ কহিলেন:

'ভন্তে, আমরা ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আহারান্তে মণ্ডল-মালে একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট হইলে আমাদের মধ্যে পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্ম্মালোচনা উঠিয়াছিল: "ইহাই পূর্ব্ব জন্ম, ইহাই পূর্ব্ব জন্ম।" আমরা এই কথায় নিযুক্ত ছিলাম, এমন সময় ভগবান উপস্থিত হইলেন।'

(৩) 'ভিক্ষুগণ, তোমরা পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকথা শুনিতে ইচ্ছা কর।

'হে ভগবান! হে সুগত'। ভগবান পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকথা কহিবার ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।'

---

* সূক্ষ্মাগ্র আচ্ছাদন সম্পন্ন গোলাকার কক্ষ।

'তাহা হইলে, ভিক্ষুগণ শ্রবণ কব, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কব, আমি কহিব।'

প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ কহিলেন, ভন্তে, উত্তম।' ভগবান কহিলেন ঃ

(৪) 'ভিক্ষুগণ, এখন হইতে একনবতি কল্পে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান বিপস্সী জগতে আবির্ভূত হইযাছিলেন। এখন হইতে একত্রিংশ কল্পে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান শিখী জগতে আবির্ভূত হইযাছিলেন। ঐ একত্রিংশ কল্পেই অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান বেস্সভূ জগতে আবির্ভূত হইযাছিলেন। হে ভিক্ষুগণ, বর্ত্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান ককুসন্ধ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কল্পে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান কোণাগমন জগতে আবির্ভূত হইযাছিলেন। বর্ত্তমান কল্পে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভববান কস্সপ জগতে আবির্ভূত হইযাছিলেন। বর্ত্তমান কল্পে এক্ষণে আমি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি।

(৫) ভিক্ষুগণ! অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্সী জাতিতে ক্ষত্রিয ছিলেন এবং ক্ষত্রিযকুলে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন। অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান শিখীও জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইযাছিলেন। অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান বেস্সভূ জাতিতে ক্ষত্রিয এবং ক্ষত্রিযকুলোৎপন্ন ছিলেন। অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ ভগবান ককুসন্ধ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইযাছিলেন। অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান কোণাগমন জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন। অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান কস্সপ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ভিক্ষুগণ! এক্ষণে আমি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধরূপে জাতিতে ক্ষত্রিব হইয়া ক্ষত্রিযকুলে উৎপন্ন হইযাছি।

(৬) 'ভিক্ষুগণ, অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান বিপস্সী কোণ্ডঞ্ঞ (কৌণ্ডিণ্য) গোত্রীয ছিলেন। ভগবান শিখী এবং ভগবান বেস্সভূ কোণ্ডঞ্ঞ গোত্রীয ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ কস্সপ গোত্রীয় ছিলেন। ভগবান কোণাগমন এবং ভগবান কস্সপ গোত্রীয ছিলেন। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধরূপে আমি-গোতম গোত্রীয।

(৭) ভগবান বিপস্সীব আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসব ছিল। ভগবান

শিখীর আয়ুষ্কাল সপ্ততি সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান বেস্‌সভূর আয়ুষ্কাল ষষ্টি সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান ককুসন্ধের আয়ুষ্কাল চত্বারিংশ সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান কোণাগমনের আয়ুষ্কাল ত্রিশ-সহস্র বৎসর ছিল। ভগবান কস্‌সপের আয়ুষ্কাল বিংশতি সহস্র বৎসর ছিল। ভিক্ষুগণ, এক্ষণে আমার আয়ু নগণ্য এবং অল্পকালস্থায়ী, এক্ষণে যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহার আয়ুপরিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসর।

৮। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী পাটলীবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান শিখী পুণ্ডরীকের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূ শালবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান ককুসন্ধ শিরীষবৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কোণাগমন উডুম্বরবৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভগবান কস্‌সপ নিগ্রোধ বৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ, বর্ত্তমান সময়ে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ আমি অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছি।

৯। ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর খণ্ড এবং তিস্‌স নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান শিখীর অভিভূ এবং সম্ভব নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূর সোণ এবং উত্তর নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান ককুসন্ধের বিধুর এবং সঞ্জীব নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান কোণাগমনের ভিয্যোস এবং উত্তর নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভগবান কস্‌সপের তিস্‌স এবং ভরদ্বাজ নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। ভিক্ষুগণ, বর্ত্তমানে আমার সারিপুত্র এবং মোগ্‌গল্লান নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক আছেন।

১০। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্ট-ষষ্টি লক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল। একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতিসহস্র ভিক্ষু মিলিত হইয়াছিলেন। ভগবান বিপস্‌সীর শ্রাবকগণের ঐরূপ তিন সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

'ভগবান শিখীর শ্রাবকগণের তিন সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে এক-লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে সপ্ততি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান শিখীর

শ্রাবকগণেব ঐরূপ তিন সম্মিলন হইযাছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

'ভগবান বেস্‌সভূর শ্রাবকগণের তিন সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অশীতিসহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন, একটিতে সপ্ততিসহস্র ভিক্ষু এবং একটিতে ষষ্টিসহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বেস্‌সভূর শ্রাবক-গণেব ঐবূপ তিন সম্মিলন হইযাছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

'ভগবান ককুসন্ধেব শ্রাবকগণেব একটি সম্মিলন হইযাছিল, উহাতে চত্বাবিংশ সহস্র ভিক্ষুব সমাগম হইযাছিল। ভগবান ককুসন্ধেব শ্রাবকগণেব ঐ একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

'ভগবান কোণাগমনেব শ্রাবকগণেব একটি সম্মিলন হইযাছিল, উহাতে ত্রিংশ-সহস্র ভিক্ষুব সমাগম হইযাছিল। ভগবান কোনাগমনেব শ্রাবক-গণেব ঐ একটি সম্মিলন হইয়াছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

'ভগবান কস্‌সপেব শ্রাবকগণেব একটি সম্মিলন হইযাছিল, উহাতে বিংশতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাব শ্রাবকদিগেব ঐ একটি সম্মিলন হইযাছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

'বর্ত্তমানে আমাব শ্রাবকগণেব একটি সম্মিলন হইযাছিল, উহাতে এক-সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুগণ, আমাব শ্রাবক-গণেব ঐ একটি সম্মিলন হইযাছিল, মিলিত ভিক্ষুগণ সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন।

১১। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পরিচাবক ছিলেন। ভগবান শিখীব ক্ষেমঙ্কর নামক ভিক্ষু, ভগবান বেস্‌সভূব উপসন্নক নামক ভিক্ষু, ভগবান ককুসন্ধেব বুদ্ধিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কোণাগমনেব সোত্থিজ নামক ভিক্ষু, ভগবান কস্‌সপেব সব্বমিত্ত নামক ভিক্ষু প্রধান পবিচাবক ছিলেন। বর্ত্তমানে আমাব আনন্দ নামক ভিক্ষু প্রধান পরিচাবক।

১২। 'ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সীর পিতাব নাম বাজা বন্ধুমা, মাতাব নাম বন্ধুমতী। বন্ধুমতী নামক নগব বাজা বন্ধুমাব রাজধানী ছিল।

'ভগবান শিখীর পিতার নাম রাজা অরুণ, মাতার নাম প্রভাবতী। অরুণবতী নামক নগর রাজা অরুণের রাজধানী ছিল।

'ভগবান বেস্‌সভূর পিতার নাম রাজা সুপ্রতীত, মাতার নাম যশবতী। অনোপম নামক নগর রাজা সুপ্রতীতের রাজধানী ছিল।

'অগ্নিদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান ককুসন্ধের পিতা ছিলেন, বিশাখা নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ঐ সময়ে ক্ষেম নামে এক রাজা ছিলেন, ক্ষেমবতী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

'যজ্ঞদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান কোণাগমনের পিতা ছিলেন, উত্তরা নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ঐ সময়ে সোভ নামে এক রাজা ছিলেন। সোভবতী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

'ব্রহ্মদত্ত নামে ব্রাহ্মণ ভগবান কস্‌সপের পিতা ছিলেন, ধনবতী নাম্নী ব্রাহ্মণী তাঁহার মাতা। ঐ সময়ে কিকী নামে এক রাজা ছিলেন। বারাণসী নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

'বর্ত্তমানে আমার পিতার নাম রাজা শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়া দেবী কপিলবস্তু নগর রাজধানী।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। তৎপরে সুগত আসন হইতে উত্থান করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন।

১৩। অতঃপর ভগবানের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল ঃ

'বন্ধুগণ, তথাগতের কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি আশ্চর্য্য মহানুভবতা। যেহেতু তথাগত অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, যাঁহারা কর্ম্মবর্ত্ত, ক্লেশবর্ত্ত, বিপাকবর্ত্ত রূপ ত্রিবর্ত্তের ক্ষয় সাধন করিয়াছেন এবং সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,—ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপ্রমাণ, শ্রাবক-যুগ এবং শ্রাবক সম্মিলন, এই সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন—"ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্র বিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্ম্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞাসমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" বন্ধুগণ, ইহা কি তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত ...বিমুক্ত?" অথবা দেবতাগণ তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত...বিমুক্ত?"

ভিক্ষুগণের এই আলোচনার মীমাংসা হইল না।

১৪। অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উত্থান করিয়া করেরিমণ্ডল-মালে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ, তোমরা এক্ষণে এইস্থানে কি কথায় নিযুক্ত ছিলে তোমাদের কোন্ কথাই বা বাধাপ্রাপ্ত হইল ?'

এইরূপ কথিত হইলে ঐ ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন ঃ

ভগবান এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই আমাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল ঃ "বন্ধুগণ, তথাগতের কি আশ্চর্য্য মহিমা***বিমুক্ত" ?

'আমাদের এইরূপ কথোপকথনের মধ্যে ভগবান আসিলেন।'

১৫। 'ভিক্ষুগণ, ইহা তথাগতেরই স্বাভাবিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি যাহার দ্বারা তিনি অতীত বুদ্ধগণ যাঁহারা *** এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।" দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন যাহার দ্বারা তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা***এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।"

'ভিক্ষুগণ, তোমরা কি পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকথা অধিকতর রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ?'

'হে ভগবান। হে সুগত! ভগবান পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধীয় ধর্ম্মকথা কহিবার ইহা উপযুক্ত সময়, ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুগণ উহা হৃদয়ে ধারণ করিবে।'

'তাহা হইলে ভিক্ষুগণ শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিব।'

'প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ কহিলেন, 'ভন্তে, উত্তম।' ভগবান কহিলেন ঃ

১৬। 'ভিক্ষুগণ, আজ হইতে এক নবতি কল্প পূর্ব্বে ভগবান বিপস্সী অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল অশীতি সহস্র বৎসর ছিল। তিনি পাটলী বৃক্ষের মূলে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার খণ্ড এবং তিস্স নামক দুইজন মহানুভব অগ্রশ্রাবক ছিলেন। তাঁহার শ্রাবকগণের তিনটি সম্মিলন হইয়াছিল। একটিতে অষ্টষষ্টি লক্ষ ভিক্ষুর সমাগম হইয়াছিল।।

একটিতে একলক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। একটিতে অশীতি সহস্র ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবান বিপস্সীব শ্রাবকগণেব এই তিনটি সম্মিলন হইযাছিল। মিলিত ভিক্ষুগণেব সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন। ভগবান বিপস্সীব অশোক নামক একজন ভিক্ষু প্রধান পবিচাবক ছিলেন। বন্ধুমা নামে বাজা তাঁহাব পিতা ছিলেন বাজ্ঞী বন্ধুমতী তাঁহাব মাতা ছিলেন। বাজা বন্ধুমাব বন্ধুমতী নামক নগব বাজধানী ছিল।

১৭। "ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইযা স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবিলেন। বোধিসত্ত্বেব প্রতিসন্ধি গ্রহণ কালে এইরূপ অদ্ভূত ঘটনাব আবির্ভাব হয,—

'যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইযা মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ কবেন, তখন দেবলোক, মাবভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবতাগণেব দেবানুভাব অতিক্রম কবিযা অপবিমিত মহান আলোকেব প্রকাশ হয। অনন্ত ঘন অন্ধকাবাচ্ছন্ন লোকান্তবিক নিবয— যেস্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্য্যেব কিবণও প্রবেশ কবিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবতাগণেব দেবানুভাব অতিক্রম কবিযা অপবিমিত মহান আলোকেব প্রকাশ হয। যে সকল প্রাণী ঐস্থানে উৎপন্ন হইযাছে তাহাবাও ঐ আলোকে পবস্পবকে জানিতে সক্ষম হয: "ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এইস্থানে উৎপন্ন হইযাছে।" দশ সহস্র জগৎ সম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয, প্রকম্পিত হয, সঞ্চালিত হয। দেবতাগণেব দেবানুভাব অতিক্রম কবিযা অপবিমেয বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয। এইরূপ অদ্ভূত ঘটনাব আবির্ভাব হয।

"ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন তখন তাঁহাব বক্ষাব জন্য চাবি দেবপুত্র চাবিদিকে গমন কবেন: "মনুষ্য অথবা অমনুষ্য কেহই যেন বোধিসত্ত্ব অথবা তদীয মাতাব অনিষ্ট সাধন কবিতে না পাবে।" ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

১৮। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহাব মাতা স্বভাবতঃই শীলবতী হন; প্রাণাতিপাত, অদত্তেব গ্রহণ, ব্যভিচাব, মৃষাবাদ, সুবামেবযাদি মদ্যপানরূপ স্খলন হইতে বিবত হন। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

১৯। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে

প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পুরুষের প্রতি কামোপসংহিত চিত্ত উৎপাদন করেন না, তিনি রক্তচিত্ত পুরুষের প্রভাবের অতীত হন। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২০। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিরূপ সুখের অধিকারিণী হন, ঐ সুখের উপকরণরূপ ভোগ্যবস্তু সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সেবিত হইয়া বিহার করেন। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২১। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা কোন প্রকার রোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্ত-দেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন দেখেন।

"ভিক্ষুগণ, মনে কর একখণ্ড শুভ্র উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সুকর্ত্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বৈদূর্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। কোন চক্ষুষ্মান পুরুষ উহা হস্তে লইয়া প্রত্যবেক্ষণ করিলেন ঃ "এই শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ সুকর্ত্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বৈদূর্য্যমণি নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র অথবা পাণ্ডুবর্ণ সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।" ভিক্ষুগণ, এইরূপেই যখন বোধি-সত্ত্ব মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার মাতা কোন্ রোগাক্রান্ত হন না, তিনি অক্লান্তদেহে সুখ অনুভব করেন, কুক্ষিনিষ্ক্রান্ত বোধিসত্ত্বকে তিনি সর্ব্বাঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয় সম্পন্ন দেখেন। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২২। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, বোধিসত্ত্বের জন্মের পর সপ্তাহ-কাল অতীত হইলে তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন, এবং তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২৩। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ নয় অথবা দশমাস গর্ভ ধারণ করিয়া প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে তাঁহাকে প্রসব করেন না, পূর্ণ দশমাস বোধিসত্ত্ব-মাতা বোধিসত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করেন। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২৪। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যেরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ উপবিষ্ট অথবা শায়িত অবস্থায় প্রসব করে, বোধিসত্ত্বের মাতা এইরূপে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন না, তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধিসত্ত্বকে প্রসব করেন। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২৫। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রথমে গ্রহণ করেন, পরে মনুষ্যগণ। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২৬। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি ভূমির স্পর্শে আনীত হন না, চারিজন দেবপুত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মাতার সম্মুখে স্থাপিত করেন: "দেবি, প্রসন্ন হও, তোমার মহাশক্তিসম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে।" ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২৭। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তিনি সুনির্ম্মল,—জল, শ্লেষ্মা, রুধির অথবা অপর কোন প্রকার অশুচি দ্বারা লিপ্ত নহেন। তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক।

"ভিক্ষুগণ, যেরূপ মণি-রত্ন কৌশিক বস্ত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে উভয়ে উভয়কে কলুষিত করে না—কি হেতু? উভয়েরই শুদ্ধতার নিমিত্ত—এইরূপেই যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন তখন তিনি সুনির্ম্মল; জল, শ্লেষ্মা রুধির অথবা অপর কোন প্রকার অশুচির দ্বারা লিপ্ত নহেন, তখন তিনি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২৮। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন অন্তরীক্ষ হইতে দুইটি জলধারা নির্গত হয়—একটি শীত অপরটি উষ্ণ, যাহার দ্বারা বোধিসত্ত্ব এবং তাঁহার মাতার প্রাক্ষালন কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

২৯। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে, সদ্যোজাত বোধিসত্ত্ব সমপাদো-পরিস্থিত এবং উত্তরাভিমুখী হইয়া সপ্ত পদ গমন করেন, মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধৃত হইলে তিনি সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই মহত্ত্বব্যঞ্জক বাক্য ঘোষণা করেন: "এই পৃথিবীতে আমি অগ্র, আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমি শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার সর্ব্বশেষ জন্ম, আর আমার পুনর্জন্ম নাই।" ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

৩০। "ভিক্ষুগণ, ইহা বিশ্বধর্ম্ম যে যখন বোধিসত্ত্ব মাতৃকুক্ষি হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন দেবলোক মারভুবন, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেব-মনুষ্য সহিত এই পৃথিবীতে দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। অনন্ত ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকান্তরিক নিরয—যে স্থানে মহাবলশালী চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম, সেই স্থানেও দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি

বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয়। যে সকল প্রাণী ঐস্থানে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারাও ঐ আলোকে পরস্পরকে জানিতে সক্ষম হয়ঃ "ওহে, অন্যান্য প্রাণীও এই স্থানে উৎপন্ন হইযাছে।" দশসহস্র জগৎ সম্পন্ন এই ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হয, প্রকম্পিত হয, সঞ্চালিত হয। দেবতাগণের দেবানুভাব অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় বিপুল দীপ্তি বিশ্বে প্রাদুর্ভূত হয। ইহা বিশ্বধর্ম্ম।

৩১। "ভিক্ষুগণ, কুমার বিপস্সীর জন্ম হইলে রাজা বন্ধুমার নিকট সংবাদ জ্ঞাপন করা হইলঃ "দেব, আপনার পুত্র জন্মিযাছে, তাহাকে দর্শন করুন" ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্সী কুমারকে দর্শন করিলেন এবং পরে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিযা কহিলেনঃ "আপনারা নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ, কুমারকে দর্শন করুন।" ভিক্ষুগণ, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ কুমারকে দেখিযা রাজাকে কহিলেনঃ "দেব, হৃষ্টমনা হউন, আপনার মহাপরাক্রমশালী পুত্র জন্মিযাছে। মহারাজ, ইহা আপনার পরমলাভ যে আপনার কুলে এরূপ পুত্রের জন্ম হইযাছে। দেব, এই কুমার দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত, ঐরূপ লক্ষণসমন্বিত মহাপুরুষের মাত্র দুইগতি, অন্য গতি নাই। যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা হন, ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ, চতুরন্ত-বিজেতা হন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি সপ্তরত্নের অধিকারী হন। সপ্তরত্ন এই,—চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, মন্ত্রীরত্ন। তিনি সুর, বীর শত্রুসেনামর্দ্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র লাভ করেন। তিনি এই সসাগরা পৃথিবীকে দণ্ড ও শস্ত্রবিনা ধর্ম্মানুসারে জয় করিযা বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিযা প্রব্রজ্যা আশ্রয করেন তাহা হইলে জগতে মাযাবরণমুক্ত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হন।

৩২। "দেব, কুমার কোন্ কোন্ দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত, যে সকল লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই গতি, অন্য নাই? যদি তিনি গৃহবাসী হন তাহা হইলে তিনি চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্ত-বিজেতা হইবেন, তাঁহার রাজ্য শান্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি সপ্ত রত্নের অধিকারী হইবেন। তাঁহার সপ্তরত্ন এই,—চক্ররত্ন · মন্ত্রীরত্ন। তিনি সুর, বীর শত্রুসেনামর্দ্দন সহস্রাধিক পুত্র লাভ করিবেন। তিনি এই সসগরা পৃথিবীকে বিনা দণ্ডে ও শস্ত্রে ধর্ম্মানুসারে জয করিযা বাস করিবেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিযা অনাগারিত্ব আশ্রয করেন, তাহা হইলে তিনি জগতে মাযাবরণমুক্ত অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন। . ।

"দেব, কুমাব সুপ্রতিষ্ঠিত-পাদ। ইহা কুমারের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।

"দেব, কুমাবেব পাদতলেব নিম্নদেশে সর্ব্বাকাব-পবিপূর্ণ নেমি ও নাভিসহ সহস্র অবযুক্ত চক্র বিদ্যমান। ইহাও কুমাবেব মহাপুরুষ লক্ষণ সমূহের এক লক্ষণ।

"দেব, কুমাব আযত-পার্ষ্ণি,—

" " দীর্ঘাঙ্গুলি বিশিষ্ট,—

" " মৃদু-তরুণ-হস্ত-পাদ বিশিষ্ট—

" " *জাল-হস্ত-পাদ বিশিষ্ট,—

" " পাদ-মধ্যবর্ত্তী গুলফ[১] যুক্ত—

" " এণি-মৃগ-সদৃশ ক্ষিপ্র পাদ বিশিষ্ট,—

" কুমাব দণ্ডাযমান হইযা অবনত না হইযা উভয হস্ততল দ্বাবা জানুদেশ স্পর্শ এবং পবিমর্দ্দন কবণে সক্ষম,...

"দেব, কুমাবেব গুহ্যেন্দ্রিয কোষবক্ষিত,—

"দেব, কুমাব সুবর্ণবর্ণ কাঞ্চন সদৃশ ত্বকবিশিষ্ট—

"দেব, কুমাব সূক্ষ্মছবি বিশিষ্ট, তজ্জন্য বজ এবং ক্লেদ তাঁহার দেহে লিপ্ত হয না,—

"দেব, কুমাব এ কক লোম, তাঁহাব প্রত্যেক লোমকূপে এক একটি লোম,—

"দেব, কুমাব নীলাঞ্জনবর্ণ, কুণ্ডলীভূত,
দক্ষিণাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধাগ্র কেশ-বিশিষ্ট,—

"দেব, কুমাব দিব্য ঋজু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট,—

"দেব, কুমাব সপ্ত উৎসেধাঙ্ক[২] বিশিষ্ট—

"দেব, কুমার সিংহ-পূর্ব্বার্দ্ধকায,...

"দেব, কুমাবেব স্কন্ধ-গহ্বব পবিপূর্ণতা প্রাপ্ত,...

---

* হস্ত ও পদেব অঙ্গুলি অলিপ্ত।

১। গুল্‌ফ পার্ষ্ণিব অব্যবহিত উপরেই অবস্থিত নহে।

২। উচ্চতা জ্ঞাপক চিহ্ন। শরীবেব সপ্ত স্থানে—হস্তদ্বয়ে, পাদদ্বযে, অংসদ্বযে এবং পৃষ্ঠে উদ্গতি (উদ্গত অংশ) মহাপুরুষ লক্ষণ।

'"দেব, কুমাব নিগ্রোধ বৃক্ষেব পাবিধি বিশিষ্ট,—বযঃ প্রমাণ ব্যাম, ব্যাম প্রমাণ বযঃ···

'"দেব, কুমার সমবর্ত্তস্কন্ধ ··

'"দেব, কুমাব শ্রেষ্ঠতম বুচি সম্পন্ন ·

'" " " সিংহ-হনু

'" " " চত্বাবিংশ-দন্ত-বিশিষ্ট··

'" " " সমদন্ত···

'" " " অবিবর-দন্ত

'" " " কুমাব সুশুভ্র দংষ্ট্রাবিশিষ্ট...

'" " " দীর্ঘ জিহ্বাবিশিষ্ট

'" " " দিব্য কণ্ঠস্বব সম্পন্ন, কববীকভাষী· ·

'" " " গাঢ়নীল নেত্র সম্পন্ন ·

'" " " গো-পক্ষ্ম বিশিষ্ট

'" " " দেব, কুমাবেব ভ্রূ-যুগমধ্যস্থ বোমবাজী অবদাত মৃদুতুল-সন্নিভ

'"দেব, কুমাব উষ্ণীষ-শীর্ষ।

৩৩। '"দেব, কুমাব এই দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত, ঐরূপ লক্ষণ সমন্বিত মহাপুরুষেব মাত্র দুই গতি, অন্য গতি নাই। যদি তিনি ···সম্বুদ্ধ হন।"

'তৎপবে, ভিক্ষুগণ, বাজা বন্ধুমা লক্ষণজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে নববস্ত্র পবিধান কবাইযা তাহাদিগেব সর্ব্ব বাসনা পূর্ণ কবিলেন।

৩৪। 'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, রাজা বন্ধুমা বিপস্সী কুমাবেব নিমিত্ত ধাত্রী নিযুক্ত কবিলেন। কোন ধাত্রী স্তন্য পান করাইতে লাগিল। কেহ বক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কেহ ক্রোডে লইযা ভ্রমণ কবিতে লাগিল। জন্মাবধি কুমাবেব উপর দিবা বাত্রি শ্বেতছত্র ধৃত হইত: "শৈত্য, উষ্ণতা, তৃণ, বজ অথবা তুষাব যেন কুমাবেব পীড়াদাযক না হয।" জন্মকাল হইতেই বিপস্সী কুমাব বহুজনেব প্রিয এবং প্রীতিকব হইলেন। ভিক্ষুগণ, যেরূপ উৎপল, অথবা পদ্ম, অথবা পুণ্ডরীক বহুজনেব প্রিয প্রীতিপদ হয, সেইরূপই বিপস্সী কুমাব বহুজনের প্রিয ও প্রীতিকব হইলেন। তিনি অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তবে ধৃত হইতে লাগিলেন।

৩৫। 'ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্সী কুমাব হিমবন্ত-চাবিণী কোকিলাব ন্যায মঞ্জুকণ্ঠ, চারুকণ্ঠ, মধুবকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ হইযাছিলেন।

৩৬। 'ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্সী কুমাবেব পূর্ব্বজন্ম প্রসূত দিব্য চক্ষু উৎপন্ন হইযাছিল, যাহা দ্বাবা তিনি দিবাবাত্রি যোজন পবিমিত স্থান সম্পূর্ণবূপে দর্শন কবিতেন।

৩৭। 'ভিক্ষুগণ, জন্ম হইতেই বিপস্সী কুমাব ত্রযস্ত্রিংশ দেবগণেব ন্যায অনিমেষ দৃষ্টিসম্পন্ন হইযাছিলেন। "কুমাব অনিমেষ নযনে নিবীক্ষণ কবেন", এই হেতু, ভিক্ষুগণ, কুমাবেব "বিপস্সী, বিপস্সী" এইবূপ নাম উৎপন্ন হইযাছিল। ভিক্ষুগণ, বাজা বন্ধুমা ধর্ম্মাধিকবণে উপবিষ্ট হইযা বিপস্সী কুমাবকে অঙ্কে স্থাপন কবিযা বিচাব কার্য্য কবিতেন। বিপস্সী কুমাবও পিতাব অঙ্কে উপবিষ্ট হইযা ন্যাযেব সহিত সূক্ষ্ম বিচাব কবিতেন। "কুমাব ন্যাযেব সহিত সূক্ষ্ম বিচাব কবেন" এই হেতু, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমাবেব "বিপস্সী, বিপস্সী", নাম অধিকতব বূপে উৎপন্ন হইযাছিল।

৩৮। 'তদনন্তব, ভিক্ষুগণ, বাজা বন্ধুমা বিপস্সী কুমাবেব নিমিত্ত তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ কবাইলেন—একটি বর্ষাকালেব নিমিত্ত, একটি হেমন্ত-কালেব নিমিত্ত, একটি গ্রীষ্মকালেব নিমিত্ত, এবং সর্ব্ববিধ ভোগ বিলাসেব আযোজন কবাইলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমাব বর্ষাকালেব প্রাসাদে বর্ষাব চাবি মাস দিব্য সঙ্গীতধ্বনিব মধ্যে অতিবাহিত কবিতেন, প্রাসাদেব নিম্নতলে অবতবণ কবিতেন না।

জাতি খণ্ড সমাপ্ত।

২। ১। 'তৎপবে, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমাব বহু শত সহস্র বৎসব অতীত হইলে সাবথিকে কহিলেন ঃ

' "মিত্র সাবথি, উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত কব, উদ্যানভূমি দর্শনার্থ গমন কবিব।"

' "দেব, তথাস্তু" এই বলিযা, ভিক্ষুগণ, সাবথি বিপস্সী কুমাবকে প্রত্যুত্তব দিযা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যান সমূহ যোজনা পূর্ব্বক বিপস্সী কুমাবেব নিকট জ্ঞাপন কবিল ঃ "দেব, আপনাব নিমিত্ত যান প্রস্তুত, এখন আপনাব যেবূপ অভিবূচি।"

'ভিক্ষুগণ, তৎপবে বিপস্সী কুমাব উৎকৃষ্ট যানে আবোহণ কবিযা অনুবূপ যান সমূহেব সহিত বহির্গত হইলেন।

২। "ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে একটি পুরুষকে যাইতে দেখিলেন—পুরুষটি-জীর্ণ, গোপানসী বক্র, নত, দণ্ড-পরায়ণ, প্রকম্পমান, আতুর, বিগত-যৌবন। ইহা দেখিয়া তিনি সারথিকে কহিলেন ঃ

' "হে সারথি, ইহা কীদৃশ পুরুষ? ইহার কেশ অন্যের ন্যায় নহে, দেহও অন্যের ন্যায় নহে।"

' "দেব, ইহা বৃদ্ধ পুরুষ।"

' "সারথি, বৃদ্ধপুরুষ কি প্রকার?"

' "দেব ইহাই বৃদ্ধপুরুষ ঃ পুরুষটি আর অধিক কাল জীবিত থাকিবে না।"

' "সারথি, আমিও কি জরাধর্ম্ম বিশিষ্ট? ইহা কি আমারও অনিবার্য্য নিয়তি?"

' "দেব, আপনি, আমি, এবং সর্ব্বলোক জরা-ধর্ম্ম বিশিষ্ট, ইহা আমাদের অনিবার্য্য নিয়তি।"

' "সারথি, তাহা হইলে আজ আর- উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তঃপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন কর।"

"ভিক্ষুগণ, সারথি বিপস্‌সী-কুমারকে "দেব, তথাস্তু" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ, বিপস্‌সী কুমার অন্তঃপুরে গমন করিয়া দুঃখী ও দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ "জন্মকে ধিক, যেহেতু যে জাত সে জরাগ্রস্ত হইবে।"

৩। "ভিক্ষুগণ, অনন্তর রাজা বন্ধুমা সারথিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ঃ

' "সারথি, কুমার উদ্যানভ্রমণ উপভোগ করিয়াছেন ত? উদ্যান ভূমি কুমারের প্রীতিকর হইয়াছে ত?"

' "দেব, কুমার উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করেন নাই, উদ্যান ভূমি তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই।

' "সারথি, কুমার উদ্যান গমনের পথে কি দেখিয়াছিলেন?

' "দেব, কুমার উদ্যানে গমনকালে একটি জীর্ণ, গোপানসী-বক্র, নত, দণ্ডপরায়ণ, প্রকম্পমান, আতুর, বিগত-যৌবন পুরুষ দেখিয়াছিলেন।' উহা দেখিয়া তিনি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ঃ 'সারথি, ইহা কীদৃশ

পুরুষ ? ইহার কেশ অন্যের ন্যায় নহে, দেহও অন্যের ন্যায় নহে।' 'দেব, ইহা বৃদ্ধপুরুষ।' 'সারথি, বৃদ্ধপুরুষ কি প্রকার ? 'দেব, ইহাই বৃদ্ধ-পুরুষ ঃ পুরুষটি আর অধিককাল জীবিত থাকিবে না।' 'সারথি, আমিও কি জরাধর্ম্ম-বিশিষ্ট ? ইহা কি আমার অনিবার্য্য নিয়তি ?' 'দেব আপনি, আমি এবং সর্ব্বলোক জরা-ধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহা আমাদের অনিবার্য্য নিয়তি।' 'সারথি, তাহা হইলে আজ আর উদ্যানে যাইবার প্রয়োজন নাই, এইস্থান হইতেই অন্তপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন কর।' 'দেব, তথাস্তু' এই কথা বলিয়া আমি কুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলাম। কুমার অন্তঃপুরে গমন করিয়া দুঃখী ও দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেণ, 'জন্মকে ধিক্, যেহেতু যে জাত সে জরাগ্রস্ত হইবে।' "

৪। "ভিক্ষুগণ, তখন রাজা বন্ধুমা এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ "বিপস্সী কুমার রাজত্ব করিবেন না এরূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন এরূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন যেন সত্য না হয়।"

"ভিক্ষুগণ, অতঃপর রাজা বন্ধুমা বিপস্সী-কুমারকে অধিকতর রূপে সর্ব্ববিধ ভোগপরিবেষ্টিত করিলেন, যাহাতে কুমার রাজ্য ভোগ করেন, গৃহ-ত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় না করেন, যাহাতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণ-গণের বচন মিথ্যা হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিপস্সী কুমার সর্ব্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।

৫। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার বহুশতসহস্র বৎসর…[১ সংখ্যক পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]…

৬। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার উদ্যান ভূমিতে গমনকালে একটি পুরুষকে দেখিলেন,—পুরুষটি পীড়িত, আর্ত্ত, কঠিন রোগগ্রস্ত, স্বকীয় মূত্র করীষের মধ্যে শায়িত, উত্থানে ও শয়নে অপরের সাহায্যাপেক্ষী। এই দৃশ্য দেখিয়া কুমার সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'মিত্র সারথি, এই পুরুষটি কি করিয়াছে ? ইহার চক্ষুও অন্যের চক্ষুর ন্যায় নহে, স্বরও অন্যের স্বরের ন্যায় নহে।"

' "দেব, পুরুষটি ব্যাধিগ্রস্ত।"

' "সারথি, ব্যাধিগ্রস্ত কাহাকে বলে ?"

' "দেব, যে বোগে সে আক্রান্ত, ঐ বোগ হইতে তাহাব অব্যাহতিব সম্ভাবনা অত্যল্প।"

' "সাবথি, আমিও কি ব্যাধিব অধীন? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি?"

' "দেব! আপনি, আমি এবং আমবা সকলেই ব্যাধির অধীন, আমবা ব্যাধির অতীত নহি।"

' "তাহা হইলে, মিত্র সাবথি, আজ আব উদ্যানে যাইবাব প্রযোজন নাই, এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কব।"

' "দেব, তথাস্তু" এই কথা বলিযা সাবথি প্রত্যাবর্ত্তন কবিল। ভিক্ষুগণ, বিপস্সীকুমাব অন্তঃপুবে প্রবেশ কবিযা দুঃখিত ও দুর্ম্মনা হইযা চিন্তা কবিতে লাগিলেন: "এই জন্মকে ধিক। যেহেতু যে জাত সে জবা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।"

৭। 'ভিক্ষুগণ, অনন্তব বাজা বন্ধুমা সাবথিকে আহবান কবিযা কহিলেন:

' "সাবথি, কুমাব উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ করিযাছেন ত? উদ্যানভূমি কুমাবেব প্রীতিকব হইযাছে ত?"

' "দেব, কুমাব উদ্যান ভ্রমণ উপভোগ কবেন নাই, উদ্যান ভূমি তাহাব প্রীতিকর হয নাই।"

' "সাবথি, কুমাব উদ্যান গমনেব পথে কি দেখিযাছিলেন?

' "দেব, কুমাব উদ্যানে গমনকালে একটি পুরুষকে দেখিয়াছিলেন,—পুরুষটি পীড়িত, আর্ত্ত, কঠিন বোগগ্রস্ত, স্বকীয মূত্রকরীষের মধ্যে শাযিত, উত্থানে ও শযনে অপবেব সাহায্যাপেক্ষী। এই দৃশ্য দেখিযা কুমার আমাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন: 'সাবথি, এই পুরুষটি কি কবিযাছে? ইহাব চক্ষুও অন্যেব চক্ষুব ন্যায নহে।' 'দেব, পুরুষটি ব্যাধিগ্রস্ত।' 'সারথি, ব্যাধিগ্রস্ত কাহাকে বলে?' 'দেব, যে বোগে সে আক্রান্ত, ঐ বোগ হইতে তাহাব অব্যাহতির সম্ভাবনা অত্যল্প।' 'সাবথি, আমিও কি ব্যাধির অধীন? আমিও কি ব্যাধির অতীত নহি?' 'দেব! আপনি, আমি এবং আমবা সকলেই ব্যাধিব অধীন, আমবা ব্যাধিব অতীত নহি।' "তাহা হইলে, মিত্র সারথি, আজ আব উদ্যানে যাইবাব প্রযোজন নাই। এইস্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কর।' আমি সম্মত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কুমার

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দুঃখিত, ও দুর্ম্মনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ঃ এই জন্মকে ধিক, যেহেতু যে জাত সে জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইবে।"

৮। 'ভিক্ষুগণ, তখন রাজা বন্ধুমা এইরূপ চিন্তা করিলেনঃ "বিপস্সী কুমার রাজত্ব করিবেন না এরূপ যেন না হয়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন এরূপ যেন না হয়, নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন যেন সত্য না হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর রাজা বন্ধুমা বিপস্সী কুমারকে অধিকতর রূপে সর্ব্ববিধ ভোগপরিবেষ্টিত করিলেন, যাহাতে কুমার রাজ্য ভোগ করেন, গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় না করেন, যাহাতে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণের বচন মিথ্যা হয়। ভিক্ষুগণ, এইরূপে বিপস্সী কুমার সর্ব্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত রহিলেন।

৯। 'অতঃপর ভিক্ষুগণ, বিপস্সী-কুমার বহুশত সহস্র বৎসর··· বহির্গত হইলেন। (১সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১০। 'ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার উদ্যানভূমিতে গমনকালে দেখিলেন সম্মিলিত বৃহৎ জনসঙ্ঘ নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের দ্বারা চিতা নির্ম্মাণে রত। উহা দেখিয়া তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

' "সারথি, সম্মিলিত এই বৃহৎ জনসঙ্ঘ নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রে কি নিমিত্ত চিতা নির্ম্মাণে রত ?"

' "দেব, যেহেতু এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।"

' "তাহা হইলে, সারথি, ঐ মৃতের সন্নিধানে রথ চালনা কর।"

' "তথাস্তু" এই কথা বলিয়া সারথি মৃতের সন্নিধানে রথ চালনা করিল। ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার মৃতদেহ দেখিলেন এবং সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

' "সারথি, মৃত কাহাকে বলে।"

' "দেব, মৃতের মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ কেহই আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। সেও মাতা, পিতা অথবা অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গকে আর দেখিতে পাইবে না।"

' "সারথি, আমিও কি মরণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট ? আমিও কি মরণের অতীত নহি ? আমাকেও কি রাজা, রাণী অথবা অপরাপর জ্ঞাতিবর্গ আর দেখিতে পাইবে না ? আমিও কি তাঁহাদিগকে আর দেখিতে পাইব না ?"

' "দেব, আপনি ও আমি এবং আমরা সকলেই মরণধর্ম্মযুক্ত, মরণেব অতীত নহি। আপনাকেও রাজা, রাণী অথবা অপরাপব জ্ঞাতিবর্গ দেখিতে পাইবেন না, আপনিও তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন না।"

' "তাহা হইলে, সারথি, আজ আব উদ্যানে যাইবাব প্রযোজন নাই, এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কব।"

"তথাস্তু" বলিয়া, ভিক্ষুগণ, সাবথি সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বিপস্সী কুমাব অন্তঃপুবে প্রবিষ্ট হইযা দুঃখিত ও দুর্ম্মনা হইযা চিন্তা কবিতে লাগিলেনঃ "জন্মে ধিক, যেহেতু যাহার জন্ম হইযাছে সে জরা, ব্যাধি এবং মবণগ্রস্ত হইবে।"

১১। ১২। 'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, বাজা বন্ধুমা সাবথিকে পূর্ব্বেব ন্যায প্রশ্ন কবিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায বিপস্সী কুমাবকে অধিকতব রূপে সর্ব্ববিধ ভোগ পবিবেষ্টিত কবিলেন। এইরূপে বিপস্সী কুমাব সর্ব্ববিধ ভোগানন্দে ব্যাপৃত বহিলেন।

১৩। 'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, বিপস্সী-কুমাব বহুশত সহস্র বৎসব… বহির্গত হইলেন। [১সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

১৪। 'ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমাব উদ্যানভূমিতে গমনকালে এক মুণ্ডিতমস্তক, কাষাযবস্ত্র পবিহিত প্রব্রজিত পুরুষকে দেখিযা সাবথিকে জিজ্ঞাসা কবিলেনঃ

' "সাবথি, এই পুরুষটি কি কবিযাছে, যাহাব জন্য তাহাব মস্তক অন্যেব মস্তকেব ন্যায নহে, বস্ত্রও অন্যেব ন্যায নহে?"

' "দেব পুরুষটি প্রব্রজিত।"

' "সাবথি, প্রব্রজিত কাহাকে বলে?"

' "দেব, যিনি প্রব্রজিত তিনি ধর্ম্মচর্য্যা, শমচর্য কুশল ক্রিযা পুণ্যকর্ম্ম, অহিংসা এবং সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি অনুকম্পায পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

' "সাবথি, যিনি প্রব্রজিত তিনি সাধু, সাধু ধর্ম্মচর্য্যা, সাধু শমচর্য্যা, সাধু কুশলধর্ম্ম, সাধু পুণ্যকর্ম্ম সাধু অহিংসা, সাধু সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অন ক ‧ া। সারথি, এইবার ঐ প্রব্রজিতের নিকট রথ চালনা কর।

' "তথাস্তু" বলিয়া সাবথি প্রব্রজিতেব নিকট বথ চালনা কবিল। ভিক্ষুগণ, তৎপবে বিপস্সী কুমাব সেই প্রব্রজিতকে এইরূপ কহিলেনঃ

"সৌম্য, কি নিমিত্ত আপনার মস্তক অন্যের মস্তকের ন্যায নহে, বস্ত্র অন্যের ন্যায নহে ?"

' "দেব, আমি প্রব্রজিত।"

' "সৌম্য, উহার অর্থ কি।"

' "দেব, যিনি প্রব্রজিত তিনি ধর্ম্মচর্য্যা, শমচর্য্যা, কুশল কর্ম্ম, পুণ্যকর্ম্ম অহিংসা এবং সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পায পূর্ণতা প্রাপ্ত।"

' সৌম্য, সাধু আপনার ন্যায প্রব্রজিত, সাধু ধর্ম্মচর্য্যা, সাধু শমচর্য্যা, সাধু কুশল কর্ম্ম, সাধু পুণ্য কর্ম্ম, সাধু অহিংসা, সাধু সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা।"

১৫। 'তৎপরে ভিক্ষুগণ, বিপস্সী কুমার সারথিকে কহিলেন :-

"সারথি রথ লইযা এই স্থান হইতেই প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি এই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায বস্ত্র পরিহিত হইযা গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয করিব।"

' "তথাস্তু, দেব" বলিযা সারথি সেইস্থান হইতে রথ লইযা প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বিপস্সী কুমারও সেই স্থানেই কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায বস্ত্র পরিহিত হইযা গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয করিলেন।

১৬। 'ভিক্ষুগণ, রাজধানী বন্ধুমতী নগরের চতুরশীতি সহস্র মনুষ্য শুনিল : "বিপস্সী কুমার কেশ ও শ্মশ্রু মোচন করিযা কাষায বস্ত্র পরিধান করিযা গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয করিযাছেন।" ইহা শুনিযা তাহারা চিন্তা করিল : "যে ধর্ম্ম-বিনযে বিপস্সী কুমার কেশ-শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায পরিহিত হইযা গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয করিযাছেন ঐ ধর্ম্ম-বিনয কখনই হীন নহে, ঐ প্রব্রজ্যা কখনই হীন নহে। যখন রাজকুমার বিপস্সী এইসব আশ্রয করিযাছেন, তখন আমরাই বা কেন তাহা না করি ?" অনন্তর ভিক্ষুগণ, সেই চতুরশীতি সহস্র মানব বিপস্সী বোধিসত্ত্বের অনুকরণে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ, এইরূপে সেই জনসঙ্ঘ পরিবেষ্টিত হইযা বিপস্সী বোধিসত্ত্ব গ্রাম নগর রাজধানী সমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

১৭। 'ভিক্ষুগণ, তদনন্তর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী যখন নির্জ্জনে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয হইল :

' "বহুজন পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করা আমার অনুপযুক্ত। আমি জনসংঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিব।"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী বিহার করিতে লাগিলেন। সেই চতুরশীতি সহস্র প্রব্রজিত এক পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী অন্যপথ ধরিলেন।

১৮। 'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী একদিন যখন স্বকীয় বাসস্থানে নির্জ্জনে ধ্যানরত ছিলেন, তখন তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল:

' "এই জগৎ দুঃখাপন্ন, এইস্থানে জন্ম, জরা ও মৃত্যু, চ্যুতি এবং পুনরুৎপত্তি; অথচ এই জরামরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কেহই অবগত নয়। এই জরামরণরূপ দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কোন্ দিনে উদ্ঘাটিত হইবে।"

'তৎপরে, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন: "কিসের বর্ত্তমানে জরা-মরণ হয়? কোন্ হেতু হইতে উহা উদ্ভূত।" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল: "জাতি বর্ত্তমানে জরা-মরণ, জাতিরূপ হেতু হইতে জরা-মরণের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন: "কিসের বর্ত্তমানে জাতি (জন্ম) হয়? কোন্ হেতু হইতে জাতির উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল: "ভব বর্ত্তমানে জাতি, ভবরূপ হেতু হইতে জাতির উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন: "কিসের বর্ত্তমানে ভব হয়? কোন্ হেতু হইতে ভবের উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল: "উপাদান বর্ত্তমানে ভব, উপাদানরূপ হেতু হইতে ভবের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন: "কিসের বর্ত্তমানে উপাদান হয়? কোন্ হেতু হইতে উপাদানের উৎপত্তি?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে

উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "তৃষ্ণা বর্ত্তমানে উপাদান, তৃষ্ণারূপ হেতু হইতে উপাদানের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কিসের বর্ত্তমানে তৃষ্ণা হয় ? কোন্ হেতু হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি ?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "বেদনা বর্ত্তমানে তৃষ্ণা, বেদনা রূপ হেতু হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কিসের বর্ত্তমানে বেদনা হয় ? কোন্ হেতু হইতে বেদনার উৎপত্তি ?" ভিক্ষুগণ তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "স্পর্শ বর্ত্তমানে বেদনা, স্পর্শরূপ হেতু হইতে বেদনার উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কিসের বর্ত্তমানে স্পর্শ হয় ? কোন্ হেতু হইতে স্পর্শের উৎপত্তি ?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "ষড়ায়তন বর্ত্তমানে স্পর্শ, ষড়ায়তন রূপ হেতু হইতে স্পর্শের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কিসের বর্ত্তমানে ষড়ায়তন হয় ? কোন্ হেতু হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি ?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "নাম-রূপ বর্ত্তমানে ষড়ায়তন, নাম-রূপ হেতু হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কিসের বর্ত্তমানে নাম-রূপ হয় ? কোন হেতু হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি ?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : "বিজ্ঞান বর্ত্তমানে নামরূপ, বিজ্ঞানরূপ হেতু হইতে নামরূপের উৎপত্তি।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : "কিসের বর্ত্তমানে বিজ্ঞান হয় ? কোন্ হেতু হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে

উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ "নাম-রূপ বর্ত্তমানে বিজ্ঞান, নামরূপ হেতু হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি।"

১৯। 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ "নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের পুনরাবর্ত্তন হয়, উহা নাম-রূপকে অতিক্রম করে না। এইরূপেই জন্ম হয়, বার্দ্ধক্য হয়, মৃত্যু হয় এবং চ্যুতি ও পুনরুৎপত্তি হয়, যথা—নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপের উৎপত্তি, নামরূপ হইতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য এবং নৈরাশ্যের উৎপত্তি। এই রূপেই সমগ্র দুঃখ স্কন্ধের উদয় হয়।

ভিক্ষুগণ, "উদয়, উদয়" এই চিন্তা করিতে করিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্ম সমূহে চক্ষু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।

২০। 'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ "কিসের অবর্ত্তমানে জরা-মরণ থাকে না? কিসের নিরোধে জরা-মরণের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে, প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ "জাতির অবর্ত্তমানে জরা-মরণ হয় না, জাতির নিরোধে জরা-মরণের নিরোধ হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ "কিসের অবর্ত্তমানে জাতি থাকে না? কিসের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ "ভবের অবর্ত্তমানে জাতি থাকে না, ভবের নিরোধে জাতির নিরোধ হয়।"

'ভিক্ষুগণ, অতঃপর বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ "কিসের অবর্ত্তমানে ভব হয় না? কিসের নিরোধ ভবের নিরোধ হয়?" ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ "উপাদানের অবর্ত্তমানে ভব হয় না, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ হয়।"

'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ "কিসের অবর্ত্তমানে উপাদান হয় না? কিসের নিরোধে উপাদানের নিরোধ

হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “তৃষ্ণার অবর্ত্তমানে উপাদান হয় না. তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ হয়।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসের অবর্ত্তমানে তৃষ্ণা হয় না ? কিসের নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয় ? ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “বেদনার অবর্ত্তমানে তৃষ্ণা হয় না, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ হয়।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসের অবর্ত্তমানে বেদনা হয় না ? কিসের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “স্পর্শের অবর্ত্তমানে বেদনা হয় না, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ হয়।”

‘অতঃপর ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন :

“কিসের অবর্ত্তমানে স্পর্শ হয় না ? কিসের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “ষড়ায়তনের অবর্ত্তমানে স্পর্শ হয় না, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ হয়।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন, “কিসের অবর্ত্তমানে ষড়ায়তন হয় না ? কিসের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : ‘নাম রূপের অবর্ত্তমানে ষড়ায়তন হয় না, নাম রূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসের অবর্ত্তমানে নাম-রূপ হয় না ? কিসের নিরোধে নাম-রূপের নিরোধ হয় ?” ভিক্ষুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সীর গাঢ় মনঃসংযোগের ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল : “বিজ্ঞানের অবর্ত্তমানে নাম-রূপ হয় না ; বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপের নিরোধ হয়।”

‘অতঃপর, ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্‌সী এইরূপ চিন্তা করিলেন : “কিসের অবর্ত্তমানে বিজ্ঞান হয় না ? কিসের অবর্ত্তমানে বিজ্ঞানের

নিবোধ হয ?" ভিক্ষ্ুগণ, তখন বোধিসত্ত্ব বিপস্সীব, গাঢ মনঃসংযোগেব ফলে প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত উপলব্ধি জন্মিল ঃ "নাম রূপের অবর্ত্তমানে বিজ্ঞান হয না ; নাম-রূপের নিবোধে বিজ্ঞানেব নিবোধ হয।"

২১। 'অতঃপব, ভিক্ষ্ুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী এইরূপ চিন্তা কবিলেন, "জ্ঞানালোক প্রাপ্তিব নিমিত্ত এই বিপশ্যনা মার্গ আমাব অধিগত, উহা এই— নাম-রূপেব নিবোধে বিজ্ঞানেব নিবোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপেব নিবোধ, নাম-রূপেব নিবোধে ষড়াযতনেব নিবোধ, ষডাযতনেব নিবোধে স্পর্শেব নিবোধ, স্পর্শেব নিবোধে বেদনাব নিবোধ, বেদনাব নিবোধে তৃষ্ণাব নিবোধ, তৃষ্ণাব নিবোধে উপাদানেব নিবোধ, উপাদানেব নিবোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিবোধ হইতে জাতি-নিবোধ, জাতি-নিবোধ হইতে জরা-মরণ, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, নৈবাশ্য নিরুদ্ধ হয ; এই রূপেই সমগ্র দুঃখ-স্কন্ধেব নিবোধ হয।

'ভিক্ষ্ুগণ, "নিবোধ, নিবোধ" এই চিন্তা কবিতে কবিতে বোধিসত্ত্ব বিপস্সীব অশ্রুতপূর্ব্ব ধম্মসমূহে চক্ষ্ু উৎপন্ন হইল, জ্ঞান উৎপন্ন হইল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইল, বিদ্যা উৎপন্ন হইল, আলোক উৎপন্ন হইল।

২২। 'তৎপবে, ভিক্ষ্ুগণ, বোধিসত্ত্ব বিপস্সী পঞ্চ উপাদানস্কন্ধে উদয-ব্যয-দর্শী হইযা বিহাব কবিতে লাগিলেন ঃ "ইহা রূপ, ইহা রূপেব অন্ত, ইহা বেদনা, ইহা বেদনাব উদয, ইহা বেদনাব অন্ত ; ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞাব উদয, ইহা সংজ্ঞাব অন্ত, ইহা সংস্কাব, ইহা সংস্কাবেব উদয, ইহা সংস্কাবেব অন্ত, ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানেব উদয, ইহা রূপেব উদয়, ইহা বিজ্ঞানেব অন্ত।"

'পঞ্চ উপাদান স্কন্ধেব উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিযা বিহাব কবিতে কবিতে অচিরে তাঁহার চিত্ত আস্রবহীন হইযা বিমুক্ত হইল।

দ্বিতীয ভাণবাব সমাপ্ত

৩। ১। 'ভিক্ষ্ুগণ, অতঃপব ভগবান, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্সী এইরূপ চিন্তা কবিলেন ঃ "আমি ধর্ম্ম প্রচাব করিব।"

'তখন, ভিক্ষ্ুগণ, তাঁহার মনে এইবপ হইল ঃ "আমার অধিগত ধর্ম্ম

গম্ভীব, দুর্দ্দর্শ, দুবানুবোধ, শান্ত, প্রণীত, অতর্কাবচব, নিপুণ, পণ্ডিত বেদনীয। কিন্তু মানুষগণ আসক্তি-প্রিয, আসক্তি-বত, আসক্তি-প্রমোদী। যাহাবা আসক্তি-প্রিয, আসক্তি-বত, আসক্তি-প্রমোদী তাহাদেব পক্ষে "ইহা হইতে ইহাব উৎপত্তি হয"—বূপ প্রতীত্যসমুৎপাদ অবধাবণ কবা কঠিন। ইহাও তাহাদেব পক্ষে অবধাবণ কবা কঠিন যে, সর্ব্বসংস্কাবেব শান্তি, সর্ব্ব উপাধিব পবিহাব, তৃষ্ণাক্ষয, বিবাগ এবং নিবোধই নির্ব্বাণ। আমি ধর্ম্ম প্রচাব কবিলে অপবে যদি তাহা গ্রহণ কবিতে অক্ষম হয, তাহা হইলে উহা আমাব পক্ষে শ্রান্তিজনক ও বিবক্তিকব হইবে।"

২। 'ভিক্ষুগণ, সত্যই তন্মুহূর্ত্তে ভগবান্ অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্সীব মনে অশ্রুতপূর্ব্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল ঃ

"আমি বহু কষ্টে অর্জ্জিযাছি যাহা,
কাজ নাই প্রকাশ কবিযা তাহা,
বাগ দোষে লিপ্ত নব যাবা,
এই ধর্ম্ম বুঝিবে না তাবা।
প্রতিস্রোতগামী ইহা নিপুণ গম্ভীব,
দুর্দ্দর্শ সুসূক্ষ্ম ইহা—রাগবক্ত যাবা
অবিদ্যাব অন্ধকাবে ঢাকা—বুঝিবে না ইহা তাবা।"

'ভিক্ষুগণ, এইবূপ চিন্তা কবিতে কবিতে ভগবান, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্সী নিবুৎসাহ হইলেন, ধর্ম্মদেশনায তাঁহাব প্রবৃত্তি হইল না। ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্সীব চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইযা এইবূপ চিন্তা কবিলেন ঃ- "হায। এই জগত নষ্ট হইবে, বিনষ্ট হইবে, যেহেতু ভগবান বিপস্সীব চিত্ত উৎসাহ-হীন হইযা ধর্ম্মদেশনায প্রবৃত্ত হইতেছে না।"

৩। 'অনন্তব, ভিক্ষুগণ, সেই মহাব্রহ্মা, যেবূপ বলবান পুবুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবে, অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইবূপই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইযা ভগবান বিপস্সীব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপবে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তবাসঙ্গে আবৃত কবিযা দক্ষিণ জানু-মণ্ডল ভূমিতে স্থাপন কবিযা ভগবান বিপস্সীব দিকে অঞ্জলি প্রণত কবিযা তাঁহাকে এইবূপ কহিলেন ঃ

"হে ভগবান, ধর্ম্মপ্রচাব কবুন, হে সুগত ধর্ম্মপ্রচাব করুন, সাংসাবিক-

তাব মলিনতায যাহাদেব চক্ষু নিস্প্রভ হয নাই, এমন প্রাণীও আছে। ধর্ম্ম-শ্রবণেব অভাবে তাহাবা বিনষ্ট হইতেছে, তাহারা ধর্ম্মেব জ্ঞান লাভ কবিবে।"

৪। 'ভিক্ষুগণ, এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান বিপস্সী মহাব্রহ্মাকে কহিলেন ঃ

"ব্রহ্মা। আমাবও মনে এইরূপ হইযাছিল ঃ 'আমি ধর্ম্মপ্রচাব কবিব।' কিন্তু আমি চিন্তা কবিলাম ঃ 'আমাব অধিগত ধর্ম্ম গম্ভীব, দুর্দ্দর্শ · বিবক্তিকব হইবে [১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] তন্মুহূর্ত্তে আমাব মনে অশ্রুতপূর্ব্ব এই গাথাগুলি প্রতিভাত হইল ঃ

"আমি বহু কষ্টে··· ·

বুঝিবে না ইহা তাবা। (২ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

' "ব্রহ্মা! এইরূপ চিন্তা কবিতে কবিতে আমি নিরুৎসাহ হইলাম, ধর্ম্মদেশনায আমাব প্রবৃত্তি হইল না।"

৫। 'ভিক্ষুগণ, দ্বিতীযবাব মহাব্রহ্মা বিপস্সীকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন · · (পূর্ব্বেব ন্যায)

৬। 'ভিক্ষুগণ, তৃতীযবাব মহাব্রহ্মা ভগবান বিপস্সীকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন ঃ

"হে ভগবান, ধর্ম্মপ্রচাব করুন···জ্ঞান লাভ কবিবে। (পূর্ব্বেব ন্যায)

'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্সী ব্রহ্মাব অনুবোধ জ্ঞাত হইযা এবং প্রাণীগণেব প্রতি করুণাপববশ হইযা বুদ্ধ-চক্ষুদ্বাবা জগতেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন। তিনি দেখিলেন কাহাবও কাহাবও চক্ষু ধূলি মল বিবহিত, কাহাবও বা চক্ষু ধূলিব তমসায আবৃত, কেহ তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয বিশিষ্ট, কেহ মৃদু ইন্দ্রিয, কেহ সুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন, কেহ দুষ্প্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পবলোকে কেহ বা গর্হিত আচবণে ভযদর্শী। যেরূপ উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডবীক সবোববে কোন কোন উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডবীক জলে জন্মিয়া, জলে বর্দ্ধিত হইযা, জলানুগত হইযা জলে নিমগ্ন হইয়া পুষ্টিলাভ কবে, কোন কোন উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডবীক জলে জন্মিযা জলে বর্দ্ধিত হইয়া সমোদক হইযা (জলতলে) অবস্থান করে, কোন কোন উৎপল অথবা পদ্ম অথবা পুণ্ডবীক জলে

জন্মিযা জলে বর্দ্ধিত হইযা জল হইতে উর্দ্ধে অবস্থান কবে এবং জলে লিপ্ত হয না, এইবুপেই ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী বুদ্ধ-চক্ষু দ্বাবা জগতকে অবলোকন কবিযা দেখিলেন কোন কোন প্রাণীব চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত, কাহাবও বা চক্ষু ধূলিব তমসায আবৃত, কেহ তীক্ষ্ন ইন্দ্রিয বিশিষ্ট কেহ মৃদু ইন্দ্রিয, কেহ সুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন, কেহ দুস্প্রবৃত্তি, কেহ বশানুগ, কেহ নহে, কেহ বা পবলোকে, কেহ বা গর্হিত আচবণে ভযদর্শী।

৭। 'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভভবান বিপস্‌সীব চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইযা তাঁহাকে গাথায সম্বোধন কবিলেন ঃ

"যেবুপ পর্ব্বতচূডাস্থ শৈলখণ্ডে স্থিত মনুষ্য
চতুর্দিকস্থ জনগণকে নিবীক্ষণ কবে, সেইবুপ,
হে সুমেধ! সর্ব্বদর্শী! তুমি ধর্ম্মময প্রাসাদে
আবোহণ পূর্ব্বক, হে শোক-বহিত, শোকাবতীর্ণ
জাতিজবাভিভূত মনুষ্যগণকে নিবীক্ষণ কব,
হে সংগ্রাম-বিজযী, সার্থ-বাহ, অঋণী বীব,
উঠ, জগতে বিচবণ কব, হে ভগবান, ধর্ম্ম
প্রচাব কব, বোধশক্তিসম্পন্নগণ দৃষ্ট হইবে।"

তদনন্তব, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী মহাব্রহ্মাকে গাথায সম্বোধন কবিলেন ঃ

"যাহদেব কর্ণ আছে, তাহাবা শ্রদ্ধাযুক্ত হউক,
অমৃতেব দ্বাব তাহাদেব জন্য উন্মুক্ত।
হে ব্রহ্মা, ব্যর্থ প্রযাসেব আশঙ্কায আমি
এই মধুব, উত্তম ধর্ম্ম মনুষ্যগণকে কহি নাই।"

'ভিক্ষুগণ, তখন মহাব্রহ্মা "ভগবান বিপস্‌সীব নিকট ধর্ম্ম প্রচাবেব প্রতিশ্রুতি লাভ কবিযাছি" এইবুপ চিন্তা কবিযা তাঁহাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ঐ স্থানেই অন্তর্দ্ধান কবিলেন।

৮। 'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী এইবুপ চিন্তা কবিলেন ঃ "কাহাব নিকট প্রথম ধর্ম্মপ্রচাব কবিব? কে এই ধর্ম্ম ক্ষিপ্রতাব সহিত বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

'তৎপবে, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্‌সী চিন্তা কবিলেন ঃ "বাজপুত্র খণ্ড এবং পুবোহিত পুত্র তিস্‌স বন্ধুমতী বাজধানীতে বাস কবেন, তাঁহাবা

পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, মেধাবী, বহুদিন হইতে তাঁহাদের চক্ষু ধূলি-মল বিরহিত। অতএব সর্ব্বপ্রথম আমি তাঁহাদের নিকটই ধর্ম্মপ্রচার করিব, তাঁহারা এই ধর্ম্ম ক্ষিপ্রতার সহিত বুঝিতে সক্ষম হইবেন।"

'তদনন্তর, ভিক্ষুগণ, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করেন, প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ ভগবান বিপস্সী বোধি-বৃক্ষমূলে অন্তর্হিত হইয়া বন্ধুমতী রাজধানীর খেম-মৃগদাবে আবির্ভূত হইলেন।

৯। 'ভিক্ষুগণ, তৎপরে ভগবান বিপস্সী উদ্যানপালকে কহিলেন ঃ

"সৌম্য উদ্যানপাল, তুমি বন্ধুমতী রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত-পুত্র তিস্সকে এইরূপ বল ঃ 'ভন্তে, ভগবান, অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ বিপস্সী বন্ধুমতী রাধজানীতে উপস্থিত হইযা খেম মৃগদাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আপনাদিগের দর্শনাভিলাষী।"

'ভিক্ষুগণ, উদ্যানপাল "তথাস্তু" বলিয়া রাজধানী বন্ধুমতীতে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিতপুত্র তিস্সের নিকট ঐ সংবাদ বহন করিল।

১০। 'ভিক্ষুগণ, তখন তাঁহারা উত্তম উত্তম রথ প্রস্তুতের আদেশ দিযা উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক বন্ধুমতী রাজধানী হইতে বহির্গত হইযা খেম মৃগদাবে গমন করিলেন। যতদূর যান-পথ ততদূর যানারোহণে গিয়া পরে অবতরণপূর্ব্বক পদব্রজে ভগবান বিপস্সীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান বিপস্সীকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

১১। 'ভগবান বিপস্সী তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বী কথা কহিলেন, যথা—দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যের পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে তাঁহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণ—মুক্ত-চিত্ত, উদগ্র-চিত্ত, প্রসন্নচিত্ত তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের সামুৎকর্ষিক ধর্ম্মদেশনা তাহা প্রকাশ করিলেন—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ, দুঃখনিরোধের মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জন গ্রহণ করে, সেই রূপেই রাজপুত্র খণ্ড এবং পুরোহিত পুত্র তিস্সের সেই আসনেই বিরজ, বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ঃ "যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।"

১২। 'যখন তাঁহারা ধর্ম্মের দর্শন লাভ করিলেন, উহা অধিগত

কবিলেন, উহাতে দৃঢবূপে স্থিত হইলেন, বিচিকিৎসা এবং সংশযোত্তীর্ণ হইযা বৈশাবদ্য লাভপূর্ব্বক শাস্তাব শাসনে অপব-প্রত্যয হইলেন, তখন তাঁহাবা ভগবান বিপস্সীকে কহিলেন ঃ

' "অতি উত্তম, ভন্তে। অতি উত্তম। যেবূপ উৎপাতিতেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয, লুক্কাযিত প্রকাশিত হয, মূঢ পথপ্রদর্শিত হয, চক্ষুষ্মানেব দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয, সেইবূপেই ভগবান অনেক প্রকাবে ধর্ম্ম প্রকাশিত কবিযাছেন। আমবা ভগবানেব এবং ধর্ম্মেব শবণ লইতেছি। ভন্তে, আমবা ভগবানেব নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভেব অভিলাষী।"

১৩। 'ভিক্ষুগণ, বাজপুত্র খণ্ড এবং পুবোহিতপুত্র তিস্স ভগবান বিপস্সীব নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ কবিলেন। তিনি তাঁহাদিগেব নিকট সংস্কাব সমূহেব দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্ব্বাণেব শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনাব দ্বাবা তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট কহিলেন। এইবূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইযা তাঁহাদেব চিত্ত আস্রব বহিত হইযা অচিবে বিমুক্ত হইল।

১৪। 'ভিক্ষুগণ, বাজধানী বন্ধুমতীব চতুবশীতি সংখ্যক নাগবিক শুনিতে পাইল যে, ভগবান বিপস্সী বাজধানী বন্ধুমতী নগবে আগমন পূর্ব্বক ক্ষেম নামক মৃগদাবে অবস্থান কবিতেছেন। তাহাবা আবও শুনিল যে, বাজপুত্র খণ্ড ও পুবোহিত পুত্র তিস্স কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্ব্বক কাষায বস্ত্র পবিধান কবিযা গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবিযাছেন। ইহা শ্রবণ কবিযা তাহাবা চিন্তা কবিল ঃ "যে ধর্ম্ম-বিনয অবলম্বনে বাজপুত্র খণ্ড ও পুবোহিত পুত্র তিস্স কেশ ও শ্মশ্রু মোচনপূর্ব্বক কাষায বস্ত্র পবিহিত হইযা গৃহ হইতে গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবিযাছেন, ঐ ধর্ম্ম-বিনয, ঐ প্রব্রজ্যা কখনই হীন নহে। খণ্ড ও তিস্স যখন এইবূপ কবিযাছেন, তখন আমবাই বা কেন উহা না কবি ?"

'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, চতুবশীতি সহস্র মনুষ্য সমন্বিত সেই বিপুল জনসঙ্ঘ বাজধানী বন্ধুমতী হইতে নিস্ক্রান্ত হইযা ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপস্সীব সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক এক-প্রান্তে উপবেশন কবিল।

১৫। 'ভগবান বিপস্সী তাহাদেব নিকট আনুপূর্ব্বী কথা কহিলেন,

যথা—দান-কথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নৈষ্কাম্যেব পুণ্য। যখন ভগবান জানিলেন যে, তাহারা শুদ্ধ-চিত্ত, মৃদু-চিত্ত, নীবরণ-মুক্ত চিত্ত, উদগ্রচিত্ত, প্রসন্নচিত্ত, তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণেব সামুৎকর্ষিক ধর্ম্মদেশনা তাহা প্রকাশ কবিলেন—দুঃখ, দুঃখেব উৎপত্তি, দুঃখেব নিবোধ, দুঃখনিবোধেব মার্গ। যেরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক বস্ত্র উত্তমরূপে বঞ্জন গ্রহণ কবে, সেই রূপেই সেই চতুবশীতি সহস্র মনুষ্যগণেব সেই আসনেই বিবজ, বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইলঃ "যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা ধ্বংসশীল।"

১৬। 'যখন তাহাবা ধর্ম্মেব দর্শন লাভ কবিল, উহা অধিগত কবিল, উহাতে দৃঢ়রূপে স্থিত হইল, বিচিকিৎসা ও সংশযোত্তীর্ণ হইয়া বৈশাবদ্য লাভপূর্ব্বক শাস্তাব শাসনে অপব-প্রত্যয হইল, তখন তাহাবা ভগবান বিপস্সীকে কহিলঃ

' "অতি উত্তম, ভন্তে। অতি উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয, লুক্কাযিত প্রকাশিত হয, মূঢ পথ প্রদর্শিত হয, চক্ষুষ্মানেব দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয, সেইরূপেই ভগবান অনেক প্রকাবে ধর্ম্ম প্রকাশিত কবিযাছেন। আমবা ভগবানেব এবং ধর্ম্মেব শবণ লইতেছি। ভন্তে, আমবা ভগবানেব নিকট প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভেব অভিলাষী।"

১৭। 'ভিক্ষুগণ, সেই চতুবশীতি সহস্র মনুষ্য ভগবান বিপস্সীব নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ কবিলেন। তিনি তাহাদিগেব নিকট সংস্কাব সমূহেব দৈন্য, ব্যর্থতা ও সংক্লেশ এবং নির্ব্বাণেব শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনা দ্বাবা তাহাদিগকে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট, কবিলেন। এইরূপে উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট হইযা তাহাদেব চিত্ত আস্রব বহিত হইযা অচিবে বিমুক্ত হইল।

১৮। 'ভিক্ষুগণ, তৎপবে পূর্ব্বেব চতুবশীতি সহস্র প্রব্রজিত (যাহাবা বিপস্সী কুমাবেব সহিত প্রব্রজিত হইযাছিল) শুনিল যে ভগবান বিপস্সী বাজধানী বন্ধুমতী নগবে আগমন পূর্ব্বক তথাব ক্ষেম মৃগদাবে অবস্থান কবিতেছেন এবং ধর্ম্মেব উপদেশ দিতেছেন। অতঃপব, ভিক্ষুগণ, ঐ প্রব্রজিতগণ বন্ধুমতী নগবে ক্ষেম মৃগদাবে ভগবান বিপস্সীব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন কবিল।

১৯। 'ভগবান বিপস্‌সী তাহাদেব নিকট আনুপুর্ব্বী কথা কহিলেন, যথা দান কথা··· ধ্বংসশীল।" (১৫ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২০। 'যখন তাহাবা ধর্ম্মেব দর্শন লাভ কবিল, ···উপসম্পদা লাভেব অভিলাষী।" (১৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২১। 'ভিক্ষুগণ, সেই চতুবশীতি সহস্র মনুষ্য আচিবে বিমুক্ত হইল। (১৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২২। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে বাজধানী বন্ধুমতী নগবে অষ্টষষ্টিশত সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসংঘ বাস কবিতেছিল। তখন একদিন যখন ভগবান বিপস্‌সী নির্জ্জনে ধ্যানবত ছিলেন, তখন তাঁহাব মনে এই চিন্তাব উদয় হইল ঃ

"এক্ষণে বন্ধুমতী বাজধানীতে মহাভিক্ষুসংঘ বাস কবিতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে নির্দ্দেশ দিব ঃ 'ভিক্ষুগণ, বহুজনেব হিতার্থ, বহুজনেব সুখার্থ, জগতেব প্রতি অনুকম্পাপববশ হইযা দেবমনুষ্যেব লাভেব জন্য, হিতেব জন্য, সুখেব জন্য তোমবা বিচবণ কব। একই মার্গ দুইজন অবলম্বন কবিও না। ভিক্ষুগণ, যে ধর্ম্মেব আদি কল্যাণময, মধ্য কল্যাণময, অন্ত কল্যাণময, অর্থ ও ব্যঞ্জন সহ ঐ ধর্ম্মেব উপদেশ দাও, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতা-বিশিষ্ট পবিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যেব প্রকাশ কব। সাংসাবিকতাব মলিনতায যাহাদেব চক্ষু নিষ্প্রভ হয নাই, এমন প্রাণী বিদ্যমান, ধর্ম্মশ্রবণেব অভাবে তাহাবা বিনষ্ট হইতেছে, তাহাবা ধর্ম্মেব জ্ঞান লাভ কবিবে। পবন্তু, প্রতি ছয বৎসব অন্তব প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তি কবিবাব উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী বাজধানীতে আগমন কবিবে।' "

২৩। 'অতঃপব, ভিক্ষুগণ মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবান বিপস্‌সীব চিত্ত-বিতর্কজ্ঞাত হইযা, যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবে, অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইরূপই ব্রহ্মালোক হইতে অন্তর্হিত হইযা ভগবান বিপস্‌সীব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপবে, ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা একাংশ উত্তবাসঙ্গে আবৃত কবিযা ভগবান বিপস্‌সীব দিকে অঞ্জলি প্রণত কবিযা তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন ঃ

"হে ভগবান। হে সুগত। আপনাব সংকল্প যথার্থ। এক্ষণে বন্ধুমতী বাজধানীতে মহাভিক্ষুসংঘ বাস কবিতেছেন, আপনি তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ দিন ঃ 'ভিক্ষুগণ, বহুজনেব হিতার্থ ··তাহাবা ধর্ম্মেব জ্ঞান

লাভ কবিবে।' (২২ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আমবাও ভিক্ষুদিগেব ন্যায প্রতি ছয বৎসব অন্তব প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তি কবিবাব উদ্দেশ্যে বন্ধুমতী রাজধানীতে আগমন কবিব।"

'ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা এইরূপ কহিলেন। ইহা কহিযা তিনি ভগবান বিপস্সীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কবিযা ঐ স্থানেই অন্তর্দ্ধান কবিলেন।

২৪। 'অতঃপব, ভিক্ষুগণ, ভগবান বিপস্সী সাযাহ্ন সমযে ধ্যান হইতে উত্থিত হইযা ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ

' "ভিক্ষুগণ, আমি যখন নির্জ্জনে ধ্যানবত ছিলাম, তখন আমাব মনে এই চিন্তাব উদয হইল ঃ 'এক্ষণে বন্ধুমতী বাজধানীতে মহাভিক্ষুসংঘ বাস কবিতেছেন······আগমন কবিবে।" (২২ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২৫। ' "ভিক্ষুগণ, অতঃপব মহাব্রহ্মা স্বচিত্তে আমাব চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইযা যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবে, অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেই রূপেই ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইযা আমাব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তৎপবে তিনি একাংশ উত্তবাসঙ্গে আবৃত কবিযা আমাব দিকে অঞ্জলি প্রণত কবিযা কহিলেন ঃ 'হে ভগবান! হে সুগত! আপনাব সংকল্প যথার্থ। বন্ধুমতী বাজধানীতে আগমন কবিব। (২৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভিক্ষুগণ, মহাব্রহ্মা এইরূপ কহিলেন। এইরূপ কহিযা তিনি আমাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান কবিলেন।

২৬। ' "ভিক্ষুগণ, আমি নির্দ্দেশ দিতেছি বহুজনেব হিতার্থ, বহুজনেব সুখার্থ···বাজধানীতে আগমন কবিবে।" (২২ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

'তৎপবে, ভিক্ষুগণ, অধিকাংশ ভিক্ষুই ঐ দিনই জনপদ পবিভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

২৭। 'ভিক্ষুগণ, ঐ সমযে জম্বুদ্বীপে চতুবশীতি সহস্র ভিক্ষু নিবাস ছিল। এক বৎসব অতীত হইলে দেবতাগণ ঘোষণা কবিলেন ঃ "বন্ধুগণ, এক বৎসব অতীত হইযাছে, পাঁচ বৎসব অবশিষ্ট আছে। পাঁচ বৎসব অতীত হইলে বাজধানী বন্ধুমতী নগবে প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তি কবিবাব নিমিত্ত যাইতে হইবে।"

'প্রতিবৎসবেব শেষে এইরূপই কবিযা দেবতাগণ ষষ্ঠ বৎসবেব শেষভাগে ঘোষণা কবিলেন ঃ "বন্ধুগণ, ছয বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, প্রাতিমোক্ষের

আবৃত্তি কবিবাব উদ্দেশ্যে বাজধানী বন্ধুমতী নগবে যাইবাব সময উপস্থিত।"

'ভিক্ষুগণ, তখন ঐ সকল ভিক্ষুদিগেব কেহ কেহ স্বকীয ঋদ্ধিবলে কেহ কেহ দেবতাগণেব ঋদ্ধিবলে এক দিবসেই বাজধানী বন্ধুমতী নগবে প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তিব জন্য উপস্থিত হইলেন।

২৮। 'তখন ভগবান বিপস্সী ভিক্ষুসঙ্ঘেব নিকট প্রাতিমোক্ষেব আবৃত্তি কবিলেন ঃ

' "ক্ষান্তি এবং তিতিক্ষা পবমতপ।
নির্ব্বাণ বুদ্ধগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
কথিত হয। যে পবোপঘাতী সে
প্রব্রজিত নহে, যে পবোৎপীডক সে
শ্রমণ নহে।
' "সর্ব্বপাপ হইতে বিবতি, কুশলেব
সম্পাদন, স্বচিত্তেব শুদ্ধি—ইহাই
বুদ্ধদিগেব উপদেশ।
' "উপবাদ ও উপঘাত বহিত্য, প্রাতিমোক্ষেব
নিযমাবলীব পালন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা,
শযনাসনেব নির্জ্জনতা, উচ্চচিন্তাব
অনুশীলন—ইহাই বুদ্ধদিগেব উপদেশ।"

২৯। 'ভিক্ষুগণ, এক সময আমি উক্কট্ঠাব সুভগবনে শালবাজ বৃক্ষমূলে অবস্থান কবিতেছিলাম। ঐ সময নির্জ্জনে ধ্যান কবিতে কবিতে আমাব চিত্তে এই বিতর্কেব উদয হইল ঃ "শুদ্ধাবাস দেবযোনি ব্যতীত অপব কোন যোনি নাই যাহাতে এই দীর্ঘকালেব মধ্যে আমি জন্ম গ্রহণ কবি নাই। অতএব আমি শুদ্ধাবাস দেবলোকে গমন কবিব।"

'তৎপবে, ভিক্ষুগণ, যেবূপ বলবান পুবুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবে, অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইবূপেই আমি উক্কট্ঠাব সুভগবনস্থ শালবাজ বৃক্ষমূলে অন্তর্হিত হইযা অবিহ দেবলোকে আবির্ভূত হইলাম। ভিক্ষুগণ, ঐ স্থানেব দেবতাদিগেব মধ্যে অনেক সহস্র দেবতা আমাব নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে দণ্ডাযমান হইলেন। তৎপবে সেই দেবগণ আমাকে কহিলেন ঃ

' "আযুষ্মান! আজ হইতে একনবতি কল্প পূর্ব্বে ভগবান বিপস্সী অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয ছিলেন…বাজা বন্ধুমাব বন্ধুমতী নামক নগর বাজধানী ছিল। (জাতি খণ্ডেব ১৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে ভগবান বিপস্সীব অভিনিষ্ক্রমণ হইযাছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান,[১] এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন হইযাছিল। আমবা ভগবান বিপস্সীব নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন কবিযা পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া এইস্থানে উৎপন্ন হইযাছি।"*

৩০। 'ভিক্ষুগণ, ঐ দেব লোকেবই বহুশত, বহুসহস্র দেবতা আমাব নিকট উপস্থিত হইযা আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে দণ্ডাযমান হইযা এইরূপ কহিলেন ঃ

' "আয়ুষ্মান। বর্ত্তমান ভদ্রকল্পে ভগবান স্বযং অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ-রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইযাছেন। ভগবান জাতিতে ক্ষত্রিয, ক্ষত্রিয কুলে উৎপন্ন। ভগবান গৌতম গোত্রীয। ভগবানেব যুগে আযুষ্কাল অল্প, সংক্ষিপ্ত, উহা অচিবে অতীত হয, যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে তাহাব আযু পবিমাণ অল্পাধিক একশত বৎসব। ভগবান অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে অভিসম্বুদ্ধ হইযাছেন। ভগবানেব সাবিপুত্র এবং মোগ্গল্লান নামক দুই মহানুভব অগ্রশ্রাবক। ভগবানেব শ্রাবকগণেব এক সম্মিলন হইযাছিল, উহাতে এক সহস্র দুইশত পঞ্চাশৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। ভগবানেব শ্রাবকগণেব এই একটি সম্মিলন হইযাছিল. উহাতে উপস্থিত সকলেই ক্ষীণাস্রব ছিলেন। ভিক্ষু আনন্দ ভগবানেব প্রধান পবিচাবক; ভগবানেব পিতা বাজা শুদ্ধোদন, মাতা মাযাদেবী, বাজধানী কপিলবস্তু। এইরূপে ভগবানের অভিনিষ্ক্রমণ হইযাছিল, এইরূপে প্রব্রজ্যা, এইরূপে প্রধান, এইরূপে অভিসম্বোধি, এইরূপে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন হইযাছিল। আমবা ভগবানেব নিকট ব্রহ্মচর্য্য পালন কবিযা পার্থিব ভোগে বীতস্পৃহ হইযা এইস্থানে উৎপন্ন হইযাছি।"

১। বুদ্ধত্ব লাভেব নিমিত্ত তপ।

* জাতি খণ্ডেব ১৫ নং পদচ্ছেদে উক্ত "দেবতাগণও তথাগতকে এই বিষয জ্ঞাপন কবিযাছেন" ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

৩১। 'অতঃপর, ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ দেবগণের সহিত অতপ্প দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। পরে, 'ভিক্ষুগণ, আমি অবিহ এবং অতপ্প দেবগণের সহিত সুদস্স দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপরে ঐ ত্রিবিধ দেবগণের সহিত আমি সুদস্সী দেবগণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তৎপরে ঐ সকল দেবগণের সহিত আমি অকনিট্‌ঠ দেবগণের নিকট গমন করিলাম। ঐ স্থানের দেবগণের অনেক সহস্র আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে কহিলেন ঃ

' "আয়ুষ্মান! আজ হইতে একনবতি কল্পপূর্ব্বে ভগবান বিপস্সী অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন· ·ইত্যাদি।

৩২। 'ভিক্ষুগণ, ঐ দেবলোকেরই অনেক শতসহস্র দেবতা। আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন ঃ

' "আয়ুষ্মান! বর্ত্তমান ভদ্রকল্পে ভগবান স্বয়ং অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন ইত্যাদি।

৩৩। 'ভিক্ষুগণ, এইরূপে যাহা বিশ্বধর্ম্ম তাহা তথাগতের এরূপ সুপরিজ্ঞাত যে, তিনি অতীতের বুদ্ধগণ যাঁহারা পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত, ছিন্নপ্রপঞ্চ, সম্পন্ন-ভ্রমণ, ত্রিবর্ত্তের[১] ক্ষয়সাধন সম্পন্ন এবং সর্ব্বদুঃখমুক্ত,—ঐ সকলের জাতি, নাম, গোত্র, আয়ুপরিমাণ, শ্রাবকযুগ এবং শ্রাবক সম্মিলন, ঐ সমস্তই স্মরণ করিতে পারেন ঃ

"ঐ সকল ভগবান এই এই জাতি হইতে উদ্ভূত, এই এই নাম এবং গোত্রবিশিষ্ট, এইরূপ শীল ও ধর্ম্মসম্পন্ন, এইরূপ প্রজ্ঞা সমন্বিত, এইরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী, এইরূপে তাঁহারা বিমুক্ত।"

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিল।

। মহাপদান সুত্রান্ত সমাপ্ত।

১। কর্ম্মবর্ত্ত, ক্লেশবর্ত্ত এবং বিপাকবর্ত্ত রূপ ত্রিবর্ত্ত।

১৫। মহানিদান সূত্রান্ত

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

এক সময় ভগবান কুরুরাজ্যে কম্মাসধম্ম নামক নগরে অবস্থান করিতে-ছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ

'ভন্তে, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেমন গভীর তেমনই গভীররূপে প্রতীয়মান হয় ; অথচ আমার নিকট উহা অতি সুস্পষ্ট।'

'আনন্দ! এরূপ কহিও না, এরূপ কহিও না। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ যেমন গভীর তেমনই গভীররূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার অর্থ অবধারণ না করিয়া, ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া জনগণ জড়ীভূত গ্রন্থিল সূত্র-গুলের ন্যায়, মুঞ্জা বল্বজ তৃণের ন্যায় হইয়া অপায় দুর্গতি বিনিপাতে প্রবেশ পূর্ব্বক সংসার অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়।[১]

২। 'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও "জরা মরণের কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "জরা মরণের হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, 'জাতি জরা মরণের হেতু" এইরূপ বলিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "জাতির কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে, "আছে"। "জাতির হেতু কি?" এই-রূপ প্রশ্ন হইলে "ভব[২] জাতির হেতু" এইরূপ বলিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "ভবের কোন বিশেষ হেতু আছে কি?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে।" "ভবের হেতু কি?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে 'উপাদান ভবের হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "উপাদানের কোন বিশেষ হেতু আছে কি?' তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। উপাদানের হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "তৃষ্ণা উপাদানের হেতু", এইরূপ কহিবে।

১। এই স্থানে বিবিধ দার্শনিক দৃষ্টির জালে আবদ্ধ ভ্রান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের চিত্তের বিশৃঙ্খলতা উক্ত হইয়াছে।

২। কর্ম্মফলরূপ শক্তি যদ্দ্বারা পুনর্জন্ম প্রসূত হয়।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, তৃষ্ণাব কোন বিশেষ হেতু আছে কি ?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "তৃষ্ণাব হেতু কি ?' এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "বেদনা তৃষ্ণাব হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "বেদনাব বিশেষ কোন হেতু আছে কি ?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "বেদনাব হেতু কি ?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, স্পর্শ বেদনাব হেতু" এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও; 'স্পর্শেব বিশেষ কোন হেতু-আছে কি ?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "স্পর্শেব হেতু কি ?' এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "নাম-রূপ স্পর্শেব হেতু" এইরূপ কহিবে।

আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, "নাম-রূপেব বিশেষ কোন হেতু আছে কি ?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "নাম-রূপের হেতু কি ?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "বিজ্ঞান নাম-রূপেব হেতু এইরূপ কহিবে।

'আনন্দ, যদি তুমি জিজ্ঞাসিত হও, বিজ্ঞানেব কোন বিশেষ হেতু আছে কি ?" তাহা হইলে তুমি বলিবে "আছে"। "বিজ্ঞানেব হেতু কি ?" এইরূপ প্রশ্ন হইলে, "নাম-রূপ বিজ্ঞানেব হেতু" এইরূপ কহিবে।

৩। 'এইরূপে, আনন্দ, নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানেব উৎপত্তি বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপেব উৎপত্তি, নাম-রূপ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব,[১] ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জবা-মবণ, জবা-মবণ হইতে শোক, পবিদেবনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অশান্তিব উৎপত্তি হয। এই রূপে এই সমগ্র দুঃখ স্কন্ধেব উৎপত্তি হয।

৪। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "জাতি হইতে জবা-মবণ উৎপন্ন হয।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব জন্ম না হয, যথা দেবগণেব দেবরূপে, গন্ধর্ব্বগণেব গন্ধর্ব্বরূপে, যক্ষগণেব যক্ষরূপে, ভূতগণেব ভূতরূপে, মনুষ্যগণেব মনুষ্যরূপে, চতুষ্পদগণেব চতুষ্পদরূপে, পক্ষীগণেব পক্ষীরূপে, সবীসৃপগণেব সবীসৃপরূপে, অন্যান্য প্রাণীগণেব তাহাদেব রূপে জন্ম না হয, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে জাতিব অভাবে, জাতিব নিবোধে, জবা-মবণেব আবির্ভাব হইবে কি ?"

১। পুনর্জন্মেব অভিমুখে গতিশীল কর্ম্ম বিপাক।

'ভন্তে, হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই জাতি জবামবণেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

৫। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "ভব হইতে জাতিব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এই বূপে বুঝিতে হইবে,—আনন্দ, যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব 'ভব' না হয, যথা—কাম-ভব,[১] অথবা বূপ-ভব,[২] অথবা অবূপ-ভব[৩]—তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে 'ভবেব' অভাবে, 'ভবেব' নিবোধে জাতিব আবির্ভাব হইবে কি?

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যেই 'ভব' জাতিব হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয।

৬। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "উপাদান হইতে ভবেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব উপাদান না হয, যথা—কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান শীল-ব্রত-উপাদান অথবা আত্মবাদ-উপাদান,—তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে উপাদানেব অভাবে, উপাদানেব নিবোধে ভবেব আবির্ভাব হইবে কি?

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই উপাদান ভবেব হেতু, নিদান, সমুদয, এবং প্রত্যয।

৭। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "তৃষ্ণা হইতে উপাদানেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব তৃষ্ণা না হয, যথা—বূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, বস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম্ম[৪]-তৃষ্ণা,—তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে তৃষ্ণাব অভাবে, তৃষ্ণাব নিবোধে উপাদানেব আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা উপাদানেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১। পার্থিব অস্তিত্বেব অভিমুখে গতিশীল কর্ম্মবিপাক।

২। দেবলোকে সাকাব অস্তিত্বেব অভিমুখে গতিশীল কর্ম্মবিপাক।

৩। নিবাকাব অস্তিত্বেব অভিমুখে গতিশীল কর্ম্মবিপাক।

৪। চিচ্ছাযা। যেবূপ চক্ষু-ইন্দ্রিয-দ্বাবা রূপ বিজ্ঞাত হয, সেইবূপ মন-ইন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হয।

৮। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "বেদনা হইতে তৃষ্ণাব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব বেদনা না হয, যথা—চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায-সংস্পর্শজ বেদনা, মন-সংস্পর্শজ বেদনা,—তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে বেদনাব অভাবে বেদনাব নিবোধে তৃষ্ণাব আবির্ভাব হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বেদনা, তৃষ্ণাব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

৯। 'এইবূপে, আনন্দ, বেদনা হইতে তৃষ্ণাব উৎপত্তি হয, তৃষ্ণা হইতে পর্য্যেষণা, পর্য্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয,[১] বিনিশ্চয হইতে ছন্দ-বাগ, ছন্দ-বাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পবিগ্রহ, পবিগ্রহ হইতে মাৎসর্য্য, মাৎসর্য্য হইতে আবক্ষ, আবক্ষ হইতে দণ্ড গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব পৈশুণ্য-মৃষাবাদ বূপ অনেক পাপ ও অকুশলেব উৎপত্তি হয।

১০। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "আবক্ষ হইতে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ অকুশলেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব আবক্ষ না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে আবক্ষেব অভাবে আবক্ষেব নিবোধে দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য—মৃষাবাদ বূপ অনেক পাপ ও অকুশলেব উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই আবক্ষ দণ্ড-গ্রহণ, শস্ত্র-গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য মৃষাবাদ বূপ অনেক পাপ ও অকুশলেব উৎপত্তিব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১১। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "মাৎসর্য্য হইতে আবক্ষেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব মাৎসর্য্য না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে মাৎসর্য্যেব অভাবে মাৎসর্য্যেব নিবোধে আবক্ষেব আবির্ভাব হইবে কি?'

১। লাভকে কি প্রকাবে নিযোজিত কবিতে হইবে তাহাব স্থিবীকবণ।

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই মাৎসর্য্য আবক্ষেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১২। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "পবিগ্রহ হইতে মাৎসর্য্যেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব পবিগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে পবিগ্রহেব অভাবে পবিগ্রহের নিরোধে মাৎসর্য্যেব আবির্ভাব হইবে কি ?"

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই পবিগ্রহ মাৎসর্য্যেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১৩। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "সংসক্তি হইতে পবিগ্রহেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব সংসক্তি না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে সংসক্তিব অভাবে সংসক্তিব নিবোধে পবিগ্রহেব আবির্ভাব হইবে কি ?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই সংসক্তি পবিগ্রহেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১৪। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "ছন্দ-বাগ হইতে সংসক্তির উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহারও কুত্রাপি কোন প্রকাব ছন্দ-বাগ না থাকে, তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে ছন্দ-বাগেব অভাবে ছন্দ-বাগেব নিবোধে সংসক্তিব আবির্ভাব হইবে কি ?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

সেই জন্যই ছন্দ-বাগ সংসক্তিব হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয।

১৫। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "বিনিশ্চয হইতে ছন্দ-বাগেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব বিনিশ্চয না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে বিনিশ্চযেব অভাবে বিনিশ্চযেব নিবোধে ছন্দ-বাগেব উৎপত্তি হইবে কি ?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বিনিশ্চয ছন্দ-রাগেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১৬। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "লাভ হইতে বিনিশ্চযেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব লাভ না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে লাভেব অভাবে লাভের নিবোধে বিনিশ্চযেব উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।

'আনন্দ, সেই জন্যই লাভ বিনিশ্চযেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১৭। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "পর্য্যেষণা হইতে লাভেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব পর্য্যেষণা না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যেষণাব অভাবে পর্য্যেষণাব নিবোধে লাভেব উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই পর্য্যেষণা লাভেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

১৮। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "তৃষ্ণা হইতে পর্য্যেষণাব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব তৃষ্ণা না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে তৃষ্ণাব অভাবে তৃষ্ণাব নিবোধে পর্য্যেষণাব উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই তৃষ্ণা পর্য্যেষণাব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

'আনন্দ এইরূপে [তৃষ্ণাব] এই দুইটি[১] দিক দ্বিত্ব হইতে বেদনাব দ্বাবা একত্বে পবিণত হয।'

১৯। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "স্পর্শ হইতে বেদনাব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,—যদি কাহাবও কুত্রাপি কোন প্রকাব স্পর্শ না থাকে, যথা চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায-সংস্পর্শ, মনঃ-সংস্পর্শ,—তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে স্পর্শেব অভাবে স্পর্শেব নিবোধে বেদনাব উৎপত্তি হইবে কি?'

১। প্রথম দিক—আদিম তৃষ্ণা যাহা হইতে পুনর্জন্মেব উৎপত্তি হয, দ্বিতীব দিক—পর্য্যেষণা ও লাভ।

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই স্পর্শ বেদনাব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

২০। 'ইহা উক্ত হইযাছে যে, "নাম-বূপ হইতে স্পর্শের উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-কাযেব প্রকাশ হয ঐ সকল আকাব; লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ না থাকিলে কি বূপ-কাযে অধিবচন-জ্ঞাত হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে বূপ-কাযেব প্রকাশ হয, ঐ সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ না থাকিলে নাম-কাযে প্রতিঘ-সংস্পর্শেব উৎপত্তি হইবে কি?"

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-কায এবং বূপ-কাযেব প্রকাশ হয, ঐ সকলেব অভাবে অধিবচন-সংস্পর্শ অথবা প্রতিঘ-সংস্পর্শেব উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যে সকল আকাব, লিঙ্গ, নিমিত্ত এবং উদ্দেশ হইতে নাম-বূপেব প্রকাশ হয, ঐ সকলেব অভাবে স্পর্শেব উৎপত্তি হইবে কি?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই নাম-বূপ স্পর্শেব হেতু, নিদান, সমুদয এবং প্রত্যয।

২১। 'ইহা কথিত হইযাছে যে, "বিজ্ঞান হইতে নাম-বূপেব উৎপত্তি হয।" আনন্দ, ইহা এইবূপে বুঝিতে হইবে,—আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃ-গর্ভে প্রবেশ না কবে, তাহা হইলে কি মাতৃগর্ভে নাম-বূপেব প্রতিষ্ঠা হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যদি বিজ্ঞান মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবিযা নিষ্ক্রান্ত হয, তাহা হইলে কি পার্থিব অস্তিত্বেব নিমিত্ত নাম-বূপেব উৎপত্তি হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, যদি বিজ্ঞান শিশুকালে, কুমাব অথবা কুমাবীকালে নিষ্ক্রান্ত হয, তাহা হইলে কি নাম-বূপেব বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রসাবণ হইবে?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই বিজ্ঞান নাম-রূপের হেতু, নিদান, সমুদয় এবং প্রত্যয়।

২২। 'ইহা কথিত হইয়াছে যে, "নাম-রূপ হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।" আনন্দ, ইহা এইরূপে বুঝিতে হইবে,—যদি নাম-রূপে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ না করে, তাহা হইলে কি ভবিষ্যতে জন্ম, জরা, মরণ-রূপ দুঃখ সমূহের উৎপত্তি হইবে ?'

'ভন্তে, তাহা হইবে না।'

'আনন্দ, সেই জন্যই নাম-রূপ বিজ্ঞানের হেতু, নিদান, সমুদয়, প্রত্যয়।

'আনন্দ, জন্ম বার্দ্ধক্য মৃত্যু, চ্যুতি, উৎপত্তি, অধিবচন-প্রণালী, নিরুক্তি প্রণালী, প্রজ্ঞপ্তি-প্রণালী, জ্ঞান-ক্ষেত্র, পার্থিব বর্ত্তের আবর্ত্তন—এই সমস্তই বিজ্ঞান-সহ-নামরূপের জন্য।*

২৩। 'আনন্দ, যিনি আত্মার ঘোষণা করেন, তিনি কিরূপে উহা করেন ? আত্মাকে রূপ-যুক্ত এবং সূক্ষ্ম এইরূপ ঘোষণা করিয়া তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা রূপী এবং সূক্ষ্ম।" যিনি আত্মাকে রূপী এবং অনন্ত রূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা রূপী এবং অনন্ত।" যিনি আত্মাকে অরূপী এবং সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা অরূপী এবং সূক্ষ্ম।" যিনি আত্মাকে অরূপী এবং অনন্ত রূপে ঘোষণা করেন, তিনি কহিয়া থাকেন, "আমার আত্মা অরূপী এবং অনন্ত।"

২৪। 'আনন্দ, যে আত্মাকে রূপী ও সূক্ষ্মরূপে ঘোষণা করে, সে বর্ত্তমান জীবনের সম্পর্কে ঐরূপ কহিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে, অথবা তাহার মনে হয়, "ঐরূপ না হইলেও আমি উহাকে ঐরূপে সাজাইব।" এইরূপে আনন্দ, 'আত্মা রূপী ও সূক্ষ্ম" এইরূপ অনুদৃষ্টি সে আশ্রয় করে, ইহা বলা সঙ্গত।

'আনন্দ, যাহারা আত্মার সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অপরাপর মত সমূহ পোষণ করে, তাহারা একই যুক্তির বশবর্তী হইয়া আত্মার সম্বন্ধে আপনাপন অনুদৃষ্টি আশ্রয় করে, ইহা বলা সঙ্গত।

---

* সংক্ষেপ অর্থ—বিজ্ঞান, ভাষা ও রূপ এই তিনের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি এবং আত্মপ্রকাশ করি।

'আনন্দ, আত্মাব সম্বন্ধে এইব্ৰুপে বিবিধ মত ঘোষিত হয।

২৫। 'আনন্দ, যিনি আত্মার ঘোষণা কবেন না, তিনি কি প্রকাবে ঐ ঘোষণা হইতে বিবত হন। আত্মাকে ব্ৰুপী ও সূক্ষ্মব্ৰুপে ঘোষণায নিবত হইযা তিনি "আমাব আত্মা-ব্ৰুপী ও সূক্ষ্ম" এইব্ৰুপ কহেন না, আত্মাকে ব্ৰুপী ও অনন্তব্ৰুপে ঘোষণায বিবত হইযা তিনি "আমাব আত্মা ব্ৰুপী ও অনন্ত" এইব্ৰুপ কহেন না, আত্মাকে অব্ৰুপী ও সূক্ষ্মব্ৰুপে ঘোষণায বিবত হইযা তিনি "আমাব আত্মা অব্ৰুপী ও সূক্ষ্ম" এইব্ৰুপ কহেন না, আত্মাকে অব্ৰুপী ও অনন্তব্ৰুপে ঘোষণায বিবত হইযা তিনি "আমাব আত্মা অব্ৰুপী ও অনন্ত" এইব্ৰুপ কহেন না।

২৬। 'আনন্দ, যিনি আত্মাকে ব্ৰুপী ও সূক্ষ্মব্ৰুপে ঘোষণায বিবত, তিনি বর্ত্তমান অথবা ভবিষ্যৎ জীবনেব সম্পর্কে ঐব্ৰুপ ঘোষণা কবেন না; অথবা ইহাও তাঁহাব মনে হয না "ঐব্ৰুপ না হইলেও আমি উহাকে ঐব্ৰুপে সাজাইব।" এইব্ৰুপে, আনন্দ, আত্মা ব্ৰুপী ও সূক্ষ্ম এইব্ৰুপ অনুদৃষ্টি তিনি আশ্রয কবেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

'আনন্দ যাহাবা আত্মাব সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অপবাপর ঘোষণা সমূহে বিবত, তাঁহাবা একই যুক্তিব বশবর্ত্তী হইযা ঐ সম্বন্ধে কোন প্রকাব অনুদৃষ্টি আশ্রয কবেন না, ইহা বলা সঙ্গত।

'আনন্দ, এইব্ৰুপ বিভিন্ন প্রকাবে অনাত্মবাদী আত্মাব ঘোষণায বিবত।

২৭। 'আনন্দ, আত্মবাদী কি কি ব্ৰুপে আত্মাকে অনুভব কবেন? তিনি "বেদনা আমাব আত্মা" ইহা কহিয়া বেদনায আত্মা অনুভব কবেন, অথবা "বেদনা আমাব আত্মা নহে, আমাব আত্মা অনুভূতি-হীন এইব্ৰুপে আত্মাকে দর্শন কবেন, অথবা "বেদনা আমাব আত্মা নহে, আমাব আত্মা যে অনুভূতিহীন তাহাও নহে, আমাব আত্মা অনুভূতি সম্পন্ন এবং অনুভূতি তাহাব ধর্ম্ম" এইব্ৰুপে তিনি আত্মাকে দর্শন কবেন।

২৮। 'আনন্দ, যে বলে "বেদনা আমাব আত্মা," তাহাকে এইব্ৰুপে কহিতে হইবে: "মহাশয, বেদনা তিন প্রকাব,—সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, না-দুঃখ না-সুখ বেদনা। এই তিন প্রকাব বেদনাব মধ্যে কোন্‌টিকে আপনাব আত্মাব্ৰুপে গ্রহণ কবেন?"

'আনন্দ, যখন সুখ বেদনা অনুভূত হয, তখন দুঃখ-বেদনা অথবা না-সুখ না-দুঃখ-বেদনা অনুভূত হয না, ঐ সময কেবল মাত্র সুখ-বেদনাই

অনুভূত হয়। আনন্দ, যখন দুঃখ-বেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখ বেদনা অথবা না-সুখ না-দুঃখ বেদনা অনুভূত হয় না, ঐ সময় কেবল মাত্র দুঃখ-বেদনাই অনুভূত হয়। আনন্দ, যে সময় না দুঃখ না সুখ-বেদনা অনুভূত হয়, তখন সুখ-বেদনা অথবা দুঃখ-বেদনা অনুভূত হয় না, ঐ সময়ে কেবল মাত্র না দুঃখ না সুখ-বেদনাই অনুভূত হয়।

২৯। 'অধিকন্তু, আনন্দ, সুখ-বেদনা অনিত্য, কৃত, প্রতীত্য সমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম্ম, ব্যয়ধর্ম্ম, বিরাগ-ধর্ম্ম এবং নিরোধ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট। আনন্দ, দুঃখ বেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়-ধর্ম্ম, ব্যয়ধর্ম্ম, বিরাগ-ধর্ম্ম এবং নিরোধ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট। আনন্দ, না দুঃখ না সুখ-বেদনাও অনিত্য, কৃত, প্রতীত্যসমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্ম্ম, ব্যয়ধর্ম্ম, বিরাগ-ধর্ম্ম এবং নিরোধ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট। যে সুখ-বেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা", ঐ সুখ বেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।" যে দুঃখ-বেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা," ঐ দুঃখ বেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।" যে না দুঃখ না সুখ বেদনা অনুভব করে, তাহার মনে হয় "ইহাই আমার আত্মা," ঐ না দুঃখ না সুখ-বেদনার নিরোধে তাহার মনে হয় "আমার আত্মা অন্তর্হিত হইয়াছে।"

'এইরূপে যে "বেদনা আমার আত্মা" এইরূপ কহে সে এই জগতে যাহা অনিত্য, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, উৎপাদ-ব্যয় ধর্ম্মশীল, তাহাকেই আত্মারূপে দর্শন করে। আনন্দ, সেইজন্য "বেদনা আমার আত্মা" এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩০। 'পুনশ্চ, আনন্দ, যে এইরূপ কহে, "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন," তাহাকে এইরূপ কহিতে হইবে,—"মহাশয়, যেখানে কোন প্রকার বেদনার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কি "আমি বিদ্যমান" এইরূপ উক্তি সম্ভব ?"

'ভন্তে, তাহা সম্ভব নয়।

'আনন্দ, সেইজন্য "বেদনা আমার আত্মা নহে, আমার আত্মা অনুভূতি-হীন," এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩১। 'পুনশ্চ, আনন্দ, যে কহে, "বেদনা আমার আত্মা ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমার আত্মা অনুভব করে, ইহা

বেদনা ধর্ম্মসম্পন্ন," তাহাকে এইরূপ কহিতে হইবে, "মহাশয, যদি সর্ব্বশ্রেণীব সর্ব্বপ্রকাব বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয, তাহা হইলে বেদনাব নিবোধহেতু উহাব সম্পূর্ণ অভাবে, "আমি বিদ্যমান" এইরূপ উক্তি কি সম্ভব ?

'ভন্তে, তাহা সম্ভব নয।

'সেই জন্য, আনন্দ, "বেদনা আমাব আত্মা ইহাও নহে, আমাব আত্মা অনুভূতিহীন ইহাও নহে, আমাব আত্মা অনুভব করে, ইহা বেদনা ধর্ম্ম সম্পন্ন", এইরূপ উক্তি অযুক্ত।

৩২। 'আনন্দ, ভিক্ষু যখন বেদনাকে আত্মারূপে দর্শন কবেন না, কিম্বা উহাকে অনুভূতিহীন অথবা অনুভূতি সম্পন্ন বেদনা-ধর্ম্ম বিশিষ্ট রূপে দর্শন কবেন না, তখন ঐরূপ দর্শন সমূহে বিবত হইযা তিনি কোন পার্থিব বস্তুতে আসক্ত হন না, অনাসক্ত হইযা তিনি ত্রাসহীন হন, ত্রাসহীন হইযা তিনি অধ্যাত্মে পবিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, "জন্ম ক্ষয হইযাছে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত হইয়াছে, কবণীয সম্পন্ন হইযাছে, পুনর্জ্জন্ম আব নাই," তিনি ইহা জানিতে পাবেন। আনন্দ, যদি কেহ কহে, ঈদৃশ বিমুক্ত-চিত্ত পুরুষ "মৃত্যুব পব তথাগত বিদ্যমান থাকেন" এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহা হইলে তাহাব কথা মিথ্যা ; অথবা "মবণেব পর তথাগত বিদ্যমান থাকেন না" এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন তাহা হইলে তাহাব কথা মিথ্যা, অথবা "মবণেব পব তথাগত বিদ্যমান থাকেন এবং থাকেন না" এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহা হইলে তাহাব কথা মিথ্যা, অথবা মবণেব পব তথাগত বিদ্যমান থাকেন না এবং বিদ্যমান যে থাকেন না তাহাও নয এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহা হইলে তাহাব কথা মিথ্যা। কি কাবণে ? আনন্দ, যাবতীয অধিবচন (সংজ্ঞা), যাবতীয অধিবচন প্রণালী, যাবতীয নিরুক্তি এবং নিরুক্তি প্রণালী, যাবতীয প্রজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞপ্তি প্রণালী যাবতীয প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা-পথ, যাবতীয সংসাব-বর্ত্ত এবং উহাব ভ্রমণ, এই সমস্ত উত্তমরূপে জ্ঞাত হইযা ভিক্ষু বিমুক্ত, এই-রূপে বিমুক্ত "ভিক্ষু জানেন না, দর্শন কবেন না" এইরূপ দৃষ্টি মিথ্যা।

৩৩। 'আনন্দ, বিজ্ঞানস্থিতি সপ্তবিধ, আযতন দ্বিবিধ। সপ্তবিধ কি কি ? সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাহাবা নানারূপ দেহ সম্পন্ন এবং নানারূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা—মনুষ্যগণ, কোন কোন দেবতা এবং কোন কোন বিনিপাতিক (নিবযবাসী)। ইহাই প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাহাবা নানাব্ৰূপ দেহসম্পন্ন কিন্তু একই ব্ৰূপ সংজ্ঞা-বিশিষ্ট, যথা—ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহাবা প্রথম ধ্যানেব অনুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইযাছেন। ইহাই, দ্বিতীয বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা একইব্ৰূপ দেহবিশিষ্ট কিন্তু নানাব্ৰূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা—আভাস্বব দেবগণ। ইহাই তৃতীয বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা একইব্ৰূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিণ্ট, যথা—শুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা ব্ৰূপ সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ কবিযা, নানাত্ব সংজ্ঞায উদাসীন হইযা "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতিব সহিত 'আকাশ-অনন্ত আযতন' স্তবে গমন কবিযাছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা "আকাশ-অনন্ত আযতন" সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা "বিজ্ঞান অনন্ত" এই অনুভূতিব সহিত "বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন" স্তবে গমন কবিযাছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞানস্থিতি।

'সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা "বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন" সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা "কিছুই নাই" এই অনুভূতিব সহিত 'অকিঞ্চন আযতন, স্তবে গমন কবিযাছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞানস্থিতি।

'অসংজ্ঞসত্ত্বাযতন এবং নৈব সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাযতন—এই দুই আযতন।

৩৪। 'আনন্দ! এক্ষণে এই যে প্রথম বিজ্ঞানস্থিতি, নানা দেহ এবং নানা সংজ্ঞা সম্পন্ন সত্ত্ব,—যথা মনুষ্য, কোন কোন দেবতা এবং কোন কোন বিনিপাতিক,—যে ঐ স্থিতিব জ্ঞান সম্পন্ন, উহাব উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং উহা হইতে মুক্তিব উপাযেব জ্ঞান সম্পন্ন, তাহাব পক্ষে উহাব অভিনন্দন কবা কি যুক্ত?

ভন্তে যুক্ত নহে।

'আনন্দ, যে অপব ছযটি বিজ্ঞানস্থিতি এবং দুইটি আযতনেব জ্ঞান সম্পন্ন, উহাদেব উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং উহাদিগেব হইতে মুক্তিব উপাযেব জ্ঞান সম্পন্ন, তাহাব পক্ষে উহাদেব অভিনন্দন কবা কি যুক্ত?

'ভন্তে, যুক্ত নহে।'

'আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই সাত বিজ্ঞানস্থিতি এবং আযতনদ্বযেব উৎপত্তি, বিনাশ, আস্বাদ, দৈন্য এবং ঐ সকল হইতে মুক্তিব উপায যথাযথ ব্ৰূপে জ্ঞাত

ও উপাদান-রহিত হইয়া বিমুক্ত হন, তখন তিনি প্রজ্ঞা বিমুক্ত ভিক্ষু কথিত হন।

৩৫। 'আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কি কি? রূপী রূপ-দর্শন করে। ইহা প্রথম বিমোক্ষ।

'অধ্যাত্মে অরূপ সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

' "সুন্দর!" এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হয়। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

'রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইয়া "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।

' আকাশ-অনন্ত-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

'বিজ্ঞান-অনন্ত আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।

'অকিঞ্চন-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।

' "নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

'আনন্দ, যখন ভিক্ষু এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ ক্রমানুসারে এবং প্রতিলোম-রূপে আয়ত্তীভূত করেন, অনুলোম প্রতিলোমরূপে আয়ত্তীভূত করেন, যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা উহাতে বিলীন হইতে এবং উহা হইতে নির্গত হইতে পারেন, আসবক্ষয় হেতু এই জগতেই অনাসব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহাতে বিহার করেন, তখন তিনি উভয়-ভাগ[১]-বিমুক্ত কথিত হন। আনন্দ, এই উভয়-ভাগ-বিমুক্তি অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠতর অথবা প্রণীততর উভয়-ভাগ-বিমুক্তি আর নাই।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। মহানিদান সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১। চারিধ্যান (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ) এবং অরূপধ্যান সমূহ উক্ত হইয়াছে।

১৬। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রান্ত

প্রথম অধ্যায়

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

এক সময়ে ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বৃজিদিগকে[১] আক্রমণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন: 'আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, তাহারা যতই ঐশ্বর্য্যশালী হউক, যতই পরাক্রান্ত হউক, আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস করিব, তাহাদের চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ করিব।'

২। অতঃপর তিনি মগধের প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: 'ব্রাহ্মণ, ভগবানের নিকট গমন করিয়া আমার প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পাদদেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা করিয়া তাঁহার আরোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা করিবে: "ভন্তে, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের পাদদেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা করিতেছেন এবং তাঁহার আরোগ্য, স্বাস্থ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন," পরে তাঁহাকে ইহাও কহিবে: "ভন্তে, মগধরাজ বৃজিগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে অভিলাষী। তিনি এইরূপ কহিয়াছেন: 'আমি বৃজিদিগকে উচ্ছিন্ন করিব, তাহারা যতই ঐশ্বর্য্যশালী হউক, যতই পরাক্রান্ত হউক; আমি বৃজিদিগকে ধ্বংস করিব, তাহাদের চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ করিব।" ভগবান তোমার নিকট যাহা ব্যক্ত করিবেন তাহা উত্তমরূপে ধারণপূর্ব্বক আমার নিকট জ্ঞাপন করিবে, তথাগতগণ অসত্য কহেন না।'

৩। ব্রাহ্মণ বর্ষকার "তথাস্তু" বলিয়া মগধরাজকে প্রতিশ্রুতি দানপূর্ব্বক উত্তম উত্তম যান প্রস্তুত করাইয়া উত্তম যানে আরোহণ করিয়া ঐ সকল যানসহ রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় যতদূর যানভূমি ততদূর যানে গমন করিয়া পরে যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক

১। বৃজি—জাতি বিশেষের নাম। উহারা মগধের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিত।

পদব্রজে ভগবানেব সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাব সহিত চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে তিনি একপ্রান্তে উপবেশন কবিলেন এবং মগধবাজ কর্ত্তৃক যেবূপ আদিষ্ট হইয়াছিলেন সেইবূপ সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানেব নিকট নিবেদন কবিলেন।

৪। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানেব পশ্চাতে দণ্ডাযমান হইয়া তাঁহাকে ব্যজনে বত ছিলেন। অতঃপব ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ 'আনন্দ, তুমি শুনিযাছ কি যে বৃজিগণ প্রাযশঃই জনসাধারণেব অবাধ সম্মিলনেব আযোজন কবেন ?

আনন্দ উত্তব কবিলেন, 'দেব, আমি শুনিযাছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ এইবূপ জনসাধাবণেব অবাধ সম্মিলনেব আযোজন কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিযাছ কি যে বৃজিগণ সমগ্র হইযা একত্রিত হয, সমগ্রভাবে উত্থান কবে, সমগ্র হইযা বৃজিগণেব কবণীয সম্পাদন কবে ?'

'দেব, আমি এইবূপ শুনিযাছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ ঐবূপ কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইবা উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিযাছ কি যে, বৃজিগণ অব্যবস্থিতেব ঘোষণা কবেন না, ব্যবস্থিতেব উচ্ছেদ কবেন না, যথাপ্রজ্ঞপ্ত পুবাতন বৃজিধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে স্থিত হন ?'

'দেব, আমি এইবূপ শুনিযাছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ অব্যবস্থিতেব ঘোষণা না কবেন, ব্যবস্থিতেব উচ্ছেদ সাধন না কবেন, যথা—প্রজ্ঞপ্ত পুবাতন বৃজিধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে স্থিত হন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিযাছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদেব মধ্যে যাহাবা বযোজ্যেষ্ঠ তাহাদেব সৎকাব কবেন, তাহাদেব প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন কবেন, তাহাদিগেব পূজা কবেন, তাহাদেব বাক্য শ্রোতব্যবূপে গ্রহণ কবেন ?'

'দেব, আমি এইবূপ শুনিযাছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদেব বযোজ্যেষ্ঠগণেব সৎকাব কবিবেন, তাঁহাদেব প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন কবিবেন, তাঁহাদিগেব পূজা কবিবেন, তাঁহাদেব বাক্য শ্রোতব্যবূপে গ্রহণ কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিযাছ কি যে, বৃজিগণ

তাঁহাদের কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া রক্ষিতায় পরিণত করেন না ?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের কুলস্ত্রীও কুলকুমারীগণকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া রক্ষিতায় পরিণত না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণ তাঁহাদের নগর এবং জনপদস্থ চৈত্যসমূহের সৎকার করেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাদের পূজা করেন, তাহাদের পূর্ব্বদত্ত, পূর্ব্বকৃত, ধর্ম্মানুমোদিত বলি দান করিতে পরাঙ্মুখ হন না ?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিগণ তাঁহাদের নগর এবং জনপদস্থ চৈত্য সমূহের সৎকার করিবেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাহাদের পূজা করিবেন, তাহাদের পূর্ব্বদত্ত, পূর্ব্বকৃত, ধর্ম্মানুমোদিত বলি দান করিতে পরাঙ্মুখ না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা। আনন্দ, তুমি শুনিয়াছ কি যে, বৃজিগণের অরহতদিগের ধর্ম্মানুমোদিত রক্ষা, নিরাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত, যাহাতে দূরস্থ অরহত-গণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং রাজ্যস্থ অরহতগণ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন ?'

'দেব, আমি এইরূপ শুনিয়াছি।'

'আনন্দ, যতদিন বৃজিদিগের অরহতগণের ধর্ম্মানুমোদিত রক্ষা, নিরাপত্তা এবং পালন সুব্যবস্থিত থাকিবে, যাহাতে দূরস্থ অরহতগণ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং রাজ্যস্থ অরহতগন স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

৫। অতঃপর ভগবান ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'ব্রাহ্মণ, এক সময় আমি বৈশালির সারন্দদ চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম, ঐ সময় আমি বৃজিদিগকে এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া-ছিলাম ; ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্ম বৃজিগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাহারা ঐ ধর্ম্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, ততদিন তাহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।

ব্রাহ্মণ বর্ষকার প্রত্যুত্তরে ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ

'হে গৌতম, মাত্র একটি মঙ্গলবিধাযক ধর্ম্মপালনবত ব্‌জিগণেব পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা, সমগ্র সাতটি ধর্ম্মেব পালনেব ত কথাই নাই। কূটনীতি অথবা মিত্রভেদ অবলম্বন ব্যতীত যুদ্ধে মগধবাজ কর্ত্তৃক ব্‌জিগণ অপবাজেয। এক্ষণে, হে গৌতম, আমি যাই, আমাব অনেক কর্ত্তব্য আছে।'

'ব্রাহ্মণ, তোমাব ইচ্ছা।'

অতঃপব ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন পূর্ব্বক আসন হইতে উত্থান কবিযা প্রস্থান কবিলেন।

৬। অনন্তর ভগবান ব্রাহ্মণ বর্ষকাবেব প্রস্থানেব অব্যবহিত পবে আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেনঃ 'আনন্দ, তুমি যাও এবং বাজগৃহেব নিকটে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান কবিতেছেন তাঁহাদিগকে উপস্থানশালায় একত্রিত কব।'

আনন্দ 'তথাস্তু' বলিয়া বাজগৃহেব নিকটস্থ সমস্ত ভিক্ষুগণকে উপস্থান-শালায় একত্রিত কবিযা ভগবানেব নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে দাড়াযমান হইলেন, পবে তিনি ভগবানকে কহিলেনঃ

'দেব, ভিক্ষুসঙ্ঘ একত্রিত, এক্ষণে ভগবানেব যাহা ইচ্ছা।

তৎপবে ভগবান আসন হইতে উত্থান কবিযা উপস্থানশালায গমনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেনঃ

'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সপ্ত মঙ্গলবিধাযক ধর্ম্মেব উপদেশ দিব, শ্রবণ কব, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেনঃ

'ভিক্ষুগণ, যতদিন ভ্রাতৃবর্গ আপনাদেব সম্মিলনেব ব্যবস্থা কবিযা বাবম্বাব একত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন তাঁহাবা সমগ্র হইযা একত্রিত হইবেন, সমগ্র হইযা উত্থান কবিবেন, সমগ্র হইযা সঙ্ঘনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসমূহেব সম্পাদন কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন তাঁহাবা অব্যবস্থিতেব ঘোষণা না কবিবেন, ব্যবস্থিতেব উচ্ছেদ না কবিবেন, যথাব্যবস্থিত শিক্ষাপদ সমূহ দ্বাবা নিযন্ত্রিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন তাঁহাবা তাঁহাদেব মধ্যে যাঁহাবা অভিজ্ঞ, বহুপূর্ব্বগ, সঙ্ঘপিতা, সঙ্ঘ-পবিনাযক, তাঁহাদেব সৎকাব কবিবেন, তাঁহাদিগকে ভক্তি কবিবেন,

তাঁহাদের সম্মান ও পূজা করিবেন, তাঁহাদের বাক্য শ্রোতব্যরূপে গ্রহণ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা উৎপন্ন পুনর্ভবিক তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা নির্জ্জনবাসে প্রীতিলাভ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবেন, যাহাতে অনাগত প্রিয়শীল সব্রহ্মচারীগণ তাঁহাদের নিকট আগমন করিতে পারেন, এবং যাঁহারা আগত তাঁহারা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্ম্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৭। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্মের উপদেশ দিব, শ্রবন কর, উত্তমরূপে মনঃ সংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ

'যতদিন ভিক্ষুগণ পার্থিব কর্ম্মসমূহে প্রীতিলাভ না করিবেন, ঐরূপ কর্ম্মে রত না হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা বৃথা বাক্যালাপপ্রিয় না হইবেন, ঐ রূপ বাক্যালাপে রত না হইবেন, উহাতে সম্পর্কবিহীন হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা আলস্যপরায়ণ না হইবেন, আলস্যে প্রীতিলাভ না করিবেন, আলস্যের প্রশ্রয় না দিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা সঙ্গশীলী না হইবেন সঙ্গপ্রিয় না হইবেন, সঙ্গে প্রীতিলাভ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা পাপেচ্ছা সম্পন্ন না হইবেন, পাপেচ্ছার বশবর্ত্তী না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা পাপকারীর মিত্র না হইবেন, সহায়ক না হইবেন, পাপ-

কারীর সহিত ঘনিষ্ঠতা না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন তাঁহারা অল্পমাত্র সাফল্য লাভ হেতু গন্তব্য পথে ক্ষান্ত না হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাত মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাহারা ঐ ধর্ম্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৮। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্মেরও উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ

'যতদিন ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধাবান হইবেন, বিনয়ী হইবেদ, বিবেকী হইবেন, বহুশ্রুত হইবেন, সংকল্প বদ্ধ হইবেন, স্থিরচিত্ত হইবেন, প্রজ্ঞাবান হইবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্ম্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

৯। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ

'যতদিন ভিক্ষুগণ স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম্মবিচয়-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, এবং উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহারা ঐ ধর্ম্মানুসারে আপনাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, ততদিন তাঁহাদের পতন না হইয়া উত্থান হইবারই কথা।'

১০। 'ভিক্ষুগণ, অপর সাতটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্মের উপদেশ দিব, শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃ সংযোগ কর।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু" বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ

'যতদিন ভিক্ষুগণ অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অশুভ-সংজ্ঞা, আদীনব-

সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা বিবাগ-সংজ্ঞা, এবং নিবোধ-সংজ্ঞাব ভাবনা কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন এই সাতটি মঙ্গলবিধাযক ধর্ম্ম তাঁহাদেব মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহাবা ঐ ধর্ম্মানুসাবে আপনাদিগকে নিযন্ত্রিত কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইয়া উত্থান হইবাবই কথা।'

১১। 'ভিক্ষুগণ, ছযটি মঙ্গলবিধায়ক ধর্ম্মেব উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কব, উত্তমবূপে মনঃসংযোগ কব।'

ভিক্ষুগণ 'তথাস্তু' বলিলে ভগবান কহিলেন ঃ

'যতদিন ভিক্ষুগণ সব্রহ্মচাবীগণের প্রতি, প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে, কায়মনোবাক্যে মৈত্রীভাবাপন্ন হইবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন তাঁহাবা ধর্ম্মসঙ্গত ধর্ম্মানুসাবে প্রাপ্ত লাভসমূহে—এমন কি ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য মাত্রে—অপ্রতিবিভক্তভোগী হইযা শীলবান সব্রহ্মচাবী-গণেব সহিত সাধাবণ ভোগী হইবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন তাঁহাবা অখণ্ড, নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, পবিত্র, শুদ্ধ, বিজ্ঞ প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিব শীলসমূহে সব্রহ্মচাবীগণেব সহিত প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে স্থিত হইবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন ভিক্ষুগণ যে আর্য্য দৃষ্টি সংসাব হইতে মুক্তিব প্রদর্শক এবং যাহা উহাব অনুসবণকাবীকে সম্যক্ দুঃখক্ষযে উপনীত কবে, সব্রহ্মচাবী-গণেব সহিত প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে ঐ দৃষ্টি-যুক্ত হইযা অবস্থান কবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

'যতদিন এই ছযটি মঙ্গলবিধাযক ধর্ম্ম তাঁহাদেব মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যতদিন তাঁহাবা ঐ ধর্ম্মানুসাবে আপনাদিগকে নিযন্ত্রিত কবিবেন, ততদিন তাঁহাদেব পতন না হইযা উত্থান হইবাবই কথা।'

১২। বাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান কালে ভগবান ভিক্ষুদিগেব নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মকথা কহিলেন ঃ ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপবিভাবিত সমাধি মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকাবী, সমাধি পবিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎফলোৎপাদক, মহোপকাবী, প্রজ্ঞা পবিভাবিতচিত্ত সম্যকবূপে আস্রব-

সমূহ হইতে—যথা কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

১৩। অতঃপব ভগবান বাজগৃহে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান কবিযা আযুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন ঃ 'আনন্দ চল, আমবা অম্বলট্ঠিকায গমন কবি।

আনন্দ কহিলেন, 'দেব, তথাস্তু।' তদনন্তব ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত অম্বলট্ঠিকায গমন কবিলেন।

১৪। তথায ভগবান বাজভবনে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। সেইস্থানেও তিনি ভিক্ষুদিথেব নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মকথা কহিলেন ঃ ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা· অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হয।'

১৫। অতঃপব ভগবান অম্বলট্ঠিকায যতদিন ইচ্ছা অবস্থান কবিষা আনন্দকে কহিলেন ঃ 'আনন্দ, চল, আমবা নালন্দায গমন করি।

আনন্দ কহিলেন, 'তথাস্তু'। তৎপবে ভগবান সুবৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত নালন্দায গমন কবিলেন। তথায ভগবান পাবাবিক-আম্রবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৬। অনন্তব আযুষ্মান সাবিপুত্র ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পবে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ

'দেব, আমি ভগবানেব প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে, আমাব মতে সম্বোধিব সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতব অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কখনও ছিল না, হইবে না এবং এখনও নাই।'

'সাবিপুত্র। তুমি যাহা কহিযাছ তাহা সত্যই গৌববমণ্ডিত ও সুস্পষ্ট, উহা সত্যই ভাবাবেশেব গান। তাহা হইলে, সাবিপুত্র, অতীত কালে যাঁহাবা অবহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইযাছিলেন, স্ব-চিত্তে তাঁহাদেব চিত্ত পবিজ্ঞাত হইযা তুমি জানিযাছ তাঁহাবা কিবূপ শীলসম্পন্ন ছিলেন, কিবূপ ধর্ম্মসম্পন্ন ছিলেন, কিবূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন, কিবূপই বা তাঁহাদেব জীবন যাত্রাব প্রণালী ছিল এবং তাঁহাবা কিবূপ বিমুক্তি লাভ কবিযাছিলেন?

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, যাঁহারা ভবিষ্যতে অবহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, স্ব-চিত্তে তাঁহাদেব চিত্ত পবিজ্ঞাত হইযা তুমি জানিযাছ তাঁহারা কিবূপ শীল

সম্পন্ন হইবেন, কিরূপ ধর্ম্মসম্পন্ন হইবেন, কিরূপ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইবেন, কিরূপই বা তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী হইবে এবং তাঁহারা কিরূপ বিমুক্তি লাভ করিবেন ?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, বর্ত্তমানে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ আমার চিত্ত স্ব-চিত্তে পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি জানিয়াছ ভগবান কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন, কিরূপই বা তাঁহার জীবন যাত্রা প্রণালী এবং তিনি কিরূপ বিমুক্তি লাভ করিয়াছেন ?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'সারিপুত্র, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত তোমার পরিজ্ঞাত নহে, তবে কিরূপে তুমি এরূপ সুমহান ও সুস্পষ্ট উক্তি করিলে ? কিরূপে তোমার এরূপ ভাবাবেশ গীত হইল ?'

১৭। 'ভন্তে অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত আমার জ্ঞাত নহে। তবে আমি ন্যায়ানুযায়ী সিদ্ধান্তের উপর দণ্ডায়-মান। দেব, মনে করুন কোন রাজার সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র একটি দ্বার, রাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী রাখিয়াছেন। রাজা নগরাভিমুখী পথগুলি পরিদর্শনে যাইয়া দুর্গ প্রাকারের কোথায়ও এমন কোন ছিদ্রাদি হয়ত দেখিতে পাইবেন না যেখান দিয়া বিড়ালের ন্যায় একটু ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তথাপি তাঁহার মনে এইরূপ হইবে যে, বৃহত্তর প্রাণীগণ, যাহারা নগরে প্রবেশ করিবে কিম্বা নগর ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে মাত্র ঐ একটি দ্বার ব্যবহার করিতে হইবে। আমিও সেইরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে স্থিত। আমি জানি অতীতের বুদ্ধগণ সকলেই চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞাদুর্ব্বলকারী পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া, চতুর্ব্বিধ স্মৃতি-প্রস্থানে চিত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সপ্ত বোধ্যঙ্গ যথারূপে অনুশীলন পূর্ব্বক অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন তাঁহারা সকলেই ঐ একই মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমানে ভগবানও ঐ মার্গই অবলম্বন করিয়া সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছেন।'

১৮। ঐ স্থানেও ভগবান নালন্দার পাবারিক আম্রবনে অবস্থানকালে

ভিক্ষুদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে ধর্ম্মকথা কহিলেনঃ ইহা শীল ইহা সমাধি, ···অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হয়। (১২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৯। অতঃপর ভগবান নালন্দায় ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ 'এস, আনন্দ, আমরা পাটলিগ্রামে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু', আনন্দ এইরূপ কহিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাটলিগ্রামে গমন করিলেন।'

২০। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ শ্রবণ করিল যে, ভগবান পাটলিগ্রামে উপনীত হইয়াছেন। তখন ঐ গ্রামের উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিল। পরে তাহারা ভগবানকে কহিল, 'ভগবান, আমাদের অতিথিশালায় অবস্থান করুন।' ভগবান মৌনভাবের দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

২১। তৎপরে উপাসকগণ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অতিথিশালায় গমন করিল। তথায় তাহারা চতুর্দ্দিকে আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া আসন স্থাপন পূর্ব্বক জলাধার এবং তৈলপ্রদীপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে তাহারা ভগবানকে কহিলঃ

'দেব, অথিতিশালার সর্ব্বত্র আস্তরণ বিস্তৃত হইয়াছে, আসন স্থাপিত হইয়াছে, জলপাত্র এবং প্রদীপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে ভগবানের যাহা ইচ্ছা।'

২২। তৎপরে ভগবান পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর সহ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অথিতিশালায় গমন করিলেন এবং পাদ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মধ্যেস্থিত স্তম্ভ পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক শালায় প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদিকস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া ভগবানকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসকগণও পাদপ্রক্ষালনান্তে অতিথি-শালায় প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকস্থ ভিত্তি পশ্চাতে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ভগবানের সম্মুখীন হইয়া উপবিষ্ট হইল।

২৩। তৎপরে ভগবান পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন ঃ 'গৃহপতিগণ, দুঃশীল শীলভ্রষ্টগণেব পঞ্চবিধ ক্ষতি, কি কি ?

'দুঃশীল শীলভ্রষ্টগণ প্রমাদহেতু দারুণ দারিদ্র্যে উপনীত হয, ইহা প্রথম ক্ষতি।

'পুনশ্চ, তাহাদেব নিন্দা ঘোষিত হয, ইহা দ্বিতীয ক্ষতি।

'পুনশ্চ, তাহাবা যে সমাজেই প্রবেশ করুক—তাহা ক্ষত্রিযদিগেবই হউক, অথবা ব্রাহ্মণদিগেব, অথবা গৃহপতিদিগেব, অথবা শ্রমণদিগেবই হউক—তথায তাহাবা সঙ্কুচিত ও হতবুদ্ধি হইযা থাকে, ইহা তৃতীয ক্ষতি।'

'পুনবায, মৃত্যুকালে তাহাবা উদ্বেগপূর্ণ হয, ইহা চতুর্থ ক্ষতি।'

'পুনশ্চ, মৃত্যুব পব দেহেব ধ্বংসাবসানে তাহাদেব পুনর্জন্ম, দুঃখ-দুর্দশা দুর্গতি পূর্ণ হয। ইহা পঞ্চম ক্ষতি।'

২৪। 'শীলবানদিগেব শীলবাক্ষব পঞ্চবিধ ফল,—কি কি ?'

'প্রথমতঃ, তাঁহাবা অধ্যবসায সম্পন্ন হইযা মহৎ ঐশ্বর্য্যেব অধিকাবী হন।'

'দ্বিতীযতঃ তাঁহাদেব খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয।'

'তৃতীযতঃ, তাঁহাবা যে সমাজেই প্রবেশ কবেন,—তাহা ক্ষত্রিযদিগেব হউক, ব্রাহ্মণদিগেব হউক, গৃহপতিদিগেব হউক, অথবা শ্রমণদিগেবই হউক,—তথায তাঁহাবা আত্মপ্রত্যয ও ধৃতি সহকাবে প্রবেশ কবেন।'

'চতুর্থতঃ, তাঁহাবা বিনা উদ্বেগে দেহত্যাগ করেন।'

'সর্ব্বশেষে, মৃত্যুব পব দেহেব ধ্বংসাবসানে তাঁহাদেব পুনর্জন্ম সুখময ও সুগতিসম্পন্ন হয। শীলবানদিগেব শীলবক্ষাব এই পঞ্চবিধ লাভ।'

২৫। তৎপবে ভগবান দীর্ঘবাত্রি পর্য্যন্ত পাটলিগ্রামেব উপাসকগণকে ধর্ম্মকথায উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত ও প্রহৃষ্ট কবিযা তাহাদিগকে কহিলেন, 'গৃহপতিগণ, বাত্রি অনেক হইযাছে, এক্ষণে তোমবা ইচ্ছানুরূপ কবিতে পাব।' এই কথা বলিযা তিনি তাহাদিগকে বিদায দিলেন। তাহাবাও 'দেব, তথাস্তু' বলিযা আসন হইতে উত্থান কবিযা ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রস্থান কবিল। ইহাব অব্যবহিত পবে ভগবান নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ কবিলেন।

২৬। ঐ সমযে সুনীধ এবং বর্ষকাব নামক মগধেব প্রধান অমাত্যদ্বয বৃজিগণেব আক্রমণ প্রতিবোধার্থ পাটলিগ্রামে নগব নির্ম্মাণ কবিতেছিলেন।

বহুসহস্র দেবতাও ঐ সময়ে তথায় বাস গ্রহণ করিতেছিল। যেস্থানে মহা-প্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে পরাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। যেস্থানে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাসগ্রহণ করেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, যেস্থানে নিম্নশ্রেণীর দেবতাগণ বাসগ্রহণ করেন, সেইস্থানে নিম্নশ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন।

২৭। ভগবান দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিরত ঐ সকল সহস্রাধিক দেবতাগণকে নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ, পাটলিগ্রামে কে নগর নির্ম্মাণ করিতেছে ?'

'ভন্তে, সুনীধ এবং বর্ষকার নামক মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্ম্মাণ করিতেছেন।'

২৮। 'আনন্দ, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয় যেন ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ পাটলিগ্রামে নগর নির্ম্মাণ করিতেছেন। আনন্দ, আমি দিব্য, বিশুদ্ধ, অমানুষিক চক্ষুদ্বারা এই পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণে নিরত বহুসহস্র দেবতাকে দেখিয়াছি। যেস্থানে মহাপ্রভাবশালী দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে পরাক্রমশালী নৃপতিগণ এবং তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। যেস্থানে মধ্যম শ্রেণীর দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে মধ্যম শ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন ; যেস্থানে নিম্নশ্রেণীর দেবতাগণ বাস গ্রহণ করেন, সেইস্থানে নিম্নশ্রেণীর নৃপতি ও তাঁহাদের প্রধান অমাত্যগণ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। আনন্দ, যতদূর আর্য্যভূমি, যতদূর বণিকদিগের গমনাগমনের পথ, তাহার মধ্যে এই পাটলিপুত্র প্রধান নগর হইবে, ইহা সর্ব্ববিধ বাণিজ্যের কেন্দ্র হইবে। কিন্তু পাটলিপুত্রের ত্রিবিধ অন্তরায় আছে—অগ্নি অথবা জল অথবা মিত্রভেদ।'

২৯। তদনন্তর সুনীধ এবং বর্ষকার, মগধের প্রধান অমাত্যদ্বয়, যেখানে ভগবান সেখানে গমন করিলেন এবং ভগবানের সহিত অভিবাদন এবং শিষ্টাচারের আদান প্রদান পূর্ব্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন ঃ 'ভগবান অদ্য ভিক্ষুসংঘের সহিত আমাদের

গৃহে আহাব গ্রহণ কবুন। ভগবান মৌনভাবেব দ্বাবা নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিলেন।'

৩০। সুনীধ এবং বর্ষকাব, মগধেব দুই প্রধান অমাত্য, ভগবানেব স্বীকৃতি জ্ঞাত হইযা স্বকীয আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত কবিযা ভগবানেব নিকট সংবাদ প্রেবণ কবিলেন,—'হে গৌতম, আহাব প্রস্তুত।'

তখন ভগবান পূর্ব্বাহ্নে পবিচ্ছদ পবিহিত হইযা পাত্র-চীবব হস্তে ভিক্ষু-সঙ্ঘের সহিত অমাত্যদ্বযেব গৃহে গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। মগধেব প্রধান অমাত্যদ্বয বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উত্তম খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পবিবেশন পূর্ব্বক তৃপ্ত কবিলেন। তদনন্তব অমাত্যদ্বয ভগবান আহাবান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসাবিত কবিলে নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন।

৩১। অমাত্যদ্বয উপবেশন কবিলে ভগবান নিম্নোক্তরূপে দানানুমোদন কবিলেন ঃ—

'পণ্ডিত ব্রহ্মচাবী যেস্থানে বাস কবিযা শীলবান সংযত পুরুষদিগকে আহাব দান কবেন, এবং ঐ স্থানে যে সকল দেবতা আছেন তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান কবেন, সেইস্থানে দেবতাগণ পূজিত ও সম্মানিত হইযা তাঁহাব পূজা ও সম্মান কবেন।

মাতা ঔবসপুত্রকে যেরূপ অনুকম্পা কবেন, ঐ সকল দেবতাগণ তাঁহাকে সেইরূপ অনুকম্পা কবেন, দেবানুকম্পিত পুরুষ সর্ব্বদা মঙ্গল দর্শন কবেন।'

অনন্তব ভগবান অমাত্যদ্বযকে উপবোক্ত রূপে সাধুবাদ দিযা আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান কবিলেন।

৩২। অমাত্যদ্বয ভগবানেব পশ্চাদনুসবণ কবিল এবং বলিতে লাগিল, 'অদ্য ভগবান যে দ্বাব দিযা নিষ্ক্রান্ত হইবেন তাহাব নাম হইবে গৌতম দ্বাব। যে তীর্থ দিযা তিনি গঙ্গা নদী পার হইবেন, সেই তীর্থেব নাম হইবে গৌতম-তীর্থ।' তৎপবে ভগবান যে দ্বাব দিযা নিষ্ক্রান্ত হইলেন ঐ দ্বাবেব নাম হইল গৌতম-দ্বাব।

৩৩। অতঃপব ভগবান গঙ্গা নদীতে গমন কবিলেন। ঐ সময গঙ্গা নদী কূলে কূলে পবিপূর্ণ। ইতস্ততঃ গমনাগমনেব নিমিত্ত কেহ কেহ

নৌকার, কেহ বা ভেলার অন্বেষণ করিতেছিল, কেহ বা কুল্ল নির্ম্মাণ করিতে-ছিল। তৎপরে ভগবান যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ গঙ্গা নদীর এই পারে অন্তর্হিত হইয়া ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত অপর তীরে প্রত্যুত্থান করিলেন।

৩৪। মনুষ্যগণের উপরোক্ত ক্রিয়া ভগবান দেখিলেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে এই উদান বাক্য নির্গত হইল ঃ

যাঁহারা ক্ষুদ্র জলাশয় পরিহার পূর্ব্বক সেতুর সাহায্যে সমুদ্র ও নদী উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা পণ্ডিত. যখন· জনসাধারণ কুল্ল নির্ম্মাণ রত, তখন পণ্ডিতগণ উত্তীর্ণ।[১]

। প্রথম ভাণবার সমাপ্ত ।

১। যাঁহারা আর্য্য মার্গরূপ সেতুর সাহায্যে কাম, অবিদ্যা এবং মোহরূপ পল্বল পরিহার পূর্ব্বক তৃষ্ণারূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হন, তাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা মুক্ত। অজ্ঞান জগত আচার অনুষ্ঠান পালন এবং দেবপূজা হইতে মুক্তির আশা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন : 'আনন্দ, চল, আমরা কোটিগ্রামে গমন করি।' 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মত হইলেন। তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কোটিগ্রামে গমন করিলেন এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

'ভিক্ষুগণ চারি আর্য্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতির অভাবের কারণেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ হইয়াছে—আমারও এবং তোমাদিগেরও। ঐ চারিটি কি কি? ভিক্ষুগণ। দুঃখ আর্য্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্য্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্য্যসত্য—এই চারি আর্য্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতির অভাবের কারণেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ হইয়াছে—আমারও এবং তোমাদিগেরও। কিন্তু ভিক্ষুগণ। এই চারি আর্য্যসত্যের জ্ঞান এবং অনুভূতি হইলে ভব-তৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনঃ পুনঃ জন্ম প্রবর্তনকারী তৃষ্ণার ধ্বংস সাধন হয়, তাহার পর আর পুনর্জন্ম নাই।'

৩। ভগবান এইরূপ কহিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন :

'চারি আর্য্যসত্যের যথারূপ দর্শনের
অভাবে বহুজন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে।
তাহাদের সম্যক অনুধাবনে পুনর্জন্মের
হেতু বিনষ্ট হয়, দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন হয়,
তখন আর পুনর্জন্ম নাই।'

৪। কোটিগ্রামে অবস্থান কালে ঐস্থানেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্ম্মকথা কহিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীল-পরিভাবিত সমাধি মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রব সমূহ হইতে—যথা কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যা-আস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

৫। ভগবান কোটিগ্রামে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :

'আনন্দ ! চল, আমরা নাদিকে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিযা আযুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত নাদিকে গমন করিলেন এবং ঐস্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬। তদনন্তর আযুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ

'দেব, সাল্‌হ নামক ভিক্ষু নাদিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তিনি কি গতি লাভ করিযাছেন ? পরলোকে তাঁহার নিয়তি কি ? নাদিকে নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণীর মৃত্যু হইযাছে, তাঁহার কি গতি এবং পরলোকে তাঁহার নিয়তি কি ? ঐস্থানে সুদত্ত নামক উপাসকের মৃত্যু হইযাছে, তাঁহার কি গতি এবং পরলোকে নিযতি তাঁহার কি ? ঐস্থানে সুজাতা নাম্নী উপাসিকার মৃত্যু হইযাছে, তাঁহার কি গতি এবং পরলোকে তাঁহার নিয়তি কি ? ককুধ, কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্‌সভ তুট্‌ঠ, সন্তুট্‌ঠ, ভদ্দ, সুভদ্দ নামক উপাসকগণ নাদিকে দেহ ত্যাগ করিযাছেন, তাঁহাদের কি গতি এবং পরলোকে তাঁহাদের নিয়তি কি ?'

৭। 'আনন্দ ! ভিক্ষু সাল্‌হ আস্রব সমূহের ক্ষযহেতু এই জগতেই অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বযং জ্ঞাত হইয়া এবং উপলব্ধি করিয়া উহা লাভ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণী নন্দা পঞ্চ অবরভাগীয়[১] সং-যোজনের[২] ক্ষযহেতু ঔপপাতিকা হইযাছেন, ঐ অবস্থাতেই তিনি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই। উপাসক সুদত্ত ত্রিবিধ[৩] সংযোজনের ক্ষযহেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইযাছেন, তিনি আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। উপাসিকা সুজাতা ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই, এবং সম্বোধি তাঁহার নিশ্চিত নিযতি। উপাসক ককুধ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইযাছেন, ঐ অবস্থাতেই তিনি

১। কামলোক সম্পর্কিত।

২। সৎকায দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ।

৩। উপরোক্ত পঞ্চসংযোজনের প্রথম, দ্বিতীয এবং তৃতীয।

পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহার চ্যুতি নাই। কালিঙ্গ, নিকট, কটিস্সভ, তুট্ঠ, সন্তুট্ঠ ভদ্দ এবং সুভদ্দ নামক উপাসকগণ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহারা পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের পঞ্চাশাধিক উপাসক মরণান্তে পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু উপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহাদের পরিনির্ব্বাণ হইবে, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের নবতির অধিক উপাসক মরণান্তে ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ দ্বেষ মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। পঞ্চশতের অধিক নাদিকের উপাসক মরণান্তে ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি।

৮। 'আনন্দ! মনুষ্যের যে মৃত্যু হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যের মৃত্যুর পর তুমি যদি তথাগতের নিকট আসিয়া এইরূপ প্রশ্ন কর, তাহা হইলে উহা তথাগতের বিরক্তির কারণ হইবে। অতএব আমি ধর্ম্মাদর্শ[১] নামক ধর্ম্ম পর্য্যায়ের উপদেশ দিব। ঐ আদর্শ সমন্বিত আর্য্যশ্রাবক ইচ্ছা হইলে আপনার সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিবেন: "আমার আর নরক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্রেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, উহা হইতে আমার চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমার নিশ্চিত নিয়তি।"

৯। 'আনন্দ! এই ধর্ম্মাদর্শ কি? আনন্দ! আর্য্যশ্রাবক বুদ্ধে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন: "ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, লোকজ্ঞ, সুগত, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।" তিনি (আর্য্যশ্রাবক) ধর্ম্মে অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন: "ধর্ম্ম জগতের হিতার্থ ভগবান কর্ত্তৃক ঘোষিত, উহা সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্ব্ব জগতকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তি প্রদায়ী এবং বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্ব-স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য।" তিনি (আর্য্যশ্রাবক) সঙ্ঘে অচল শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন: "ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন,

---

১। ধর্ম্মের মুকুর:

সম্যক প্রতিপন্ন। চারি পুরুষ-যুগল এবং অষ্ট পুরুষ পুদ্গল বিশিষ্ট ভগবানের এই শ্রাবক সঙ্ঘ; তাঁহারা সম্মানের যোগ্য, সৎকারের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, পূজার যোগ্য, তাঁহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।" এই সঙ্ঘ অখণ্ডিত, নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, শৃঙ্খল মোচনকারী, বিজ্ঞ প্রশংসিত, বিশুদ্ধ, সমাধি সংবর্ত্তনিক, আর্য্য কান্তশীল সমন্বিত।

'আনন্দ, ইহাই ধর্ম্মাদর্শ ধর্ম্ম-পর্য্যায। এই আদর্শ সমন্বিত আর্য্য-শ্রাবক ইচ্ছা হইলে আপনার সম্বন্ধে আপনিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিবেন: "আমার আর নরক নাই, পশুযোনিতে জন্ম নাই, প্রেতযোনিতে জন্ম নাই, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, উহা হইতে আমার চ্যুতি নাই, সম্বোধি আমার নিশ্চিত নিয়তি।"

১০। 'ভগবান নাদিকে ইষ্টক গৃহে অবস্থানকালে এইরূপে বিস্তৃতভাবে ভিক্ষুগণকে ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন: ইহা শীল, ইহা সমাধি··· অবিদ্যা আস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।' [৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

১১। অতঃপর ভগবান নাদিকে ইচ্ছানুরূপ অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন: 'আনন্দ চল, আমরা বৈশালি গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বৈশালি গমন পূর্ব্বক তথায় অম্বপালি-বনে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

১২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:

'ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।

'কিরূপে ভিক্ষু স্মৃতি সমন্বিত হন? ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্ম্মনস্যের দমন করেন; তিনি বেদনায় বেদনানুপশ্যী, চিত্তে চিত্তানুপশ্যী, ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন এবং উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞান-যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইয়া লোকে অভিধ্যা এবং দৌর্ম্মনস্যের দমন করেন।'

১৩। 'কিরূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞান-সমন্বিত হন? ভিক্ষু পুরোগমনে ও প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন, অবলোকনে বিলোকনে, সঙ্কোচন ও প্রসারণে, সংঘাটিপাত্র চীবর ধারণে, ভুক্তি, পান, ভোজন ও আস্বাদনে, শৌচকর্ম্মে,

গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, সুপ্তি ও জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীভাবে, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত হন। ভিক্ষু এইরূপে সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হন। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইবেন, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ।'

১৪। গণিকা অম্বপালি শুনিলেন যে, ভগবান বৈশালীতে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া স্বয়ং এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক যানাদির সহিত বৈশালি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বকীয় উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভূমি যতদূর যানাদির গতির পক্ষে উপযুক্ত ততদূর রথারোহণে গমন করিয়া তথায় অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে ভগবানের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিলেন।

তৎপরে অম্বপালি ভগবান কর্তৃক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত হইয়া ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ

'ভগবান আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার গৃহে আহার গ্রহণ করুন।'

ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অম্বপালি ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

১৫। বৈশালির লিচ্ছবিগণ শুনিল ভগবান বৈশালিতে আগমন পূর্ব্বক তথায় অম্বপালির আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। তখন তাহারা উত্তম উত্তম যানাদি প্রস্তুত করাইয়া উত্তম রথে আরোহণ পূর্ব্বক যানাদিসহ বৈশালি হইতে যাত্রা করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নীলাঙ্গ, নীলবস্ত্র পরিহিত ও নীলালঙ্কারভূষিত, কেহ কেহ পীতাঙ্গ, পীতবস্ত্র পরিহিত, পীতালঙ্কারভূষিত, কেহ কেহ লোহিতাঙ্গ, লোহিতবস্ত্র পরিহিত, লোহিতালঙ্কারভূষিত, কেহ কেহ শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতালঙ্কারভূষিত।

১৬। অম্বপালি তরুণ লিচ্ছবিগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন—অক্ষে অক্ষে, চক্রে চক্রে, যুগে যুগে ঘর্ষণ হইল। তখন লিচ্ছবিগণ অম্বপালিকে কহিলেন ঃ

'অম্বপালি! তুমি কি নিমিত্ত এরূপভাবে রথ চালনা করিলে?'

'আর্য্যপুত্রগণ। যেহেতু আমি আগামী কল্য আহার গ্রহণের জন্য ভিক্ষু সঙ্ঘ সহ ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।'

'অম্বপালি। লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে এই নিমন্ত্রণ আমাদিগকে দাও।'

'আর্য্যপুত্রগণ। আপনারা সমগ্র বৈশালি অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যসমূহের সহিত আমাকে দান করিলেও আমি এই মহৎ ভোজোৎসব বিক্রয় করিব না।'

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলি স্ফোটন সহ কহিল : 'আমরা এই ক্ষুদ্র আম্র-পালিকা দ্বারা পরাজিত ও বঞ্চিত।'

অনন্তর লিচ্ছবিগণ অম্বপালির উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইল।

১৭। ভগবান দূর হইতে লিচ্ছবিগণের আগমন দেখিয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন :

'ভিক্ষুগণ। যে সকল ভিক্ষুর ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের দর্শন লাভ হয় নাই, তাঁহারা লিচ্ছবি পরিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহারা লিচ্ছবি পরিষদকে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণরূপে জ্ঞান করুন।'

১৮। অতঃপর লিচ্ছবিগণ ভূমি যতদূর যানাদির গমনের উপযুক্ত ততদূর যানারোহণে গিয়া পরে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্ম্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হৃষ্যান্বিত করিলেন।

তখন লিচ্ছবিগণ ভগবানকে কহিলেন :

'দেব। ভগবান আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমাদের গৃহে আহার গ্রহণ করুন।'

'লিচ্ছবিগণ। আগামী কল্য আহারের জন্য আমি গণিকা অম্বপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।'

তখন লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটন পূর্ব্বক কহিল :

'ক্ষুদ্র আম্রপালিকা দ্বারা আমরা পরাজিত ও বঞ্চিত।'

তৎপরে লিচ্ছবিগণ ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

১৯। অনন্তর গণিকা অম্বপালি রাত্রির অবসানে স্বকীয় গৃহে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল : 'দেব,

আহারের সময় হইয়াছে, অন্ন প্রস্তুত।' তখন পূর্বাহ্নে পরিহিত বস্ত্র ভগবান পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষুগণসহ অম্বপালির আহার পরিবেশনের স্থানে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন অম্বপালি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন।

তৎপরে অম্বপালি, ভগবান আহারান্তে পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে, নিম্ন আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ

'দেব। এই উদ্যান আমি বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতেছি।'

ভগবান দান গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান গণিকা অম্বপালিকে ধর্ম্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২০। ভগবান বৈশালিতে অবস্থান করিবার কালেও ভিক্ষুগণকে বিস্তৃত-রূপে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন ঃ ইহা শীল, ইহা সমাধি অবিদ্যা-আস্রব হইতে বিমুক্ত হয়। [পূর্ব্বের ন্যায়]

২১। অনন্তর ভগবান অম্বপালির উদ্যানে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ। চল, আমরা বেলুব গ্রামে গমন করি।'

'দেব। তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বেলুব গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভগবান ঐ গ্রামেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ। বৈশালির চতুর্দ্দিকে যাহার যেখানে মিত্র অথবা পরিচিত অথবা অন্তরঙ্গ আছে, সে সেখানে বর্ষাবাস করুক, আমি এই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিব।'

'দেব। তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক বৈশালির চতুর্দ্দিকে যাহার যেখানে মিত্র অথবা পরিচিত অথবা অন্তরঙ্গ আছে, সে সেইখানে বর্ষাবাস করিল, ভগবান স্বয়ং সেই বেলুব গ্রামেই বর্ষাবাস করিলেন।

২৩। এইরূপে বর্ষাবাসকালে ভগবান মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ রোগে

আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সতর্ক ও শান্তভাবে উহা নীরবে সহ্য করিলেন।

তৎপরে ভগবানের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ

'ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিবার পূর্ব্বে, তাহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়া পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করা উচিত হইবে না। অতএব আমি ইচ্ছা-শক্তির প্রবল প্রয়োগ দ্বারা এই ব্যাধিকে দমন করিয়া, যতদিন নির্দ্দিষ্ট সময় আগত না হয়, ততদিন জীবন রক্ষা করিব।'

এইরূপে ভগবান বীর্য্যের প্রয়োগে ব্যাধি দমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগমনের প্রতীক্ষায় জীবনকে আয়ত্তাধীনে রাখিলেন। ভগবানের ব্যাধির প্রাবল্য হ্রাস হইল।

২৪। ভগবান সুস্থ হইলেন। রোগমুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি বিহার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উহার ছায়ায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ

'দেব, আমি ভগবানের সুস্থ অবস্থা দেখিয়াছি, তাঁহার অসুস্থ অবস্থাও দেখিয়াছি। যদিও তাঁহার পীড়ার দৃশ্যে আমার দেহ অবশ হইয়াছিল, জগত আমার নিকট অন্ধকার হইয়াছিল, আমার মনোবৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়াছিল, তথাপি ভগবান যে অন্ততঃ সংঘ সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়া পর্য্যন্ত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিবেন না, এই চিন্তায় আমি কিয়ৎ পরিমাণ সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম।'

২৫। 'আনন্দ! ভিক্ষুসংঘ আমার নিকট কি প্রত্যাশা করেন? আমি ধর্ম্মপ্রচার করিবার কালে বাহ্য ও গুপ্ত মতের প্রভেদ করি নাই, আনন্দ! ধর্ম্মের বিষয়ে তথাগতের আচার্য্য-মুষ্টি নাই। নিশ্চয়ই, আনন্দ, যিনি মনে করেন "আমিই ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব করিব," অথবা "ভিক্ষুসংঘ আমার উপর নির্ভর করে," তিনিই ভিক্ষুসংঘ সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে বিধি বিধান করিবেন। কিন্তু তথাগতের মনে কখনই এরূপ হয় না যে "আমি ভিক্ষু-সংঘের নেতৃত্ব করিব" অথবা "ভিক্ষুসংঘ আমার উপর নির্ভর করে।" তাহা হইলে কেন তথাগত সংঘের সম্বন্ধে নিয়মের ব্যবস্থা করিবেন? আনন্দ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার বয়স অনেক হইয়াছে, আমার ভ্রমণের অবসান

নিকটবৰ্ত্তী হইতেছে, আমাব নিৰ্দ্দিষ্টকাল পূৰ্ণ হইযাছে, আমি অশীতি বৎসবে উপনীত হইযাছি। আনন্দ। যেবূপ জীর্ণ শকটেব গতি বিঘ্ন সঙ্কুল, সেইবূপ তথাগতেব দেহেব বক্ষাও কষ্ট সাধ্য। আনন্দ, যখন তথাগত বাহ্য জগতেব প্রতি মনোনিবেশে বিবত হইযা বেদনাসমূহেব নিবোধে অনিমিত্ত* চিত্ত সমাধিতে উপনীত হইযা বিহাব কবেন, তখনই তথাগতেব দেহ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কবে।

২৬। 'অতএব, আনন্দ, তোমবা আত্মদ্বীপ হইযা, আত্মশবণ হইযা, অনন্যশবণ হইযা বিহাব কব, ধৰ্ম্ম-দ্বীপ, ধৰ্ম্মশবণ,অনন্যশবণ হও। আনন্দ, কিবূপে ভিক্ষু আত্মদীপ, আত্মশবণ, অনন্যশবণ, ধৰ্ম্মদীপ, ধৰ্ম্মশবণ অনন্যশবণ হইযা বিহাব কবেন ?

'আনন্দ। ভিক্ষু কাযে কাযানুপশ্যী হইযা বিহাব কবেন, তিনি উদ্যম-শীল, সম্প্রজ্ঞান যুক্ত এবং স্মৃতিমান হইযা লোকে অভিধ্যা এবং দৌৰ্ম্মনস্যেব দমন কবেন, বেদনায চিত্তে ধৰ্ম্মে দমন কবেন। (১২ পবিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এইবূপেই ভিক্ষু 'আত্মদীপ, আত্মশবণ, অনন্যশবণ, ধৰ্ম্মদীপ, ধৰ্ম্মশবণ,' অনন্য কাবণ হইযা বিহাব কবেন।

'আনন্দ, যাঁহাবা এক্ষণে অথবা আমাব দেহাবসানে আত্মদীপ আত্মশবণ, অনন্যশবণ, ধৰ্ম্মদীপ, ধৰ্ম্মশবণ, অনন্যশবণ হইযা বিহাব কবিবেন, আমাব সেই সকল ভিক্ষুগণ জন্মেব অতীত হইবেন, তবে তাঁহাদিগকে জ্ঞান পিপাসু হইতে হইবে।'

। দ্বিতীয ভাণবাব সমাপ্ত।

---

* বাহ্যবস্তুব সহিত সম্পর্কশূন্য।

তৃতীয় অধ্যায়

৩। ১। পূর্ব্বাহ্নে পরিহিত বস্ত্র ভগবান পাত্র ও চীবর হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আহারান্তে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ, কুশাসন গ্রহণ কর। আমি দিবা বিহারার্থ চাপাল-চৈত্যে গমন করিব।'

'দেব, তথাস্তু, বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আসন হস্তে ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

২। ভগবান চাপাল চৈত্যে উপনীত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দও ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ। বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য, রমণীয় গোতমক চৈত্য, রমণীয় সত্তম্বক চৈত্য, রমণীয় বহুপুত্ত চৈত্য, রমণীয় সারন্দদ চৈত্য, রমণীয় চাপাল চৈত্য।

৩। 'আনন্দ। যাঁহার চারি ঋদ্ধি-পাদ[১] বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীভূত, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, পুষ্ট, সুসমারব্ধ, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পব্যাপী জীবন যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত সুসমারব্ধ। তথাগত ইচ্ছাক্রমে কল্পব্যাপী জীবন যাপন করিতে পারেন, অথবা কল্পের অবশিষ্ট কাল প্রাণধারণ করিতে পারেন।'

৪। 'ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও আয়ুষ্মান আনন্দ উহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না ঃ বহুজনের হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা করণার্থ, দেব-মনুষ্যের মঙ্গল, হিত ও সুখের জন্য ভগবান কল্পস্থায়ী হউন, সুগত কল্পস্থায়ী হউন!' ইহার কারণ তাঁহার চিত্ত মার কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল।

১। উদ্দেশ্য, ইচ্ছাশক্তি, চিন্তা ও এষণার বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প।

৫। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে কহিলেন:

'আনন্দ, বৈশালী রমণীয় স্থান চাপাল চৈত্য।' (২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

'আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধি পাদ···অবশিষ্টকাল প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।' (৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ অভিভূত হইয়াছিল। (৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৬। তৎপরে ভগবান আনন্দকে কহিলেন:

'আনন্দ, তুমি যাও, এখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।'

'দেব, তথাস্তু বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আসন হইতে উত্থান করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করণান্তে নিকটস্থ এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন।

৭। আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে দুষ্ট মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিল:

'দেব, ভগবান এইবার পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করুন, সুগত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্ব্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন: "হে দুষ্ট, যতদিন আমার ভিক্ষুগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহারা জ্ঞানী ও উপযুক্ত রূপে নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহে পারদর্শী হইয়া বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কর্ত্তব্যের পালন না করিবেন, উপদেশাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া জীবনে শুদ্ধাচারী না হইবেন—যতদিন তাঁহারা স্বয়ং ধর্ম্মকে আয়ত্ত করিয়া ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অপরকে শিক্ষাদান করিতে না পারিবেন, উহা প্রচার করিতে, ঘোষণা করিতে, প্রতিষ্ঠিত করিতে, উন্মুক্ত করিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিতে ও উহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে না পারিবেন,—যতদিন তাঁহারা অপরে মিথ্যা মত প্রচার করিলে উহাকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া বিস্ময়কর সত্যের বিস্তৃতি সাধন করিতে না পারিবেন, ততদিন আমি পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিব না।"

৮। 'দেব, ভিক্ষুগণ এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুরূপ সমস্তই করিতে সক্ষম। অতএব দেব! ভগবান সুগত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করুন, ভগবানের পরিনির্ব্বাণের কাল উপস্থিত হইয়াছে।

'ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন: "হে দুষ্ট! যতদিন আমার

ভিক্ষুণীগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিযন্ত্রিত · যতদিন আমার গৃহস্থ উপাসকগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তরূপে নিযন্ত্রিত· বিস্তৃতি সাধন কবিতে না পাবিবেন, ততদিন আমি পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিব না।" (উপবে ৭ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। দেব, উপাসকগণ এক্ষণে ভগবানেব ইচ্ছানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছেন এবং তাঁহাব ইচ্ছানুবূপ সমস্তই কবিতে সক্ষম। অতএব দেব। ভগবান সুগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবুন, ভগবানেব পরিনির্ব্বাণেব কাল উপস্থিত হইয়াছে।

'ভগবান পূর্ব্বেই বলিয়া বাখিযাছেন: "হে দুষ্ট! যত দিন আমাব উপাসিকাগণ প্রকৃত শ্রাবিকা না হইবেন, জ্ঞানী ও উপযুক্তবূপে নিযন্ত্রিত ···বিস্তৃতি সাধন কবিতে না পাবিবেন, ততদিন আমি পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিব না। (উপবে ৭ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। দেব! উপাসিকাগণ এক্ষণে ভগবানেব ইচ্ছানুবূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছেন এবং তাঁহাব ইচ্ছানুবূপ সমস্তই কবিতে সক্ষম। অতএব ভগবান সুগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবুন, ভগবানেব পবিনির্ব্বাণেব কাল উপস্থিত হইযাছে।

'ভগবান, পূর্ব্বেই বলিয়া বাখিযাছেন: "হে দুষ্ট! যত দিন মৎ-প্রচাবিত ব্রহ্মচর্য্য ঋদ্ধ, স্ফীত, প্রখ্যাত, বহুজনাদৃত, দূববিস্তৃত না হয,—যতদিন উহা সমগ্র মানব সমাজে সুপ্রকাশিত না হয়, তত দিন আমি পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিব না।" এক্ষণে ভগবানেব প্রচাবিত ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাব ইচ্ছানুবূপ অবস্থায উপনীত। অতএব ভগবান সুগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবুন, তাঁহাব পবিনির্ব্বাণেব কাল উপস্থিত হইয়াছে।

৯। মাব এইবূপ কহিলে ভগবান দুষ্টকে কহিলেন:

'দুষ্ট! তুমি সুখী হও; অচিবে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসেব অবসানে তথাগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিবেন।'

১০। অনন্তব ভগবান চাপাল চৈত্যে স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা অবশিষ্ট আয়ুস্কাল প্রত্যাখ্যান কবিলেন। ঐ সময়ে মহা ভূমিকম্প হইল—ভীষণ লোমহর্ষক, বজ্রপাত হইল। ভগবান উহা অবগত হইলে তাঁহাব মুখ হইতে উদান নির্গত হইল:

'জাতি ও জাতিব হেতু—অপবিমেয অথবা স্বল্প—মুনি বিসর্জ্জন দিযাছেন; তিনি অধ্যাত্মবত ও সমাহিত হইযা আত্মোদ্ভূত বর্ম্ম ছিন্ন করিয়াছেন।'

১১। তদনন্তব আয়ুষ্মান আনন্দ এইরূপ চিন্তা কবিলেন ঃ 'আশ্চর্য্য অদ্ভুত এই মহা ভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল। এই ভূমিকম্পেব হেতু ও প্রত্যয কি ?'

১২। অতঃপব আনন্দ ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন ঃ

'আশ্চর্য্য অদ্ভুত এই মহা ভূমিকম্প, ভীষণ ও লোমহর্ষক, বজ্রপাতও হইল। এই মহা ভূমিকম্পেব হেতু ও প্রত্যয কি ?'

১৩। 'আনন্দ! মহা ভূমিকম্পেব আট হেতু এবং আট প্রত্যয়। এই আট হেতু এবং আট প্রত্যয কি কি ? এই মহা পৃথিবী জলে প্রতিষ্ঠিত, জল বাযুতে প্রতিষ্ঠিত এবং বাযু আকাশাশ্রিত। যখন মহাবাত প্রবাহিত হয, তখন ঐ বাতেব প্রবাহে জল কম্পিত হয এবং পৃথিবীকে কম্পিত কবে। ইহাই মহা ভূমিকম্পেব প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয।

১৪। 'পুনশ্চ, ঋদ্ধিমান বশীভূত-চিত্ত শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা মহাবলশালী মহাপবাক্রান্ত দেবতা—যাঁহাব প্রবিত্ত (সূক্ষ্ম) পৃথিবী-সংজ্ঞা এবং অপ্রমাণ আপ-সংজ্ঞা অনুশীলিত হইযাছে, তিনি এই পৃথিবীকে কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত এবং সঞ্চালিত কবিতে সমর্থ। ইহাই মহা ভূমিকম্পেব দ্বিতীয হেতু, দ্বিতীয প্রত্যয।'

১৫। 'পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব তুষিত দেবলোক হইতে চ্যুত হইযা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকাবে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয, সংকম্পিত হয, সঞ্চালিত হয। ইহাই মহা ভূমিকম্পেব তৃতীয হেতু, তৃতীয প্রত্যয।'

১৬। 'পুনশ্চ, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা মাতৃ-গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয, সংকম্পিত হয, সংপ্রকম্পিত হয, সঞ্চালিত হয। ইহাই মহা ভূমিকম্পের চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয।'

১৭। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুত্তব সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয, সংকম্পিত হয, সংপ্রকম্পিত হয, সঞ্চালিত হয়। ইহাই মহা ভূমিকম্পেব পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয।'

১৮। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুত্তব ধর্ম্ম চক্রেব প্রবর্ত্তন কবেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয, সংকম্পিত হয, সম্প্রকম্পিত হয, সঞ্চালিত হয। ইহাই মহা ভূমিকম্পেব ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয।'

১৯। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা অবশিষ্ট আযুষ্কাল প্রত্যাখ্যান কবেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত ও সঞ্চালিত হয। ইহাই মহা ভূমিকম্পেব সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয।'

২০। 'পুনশ্চ, যখন তথাগত অনুপাদিশেষ পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবেন, তখন এই পৃথিবী কম্পিত হয, সংকম্পিত হয, সংপ্রকম্পিত হয, সঞ্চালিত হয। ইহাই মহা ভূমিকম্পেব অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয। আনন্দ, এই সকলই মহা ভূমিকম্পেব অষ্ট হেতু এবং অষ্ট প্রত্যয।

২১। 'আনন্দ, পবিষদ আট প্রকাব। কি কি? ক্ষত্রিয পরিষদ, ব্রাহ্মণ পবিষদ, গৃহপতি পবিষদ, শ্রমণ পবিষদ, চাতুর্ম্মহাবাজিক পবিষদ, ত্রাযস্ত্রিংশ পবিষদ, মাব পবিষদ, ব্রহ্ম পবিষদ।

২২। 'আনন্দ, আমার স্মবণ আছে আমি শতাধিক ক্ষত্রিয পবিষদে গমন কবিয়াছি, ঐ সকল স্থানে আসন গ্রহণেব পূর্ব্বে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গেব সহিত বাক্যালাপ আবম্ভ কবিবাব পূর্ব্বে, আমি বর্ণে ও স্ববে তাহাদিগেবই মত হইতাম। আমি তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা দ্বাবা উপদিষ্ট, উৎসাহিত ও আনন্দিত কবিতাম। কিন্তু আমি কথা কহিলে কেহ আমাকে চিনিত না; তাহাবা বলিত "ইনি কে? মনুষ্য অথবা দেব?" তাহাদিগকে ধর্ম্মকথা দ্বাবা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উৎসাহিত ও হর্ষান্বিত কবিযা আমি অদৃশ্য হইতাম। তখনও তাহাবা আমাকে চিনিতে পাবিত না, তাহাবা বলিত, "যিনি অদৃশ্য হইলেন ইনি কে? দেব অথবা মনুষ্য?"

২৩। 'আনন্দ, আমাব স্মবণ আছে, আমি শতাধিক ব্রাহ্মণ পবিষদে ···গৃহপতি পবিষদে শ্রমণ পবিষদে······চাতুর্ম্মহাবাজিক পবিষদে · · ত্রাযস্ত্রিংশ পবিষদে মাব পবিষদে ···ব্রহ্ম পবিষদে গমন কবিযাছি, ঐ সকল স্থানে আসন গ্রহণেব পূর্ব্বে··· · দেব অথবা মনুষ্য? [উপবে ২২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। আনন্দ, এই আট প্রকাব পবিষদ।

২৪। 'আনন্দ, অভিভূ-আযতন[১] (জয স্থান) আট প্রকাব। কি কি?

১। বাহ্যবস্তু সমূহেব প্রতীযমান নিত্যতা হইতে উদ্ভূত ভ্রমেব নিবাকরণ।

২৫। 'কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ; "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই প্রথম অভিভূ-আয়তন।

২৬। 'কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ, "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন।

২৭। 'কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন—সীমাবদ্ধ, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ, "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই তৃতীয় অভিভূ-আয়তন।'

২৮। 'কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—অসীম, সুদৃশ্য অথবা তদ্বিপরীত রূপ, "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই চতুর্থ অভিভূ-আয়তন।

২৯। 'কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল নিভাস,—যথা—উমা পুষ্প নীল, নীল-বর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলনিভাস, অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র—উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট, নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীল-নিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন, নীল · নীল নিভাস, "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই পঞ্চম অভিভূ-আয়তন।'

৩০। 'কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন,—পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীত-নিভাস—যথা কর্ণিকার পুষ্প পীত, পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন, পীত-নিভাস, অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র উভয় পৃষ্ঠ সুমৃষ্ট পীত, পীতবর্ণ, নীতনিদর্শন, পীতনিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ-দর্শন করেন, পীত…পীত-নিভাস, "ঐ সকল অভিভূত করিয়া জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন।'

৩১। 'কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইযা বাহিবে রূপ-দর্শন করেন—রক্ত, রক্তবর্ণ, রক্ত-নিদর্শন, রক্ত-নিভাস—যথা বন্ধুজীব পুষ্প রক্ত...রক্ত-নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র—উভয় পৃষ্ঠ সমৃষ্ট, রক্ত...রক্ত-নিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইযা বাহিবে রূপদর্শন করেন, রক্ত...রক্ত নিভাস; "ঐ সকল অভিভূত করিযা জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই সপ্তম অভিভূ-আযতন।'

৩২। 'কহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইযা বাহিবে রূপ-দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রনিভাস,—যথা ওষধি তারকা শুভ্র...শুভ্র-নিভাস; অথবা যেরূপ বারাণসীর বস্ত্র-উভয পৃষ্ঠ সমৃষ্ট, শুভ্র...শুভ্র-নিভাস—এইরূপ কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইযা বাহিবে রূপ দর্শন করেন, শুভ্র—শুভ্র নিভাস, "ঐ সকল অভিভূত করিযা জানিতেছি এবং দেখিতেছি" তিনি এইরূপ সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহাই অষ্টম অভিভূ-আযতন। আনন্দ, এই অষ্ট অভিভূ-আযতন।'

৩৩। 'আনন্দ, আট বিমোক্ষ। কি কি?

'রূপী রূপ দর্শন করে ইহা প্রথম বিমোক্ষ।' 'অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী বাহিবে রূপ দর্শন করে, ইহা দ্বিতীয বিমোক্ষ।'

"সুন্দর" এই চিন্তায অভিনিবিষ্ট হয, ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

'রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিযা, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করিযা, নানাত্ব সংজ্ঞায উদাসীন হইযা, "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত আকাশ-অনন্ত-আযতন উপলব্ধি করিযা বিহার করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।'

'আকাশ-অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "বিজ্ঞান অনন্ত" এই অনুভূতির সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।'

'বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিযা "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত আকিঞ্চন-আযতন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।'

'আকিঞ্চন-আয়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিযা নৈব সংজ্ঞা-না সংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি করিয়া বিহার করে, ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।'

'নৈব সংজ্ঞা না-সংজ্ঞা আযতন-সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিযা সংজ্ঞা বেদয়িত-নিরোধ উপলব্ধি করিযা বিহার করে, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।'

'আনন্দ, এই সকল আট বিমোক্ষ।'

৩৪। 'আনন্দ, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিব পবক্ষণেই এক দিন আমি উবুবেলায নিবঞ্জন নদীব তীবস্থ ন্যগ্রোধ বৃক্ষেব তলে বিশ্রাম কবিতেছিলাম। ঐ সময দুষ্ট মাব আমাব নিকট উপস্থিত হইযা এক প্রান্তে দণ্ডাযমান হইল এবং আমাকে কহিল, "ভগবান সুগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবুন। ভগবানেব পবিনির্ব্বাণেব কাল উপস্থিত হইযাছে।"

৩৫। 'আনন্দ, মাব এইবূপ কহিলে আমি তাহাকে কহিলাম ঃ

'বে দুষ্ট! যতদিন সঙ্ঘভুক্ত ভ্রাতা ভগ্নীগণ এবং স্ত্রীপুবুষ নির্ব্বিশেষে গৃহস্থ শিষ্যগণ প্রকৃত শ্রাবক না হইবেন, যতদিন তাঁহাবা জ্ঞানী ও উপযুক্ত-বূপে নিযন্ত্রিত, দক্ষ ও সুশিক্ষিত, ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে পাবদর্শী হইযা বৃহত্তব ও ক্ষুদ্রতব কর্ত্তব্যেব পালন না কবিবেন, উপদেশাবলীব অনুবর্ত্তী হইযা জীবনে শুদ্ধাচাবী না হইবেন—যতদিন তাঁহারা স্বযং ধর্ম্মকে আযত্ত কবিযা ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অপবকে শিক্ষাদান কবিতে না পাবিবেন, উহা প্রচাব কবিতে, ঘোষণা কবিতে, প্রতিষ্ঠা কবিতে, উন্মুক্ত কবিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খবূপে ব্যাখ্যা কবিতে ও উহাব অর্থ সুস্পষ্ট কবিতে না পাবিবেন—যতদিন তাঁহাবা, অপবে মিথ্যা মত প্রচাব কবিলে উহাকে পবাভূত ও বিনষ্ট কবিযা বিস্মযকব সত্যেব দূব-দূবান্তবে বিস্তৃতি সাধন কবিতে না পাবিবেন, ততদিন আমি পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিব না।'

'হে দুষ্ট! যতদিন মৎপ্রচাবিত ব্রহ্মচর্য্য ঋদ্ধ, স্ফীত, প্রখ্যাত, বহুজনা-দৃত, দুবিস্তৃত না হয—যতদিন উহা সমগ্র মানব সমাজে সুপ্রকাশিত না হয, ততদিন আমি পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিব না।'

৩৬। 'আনন্দ, পুনবায অদ্য চাপাল চৈত্যে দুষ্ট মাব আমাব নিকট আসিযা এক পার্শ্বে দণ্ডাযমান হইযা আমাকে পূর্ব্বেব ন্যায সম্বোধন কবিল।

৩৭। 'আনন্দ, তদুত্তবে আমি তাহাকে কহিলাম ঃ

"দুষ্ট! সুখী হয, অনতিবিলম্বে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে! অদ্য হইতে তিন মাসেব অবসানে তথাগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিবেন।"

'পুনশ্চ, আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈত্যে তথাগত জীবনেব অবশিষ্টকাল স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা প্রত্যাখ্যান কবিযাছেন।'

৩৮। তখন আযুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ

'বহুজনেব হিতার্থ, বহুজনের সুখার্থ, জগতেব প্রতি অনুকম্পা কবণার্থ, দেব ও মনুষ্যেব মঙ্গল, হিত ও সুখেব জন্য ভগবান কল্পস্থাযী হউন, সুগত কল্পস্থাযী হউন।'

'আনন্দ, ক্ষান্ত হও, তথাগতকে অনুনয কবিও না, এই প্রার্থনার সময অতীত হইয়াছে।'

৩৯। দ্বিতীযবাব আনন্দ ভগবানকে পূর্ব্বোক্তরূপে অনুনয় কবিলেন এবং ভগবানেব নিকট হইতে একই প্রকাব উত্তব প্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীযবাব আনন্দ ভগবানকে পূর্ব্বেব ন্যায অনুনয কবিলেন।

'আনন্দ, তথাগতের জ্ঞানে তোমাব শ্রদ্ধা আছে?'

'দেব, আছে।'

'তবে তুমি কেন তথাগতকে তৃতীযবাব নিপীড়িত কবিতেছ?'

৪০। 'ভগবানেব মুখ হইতে আমি যাহা শুনিয়াছি, যাহা গ্রহণ কবিয়াছি তাহা এই : "আনন্দ, যাঁহাব চাবি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত…প্রাণ ধারণ কবিতে পাবেন" (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

'আনন্দ, তোমাব শ্রদ্ধা আছে?'

'দেব, আছে।'

'আনন্দ, তাহা হইলে ইহা তোমাবই দুষ্কৃতি, তোমাবই অপবাধ যে ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি কবিলেও তুমি বুঝিতে সক্ষম হইলে না' ভগবানেব নিকট প্রার্থনা কবিলে না :

"বহু জনেব হিতার্থ…কল্পস্থাযী হউন।" (উপবে ৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

'আনন্দ, যদি তুমি তথাগতেব নিকট প্রার্থনা কবিতে, তাহা হইলে দুই-বাব তথাগত তোমাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান কবিতে পাবিতেন, কিন্তু তৃতীয অনুবোধ বক্ষা কবিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমাবই দুষ্কৃতি, তোমাবই অপবাধ।'

৪১। 'আনন্দ, আমি একসময় বাজগৃহে গৃধ্রকুট পর্ব্বতে অবস্থান কবিতেছিলাম। ঐ স্থানেও, আনন্দ, আমি তোমাকে কহিযাছিলাম : "বাজগৃহ বমণীয় স্থান, গৃধ্রকুট পর্ব্বত বমণীয় স্থান। আনন্দ, যাঁহার চাবি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত · প্রাণ ধাবণ কবিতে পাবেন।" (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আনন্দ, তথাগত স্পষ্ট ঈঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি কবিলেও তুমি বুঝিতে সক্ষম হইলে না। তথাগতেব নিকট প্রার্থনা কবিলে না : "বহুজনেব হিতার্থ

...কল্প-স্থায়ী হউন।" (উপরে ৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪২। 'আনন্দ, এক সময় আমি রাজগৃহের নিগ্রোধারামে, ঐ স্থানেই চোর-প্রপাতে, ঐ স্থানেই সপ্তপর্ণী গুহায় বেভার-পার্শ্বে, ঐ স্থানেই কাল শিলায় ইসিগিলি পার্শ্বে, ঐ স্থানেই শীতবনে সপ্পসোণ্ডিক গুহায়, ঐ স্থানেই তপোদারামে, ঐ স্থানেই বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, ঐ স্থানেই জীবকের আম্রবনে, ঐ স্থানেই মদ্দকুচ্ছির মৃগদাবে, অবস্থান করিতেছিলাম।'

৪৩। 'আনন্দ, ঐ স্থানেও আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম: "রমণীয় রাজগৃহ, রমণীয় গৃধ্রকূট পর্ব্বত, গৌতম নিগ্রোধ, চোর প্রপাত, সপ্তপর্ণী গুহায় বেভার পার্শ্ব, কালশিলায় ইসিগিলি পার্শ্ব, শীতবনে সপ্পসোণ্ডিক গুহা, তপোদারাম, বেলুবনে কলন্দক নিবাপ, জীবকের আম্রবন, মদ্দকুচ্ছির মৃগদাব।'

৪৪। '"আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" (উপরে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভগবান স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না: "বহুজনের হিতার্থ...কল্পস্থায়ী হউন।" (উপরে ৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আনন্দ, যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তথাগত তোমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুরোধ রক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪৫। 'আনন্দ, এক সময় আমি বৈশালির উদেন চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম: ঐ স্থানেও আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম: "আনন্দ, বৈশালি রমণীয় স্থান, রমণীয় উদেন চৈত্য। আনন্দ, যাঁহার ঋদ্ধি পাদ বিকশিত... প্রাণ ধারণ করিতে পারেন।" (উপরে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তথাগত স্পষ্ট ইঙ্গিত সহ এইরূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না, তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিলে না: "বহু জনের হিতার্থ... কল্পস্থায়ী হউন।" (উপরে ৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। আনন্দ, (যদি তুমি তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে দুইবার তিনি তোমার অনুরোধ

প্রত্যাখ্যান-কবিতে পারিতেন, কিন্তু তৃতীয় অনুবোধ বক্ষা করিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমাবই দুষ্কৃতি, তোমারই অপরাধ।'

৪৬। 'আনন্দ, এক সময় আমি বৈশালির গৌতমক চৈত্যে—ঐ স্থানেই সত্তম্বক চৈত্যে—ঐ স্থানেই বহুপুত্ত চৈত্যে—ঐ স্থানেই সাবন্দদ চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম।

৪৭। 'আনন্দ, অদ্য চাপাল চৈত্যে আমি তোমাকে কহিযাছি ঃ "আনন্দ, বৈশালি রমণীয স্থান ·····চাপাল চৈত্য!- (উপবে ২ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আনন্দ, যাঁহার চারি ঋদ্ধি-পাদ বিকশিত··· ··প্রাণ ধাবণ কবিতে পাবেন।" (উপবে ৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তথাগত স্পষ্ট ঈঙ্গিত সহ এই-রূপ সুস্পষ্ট উক্তি করিলেও, আনন্দ, তুমি উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে না তথাগতেব নিকট প্রার্থনা কবিলে না ঃ "বহুজনের হিতার্থ··· · কল্পস্থাযী হউন!" (উপবে ৪ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আনন্দ, যদি তুমি তথাগতেব নিকট প্রার্থনা কবিতে, তাহা হইলে দুইবাব তিনি তোমাব অনুবোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পাবিতেন, কিন্তু তৃতীয অনুবোধ বক্ষা কবিতেন। অতএব, আনন্দ, ইহা তোমারই দুষ্কৃতি, তোমারই অপবাধ।'

৪৮। 'আনন্দ, আমি কি তোমাকে পূর্ব্বে বলি নাই যে আমাদেব অত্যন্ত প্রিয সকল বস্তুবই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ কবিতে হইবে? তবে, আনন্দ, কি প্রকাবে আমাব পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব, যখন জাত এবং গঠিত বস্তুমাত্রেবই মধ্যে বিনাশেব স্বাভাবিক প্রযোজনীয়তা বিদ্যমান? তবে আমাব এই দেহ যে ধ্বংস হইবে না তাহা কি প্রকাবে সম্ভব? এরূপ অবস্থা অসম্ভব। আনন্দ, এই মবজীবন তথাগত কর্ত্তৃক পবিত্যক্ত, দূবে নিক্ষিপ্ত, বর্জ্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হইযাছে। তথাগত নিশ্চিত রূপে কহিয়াছেন ঃ "অচিবে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসেব অবসানে তথাগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিবেন।" তথাগত জীবিত হেতু যে ঐ বাক্যেব প্রতিসংহাব করিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

'আনন্দ, এস, আমরা মহাবনে কূটাগাবশালায় গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিযা আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন।

৪৯। অনন্তব ভগবান আযুষ্মান আনন্দেব সহিত মহাবনে কুটাগাবশালায গমন পূর্ব্বক আনন্দকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন ঃ

'আনন্দ, যাও, বৈশালিব নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল ভিক্ষু অবস্থান কবিতেছেন, তাঁহাদিগকে উপস্থানশালায একত্রিত কব।'

'তথাস্তু' বলিযা আনন্দ বৈশালিব নিকটস্থ ভিক্ষুগণকে উপস্থানশালায একত্রিত কবিযা ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক পার্শ্বে দণ্ডাযমান হইযা কহিলেন ঃ

'দেব, ভিক্ষুসঙ্ঘ একত্রিত হইযাছে, এক্ষণে ভগবানেব যেবূপ ইচ্ছা।'

৫০। তখন ভগবান উপস্থানশালায গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিযা ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কবিলেন ঃ

'যে জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচাব কবিযাছি, জগতেব প্রতি করুণা পববশ হইযা, সর্ব্ব প্রাণীব হিত ও উপকাবেব জন্য, উহা সম্পূর্ণবূপে আযত্ত কবিযা কার্য্যে পবিণত কব, উহাকে ধ্যানেব বিষযীভূত কব, দেশ দেশান্তবে উহাব বিস্তৃতি সাধন কব, যাহাতে এই বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য দীর্ঘকাল স্থাযী ও সযত্নে বক্ষিত হয, যাহাতে উহা অসংখ্য প্রাণীব মঙ্গল ও কল্যাণে নিযোজিত হয।

'মৎ প্রচাবিত জ্ঞানলব্ধ সত্য কি কি ? উহা এই সকল—

চাবি স্মৃতি প্রস্থান, চাবি সম্যক প্রধান; চাবি ঋদ্ধিপাদ:

পঞ্চ ইন্দ্রিয; পঞ্চ বল; সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ।

ঐ সকল জ্ঞানলব্ধ সত্য আমি প্রচাব কবিযাছি। উহাদিগকে সম্পূর্ণবূপে আযত্ত কবিযা · নিযোজিত হয।' (পূর্ব্বেব ন্যায)

৫১। অতঃপব ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন কবিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ। তোমাদিগকে কহিতেছি, "সংযোগ মাত্রই বিপ্রযোগান্ত। অপ্রমত্ত হইযা মুক্তিব পথ পবিষ্কৃত কব। অচিবে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে, অদ্য হইতে তিন মাসেব অবসানে তথাগত পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিবেন।"

ভগবান এইবূপ কহিলেন। সুগত শাস্তা পুনবায কহিলেন ঃ

'আমি পবিপক্ক বযসে উপনীত, আমাব অবশিষ্ট আযু অল্প;
আমি তোমাদিগকে ত্যাগ কবিযা যাইব, আমাব আশ্রযস্থান প্রস্তুত;
ভিক্ষুগণ। অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান ও সুশীল হও, সুসমাহিত-সংকল্প
হইযা স্বচিত্তেব পবিবক্ষণ কব, যিনি এই ধর্ম্মবিনযে অপ্রমত্ত হইযা
বিহাব কবিবেন, তিনি জাতি-সংসাব পবিহাব পূর্ব্বক দুঃখেব বিনাশ
সাধন কবিবেন।'

। তৃতীয ভাণবাব সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

৪। ১। ভগবান পূর্ব্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র চীবর হস্তে বৈশালিতে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। ঐ স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তন কালে নাগভঙ্গীতে বৈশালির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন :

'আনন্দ ! ইহাই তথাগতের সর্ব্বশেষ বৈশালি দর্শন হইবে, এস আমরা ভণ্ডগ্রামে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভণ্ডগ্রামে গমন করিলেন এবং গ্রামেই বাস গ্রহণ করিলেন।

২। ঐ স্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ভিক্ষুগণ! চারি সত্যের সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ঐ চারি সত্য কি কি ? ভিক্ষুগণ, আর্য্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে আমার এবং তোমাদিগের দীর্ঘকাল সংসার ভ্রমণ হইয়াছে। ঐ আর্য্য শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি সম্যক রূপে জ্ঞাত ও উপলব্ধ হইলে ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হয়, পুনর্জন্মের মূল বিনষ্ট হয়, তখন আর জন্মান্তর নাই।'

৩। ভগবান এইরূপ কহিলেন। পরে সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন :

> 'অনুত্তর শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি যশস্বী গৌতম কর্ত্তৃক উপলব্ধ। স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধ উহা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। দুঃখান্তকারী, চক্ষুষ্মান শাস্তা শান্ত।'

৪। ভণ্ডগ্রামে অবস্থান কালেও ভগবান ভিক্ষুগণকে বিস্তৃতরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন : ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীল পরিভাবিত সমাধি মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহৎ ফলোৎপাদক, মহোপকারী; প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রবসমূহ হইতে—যথা কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে বিমুক্ত হয়।

৫। ভগবান ভণ্ডগ্রামে যথেচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন :

'আনন্দ, এস, আমরা হস্তীগ্রামে...অম্বগ্রামে জম্বুগ্রামে ভোগ নগরে গমন করিব।'

৬। 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত ভোগ নগরে গমন করিলেন।

৭। ভগবান ভোগ নগরে আনন্দ চৈত্যে বাস গ্রহণ করিলেন। ঐ স্থানে তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে চারি মহাপ্রদেশ[১] শিক্ষা দিব। শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলে ভগবান কহিলেন ঃ

৮। 'ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন ঃ "আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ঐসকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্র সমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ "ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত।" অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, ভিক্ষু সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই প্রথম মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।'

৯। 'ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন ঃ "অমুক আবাসে থের এবং প্রধান সহ সঙ্ঘ অবস্থান করিতেছেন। আমি সাক্ষাত সঙ্ঘের মুখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ঐসকল পদব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্র সমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে ঃ "ইহা কখনই ভগবানের

১। নির্দ্দেশক।

বচন নহে, সঙ্ঘই ভ্রান্ত।" অতএব, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে: "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, সঙ্ঘ সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই দ্বিতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।'

১০। 'ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন: "অমুক আবাসে বহু সংখ্যক থের ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন-পারদর্শী, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর। আমি ঐ সকল থেরগণের মুখ হইতে শ্রবণ এবং গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" এই ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন না করিয়া, অগ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে: "ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, থেরগণ ভ্রান্ত।" সুতরাং, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে: "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থেরগণ সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই তৃতীয় মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।

১১। 'ভিক্ষুগণ, কোন ভিক্ষু বলিতে পারেন: "অমুক আবাসে এক থের ভিক্ষু অবস্থান করিতেছেন, তিনি বহুশ্রুত, বুদ্ধশাসন পারদর্শী, ধর্ম্ম-ধর, বিনয়-ধর, মাতৃকা-ধর। আমি সেই থের ভিক্ষুর মুখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি—ইহা ধর্ম্ম, ইহা বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।" ভিক্ষুগণ, ঐ ভিক্ষুর বাক্যের অভিনন্দনও করিবে না, উহা অগ্রাহ্যও করিবে না। অভিনন্দন ও অগ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল পদ-ব্যঞ্জন উত্তমরূপে বুঝিয়া সূত্রসমূহের পার্শ্বে স্থাপিত করিবে এবং বিনয়ের সহিত উহাদের তুলনা করিবে। এইরূপ করিবার পর যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে: "ইহা কখনই ভগবানের বচন নহে, ভিক্ষুই ভ্রান্ত।" সুতরাং, ভিক্ষুগণ, উহা অগ্রাহ্য করিবে। যদি সূত্র ও বিনয়ের সহিত উহাদের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে: "ইহা নিশ্চিতরূপে ভগবানের বচন, থের সত্যই কহিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ, ইহাই চতুর্থ মহা-প্রদেশরূপে গ্রহণ করিবে।

'ভিক্ষুগণ, এই সকলই চারি মহা-প্রদেশ।'

১২। ঐ স্থানেও ভোগনগরে আনন্দ চৈত্যে অবস্থান করিবার কালে ভগবান বিস্তৃতরূপে ভিক্ষুগণকে ধর্মোপদেশ দিলেন: ইহা শীল, ইহা সমাধি, ইহা প্রজ্ঞা, শীলপরিভাবিত সমাধি মহাফলোৎপাদক, মহোপকারী, সমাধি-পরিভাবিত প্রজ্ঞা মহাফলোৎপাদক, মহোপকারী, প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত সম্যকরূপে আস্রব সমূহ হইতে—যথা কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টি-আস্রব এবং অবিদ্যাস্রব হইতে মুক্ত হয়।

১৩। অতঃপর ভগবান ভোগনগরে যতদিন ইচ্ছা অবস্থান করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন:

'এস, আনন্দ, আমরা পাবায় গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু,' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

তৎপরে ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবায় গমন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি কর্ম্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৪। কর্ম্মকার পুত্র চুন্দ শ্রবন করিল: 'ভগবান পাবাতে উপনীত হইয়া আমার আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন।' তখন কর্ম্মকার পুত্র চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলে ভগবান তাহাকে ধর্ম্মালোচনার দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিলেন।

১৫। তৎপরে কর্ম্মকার পুত্র চুন্দ ভগবান কর্তৃক ধর্ম্মালোচনার দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত হইয়া ভগবানকে কহিল: 'ভগবান অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত আমার গৃহে আহার গ্রহণ করিবেন।' ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

১৬। অনন্তর কর্ম্মকার পুত্র চুন্দ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।

১৭। কর্ম্মকার পুত্র চুন্দ রাত্রির অবসানে স্বকীয় আবাসে বহুবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভোজ্য প্রভৃত পরিমাণে শূকরকন্দ-পাকের সহিত প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল: 'দেব, সময় হইয়াছে, আহার প্রস্তুত।'

১৮। তখন ভগবান পূর্ব্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর

হস্তে ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত কর্ম্মকাব পুত্র চুন্দের বাসস্থানে গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিযা চুন্দকে কহিলেন ঃ 'তুমি যে শূকবকন্দ-পাক প্রস্তুত কবিয়াছে, তাহা আমাকে পবিবেশন কব, অপব খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পবিবেশন কব।' –

'দেব, তথাস্তু' বলিযা চুন্দ ভগবানকে প্রতিশ্রুতি দিয়া শূকবকন্দ-পাক ভগবানকে পবিবেশন কবিল এবং অপবাপব খাদ্য ও ভোজ্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পবিবেশন কবিল।

১৯। তৎপবে ভগবান চুন্দকে কহিলেন ঃ

'চুন্দ, অবশিষ্ট শূকবকন্দ-পাক মৃত্তিকাব নিম্নে প্রোথিত কর। দেবলোক সহ পৃথিবীতে, মাবলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অথবা দেব-মনুষ্যেব মধ্যে তথাগত ব্যতীত আমি এমন কাহাকেও দেখিতেছি না যে উহা আহাব কবিযা জীর্ণ কবিতে পাবে।'

'দেব, তথাস্তু' বলিযা চুন্দ অবশিষ্ট শূকবকন্দ-পাক মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত কবিয়া ভগবানেব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইল। তখন ভগবান তাহাকে ধর্ম্মালোচনা দ্বাবা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিযা আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান কবিলেন।

২০। কর্ম্মকাব চুন্দ কর্ত্তৃক প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ কবিযা ভগবান বক্তামাশয বূপ ভীষণ বোগে আক্রান্ত হইলেন, মাবাত্মক তীব্র যাতনা তাঁহাকে ক্লিষ্ট কবিল। কিন্তু তিনি স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকাবে নীরবে উহা সহ্য করিলেন।

তদনন্তব ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ 'আনন্দ, চল, আমরা কুশিনাবায় গমন করি।' 'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন।

'আমি এইবূপ শুনিযাছি—কর্ম্মকাব চুন্দের আহাব গ্রহণ করিয়া
ভগবান ভীষণ মাবাত্মক বোগে আক্রান্ত হইলেন। শূকবকন্দ-পাক
ভোজন করিয়া শাস্তাব প্রবল ব্যাধি উৎপন্ন হইল ; বিবেচনান্তে
ভগবান কহিলেন 'আমি কুশিনাবা নগবে গমন কবিতেছি।''

২১। ভগবান পথেব পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে গমন কবিযা আযুষ্মান আনন্দকে কাতবতার সহিত কহিলেন ঃ 'আনন্দ, আমাব অঙ্গবস্ত্র চাবি পাট

করিয়া বিস্তৃত কর, আনন্দ, আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম লাভার্থী।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক আনন্দ ভগবানের নিমিত্ত চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করিলেন।

২২। ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূজ্যপাদ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: 'আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ কর, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছু।'

ভগবান এইরূপ কহিলে আনন্দ তাঁহাকে কহিলেন:

'দেব, এই মাত্র পঞ্চশত শকট এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে, চক্রচ্ছিন্ন জল প্রবিষ্ট, আলোড়িত, আবিল হইয়া বহিতেছে। অদূরে ককুত্থা নদী—স্বচ্ছ প্রীতিকর, শীতল, শুভ্র, সুপ্রতীর্থ, রমণীয়। এই স্থানে ভগবান পানীয় গ্রহণ করিবেন, গাত্রও শীতল করিবেন।'

২৩। দ্বিতীয়বার ভগবান আনন্দকে কহিলেন: 'আনন্দ, পানীয় সংগ্রহ কর, আমি পিপাসিত, পানেচ্ছু।'

দ্বিতীয়বার আনন্দ ভগবানকে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিলেন [দেব, এইমাত্র পঞ্চশত শীতল করিবেন]।

২৪। তৃতীয়বার ভগবান আনন্দকে পূর্ব্বের ন্যায় অনুরোধ করিলেন।

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া পাত্র হস্তে উপরোক্ত নদীতে গমন করিলেন। তখন শকট চক্রালোড়িত কর্দ্দমাক্ত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, আনন্দ তৎসন্নিকটে আগমন করিলে, স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও সর্ব্ব-প্রকার মালিন্য বর্জ্জিত হইয়া বহিতে লাগিল।

২৫। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তার উদয় হইল: 'আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, তথাগতের পরাক্রম ও শক্তি! চক্রচ্ছিন্ন, স্বল্পোদক, আলোড়িত, আবিল এই স্রোতস্বিনী আমার আগমন মাত্র স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে।' পাত্রে পানীয় সংগ্রহ করিয়া আনন্দ ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন:

'দেব, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, তথাগতের পরাক্রম ও শক্তি। দেব এই মাত্র সেই নদী চক্রচ্ছিন্ন, প্রবিষ্ট, আলোড়িত আবিল হইয়া বহিতেছিল, কিন্তু আমার ঐ স্থানে গমন মাত্র স্রোতস্বিনী স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও অনাবিল হইয়া বহিতেছে! ভগবান পানীয় গ্রহণ করুন, সুগত পানীয় গ্রহণ করুন।'

তখন ভগবান পানীয় গ্রহণ করিলেন।

২৬। ঐ সময় আলার কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুক্কুস কুশিনারা হইতে রাজপথ ধরিয়া পাবায় গমন করিতেছিল।

পুক্কুস ভগবানকে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইল। পরে সে ভগবানকে কহিল :

'দেব, আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়!

২৭। 'দেব, পূর্ব্বে এক সময় আলার কালাম রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে, পথ হইতে সরিয়া দিবাবিহারের নিমিত্ত নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ঐ সময় পঞ্চ শত শকট একে একে তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিল। তখন এক পুরুষ সেই শকট-সার্থের পশ্চাত হইতে আগমন করিয়া আলার কালামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল :

'দেব, পাঁচশত শকটকে যাইতে দেখিয়াছেন কি?"

"আমি দেখি নাই।"

"উহাদের শব্দ শুনিয়াছেন কি?"

"আমি শুনি নাই।"

"আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?"

"আমি নিদ্রিত ছিলাম না।"

"আপনার কি সংজ্ঞা ছিল?"

"ছিল।"

'দেব, আপনি সংজ্ঞা-সম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটের একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শন করেন নাই, উহাদের শব্দও শ্রবণ করেন নাই, অথচ আপনার অঙ্গবস্ত্র পর্য্যন্ত রজোকীর্ণ হইয়াছে।'

'তাহা সত্য।'

'দেব, তখন সেই পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল : "আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন সত্যই শান্তিময়। যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও পাঁচশত শকটের একে একে নিকট দিয়া গমন দর্শনও করে নাই, তাহাদের শব্দও শ্রবণ করে নাই।" আলার কালামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সে প্রস্থান করিল।'

২৮। 'পুক্কুস, তুমি কি মনে কর? কোনটি অধিকতর দুষ্কর অথবা

দুবভিভব—মানুষেব পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগবিত হইযাও পাঁচশত শকট একে একে নিকট দিযা গমন কবিলেও উহা দেখিতেও না পাওযা এবং উহাব শব্দও শুনিতে না পাওবা , অথবা সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগবিত হইযাও বাবি বর্ষণে, মেঘ গর্জ্জনে, বিদ্যুতেব স্ফুবণে, অশনি পাতে দেখিতে না পাওযা এবং উহাব শব্দও শুনিতে না পাওবা ?'

২৯। 'দেব, ঐ সকল শকট—পাঁচশত অথবা ছয, সাত, আট, নয, দশ শত—শত শত এবং সহস্র সহস্র শকট—কি কবিবে ? কিন্তু মানুষেব পক্ষে সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগবিত হইযাও বাবিবর্ষণে, মেঘ গর্জ্জনে, বিদ্যুতেব স্ফুবণে, অশনি পাতে দেখিতে না পাওবা এবং উহাব শব্দও শুনিতে না পাওযা—ইহাই অধিকতব দুষ্কব এবং দুবভিভব।

৩০। 'পুক্কুস, এক সময় আমি আতুমায ভুষাগাবে অবস্থান করিতে-ছিলাম। ঐ সময় বাবিবর্ষণে, মেঘ গর্জ্জনে, বিদ্যুতেব স্ফুরণে, অশনি পাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চাবিটি বলিবর্দ্দ হত হইযাছিল। তখন আতুমা হইতে মহা জনতা নিষ্ক্রান্ত হইযা কৃষক ভ্রাতাদ্বয এবং চাবি বলিবর্দ্দ যে স্থানে হত হইযাছিল ঐ স্থানে গমন কবিল।

৩১। 'পুক্কুস, ঐ সময় আমি ভুষাগাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা উহাব দ্বাবদেশে উন্মুক্ত স্থানে বিচবণ কবিতেছিলাম। পুক্কুস, মহা জনতা হইতে জনৈক ব্যক্তি আমাব নিকট উপস্থিত হইযা আমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে দণ্ডাযমান হইল। তখন আমি তাহাকে কহিলাম ঃ

৩২। "আবুস, এই বৃহৎ জনতাব কাবণ কি ?"

"দেব, এই মাত্র বৃষ্টিপাতে, মেঘ গর্জ্জনে, বিদ্যুতেব স্ফুবণে, অশনি পাতে দুই কৃষক ভ্রাতা এবং চাবি বলিবর্দ্দ হত হইযাছে। এই জন্যই এই বৃহৎ জনতাব সন্নিপাত হইযাছে। কিন্তু, দেব, আপনি কোথায ছিলেন ?"

"আমি এই স্থানেই ছিলাম।"

"কিন্তু, দেব, আপনি উহা দেখিযাছেন কি ?"

"আমি দেখি নাই।"

"শব্দ শুনিযাছেন কি ?"

"আমি শব্দ শুনি নাই।"

"দেব, তবে কি আপনি নিদ্রিত ছিলেন ?"

"আমি নিদ্রিত ছিলাম না।"

"আপনার সংজ্ঞা ছিল কি?"

"ছিল।"

"তাহা হইলে, দেব, আপনি সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত হইয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুতের স্ফুরণ এবং অশনিপাত দেখিতেও পান নাই এবং উহার শব্দও শুনিতে পান নাই।"

"তাহা সত্য।"

৩৩। শুক্কুস, তখন সেই পুরুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল: 'আশ্চর্য্য; অদ্ভুত! যাঁহারা প্রব্রজিত তাঁহাদের জীবন শান্তিময়! যেহেতু মানুষ সংজ্ঞাসম্পন্ন এবং জাগরিত থাকিয়াও বৃষ্টিপাত, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুতের স্ফুরণ, অশনিপাত দেখিতেও পায় না এবং উহার শব্দও শুনিতে পায় না।" সে আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ব্বক আমাকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল।'

৩৪। ভগবানের এই উক্তির পর মল্লপুত্র পুক্কুস তাঁহাকে কহিল:

'দেব, আলার কালামের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা তুষের ন্যায় বাতাসে উড়াইয়া দিতেছি, খরস্রোত নদীতে ভাসাইয়া দিতেছি। অতি উত্তম, দেব, অতি উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, মূঢ় পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপ ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিয়াছেন। আমি ভগবানের, ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইতেছি। ভগবান আজ হইতে জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।'

৩৫। অতঃপর পুক্কুস জনৈক পুরুষকে কহিল: 'স্বর্ণবর্ণ-বস্ত্র নির্ম্মিত পরিধানোপযোগী মসৃণ দুইটি পরিচ্ছদ আমাকে আনিয়া দাও।'

'তথাস্তু দেব' বলিয়া পুরুষটি আদেশানুরূপ বস্ত্র লইয়া আসিল।'

তখন মল্লপুত্র পুক্কুস পরিচ্ছদ দুইটি ভগবানকে উপহার দিয়া কহিল: 'দেব, বস্ত্র দুইখানি ভগবান কৃপা করিয়া আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।'

'তাহা হইলে, পুক্কুস, একখানি দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত কর, অপরখানি দ্বারা আনন্দকে।"

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া পুক্কুস একখানি দ্বারা ভগবানকে এবং অপরখানি দ্বারা আয়ুষ্মান আনন্দকে আচ্ছাদিত করিল।

৩৬। অনন্তর ভগবান মল্লপুত্র পুক্কুসকে ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত করিলেন। তখন পুক্কুস ভগবান কর্তৃক ধর্মালোচনা দ্বারা উপদিষ্ট, উদ্দীপিত, উত্তেজিত এবং হর্ষান্বিত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন এবং প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রস্থান করিল।

৩৭। পুক্কুস প্রস্থান করিবার অল্পকাল পরে আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বোক্ত পরিচ্ছদ দুইটি ভগবানের দেহে স্থাপিত করিলেন। ভগবানের দেহে স্থাপিত পরিচ্ছদ হৃতোজ্জ্বল্য রূপে প্রতীয়মান হইল।

তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন: 'দেব, আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! ভগবানের দেহ-বর্ণ, কতই পরিশুদ্ধ, কতই পর্য্যবদাত! এই স্বর্ণবর্ণ, মসৃণ, পরিধানোপযোগী বস্ত্র ভগবানের দেহে স্থাপিত করিলাম, অমনি উহা নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হইল।'

'আনন্দ, ইহা সত্য। আনন্দ, দুইটি সময়ে তথাগতের দেব-বর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ, পর্য্যবদাত হয়। কোন্ কোন্ সময়ে? আনন্দ, যে রাত্রিতে তথাগত চরম দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন সেই রাত্রে, এবং যে রাত্রিতে তাঁহার চরম অন্তর্দ্ধান হয়—যে অন্তর্দ্ধানে তাঁহার পার্থিব জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—সেই রাত্রে। আনন্দ, এই দুইটি সময়ে তথাগতের দেহবর্ণ অতীব পরিশুদ্ধ ও পর্য্যবদাত হয়।'

৩৮। 'আনন্দ, অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে কুশিনারায় মল্লগণের উপবর্ত্তন নামক শালবনে যুগ্ম শালতরুর অন্তরে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে। আনন্দ, চল, আমরা ককুত্থা-নদীতে গমন করি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

পুক্কুস আহৃত স্বর্ণবর্ণ মসৃণ বসনে
আচ্ছাদিত হইয়া শাস্তা হেমবর্ণ
হইয়া শোভা পাইলেন।

৩৯। অদনন্তর ভগবান বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত কুকথা নদীতে গমন করিলেন। নদীতে অবগাহন ও স্নান করিয়া পানান্তে উত্তরণ পূর্ব্বক ভগবান আম্রবনে গমন করিলেন এবং আয়ুষ্মান চুন্দককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:

'চুন্দক, অঙ্গবস্ত্র চতুর্গুণ করিয়া বিস্তৃত কর, আমি ক্লান্ত ও শয়নেচ্ছু।'

'দেব, তথাস্তু' বলিযা আয়ুষ্মান চুন্দক চতুর্গুণ করিয়া অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত করিলেন।

৪০। তখন ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া উত্থান-সংজ্ঞা মনস্থ করিবা পাদোপরি পাদ রক্ষাপূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বোপরি সিংহশয্যা আশ্রয় করিলেন। আয়ুষ্মান চুন্দক সেই স্থানেই ভগবানের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

৪১। জগতে অতুলনীয শাস্তা তথাগত বুদ্ধ স্বচ্ছ, মনোরম,
নির্ম্মল সলিলা ককুত্থা নদীতে গমন পূর্ব্বক ক্লান্ত
দেহে অবগাহন করিলেন। শাস্তা স্নান ও পানান্তে
ভিক্ষুগণ পরিবেষ্টিত হইযা উত্তরণ করিলেন।
শাস্তা, ধর্ম্ম প্রবক্তা, ভগবান মহর্ষি আম্রকুঞ্জে
উপনীত হইয়া ভিক্ষু চুন্দককে সম্বোধন করিবা
কহিলেন, 'চতুর্গুণ করিযা অঙ্গবস্ত্র বিস্তৃত কর,
আমি শয়ন করিব।' ভবিতাত্মা হইতে
প্রেরণাপ্রাপ্ত চুন্দ তৎক্ষণাৎ চতুর্গুণ করিযা
বস্ত্র বিস্তৃত করিলেন। ক্লান্ত দেহে শাস্তা-শয়ন
করিলেন, চুন্দও সেইস্থানে তাঁহার সম্মুখে
উপবেশন করিলেন।

৪২। তখন ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'আনন্দ, কেহ কর্ম্মকার পুত্র চুন্দকে এইরূপ কহিয়া তাহার হৃদযে অনুতাপ আনযন করিতে পারে—"চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ আহার গ্রহণ করিযা দেহত্যাগ করিযাছেন, ইহা তোমার অমঙ্গলকর, হানিকর।" আনন্দ, চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে দূর করিতে হইবে ঃ

' "চুন্দ, তথাগত যে তোমার নিকট শেষ অন্ন গ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিযাছেন, তাহা তোমার মঙ্গলকর এবং লাভজনক। আমি স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে এইরূপ শ্রবণ এবং গ্রহণ করিযাছি ঃ "এই দুই প্রকার আহারদান সমফলপ্রদায়ী; সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদাযী ও উপকারক। ঐ দুই প্রকার কি কি? বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কালে তথাগত যে আহার গ্রহণ করেন তাহা এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধান কালে—যে চরম অন্তর্দ্ধানে তাঁহার পার্থিব জীবনের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—তিনি যে আহার গ্রহণ

করেন তাহা, এই দুই দান সমফলপ্রদায়ী, সমবিপাকান্ত এবং অপরাপর দান অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদায়ী ও উপকারক। কর্ম্মকার চুন্দের কৃত কর্ম্ম দীর্ঘ জীবন, উচ্চ জন্ম, সৌভাগ্য, সুযশ, স্বর্গপ্রাপ্তি এবং বৃহৎ ক্ষমতায় পর্য্যবসিত হইবে।"

'আনন্দ, কর্ম্মকার পুত্র চুন্দের অনুশোচনা এইরূপে শান্ত করিতে হইবে।'

৪৩। অতঃপর ভগবান তৎকলীন পরিস্থিতি বিদিত হইয়া সেই ক্ষণে এই উদান ব্যক্ত করিলেন ঃ

দানকারীর পুণ্য বর্দ্ধিত হয়, সংযম-
কারীর হৃদয়ে দ্বেষের উৎপত্তি হয়
না, সজ্জন পাপ পরিহার করেন,
রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয় হেতু তিনি
নির্বৃত।

। চতুর্থ ভাণবার সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায়

৫। ১। অনন্তব ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন ঃ 'আনন্দ, চল আমবা হিবণ্যবতী নদীব অপবপার্শ্বস্থিত কুশিনাবাব উপবর্ত্তন মল্লদিগেব শালবনে গমন কবি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন।

তখন ভগবান বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘেব সহিত উক্ত শালবনে গগন পূর্ব্বক আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ, যুগ্ম শালতরুব মধ্যবর্ত্তী স্থানে উত্তব দিকে মস্তক বক্ষা কবিযা আমাব শয্যা প্রস্তুত কব। আনন্দ, আমি ক্লান্ত ও শয়নেচ্ছু।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক যমক শালতরুব মধ্যবর্ত্তী স্থানে আনন্দ উত্তব-শীর্ষ শয্যা প্রস্তুত কবিলেন। তখন ভগবান স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা পাদোপবি পাদ বক্ষাপূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বোপবি সিংহশয্যা আশ্রয় কবিলেন।

২। ঐ সময় যুগ্ম শালতরু মুকুলিত হইযা অকালে পুষ্পে শোভিত হইযাছিল। পুষ্প সকল তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপবি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইযা তাঁহাকে আচ্ছাদিত কবিযাছিল। অন্তবীক্ষ হইতে দিব্য মন্দাব পুষ্পসমূহ তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপবি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইযা তাঁহাকে আচ্ছাদিত কবিল। অন্তবীক্ষ হইতে দিব্য চন্দন চুর্ণ পতিত হইল, উহাবাও তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহার দেহোপবি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইযা তাঁহাকে আচ্ছাদিত কবিল। অন্তবীক্ষ হইতে তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত দিব্য তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত অন্তবীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইল।

৩। তখন ভগবান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'আনন্দ, অকাল পুষ্প শোভিত যুগ্ম শালতরু হইতে পুষ্পসকল তথাগতের পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপবি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইযা তাঁহাকে আচ্ছাদিত কবিযাছে। অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দাব পুষ্প সমূহ তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত তাঁহাব দেহোপবি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইযা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিযাছে। অন্তবীক্ষ হইতে দিব্য চন্দনচূর্ণ তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত

তাঁহাব দেহোপবি পতিত ও বিক্ষিপ্ত হইযা তাঁহাকে আচ্ছাদিত কবিযাছে। অন্তবীক্ষ হইতে তথাগতের পূজাব নিমিত্ত দিব্য তূর্য্য ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। তথাগতেব পূজাব নিমিত্ত অন্তবীক্ষে দিব্য সঙ্গীত গীত হইতেছে।'

'আনন্দ, কেবল মাত্র এইবূপ ঘটনা দ্বাবা তথাগতকে যথার্থবূপে সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা কবা হয না। যে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, ধর্ম্মনিষ্ঠ নব বা নাবী, উপদেশাবলী অনুসাবে বৃহত্তব ও ক্ষুদ্রতব কর্ত্তব্য সমূহকে অবিবত পালন কবেন, তাঁহাবাই যথার্থবূপে তথাগতকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান কবেন, তাঁহাবাই তথাগতকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত অর্ঘ্য দান কবেন। অতএব, আনন্দ, অবিচ্ছিন্ন ভাবে বৃহত্তব ও ক্ষুদ্রতব কর্ত্তব্য পালনে বত হও, উপদেশাবলীব অনুশবণ কব, এইবূপ কবিলে তোমবা বুদ্ধেব সম্মান কবিবে।'

৪। ঐ সময আযুষ্মান উপবাণ ভগবানেব সম্মুখে দণ্ডাযমান হইযা তাঁহাকে ব্যজনে বত ছিলেন। ভগবান উপবাণেব প্রতি বিবক্তি প্রকাশ কবিযা কহিলেন: 'ভিক্ষু, স্থানান্তবে গমন কব, আমাব সম্মুখে দণ্ডাযমান হইও না।'

তখন আনন্দেব মনে এইবূপ হইল: 'আযুষ্মান উপবাণ বহুদিন হইতে ভগবানেব সমীপে অবস্থান কবিযা পার্শ্বচববূপে ভগবানেব সেবা কবিযাছেন, অথচ অন্তিমকালে ভগবান উপবাণেব প্রতি বিবক্ত হইযা তাঁহাকে কহিলেন, "ভিক্ষু, স্থানান্তবে গমন কব, আমাব সম্মুখে দণ্ডাযমান হইও না। উপবাণেব প্রতি ভগবানেব এইবূপ বিবক্তিব কি হেতু, কি প্রত্যয?'

৫। অনন্তব আনন্দ ভগবানকে কহিলেন:

'দেব, আযুষ্মান উপবাণ বহু দিন হইতে ভগবানেব সমীপে অবস্থান কবিযা পার্শ্বচব বূপে ভগবানেব সেবা কবিযাছেন, অথচ অন্তিম কালে ভগবান উপবাণেব প্রতি বিবক্ত হইযা কহিলেন:

"ভিক্ষু, স্থানান্তবে গমন কব, আমাব সম্মুখে দণ্ডাযমান হইও না।" দেব, ইহাব কি হেতু, কি প্রত্যয?

'আনন্দ, দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগতেব দর্শনার্থ সন্নিপতিত হইযাছেন। আনন্দ, কুশিনাবাব উপবর্ত্তন মল্লদিগেব শালবনেব চতুর্দ্দিকস্থ দ্বাদশ যোজন ব্যাপী ভূমিব মধ্যে কেশাগ্র পবিমিত এমন স্থানও নাই যেখানে মহেশাখ্য দেবতাগণেব আগমন হয নাই। আনন্দ, দেবতাগণ অসন্তোষ প্রকাশ কবিতেছেন: "তথাগতেব দর্শনার্থ আমবা দূব হইতে

আসিয়াছি। যাঁহারা তথাগত, অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, কদাচিৎ পৃথিবীতে তাঁহাদের উৎপত্তি হয ; অদ্য রাত্রির পশ্চিম যামে তথাগতের পরিনির্ব্বাণ হইবে, তথাপি এই মহেশাখ্য ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে স্থিত হইযা তাঁহার দর্শন রোধ করিতেছেন, আমরা অন্তিম কালে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।" আনন্দ, দেবতাগণ এইরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।'

৬। 'ভগবান কি প্রকার দেবতার কথা মনে করিতেছেন ?'

'আনন্দ, আকাশে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা আলুলাযিত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইযা ক্রন্দন করিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইযা বিলাপ করিতেছেন : "অতি শীঘ্র ভগবান পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিবেন, অতি শীঘ্র সুগত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইবে।"

'আনন্দ, পৃথিবীতে দেবতাগণ আছেন, তাঁহারা পৃথিবীসংজ্ঞী, তাঁহারা আলুলাযিত কেশ এবং প্রসারিত বাহু হইযা ক্রন্দন করিতেছেন, তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইযা বিলাপ করিতেছেন : "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইবে।" যে সকল দেবতা বীতরাগ ও স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত, তাঁহারা "সর্ব্বসংস্কার অনিত্য, ইহার অন্যথা কি প্রকারে সম্ভব ?" চিন্তা করিযা শান্ত রহিযাছেন।'

৭। 'দেব, পূর্ব্বে বর্ষাবাসান্তে চতুর্দ্দিকস্থ ভিক্ষুগণ তথাগতের দর্শনার্থ আগমন করিতেন, আমরা ঐ সকল মাননীয ভিক্ষুগণের দর্শন পাইতাম, তাঁহাদের পূজা করিবার অবসর পাইতাম। ভগবানের অবর্ত্তমানে, আমরা ঐ সকল ভিক্ষুর দর্শনও পাইব না, তাঁহাদের পূজা করিবারও অবসর পাইব না।'

৮। 'আনন্দ, শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের জন্য চারিটি দর্শনীয সংবেগোৎপাদক স্থান আছে। ঐ চারিটি কি কি ?

'"এই স্থানে তথাগত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয, সংবেগোৎপাদক।

'"এই স্থানে তথাগত অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করিযাছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

'"এইস্থানে তথাগত কর্ত্তৃক অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইযাছিল," এই স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

'"এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ, নির্ব্বাণ ধাতুতে পরিনির্বৃত হইযাছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয, সংবেগোৎপাদক।

'আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয, সংবেগোৎপাদক। আনন্দ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ আসিবেন, তাঁহারা কহিবেন "এইস্থানে তথাগত জন্ম গ্রহণ করিযাছিলেন," অথবা "এইস্থানে তথাগত সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, অথবা "এইস্থানে তথাগত কর্ত্তৃক অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইযাছিল" অথবা "এই স্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতুতে পরিনির্বৃত হইযাছিলেন।"

'আনন্দ, তীর্থ ভ্রমণ কালে যাঁহারা প্রসন্ন চিত্তে দেহত্যাগ করিবেন, তাঁহারা সকলেই মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখময স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন।'

৯। 'দেব, নারীগণের প্রতি আমরা কিরূপ আচরণ করিব?'

'তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না।'

'যদি তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হয, তাহা হইলে কিরূপ আচরণ কর্তব্য?'

'তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।'

'বাক্যালাপ অপরিহার্য্য হইলে কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য?'

'স্মৃতি উপস্থাপিত করিতে হইবে।'

১০। তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি?'

'আনন্দ, তোমরা তথাগতের শরীর পূজায ব্যাপৃত হইও না, সদর্থে প্রযুক্ত হও, সদর্থের অনুসরণ কর, সদর্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সংকল্প হও। আনন্দ, ক্ষত্রিয, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন, তাঁহারা তথাগতে অতি প্রসন্নচিত্ত, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।

১১। 'কিন্তু, দেব, তথাগতের শরীরের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য।'

'দেব, চক্রবর্ত্তী রাজার শরীর সম্বন্ধে কিরূপ কৃত হয?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয, পরে বিহত

'ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, তিনি জানেন ঃ "ইহাই তথাগতকে দর্শনার্থ ভিক্ষুদিগেব যাইবাব সময, ইহা ভিক্ষুণীদিগেব, ইহা উপাসকদিগেব, ইহা উপাসিকাগণেব, ইহা বাজাব, ইহা অমাত্যগণেব, ইহা তীর্থিযগণেব, ইহা তীর্থিয়-শ্রাবকগণেব যাইবাব সময।"

১৬। 'ভিক্ষুগণ, আনন্দেব চাবিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। কি কি?'

'যদি ভিক্ষু পবিষদ আনন্দেব দর্শনার্থ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা কবেন তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে ভিক্ষু পরিষদ তৃপ্তিলাভ কবেন না।'

'ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুণী পবিষদ.. ...উপাসক পবিষদ......উপাসিকা পবিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি সে স্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা কবেন, তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তিলাভ কবেন-না।'

'ভিক্ষুগণ, বাজচক্রবর্ত্তীব চাবিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।'

'ভিক্ষুগণ, যদি ক্ষত্রিয পরিষদ...ব্রাহ্মণ পবিষদ · গৃহপতি পবিষদ··· শ্রমণ পবিষদ বাজচক্রবর্ত্তীব দর্শনার্থ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেস্থানে বাজচক্রবর্ত্তী বাক্যালাপ কবেন, তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, তিনি বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তি লাভ কবেন না।

'এইবূপই, ভিক্ষুগণ, আনন্দেব চাবিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।' যদি ভিক্ষু পবিষদ...ভিক্ষুণী পবিষদ · উপাসক পবিষদ···উপাসিকা পবিষদ আনন্দেব দর্শনার্থ গমন কবেন, দর্শন মাত্রেই পবিষদ আনন্দিত হন, যদি আনন্দ সেস্থানে ধর্ম্মালাপ কবেন তাহা হইলেও পবিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিবত হইলে পবিষদ তৃপ্তি লাভ কবেন না।'

'ভিক্ষুগণ, আনন্দেব এই চাবিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।'

১৭। এইবূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ

'দেব, এই ক্ষুদ্র, পবিত্যক্ত, শাখানগবে যেন ভগবান পবিনির্বৃত না হন। অন্যান্য মহানগব সমূহ বিদ্যমান, যথা—চম্পা, বাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বি, বাবাণসী। এই সকলেব যে কোন স্থানে ভগবানেব পবিনির্ব্বাণ

'"এইস্থানে তথাগত কর্তৃক অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল," এই স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক।

'"এইস্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ, নির্ব্বাণ ধাতুতে পরিনিবৃত হইয়াছিলেন," এইস্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎ পাদক।

'আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রগণের পক্ষে দর্শনীয়, সংবেগোৎপাদক। আনন্দ, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ আসিবেন, তাঁহারা কহিবেন "এইস্থানে তথাগত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন," অথবা "এইস্থানে তথাগত সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, অথবা "এইস্থানে তথাগত কর্তৃক অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল" অথবা "এই স্থানে তথাগত অনুপাদিশেষ নির্ব্বাণ ধাতুতে পরিনিবৃত হইয়াছিলেন।"

'আনন্দ, তীর্থ ভ্রমণ কালে যাঁহারা প্রসন্ন চিত্তে দেহত্যাগ করিবেন, তাঁহারা সকলেই মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখময় স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন।'

৯। 'দেব, নারীগণের প্রতি আমরা কিরূপ আচরণ করিব?'

'তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না।'

'যদি তাহারা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইলে কিরূপ আচরণ কর্তব্য?'

'তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না।'

'বাক্যালাপ অপরিহার্য্য হইলে কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য?'

'স্মৃতি উপস্থাপিত করিতে হইবে।'

১০। তথাগতের দেহ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি?'

'আনন্দ, তোমরা তথাগতের শরীর পূজায় ব্যাপৃত হইও না, সদর্থে প্রযুক্ত হও, সদর্থের অনুসরণ কর, সদর্থে অপ্রমত্ত হও, দৃঢ়সংকল্প হও। আনন্দ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণ আছেন, তাঁহারা তথাগতে অতি প্রসন্নচিত্ত, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।

১১। 'কিন্তু, দেব, তথাগতের শরীরের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর শরীর সম্বন্ধে যাহা কৃত হয়, তথাগতের শরীর সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য।'

'দেব, চক্রবর্ত্তী রাজার শরীর সম্বন্ধে কিরূপ কৃত হয়?'

'আনন্দ, রাজচক্রবর্ত্তীর দেহ নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়, পরে বিহত

'ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, তিনি জানেন ঃ "ইহাই তথাগতকে দর্শনার্থ ভিক্ষুদিগের যাইবার সময়, ইহা ভিক্ষুণীদিগের, ইহা উপাসকদিগের, ইহা উপাসিকাগণের, ইহা রাজার, ইহা অমাত্যগণের, ইহা তীর্থিযগণের, ইহা তীর্থিয-শ্রাবকগণের যাইবার সময়।"

১৬। 'ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। কি কি ?'

'যদি ভিক্ষু পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেইস্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা করেন তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে ভিক্ষু পরিষদ তৃপ্তিলাভ করেন না।'

'ভিক্ষুগণ, যদি ভিক্ষুণী পরিষদ.. ...উপাসক পরিষদ......উপাসিকা পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সে স্থানে আনন্দ ধর্ম্মালোচনা করেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তিলাভ করেন না।'

'ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্ত্তীর চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।'

'ভিক্ষুগণ, যদি ক্ষত্রিয পরিষদ...ব্রাহ্মণ পরিষদ · গৃহপতি পরিষদ··· শ্রমণ পরিষদ রাজচক্রবর্ত্তীর দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি সেস্থানে রাজচক্রবর্ত্তী বাক্যালাপ করেন, তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, তিনি বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।

'এইরূপই, ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। যদি ভিক্ষু পরিষদ...ভিক্ষুণী পরিষদ · উপাসক পরিষদ···উপাসিকা পরিষদ আনন্দের দর্শনার্থ গমন করেন, দর্শন মাত্রেই পরিষদ আনন্দিত হন, যদি আনন্দ সেস্থানে ধর্ম্মালাপ করেন তাহা হইলেও পরিষদ আনন্দিত হন, আনন্দ বাক্যালাপে বিরত হইলে পরিষদ তৃপ্তি লাভ করেন না।'

'ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে।'

১৭। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন ঃ

'দেব, এই ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগরে যেন ভগবান পরিনির্বৃত না হন। অন্যান্য মহানগর সমূহ বিদ্যমান, যথা—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বি, বারাণসী। এই সকলের যে কোন স্থানে ভগবানের পরিনির্ব্বাণ

হউক, এই সকল স্থানেব বহু ক্ষত্রিয, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহাবা তথাগতেব শবীব পূজা কবিবেন।'

'আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পবিত্যক্ত, শাখানগব, এবূপ কথা বলিও না।'

১৮। 'আনন্দ, পূর্ব্বকালে মহাসুদর্শন নামে বাজা ছিলেন। তিনি বাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবাজ, চতুবন্তবিজেতা, প্রজাবর্গেব নিবাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তবত্ন সমন্বিত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনাবা কুশাবতী নামে বাজা মহাসুদর্শনেব বাজধানী ছিল, উহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন পবিমিত ছিল, উত্তব ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল।

'আনন্দ, কুশাবতী বাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, যেবূপ দেবতাদিগেব অলকনন্দা নামক বাজধানী— সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ, সেইবূপ বাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুলে মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল।'

'আনন্দ, বাজধানী কুশাবতী দিবাবাত্রি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত,—যথা হস্তীশব্দ, বথশব্দ, ভেবীশব্দ, মৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, কবতাল শব্দ, খঞ্জনী শব্দ, "আহাব কব, পান কব, চর্ব্বণ কব" ইত্যাদি দশবিধ, শব্দে ধ্বনিত হইত।

১৯। 'আনন্দ, যাও, কুশিনাবায প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ মল্লগণেব নিকট ঘোষণা কব: "বাশিষ্ঠগণ, আজ বাত্রিব পশ্চিম যামে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও। নির্গত হও। পবে অনুতাপ কবিযা বলিও না—"আমাদিগেব আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইল, আমবা অন্তিম কালে তথাগতেব দর্শন লাভ কবিলাম না।"

'দেব, তথাস্তু' বলিযা আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন ও পবিচ্ছদ পবিধান পূর্ব্বক পাত্র চীবব হস্তে একাকী কুশিনাবায প্রবেশ কবিলেন।

২০। ঐ সময কুশিনাবাব মল্লগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে মন্ত্রণাসভায সমবেত হইযাছিল। আযুষ্মান আনন্দ তাহাদেব মন্ত্রণাসভায উপস্থিত হইযা মল্লগণেব নিকট ঘোষণা কবিলেন:

'বাশিষ্ঠগণ, অদ্য বাত্রিব পশ্চিম যামে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও, নির্গত হও। পবে অনুতাপ কবিযা বলিও না, "আমাদিগেব আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইল, আমবা অন্তিম-কালে তথাগতেব দর্শন লাভ কবিলাম না।" '

গোশাল, অজিত-কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্র, নিগণ্ঠ নাথ-পুত্র—তাঁহারা কি স্ব স্ব মতানুসারী হইয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথবা করেন নাই? অথবা কেহ কেহ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ করেন নাই?'

'সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, এরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিব, শ্রবণ কর, মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সুভদ্র সম্মত হইলেন। তখন ভগবান কহিলেনঃ

২৭। 'সুভদ্র, যে ধর্ম্ম-বিনয়ে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব নাই, সে ধর্ম্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও নাই;* সুভদ্র, যে ধর্ম্ম-বিনয়ে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সে ধর্ম্ম বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও আছে। সুভদ্র, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সুভদ্র, ইহাতেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ বিদ্যমান। অন্যান্য ধর্ম্মমত সমূহ শ্রমণশূন্য, সুভদ্র এই ধর্ম্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহত শূন্য হইবে না।

সুভদ্র, একোনত্রিংশ বৎসর বয়সে কুশলের অন্বেষণে আমি প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

সুভদ্র, আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইয়াছে, ঐ সময় ব্যাপিয়া আমি ন্যায়-ধর্ম্মের প্রদেশ-বর্ত্তী হইয়াছি।

এই ধর্ম্মের বাহিরে শ্রমণ নাই।—

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোন শ্রেণীরই শ্রমণ নাই। অপরাপর ধর্ম্মমত শ্রমণশূন্য; সুভদ্র, এই ধর্ম্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহতশূন্য হইবে না।'

২৭। এইরূপ কথিত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানকে কহিলেনঃ 'উত্তম, দেব। উত্তম। যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, পথভ্রান্ত পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত

---

* এইস্থানে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত এই চারি শ্রেণীর শ্রমণ উক্ত হইয়াছে।

হউক, এই সকল স্থানেব বহ্‌ু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গ্‌ৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহাবা তথাগতের শবীব প্‌ূজা কবিবেন।'

'আনন্দ, ইহা ক্ষ্‌ুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগব, এব্‌ূপ কথা বলিও না।'

১৮। 'আনন্দ, প্‌ূর্ব্বকালে মহাস্‌ুদর্শন নামে বাজা ছিলেন। তিনি বাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবাজ, চতুবন্তবিজেতা, প্রজাবর্গেব নিবাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তবত্ন সমন্বিত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনাবা কুশাবতী নামে বাজা মহাস্‌ুদর্শনেব বাজধানী ছিল, উহা প্‌ূর্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন পবিমিত ছিল, উত্তব ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল।

'আনন্দ, কুশাবতী বাজধানী সম্‌ৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহ্‌ুল, মন্‌ুষ্যাকীর্ণ এবং স্‌ুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, যেব্‌ূপ দেবতাদিগেব অলকনন্দা নামক বাজধানী—সম্‌ৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহ্‌ুল, যক্ষাকীর্ণ এবং স্‌ুভিক্ষ, সেইব্‌ূপ বাজধানী কুশাবতী সম্‌ৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহ্‌ুল মন্‌ুষ্যাকীর্ণ এবং স্‌ুভিক্ষ ছিল।'

'আনন্দ, বাজধানী কুশাবতী দিবাবাত্রি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত,—যথা হস্তীশব্দ, বথশব্দ, ভেবীশব্দ, ম্‌ৃদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, কবতাল শব্দ, খঞ্জনী শব্দ, "আহাব কর, পান কব, চর্ব্বণ কব" ইত্যাদি দশবিধ, শব্দে ধ্বনিত হইত।

১৯। 'আনন্দ, যাও, কুশিনাবায প্রবেশ প্‌ূর্ব্বক তত্রস্থ মল্লগণেব নিকট ঘোষণা কব: "বাশিষ্ঠগণ, আজ বাত্রিব পশ্চিম যামে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও। নির্গত হও। পবে অন্‌ুতাপ কবিযা বলিও না—"আমাদিগেব আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইল, আমবা অন্তিম কালে তথাগতেব দর্শন লাভ কবিলাম না।"

'দেব, তথাস্তু' বলিযা আনন্দ সম্মতি জ্ঞাপন ও পরিচ্ছদ পবিধান প্‌ূর্ব্বক পাত্র চীবব হস্তে একাকী কুশিনাবায প্রবেশ কবিলেন।

২০। ঐ সময কুশিনাবাব মল্লগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে মন্ত্রণাসভায সমবেত হইযাছিল। আয়্‌ুষ্মান আনন্দ তাহাদেব মন্ত্রণাসভায উপস্থিত হইযা মল্লগণেব নিকট ঘোষণা কবিলেন:

'বাশিষ্ঠগণ, অদ্য বাত্রিব পশ্চিম যামে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইবে। বাশিষ্ঠগণ, নির্গত হও, নির্গত হও। পবে অন্‌ুতাপ কবিযা বলিও না, "আমাদিগেব আপন গ্রামক্ষেত্রে তথাগতেব পবিনির্ব্বাণ হইল, আমবা অন্তিম-কালে তথাগতেব দর্শন লাভ কবিলাম না।"'

গোশাল, অজিত-কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্র, নিগণ্ঠ নাথ-পুত্র—তাঁহারা কি স্ব স্ব মতানুসারী হইয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন অথবা করেন নাই ? অথবা কেহ কেহ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ করেন নাই ?'

'সুভদ্র, ক্ষান্ত হও, এরূপ প্রশ্নের প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিব, শ্রবণ কর, মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া সুভদ্র সম্মত হইলেন। তখন ভগবান কহিলেন ঃ

২৭। 'সুভদ্র, যে ধর্ম্ম-বিনয়ে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব নাই, সে ধর্ম্ম-বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও নাই ;* সুভদ্র, যে ধর্ম্ম-বিনয়ে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে, সে ধর্ম্ম বিনয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও আছে। সুভদ্র, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গের অস্তিত্ব আছে , সুভদ্র, ইহাতেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ বিদ্যমান। অন্যান্য ধর্ম্মমত সমূহ শ্রমণশূন্য, সুভদ্র এই ধর্ম্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহত শূন্য হইবে না।

সুভদ্র, একোনত্রিংশ বৎসর বয়সে কুশলের অন্বেষণে আমি প্রব্রজিত হইয়াছিলাম।

সুভদ্র, আমার প্রব্রাজ্যা গ্রহণের সময় হইতে আজ পর্যন্ত পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইয়াছে, ঐ সময় ব্যাপিয়া আমি ন্যায়-ধর্ম্মের প্রদেশ-বর্ত্তী হইয়াছি।

এই ধর্ম্মের বাহিরে শ্রমণ নাই।—

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোন শ্রেণীরই শ্রমণ নাই। অপরাপর ধর্ম্মমত শ্রমণশূন্য ; সুভদ্র, এই ধর্ম্মে ভিক্ষুগণ যথার্থ জীবন যাপন করিতে পারেন, এবং সে ক্ষেত্রে জগত অরহতশূন্য হইবে না।'

২৭। এইরূপ কথিত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানকে কহিলেন ঃ 'উত্তম, দেব ! উত্তম ! যেরূপ উৎপাতিতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, লুক্কায়িত প্রকাশিত হয়, পথভ্রান্ত পথ প্রদর্শিত হয়, চক্ষুষ্মানের দেখিবার নিমিত্ত অন্ধকারে তৈলদীপ ধৃত হয়, সেইরূপই ভগবান অনেক প্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত

---

* এইস্থানে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অরহত এই চারি শ্রেণীর শ্রমণ উক্ত হইয়াছে।

করিযাছেন। দেব, আমি ভগবানের, ধর্ম্ম ও ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ লইতেছি। আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী।'

'সুভদ্র, পূর্ব্বে অন্য মতাবলম্বী হইয়া যদি কেহ এই ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হয, তাহাকে চারি মাস শিক্ষার্থীরূপে অতিবাহিত করিতে হয, পরে আরব্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন। তথাপি এই বিষয়ে আমি মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাত আছি।'

২৯। 'দেব, পূর্ব্বের অন্য মতাবলম্বীগণ এই ধর্ম্ম-বিনয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদার প্রার্থী হইলে যদি তাঁহাদিগকে চারি মাস পরিবাস করিতে হয এবং পরে আরব্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করেন, তাহা হইলে আমি চারি বৎসর পরিবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত আছি, চারি বৎসরের অন্তে আরব্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে ভিক্ষু হইবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।'

তখন ভগবান আযুষ্মান আনন্দকে কহিলেন: 'তাহা হইলে, আনন্দ, সুভদ্রকে প্রব্রজ্যা দাও।'

'দেব, তথাস্তু' বলিযা আযুষ্মান আনন্দ সম্মত হইলেন।

৩০। অতঃপর পরিব্রাজক সুভদ্র আযুষ্মান আনন্দকে কহিলেন:

'আনন্দ, আপনাদের লাভ অসামান্য, সৌভাগ্য মহৎ, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে স্বযং বুদ্ধের হস্ত হইতে সঙ্ঘভুক্ত শিষ্যত্বের বারি আপনাদের উপর বর্ষিত হইযাছে।'

পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের নিকট হইতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন এবং একাকী, নির্জ্জনরত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রহিতাত্ম হইযা অচিরে কুলপুত্রগণ যাহা লাভ করিবার জন্য সম্যকরূপে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধি এই জগতেই স্বযং উপলব্ধি এবং সাক্ষাতকার করিযা উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন: 'জাতি ধ্বংস হইযাছে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত হইযাছে, কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইযাছে, পুনর্জ্জন্ম আর নাই' এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

আযুষ্মান সুভদ্র অর্হতদিগের অন্যতর হইলেন।
তিনিই ভগবানের সর্ব্বশেষ সাক্ষাত-শ্রাবক হইলেন।

। হিরণ্যবতিয-ভাণবার সমাপ্ত।

'দেব, অনুবুদ্ধ। ভগবাম পরিনির্বৃত।'

'সৌম্য আনন্দ! ভগবান পরিনির্বৃত নহেন, তিনি সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি লাভ করিয়াছেন।'

৯। অনন্তর ভগবান সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি হইতে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন, উহা হইতে অকিঞ্চন আযতন, উহা হইতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, উহা হইতে আকাশ-অনন্ত-আযতন, উহা হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন, উহা হইতে তৃতীয ধ্যান, উহা হইতে দ্বিতীয ধ্যান, উহা হইতে প্রথম ধ্যানে উপনীত হইলেন। প্রথম ধ্যান হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয ধ্যান হইতে তৃতীয ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ভগবানের পরিনির্ব্বাণ হইল।

১০। ভগবান পরিনির্বৃত হইলে সেই মুহূর্ত্তেই ভীষণ লোমহর্ষক প্রবল ভূমিকম্প হইল, বজ্রপাত হইল।

সেই মুহূর্ত্তেই ব্রহ্মা সহম্পতি এই গাথা কহিলেন ঃ—

'জগতের সর্ব্বপ্রাণীই দেহত্যাগ করিবে,
যেরূপ জগতের এতাদৃশ অপ্রতিম
শাস্তা বলসম্পন্ন তথাগত সম্বুদ্ধ
পরিনির্বৃত হইযাছেন।'

তৎক্ষণেই দেবেন্দ্র শক্র এই গাথা কহিলেন ঃ

'সংস্কার সমূহ অনিত্য তাহারা
উৎপত্তি ও বিনাশশীল ; উৎপন্ন
হইযা তাহারা ধ্বংসে পর্য্যবসিত
হয, তাহাদের উপশমই সুখ।'

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান অনুবুদ্ধ এই গাথাগুলি কহিলেন ঃ

'যখন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত নিষ্কম্প
মুনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন
স্থিতচিত্ত তথাগতের আশ্বাস-
প্রশ্বাস ছিল না। তিনি অবিচলিত
চিত্তে বেদনা সহ্য করিযাছিলেন,
দীপের নির্ব্বাণের ন্যায় তাঁহার
চিত্তের বিমুক্তি হইযাছিল।'

করিযাছেন। দেব, আমি ভগবানেব, ধর্ম্ম ও ভিক্ষু সঙ্ঘেব শবণ লইতেছি। আমি ভগবানেব নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদাব প্রার্থী।'

'সুভদ্র, পূর্ব্বে অন্য মতাবলম্বী হইয়া যদি কেহ এই ধর্ম্মবিনযে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদাব প্রার্থী হয, তাহাকে চাবি মাস শিক্ষার্থীরূপে অতিবাহিত কবিতে হয, পবে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ভিক্ষু হইবাব নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান কবেন। তথাপি এই বিষযে আমি মনুষ্যেব মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাত আছি।'

২৯। 'দেব, পূর্ব্বেব অন্য মতাবলম্বীগণ এই ধর্ম্ম-বিনযে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদাব প্রার্থী হইলে যদি তাঁহাদিগকে চাবি মাস পবিবাস কবিতে হয এবং পবে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে ভিক্ষু হইবাব নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান কবেন, তাহা হইলে আমি চাবি বৎসব পরিবাসেব নিমিত্ত প্রস্তুত আছি, চাবি বৎসবেব অন্তে আবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষুগণ আমাকে ভিক্ষু-হইবাব নিমিত্ত প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করুন।'

তখন ভগবান আযুষ্মান আনন্দকে কহিলেন: 'তাহা হইলে, আনন্দ, সুভদ্রকে প্রব্রজ্যা দাও।'

'দেব, তথাস্তু' বলিযা আযুষ্মান আনন্দ সম্মত হইলেন।

৩০। অতঃপব পবিব্রাজক সুভদ্র আযুষ্মান আনন্দকে কহিলেন:

'আনন্দ, আপনাদেব লাভ অসামান্য, সৌভাগ্য মহৎ, এই ধর্ম্ম-বিনযে স্বযং বুদ্ধেব হস্ত হইতে সঙ্ঘভুক্ত শিষ্যত্বেব বাবি আপনাদেব উপব বর্ষিত হইযাছে।'

পবিব্রাজক সুভদ্র ভগবানেব নিকট হইতে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ কবিলেন এবং একাকী, নিজ্জর্নবত, অপ্রমত্ত, উৎসাহী, প্রহিতাত্ম হইযা অচিবে কুলপুত্রগণ যাহা লাভ কবিবাব জন্য সম্যকরূপে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবেন, সেই অনুত্তব ব্রহ্মচর্য্য-সিদ্ধি এই জগতেই স্বযং উপলব্ধি এবং সাক্ষাতকাব কবিযা উহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন: 'জাতি ধ্বংস হইযাছে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত হইযাছে, কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইযাছে, পুনর্জ্জন্ম আব নাই' এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ কবিলেন।

আযুষ্মান সুভদ্র অবহতদিগেব অন্যতব হইলেন।
তিনিই ভগবানেব সর্ব্বশেষ সাক্ষাত-শ্রাবক হইলেন।

। হিবণ্যবতিব-ভাণবাব সমাপ্ত।

'দেব, অনুরুদ্ধ! ভগবান পরিনির্বৃত।'

'সৌম্য আনন্দ! ভগবান পরিনির্বৃত নহেন, তিনি সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি লাভ করিয়াছেন।'

৯। অনন্তর ভগবান সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ সমাপত্তি হইতে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আয়তন, উহা হইতে আকিঞ্চন আয়তন, উহা হইতে বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন, উহা হইতে আকাশ-অনন্ত-আয়তন, উহা হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন, উহা হইতে তৃতীয় ধ্যান, উহা হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, উহা হইতে প্রথম ধ্যানে উপনীত হইলেন। প্রথম ধ্যান হইতে দ্বিতীয় ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান হইতে তৃতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান হইতে চতুর্থ ধ্যানে উপনীত হইলেন। সেই মুহূর্তেই ভগবানের পরিনির্বাণ হইল।

১০। ভগবান পরিনির্বৃত হইলে সেই মুহূর্তেই ভীষণ লোমহর্ষক প্রবল ভূমিকম্প হইল, বজ্রপাত হইল।

সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মা সহম্পতি এই গাথা কহিলেন ঃ—

'জগতের সর্ব্বপ্রাণীই দেহত্যাগ করিবে,
যেরূপ জগতের এতাদৃশ অপ্রতিম
শাস্তা বলসম্পন্ন তথাগত সম্বুদ্ধ
পরিনির্বৃত হইয়াছেন।'

তৎক্ষণেই দেবেন্দ্র শক্র এই গাথা কহিলেন ঃ

'সংস্কার সমূহ অনিত্য তাহারা
উৎপত্তি ও বিনাশশীল ; উৎপন্ন
হইয়া তাহারা ধ্বংসে পর্য্যবসিত
হয়, তাহাদের উপশমই সুখ।'

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এই গাথাগুলি কহিলেন ঃ

'যখন শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত নিষ্কম্প
মুনি প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন
স্থিতচিত্ত তথাগতের আশ্বাস-
প্রশ্বাস ছিল না। তিনি অবিচলিত
চিত্তে বেদনা সহ্য করিয়াছিলেন,
দীপের নির্ব্বাণের ন্যায় তাঁহার
চিত্তের বিমুক্তি হইয়াছিল।'

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান আনন্দ এই গাথা কহিলেন ঃ

'সর্ব্বসৌন্দর্য্যকর সম্বুদ্ধের
পরিনির্ব্বাণে মহাভয় ও রোমহর্ষ
অনুভূত হইল।'

ভগবান পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিলে যে সকল ভিক্ষু রাগমুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইলেন ঃ 'অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বৃত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে।'

যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ ছিলেন তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কার সমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে!' চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

১১। অনন্তর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পূর্ব্বেই বলেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত গঠিত এবং ক্ষয়ধর্ম্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না? ইহা অসম্ভব। দেবগণ বিরক্ত হইতেছেন।'

'কিন্তু, ভন্তে, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কোন্ প্রকার দেবগণের কথা মনে করিতেছেন?'

'আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া বিলাপ করিতেছেন।

'আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশ, প্রসারিত বাহু এবং সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।'

লইযা গিযা পূর্ব্বদ্বার দিযা নিষ্ক্রান্ত হইযা পূর্ব্বদিকেস্থিত মল্লদিগের মুকুট-বন্ধন নামক চৈত্যে বক্ষা কবিলেন।

১৭। অতঃপব কুশিনারাব মল্লগণ আযুষ্মান আনন্দকে কহিল ঃ 'পূজ্য আনন্দ! তথাগতেব দেহ সম্বন্ধে আমাদেব কি কর্ত্তব্য ?'

'বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্রবর্ত্তীর শবীব সম্বন্ধে যাহা কৃত হয, তথাগতেব শবীব সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য।'

'প্রভু আনন্দ, চক্রবর্ত্তী বাজাব শবীব সম্বন্ধে কিবূপ কৃত হয ?'

'বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্রবর্ত্তীব দেহ নূতনবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয, পবে বিহত কার্পাস দ্বাবা এবং তৎপবে নূতন বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত হয। এইবূপে পাঁচশত বস্ত্র খণ্ড দ্বাবা বাজচক্রবর্ত্তীব দেহ আচ্ছাদিত কবিযা লৌহনির্ম্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐবূপ অপব দ্রোণা দ্বাবা উহা আবৃত করিযা সর্ব্বপ্রকাব সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্ম্মিত চিতায রাজচক্রবর্ত্তীব দেহ দাহ কবা হয। চতুর্ম্মহাপথে বাজচক্রবর্ত্তীব স্তূপ নির্ম্মিত হয়। বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্রবর্ত্তীব শবীব সম্বন্ধে এইবূপ উপায অবলম্বিত হয।

'বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্ত্তীব শবীব সম্বন্ধে যাহা কৃত হয, তথাগতেব শবীব সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য। চতুর্ম্মহাপথে তথাগতেব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিতে হইবে। যাহাবা উহাতে মালা, গন্ধ অথবা বর্ণকোপকবণ স্থাপন কবিবে, উহাকে অভিবাদন করিবে, অথবা উহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদেব উহা দীর্ঘকাল হিত ও সুখ বিধাযক হইবে।'

১৮। তদনন্তব মল্লগণ ভৃত্যগণকে আদেশ কবিল ঃ

'মল্লদিগেব নিকট হইতে বিহত কার্পাস সংগ্রহ কব।'

তৎপবে মল্লগণ ভগবানেব দেহ নূতন বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত কবিল, পবে বিহত কার্পাস দ্বাবা এবং তৎপবে নূতন বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত কবিল। এইবূপে পাঁচশত বস্ত্র খণ্ড দ্বাবা ভগবানেব দেহ আচ্ছাদিত কবিযা লৌহ নির্ম্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐবূপ অপব দ্রোণীব দ্বাবা উহা আবৃত কবিযা সর্ব্বপ্রকাব সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্ম্মিত চিতায স্থাপিত কবিল।

১৯। ঐ সময আযুষ্মান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত পাবা হইতে কুশিনাবার পথে চলিবার কালে মার্গ হইতে অপসৃত হইযা এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

তৎক্ষণেই আয়ুষ্মান আনন্দ এই গাথা কহিলেন ঃ

'সর্ব্বসৌন্দর্য্যাকর সম্বুদ্ধের
পরিনির্ব্বাণে মহাভয় ও রোমহর্ষ
অনুভূত হইল।'

ভগবান পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিলে যে সকল ভিক্ষু রাগমুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইলেন ঃ 'অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনিবৃ্ত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে।'

যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ ছিলেন তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কার সমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে।' চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

১১। অনন্তর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পূর্ব্বেই বলেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তাহা হইলে ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে, যাহা জাত, ভূত গঠিত এবং ক্ষয়ধর্ম্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না? ইহা অসম্ভব। দেবগণ বিরক্ত হইতেছেন।'

'কিন্তু, ভন্তে, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কোন্ প্রকার দেবগণের কথা মনে করিতেছেন?'

'আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশে ক্রন্দন করিতেছেন, প্রসারিত বাহু হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া বিলাপ করিতেছেন।

'আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবী-সংজ্ঞী দেবগণ আছেন, তাঁহারা আলুলায়িত কেশ, প্রসারিত বাহু এবং সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইয়া "অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়াছে" কহিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।'

লইয়া গিযা পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বদিকেস্থিত মল্লদিগেব মুকুট-বন্ধন নামক চৈত্যে রক্ষা কবিলেন।

১৭। অতঃপব কুশিনাবাব মল্লগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিল ঃ 'পূজ্য আনন্দ! তথাগতেব দেহ সম্বন্ধে আমাদেব কি কর্ত্তব্য ?'

'বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্ত্তীব শবীব সম্বন্ধে যাহা কৃত হয, তথাগতেব শবীব সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য।'

'প্রভু আনন্দ, চক্রবর্ত্তী বাজাব শবীব সম্বন্ধে কিবূপ কৃত হয ?'

'বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্রবর্ত্তীব দেহ নূতনবস্ত্রে আচ্ছাদিত হয, পবে বিহত কার্পাস দ্বাবা এবং তৎপবে নূতন বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত হয। এইবূপে পাঁচশত বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বাজচক্রবর্ত্তীব দেহ আচ্ছাদিত কবিষা লৌহনির্ম্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐরূপ অপব দ্রোণা দ্বাবা উহা আবৃত কবিষা সর্ব্বপ্রকাব সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্ম্মিত চিতায় রাজচক্রবর্ত্তীব দেহ দাহ কবা হয। চতুর্ম্মহাপথে রাজচক্রবর্ত্তীব স্তূপ নির্ম্মিত হয। বাশিষ্ঠগণ, বাজচক্রবর্ত্তীব শবীব সম্বন্ধে এইবূপ উপায অবলম্বিত হয়।

'বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্ত্তীব শবীব সম্বন্ধে যাহা কৃত হয, তথাগতেব শবীব সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য। চতুর্ম্মহাপথে তথাগতেব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিতে হইবে। যাহাবা উহাতে মালা, গন্ধ অথবা বর্ণোপকবণ স্থাপন কবিবে, উহাকে অভিবাদন কবিবে, অথবা উহাতে প্রসন্নচিত্ত হইবে, তাহাদের উহা দীর্ঘকাল হিত ও সুখ বিধায়ক হইবে।'

১৮। তদনন্তব মল্লগণ ভৃত্যগণকে আদেশ কবিল ঃ

'মল্লদিগেব নিকট হইতে বিহত কার্পাস সংগ্রহ কব।'

তৎপবে মল্লগণ ভগবানেব দেহ নূতন বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত কবিল,-পবে বিহত কার্পাস দ্বাবা এবং তৎপবে নূতন বস্ত্র দ্বাবা আচ্ছাদিত কবিল। এইবূপে পাঁচশত বস্ত্র খণ্ড দ্বাবা ভগবানের দেহ আচ্ছাদিত কবিষা লৌহ নির্ম্মিত তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐবূপ অপব দ্রোণীব দ্বাবা উহা আবৃত কবিষা সর্ব্বপ্রকাব সুগন্ধ কাষ্ঠে নির্ম্মিত চিতায স্থাপিত কবিল।

১৯। ঐ সময আযুষ্মান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত পাবা হইতে কুশিনাবার পথে চলিবাব কালে মার্গ হইতে অপসৃত হইযা এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট ছিলেন।

ঐ সময়েই জনৈক আজীবক কুশিনারা হইতে মন্দার পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পাবাভিমুখী পথে চলিতেছিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ দূর হইতে আজীবককে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন: 'আয়ুষ্মান, আপনি অবশ্যই আমাদের শাস্তাকে জানেন?'

'জানি। অদ্য সপ্তাহ হইল শ্রমণ গৌতম পরিনির্ব্বাণে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই কারণেই এই মন্দার পুষ্প আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।'

ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা রাগমুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ বাহু প্রসারিত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; 'অতি শীঘ্র ভগবান সুগত পরিনির্বৃত হইয়াছেন, অতি শীঘ্র জগতের আলোক অন্তর্হিত হইয়াছে' কহিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিতে পতিত ও অবলুণ্ঠিত হইলেন।

যাঁহারা বীতরাগ ছিলেন তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে 'সংস্কার সমূহ অনিত্য, কিরূপে ইহার অন্যথা হইবে?' চিন্তা করিয়া সহ্য করিলেন।

২০। ঐ সময়ে বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত সুভদ্র নামক জনৈক ভিক্ষু ঐ পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে কহিলেন:

'আয়ুষ্মানগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। সেই মহাশ্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া আমরা রক্ষা পাইয়াছি। "ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা অনুপযুক্ত" এইরূপ বাক্যের দ্বারা আমরা নিপীড়িত হইতেছিলাম, এক্ষণে আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিব, যাহা ইচ্ছা নয় তাহা করিব না।'

তখন আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ ভিক্ষুদিগকে কহিলেন: ভ্রাতৃগণ, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না, বিলাপ করিও না। ভগবান কি পূর্ব্বেই কহেন নাই যে, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় সকল বস্তুরই স্বভাব এই যে আমাদিগকে তৎসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে? তবে ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে যাহা যাত, ভূত, গঠিত এবং ক্ষয়ধর্ম্মসম্পন্ন তাহার বিনাশ হইবে না? ইহা অসম্ভব।'

২১। ঐ সময়ে চারিজন মল্লপ্রধান স্নাত ও নব বস্ত্র পরিহিত হইয়া ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না।

তখন কুশিনারার মল্লগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে কহিল:

'পূজ্য অনুরুদ্ধ, চারিজন মল্ল-প্রধান স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত হইয়া

ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না। ইহার কি হেতু, কি প্রত্যয় ?'

'বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায অন্যরূপ।'

'দেব, দেবতাগণের অভিপ্রায কিরূপ ?'

'বাশিষ্ঠগণ, দেবতাদিগের অভিপ্রায এইরূপ ঃ "আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত মহাভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবা হইতে কুশিনারার পথে চলিতেছেন, যতক্ষণ তিনি ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা না করিতেছেন ততক্ষণ চিতা জ্বলিবে না।" '

'দেব, দেবতাগণের যেরূপ অভিপ্রায তাহাই হউক।'

২২। অনন্তর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ কুশিনারার মকুটবন্ধন নামক মল্ল-গণের চৈত্যে, যেস্থানে ভগবানের চিতা রক্ষিত ছিল, তথায় উপস্থিত হইযা একাংশ চীবরাবৃত এবং অঞ্জলি প্রণত করিযা তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভগবানের পাদে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন।

সেই সকল পঞ্চশত ভিক্ষুও একই প্রকারে ভগবানের পাদ বন্দনা করিলেন।

আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ এবং পঞ্চশত ভিক্ষু বন্দনা সমাপ্ত হইলে চিতা স্বয়ং জ্বলিযা উঠিল।

২৩। ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও ছবি (বহিস্তক), চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু অথবা লসীকা হইতে ক্ষার অথবা মসির উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না, মাত্র অস্থি অবশিষ্ট রহিল।

যেরূপ জ্বলন্ত ঘৃত অথবা তৈলের ক্ষার অথবা মসি দৃষ্ট হয় না, সেইরূপই ভগবানের দেহ দগ্ধীভূত হইলেও উহার ছবি, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, লসীকা হইতে ক্ষার অথবা মসির উৎপত্তি দৃষ্ট হইল না। অস্থি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। পাঁচশত বস্ত্র খণ্ডের দুই খানি মাত্র দগ্ধ হইল—অন্তস্তলীন এবং সর্ব্ববহিস্থ।

ভগবানের দেহ দগ্ধ হইলে অন্তরীক্ষ হইতে জলধারা পতিত হইযা ভগবানের চিতা নির্ব্বাপিত করিল, উদকশালা হইতেও জলধারা উত্থিত হইযা ভগবানের চিতা নির্ব্বাপিত করিল। কুশিনারার মল্লগণও সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধি বারিসেকে ভগবানের চিতা নির্ব্বাপিত করিল।

অনন্তর কুশিনারার মল্লগণ ভগবানের অস্থি সমূহ সপ্তাহ মন্ত্রণাশালায

শাস্তি-পিঞ্জব এবং ধনুপ্রাকাব দ্বাবা পবিবেষ্টিত কবিযা নৃত্য, গীত, বাদ্য, মালা গন্ধাদি দ্বাবা ঐ সকলেব সৎকাব, সেবা, সম্মান ও পূজা কবিল।

২৪। মগধবাজ অজাতশত্রু বৈদেহী-পুত্র শ্রবণ কবিলেন যে ভগবান কুশিনাবায পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিযাছেন।

তখন তিনি কুশিনাবাব মল্লগণেব নিকট দূত প্রেবণ কবিযা তাহাদিগকে জানাইলেন: 'ভগবানও ক্ষত্রিয, আমিও ক্ষত্রিয, আমিও ভগবানেব অস্থির অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমিও ভগবানের অস্থি সমূহেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

বৈশালিব লিচ্ছবিগণ শ্রবণ কবিল: 'ভগবান কুশিনাবায পবিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইযাছেন।' তখন তাঁহাবা কুশিনাবাব মল্লগণেব নিকট দূত প্রেরণ কবিযা তাহাদিগকে জানাইলেন: 'ভগবানও ক্ষত্রিয, আমবাও ক্ষত্রিয, আমবাও ভগবানেব অস্থিব অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেব অস্থি সমূহেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

কপিলবস্তুব শাক্যগণ শ্রবণ কবিলেন: 'ভগবান কুশিনাবায পবিনির্ব্বাণে প্রবেশ কবিযাছেন।' ইহা শ্রবণ কবিযা শাক্যগণ কুশিনাবাব মল্লদিগেব নিকট দূত প্রেবণ কবিযা তাহাদিগকে জানাইলেন: 'ভগবান আমাদেব জাতি-শ্রেষ্ঠ। আমবাও ভগবানেব অস্থিব অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেব অস্থি সমূহেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

অল্লকপ্পেব বুলিগণ শ্রবণ কবিল: 'ভগবান কুশিনাবায পবিনিবৃ্ত হইযাছেন।' তৎশ্রবণে বুলিগণ কুশিনাবাব মল্লদিগেব নিকট দূত প্রেবণ কবিযা জানাইল: 'ভগবানও ক্ষত্রিয, আমবাও ক্ষত্রিয, আমবাও ভগবানেব অস্থির অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেব অস্থিসমূহেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

বামগ্রামেব কোলিযগণ শ্রবণ কবিল, 'ভগবান কুশিনাবায পবিবিবৃ্ত হইযাছেন। তৎশ্রবণে তাঁহাবা কুশিনাবাব মল্লদিগেব নিকট দূত প্রেবণ কবিযা জানাইলেন: 'ভগবানও ক্ষত্রিয, আমবাও ক্ষত্রিয, আমবাও ভগবানেব অস্থিব অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানেব অস্থি সমূহেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

ব্রাহ্মণ বেঠদীপক শ্রবণ কবিলেন: 'ভগবান কুশিনাবায পবিনিবৃ্ত্ত হইযাছেন।' ইহা শ্রবণে তিনি কুশিনাবাব মল্লদিগেব নিকট দূত প্রেবণ

করিযা জানাইলেন ঃ 'ভগবান ক্ষত্রিয, আমি ব্রাহ্মণ। আমিও ভগবানেব অস্থিব অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমিও ভগবানের অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান করিব।'

পাবায মল্লগণ শ্রবণ করিল ঃ 'ভগবান কুশিনাবায পরিনিবৃ্ত হইযাছেন।' ইহা শ্রবণান্তে তাঁহাবা কুশিনাবাব মল্লগণেব নিকট দূত প্রেবণ কবিযা জানাইলেন ঃ 'ভগবানও ক্ষত্রিয, আমবাও ক্ষত্রিয়। আমরাও ভগবানেব অস্থির অংশ পাইবাব উপযুক্ত, আমবাও ভগবানের অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

২৫। এইরূপ উক্ত হইলে কুশিনাবাব মল্লগণ সমবেত জন মণ্ডলীকে কহিলেন ঃ

'ভগবান আমাদিগেব গ্রামক্ষেত্রে পবিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইযাছেন। আমরা ভগবানেব অস্থিব অংশ দিব না।'

তৎপরে ব্রাহ্মণ দ্রোণ সেই জন-মণ্ডলীকে কহিলেন ঃ

মহোদযগণ! আমার একটি বাক্য শ্রবণ কবুন।
আমাদিগেব বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। পুরুষ শ্রেষ্ঠেব
অস্থিব বিভাগে কলহ অবাঞ্ছনীয। আমরা সকলে
একত্রে সমগ্রভাবে প্রীতিপূর্ণচিত্তে আটটি ভাগ কবিব,
দিকে দিকে স্তূপ সমূহ বিস্তৃত হউক, মনুষ্য জাতি
চক্ষুষ্মানের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হউক।'

'ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে তুমিই ভগবানেব অস্থি আটটি সমান ভাগে উত্তম-রূপে বিভক্ত কব।'

'তথাস্তু' বলিযা ব্রাহ্মণ দ্রোণ সম্মত হইযা ভগবানেব অস্থিসমূহ আটটি সমান ভাগে উত্তমরূপে বিভক্ত কবিয়া উপস্থিত জন মণ্ডলীকে কহিলেন ঃ

'মহোদযগণ, এই কুম্ভটি আমায দান কবুন, আমি এই কুম্ভেব উপর স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

জনগণ ব্রাহ্মণকে কুম্ভ দান কবিল।

২৬। পিপ্ফল বনেব মোবিযগণ শ্রবণ কবিল।

'ভগবান কুশিনাবায পবিনিবৃ্ত হইযাছেন।' তৎশ্রবণে তাঁহারা কুশিনারার মল্লগণেব নিকট দূত প্রেবণ করিয়া জানাইলেন ঃ 'ভগবানও ক্ষত্রিয, আমরাও ক্ষত্রিয। আমবাও ভগবানের অস্থিব অংশ পাইবাব উপযুক্ত,

আমবাও ভগবানেব অস্থি সমূহেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ কবিব এবং মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিব।'

'ভগবানেব অস্থিব অংশ আব নাই, সমস্তই বিতবিত হইযাছে। এইস্থানেব অঙ্গাব গ্রহণ কব।' তাহাবা অঙ্গাব লইল।

২৭। তদনন্তর মগধবাজ অজাত শত্রু বাজগৃহে ভগবানের অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

বৈশালিব লিচ্ছবিগণ বৈশালিতে ভগবানেব অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

কপিলবস্তুব শাক্যগণ কপিলবস্তু নগবে ভগবানেব অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

অল্লকপেব বুলিগণ অল্লকপে ভগবানেব অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

বামগ্রামেব কোলিয়গণ বামগ্রামে ভগবানের অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

ব্রাহ্মণ বেঠদীপ বেঠদীপে ভগবানেব অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

পাবাব মল্লগণ পাবায ভগবানেব অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

কুশিনাবাব মল্লগণ কুশিনাবায ভগবানেব অস্থিব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

ব্রাহ্মণ দ্রোণ কুম্ভেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

পিপ্‌ফল বনেব মোবিযগণ পিপ্‌ফলবনে অঙ্গাব সমূহেব উপব স্তূপ নির্ম্মাণ ও মহা-উৎসবেব অনুষ্ঠান কবিলেন।

এইবূপে অস্থি সমূহেব উপব আটটি স্তূপ, কুম্ভের উপর নবম এবং অঙ্গাব সমূহেব উপব দশম স্তূপ নির্ম্মিত হইল।

পূর্ব্বকালে ইহাই ছিল।

২৮। [অষ্টদ্রোণ পবিমিত চক্ষুষ্মানেব অস্থি, সপ্ত দ্রোণ জম্বুদ্বীপে পূজিত।

এক দ্রোণ বাম গ্রামে নাগবাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত।

- একটি দন্ত ত্রিদিবে পূজিত, একটি গন্ধার নগবে।

কলিঙ্গ বাজাব বাজ্যে একটি এবং নাগবাজগণ কর্ত্তৃক আরও একটি পূজিত।

উহারই তেজে এই মহী বসুন্ধবা যাগ শ্রেষ্ঠে অলঙ্কৃত।

এইরূপে চক্ষুষ্মানেব অস্থি পূজার্হগণ কর্ত্তৃক সম্যক রূপে পূজিত।

এইবূপেই ইহা দেবেন্দ্র-নাগেন্দ্র-নবেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত—

কৃতাঞ্জলি হইযা উহাব বন্দনা কব, শত শত কল্পে বুদ্ধের দর্শন দুর্লভ]।

। মহাপবিনিব্বাণ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১৭। (মহাসুদস্সন) মহাসুদর্শন সুত্রান্ত

১।১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। একসময় ভগবান কুশিনারার উপবর্ত্তন নামক মল্লদিগের শালবনে যমকশালতরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তাঁহার পরিনির্ব্বাণের সময়।

২। ঐ সময় আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ

'দেব, এই ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, শাখানগরে যেন ভগবান পরিনিবৃর্ত না হন। অন্যান্য মহানগর সমূহ বিদ্যমান, যথা—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী। এই সকলের যে কোন স্থানে ভগবানের পরিনির্ব্বাণ হউক, এই সকল স্থানের বহু ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি মহাশালগণ তথাগতে অভিপ্রসন্ন, তাঁহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।'

৩। 'আনন্দ, ইহা ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত শাখানগর, এরূপ কথা বলিও না। আনন্দ, পূর্ব্বকালে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। তিনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তা-প্রাপ্ত ছিলেন। আনন্দ, এই কুশিনারা কুশাবতী নামে রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল। উহা পশ্চিম ও পূর্ব্ব-দিকে দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন পরিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল। আনন্দ, কুশাবতী রাজধানী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ, যেরূপ দেবতাদিগের অলকনন্দা নামক রাজধানী—সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ, সুভিক্ষ, সেইরূপ রাজধানী কুশাবতী সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, যক্ষাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। আনন্দ রাজধানী কুশাবতী দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত, —হস্তীশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মৃদঙ্গ শব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, করতাল শব্দ, খঞ্জনী শব্দ, "আহার কর, পান কর, চর্ব্বণ কর" ইত্যাদি দশবিধ শব্দে ধ্বনিত হইত।'

৪। 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী সপ্ত প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। একটি প্রাকার সুবর্ণময়, একটি রজতময়, একটি বৈদূর্য্যমণিময়, একটি

স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময (পদ্মরাগমণি), একটি মরকতময, একটি সর্ব্বরত্নময।'

৫। 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতীর প্রবেশ দ্বারগুলি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। একটি দ্বার সুবর্ণময, একটি রজতময, একটি বৈদূর্য্যমণিময; একটি স্ফটিকময। প্রত্যেক দ্বারে সাতটি স্তম্ভ স্থাপিত, উহাদের উচ্চতা একটি মানুষের উচ্চতার ত্রিগুণ অথবা চতুর্গুণ। একটি স্তম্ভ সুবর্ণময, একটি বৈদূর্য্যমণিময, একটি স্ফটিকময, একটি লোহিতকময, একটি মরকতময, একটি সর্ব্বরত্নময।'

৬। 'আনন্দ, রাজধানী কুশাবতী সাতটি তালপংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। একটি সুবর্ণময তালপংক্তি, একটি রজতময়, একটি বৈদূর্য্যমণিময, একটি স্ফটিকময, একটি লোহিতকময, একটি মরকতময়, একটি সর্ব্বমণিময। সুবর্ণময তালের সুবর্ণময় স্কন্ধ এবং রজতময় পত্র ও ফল; রজতময তালের রজতময স্কন্ধ এবং সুবর্ণময় পত্র ও ফল; বৈদূর্য্যমণিময় তালের বৈদূর্য্যমণিময় স্কন্ধ এবং স্ফটিকময পত্র ও ফল; স্ফটিকময তালের স্ফটিকময় স্কন্ধ এবং বৈদূর্য্যমণিময পত্র ও ফল; লোহিতকময তালের লোহিতকময স্কন্ধ এবং মরকতময পত্র ও ফল; মরকতময় তালের মরকতময স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্র ও ফল, সর্ব্বমণিময় তালের সর্ব্বমণিময স্কন্ধ এবং সর্ব্বমণিময় পত্র ও ফল। আনন্দ, বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয এবং মুগ্ধকর। আনন্দ, স্বরলযযুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্য্য তালনিপুণগণ কর্ত্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয এবং মুগ্ধকর হয, সেইরূপই ঐ সকল বাতকম্পিত তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয এবং মুগ্ধকর। আনন্দ, ঐ সময়ে রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই তালশ্রেণীর শব্দের সহিত নৃত্য করিত।

৭। 'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সপ্ত রত্ন এবং চারি ঋদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। সাত রত্ন কি কি?'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন পূর্ণিমার উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে রত হইয়া প্রাসাদের উপরিতলে গমন করিলে তাঁহার সম্মুখে সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্ব্বাকার পরিপূর্ণ দিব্য চক্ররত্ন প্রাদুর্ভূত হইল। উহা দেখিযা রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন: "আমি এইরূপ শুনিযাছি:

"যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয বাজা পূর্ণিমাব উপোসথ দিবসে স্নানান্তে উপোসথ ব্রত পালনে বত হইযা প্রাসাদেব উপবিতলে গমন করিলে তাঁহাব সম্মুখে সহস্র অব, নেমি ও নাভিযুক্ত সর্ব্বাকাব পবিপূর্ণ দিব্য চক্রবত্ন প্রাদুর্ভূত হয, তিনি বাজা চক্রবর্ত্তী হন।' আমি কি বাজা চক্রবর্ত্তী হইব ?"

৮। 'আনন্দ, তখন বাজা মহাসুদর্শন আসন হইতে উত্থান কবিযা একাংস উত্তবাসঙ্গে আবৃত কবিযা বাম হস্তে ভৃঙ্গাব গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্রবত্নেব উপব বাবি সিঞ্চন কবিতে কবিতে কহিলেন ঃ হে চক্রবত্ন ! আপনি প্রবর্ত্তিত এবং জযযুক্ত হউন।' আনন্দ, তখন সেই চক্রবত্ন পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইল, বাজা মহাসুদর্শনও চতুবঙ্গিনী সেনা সমভিব্যহাবে উহাব পশ্চাদনুসবণ কবিলেন। আনন্দ, যে স্থানে চক্রবত্ন স্থিত হইল, ঐ স্থানে বাজা মহাসুদর্শন চতুবঙ্গিনী সেনা সহ বাস গ্রহণ কবিলেন।

৯। 'আনন্দ, পূর্ব্বদিকস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী বাজগণ বাজা মহাসুদর্শনেব নিকট আসিযা তাঁহাকে কহিল ঃ

' "আসুন, মহাবাজ ! স্বাগত, মহাবাজ ! মহাবাজ ! সকলই আপনাব, মহাবাজ ! আপনিই শাসন কবুন।" '

'বাজা মহাসুদর্শন কহিলেন। "প্রাণীহত্যা কবিবে না। অদত্তের গ্রহণ কবিবে না। ব্যভিচাব কবিবে না। মিথ্যা কহিবে না। মদ্যপান কবিবে না। পবিমিত বূপে ভোজন কব।"

'আনন্দ, পূর্ব্বদিকেব বিপক্ষ বাজগণ বাজা মহাসুদর্শনেব অধীনতা স্বীকাব কবিলেন।'

১০। অনন্তব, আনন্দ, চক্রবত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তবণ পূর্ব্বক দক্ষিণগামী হইল ...দক্ষিণ সমুদ্রে অবগাহন পূর্ব্বক উত্তবণ কবিযা পশ্চিমগামী হইল..... পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনান্তে উত্তবণ পূর্ব্বক উত্তবগামী হইল. পশ্চাতে চতুবঙ্গিণী সেনাসহ বাজা মহাসুদর্শন। আনন্দ, যে স্থানে চক্রবত্ন স্থিত হইল, তথায বাজা মহাসুদর্শন চতুবঙ্গিণী সেনা সহ বাস গ্রহণ কবিলেন।

'আনন্দ, উত্তব দিকেব বিপক্ষ ব্রাজগণ বাজা মহাসুদর্শনেব নিকট আসিযা কহিল ঃ

' "মহাবাজ ! আসুন, স্বগত ! সকলই আপনাব, আপনিই শাসন কবুন।" '

'বাজা মহাসুদর্শন এইরূপ কহিলেনঃ "প্রাণীহত্যা কবিবে না। অদত্তেব গ্রহণ কবিবে না। ব্যভিচাব কবিবে না। মিথ্যা কহিবে না। মদ্যপান কবিবে না। পবিমিত রূপে ভোজন কর।"

'আনন্দ, উত্তর দিকের বিপক্ষ বাজগণ রাজা মহাসুদর্শনেব অধীনতা স্বীকাব কবিলেন।'

১১। 'আনন্দ, অতঃপব সেই চক্রবত্ন সসাগবা পৃথিবী জয় কবিষা কুশাবতী বাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রাসাদদ্বাবে ন্যাযাধিকবণের সম্মুখে অক্ষভগ্নেব ন্যায গতিহীন হইয়া, বাজা মহাসুদর্শনের প্রাসাদ শোভিত কবিল।'

'আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শনেব সম্মুখে এইরূপ চক্রবত্নেব আবির্ভাব হইযাছিল।'

১২। 'পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা সুদর্শনেব নিকট হস্তী-বত্নেব আবির্ভাব হইল—সর্ব্বশ্বেত, সপ্তপ্রতিষ্ঠ, ঋদ্ধিমান, আকাশে গমনক্ষম উপোসথ নামক নাগবাজা। উহা দেখিযা বাজা মহাসুদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইলঃ "এই হস্তী যদি শিক্ষণীয হয, তাহা হইলে উহাতে আবোহণ মঙ্গলপ্রদ হইবে।" তখন আনন্দ, সেই হস্তী-বত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতি সম্পন্ন হস্তীব ন্যায শিক্ষা গ্রহণ কবিল। আনন্দ, পূর্ব্বকালে বাজা মহাসুদর্শন সেই হস্তী-বত্ন পবীক্ষা কবিবাব নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইযা সসাগবা পৃথিবী পবিভ্রমণ পূর্ব্বক কুশাবতী বাজধানীতে প্রত্যাগমন কবিযা প্রাতবাশ সম্পন্ন কবিলেন। আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শনেব নিকট এইরূপ হস্তী-রত্নেব আবির্ভাব হইযাছিল।'

১৩। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট অশ্ববত্নেব আবির্ভাব হইল—সর্ব্বশ্বেত, কাকশীর্ষ, কৃষ্ণকেশব, ঋদ্ধিমান, আকাশগামী বলাহক নামক অশ্ববাজ। উহা দেখিযা বাজা মহাসুদর্শনের চিত্ত প্রসন্ন হইলঃ "এই অশ্ব যদি শিক্ষণীয হয, তাহা হইলে উহাতে আবোহণ মঙ্গলপ্রসূ হইবে।" তখন, আনন্দ সেই অশ্ববত্ন দীর্ঘকাল সুশিক্ষিত বিনীত জাতি সম্পন্ন অশ্বেব ন্যায শিক্ষা গ্রহণ কবিল। আনন্দ, পূর্ব্বকালে বাজা মহাসুদর্শন সেই অশ্ব-বত্ন পবীক্ষা কবিবাব নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্নে উহাতে আরূঢ় হইযা সসগরা পৃথিবী পবিভ্রমণ পূর্ব্বক কুশাবতী বাজধানীতে প্রত্যাগমন কবিয়া প্রাতবাশ সম্পন্ন কবিলেন। আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ অশ্ববত্নেব আবির্ভাব হইযাছিল।'

১৪। 'পুনশ্চ, আনন্দ রাজা মহাসুদর্শনের নিকট মণিরত্নের আবির্ভাব হইল। উহা বৈদূর্য্যমণি—শুভ্র, উচ্চশ্রেণীভুক্ত, অষ্টমুখ, সকর্ত্তিত, স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন। আনন্দ, সেই মণিরত্নের আভা চতুর্দ্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। আনন্দ, পূর্ব্বাকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই মণিরত্ন পরীক্ষা করিবার জন্য চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জিত করিয়া মণিরত্ন ধ্বজাগ্রে আরোপণ পূর্ব্বক রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে বহির্গত হইলেন। আনন্দ, চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামের অধিবাসীগণ মণি নিঃসৃত আলোক হেতু "রাত্রি প্রভাত হইয়াছে" মনে করিয়া আপনাপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। আনন্দ, রাজা মহা-সুদর্শনের নিকট এইরূপ মণিরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।'

১৫। পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট স্ত্রীরত্নের আবির্ভাব হইল—অভিরূপা, ঐ দর্শনীয়া, মনোহরা, পরম বর্ণসৌন্দর্য্যশালিনী, নাতি-দীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিকৃশা, নাতিস্থূলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিশুভ্রা, মনুষ্যাতীত-বিশিষ্ট বর্ণসম্পন্না, অপ্রাপ্ত-দিব্য-বর্ণা। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের কায়সংস্পর্শ কার্পাস অথবা কার্পাসতুলার ন্যায়। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের গাত্র শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্নের দেহ হইতে চন্দনগন্ধ এবং মুখ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্ন রাজা মহাসুদর্শনের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন এবং তাঁহার পরে শয়ন করিতেন, তিনি রাজার আজ্ঞাপালন ও মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন, তিনি প্রিয়বাদিনী ছিলেন। আনন্দ, সেই স্ত্রীরত্ন রাজা মহাসুদর্শনের প্রতি মনেও অবিশ্বাসিনী হইতেন না,, কায়দ্বারা কিরূপে হইবেন? আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট এইরূপ স্ত্রীরত্নের আবির্ভাব হইয়াছিল।

১৬। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গৃহপতি রত্নের আবির্ভাব হইল। তিনি কর্ম্মবিপাকজ দিব্যচক্ষুসম্পন্ন ছিলেন। ঐ দিব্যচক্ষু দ্বারা তিনি স্বামীসম্পন্ন অথবা স্বামীহীন নিধি দেখিতে পাইতেন। তিনি রাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন: "দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার ধনবৃদ্ধির জন্য যাহা করণীয় তাহা আমি করিব।"

'আনন্দ পূর্ব্বকালে রাজা মহাসুদর্শন সেই গৃহপতি রত্নকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া উহা গঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্রোতে ভাসাইয়া গৃহপতি রত্নকে কহিলেন:

' "গৃহপতি, আমার সুবর্ণমুদ্রার প্রয়োজন।"

' "মহারাজ, তাহা হইলে নৌকা তীরসংলগ্ন হউক।"

' "এইস্থানেই আমার সুবর্ণমুদ্রাব প্রযোজন।"

'আনন্দ, তখন গৃহপতি-বত্ন উভয হস্তে জল স্পর্শ করিয়া সুবর্ণমুদ্রা-পূর্ণ কুম্ভ উদ্ধাব করিবা রাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন: "মহাবাজ ইহা কি পর্য্যাপ্ত? ইহাতে কি আপনার প্রয়োজন সাধিত হইবে?"

'বাজা মহাসুদর্শন কহিলেন: "গৃহপতি, ইহা পর্য্যাপ্ত, ইহাতে আমাব প্রযোজন সাধিত হইবে, আমি সন্তুষ্ট হইযাছি।"

'আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শনেব নিকট এইরূপ গৃহপতিবত্নেব আবির্ভাব হইযাছিল।'

১৭। 'পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শনেব নিকট পবিণাযক বত্নের আবির্ভাব হইল—তিনি পণ্ডিত, ব্যক্ত, মেধাবী, বাজা মহাসুদর্শনকে গ্রহণ-যোগ্য বিষয় গ্রহণ করাইতে, ত্যজ্য বিষয় ত্যাগ করাইতে, প্রতিষ্ঠাব যোগ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত কবাইতে সমর্থ।'

তিনি বাজা মহাসুদর্শনের নিকট গমন করিয়া কহিলেন: "দেব, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আমি অনুশাসন কবিব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনেব নিকট এইরূপ পবিণায়ক রত্নের আবির্ভাব হইযাছিল।'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এই সপ্তরত্ন সমন্বিত ছিলেন।'

১৮। 'পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন চাবি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। কি কি? আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন অন্যান্য মনুষ্য অপেক্ষা বহুলাংশে অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোহব, পবম বর্ণসৌন্দর্য্যশালী ছিলেন। আনন্দ ইহাই রাজা মহাসুদর্শনেব প্রথম ঋদ্ধি।'

১৯। 'পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন দীর্ঘাযু ছিলেন, তাঁহার স্থিতিকাল অন্যান্য মনুষ্যেব অপেক্ষা বহুলাংশে দীর্ঘ ছিল। আনন্দ, ইহাই তাঁহাব দ্বিতীয় ঋদ্ধি।'

২০। 'পুনশ্চ, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন অপরাপব মনুষ্য অপেক্ষা নীবোগ ও দৈহিক ক্লেশমুক্ত ছিলেন, নাতিশীতোষ্ণ পবিপাক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আনন্দ, ইহাই বাজাব তৃতীয় ঋদ্ধি।'

২১। 'পুনশ্চ, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণেব প্রিয ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেরূপ পিতা পুত্রগণেব প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, সেইরূপ,

আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও রাজার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। যেরূপ, আনন্দ, পুত্র-গণ পিতার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও রাজার প্রিয় ও মনোজ্ঞ ছিলেন। আনন্দ, পূর্ব্বকালে রাজা মহাসুদর্শন চতুরঙ্গিনী সেনা সহ উদ্যান ভূমিতে গমন করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন: "দেব মন্দ মন্দ গমন করুন, যাহাতে আমরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল আপনার দর্শনলাভ করিতে পারি।" রাজাও সারথিকে কহিলেন: "সারথি, ধীরে ধীরে রথ চালনা কর, যাহাতে আমি ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল দেখিতে পাই।" আনন্দ, ইহাই রাজা মহাসুদর্শনের চতুর্থ ঋদ্ধি।'

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এই চারি ঋদ্ধি সমন্বিত ছিলেন।'

২২। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন: "আমি এই তাল কুঞ্জের মধ্যে প্রতি শত ধনু অন্তর পুস্করিণী খনন করাইব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন সেই তালকুঞ্জে প্রতি শত ধনু অন্তর পুস্করিণী সমূহ খনন করাইলেন। ঐ সকল পুস্করিণী চারি প্রকার ইষ্টকের গ্রন্থন বিশিষ্ট ছিল—স্বর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈদূর্য্যময় এবং স্ফটিকময়, এই চারি প্রকার। আনন্দ, ঐ সকল পুস্করিণীর চারি প্রকারের চারিটি করিয়া সোপান ছিল—একটি সোপান সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়, একটি বৈদূর্য্যময় এবং একটি স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী ও উষ্ণীষ, রৌপ্যময় সোপানের রৌপ্যময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ, বৈদূর্য্যময় সোপানের বৈদূর্য্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ, স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদূর্য্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল। আনন্দ, ঐ পুস্করিণী সমূহ দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবর্ণময়, একটি রজতময়; সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী এবং উষ্ণীষ ছিল; রজতময় বেদিকার রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী এবং উষ্ণীষ ছিল।'

২৩। 'অতঃপর আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন: "আমি এই সকল পুস্করিণীতে বর্ষস্থায়ী সর্ব্বজনদুর্লভ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডরীক সমূহ রোপণ করিব।" আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ঐ সকল পুস্করিণীতে বর্ষস্থায়ী সর্ব্বজন-দুর্লভ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ এবং পুণ্ডরীক রোপণ করিলেন।'

'তদনন্তব, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন এইরূপ চিন্তা কবিলেন ঃ "আমি এই সকল পুস্কবিণীব তীবে স্নাপক পুরুষ নিযুক্ত কবিলেন, তাহাবা আগতাগত জনগণকে স্নান কবাইবে।'

'তৎপবে, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন চিন্তা কবিলেন ঃ "আমি এই সকল পুস্করিণীব তীবে দানের প্রতিষ্ঠা কবিব—অন্নার্থীকে অন্ন, পানার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শযনার্থীকে শয়ন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিবণ্যার্থীকে হিবণ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানেব নিমিত্ত।" আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন সেই সকল পুস্কবিণীব তীবে দানেব প্রতিষ্ঠা কবিলেন—অন্নার্থীকে অন্ন, পনার্থীকে পান, বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র, যানার্থীকে যান, শযনার্থীকে শযন, স্ত্রী-অর্থীকে স্ত্রী, হিবণ্যার্থীকে হিবণ্য, সুবর্ণার্থীকে সুবর্ণ দানেব নিমিত্ত।'

২৪। 'আনন্দ, তখন ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ প্রভূত ধন সম্পত্তি সহ রাজা মহাসুদর্শনেব নিকট উপস্থিত হইযা তাঁহাকে কহিলেন ঃ 'দেব, এই সকল প্রভূত ধন সম্পত্তি আপনাবই জন্য আহৃত, আপনি ইহা গ্রহণ কবুন।"

"ক্ষান্ত হউন, আমাবও ন্যায সঙ্গত বলিবূপে সংগৃহীত প্রভূত ধন সম্পত্তি আছে। আপনাবা যাহা লাভ কবিযাছেন তাহা আপনাদেবই ভোগ্য হউক, আমাব নিকট হইতে আবও গ্রহণ কবুন।"

'তাঁহাবা বাজা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইযা এক প্রান্তে গমন করিযা চিন্তা কবিলেন ঃ "এই সকল ধন সম্পত্তি পুনবায় স্বগৃহে লইযা যাওযা আমাদেব উচিত নয। অতএব, আমবা বাজা মহাসুদর্শনেব নিমিত্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কবিব।"

'তাঁহারা বাজা মহাসুদর্শনেব নিকট গমন কবিযা কহিলেন ঃ "দেব আপনাব জন্য গৃহনির্ম্মাণ কবিব।"

'তখন, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন মৌন দ্বাবা সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন।'

২৫। 'অনন্তব, আনন্দ, দেববাজ ইন্দ্র স্বচিত্তে বাজা মহাসুদর্শনেব চিত্ত বিতর্ক জ্ঞাত হইযা দেবপুত্র বিশ্বকর্ম্মাকে কহিলেন ঃ "সৌম্য বিশ্বকর্ম্মা, বাজা মহাসুদর্শনেব নিমিত্ত ধর্ম্মপ্রাসাদ নামক বাসভবন নির্ম্মাণ কর।"

'আনন্দ, দেবপুত্র বিশ্বকর্ম্মা 'তথাস্তু' বলিযা দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দান পূর্ব্বক যেবূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবেন, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত কবেন, সেইবূপ ত্রাযস্ত্রিংশ দেবলোক হইতে অন্তর্হিত

হইয়া রাজা মহাসুদর্শনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। পরে, আনন্দ, তিনি রাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন ঃ "দেব, আপনার নিমিত্ত ধর্ম্ম নামক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিব।"

'আনন্দ, রাজা মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে দেবপুত্র বিশ্বকর্ম্মা রাজার নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রাসাদ নামক বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন।'

২৬। 'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দৈর্ঘ্যে যোজন পরিমাণ হইল, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তারে অর্দ্ধ যোজন পরিমাণ হইল।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদের ত্রিপুরুষোচ্চ ভিত্তি চতুর্ব্বর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত হইল—সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদুর্য্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদের চতুর্ব্বর্ণের চতুরশীতি সহস্র স্তম্ভ ছিল—সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদুর্য্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদ চতুর্ব্বর্ণ বিশিষ্ট আসনে সজ্জিত ছিল—সুবর্ণময় রজতময়, বৈদুর্য্যময় এবং স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদের চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক চতুর্ব্বিধ সোপান ছিল—সুবর্ণময়, রজতময়, বৈদুর্য্যময় এবং স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী ও উষ্ণীষ, রজতময় সোপানের রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ, বৈদুর্য্যময় সোপানের বৈদুর্য্যময় স্তম্ভ, স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ, স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ, বৈদুর্য্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদে চতুরশীতি সহস্র কূটাগার ছিল, উহারা চতুর্ব্বিধ—সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, বৈদুর্য্যময় এবং স্ফটিকময়। সুবর্ণময় কূটাগারে রজতময় পালঙ্ক স্থাপিত ছিল, রজতময় কূটাগারে সুবর্ণময় পালঙ্ক, বৈদুর্য্যময় কূটাগারে গজদন্ত নির্ম্মিত পালঙ্ক, স্ফটিকময় কূটাগারে সারময় পালঙ্ক স্থাপিত ছিল। সুবর্ণময় কূটাগারের দ্বারে রৌপ্যময় তাল বৃক্ষ ছিল, উহার রৌপ্যময় স্কন্ধ, সুবর্ণময় পত্র ও ফল; রজতময় কূটাগারের দ্বারে সুবর্ণময় তালবৃক্ষ, উহার সুবর্ণময় স্কন্ধ, রজতময় পত্র ও ফল, বৈদুর্য্যময় কূটাগারের দ্বারে স্ফটিকময় তালবৃক্ষ, উহার স্ফটিকময় স্কন্ধ, বৈদুর্য্যময় পত্র ও ফল, স্ফটিকময় কূটাগরের দ্বারে বৈদুর্য্যময় তালবৃক্ষ, উহার বৈদুর্য্যময় স্কন্ধ, স্ফটিকময় পত্র ও ফল।'

২৭। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন এইরূপ চিন্তা করিলেন ঃ "আমি বৃহত্তম কূটাগারের দ্বারে দিবাভাগে বিশ্রামের জন্য সর্ব্বসুবর্ণময় তালবন নির্ম্মাণ করিব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন বৃহত্তম কূটাগারের দ্বারে দিবা বিহারের নিমিত্ত সর্ব্বসুবর্ণময় তালবন নির্ম্মাণ করিলেন।'

২৮। 'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদ দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি সুবর্ণময়, একটি রজতময়; সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ, রজতময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল, রজতময় বেদিকার রজতময় স্তম্ভ, সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

২৯। 'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদ দুইটি কিঙ্কিণী জালে পরিবেষ্টিত ছিল, একটি জাল সুবর্ণময়, অপর রৌপ্যময়, সুবর্ণজালের রৌপ্যকিঙ্কিণী এবং রৌপ্যজালের সুবর্ণকিঙ্কিণী ছিল। আনন্দ, বাতালোড়িত ঐ কিঙ্কিণী জাল হইতে মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয়, মুগ্ধকর শব্দ নির্গত হইত। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্য্য তাল নিপুণগণ কর্ত্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই, আনন্দ, ঐ সকল কিঙ্কিণী জাল বাতালোড়িত হইলে উহা হইতে মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয়, মুগ্ধকর শব্দ নির্গত হইত। আনন্দ, ঐ সময়ে রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোম্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই কিঙ্কিণী জালের শব্দের সহিত নৃত্য করিত।'

৩০। 'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য হইল, উহা চক্ষু অন্ধকর হইল। আনন্দ, যেরূপ বর্ষার শেষ মাসে শারদ সময়ে নির্ম্মল মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে উদীয়মান আদিত্য দুর্নিরীক্ষ্য হয়, অন্ধকর হয়, এইরূপই, আনন্দ, ধর্ম্মপ্রাসাদ দুর্দ্দর্শ ও অন্ধকর হইল।'

৩১। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন ঃ "আমি ধর্ম্ম প্রাসাদের সম্মুখে ধর্ম্মনামক পুস্করিণী খনন করাইব।"

'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন ধর্ম্ম প্রাসাদের সম্মুখে ধর্ম্ম নামক পুস্করিণী খনন করাইলেন।

'আনন্দ, ধর্ম্ম পুস্করিণী পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে যোজন পরিমিত ছিল, উত্তর ও দক্ষিণে অর্দ্ধ যোজন বিস্তার সম্পন্ন ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম পুস্করিণী চতুর্ব্বিধ ইষ্টকের গ্রন্থন বিশিষ্ট ছিল, একপ্রকার সুবর্ণময়, একপ্রকার রৌপ্যময়, একপ্রকার বৈদুর্য্যময়, একপ্রকার স্ফটিকময়।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম পুস্করিণীর চতুর্দ্দিকে চতুর্বিংশতি সোপান ছিল, এক সুবর্ণময়, এক রৌপ্যময়, এক বৈদুর্য্যময়, এক স্ফটিকময়। সুবর্ণময় সোপানের সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং রৌপ্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল, রৌপ্যময় সোপানের রৌপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল, বৈদুর্য্যময় সোপানের বৈদুর্য্যময় স্তম্ভ এবং স্ফটিকময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল, স্ফটিকময় সোপানের স্ফটিকময় স্তম্ভ এবং বৈদুর্য্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

'আনন্দ, ধর্ম্ম পুস্করিণী দুইটি বেদিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি বেদিকা সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়। সুবর্ণময় বেদিকার সুবর্ণময় স্তম্ভ এবং রৌপ্যময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল; রৌপ্যময় বেদিকার রৌপ্যময় স্তম্ভ এবং সুবর্ণময় সূচী ও উষ্ণীষ ছিল।'

৩২। 'আনন্দ, ধর্ম্ম পুস্করিণী সাতটি তালপংক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, একটি সুবর্ণময়, একটি রৌপ্যময়, একটি বৈদুর্য্যময়, একটি স্ফটিকময়, একটি লোহিতকময়, একটি মরকতময়, একটি সর্ব্বরত্নময়। সুবর্ণময় তালের সুবর্ণময় স্কন্ধ এবং রৌপ্যময় পত্র ও ফল ছিল। রৌপ্যময় তালের রৌপ্যময় স্কন্ধ এবং সুবর্ণময় পত্র ও ফল, বৈদুর্য্যময় তালের বৈদুর্য্যময় স্কন্ধ এবং স্ফটিকময় পত্র ও ফল, স্ফটিকময় তালের স্ফটিকময় স্কন্ধ এবং বৈদুর্য্যময় পত্র ও ফল, লোহিতকময় তালের লোহিতকময় স্কন্ধ এবং মরকতময় পত্র ও ফল, মরকতময় তালের মরকতময় স্কন্ধ এবং লোহিতকময় পত্র ও ফল, সর্ব্বরত্নময় তালের সর্ব্বরত্নময় স্কন্ধ এবং সর্ব্বরত্নময় পত্র ও ফল ছিল। আনন্দ, বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর ছিল। আনন্দ, স্বরলয়যুক্ত পঞ্চাঙ্গিক তূর্য্য তাল-নিপুণগণ কর্ত্তৃক বাদিত হইলে উহার শব্দ যেরূপ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর হয়, সেইরূপই বাতকম্পিত ঐ সকল তালপংক্তির শব্দ মধুর, চিত্তরঞ্জক, কমনীয় এবং মুগ্ধকর ছিল। আনন্দ, ঐ সময় রাজধানী কুশাবতীর দ্যূতাসক্ত, পানোন্মত্ত, পানাসক্তগণ বাতকম্পিত সেই তালপংক্তির শব্দের সহিত নৃত্য করিত।'

৩৩। 'আনন্দ, ধর্ম্ম প্রাসাদের নির্ম্মাণকার্য্য এবং ধর্ম্ম পুস্করিণীর খনন কার্য্য সম্পন্ন হইলে রাজা মহাসুদর্শন ঐ সময়ের শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা সম্মানিত ছিলেন তাঁহাদের সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিয়া ধর্ম্ম প্রাসাদে আরোহণ করিলেন।'

। প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। 'অতঃপর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চিন্তা করিলেন: "আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ মহাপরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা কোন্ কর্ম্মের ফল, কোন্ কর্ম্মের বিপাক?"

'তখন, আনন্দ, রাজা সুদর্শনের মনে এই চিন্তার উদয় হইল: "আমি যে এক্ষণে এতাদৃশ পরাক্রমশালী ও মহানুভাব হইয়াছি, ইহা তিন কর্ম্মের ফল, তিন কর্ম্মের বিপাক,—দান, দম এবং সংযম।"

২। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগারে গমন পূর্ব্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার মুখ হইতে উদান নির্গত হইল: "কাম-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও, ব্যাপাদ-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও, বিহিংসা-বিতর্ক! নিবৃত্ত হও। কাম-বিতর্ক আর নয়! ব্যাপাদ-বিতর্ক আর নয়! বিহিংসা-বিতর্ক আর নয়!"

৩। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক সুবর্ণময় পালঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন এবং কাম ও অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার পূর্ব্বক তিনি কায়ে সুখ অনুভব করিলেন— যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন "উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী," এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের অন্তগমনে না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া উহাতে বিহার করিলেন।'

৪। 'অনন্তর, আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মহাব্যূহ কূটাগার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুবর্ণময় কূটাগারে প্রবেশপূর্ব্বক রজতময় পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া মৈত্রী সহগত চিত্তে একদিক, দুইদিক—এইরূপে যথাক্রমে চারিদিক

ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিলেন। তিনি ঊর্দ্ধ, অধঃ, সর্ব্বলোক সর্ব্বদিক নিরবচ্ছিন্ন মৈত্রীসহগত চিত্তের দ্বারা—বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয় অবৈর এবং অহিংসা দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করিলেন · করুণাসহগত চিত্তের দ্বারা ...মুদিতাসহগত চিত্তের দ্বারা..উপেক্ষাসহগত চিত্তের দ্বারা এক, দুই—. যথাক্রমে চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করিলেন।'

৫। 'আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শনের রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র নগর ছিল।'

'ধর্ম্ম প্রাসাদ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ ছিল।'

'মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র কূটাগার ছিল।'

'চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক ছিল—কদলীমৃগ প্রত্যাস্তরণসম্পন্ন গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট।'

'উপোসথ নাগরাজা প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র হস্তী ছিল—সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।'

'বলাহক অশ্বরাজপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র অশ্ব ছিল—সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।'

'বৈজয়ন্ত রথ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রথ ছিল—সিংহ চর্ম্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত, দ্বীপি চর্ম্ম পরিবৃত, পাণ্ডু-কম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত।'

'মণিরত্নপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র মণি ছিল।'

'সুভদ্রা দেবীপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী ছিল।'

'গৃহপতি রত্নপ্রমুখ চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি ছিল।'

'পরিনায়ক রত্নপ্রমুখ চতুরশীতি ক্ষুদ্র রাজা ছিল।'

'দুকূল বন্ধন এবং কংসভাণ্ড সহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু ছিল।'

'চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল নির্ম্মিত পরিধেয় বস্ত্র ছিল।'

'চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাক ছিল, উহাতে সায়ংকালে ও প্রাতে অন্ন পরিবেশিত হইত।'

৬। 'আনন্দ, ঐ সময় রাজা মহাসুদর্শনের চতুরশীতি সহস্র হস্তী সায়াহ্নে ও প্রাতে তাঁহার সেবায় আসিত। রাজা চিন্তা করিলেন: "এই

সকল চতুরশীতি সহস্র হস্তী সন্ধ্যায় ও প্রাতে আমার সেবায আগমন কবে। এখন হইতে প্রতি শত বৎসবের অবসানে দ্বি-চত্বাবিংশ সহস্র হস্তী এক একবাব আমাব সেবায আগমন কবুক।"

'অনন্তব, আনন্দ, রাজা পবিণাযক রত্নকে কহিলেনঃ "সৌম্য পবিণাযক বত্ন! এই সকল চতুবশীতি সহস্র হস্তী সাযাহ্নে ও প্রাতে আমাব সেবায আগমন কবে, এখন হইতে প্রতি শত বৎসরের অবসানে দ্বিচত্বাবিংশ সহস্র হস্তী এক একবাব আমাব সেবায় আগমন কবুক।"

'আনন্দ, পবিণাযক বত্ন "দেব, তথাস্তু" কহিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপব, আনন্দ, পববর্ত্তীকালে প্রতি শত বর্ষের অবসানে দ্বিচত্বাবিংশ সহস্র হস্তী এক এক একবাব মহাসুদর্শনেব সেবায় আসিতে লাগিল।'

৭। 'তদনন্তব, আনন্দ, বহু শত বহু সহস্র, বহু শত সহস্র বৎসবেব অবসানে সুভদ্রা দেবীব মনে এইরূপ চিন্তাব উদয় হইলঃ "আমি বহুদিন বাজা মহাসুদর্শনেব দর্শন লাভ কবি নাই, অতএব আমি তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গমন কবিব।"

'তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী অন্তপুবচাবিনীগণকে কহিলেনঃ "তোমরা স্নান কবিয়া পীতবস্ত্র পরিধান কব, আমি বহুকাল বাজা মহাসুদর্শনকে দেখি নাই, আমবা বাজা মহাসুদর্শনেব দর্শনার্থে গমন কবিব।"

"আর্য্যে, তথাস্তু" বলিয়া অন্তঃপুরনাবীগণ সুভদ্রা দেবীব নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া স্নান সমাপনান্তে পীতবস্ত্র পবিধান পূর্ব্বক সুভদ্রা দেবীর নিকট গমন কবিল।'

'তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী পবিণায়ক রত্নকে কহিলেনঃ "সৌম্য পবিণাযক বত্ন! চতুবঙ্গিনী সেনা সজ্জিত কব। আমবা বাজা মহাসুদর্শনকে বহু দিন দেখি নাই, তাঁহাকে দেখিবাব জন্য গমন কবিব।"

'আনন্দ, "দেবি, তথাস্তু" বলিযা পবিণায়ক রত্ন সুভদ্রা দেবীব নিকট প্রতিশ্রুত হইযা চতুবঙ্গিনী সেনা সজ্জিত কবিযা সুভদ্রা দেবীব নিকট সংবাদ প্রেবণ কবিলেনঃ "দেবি, চতুবঙ্গিনী সেনা প্রস্তুত, এখন দেবীব ইচ্ছা।"

৮। 'তখন, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী চতুবঙ্গিনী সেনা সহ পুবনাবীগণেব সহিত ধর্ম্ম প্রাসাদে গমন কবিলেন, এবং প্রাসাদে আবোহণ পূর্ব্বক মহাব্যূহ কূটাগাবে গমন কবিযা উহার দ্বাববাহু অবলম্বন কবিযা দণ্ডাযমান হইলেন।'

'অনন্তব, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন চিন্তা কবিলেন ঃ "বৃহৎ জনতাব শব্দ, ইহাব অর্থ কি ?" তৎপবে তিনি মহাব্যূহ কূটাগাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা সুভদ্রা দেবীকে দ্বাববাহু অবলম্বন কবিযা দণ্ডাযমান দেখিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন ঃ "দেবি, এই স্থানেই অবস্থান কব, প্রবেশ কবিও না।"

৯। 'অতঃপব, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন জনৈক কর্ম্মচাবীকে কহিলেন ঃ "তুমি মহাব্যূহ কূটাগাব হইতে সুবর্ণময পালঙ্ক বাহিব কবিযা সর্ব্বসুবর্ণময তালবনে স্থাপন কব।"

'আনন্দ, কর্ম্মচাবী 'দেব, তথাস্তু বলিযা প্রতিশ্রুতি দান পূর্ব্বক মহাব্যূহ কূটাগাব হইতে সুবর্ণময পালঙ্ক বহিষ্কৃত কবিযা সর্ব্বসুবর্ণময তালবনে স্থাপন কবিলেন।'

'তৎপবে, আনন্দ, বাজা মহাসুদর্শন পাদোপবি পাদ স্থাপন পূর্ব্বক স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা দক্ষিণ পার্শ্ব আশ্রয কবিযা সিংহ-শয্যায শযন কবিলেন।'

১০। আনন্দ, তখন সুভদ্রা দেবী চিন্তা কবিলেন ঃ "বাজা মহা-সুদর্শনেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি শান্ত। ছবিবর্ণ পবিশুদ্ধ ও পর্য্যবদাত। বাজা মহাসুদর্শনেব যেন মৃত্যু না হয।"

'তিনি রাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন ঃ "দেব, বাজধানী কুশাবতী প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র নগব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

"ধর্ম্মপ্রাসাদ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি প্রাসাদ, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।''

"মহাব্যূহ কূধাগাব প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র কূটাগাব উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।

"আপনাব চতুবশীতি সহস্র পালঙ্ক—সুবর্ণময, বৌপ্যময, দন্তময, সাবময, কদলীমৃগ প্রত্যস্তবণ সম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত, এবং উভয পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট। দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।

"উপোসথ নাগবাজ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র হস্তী—সুবর্ণা-লঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত ; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।'

"দেব, বলাহক অশ্ববাজ প্রমুখ আপনাব চতুরশীতি, সহস্র অশ্ব—সুবর্ণালঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত ; দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।'

"বৈজযন্ত বথ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র বথ—সিংহচর্ম্মপবিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম্মপবিবৃত, দ্বীপিচর্ম্মপবিবৃত, পাণ্ডু-কম্বলপবিবৃত, সুবর্ণালঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত, দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।'

"মণিবত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র মণি, দেব, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

"স্ত্রীবত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র স্ত্রী, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

"গৃহপতিবত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র গৃহপতি ; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

"পবিণায়করত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা, উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

"দেব, আপনাব দুকুল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ড সহ চতুবশীতি সহস্র ধেনু ; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন করুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

"দেব, আপনার চতুবশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয এবং কম্বল নির্ম্মিত পবিধেয বস্ত্র ; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহাব পবিবেশনেব জন্য আপনাব চতুবশীতি সহস্র স্থালিপাক ; উহাতে প্রবৃত্তি উৎপাদন কবুন, জীবনেব কামনা কবুন।"

১১। 'আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে বাজা মহাসুদর্শন-সুভদ্রা দেবীকে কহিলেন : "দেবি, তুমি দীর্ঘকাল আমাব সহিত ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ আচবণ কবিযাছ, অথচ আমাব অন্তিম কালে তুমি যে আচবণ কবিতেছ তাহা অনিষ্ট, অ-কান্ত, অমনোজ্ঞ।"

"দেব, তবে আমি কিরূপ আচরণ কবিব ?"

"দেবি, তুমি বল : দেব! যাহা কিছু আমাদের প্রিয ও মনোজ্ঞ তৎসমুদয় হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, তাহাদিগকে ত্যাগ কবিতে

হইবে। দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইযা প্রাণত্যাগ কবিবেন না। কামনাযুক্ত মৃত্যু দুঃখময, কামনাযুক্ত হইযা যে প্রাণত্যাগ কবে সে নিন্দিত হয।'

"দেব, কুশাবতী বাজধানী প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র নগব, ইহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, ধর্ম্মপ্রাসাদ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র প্রাসাদ, ইহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, মহাব্যূহ কূটাগাব প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র কূটাগাব; ইহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, আপনাব চতুবশীতি সহস্র পালঙ্ক—সুবর্ণময, বৌপ্যময, দন্তময, সাবময, কদলীমৃগপ্রত্যাস্তবণ সম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ-শোভিত এবং উভয পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট। দেব, ইহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, উপোসথ নাগবাজ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র হস্তী—সুবর্ণালঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, বলাহক অশ্ববাজ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র অশ্ব—সুবর্ণালঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত; দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, বৈজযন্ত বথ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র বথ—সিংহচর্ম্ম পবিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পবিবৃত, দ্বীপিচর্ম্ম পবিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পবিবৃত, সুবর্ণালঙ্কাব শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত, দেব, উহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, মণিবত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র মণি; উহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, সুভদ্রাদেবী প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র স্ত্রী, ইহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনের কামনা কবিবেন না।"

"দেব, গৃহপতি-বত্ন প্রমুখ আপনার চতুবশীতি সহস্র গৃহপতি; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনের কামনা কবিবেন না।"

"দেব, পবিণাযক-বত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র ক্ষুদ্র বাজা; ইহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

"দেব, দুকূল-বন্ধন এবং কংসভাণ্ডসহ আপনার চতুরশীতি সহস্র ধেনু; উহাতে কামনা ত্যাগ করুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।'

"দেব আপনাব চতুবশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয় এবং কম্বল-নির্ম্মিত পবিধেয় বস্ত্র; উহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।'

"দেব, সাযংকালে ও প্রাতে আহাব পবিবেশনেব জন্য আপনার চতুব-শীতি সহস্র স্থালিপাক; উহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনেব কামনা কবিবেন না।"

১২। 'আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে সুভদ্রা দেবী বোদন ও অশ্রুমোচন কবিলেন। অতঃপব, আনন্দ, সুভদ্রা দেবী অশ্রু মুছিয়া বাজা মহাসুদর্শনকে কহিলেন: 'সর্ব্ববিধ প্রিয ও মনোজ্ঞ হইতে বিভিন্নতা, বিচ্ছেদ ও পার্থক্য হয। দেব, আপনি কামনাযুক্ত হইযা দেহত্যাগ কবিবেন না। কামনাযুক্ত মৃত্যু দুঃখময়, কামনাযুক্ত হইযা যে প্রাণত্যাগ কবে সে নিন্দিত হয।'

"দেব, কুশাবতী বাজধানী প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র নগব…

"দেব, ধর্ম্মপ্রাসাদ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র প্রসাদ…

"দেব, মহাব্যূহ কূটাগাব প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র কূটাগাব…

"দেব, আপনাব চতুবশীতি সহস্র পালঙ্ক…

"দেব, উপোসথ নাগবাজ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র হস্তী…

"দেব, বলাহক অশ্বরাজ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র অশ্ব…

"দেব, বৈজয়ন্ত বথ প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র বথ…

"দেব, মণিবত্ন প্রমুখ আপনার চতুবশীতি সহস্র মণি…

"দেব, সুভদ্রা দেবী প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র স্ত্রী…

"দেব, গৃহপতি রত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র গৃহপতি…

"দেব, পবিণাযক-বত্ন প্রমুখ আপনাব চতুবশীতি সহস্র ক্ষুদ্র বাজা…

"দেব, দুকূল এবং কংসভাণ্ড সহ আপনাব চতুবশীতি সহস্র ধেনু…

"দেব, আপনাব চতুবশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম,…

"দেব, সায়ংকালে ও প্রাতে আহাব পরিবেশনেব জন্য আপনাব চতুব-শীতি সহস্র স্থালিপাক; উহাতে কামনা ত্যাগ কবুন, জীবনের কামনা কারবেন না।"

১৩। 'আনন্দ, তৎপবে বাজা মহাসুদর্শন অনতিবিলম্বে প্রাণত্যাগ

করিলেন। আনন্দ, যেরূপ উত্তম আহারান্তে গৃহপতি অথবা গৃহপতি-পুত্র তন্দ্রাভিভূত হইয়া থাকেন, রাজা মহাসুদর্শনের অন্তিমকালের বেদনাও সেই-রূপ হইয়াছিল। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন মৃত্যুর পর সুখময় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইলেন। আনন্দ, রাজা মহাসুদর্শন চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজকুমারের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর ঔপরাজ্য করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, চতুরশীতি সহস্র বৎসর গৃহী হইয়া ধর্মপ্রাসাদে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি চারি ব্রহ্মবিহারের ভাবনা করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।'

১৪। 'আনন্দ, তোমার মনে হইতে পারে, "অপর কেহ ঐ সময়ে রাজা মহাসুদর্শন ছিলেন, কিন্তু, আনন্দ, তাহা নয়। আমি ঐ সময়ে রাজা মহাসুদর্শন ছিলাম।'

'রাজধানী কুশাবতী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র নগর আমারই ছিল ;

'ধর্মপ্রাসাদ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদ আমারই ছিল ,

'মহাব্যূহ কূটাগার প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র কূটাগার আমারই ছিল ;

'ঐ সকল চতুরশীতি সহস্র পালঙ্ক—সুবর্ণময়, রৌপ্যময়, দন্তময়, সারময়, কদলীমৃগ-প্রত্যাস্তরণসম্পন্ন, গোণক এবং পটলিকাস্তৃত, চন্দ্রাতপ শোভিত, এবং উভয় পার্শ্বে লোহিত উপাধান বিশিষ্ট—আমারই ছিল।'

'উপোসথ নামক নাগরাজ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র হস্তী—সুবর্ণালঙ্কারে শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত—আমারই ছিল ,

'বলাহক নামক অশ্বরাজ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র অশ্ব—সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত—আমারই ছিল ,

'বৈজয়ন্ত নামক রথ প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রথ—সিংহচর্ম পরিবৃত, ব্যাঘ্রচর্ম পরিবৃত, দ্বীপি-চর্ম পরিবৃত, পাণ্ডুকম্বল পরিবৃত, সুবর্ণালঙ্কার শোভিত, সুবর্ণধ্বজ, হেমজালাচ্ছাদিত—আমারই ছিল ;

'মণিরত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র রত্ন আমারই ছিল ,

'সুভদ্রা দেবী প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র স্ত্রী আমারই ছিল ,

'গৃহপতি-রত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র গৃহপতি আমারই ছিল ;

'পরিণায়ক রত্ন প্রমুখ চতুরশীতি সহস্র ক্ষুদ্র রাজা আমারই ছিল ;

'দুকুল-বন্ধন ও কংসভাণ্ডসহ চতুরশীতি সহস্র ধেনু আমারই ছিল ;

'চতুরশীতি সহস্র কোটি সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌশেয এবং কম্বল নির্ম্মিত পরিধেয় বস্ত্র—আমারই ছিল,

'সায়ংকালে ও প্রাতে আহার পরিবেশনের জন্য চতুরশীতি সহস্র স্থালি-পাক—আমারই ছিল,

১৫। 'আনন্দ, ঐ সকল চতুরশীতি সহস্র নগরের মধ্যে একটি ছিল যেখানে আমি বাস করিতাম, উহা রাজধানী কুশাবতী।'

'চতুরশীতি সহস্র প্রাসাদের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস করিতাম, উহা ধর্ম্ম প্রাসাদ।'

'চতুরশীতি সহস্র কূটাগারের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি বাস করিতাম, উহা মহাব্যূহ কূটাগার।'

'চতুরশীতি সহস্র পালঙ্কের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি উপবেশন করিতাম, উহা সুবর্ণময়, রজতময়, দন্তময় অথবা সারময়।

'চতুরশীতি সহস্র নাগের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা উপোসথ নাগরাজ।'

'চতুরশীতি সহস্র অশ্বের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা বলাহক অশ্বরাজ।'

'চতুরশীতি সহস্র রথের মধ্যে একটি ছিল যাহাতে আমি আরোহণ করিতাম, উহা বৈজয়ন্ত-রথ।'

'চতুরশীতি-সহস্র স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিল যে ঐ সময় আমার সেবায় রত থাকিত—ক্ষাত্রিয়ানী অথবা বেলামিকানী।'

'ঐ সকল চতুরশীতি সহস্র কোটি বস্ত্রের মধ্যে একটি ছিল—সূক্ষ্ম ক্ষৌম, কার্পাস, কৌষেয় অথবা কম্বল- নির্ম্মিত—যাহা আমি পরিধান করিতাম।'

'চতুরশীতি সহস্র স্থালিপাকের মধ্যে একটি ছিল যাহা হইতে আমি নালি-পরিমিত উৎকৃষ্ট অন্ন অনুরূপ ব্যঞ্জনসহ গ্রহণ করিতাম।'

১৬। 'আনন্দ, দেখ, ঐ সকল বস্তু, অতীত, নিরুদ্ধ, বিপরিণত। এই-রূপই, আনন্দ, সর্ব্বসংস্কার অনিত্য, এতই, আনন্দ, সর্ব্বসংস্কার অধ্রুব, এতই, আনন্দ, সর্ব্বসংস্কার অবিশ্বাস্য। অতএব, আনন্দ, সর্ব্বসংস্কারে বিরাগোৎপাদনই উচিত, উহা হইতে বিরক্ত ও বিমুক্ত হওয়াই উচিত।'

১৭। 'আনন্দ, আমি স্মরণ করিতেছি যে, এইস্থানে আমি ছয়বার দেহ

নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। যখন আমি এই স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ রাজচক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, জনপদের নিরাপত্তা প্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত বাস করিয়াছিলাম, সেই সময়েই আমার সপ্তম দেহ নিক্ষেপ হইয়াছিল। আনন্দ, দেবলোক সহ পৃথিবীতে, মার লোকে, ব্রহ্মলোকে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যের মধ্যে আমি এমন কোন স্থানই দেখিতেছি না যেখানে আমি অষ্টমবার দেহ নিক্ষেপ করিব।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন ঃ

সংস্কার সমূহ অনিত্য, তাহারা উৎপত্তি
ও ধ্বংসশীল, উৎপন্ন হইয়া তাহারা
নিরুদ্ধ হয়, তাহাদের উপশমই সুখ।,

। মহাসুদর্শন সুত্রান্ত সমাপ্ত।

১৮। জনবসভ সূত্রান্ত

আমি এরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান নাদিকে ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় ভগবান চতুর্দ্দিকস্থ জনপদসমূহে—কাশী ও কোশলে, বজ্জী ও মল্লে, চেতি ও বংসে, কুরু ও পঞ্চালে, মৎস্য ও সূরসেনে—বুদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা মৃত তাঁহাদের পুনরুৎপত্তি সম্বন্ধে উক্তি করিতেন ঃ "অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন, অমুক অমুক স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। নাদিকের পঞ্চাশাধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক হইয়াছেন, ঐ অবস্থাতেই তাঁহারা পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুতি নাই। নাদিকের নবতির অধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের অবসানে সকৃদাগামী হইয়াছেন, তাঁহারা আর একবার মাত্র এই জগতে আসিয়া দুঃখের অন্ত করিবেন। নাদিকের পঞ্চশতাধিক বুদ্ধভক্ত পরলোকগতগণ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদের চ্যুত নাই, এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি।"

২। নাদিকের বুদ্ধ ভক্তগণ উহা শুনিল এবং ভগবান তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহের সমাধান করিলে তাহারা হৃষ্ট, প্রমুদিত প্রীতি ও সৌমনস্যজাত হইল।

৩। ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আয়ুষ্মান আনন্দের কর্ণগোচর হইল।

৪। তখন তিনি চিন্তা করিলেন ঃ 'মগধেরও বহু অভিজ্ঞ বুদ্ধভক্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন, লোকে মনে করিতে পারে অঙ্গ ও মগধ পরলোকগত বুদ্ধভক্ত শূন্য। তাঁহারাও বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবান ছিল, পরিপূর্ণ শীলাচার সম্পন্ন ছিল। ভগবান তাহাদের সম্বন্ধে কিছুই ব্যক্ত করেন নাই, তাহাদের সম্বন্ধেও ভগবানের ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয়, উহাতে বহুজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, মগধরাজ সেনিয় বিম্বিসার ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের, নগর ও জনপদবাসীগণের হিতসাধক ছিলেন। জনসাধারণও ঘোষণা করিতেছে, "সেই ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ আমাদিগের এত সুখের বিধান করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন! সেই ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজের রাজ্যে

আমবা কত সুখে বাস কবিযাছি।” তিনিও বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবান ছিলেন, পবিপূর্ণ শীলাচাব সম্পন্ন ছিলেন। জনগণ ইহাও ঘোষণা কবিযাছে ঃ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মগধবাজ সেনিয বিম্বিসাব ভগবানেব যশ কীর্ত্তন কবিতে কবিতে দেহত্যাগ কবিযাছেন।” তাঁহাব মৃত্যুব পবেও ভগবান তাঁহাব সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ কবেন নাই, তাঁহাব সম্বন্ধেও ভগবানেব ঘোষণা অতীব বাঞ্ছনীয, উহাতে বহু জন শ্রদ্ধালাভ পূর্ব্বক সুগতি প্রাপ্ত হইবে। পুনশ্চ, ভগবান মগধে সম্বোধি প্রাপ্ত হইযাছেন। যখন মগধে ভগবানেব সম্বোধি লাভ হইযাছে, তখন কি নিমিত্ত ভগবান সেই স্থানেব মৃত বুদ্ধভক্তগণেব সম্বন্ধে কোন ঘোষণা কবিবেন না? উহাতে মগধেব বুদ্ধভক্তগণ হৃদযে আঘাত পাইবেন। সে ক্ষেত্রে কেন ভগবান কোন ঘোষণা কবিবেন না?’

৫। ৬। আযুষ্মান আনন্দ একাকী নির্জ্জনে মগধেব বুদ্ধ ভক্তগণেব সম্বন্ধে এইবূপ চিন্তা কবিযা প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভগবানেব নিকট গমন কবিযা তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপবে তিনি যাহা শ্রবণ কবিযাছিলেন এবং যাহা চিন্তা কবিযাছিলেন, তৎসমস্তই ভগবানেব নিকট বিবৃত কবিলেন। বিবৃতি সমাপনান্তে তিনি আসন হইতে উত্থান এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ কবিযা প্রস্থান কবিলেন।

৭। অনন্তব ভগবান আযুষ্মান আনন্দেব প্রস্থানেব অল্পকাল পবে পূর্ব্বাহ্নে পবিচ্ছদ পবিহিত হইযা পাত্র ও চীববসহ নাদিকে ভিক্ষার্থ প্রবেশ কবিলেন? ঐ স্থানে ভ্রমণান্তে আহাব সমাপ্ত করিযা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন কবিযা ইষ্টকাবাসে প্রবেশ কবিলেন। তৎপবে তিনি মগধেব বুদ্ধ-ভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুন চিন্তা কবিযা এবং তদুপবি একাগ্রচিত্ত হইযা স্থাপিত আসনে উপবেশন কবিলেন। “তাহাদেব ভবিষ্যত, মবণান্তে তাহাদেব গতি ও নিযতি নির্ণয কবিব,” তিনি এইবূপ সংকল্প কবিলেন। ভগবান মগধেব বুদ্ধভক্তগণেব ভবিষ্যত, মবণান্তে তাহাদেব গতি ও নিযতি দর্শন কবিলেন। তৎপবে ভগবান সাযাহ্ন সমযে ধ্যান সমাপনান্তে ইষ্টকাবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা বিহাব ছাযায স্থাপিত আসনে উপবেশন কবিলেন।

৮। অতঃপব আনন্দ ভগবানেব নিকট গমন কবিলেন এবং তাঁহাকে অভি-বাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। তৎপবে তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ ‘ভগবান শান্তবূপে প্রতীযমান হইতেছেন, ইন্দ্রিয সমূহেব প্রসন্নতা হেতু

ভগবানেব মুখবর্ণ দীপ্ত। নিঃসন্দেহ অদ্য ভগবান শান্তিতে বিরাজ কবিযাছেন।'

৯। 'আনন্দ, যখন তুমি আমাব সম্মুখীন হইযা মগধেব বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে কহিযা প্রস্থান করিলে, তখনই আমি নাদিকে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কবিযা আহাবান্তে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন কবিযা ইষ্টাকাবাসে প্রবেশ কবিলাম। পবে মগধেব বুদ্ধ ভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা কবিযা এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইযা আসন গ্রহণান্তে সংকল্প কবিলামঃ "তাহাদেব ভবিষ্যত, মবণান্তে তাহাদের গতি ও নিযতি নির্ণয কবিব।" আনন্দ, আমি মগধেব বুদ্ধভক্তগণেব ভবিষ্যত, মবণান্তে তাহাদেব গতি ও নিযতি দর্শন করিলাম। আনন্দ, তখন এক অদৃশ্য দেবতাব ঘোষণা শ্রবণ কবিলামঃ "ভগবন! আমি জনবসভ, সুগত। আমি জনবসভ।" আনন্দ, জনবসভ নামধেয কাহাবও কথা তুমি ইতিপূর্ব্বে শুনিযাছ কি?'

'দেব, জনবসভ নামক কাহাবও কথা আমি ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই। অধিকন্তু "জনবসভ" নাম শ্রবণে আমাব বোমাঞ্চ হইতেছে। আমার মনে হয যাহাব নাম জনবসভ সে কখনও নিম্ন শ্রেণীব দেবতা হইবে না।'

১০। 'আনন্দ, ঐ ঘোষণাব পব কান্তিময বর্ণবিশিষ্ট সেই যক্ষ আমাব সম্মুখে আবির্ভূত হইল। তখন সে দ্বিতীযবাব ঘোষণা কবিলঃ "ভগবান! আমি বিম্বিসাব, সুগত। আমি বিম্বিসার। দেব, মহাবাজ বৈশ্রবণেব সহিত ইহাই আমাব সপ্তম মিলন। মনুষ্য লোকে বাজাবূপে চ্যুত হইবাব পব আমি দেবলোকে রাজাবূপ জন্মিযাছি।

এইস্থান হইতে সাত এবং ঐস্থান হইতে সাত,
এই চতুর্দ্দশ পূর্ব্বজন্ম আমি স্মরণ কবিতে পাবি।

"দেব, দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমাব নিযতি এবং ঐ নিযতি দীর্ঘকাল আমাব জ্ঞাত, আমি সকৃদাগামী হইবাব আশা পোষণ কবিতেছি।"

'আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, আযুষ্মান জনবসভ যক্ষের এই উক্তি। "দেব, দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমাব নিযতি এবং ঐ নিযতি দীর্ঘকাল আমাব জ্ঞাত" তিনি ইহাও বলিযাছেন এবং আবও বলিযাছেন, "আমি সকৃদাগামী হইবাব আশা পোষণ কবিতেছি।" আযুষ্মান জনবসভ যক্ষ কিবূপে জানিলেন যে তিনি এই মহান্ প্রতিষ্ঠা লাভ কবিযাছেন?'

১১। "হে ভগবান! হে সুগত! একমাত্র আপনাবই শাসনের আনুকুল্যে

দেব, যে মুহূর্ত্তে আমি ভগবানে একাগ্রচিত্ত এবং অচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলাম, সেই সময় হইতেই আমি জানিয়াছিলাম দুর্গতিমুক্ত অস্তিত্ব আমার নিয়তি এবং দীর্ঘকাল ঐ নিয়তি আমার জ্ঞাত ছিল, এক্ষণে আমি সকৃদাগামী হইবার আশা পোষণ করিতেছি। দেব এক্ষণে মহারাজ বৈশ্রবণ কর্ত্তৃক কোন কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ বিরূঢ়কের নিকট প্রেরিত হইয়াছি, পথিমধ্যে দেখিলাম ভগবান ইষ্টকাবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক মগধের বুদ্ধভক্তগণ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তায় ব্যাপৃত এবং তদুপরি একাগ্রচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট ঃ তাহাদের ভবিষ্যত, মরণান্তে তাহাদের গতি ও নিয়তি নির্ণয় করিব।" দেব, আশ্চর্য্য নয়, যখন মহারাজা বৈশ্রবণ তাঁহার সভাকে সম্বোধন করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং মহারাজের মুখ হইতে আমি শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি "ঐ সকল ভক্তগণের মরণান্তে কি গতি এবং কি নিয়তি।" তখন আমি চিন্তা করিলাম, 'ভগবানকেও দর্শন করিব এবং এই বিষয়ও ভগবানের নিকট নিবেদন করিব।' দেব, ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত আমার আসিবার এই দুই কারণ।

১২। দেব, পূর্ব্বে, বহু পূর্ব্বে বর্ষবাসের প্রারম্ভে উপোসথ দিবসে পূর্ণিমার রাত্রিতে সর্ব্ব ত্রায়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্ম্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের বৃহৎদিব্য পরিষদ্ চারি মহারাজ সহ চতুর্দ্দিকে সমাসীন ছিল। পূর্ব্বদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূঢ়ক উত্তরাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। পশ্চিমদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূপাক্ষ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। উত্তরদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বৈশ্রবণ দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দেব, যখন সর্ব্ব ত্রায়স্ত্রিংশ দেবতা সুধর্ম্মা সভায় একত্রিত হইয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য পরিষদ চারি মহারাজ সহ চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইত, তখন তাঁহাদের আসন গ্রহণ করিবার বিধি এইরূপই ছিল। পশ্চাতে আমাদের আসন হইত। দেব, যে সকল দেবতা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সম্প্রতি ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা বর্ণে ও যশে অপরাপর দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। দেব, উহাতে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে" কহিয়া হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্য-যুক্ত হইলেন।

১৩। দেব, তখন দেবরাজ ইন্দ্র ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে প্রসন্ন দেখিয়া এই সকল গাথায় স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন ঃ

ইন্দ্র সহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত এবং ধর্ম্মের
সুধর্ম্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত হইয়াছেন।
সুগত শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া এই স্থানে
উৎপন্ন সৌন্দর্য্যশালী যশস্বী নূতন দেবগণ বর্ণ,
আয়ু ও যশে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন,
তাঁহারা ভূরিপ্রজ্ঞের শ্রাবক এবং প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত ;
ইহা দেখিয়া ইন্দ্রসহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ তথাগত
এবং ধর্ম্মের সুধর্ম্মতার পূজারত হইয়া প্রমুদিত
হইয়াছেন।

দেব, উহাতে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ অধিকতর হৃষ্ট, প্রমুদিত, প্রীতিসৌমনস্য-যুক্ত হইলেন ঃ "দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।"

১৪। অতঃপর দেব যে অর্থে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ সুধর্ম্মা সভায় উপবিষ্ট এবং একত্রিত হইয়াছিলেন, ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা চারি মহারাজকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অনুশাসন প্রদান করিলেন, চারি মহারাজ তখন স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান ছিলেন।

আমন্ত্রিত রাজগণ অনুশাসন গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রসন্নচিত্তে
স্ব স্ব আসনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

১৫। অনন্তর, দেব, দেবগণের দেবানুভাব অতিক্রমকারী বিপুল আলোক উত্তর দিক হইতে উত্থিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিল। অতঃপর, দেব, দেবরাজ শক্র ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ "হে দেবগণ! যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উত্থিত হইয়া দীপ্তিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে, আলোকের উৎপত্তি, দীপ্তির প্রাদুর্ভাব—এই সকল ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্ব্ব নিমিত্ত।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মার আবির্ভাব হইবে ;
বিপুল মহান দীপ্তি—ইহা ব্রহ্মার আবির্ভাবের পূর্ব্বলক্ষণ।

১৬। দেব, তখন ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ "এই দীপ্তির পরিণতি অবধারণ এবং দর্শন করিয়া গমন করিব" এইরূপ স্থির করিয়া আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন।

চারি মহারাজও উক্ত প্রকার সংকল্প করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহা শুনিয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলে একত্রে মনঃস্থ করিলেন ঃ এই দীপ্তির পরিণতি অবধারণ ও দর্শন করিয়া গমন করিব।"

১৭। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন তখন তিনি স্থূলদেহে আত্মপ্রকাশ করেন। দেব, যাহা ব্রহ্মার প্রকৃত রূপ তাহা ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের দর্শনের বহির্ভূত। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বর্ণ ও যশে অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রম করেন। দেব, যেরূপ সুবর্ণবিগ্রহ মনুষ্যবিগ্রহকে প্রভায় পরাজিত করে, সেইরূপ যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে প্রকাশিত হন, তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। দেব, যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভার কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করে না, আসন হইতে উত্থানও করে না, আসন গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণও করে না। সকলেই নীরবে কৃতাঞ্জলিপুটে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, 'ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যে কোন দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করিবেন।' দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার যে দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন দেব, নবাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেরূপ বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন, সেইরূপ যে দেবতার পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

১৮। দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল আত্মভাব নির্মাণ করিয়া কুমার পঞ্চশিখের ন্যায় হইয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। তিনি শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন। দেব, যেরূপ বলবান পুরুষ উত্তম প্রত্যাস্তরণাচ্ছাদিত পালঙ্কে অথবা সমতল ভূমি-ভাগে উপবেশন করে, সেইরূপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন পূর্বক ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া এই সকল গাথা দ্বারা স্বকীয় অনুমোদন প্রকাশ করিলেন ঃ

'ইন্দ্রসহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ······প্লাবিত হইয়া প্রমুদিত হইযাছেন।' [উপরে ১৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

১৯। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। দেব, এইরূপ ভাষণকালে ব্রহ্মা সনৎকুমারের স্বর অষ্টাঙ্গসমন্বিত হইয়াছিল,—সুস্পষ্ট, সুবোধ্য, সুমিষ্ট, শ্রবণীয়, অব্যাহত, অবিক্ষিপ্ত, গম্ভীর, এবং প্রতিধ্বননক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্বরে দেবসভাকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার নির্ঘোষ পরিষদের বাহিরে গমন করে নাই। দেব, যাঁহার স্বর এইরূপ অষ্টাঙ্গসমন্বিত হয় তিনি ব্রহ্মস্বর কথিত হন।

২০। তৎপরে, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার তেত্রিশটি আত্মভাব নির্ম্মাণ করিয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের প্রত্যেকের পালঙ্কে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিয়া দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ! আপনাদের অভিমত কি? ভগবান জগতের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দেব-মনুষ্যের অর্থ, হিত ও সুখের নিমিত্ত, বহু জনের হিত ও সুখ সাধনার্থ সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত। যাঁহারাই বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত হইয়া শীলপালনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেহের ধ্বংসে মরণান্তে কেহ কেহ পরনির্ম্মিত-বশবর্তী দেবলোকে উৎপন্ন হইযাছেন, কেহ কেহ নির্ম্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইযাছেন, কেহ কেহ তুষিত দেবলোকে··· ··কেহ কেহ যাম দেবলোকে·· ···কেহ কেহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে··· কেহ কেহ· ···চাতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইযাছেন। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা হীনদেহ প্রাপ্ত হইযাছেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।'

২১। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলে দেবগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, 'যিনি আমার পালঙ্কে উপবিষ্ট তিনিই কহিয়াছেন।'

একজন কথা কহিলে সর্ব্বমূর্ত্তিই ঐরূপ করিলেন,
একজন মৌন রহিলে সকলেই ঐরূপ রহিলেন।
ইন্দ্রসহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ মনে করিলেন 'যিনি আমার
পালঙ্কে, মাত্র তিনিই কহিতেছেন।'

২২। দেব, তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার একপ্রান্তে আগমন পূর্ব্বক

দেবরাজ শক্রের পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ! আপনারা কি মনে করেন? ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধির বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে চারি ঋদ্ধি-পাদ কতই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। চারি ঋদ্ধি-পাদ কি কি? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধি-পাদের ভাবনা করেন, বীর্য্য-সমাধি......চিত্ত-সমাধি মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধি-পাদের ভাবনা করেন। ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঋদ্ধির বৃদ্ধি, উৎকর্ষ এবং অনুশীলনের উদ্দেশ্যে এই চারি পাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অতীত কালে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই চারি ঋদ্ধি-পাদের বিকাশ এবং অনুশীলন হেতুই উহা লাভ করিয়াছেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ভবিষ্যতে বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারাও এই চারি ঋদ্ধি-পাদের বিকাশ সাধন এবং অনুশীলন করিয়াই উহা লাভ করিবেন। যে সকল শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ এক্ষণে বহুবিধ ঋদ্ধি লাভে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাও এই চারি ঋদ্ধি-পাদের ভাবনা ও অনুশীলন করিয়াই উহা লাভ করিয়াছেন। ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ! আমারও ঐরূপ ঋদ্ধিবল আপনারা দেখিতেছেন?

'ব্রহ্মা, আমরা দেখিতেছি।'

'দেবগণ! আমিও এই চারি ঋদ্ধি-পাদের ভাবনা ও অনুশীলন হেতু এইরূপ মহানুভাব এবং গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছি।

২৩। দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন :

'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ। ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ত্রিবিধ পথ সুনির্ণীত হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন? ত্রিবিধ পথ কি কি?

'দেবগণ! কেহ কাম এবং অকুশলধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বিহার করেন। তিনি পরবর্তী কালে আর্য্যধর্ম্ম শ্রবণ করেন, উহাতে মনঃসংযোগ করেন, পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুযায়ী জীবনে প্রবেশ করেন। তিনি আর্য্যধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, উহাতে উত্তমরূপে মনঃসংযোগ করিয়া, পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুযায়ী জীবনে

প্রবেশ কবিযা, কাম ও অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া অবস্থান কবেন। এইবূপে তাঁহাব সুখেব উৎপত্তি হয, এবং সুখ হইতে পুনবায সৌমনস্যেব উৎপত্তি হয। যেবূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয, সেইবূপ যিনি কাম ও অকুশলধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হন, তাঁহার সুখেব উৎপত্তি হয, এবং সুখ হইতে পুনবায সৌমনস্যেব উৎপত্তি হয়। ইহাই ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুখপ্রাপ্তিব নিমিত্ত নির্ণীত প্রথম পথ।

২৪। 'পুনশ্চ, দেবগণ, কাহাবও স্থূল কায়-সংস্কাব, বাক্-সংস্কাব, চিত্ত-সংস্কাব শীতিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয নাই। তিনি পববর্ত্তীকালে আর্য্য-ধর্ম্ম শ্রবণ কবেন, উহাতে মনঃসংযোগ কবেন, পূর্ণবূপে ধর্ম্মানুযাযী জীবনে প্রবেশ কবেন। আর্য্যধর্ম্ম শ্রবণ কবিযা, উহাতে উত্তমবূপে মনঃসংযোগ কবিযা, পূর্ণবূপে ধর্ম্মানুযাযী জীবনে প্রবেশ কবিয়া তাঁহাব স্থূল কায-সংস্কাব, বাক্-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কাব শীতিভূত হয। ঐবূপে তাঁহাব সুখেব উৎপত্তি হয়, এবং সুখ হইতে পুনবায় সৌমনস্যেব উৎপত্তি হয। যেবূপ প্রীতি হইতে প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয, সেইবূপই স্থূল কায-সংস্কাব, বাক্-সংস্কার এবং চিত্ত-সংস্কাব শীতিভূত হইলে সুখের উৎপত্তি হয, এবং সুখ হইতে পুনবায় সৌমনস্যেব উৎপত্তি হয। ইহাই ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অবহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুখ প্রাপ্তিব নিমিত্ত নির্ণীত দ্বিতীয পথ।

২৫। 'পুনশ্চ, দেবগণ, কেহ 'ইহা কুশল', 'ইহা অকুশল', 'ইহা সাবদ্য', 'ইহা অনবদ্য', 'ইহা সেবিতব্য', 'ইহা অসেবিতব্য', 'ইহা হীন', 'ইহা প্রণীত', 'ইহা কৃষ্ণ-শুভ্র-মিশ্রিত'—ইহা, যথার্থবূপে জানেন না। তিনি পরবর্ত্তীকালে আর্য্যধর্ম্ম শ্রবণ কবেন, উহাতে মনঃসংযোগ কবেন, পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুযাযী জীবনে প্রবেশ কবেন। ঐবূপ কবিযা তিনি 'ইহা কুশল, ইহা অকুশল', 'ইহা সাবদ্য, ইহা অনবদ্য', 'ইহ সেবিতব্য, ইহা অসেবিতব্য', ইহা হীন, ইহা প্রণীত', ইহা কৃষ্ণ-শুভ্র-মিশ্রিত',—ইহা যথার্থবূপ জ্ঞাত হন। এইবূপ জানিযা ও দেখিযা তাঁহাব অবিদ্যা দূবীভূত হয, বিদ্যার উৎপত্তি হয। অবিদ্যা দূবীভূত হইযা বিদ্যাব উৎপত্তি হইলে তাঁহাব সুখ-প্রাপ্তি হয, এবং উহা হইতে পুনবায সৌমনস্য প্রাপ্তি হয। ইহাই ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুখ-প্রাপ্তিব নিমিত্ত নির্ণীত তৃতীয় পথ।

'দেবগণ, এই সকলই ভগবান, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত নির্ণীত ত্রিবিধ পথ।'

২৬। দেব, এইরূপ কহিয়া ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ। ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক কুশল প্রাপ্তির নিমিত্ত যে চারি স্মৃতি-প্রস্থান সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন? চারি স্মৃতি প্রস্থান কি কি? ভিক্ষু উৎসাহ ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পার্থিব বস্তু জনিত অভিধ্যা ও দৌর্ম্মনস্য দমন করিয়া, অধ্যাত্ম-নিবিষ্ট ও কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন। ঐরূপে বিহারের ফলে তাঁহার চিত্ত সম্যকরূপে সমাধি প্রাপ্ত ও সুনির্ম্মল হয়। চিত্ত সম্যকরূপে সমাধি প্রাপ্ত ও সুনির্ম্মল হইলে তিনি আত্মবহির্ভূত পর-কায়ে পূর্ণ জ্ঞানলব্ধ হন। তিনি উৎসাহ ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া, স্মৃতিমান হইয়া, পার্থিব বস্তু জনিত অভিধ্যা ও দৌর্ম্মনস্য দমন করিয়া, অধ্যাত্ম-নিবিষ্ট ও বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া··· চিত্তে চিত্তানুপশ্যী ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন। ঐ রূপে বিহারের ফলে তাঁহার চিত্ত সম্যকরূপে সমাধিপ্রাপ্ত সুনির্ম্মল হয়। চিত্ত সম্যকরূপে সমাধিপ্রাপ্ত ও সুনির্ম্মল হইলে তিনি আত্মবহির্ভূত পরবেদনা, পরচিত্ত ও পরধর্ম্মে পূর্ণ জ্ঞান লব্ধ হন।

'দেবগণ। ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক কুশল প্রাপ্তির নিমিত্ত এই চারি স্মৃতি প্রস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।'

২৭। দেব। ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ। ভগবান সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বদর্শী, অরহৎ, সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সম্যক-সমাধির ভাবনা ও পূর্ণতার জন্য যে সপ্ত সমাধি-পরিষ্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধে আপনারা কি মনে করেন? ঐ সকল কি কি? সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি। এই সপ্ত অঙ্গের দ্বারা চিত্তের যে একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, উহাই উপনিশ্রয় এবং পরিষ্কার সহ আর্য্য সম্যক-সমাধি কথিত হয়। সম্যক সংকল্প দ্বারা সম্যক দৃষ্টি রক্ষিত হয়, সম্যক বাক্ দ্বারা সম্যক সংকল্প রক্ষিত হয়, সম্যক কর্ম্মান্ত কর্ত্তৃক সম্যক বাক্ রক্ষিত হয়,

সম্যক আজীব কর্ত্তৃক সম্যক কর্ম্মান্ত বর্দ্ধিত হয়, সম্যক ব্যায়াম কর্ত্তৃক সম্যক আজীব বর্দ্ধিত হয়, সম্যক স্মৃতি কর্ত্তৃক সম্যক ব্যায়াম বর্দ্ধিত হয়, সম্যক সমাধি কর্ত্তৃক সম্যক স্মৃতি বর্দ্ধিত হয়, সম্যক জ্ঞান কর্ত্তৃক সম্যক সমাধি বর্দ্ধিত হয়, সম্যক বিমুক্তি কর্ত্তৃক সম্যক জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়।

'দেবগণ! যদি কোন সম্যক বাক্যের কথনকারী কহেন: "ভগবান কর্ত্তৃক স্বাখ্যাত ধর্ম্ম সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্ব্বজগতকে সাদরে আহ্বান-কারী, মুক্তি প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য; নির্ব্বাণের দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে।" তাহা হইলে তাঁহার বাক্য সত্যই হইবে। কারণ ভগবান কর্ত্তৃক ঘোষিত ধর্ম্ম সত্যই উক্ত প্রকার এবং নির্ব্বাণের দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে!

'দেবগণ! যাঁহারা বুদ্ধে, ধর্ম্মে ও সঙ্ঘে অচল শ্রদ্ধা সম্পন্ন, আর্য্য কান্ত-শীল সমন্বিত, এবং চতুর্ব্বিংশতি-শত সহস্রাধিক ধর্ম্মবিনীত দেবতা—মগধের মৃত বুদ্ধ ভক্তগণ—সকলেই ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের আর দুঃখময় পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নাই, সম্বোধি তাঁহাদের নিশ্চিত নিয়তি। এই স্থানে সকৃদাগামীও আছেন,

অপরাপর পুণ্যবান প্রাণীও আছেন,
কিন্তু আমি তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করণে
অক্ষম, কারণ আমার গণনা ভ্রান্ত
হইতে পারে।

২৮। দেব! ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। তিনি এইরূপ কহিলে মহারাজ বৈশ্রবণের চিত্তে বিতর্কের উদয় হইল: 'আশ্চর্য্য, অদ্ভুত যে এরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ মহান ধর্ম্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।'

দেব। ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বচিত্তে বৈশ্রবণ মহারাজের চিত্ত-বিতর্ক অবগত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন:

'মহারাজ বৈশ্রবণ! আপনি কি মনে করেন? অতীত কালেও এরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইয়াছে, এইরূপ মহান ধর্ম্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতেও এইরূপ মহান শাস্তার আবির্ভাব হইবে, এইরূপ মহান ধর্ম্মাখ্যান ও গৌরবময় গতি বিজ্ঞাপিত হইবে।'

২৯। ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে এইরূপ কহিলেন। ব্রহ্মা

সনৎকুমাব কর্ত্তৃক ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণকে কথিত বাক্য মহাবাজ বৈশ্রবণ স্বযং তাঁহাব মুখ হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ কবিযা স্বকীয পবিষদকে উহা জ্ঞাপন কবিলেন। বৈশ্রবণ মহাবাজ যখন তাঁহার পবিষদকে উহা জ্ঞাপন কবিতে-ছিলেন তখন জনবসভ যক্ষ তাঁহাব মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ কবিযা ভগবানকে উহা জ্ঞাপন কবিলেন। ভগবান জনবসভ যক্ষেব মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ কবিযা এবং স্বযং উহা অভিজ্ঞাত হইযা আযুষ্মান আনন্দেব নিকট উহা জ্ঞাপন কবিলেন। আযুষ্মান আনন্দ ভগবানেব মুখ হইতে উহা শ্রবণ ও গ্রহণ কবিবা ভিক্ষুগণকে, ভিক্ষুণীগণকে, উপাসক ও উপাসিকাগণকে উহা জ্ঞাপন কবিলেন। এইবূপে এই ব্রহ্মচর্য্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশাল হইযা মনুষ্যেব মধ্যে প্রকাশিত হইল।

। জনবসভ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১৯। মহাগোবিন্দ সূত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ঐ সময় পরম সৌন্দর্য্যশালী গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখ রাত্রির অবসানে সমগ্র গৃধ্রকূট পর্ব্বত আলোকিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন:

'ভদন্ত! ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের মুখ হইতে আমি যাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি তাহা ভগবানের নিকট নিবেদন করিব।'

ভগবান কহিলেন, 'পঞ্চশিখ, তুমি নিবেদন কর।'

২। দেব, পূর্ব্বে বহু পূর্ব্বে পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে প্রবারণা উৎসবে পূর্ণিমা রাত্রিতে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ সকলে একত্রিত হইয়া সুধর্ম্মা সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বৃহৎ দিব্য পরিষদ চারি মহারাজসহ চতুর্দ্দিকে সমাসীন ছিল। পূর্ব্বদিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ দিকে দেবগণ পরিবেষ্টিত মহারাজ বিরূঢ়ক···প্রীতি সৌমনস্য যুক্ত হইলেন। (জনবসভ সূত্রান্ত, ১২ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৩। দেব তখন দেবরাজ-ইন্দ্র·· অনুমোদন প্রকাশ করিলেন: (জনবসভ সূত্রান্ত, ১৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইন্দ্রসহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ··· · · ·

· ······ ·· · · ··· · ···প্রমুদিত

হইয়াছেন। (জনবসভ সূত্রান্ত, ১৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

দেব, উহাতে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ অধিকতর হৃষ্ট · হ্রাস হইতেছে।" (জনবসভ সূত্রান্ত, ১৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

৪। দেব, তখন দেবরাজ শক্র ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের সন্তুষ্টি জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন:

"দেবগণ! আপনারা সেই ভগবানের যথার্থ আটটি গুণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন?"

"দেব, আমরা উহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি" তখন দেবরাজ শক্র ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট ভগবানের আটটি যথার্থ গুণ ঘোষণা করিলেন।"

৫। "ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ। আপনারা কি মনে করেন? ভগবান জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া দেবতা ও মনুষ্যের হিত ও মঙ্গল সাধনে, বহুজনের সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য বিধানে কতই নিরত। এরূপ গুণ-সম্পন্ন শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও না।"

৬। "ভগবানের ধর্ম্ম স্বাখ্যাত, সাংদৃষ্টিক, অকালিক, সর্ব্বজগতকে সাদরে আহ্বানকারী, মুক্তি প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব চেষ্টায় জ্ঞাতব্য। এরূপ মুক্তিপ্রদায়ী উপদেষ্টা, এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও নাই।"

৭। "'ইহা কুশল, ইহা অকুশল'—ইহা ভগবান কর্ত্তৃক উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা নিন্দনীয়, ইহা অনিন্দ্য—ইহা অনুসরণের যোগ্য ইহা যোগ্য নহে, ইহা হীন, ইহা প্রণীত, ইহা সমাংশযুক্ত অমঙ্গল ও মঙ্গলের মিশ্রণ—ভগবান ইহা উত্তমরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তু সমূহের গুণের এতাদৃশ প্রকাশক শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও নাই।"

৮। "ভগবান শ্রাবকদিগের নিকট নির্ব্বাণগামী মার্গ উত্তমরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ মার্গ ও নির্ব্বাণ সহগামী। যেরূপ গঙ্গাজল ও যমুনাজল একত্রে প্রবাহিত হইয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপই ভগবান কর্ত্তৃক শ্রাবকগণের নিকট প্রকাশিত নির্ব্বাণগামী মার্গ, নির্ব্বাণ এবং উহার মার্গ সহগামী। নির্ব্বাণগামী মার্গের এরূপ প্রকাশক শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও নাই।"

৯। "ভগবান সহায় সম্পন্ন, মার্গে ভ্রাম্যমান শিক্ষার্থী এবং উদযাপিত ব্রহ্মচর্য্য ক্ষীণাস্রব উভয়ই তাঁহার সহচর। ভগবান তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন না হইয়া একত্রবাসে আনন্দলাভ করিয়া অবস্থান করেন। এরূপ সহবাসা-নন্দরত শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও নাই।"

১০। "ভগবানের লাভ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহার যশ এতই বিস্তৃত যে, মনে হয়, ক্ষত্রিয়গণের সকলেই তাঁহার অনুরাগী; মদহীন হইয়া ভগবান আহার গ্রহণ করেন। এরূপ বিগত মদ হইয়া আহার গ্রহণশীল শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও নাই।"

১১। "ভগবান বাক্যানুরূপ কর্ম্মের কারক, কর্ম্মানুরূপ বাক্যের কথনকারী, এরূপ যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী, ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও নাই।

১২। "ভগবান বিচিকিৎসোত্তীর্ণ, নিঃশঙ্ক, আদি-ব্রহ্মচর্য্যের উদ্যাপনরূপ সংকল্পে সিদ্ধি প্রাপ্ত। এরূপ গুণসম্পন্ন শাস্তা—একমাত্র ভগবান ব্যতীত—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যায় না, বর্ত্তমানেও নাই।"

দেব! দেবরাজ শক্র ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট ভগবানের এই আটটি যথার্থ গুণ ঘোষণা করিলেন। দেবগণ ভগবানের আটটি যথার্থ গুণের এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া অধিকতর আনন্দিত প্রমুদিত, প্রীতি ও সৌমনস্যযুক্ত হইলেন।

১৩। দেব! তৎপরে কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন :—

"অহো দেবগণ! যদি চারিজন সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাহা হইলে উহা বহুজনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন :

'দেবগণ! চারি সম্যক সম্বুদ্ধের ত কথাই নাই, যদি তিন জন সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তাহা হইলে উহা বহু জনের হিত ও সুখকর হইত, জগতের পক্ষে করুণার উৎস হইত, দেব-মনুষ্যের লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

কোন কোন দেবতা এইরূপ কহিলেন :—

"দেবগণ! তিন জন সম্যক সম্বুদ্ধের ত কথাই নাই। যদি দুই জন সম্যক সম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ

দিতেন ; তাহা হইলে উহা বহুজনেব হিত ও সুখকব হইত, জগতের পক্ষে করুণাব উৎস হইত, দেব মনুষ্যেব লাভ, হিত ও সুখজনক হইত।"

১৪। দেব ! এইরূপ উক্ত হইলে দেববাজ শত্রু ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণকে এইরূপ কহিলেন ঃ—

"দেবগণ ! একই লোকধাতুতে যে দুই জন অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ একই সময়ে আবির্ভূত হইবেন, তাহা অসম্ভব, এরূপ পবিস্থিতিব অবকাশ নাই। ইহা সম্ভব নহে। দেবগণ ! ভগবান নীবোগ, স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী হইযা অবস্থান করুন ! উহা বহুজনেব হিত ও সুখকব হইবে, জগতেব পক্ষে করুণাব উৎস হইবে, দেব-মনুষ্যেব লাভ, হিত ও সুখজনক হইবে।"

অতঃপব, দেব, যে বিষযেব নিমিত্ত ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণ সুধর্ম্মা সভায একত্রিত হইযা উপবিষ্ট ছিলেন, ঐ বিষযে চিন্তা ও মন্ত্রণা কবিযা ঐ সম্পর্কে যাহা কথিত ও উপদিষ্ট হইল, চাবি মহাবাজ, স্বীয স্বীয আসনে স্থিত হইযা —স্থানান্তরে গমন না কবিযা—উহা গ্রহণ কবিলেন।

কথিত বাক্য ও উপদেশ গ্রহণ কবিযা বাজগণ
প্রসন্ন চিত্তে স্বীয স্বীয আসনে দণ্ডাযমান বহিলেন।

১৫। অনন্তর, দেব, উত্তব দিকে বিশাল আলোক উৎপন্ন হইল, দেবগণেব দেবানুভাব অতিক্রমকাবী দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন দেববাজ শত্রু ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন কবিলেন ঃ

"দেবগণ ! যখন নিমিত্ত সমূহ দৃষ্ট হইতেছে, আলোক উৎপন্ন হইযাছে, দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইযাছে, তখন ব্রহ্মাব আবির্ভাব হইবে। আলোকেব উৎপত্তি, দীপ্তিব প্রাদুর্ভাব ব্রহ্মাব আবির্ভাবেব পূর্বনিমিত্ত।

যখন নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, তখন ব্রহ্মাব আবির্ভাব
হইবে, বিপুল মহান দীপ্তি ব্রহ্মাব আবির্ভাবেব লক্ষণ।

দেব ! তখন ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণ স্ব স্ব আসনে উপবেশন কবিলেন ঃ "এই দীপ্তিব পবিণতি জ্ঞাত হইব, উহা হইতে প্রসূত ফল দর্শন কবিযা যাইব।" চাবি মহাবাজও আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইযা উক্ত রূপ সংকল্প কবিলেন। ইহা শ্রবণ কবিযা ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণ সকলেই সম্মত হইযা অনুরূপ সংকল্প গ্রহণ কবিলেন।"

১৬। দেব ! যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণেব নিকট আবির্ভূত

হন, তখন তিনি তদ্দেশ্যে নির্ম্মিত স্থূল দেহে আত্মপ্রকাশ করেন। যাহা ব্রহ্মার স্বাভাবিক রূপ তাহা ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের চক্ষুপথের অতীত। যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আত্ম প্রকাশ করেন তখন তিনি অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। দেব! যেরূপ সুবর্ণ বিগ্রহ মনুষ্য দেহকে ঔজ্জ্বল্যে পরাভূত করে, সেই রূপেই ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইবার কালে ব্রহ্মা সনৎকুমার অন্যান্য দেবগণকে বর্ণে ও যশে অতিক্রম করেন। যখন ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হন, তখন দেবসভার কেহই তাঁহাকে অভিবাদন করে না, আসন গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণও করে না। সকলেই নীরবে কৃতাঞ্জলিপুটে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট থাকেন, 'ব্রহ্মা সনৎকুমার ইচ্ছামত যে কোন দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করিবেন।' ব্রহ্মা সনৎকুমার যে দেবতার পালঙ্কে উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন। দেব! নবাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজা যেরূপ বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন, সেইরূপ যে দেবতার পালঙ্কে ব্রহ্মা সনৎকুমার উপবেশন করেন, সেই দেবতা বিপুল আনন্দ ও সৌমনস্য অনুভব করেন।

১৭। দেব! অতঃপর ব্রহ্মা সনৎকুমার ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের চিত্তের প্রসন্নতা জ্ঞাত হইয়া অদৃশ্য থাকিয়া এই সকল গাথার দ্বারা অনুমোদন করিলেন ঃ

> ইন্দ্রসহ ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ ...
> ..... প্রমুদিত হইয়াছেন।
> [৩ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

১৮। দেব! ব্রহ্মা সনৎকুমার এইরূপ কহিলেন। এইরূপ ভাষণকালে তাঁহার স্বর অষ্টাঙ্গ সমন্বিত হইয়াছিল,—সুস্পষ্ট, সুবোধ্য, সুমিষ্ট, শ্রবণীয়, অব্যাহত, অবিক্ষিপ্ত, গম্ভীর এবং প্রতিধ্বননক্ষম হইয়াছিল। যেহেতু ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বকীয় স্বরে দেবসভাকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই হেতু তাঁহার নির্ঘোষ পরিষদের বাহিরে গমন করে নাই। যাঁহার স্বর এইরূপ অষ্টাঙ্গ-সমন্বিত হয়, তিনি ব্রহ্মস্বর কথিত হন।

১৯। দেব! অতঃপর ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে এইরূপ কহিলেন ঃ

"হে ব্রহ্মা, সাধু! আমরা ইহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া আনন্দিত

হইয়াছি, দেবরাজ ইন্দ্রও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও চিন্তা করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।"

দেব! তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার দেবরাজ ইন্দ্রকে এইরূপ কহিলেন:

"দেবরাজ, সাধু! আমরাও ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ শ্রবণ করিব।"

"মহাব্রহ্মা! তথাস্তু" বলিয়া দেবরাজ শক্র ব্রহ্মা সনৎকুমারের নিকট ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণ বর্ণনা করিলেন।

২০—২৭। "মহাব্রহ্মা কি মনে করেন?" [এইরূপ কহিয়া শক্র পুনরায় ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা করিলেন—পদচ্ছেদ সং ২১—২৭][1] ব্রহ্মা সনৎকুমার ভগবানের অষ্টবিধ যথার্থ গুণের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত, প্রমুদিত, প্রীতি-সৌমনস্যযুক্ত হইলেন।

২৮। দেব! তৎপরে ব্রহ্মা সনৎকুমার স্থূল আত্মভাব নির্ম্মাণ করিয়া কুমার পঞ্চশিখের ন্যায় হইয়া শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। যেরূপ বলবান পুরুষ উত্তম প্রত্যস্তরণাচ্ছাদিত পালঙ্কে অথবা সমতল ভূমি-ভাগে উপবেশন করে, সেইরূপই, দেব, ব্রহ্মা সনৎকুমার শূন্যে উঠিয়া আকাশে অন্তরীক্ষে পর্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন:—

২৯। ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ কি মনে করেন? ভগবান কত কাল ধরিয়া মহাপ্রজ্ঞা সম্পন্ন হইয়াছেন?

অতীতে দিসম্পতি নামে রাজা ছিলেন। রাজা দিসম্পতির গোবিন্দ নামক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিল। রাজা দিসম্পতির রেণু নামে পুত্র ছিল, ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জোতিপাল নামক পুত্র ছিল। রাজকুমার রেণু, তরুণ জোতিপাল এবং অন্য ছয় জন ক্ষত্রিয় পুত্র—এই আট জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে রাজা দিসম্পতি বিলাপ পরায়ণ হইলেন:—

'যে সময়ে আমরা ব্রাহ্মণ গোবিন্দের হস্তে সমস্ত কর্ত্তব্য সমর্পণ করিয়া ভোগসুখ নিরত ছিলাম, ঐ সময়েই ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যু হইল।'

১। ৫ সং পদচ্ছেদ হইতে ১২ সং পদচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি।

তখন রাজপুত্র বেণু রাজা দিসম্পতিকে কহিলেন ঃ—

'দেব ! ব্রাহ্মণ গোবিন্দের মৃত্যুর জন্য আপনি অত্যধিক বিলাপ করিবেন না ! ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জোতিপাল নামক পুত্র আছে, ঐ পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর পণ্ডিত ও অর্থদর্শী। যে সকল কর্ম্ম তাহার পিতার হস্তে ন্যস্ত ছিল, ঐ সকল জোতিপালের উপর সমর্পিত হউক।'

'কুমার ! তুমি কি তাহাই উচিত মনে কর ?'

'আমি সেইরূপই মনে করি।'

৩০। অতঃপর রাজা দিসম্পতি জনৈক কর্ম্মচারীকে কহিলেন ঃ—

'তুমি ব্রাহ্মণ জোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বল ঃ ব্রাহ্মণ জোতিপালের মঙ্গল হউক, রাজা দিসম্পতি ব্রাহ্মণ জোতিপালকে আহ্বান করিতেছেন, রাজা ব্রাহ্মণ জোতিপালের দর্শনকামী।'

'দেব, তথাস্তু' বলিয়া কর্ম্মচারী জোতিপালের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

জোতিপাল সম্মত হইয়া রাজা দিসম্পতির নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত শিষ্টাচার সঙ্গত বাক্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা জোতিপালকে কহিলেন ঃ—

'জোতিপাল আমাদের অনুশাসক হউন। তিনি যেন ঐ কার্য্য করিতে অসম্মত না হন। তাঁহার পৈতৃক স্থানে তাঁহাকে স্থাপিত করিব, তাঁহাকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিব।'

জোতিপাল সম্মত হইলেন।

৩১। অতঃপর রাজা দিসম্পতি জোতিপালকে গোবিন্দের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক স্থানে স্থাপিত করিলেন। অভিষিক্ত ও পৈতৃক স্থানে স্থাপিত হইয়া জোতিপাল যে সকল বিষয় পিতার অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল', ঐ সকলের অনুশাসন করিতে লাগিলেন ; যাহা পিতার অনুশাসনের বহির্ভূত ছিল, তাহার অনুশাসন করিলেন না। যে সকল কর্ম্ম তাঁহার পিতা সম্পাদন করিতেন, তিনিও ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যাহা তাঁহার পিতা করিতেন না, তিনিও উহা করিতে ক্ষান্ত হইলেন। মনুষ্যগণ কহিতে লাগিল ঃ

'এই ব্রাহ্মণ গোবিন্দ, মহা-গোবিন্দ।' এইরূপে জোতিপালের মহা-গোবিন্দ নামের উৎপত্তি হইল।

৩২। অনন্তব মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত ছয জন ক্ষত্রিযেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ—

'বাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আযুষ্কালেব পূর্ণতায উপনীত। জীবনেব স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পাবে? বাজা দিসম্পতিব মৃত্যু হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ বাজপুত্র বেণুকেই তাঁহাব স্থলে সম্ভবতঃ অভিষিক্ত কবিবেন। ক্ষত্রিযগণ, আপনাবা বাজপুত্র বেণুব নিকট গমন পূর্ব্বক এইরূপে নিবেদন করুন ঃ "আমবা কুমাবেব প্রিয, মনোজ্ঞ ও অপ্রতিকুল মিত্র, যাহাতে কুমাবেব সুখ তাহাতে আমাদেব সুখ, যাহাতে কুমাবেব দুঃখ তাহাতে আমাদেব দুঃখ। বাজা দিসম্পতি জীর্ণ, বৃদ্ধ, আযুষ্কালেব পূর্ণতায উপনীত। জীবনেব স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পাবে? বাজা দিসম্পতিব মৃত্যু হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্ভবতঃ বাজকুমাব বেণুকেই বাজ্যে অভিষিক্ত কবিবেন। যদি কুমাব বাজ্য লাভ কবেন, তাহা হইলে আমবাও যেন উহাব অংশ প্রাপ্ত হই।"'

৩৩। ক্ষত্রিযগণ সম্মত হইযা মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণেব সমীপে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত রূপে তাঁহাব নিকট সমস্ত জ্ঞাপন কবিলেন।

'আমাব বাজ্যে যদি তোমবা সমৃদ্ধ না হইবে, তবে আব কে হইবে? যদি আমি বাজ্য লাভ কবি, তোমবা তাহাব অংশ পাইবে।'

৩৪। সমযক্রমে বাজা দিসম্পতিব মৃত্যু হইল। কর্ত্তৃপক্ষগণ বাজপুত্র বেণুকে বাজ্যে অভিষিক্ত কবিলেন। বাজ্যে অভিষিক্ত হইযা বেণু সর্ব্ববিধ ভোগসুখে লিপ্ত হইলেন। তদনন্তব মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত ছয ক্ষত্রিয়েব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ—

'ভদ্রগণ, বাজা দিসম্পতি লোকান্তবিত, বাজ্যে অভিষিক্ত বেণু সর্ব্ববিধ ভোগসুখে লিপ্ত। কে জানে? ভোগানন্দেব উন্মাদনা আছে। আপনাবা বাজা বেণুব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলুন ঃ "বাজা দিসম্পতি মৃত, বেণু বাজ্যে অভিষিক্ত, দেব স্বীয অঙ্গীকাব স্মবণ কবেন?"

ক্ষত্রিযগণ মহাগোবিন্দেব প্রস্তাবে সম্মত হইযা বাজা বেণুব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ—

'দেব, বাজা দিসম্পতি মৃত, আপনি বাজ্যে অভিষিক্ত, আপনাব পূর্ব্ব অঙ্গীকাব স্মবণ করুন?'

'আমি স্মরণ করি। উত্তরে আযত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহা-পৃথিবী* সমান সাত ভাগে বিভক্ত করিতে কে সমর্থ ?

'একমাত্র মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কে উহা করিতে পারে ?'

৩৫। অতঃপর রাজা বেনু একজন পুরুষকে আদেশ করিলেন ঃ—

'তুমি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বল ঃ "রাজা বেণু আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।" '

"দেব, তথাস্তু" বলিযা সেই পুরুষটি মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের নিকট গমন পূর্ব্বক উক্ত বার্ত্তা তাঁহাকে প্রদান করিল।

মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ রাজা বেণুর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যথারীতি বাক্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা বেণু তাঁহাকে কহিলেন ঃ

'গোবিন্দ, উত্তরে আযত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত কর।'

'তথাস্তু' কহিযা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ উত্তরে আযত এবং দক্ষিণে শকটমুখ এই মহাপৃথিবী সাত সমান ভাগে বিভক্ত করিলেন, প্রত্যেক ভাগ শকট-মুখাকৃতি সম্পন্ন হইল।

৩৬। ঐ বিভাগে রাজা বেণুর জনপদ মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল।

কলিঙ্গদিগের দন্তপুর, অস্‌সকগণের পোতন,
অবন্তীগণের মহিস্‌সতী ; সোবীরগণের রোরুক,
বিদেহদিগের মিথিলা, অঙ্গে চম্পা,
কাশীর বারাণসী, এইসকল মহাগোবিন্দ কৃত

ঐ ছযজন ক্ষত্রিয আপন আপন লাভে আনন্দিত ও পরিপূর্ণসংকল্প হইলেন ঃ 'যাহা আমাদিগের ইচ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত, অভিপ্রেত এবং প্রার্থিত ছিল, তাহা আমরা লাভ করিযাছি।'

সত্তভু, ব্রহ্মদত্ত, বেস্‌সভূ, ভরত,
বেণু এবং দুই ধৃতরাষ্ট্র—এই
সাতজন রাজা ঐ সময ছিলেন।

। প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

---

* ভারতবর্ষ।

৩৭। অনন্তর সেই ছয় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ

'ব্রাহ্মণ গোবিন্দ যেরূপ রাজা রেণুর প্রিয়, আদৃত এবং অপ্রতিকুল সহায়, আমাদিগেরও ঐরূপ সহায়। গোবিন্দ আমাদের অনুশাসন করুন, উহাতে অস্বীকৃত হইবেন না।'

ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সম্মত হইলেন। তিনি ঐ সাত জন মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার অনুশাসন কার্য্য করিতে লাগিলেন, সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত শত স্নাতককে মন্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

৩৮। পররর্ত্তী সময়ে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের এইরূপ খ্যাতি ঘোষিত হইল ঃ 'ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ স্বচক্ষে ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, ব্রহ্মার সহিত বিশ্রাম্ভালাপ করেন, তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করেন।' তখন ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন ঃ 'আমি ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে দর্শন করি, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করি, এইরূপ প্রীতিকর খ্যাতি আমার সম্বন্ধে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমি কিন্তু ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু আমি বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি ঃ

"যিনি বর্ষার চারি মাস ধ্যানানুযুক্ত থাকেন, করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করেন এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন।" অতএব আমি বর্ষার চারি মাস, ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিব।'

৩৯। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ রাজা রেণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন ঃ 'আমার সম্বন্ধে প্রীতিকর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছে যে, আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি, ব্রহ্মার সহিত বিশ্রাম্ভালাপ এবং মন্ত্রণা করি। কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দর্শন করি না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণাও করি না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য্য প্রাচার্য্যগণকে কহিতে শুনিয়াছি যে, যিনি বর্ষার চারি মাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করেন, তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করেন, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা করেন। আমি বর্ষার চারিমাস ধ্যানরত হইয়া করুণার ধ্যানের অনুশীলন করিতে ইচ্ছা করি। একমাত্র আমার খাদ্যবাহক ভিন্ন অপর কেহ আমার নিকট আসিতে পারিবে না।'

'গোবিন্দ, তোমাব যাহা ইচ্ছা।'

৪০। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ছযজন ক্ষত্রিযের নিকট গিযা রাজা বেণ্বব নিকট যাহা কহিযাছিলেন তাহাই কহিলেন এবং তাঁহাদের নিকটও বিদায় গ্রহণ কবিলেন।

৪১। পরে মহাগোবিন্দ সাতজন ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত শত স্নাতকেব নিকট গমন কবিযা আপনাব সম্বন্ধে ঘোষিত প্রীতিকর খ্যাতিব কথা এবং ব্রহ্মাব সহিত দর্শন, বাক্যালাপ ও মন্ত্রণাব উপায় বিবৃত কবিলেন। এই সমস্ত বিবৃত হইলে তিনি কহিলেনঃ 'আপনাবা যাহা শিক্ষা এবং হৃদযস্থ কবিযাছেন, উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করুন এবং পরস্পবকে মন্ত্রশিক্ষা দিন। আমি বর্ষাব চাবি মাস ধ্যানবত হইযা করুণাব ধ্যানেব অনুশীলন কবিতে ইচ্ছা কবি। একমাত্র আমাব খাদ্যবাহক ভিন্ন অপব কেহ আমার নিকট আসিতে পাবিবে না।'

'আপনাব যাহা ইচ্ছা।'

৪২। অতঃপব মহাগোবিন্দ তাঁহার সমমর্য্যাদা-সম্পন্ন চত্বাবিংশ পত্নীব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত জনবব এবং নির্জ্জনে ধ্যাননিবিষ্ট হইবাব নিমিত্ত আপনাব সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাবাও তাঁহাদেব সম্মতি প্রকাশ কবিলেন।

৪৩। তৎপবে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণ নগরেব পূর্ব্বদিকে নূতন বিশ্রামাগাব নির্ম্মাণ কবাইযা বর্ষাব চাবিমাস ধ্যানবত হইযা করুণাব ধ্যানেব অনুশীলন কবিলেন, একমাত্র খাদ্যবাহক ভিন্ন অপব কেহ তাঁহাব নিকট গমন কবিতে পাবিল না। চাবিমাস অতীত হইবাব পব ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দেব চিত্ত-চাঞ্চল্য ও মানসিক উদ্বেগ হইলঃ 'আমি বৃদ্ধ সম্মানার্হ ব্রাহ্মণ আচার্য্য-প্রাচার্য্য-গণকে কহিতে শুনিযাছি যে, যিনি বর্ষাব চাবিমাস ধ্যানবত হইযা করুণাব ধ্যানেব অনুশীলন কবেন, তিনি ব্রহ্মাব দর্শন লাভ কবেন এবং তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ ও মন্ত্রণা কবেন। কিন্তু আমি ব্রহ্মাকে দেখিলাম না, এবং তাঁহাব সহিত বাক্যালাপ অথবা মন্ত্রণা কবিলাম না।'

৪৪। তখন ব্রহ্মা সনৎকুমার স্বচিত্তে মহাগোবিন্দ ব্রাহ্মণেব চিত্ত-বিতর্ক জ্ঞাত হইযা যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসাবিত কবে অথবা প্রসাবিত বাহু সঙ্কুচিত কবে, সেইরূপ ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইযা মহা-গোবিন্দ ব্রাহ্মণেব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিযা

মহাগোবিন্দ ভীত, স্তম্ভিত ও লোমহর্ষযুক্ত হইলেন। তিনি সভয়ে, সোদ্বেগে ও রোমাঞ্চকলেবরে ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায় সম্বোধন করিলেন:

'দেব। সুন্দর, যশস্বী, শ্রীমান আপনি কে?
আমরা জানিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি
কি প্রকারে আপনাকে জানিব?'
'ব্রহ্মলোকে আমি সনৎকুমার নামে—
জ্ঞাত, সর্ব্বদেবতার নিকট আমি
পরিচিত, গোবিন্দ। তুমিও আমাকে
সেই রূপেই জানিবে।'
'ব্রহ্মার নিমিত্ত আসন, জল, পাদ্য,
মধুপর্ক ইত্যাদি প্রস্তুত,
আপনাকে অর্ঘ্য
গ্রহণে অনুরোধ করিতেছি, উহা
গ্রহণ করুণ।'
'গোবিন্দ, তোমার দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতেছি।
ঐহিক মঙ্গল এবং পারলৌকিক সুখের
জন্য তুমি যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে
পার, আমি অনুমতি দিতেছি।'

৪৫। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ চিন্তা করিলেন: 'আমি ব্রহ্মা সনৎ-কুমারের অনুমতি প্রাপ্ত। আমি তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করিব? ঐহিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গল?'

তৎপরে তিনি চিন্তা করিলেন: 'এই জগতে যাহা কাম্য তাহা আমার সুবিদিত। অপরেও আমাকে ইহ জগতের কাম্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। অতএব আমি তাঁহার নিকট পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিব।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে গাথায় সম্বোধন করিলেন:

'আমি সংশয়পূর্ণ হইয়া সংশয়োত্তীর্ণ
ব্রহ্মা সনৎকুমারকে অপরের জ্ঞাতব্য
বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি,—কি প্রকার
অবস্থায় স্থিত হইয়া এবং কিরূপ

'শিক্ষা লাভ করিযা মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয ?'
'হে ব্রাহ্মণ ! মনুষ্যলোকে মমত্বেব
বর্জ্জন, একাগ্রচিত্তে করুণাব ধ্যানে
রতি, সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা এবং
মৈথুন হইতে বিরতি,—এইরূপ
অবস্থায স্থিত হইযা এবং এইরূপ
শিক্ষা লাভ কবিযা মনুষ্য মৃত্যুহীন
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয।'

৪৬। 'মমত্বেব বর্জ্জন সম্বন্ধে দেব যাহা কহিলেন আমি তাহা বুঝিযাছি। কেহ অল্প কিংবা মহৎ ভোগ পবিত্যাগ কবিযা, স্বল্প অথবা বহুসংখ্যক জ্ঞাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা, কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্ব্বক কাষায বস্ত্র পবিহিত হইযা গৃহত্যাগ কবিবা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবেন। ইহাকেই আমি দেব কথিত মমত্বেব বর্জ্জনরূপ গ্রহণ কবি।

'একাগ্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা ব্যক্তকবিযাছেন আমি তাহা বুঝিযাছি। কেহ নির্জ্জন বাসস্থান আশ্রয কবেন, অবণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত, কন্দব, গিবি-গুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান, পলাল পুঞ্জ আশ্রয কবেন। ইহাকেই আমি দেব-কথিত একাগ্র অবস্থা রূপে গ্রহণ কবি।

'দেব কথিত করুণাব ধ্যানে রতি—ইহাও আমি বুঝিযাছি। কেহ করুণা-সহগত চিত্তে একদিক হইতে আবম্ভ কবিবা যথাক্রমে দুই, তিন, চাবিদিক স্ফুরিত কবিযা বিহার কবেন। এইরূপে তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, সর্ব্বদিকে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বব্যাপী করুণাসহগতচিত্তে বিপুল, মহদ্গত, অপ্রমেয অবৈব এবং মৈত্রী দ্বারা সর্ব্বজগতকে স্ফুবিত কবিযা বিহাব কবেন। ইহাকেই আমি দেবকথিত করুণাব ধ্যানে রতিরূপে গ্রহণ কবি।

'অপবিত্রতা সম্বন্ধে দেব যাহা কহিলেন, আমি তাহা বুঝিলাম না।'

'হে ব্রহ্মা ! মনুষ্যলোকে অপবিত্রতা
কি কি ? ইহা আমাব অজ্ঞাত। হে
ধীব ব্যক্ত কব। কিসেব দ্বাবা আচ্ছন্ন
হইযা ক্রুবকর্ম্মা মনুষ্য নিবযগামী
হয ? ব্রহ্মলোকেব দ্বাব তাহাব
নিকট বদ্ধ হয ?'

'ক্রোধ, মৃষাবাদ, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা,
কৃপণতা, অভিমান, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, বিচিকিৎসা,
পবপীডন, লোভ, দ্বেষ, মদ, মোহ—এই
সকলে যুক্ত অপবিত্র মনুষ্য নিবযগামী
হয, ব্রহ্মলোকেব দ্বাব তাহাদেব
নিকট বদ্ধ হয।'

'দেব কথিত অপবিত্রতা সম্বন্ধে আমি যাহা ভাবিলাম তাহাতে ঐ সকল অপবিত্রতা গৃহবাসীব পক্ষে দূবীভূত কবা দুঃসাধ্য, আমি গৃহত্যাগ কবিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব।'

'গোবিন্দ, তোমাব যেবূপ অভিরুচি।'

৪৭। অনন্তব ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ বাজা বেণুব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন: আপনাব বাজ্যেব অনুশাসনেব নিমিত্ত আপনি অন্য পুবোহিতেব অন্বেষণ কবুন। আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা কবি। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সমূহ সম্বন্ধে যে উক্তি কবিযাছেন, তাহা হইতে আমি বুঝিযাছি যে ঐ সকল অপবিত্রতা গৃহবাসীব পক্ষে দূবীভূত কবা দুঃসাধ্য। আমি গৃহত্যাগ কবিযা প্রব্রজ্যা আশ্রয কবিব।'

'ভূমিপতি বাজা বেণু। আপনাকে কহিতেছি
—বাজ্যেব অনুশাসনেব চিন্তা আপনিই
কবুন, পৌবোহিত্য কবিতে আব আমাব
বুচি নাই।'

'যদি আপনাব ভোগ পর্য্যাপ্ত
না হয, আমি উহা পূর্ণ কবিব,
যদি কেহ আপনাব অনিষ্ট সাধন
কবে, আমি উহাব নিবাবণ কবিব—
আমি ভূমিপতি ও সেনাপতি—
আপনি পিতা আমি পুত্র, গোবিন্দ।
আমাদিগকে পবিত্যাগ কবিবেন না।'

'আমাব ভোগেব অভাব নাই,
আমাকে কেহ হিংসাও কবে না,
আমি অমনুষ্য-বাক্য শ্রবণ কবিযাছি,
তজ্জন্য গৃহবাসে আমাব বতি নাই।'

'কি প্রকাব অমনুষ্য ? উহা আপনাকে
কি কহিযাছে যাহা শুনিযা আপনি
আপনাব গৃহ এবং আমাদেব
সকলকে পবিত্যাগ কবিতেছেন ?'
'উপবসথেব পূর্বে আমি যজ্ঞকবনেচ্ছু
হইযাছিলাম, আমাব অগ্নি প্রজ্জ্বলিত
ও কুশ তৃণ বিক্ষিপ্ত ছিল। ঐ সময
ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মা সনৎকুমাব
আমাব নিকট আবির্ভূত হইলেন। তিনি
আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেব উত্তব দিলেন।
উহা শুনিয়া গৃহে আমাব বতি হইতেছে না।'

'গোবিন্দ আপনি যাহা কহিলেন তাহা আমি বিশ্বাস করি, অপার্থিব বাক্য শ্রবণ কবিযা আপনি কি প্রকাবে উহাব অন্যথা কবিবেন ? আমবা আপনাব অনুগামী হইব, শান্ত হউন। বৈদূর্য্যমণি যেবূপ স্বচ্ছ, বিমল, শুভ্র হয, সেইবূপ আমবা শুদ্ধ হইযা গোবিন্দেব অনুশাসন দ্বাবা চালিত হইব।'

'যদি, গোবিন্দ, আপনি গৃহত্যাগ কবিযা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবেন, আমিও উহাই কবিব, তৎপবে আপনাব যে গতি আমাদেবও সেই গতি।'

৪৮। তৎপবে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পূর্বোক্ত ছয ক্ষত্রিযের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন: 'আপনাবা এক্ষণে আপনাদেব বাজ্যেব অনুশাসনেব নিমিত্ত অন্য পুবোহিতেব অনুসন্ধান কবুন। আমি গৃহত্যাগ কবিযা প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিযা আমি বুঝিযাছি যে, গৃহবাসীব পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূবীকবণ সহজসাধ্য নয, আমি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা আশ্রয কবিব।'

তখন ক্ষত্রিযগণ একপ্রান্তে গমন পূর্ব্বক একত্রে চিন্তা কবিলেন: 'এই সকল ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ, অতএব আমবা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে ধনলোভ প্রদর্শন কবিব।'

তাঁহাবা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দেব নিকট উপস্থিত হইযা কহিলেন: 'এই সকল সাতটি রাজ্যে প্রভূত ধনসম্পত্তি বিদ্যমান, উহা হইতে আপনাব যত ইচ্ছা গ্রহণ করুন।'

'ক্ষান্ত হউন। আমারও প্রভূত সম্পত্তি আছে, উহা আপনাদেরই কল্যাণে লব্ধ, ঐ সমস্ত বর্জ্জন করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৪৯। তখন ঐ ছয় জন ক্ষত্রিয় একপ্রান্তে গমন পূর্ব্বক একত্রে চিন্তা করিলেন: 'এই সকল ব্রাহ্মণ স্ত্রী-লুব্ধ, অতএব আমরা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে স্ত্রী-লোভ প্রদর্শন করিব।

তাঁহারা ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন: 'এই সপ্ত রাজ্যে বহুসংখ্যক নারী বিদ্যমান। উহাদের মধ্যে আপনার যত ইচ্ছা লইতে পারেন।'

'ক্ষান্ত হউন। আমার চত্বারিংশ সমমর্য্যাদা-সম্পন্ন ভার্য্যা আছে। উহাদের সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজসাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৫০। 'যদি গোবিন্দ গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, আমরাও তাহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

'যদি সাংসারিক সেবিত কাম বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উদ্যোগ সম্পন্ন ও দৃঢ় হও, ক্ষান্তিবল-সমাহিত হও, ইহা ঋজু মার্গ, অনুত্তর মার্গ, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধুজন-রক্ষিত সদ্ধর্ম্ম।'

৫১। 'তাহা হইলে গোবিন্দ সাত বৎসর অপেক্ষা করুন, সাত বৎসর অতীত হইলে আমরাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, তৎপরে আপনার যে গতি আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

'সাত বৎসর অতি দীর্ঘকাল আমি সাত বৎসর আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবনের স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পারে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, প্রজ্ঞা দ্বারা প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, কুশলকর্ম্ম করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, যাহা জাত তাহার মৃত্যু হইতে মুক্তি নাই। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন তাহা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজ সাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

৫২। তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছয় বৎসর অপেক্ষা করুন···পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করুন ··চারি বৎসর অপেক্ষা করুন · তিন বৎসর · দুই বৎসর

…এক বৎসর অপেক্ষা করুন। এক বৎসব অবসানে আমবাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব, তখন আপনাব যে গতি আমাদেবও সেই গতি হইবে।'

৫৩। 'এক বৎসব অতি দীর্ঘ কাল। আমি আপনাদেব জন্য এক বৎসব অপেক্ষা কবিতে পাবিব না। জীবনেব স্থিতিকাল সম্বন্ধে কে নিশ্চিত হইতে পাবে? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী…প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব।' (পদচ্ছেদ সংখ্যা ৫১ দ্রষ্টব্য)।

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সাত মাস অপেক্ষা কবুন। সাত মাস অতীত হইলে আমবাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব, তখন আপনাব যে গতি আমাদেবও সেই গতি হইবে।

৫৪। 'সাতমাস অতি দীর্ঘ কাল। আমি সাত মাস আপনাদেব জন্য অপেক্ষা কবিতে পাবিব না। জীবনেব স্থিতিকাল সম্বন্ধে· প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব।' (পূর্বেব ন্যায)।

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ ছযমাস · পাঁচমাস…চাবি মাস…তিন মাস …দুই মাস · এক মাস অর্দ্ধ মাস অপেক্ষা কবুন। অর্দ্ধ মাস অতীত হইলে আমবাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব, তখন আপনাব যে গতি, আমাদেবও সেই গতি হইবে।'

৫৫। 'অর্দ্ধমাস অতি দীর্ঘ কাল। আমি অর্দ্ধমাস আপনাদেব জন্য অপেক্ষা কবিতে পাবিব না। জীবনেব স্থিতিকাল সম্বন্ধে প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব।' (পূর্বেব ন্যায)।

'তাহা হইলে পূজ্য গোবিন্দ সপ্তাহ অপেক্ষা কবুন, ঐ সমযেব মধ্যে আমবা পুত্র-ভ্রাতৃগণকে বাজ্য শাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিব। সপ্তাহ হইলে আমবাও প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিব, তখন আপনাব যে গতি, আমাদেবও সেই গতি হইবে।"

'সপ্তাহ দীর্ঘ কাল নহে, আমি আপনাদিগের জন্য সপ্তাহ অপেক্ষা কবিব।'

৫৬। অনন্তব ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ পূর্বোক্ত সাত ব্রাহ্মণ মহাশাল এবং সাত-শত স্নাতকেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এইবূপ কহিলেন ঃ

'আপনাদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিবাব জন্য আপনাবা এক্ষণে অন্য আচার্যেব অনুসন্ধান কবুন। আমি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিযাছেন, তাহা শুনিযা আমি

বুঝিয়াছি যে, গৃহবাসীর পক্ষে ঐ সকল অপবিত্রতার দূরীকরণ সহজ সাধ্য নয়, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।'

'আপনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন না। প্রব্রজ্যায় স্বল্প ক্ষমতা, স্বল্প লাভ; ব্রাহ্মণত্বে প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ।'

'আপনারা এরূপ কহিবেন না: "প্রব্রজ্যায় স্বল্প ক্ষমতা, স্বল্প লাভ; ব্রাহ্মণত্বে প্রভূত ক্ষমতা এবং প্রভূত লাভ।" আমা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী অথবা অধিকতর লাভবান কে আছে? আমি এক্ষণে রাজগণের রাজা, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা এবং গৃহপতিগণের দেবতা, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ···গ্রহণ করিব।' (পূর্বের ন্যায়)।

'যদি পূজ্য গোবিন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, আমরাও তাহাই করিব, তখন আপনার যে গতি, আমাদেরও সেই গতি হইবে।'

৫৭। অতঃপর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সমমর্যাদা-সম্পন্না চত্বারিংশ ভার্য্যার নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন: 'নারীগণ ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব জ্ঞাতিকুলে গমন করিতে পারেন, অথবা অন্য পতির অন্বেষণ করিতে পারেন, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা অপবিত্রতা সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন···গ্রহণ করিব।' (পূর্বের ন্যায়)।

'আপনিই আমাদের বাঞ্ছিত জ্ঞাতি, আপনিই আমাদের বাঞ্ছিত ভর্তা। যদি পূজ্য গোবিন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরাও তাহাই করিব, তৎপরে আপনার যে গতি, আমাদেরও সে গতি হইবে।'

৫৮। তদনন্তর ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ সপ্তাহ অতীত হইলে কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি এইরূপ করিলে সপ্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়,সপ্ত ব্রাহ্মণ মহাশাল, সপ্ত শত স্নাতক, চত্বারিংশ সম-মর্য্যাদা সম্পন্না ভার্য্যা, অনেক সহস্র ক্ষত্রিয়, অনেক সহস্র ব্রাহ্মণ, অনেক সহস্র গৃহপতি, অন্তঃপুরবাসিনী বহু সংখ্যক নারী কেশ ও শ্মশ্রু মোচন পূর্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দের সহিত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেই পরিষদ পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ গ্রাম, নগর, রাজধানী সমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণ মহা-গোবিন্দ যে গ্রাম অথবা নগরে গমন করিলেন, তথায় রাজার রাজা হইলেন, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মা হইলেন, গৃহপতিগণের দেবতা হইলেন। ঐ সময়ে কেহ

সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। পঞ্চশিখ, এই ব্রহ্মচর্য্য একান্ত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্ব্বাণের অনুকূল।

৬২। 'পঞ্চশিখ, আমার যে সকল শ্রাবক শাসনের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা তৃষ্ণার ক্ষয় হেতু অনাস্রব চেত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, উপলব্ধি করিয়া, প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন। যাঁহারা শাসনে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহাদের কেহ কেহ পঞ্চ অবরভাগীয় সংযোজনের ক্ষয়হেতু ঔপপাতিক থাকেন, এবং উহা হইতে অচ্যুত হইয়া ঐ অবস্থাতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয় হেতু রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষীণতা প্রাপ্তির ফলে সকৃদাগামী হইয়া থাকেন, একবার মাত্র এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া দুঃখ হইতে মুক্ত হন, কেহ কেহ ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয় হেতু স্রোতাপন্ন হইয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুর্গতি হইতে মুক্ত এবং সম্বোধি তাঁহাদের নিয়তি। এই রূপে, পঞ্চশিখ, এই সকল কুল পুত্রের প্রব্রজ্যা বৃথা অথবা নিষ্ফল হয় নাই, উহা সফল ও সার্থক হইয়াছে।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখ আনন্দিত হইয়া ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন এবং অনুমোদন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ঐ স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

। মহাগোবিন্দ সুত্রান্ত সমাপ্ত।

২০। মহাসময় সুত্রান্ত

১। আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি—একসময় ভগবান শাক্যদিগের দেশে কপিলবস্তু নগরে মহাবনে অর্হত্বপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ স্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনলাভার্থ সমাগত হইয়াছিলেন।

২। তখন শুদ্ধাবাস দেবলোকের চারিজন দেবতার মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ

'ভগবান শাক্যদিগের দেশে কপিলবস্তু নগরে মহাবনে অর্হত্বপ্রাপ্ত পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত অবস্থান করিতেছেন। ঐস্থানে দশ লোকধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনলাভার্থ সমাগত হইয়াছেন। অতএব আমরাও ভগবানের নিকট গমনপূর্বক তাঁহার সমীপে প্রত্যেকে এক একটি গাথা উচ্চারণ করিব।'

৩। অতঃপর ঐ দেবগণ যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ শুদ্ধাবাস দেবলোকে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর ঐ সকল দেবতা ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে একজন দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন ঃ—

'প্রবনে মহা সম্মিলন হইয়াছে, দেবগণ সমাগত হইয়াছেন,
অপরাজিত সঙ্ঘের দর্শনার্থ আমরা আগমন করিয়াছি।'

অতঃপর অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন ঃ—

'ঐ স্থানে ভিক্ষুগণ চিত্তের একাগ্রতা ও ঋজুতা সম্পাদন
করিয়াছেন, রশ্মিগ্রাহক সারথির ন্যায় পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়
সমূহকে রক্ষা করেন।'

তখন অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন :—

'রাগ-দ্বেষ-মোহাদি চিত্ত-গ্লানি ও পরিঘ ছিন্ন করিয়া,
ইন্দ্রকীলের* উৎখাত সাধন করিয়া, শান্তচিত্তগণ শুদ্ধ, বিমল,
চক্ষুষ্মান হইয়া সুদান্ত শিশুনাগের ন্যায় বিচরণ করেন।'

পরে অপর এক দেবতা ভগবানের সমীপে এই গাথা কহিলেন :—

'যাঁহারা বুদ্ধের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুর্গতি নাই,
মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা দেবলোকে উৎপন্ন হইবেন।'

৪। তৎপরে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে কহিলেন :—

'ভিক্ষুগণ, দশ লোক-ধাতু হইতে বহুসংখ্যক দেবতা তথাগত এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, অতীতকালে যাঁহারা অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, ঐ সকল ভগবানকেও দেখিবার নিমিত্ত সমসংখ্যক দেবতার সম্মিলন হইয়াছিল, যেরূপ আমার দর্শনার্থ এক্ষণে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, ঐ সকল ভগবানকেও দেখিবার নিমিত্ত সমসংখ্যক দেবতার সম্মিলন হইবে, যেরূপ আমার দর্শনার্থ এক্ষণে দেবগণ সমাগত হইয়াছেন। ভিক্ষুগণ, আমি দেবদেহধারীগণের নাম প্রকাশ করিব, কীর্ত্তন করিব, শিক্ষা দিব। শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

'তথাস্তু, বলিয়া ভিক্ষুগণ সম্মত হইলেন।

ভগবান কহিলেন :—

৫। 'পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং পর্ব্বতকন্দরে
যে সকল সংযমী এবং সমাহিত দেবগণ অবস্থান
করিতেছেন, আমি তাঁহাদের বিষয় কহিতেছি।

সিংহসম দৃঢ়তা সম্পন্ন, ভয়হীন, রোমাঞ্চহীন,
পবিত্রচিত্তসম্পন্ন, শুদ্ধ, প্রসন্ন, নির্ম্মল, শাসনরত
পঞ্চশতাধিক শ্রাবকগণকে কপিলবস্তুর বনে
দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন :

---

* লোভ, দ্বেষ, ও মোহ।

"দেবদেহধারীগণ অগ্রসব হইতেছেন, ভিক্ষুগণ, তাঁহাদিগকে দর্শন কর।" ভিক্ষুগণ বুদ্ধের বচন শ্রবন কবিয়া দেখিবাব নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ প্রয়াস কবিলেন।

৬। তাঁহাদিগেব দেবদর্শনেব জ্ঞান উৎপন্ন হইল। কেহ কেহ শত, কেহ কেহ সহস্র, কেহ কেহ সপ্ততি সহস্র, কেহ কেহ শত সহস্র দেবগণের দর্শন লাভ কবিলেন। কেহ কেহ দেখিলেন সর্ব্বদিক অসংখ্য দেবগণে পূর্ণ। তখন চক্ষুষ্মান শাস্তা ঐ সমস্ত বিশেষরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া শাসনরত শ্রাবকগণকে সম্বোধন কবিলেন: 'ভিক্ষুগণ, দেবগণ সমাগত, তাঁহাদের বিষয় জ্ঞানলাভ কর, আমি ক্রমানুসাবে দেবগণের বর্ণনা কবিতেছি।'

৭। কপিলবস্তুব সপ্ত-সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী ভূম্য দেবতা আনন্দিত চিত্তে
অবণ্যদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইযাছেন।

হিমালযেব নানাবর্ণবিশিষ্ট ছয় সহস্র ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিতচিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইযাছেন।

সাতাগিবি সর্ব্বতেব নানাবর্ণবিশিষ্ট ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী তিন সহস্র দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইযাছেন।

এইরূপে ষোড়শ সহস্র নানাবর্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইযাছেন।

৮। নানাবর্ণবিশিষ্ট, ঋদ্ধিমান, দ্যুতিমান, বর্ণবান,
যশস্বী বেসসমিত্তের পঞ্চশত দেবতা আনন্দিত চিত্তে
বনপ্রদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

রাজগৃহের বেপুল্ল পর্ব্বতবাসী কুম্ভীর, যিনি
শতসহস্রাধিক যক্ষ কর্ত্তৃক পূজিত, তিনিও
বনদেশের ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

৯। পূর্ব্বদিক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ গন্ধর্ব্বগণের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী, তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

দক্ষিণ দিক রাজা বিরূঢ়ের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী , তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

পশ্চিমদিক রাজা বিরূপক্ষের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ নাগদিগের অধিপতি, তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী , তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

উত্তরদিক রাজা কুবেরের শাসনে, সেই যশস্বী
মহারাজ যক্ষদিগের অধিপতি। তাঁহার ইন্দ্র
নামধারী মহাবলসম্পন্ন বহু পুত্র, তাঁহারা ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী ; তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

পূর্ব্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে
বিরূপক্ষ, উত্তরে কুবের,—এই চারি মহারাজ
কপিলবস্তুর বনের চতুর্দ্দিকে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া
বিরাজ করিতেছিলেন।

১০। তাঁহাদের মায়াবী, বঞ্চক, শঠ দাসগণ আগত,
তাহাদের নাম—মায়া, কুটেণ্ডু, বেটেণ্ডু, বিটু,
বিটুচ্চ, চন্দন, কামসেট্‌ঠ, কিন্নুঘণ্ডু, নিঘণ্ড,
পণাদ, ওপমঞ্‌ঞ এবং দেবসারথী মাতলি,
চিত্রসেন, গন্ধর্ব্ব নলরাজা, জনেষভ,
পঞ্চশিখ এবং তিম্বরুকন্যা সূর্য্যবর্চ্চসা আগত হইয়াছেন।
ইঁহাদের সহিত অন্যান্য রাজা এবং গন্ধর্ব্বগণও আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইয়াছেন।

১১। নভোবাসী ও বৈশালীবাসী নাগগণ তচ্ছক-
দিগের সহিত আগত; কম্বল, অস্‌সতর,
এবং জ্ঞাতিবর্গ সহ প্রয়াগবাসীগণও আগত,
যশস্বী যমুনাবাসী এবং ধৃতরাষ্ট্র নামক নাগগণ আগত;
মহানাগ এরাবনও বনদেশে সম্মিলনীতে
আগত হইয়াছেন। যে সকল দিব্য বিশুদ্ধ চক্ষু
দ্বিজপক্ষী বল প্রয়োগে নাগরাজগণকে হরণ করে,
আকাশ হইতে তাহারা বনপ্রদেশে উপনীত,
তাহাদের নাম চিত্র এবং সুপর্ণ। ঐ সময় নাগরাজগণ
বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুপর্ণ ভীতি হইতে মুক্ত হইয়াছিল।
পরস্পরের সহিত মৃদুবাক্যের আলাপনে নাগ ও
সুপর্ণগণ বুদ্ধের শরণাগত।

১২। বজ্রপাণি কর্ত্তৃক পরাজিত সমুদ্রে শায়িত
বাসবের ঋদ্ধিমান ও যশস্বী ভ্রাতৃগণ,
ভয়ঙ্করাকৃতি কালকঞ্জ অসুরগণ, দানবেঘসগণ,

নমুচি সহ বেপাচিত্তি, সুচিত্তি, এবং পহাবদ,
বেবোচ নামধাবী বলিব শতপুত্র, বলশালী
সৈন্য সজ্জিত কবিযা বাহুভদ্রেব নিকট গমন
পূর্বক কহিল ঃ 'আপনাব মঙ্গল হউক,
বনদেশে ভিক্ষুগণেব সম্মিলনী হইতেছে।'

১৩। অপ্, ক্ষিতি, তেজ এবং বাযু দেবগণ আসিযাছেন,
ববণ ও বাবণ দেবগণ, সোম, যশ, মৈত্রী ও করুণাব
মূর্ত্তিরূপ যশস্বী দেবগণ আগত হইযাছেন।
এই দশবিধদেহধাবী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন কবিযাছেন।

১৪। বিষ্ণু ও সহলি দেবগণ, অসম দেবগণ, যমদ্বয,
এবং চন্দ্রকে পুবোভাগে বক্ষা কবিযা
চন্দ্রলোকস্থ দেবগণ সমাগত হইযাছেন,
সূর্য্যকে পুবোভাগে বক্ষা কবিযা সূর্য্যলোকেব
দেবগণ আগত, নক্ষত্রগণকে পুবোভাগে বক্ষা কবিযা
মন্দবলাহকগণ আগত ; বসুদেবগণেব শ্রেষ্ঠ
বাসব শত্রু পুবন্দব আগত।
এই দশ দশবিধদেহধাবী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইযাছেন।

১৫। অগ্নিশিখাব ন্যায উজ্জ্বল সহভূ দেবগণ আসিযাছেন,
উমা পুষ্পাভ অবিট্ঠক ও বোজগণ, ববুণ,
সহধর্ম্ম, অচ্চুত, অনেজক, সুলেয্য, বুচিব এবং
বাসবনেসি দেবগণ আগমন কবিযাছেন।
এই দশ দশবিধদেহধাবী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগত হইযাছেন।

১৬। সমান, মহা-সমান, মানুষ, মানুষোত্তম,
ক্রীড়া প্রদোষিক, মন-প্রদোষিক দেবগণ,
হরি দেবগণ, লোহিত-বাসধারী দেবগণ,
এবং যশস্বী পাবগা ও মহাপাবগা দেবগণ
সমাগত।
এই দশ দশবিধদেহধারী, নানাবর্ণী, ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবাণ যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৭। সুক্ক, কবুম্‌হ, অবুণ, বেঘনস দেবগণ,
ওদাতিগহ্য প্রমুখ বিচক্ষণ দেবগণ,
যশস্বী সদামত্ত, হাবগজ, মিস্‌সক দেবগণ,
দিগন্ত প্লাবনকারী সবজ্রগর্জন পজ্জুন্ন আগমন করিয়াছেন।
এই দশ দশবিধ দেহ-ধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবাণ, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৮। যশস্বী খেমিয, তুষিত, যাম, কট্‌ঠক দেবগণ,
লম্বিতক, লামসেট্‌ঠ জ্যোতি এবং আসব
দেবগণ, নির্ম্মাণরতি এবং পরনির্ম্মিত
দেবগণ আগত।
এই দশ দশবিধ দেহধারী নানাবর্ণী ঋদ্ধিমান,
দ্যুতিমান, বর্ণবান, যশস্বী দেবগণ আনন্দিত চিত্তে
বনদেশে ভিক্ষু সম্মিলনীতে আগমন করিয়াছেন।

১৯। এই নানাবর্ণী ষষ্ঠী সংখ্যক দেবতা নামান্বয়ে
অন্যান্য প্রতিরূপ দেবগণ সহ আগমন
করিয়াছেন। 'জন্ম-জয়ী, অখিল,
প্লাবনোত্তীর্ণ, অনাস্রব, ওঘ-তারণ,
তমোনাশী চন্দ্রের ন্যায় নাগকে দেখিব।'

২০। সনৎকুমাব সহ ঋদ্ধিমানেব পুত্রদ্বয সুব্রাহ্ম
এবং পবমত্ত এবং তিস্‌স বন সম্মিলনীতে
আসিযাছেন। সহস্র ব্রহ্মলোকাধিপতি
মহাব্রহ্মা বিবাজ কবিতেছেন, তিনি
যশস্বী, ভীষণাকাব, দ্যুতিমানবূপে
পুনবুৎপন্ন। তাঁহাব অধীনস্থ দশ
সংখ্যক দেবতা—প্রত্যেকে এক এক
ব্রহ্ম লোকেব শাসক—আসিযাছেন,
তাঁহাদিগেব মধ্যে পাবিষদ পাবিবেষ্টিত হারিত
আগমন কবিযাছেন।

২১। ইন্দ্র ও ব্রহ্মাসহ সর্ব্বদেবেব আগমন
হইলে মাব-সেনা অগ্রসব হইল,—
মাবেব ধৃষ্টতা অবলোকন কব।
'এস, ধৃত কব, বন্দী কব, সকলে
বাগবদ্ধ হউক, চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন
কব, কাহাকেও মুক্তি দিও না।'
এইবূপে মহাযোদ্ধা হস্ত দ্বাবা ভূমি-
তল আঘাত পূর্ব্বক ভৈবব নাদ কবিযা
কৃষ্ণ-সেনা দল প্রেবণ কবিল। সে বজ্র
ধ্বনি ও বিদ্যুৎ-যুক্ত বর্ষণকাবী মেঘেব ন্যায
ক্রোধ প্রকাশ কবিল, কিন্তু নিবুপায হইযা
প্রত্যাবর্ত্তন কবিল।

২২। অন্তর্দৃষ্টিব দ্বাবা ঐ সমুদয জ্ঞাত এবং বাক্য
কথনেচ্ছু হইযা শাস্তা শাসনবত শ্রাবকগণকে
সম্বোধন কবিলেন ঃ 'ভিক্ষুগণ, সাবধান।
মাব-সেনা আগত।' তাঁহাবা বুদ্ধেব বাক্য শ্রবণ
কবিযা সচেতন হইলেন। মাব-সেনা বীতবাগগণ
কর্ত্তৃক বিতাডিত হইল, তাঁহাদেব একটি বোমও
কম্পিত হইল না। যশস্বী, সংগ্রামজযী, ভযাতীত,
প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রাবকগণেব সকলেই সর্ব্বপ্রাণীব
সহিত আনন্দিত হইলেন?

। মহাসময সুত্রান্ত সমাপ্ত ।

২১। সক্ক-পঞ্‌হ সুত্রান্ত

[শক্র-প্রশ্ন সূত্রান্ত]

১। ১ আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

একসময় ভগবান মগধ দেশে রাজগৃহের পূর্ব্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের উত্তরে বেদিযক পর্ব্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে দেবরাজ শক্র (সক্ক) ভগবানের দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

তখন দেবরাজ শক্রের মনে এই চিন্তার উদয় হইল: 'ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন?' দেবরাজ শক্র দেখিলেন যে, ভগবান মগধদেশে রাজগৃহের পূর্ব্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের উত্তরে বেদিযক পর্ব্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে সম্বোধন করিলেন:

'দেবগণ। ভগবান মগধদেশে রাজগৃহের পূর্ব্বদিকে অম্বসণ্ড নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের উত্তরে বেদিযক পর্ব্বতে ইন্দসাল গুহাতে অবস্থান করিতেছেন। যদি আমরা সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমন করি, তাহা হইলে কিরূপ হয়?'

'উত্তম প্রস্তাব' কহিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ দেবরাজ শক্রের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

২। তখন দেবরাজ শক্র গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার নিকটও পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেন, এবং পঞ্চশিখও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বেলুব-পণ্ডু বীণা হস্তে দেবরাজ শক্রের অনুগামী হইলেন।

অনন্তর দেবরাজ শক্র ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখসহ যেরূপ বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে অন্তর্হিত হইয়া মগধদেশে রাজগৃহের পূর্ব্বদিকে অম্বসণ্ডা নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের উত্তরে বেদিযক পর্ব্বতে প্রকাশিত হইলেন।

৩। ঐ সময় বেদিযক পর্ব্বত এবং অম্বসণ্ডা ব্রাহ্মণ গ্রাম দেবতাদিগের

দেবানুভাব হেতু অতীব জ্যোতির্ম্ময় হইল। এমন কি চতুর্দ্দিকে গ্রামসমূহের অধিবাসীগণ এইরূপ কহিতে লাগিল ঃ

'অদ্য বেদিযক পর্ব্বত আদীপ্ত, বেদিযক পর্ব্বত অগ্নিময়, বেদিযক পর্ব্বত প্রজ্বলিত। কি নিমিত্ত অদ্য বেদিযক পর্ব্বত এবং অম্বসণ্ডা ব্রাহ্মণ গ্রাম জ্যোতির্ম্ময় হইল?' এইরূপ কহিয়া তাহারা উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হইল।

৪। তৎপরে দেবরাজ শত্রু গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'প্রিয় পঞ্চশিখ, যাঁহারা তথাগত তাঁহাদের নিকট মৎসদৃশের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সুসাধ্য নহে, তাঁহারা অনুক্ষণ ধ্যান ও নির্জ্জনরত, যদি তুমি প্রথমে ভগবানকে প্রসন্ন করিতে পার, তাহা হইলে তিনি প্রসন্ন হইবার পর আমরা ভগবান অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমন করিতে পারি।'

'উত্তম, আপনি সাফল্য লাভ করুন', ইহা কহিয়া গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখ দেবরাজ শক্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বীণা হস্তে ইন্দসাল গুহায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া 'এইস্থানে আমি ভগবান হইতে অতিদূরেও হইব না, অতি নিকটেও হইব না, তিনি আমার স্বর শুনিতে পাইবেন,' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি বীণা বাদন এবং তৎসঙ্গে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, অর্হত এবং ভোগসম্বন্ধীয় এই গাথাগুলিও উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ঃ

৫। 'ভদ্রে সূর্য্যবর্চ্চসে। আমি তোমার পিতা তিম্বরুর
নন্দনা করিতেছি, যিনি, হে কল্যাণি। তোমার—
আমার আনন্দদায়িনীর—জন্মদাতা। বায়ু যেরূপ
ঘর্ম্মাক্তের নিকট মধুর, পানীয় পিপাসিতের
নিকট মধুর, ধর্ম্ম অর্হতের নিকট মধুর, সেইরূপ
জ্যোতির্ম্ময়ি। তুমি আমার প্রিয়। যেরূপ রোগার্ত্তের
ভৈষজ্য, ক্ষুধাতুরের আহার, সেইরূপ তুমি প্রেমবারি
সিঞ্চনে আমার বাসনাগ্নি নির্ব্বাপিত কর। পদ্মরেণুযুক্ত
শীতল-সলিল-পুষ্করিণীর মধ্যে ধর্ম্মসন্তপ্ত নাগের ন্যায়
আমি তোমার বক্ষঃস্থল মধ্যে লীন হইব।
আমি অঙ্কুশাতীত নাগের ন্যায় তোত্র-তোমর জয়ী,
তোমার সৌন্দর্য্যে উন্মত্ত হইয়া আমার অসংযত

চিত্ত সংস্কৃত কর্ম্মের কারণ নির্ণয়ে অক্ষম।
আমার পথভ্রষ্টচিত্ত তোমাতেই বদ্ধ, বঙ্কগ্রাসী মৎস্যের
ন্যায় আমি আপনাকে মুক্ত করিতে অক্ষম। সুন্দরি!
ভদ্রে! মন্দলোচনে! আমাকে আলিঙ্গন কর;
কল্যাণি! আমাকে আলিঙ্গন কর, ইহাই আমার
প্রার্থনা। কুঞ্চিতকেশি! আমার অল্পপরিমিত
বাসনা এক্ষণে, অরহতগণকে প্রদত্ত দক্ষিণার ন্যায়,
বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। অরহৎগণের
সেবায় আমি যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, ঐ পুণ্যফল,
সর্ব্বাঙ্গ-কল্যাণি! যেন তোমার সহিত একত্রে
প্রাপ্ত হই। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমি যে পুণ্য
সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ পুণ্যফল, সর্ব্বাঙ্গকল্যাণি!
যেন তোমার সহিত একত্রে প্রাপ্ত হই। ধ্যানলীন,
বিজ্ঞ, স্মৃতিসংযুক্ত, অমৃতগবেষী শাক্যপুত্র মুনির
ন্যায়, সূর্য্যবর্চ্চসে! আমি তোমার অন্বেষী।
মুনি যেরূপ উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ
করেন, সেইরূপ কল্যাণি! আমি তোমার
সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিব।
ত্রায়স্ত্রিংশ দেবাধিপতি শক্র যদি আমাকে বর দান
করেন, তাহা হইলে, ভদ্রে! আমি তোমাকেই
প্রার্থনা করিব, আমার প্রেম এতই গভীর।
সুমেধে! সদ্য ফুল্ল সালসম তোমার পিতাকে
বন্দনাসহ নমস্কার করিতেছি—যে পিতার এতাদৃশী
সন্তান।'

৬। পঞ্চশিখের গীত শেষ হইলে ভগবান তাঁহাকে কহিলেন:

'পঞ্চশিখ! তোমার তন্ত্রীর স্বর গীতস্বরের সহিত এবং গীতস্বর তন্ত্রীস্বরের সহিত মিলিয়া যাইতেছে, তন্ত্রীর স্বর গীতস্বরকে অতিক্রম করিতেছে না, গীতস্বরও তন্ত্রীস্বরকে অতিক্রম করিতেছে না। পঞ্চশিখ, বুদ্ধ, ধর্ম্ম, অরহত এবং কামসম্বন্ধীয় এই গাথাসমূহ তুমি কোন্ সময়ে রচনা করিয়াছ?'

'ভন্তে, ভগবান প্রথম সম্বুদ্ধ হইবাব কালে এক দিন উরুবেলায নেবঞ্জবা নদীব তীবে অজপাল নামক ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান কবিতেছিলেন। ভন্তে, ঐ সময আমি তিম্বরু নামক গন্ধর্ব্বরাজেব কন্যা ভদ্রা সূর্য্যবর্চ্চসাব প্রেমাকাঙ্খী হইযাছিলাম। কিন্তু সেই ভগিনী অপবেব প্রতি আসক্ত ছিলেন, তিনি সাবথী মাতলিব পুত্র শিখণ্ডীব প্রেমাকাঙ্ক্ষনী ছিলেন। যেহেতু আমি কোন উপাযেই সেই ভগিনীকে পাইলাম না, সেই হেতু আমি বেলুপণ্ড বীণা হস্তে গন্ধর্ব্ববাজ তিম্বরুব বাসস্থানে গিযা বীণাব ঝঙ্কাবেব সহিত এই গাথাগুলি গাহিলাম ঃ—

৭। 'ভদ্রে সূর্য্যবর্চ্চসে। আমি ···
এতাদৃশী সন্তান।' (উপবে
৫ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

'ভন্তে, তৎপবে ভদ্রা সূর্য্যবর্চ্চসা আমাকে কহিলেন ঃ

"ভদ্র। আমি সেই ভগবানেব প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ কবি নাই, তথাপি ত্রাযস্ত্রিংশ দেবগণেব সুধর্ম্মা সভায নৃত্যপ্রদর্শনার্থ গমনকালে ভগবানেব বিষয শ্রবণ কবিযাছি। তুমি যখন ভগবানেব যশোকীর্ত্তন কবিলে, তখন আজ আমাদেব মিলন হউক।"

'উহাই সেই' ভগিনীব সহিত আমাব মিলন, তাহাব পব আব কখনও আমবা মিলিত হই নাই।'

৮। অতঃপব দেববাজ শক্র এইরূপ চিন্তা কবিলেন ঃ

'গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখ এবং ভগবান উভযে মিত্রভাবে বাক্যালাপ কবিতেছেন।'

তখন দেবেন্দ্র শক্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন কবিলেন ঃ

'প্রিয পঞ্চশিখ, তুমি আমাব পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাব নিকট এইরূপ নিবেদন কব ঃ ভন্তে, দেবেন্দ্র শক্র অমাত্য এবং পবিজনবর্গসহ নত মস্তকে ভগবানেব চবণবন্দনা কবিতেছেন।'

'উত্তম' কহিযা পঞ্চশিখ শক্রেব প্রস্তাবে সম্মত হইযা ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন ঃ

'ভন্তে, দেবেন্দ্র শক্র অমাত্য এবং পবিজনবর্গসহ নতমস্তকে ভগবানেব চবণ বন্দনা কবিতেছেন।'

'পঞ্চশিখ, দেববাজ শক্র অমাত্য এবং পবিজন বর্গসহ সুখী হউন, দেব, মনুষ্য, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্ব প্রাণী সুখকামী।'

যাঁহারা তথাগত তাঁহাবা মহাশক্তিশালীগণকে এইবুপে আশীর্ব্বাদ করেন। আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া দেববাজ শক্র ভগবানেব ইন্দসাল গুহায় প্রবেশ পুর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন কবিযা এক প্রান্তে দণ্ডাযমান হইলেন, ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ এবং গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখও সেইবুপই কবিলেন।

৯। ঐ সময ইন্দসাল গুহাব যে সকল স্থান বিষম ছিল সেই সকল স্থান সমতল হইল, সঙ্কীর্ণ স্থানসমূহ বিস্তৃত হইল, অন্ধকাব গুহায আলোক প্রকাশিত হইল, দেবগণেব দেবানুভাবই ইহাব কাবণ। তখন ভগবান দেববাজ শক্রকে কহিলেন,

'ইহা আশ্চর্য্য, অদ্ভুত যে আয়ুষ্মান কৌশিক বহু কার্য্যে, বহু কবণীযে ব্যাপৃত হইযাও এইস্থানে আগমন কবিতে সমর্থ হইযাছেন!'

'ভন্তে, আমি বহু দিন হইতে ভগবানেব দর্শনার্থ আগমন কবিতে অভিলাষী ছিলাম, কিন্তু ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণেব কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হইযা আমি ভগবানেব দর্শনার্থ আগমন কবিতে পাবি নাই। ভন্তে, এক সময ভগবান শ্রাবস্তী নগবে সললাগাবে অবস্থান কবিতেছিলেন। তখন আমি ভগবানেব দর্শনার্থ শ্রাবস্তী নগবে গমন কবিযাছিলাম।

১০। 'ভন্তে, ঐ সময ভগবান সমাধিস্থ হইযা উপবিষ্ট ছিলেন, এবং বৈশ্রবণেব পবিচাবিকা ভুঞ্জতি কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানকে নমস্কাব কবিতে বত ছিল। তখন, ভন্তে, আমি ভুঞ্জতিকে এইবুপ কহিযাছিলাম ঃ

"ভগিনি, তুমি আমাব পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন পুর্ব্বক নিবেদন কব যে, দেববাজ শক্র অমাত্য ও পবিজনবর্গ সহকাবে নতমস্তকে ভগবানেব চবণ বন্দনা কবিতেছেন।"

'আমি এইবুপ কহিলে ভুঞ্জতি কহিলেন ঃ

"দেব, ভগবানেব দর্শনার্থ এখন সময নয, তিনি এখন সমাধিস্থ।"

'"তাহা হইলে, ভগিনি, ভগবান সমাধি হইতে উত্থিত হইলে আমাব পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিবাদন পুর্ব্বক আমাব উক্ত অভিপ্রাযানুবুপ তাঁহাকে কহিবে।" ভন্তে, সেই ভগিনী কি আমাব পক্ষ হইতে ভগবানকে অভিবাদন কবিয়াছিলেন? তাঁহাব বাক্য কি ভগবানেব স্মবণে আছে?'

'দেবেন্দ্র, তিনি আমাকে অভিবাদন কবিযাছিলেন। তাঁহার বাক্য আমার

স্মরণে আছে। অধিকন্তু আয়ুষ্মানের রথচক্রের শব্দে আমার ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল।'

১১। ভন্তে, যে সকল দেবতা আমার পূর্ব্বে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের মুখে শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছি যে, "যখন অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ তথাগতগণ জগতে আবির্ভূত হন, তখন দেবগণের সংখ্যা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় এবং অসুরগণের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।" ভন্তে, আমিও ইহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যেহেতু অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, তথাগত জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই হেতু দেবগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং অসুরগণের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভন্তে, এই কপিলবস্তু নগরেই গোপিকা নাম্নী এক শাক্য কন্যা ছিলেন। তিনি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবতী এবং শীলসমন্বিতা ছিলেন। তিনি নারীসুলভ চিত্ত বর্জ্জন করিয়া পুরুষ-চিত্তের ভাবনা পূর্ব্বক মরণান্তে সুগতি সম্পন্ন ও স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহবাস লাভ করিয়া আমাদিগের পুত্র স্থানীয় হইয়াছেন। ঐ স্থানেও তিনি 'গোপক দেবপুত্র' রূপে অভিহিত হইয়াছেন। ভন্তে, অপর তিন জন ভিক্ষুও ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া হীন গন্ধর্ব্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারা পঞ্চেন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগে রত হইয়া আমাদিগের সেবা ও পরিচর্যা করিতে আসিয়া থাকেন। এইরূপে আমাদের সেবা ও পরিচর্য্যায় আগতকালে তাঁহারা গোপক দেবপুত্র কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন ঃ

"ভদ্রগণ, আপনাদের মুখ কোন্ দিকে ছিল যে আপনারা ভগবানের ধর্ম্ম শ্রবণ করেন নাই? আমি নারী হইয়াও বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে শ্রদ্ধাবতী হইয়া, শীলপালনকারিনী হইয়া নারীসুলভ চিত্ত বর্জ্জন করিয়া পুরুষ-চিত্তের ভাবনা পূর্ব্বক মরণান্তে সুগতি সম্পন্ন ঐ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সহবাস লাভ করিয়া দেবেন্দ্র শক্রের পুত্রস্থানীয় হইয়াছি। এই স্থানেও আমি 'গোপক দেবপুত্র' রূপে-অভিহিত হইয়াছি। আপনারা ভগবানের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াও হীন গন্ধর্ব্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার সহধর্ম্মীগণ যে হীন গন্ধর্ব্ব দেহ ধারণ করিয়াছেন, এ দৃশ্য সত্যই অশোভন।" ভন্তে, গোপক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত দেবগণের দুইজন সেই জন্মেই স্মৃতি লাভ পূর্ব্বক ব্রহ্ম পুরোহিত দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু এক জন দেব ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত ভোগে রত হইয়া রহিলেন।'

১২। 'আমি চক্ষুমানের উপাসিকা ছিলাম, আমার
নাম ছিল গোপিকা,
বুদ্ধ ও ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবতী হইয়া আমি প্রসন্নচিত্তে সঙ্ঘের
সেবানিরতা ছিলাম।
সেই বুদ্ধেরই ধর্ম্মবলে আমি শক্রের মহানুভাব পুত্র
হইয়াছি,
মহাতেজস্বী হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছি, এইস্থানে
আমি গোপক নামে অভিহিত।
অতঃপর দেখিলাম আমার পূর্ব্বপরিচিত ভিক্ষুগণ
গন্ধর্ব্বলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।
পূর্ব্বে মনুষ্যজন্মে অন্নপান এবং পাদপরিচর্য্যাদ্বারা
আমরা স্বকীয় নিবাসে যাহার সেবা করিয়াছিলাম,
ইঁহারা সেই গৌতমের শ্রাবক।
ইঁহাদের মুখ কোন্ দিকে ছিল যে ইঁহারা বুদ্ধের
ধর্ম্ম শ্রবণ করেন নাই ?
সর্ব্বদর্শী কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীভূত এবং সুপ্রচারিত ধর্ম্ম
প্রত্যেককে স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।
আমি আপনাদের সেবারতা হইয়া আর্য্যগণের
সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া
শক্রের মহানুভাব পুত্র হইয়াছি, মহাতেজস্বী হইয়া
স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।
কিন্তু আপনারা শ্রেষ্ঠের পূজা করিয়া, অনুত্তর
ব্রহ্মচর্য্যের পালন করিয়া,
হীন কায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, অযোগ্য আপনাদের
এই উৎপত্তি।
সহধর্ম্মীর হীনদেহ ধারণ অপ্রীতিকর দৃশ্য,
আপনারা গন্ধর্ব্বলোকে উৎপন্ন হইয়া
দেবগণের পরিচর্য্যারত
আমি পূর্ব্বে গৃহবাসী হইলেও আমার বর্ত্তমান
বৈশিষ্ট্য অবলোকন করুন,

পূর্ব্বে স্ত্রী হইয়াও আজ আমি দেবপুরুষ,
দিব্যকামভোগী।
গৌতম শ্রাবক গোপক কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া
তাঁহাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইর ঃ
"এইস্থান ত্যাগ করিতে হইবে, বীর্য্যবান হইতে হইবে,
আমাদের যেন আর অপরের দাসত্ব
করিতে না হয়।"
গৌতমশাসন অনুস্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের দুই জন
উদ্যোগ সম্পন্ন হইলেন।
এই স্থানেই চিত্তের বিশুদ্ধি সাধন পূর্ব্বক তাঁহারা
ভোগের বিপত্তি দর্শন করিলেন।
তাঁহারা কামসংযোজনবন্ধন রূপ দুরতিক্রম্য মারের
বন্ধনসমূহ, বন্ধনী ও বজ্জু ভেদকারী নাগের ন্যায়,
ছিন্ন করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে অতিক্রম করিলেন।

ইন্দ্র এবং প্রজাপতি সহ সর্ব্বদেবগণ সুধর্ম্মা সভায়
উপবিষ্ট ছিলেন।
বৈরাগ্য বিশুদ্ধ বীরদ্বয় উপবিষ্ট দেবগণকে অতিক্রম
করিলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া দেবগণমধ্যে দেবাধিপতি
বাসব উদ্বিগ্ন হইলেন ঃ
"হীনদেহধারী এই দুইজন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণকে
অতিক্রম করিয়াছে।"
ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপক বাসবকে
সম্বোধন করিলেন ঃ
'হে ইন্দ্র। মনুষ্যলোকে কামবিজয়ী
শাক্যমুনি নামে জ্ঞাত বুদ্ধ বিদ্যমান,
এই দুইজন তাঁহারই পুত্র, তাঁহারা স্মৃতিচ্যুত
হইয়াছিলেন, আমারই কারণে তাঁহারা
পুনরায় স্মৃতিলাভ করিয়াছেন।

তাঁহাদেব তিনজনের একজন এখনও গন্ধব্ব'দেহ ।
ধাবণ কবিয়া এইস্থানে বাস করিতেছেন,
দ্বইজন সম্বোধিপথানুসাবী ও শান্তেন্দ্রিয় হইয়া
দেবগণকেও উপেক্ষা কবেন ।
এবৃপ ধর্ম্মোপদেশে কোন শিষ্যেব কোন প্রকাব
সংশয থাকে না ।
প্লাবনোত্তীর্ণ ছিন্ন-সংশয় বিজযী জনেন্দ্র বুদ্ধকে
নমস্কাব ।"
তাঁহাবা এইস্থানেই ধর্ম্মে'ব জ্ঞান লাভ কবিবা
শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইযাছেন এবং দ্বইজনেই
ব্রহ্মপুবোহিত বৃপে জন্ম গ্রহণ কবিযাছেন ।
দেব, আমবাও সেই ধর্ম্মে'বই প্রাপ্তিব জন্য আসিযাছি,
ভগবানেব অনুমতি প্রাপ্ত হইলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব ।

১৩ । তখন ভগবান চিন্তা কবিলেন ঃ 'শক্র বহুদিন হইতে শুদ্ধিসম্পন্ন তিনি আমাকে যে প্রশ্নই কবিবেন, তাহা সার্থকই হইবে নিবর্থক হইবে না জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তাঁহাকে যে উত্তর দিব তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পাবিবেন ।'

অনন্তব ভগবান দেববাজ শক্রকে গাথায সম্বোধন কবিলেন ঃ—
'হে বাসব ! তোমাব যাহা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন কব,
আমি সকল প্রশ্নেবই উত্তব দিব ।'

। প্রথম ভাণবাব সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। ১। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া দেববাজ শক্র ভগবানকে এইরূপ প্রথম প্রশ্ন কবিলেন ঃ

'ভগবান্! দেব, মনুষ্য, অসুব, নাগ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপবাপব প্রাণীগণ বৈবহীন, দণ্ডহীন, শত্রুতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবাব ইচ্ছা কবিযাও কোন্ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঐ সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস কবে?'

দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে এই প্রথম প্রশ্ন কবিলেন। ভগবান তাঁহাব প্রশ্নেব উত্তব দিলেন ঃ

'হে দেবেন্দ্র। দেব, মনুষ্য, অসুব, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং অপবাপব প্রাণীগণ ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য রূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বৈরহীন, দণ্ডহীন, শত্রুতাহীন, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন হইবাব ইচ্ছা কবিযাও ঐ সকল দোষযুক্ত হইয়া বাস কবে।'

ভগবান দেববাজ শক্রেব প্রশ্নেব এইরূপ উত্তব দিলেন। আনন্দিত হইয়া শক্র ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন কবিলেন ঃ 'হে ভগবন, ইহা সত্য, হে সুগত। ইহা সত্য। প্রশ্নেব ভগবান প্রদত্ত উত্তব শ্রবণ কবিযা আমাব সংশয ও বিচিকিৎসা দূব হইযাছে।'

২। এইরূপে দেববাজ শক্র ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন এবং অনুমোদন কবিযা পুনবায ভগবানকে প্রশ্ন কবিলেন ঃ

'দেব। ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যেব কাবণ, সমুদয, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসেব বর্ত্তমানে ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য হয? কিসেব অবর্ত্তমানে ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য হয না?'

'হে দেবেন্দ্র। প্রিয-অপ্রিয ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যেব কাবণ, সমুদয, উৎপত্তি ও মূল। প্রিয-অপ্রিয বর্ত্তমানে ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য হয, প্রিয-অপ্রিয অবর্ত্তমানে ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য হয না।'

'দেব। প্রিয-অপ্রিযেব কাবণ, সমুদয, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসেব বর্ত্তমানে প্রিয-অপ্রিযেব উদ্ভব হয? কিসেব অবর্ত্তমানে প্রিয-অপ্রিযেব উদ্ভব হয না?'

'হে দেবেন্দ্র। তৃষ্ণা প্রিয-অপ্রিযেব কাবণ, সমুদয, উৎপত্তি এবং মূল।

তৃষ্ণা বর্ত্তমানে প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয, তৃষ্ণা অবর্ত্তমানে উহার উদ্ভব হয না।'

'দেব! তৃষ্ণার কারণ, সমুদয়, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসেব বর্ত্তমানে তৃষ্ণাব উদ্ভব হয়? কিসেব অবর্ত্তমানে উহার উদ্ভব হয না?'

'হে দেবেন্দ্র! বিতর্ক তৃষ্ণাব কারণ, সমুদয, উৎপত্তি এবং মূল। বিতর্ক বর্ত্তমানে তৃষ্ণাব উদ্ভব হয, বিতর্ক অবর্ত্তমানে উহাব উদ্ভব হয় না।'

'দেব! বিতর্কেব কাবণ, সমুদয, উৎপত্তি এবং মূল কি? কিসেব বর্ত্তমানে বিতর্কের উদ্ভব হয? কিসেব অবর্ত্তমানে উহাব উদ্ভব হয় না?'

'হে দেবেন্দ্র। অলীক দর্শন রূপ চিত্ত-গ্লানি বিতর্কেব কাবণ, সমুদয, উৎপত্তি এবং মূল। ঐ চিত্ত-গ্লানি বর্ত্তমানে বিতর্কেব উদ্ভব হয, উহা অবর্ত্তমানে বিতর্কেব উদ্ভব হয না।'

৩। 'দেব! কোন্ পথ অবলম্বন কবিযা ভিক্ষু অলীক দর্শনরূপ, চিত্ত-গ্লানিব নিবোধ প্রদাযী মার্গে আরূঢ় হন?'

'হে দেবেন্দ্র। সৌমনস্য দুই প্রকাব—সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। দৌর্ম্মনস্যও দুই প্রকাব—সেবিতব্য ও অসেবিতব্য। উপেক্ষাও দুই প্রকাব—সেবিতব্য ও অসেবিকব্য।

'হে দেবেন্দ্র। সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকার কথিত হইযাছে। কি কাবণে? যখন জানিবে কোন সৌমনস্য হইতে অকুশল ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয, কুশলধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয, তখন ঐরূপ সৌমনস্য সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোন সৌমনস্য হইতে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয, কুশলধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয, তখন ঐরূপ সৌমনস্য সেবিতব্য। এবং যে সৌমনস্য সবিতর্ক এবং সবিচাব, এবং যাহা অবিতর্ক এবং অবিচাব, এই উভযেব মধ্যে দ্বিতীযোক্ত সৌমনস্য শ্রেষ্ঠতব।

'হে দেবেন্দ্র। আমি যে কহিযাছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে সৌমনস্য দুই প্রকাব, তাহা এই কাবণে।

'হে দেবেন্দ্র। দৌর্ম্মনস্যও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইযাছে। কি কাবণে? যখন জানিবে কোন দৌর্ম্মনস্য হইতে অকুলধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয, কুশলধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয, তখন ঐরূপ দৌর্ম্মনস্য সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোন দৌর্ম্মনস্য হইতে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয, কুশলধর্ম্ম

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ দৌর্ম্মনস্য সেবিতব্য। এবং যে দৌর্ম্মনস্য সবিতর্ক সবিচার, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত দৌর্ম্মনস্য শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দৌর্ম্মনস্য দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র। সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষাও দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে কোন উপেক্ষা হইতে অকুশল ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ উপেক্ষা সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে কোন উপেক্ষা হইকে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ উপেক্ষা সেবিতব্য। এবং যে উপেক্ষা সবিতর্ক সবিচার, এবং যাহা অবিতর্ক অবিচার, এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত উপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

'হে দেবেন্দ্র। আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে উপেক্ষা দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র। এই প্রকার আচরণ সম্পন্ন ভিক্ষু অলীক দর্শনরূপ চিত্ত-প্লানির নিরোধ প্রদায়ী মার্গে আরূঢ় হন।'

দেবেন্দ্র শক্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ভগবান এইরূপ উত্তর দিলেন। আনন্দিত হইয়া দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন: 'হে ভগবান, ইহা সত্য। হে সুগত, ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৪। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিয়া ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন:

'দেব। কি প্রকারে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংযম সম্পন্ন হন?'

'হে দেবেন্দ্র। কায় সম্পর্কিত এবং বাক্ সম্পর্কিত আচরণ এবং পর্য্যেষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকার।

'হে দেবেন্দ্র। সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে কায়সম্পর্কিত আচরণ দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন ঐরূপ আচরণ সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিয়াছি সেবিতব্যও অসেবিতব্য ভেদে কায-সম্পর্কিত আচবণ দ্বিবিধ, তাহা এই কারণে।

'হে দেবেন্দ্র বাক্-সম্পর্কিত আচবণও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কাবণে? যখন জানিবে আচরণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশলধর্ম্ম হ্রাস প্রাপ্ত হয, তখন ঐরূপ আচবণ সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে আচবণ বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয, তখন ঐবূপ আচবণ সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিযাছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে বাক্-সম্পর্কিত আচবণ দ্বিবিধ, তাহা এই কাবণে।

'হে দেবেন্দ্র! পর্য্যেষণাও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। কি কারণে? যখন জানিবে পর্য্যেষণা বিশেষ হইতে অকুশলধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয, কুশলধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয, তখন ঐবূপ পর্য্যেষণা সেবিতব্য নহে। যখন জানিবে পর্য্যেষণা বিশেষ হইতে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত, কুশলধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয, তখন ঐবূপ পর্য্যেষণা সেবিতব্য।

'হে দেবেন্দ্র! আমি যে কহিযাছি সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে পর্য্যেষণা দ্বিবিধ, তাহা এই কাবণে।

'হে দেবেন্দ্র! এইবূপ আচবণ সম্পন্ন ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-সংযম সম্পন্ন হন।'

ভগবান দেববাজ শক্রেব প্রশ্নেব এইবূপ উত্তব দিলেন। আনন্দিত হইয়া শক্র ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন কবিলেন:

'হে ভগবান! ইহা সত্য; হে সুগত! ইহা সত্য। প্রশ্নেব ভগবান কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তব শ্রবণ কবিযা আমাব সংশয দূব হইযাছে।'

৫। এইবূপে দেববাজ শক্র ভগবানেব বাক্যেব অভিনন্দন ও অনুমোদন কবিযা ভগবানকে পুনবায় প্রশ্ন কবিলেন:

'দেব! কি প্রকাবে ভিক্ষু ইন্দ্রিয-সংযম সম্পন্ন হন?'

'হে দেবেন্দ্র! চক্ষু-বিজ্ঞেয বূপও সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকাব। শ্রোত্র-বিজ্ঞেয শব্দও দুই প্রকাব। ঘ্রাণ-বিজ্ঞেয গন্ধ, জিহ্বা-বিজ্ঞেয বস, কায়-বিজ্ঞেয স্পর্শ, মন-বিজ্ঞেয ধর্ম্ম—এই সকলই সেবিতব্য ও অসেবিতব্য ভেদে দুই প্রকাব।'

এইবূপ কথিত হইলে দেবেন্দ্র শক্র ভগবানকে কহিলেন:

'দেব! ভগবান কর্তৃক সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল, আমি তাহার বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়াছি। চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে রূপের অনুসরণে অকুশল ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সে রূপ সেবিতব্য নহে; চক্ষু-বিজ্ঞেয় যে রূপের অনুসরণে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশল ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ সেবিতব্য। ইন্দ্রিয়ানুভূত যে সকল বস্তু হইতে অকুশল ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়, কুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত ঐ সকল সেবিতব্য নহে, যে সকল বস্তু হইতে অকুশল ধর্ম্ম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কুশলধর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়; ঐ সকল সেবিতব্য। ভগবান সংক্ষেপে যাহা কহিয়াছেন তাহার বিস্তৃত অর্থ জ্ঞাত হইয়া প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক মীমাংসিত অর্থ শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৬। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন পূর্ব্বক ভগবানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন:

'দেব! সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত, একই প্রত্যয় বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসারী?'

'হে দেবেন্দ্র! তাহা নয়।'

'দেব! কেন নয়?'

'হে দেবেন্দ্র! পৃথিবীর মনুষ্যগণ একাধিক এবং নানাবিধ প্রকৃতিসম্পন্ন। সেই কারণে যে ব্যক্তি যে প্রকৃতি বিশিষ্ট সে সেই প্রকৃতিকেই দৃঢ়তার সহিত আশ্রয় করিয়া তাহাতেই লগ্ন হইয়া স্থির করে: "ইহাই সত্য, আর সকল মিথ্যা।" এই নিমিত্ত সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ একই মতবাদী, একই শীলসমন্বিত একই প্রত্যয় বিশিষ্ট, একই লক্ষ্যানুসারী নহে।'

'দেব! সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই কি চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত?'

'হে দেবেন্দ্র! তাহা নয়।'

'দেব! কেন নয়?'

'হে দেবেন্দ্র! যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ তৃষ্ণাক্ষয় হেতু বিমুক্ত তাঁহারাই চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত। সেইজন্য সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণই চরম নিষ্ঠাবান, চরম মুক্তিলব্ধ, চরম ব্রহ্মচারী, চরম পূর্ণতা প্রাপ্ত নহে।'

এইরূপে ভগবান দেবেন্দ্র শক্রের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। দেবেন্দ্র শক্র আনন্দিত হইয়া ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিলেন: 'হে

ভগবান, ইহা সত্য ; হে সুগত, ইহা সত্য। প্রশ্নের ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত উত্তর শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে।'

৭। এইরূপে দেবরাজ শক্র ভগবানের বাক্যের অনুমোদন ও অভিনন্দন করিয়া ভগবানকে এইরূপ কহিলেন ঃ

দেব। তৃষ্ণা রোগ, গণ্ড, শল্য ; তৃষ্ণাই পুরুষকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই কারণে পুরুষ কখনও উচ্চাবস্থায় কখনও হীনাবস্থায় নীত হয়। দেব, অন্যান্য শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহারা ভগবানের অনুবর্তী নহে, তাহাদের যে সকল প্রশ্ন করিবার সুযোগ মাত্র আমি লাভ করি নাই, ভগবান দীর্ঘকাল সংশয়াভিভূত আমার নিকট সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন, আমার বিচিকিৎসা এবং সংশয় রূপ শল্য ভগবান কর্তৃক উৎপাটিত হইয়াছে।'

'হে দেবেন্দ্র! এই সকল প্রশ্ন তুমি অপর শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি?'

'দেব। জিজ্ঞাসা করিয়াছি।'

'হে দেবেন্দ্র! যদি তোমার পক্ষে ক্লেশজনক না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিয়াছেন প্রকাশ কর।'

'হে দেব! যে স্থানে ভগবান অথবা তৎসদৃশগণ উপবিষ্ট সে স্থানে ইহা আমার পক্ষে ক্লেশজনক নহে।'

'তাহা হইলে, হে দেবেন্দ্র! প্রকাশ কর।

'দেব। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণকে আমি নির্জন অরণ্যবাসী বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি এই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হন নাই, অসমর্থ হইয়া তাঁহারা আমাকেই প্রতিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ 'আয়ুষ্মানের নাম কি?" আমি উত্তর করিয়াছিলাম ঃ "মহাশয, আমি দেবেন্দ্র শক্র।" তাঁহারা পুনরায় আমাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "আয়ুষ্মান দেবেন্দ্র! কোন্ কর্ম্মের ফলে আপনি এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন?" আমি ধর্ম্ম যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং আয়ত্ত করিয়াছি তাঁহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ দিয়াছিলাম। তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছিলেন ঃ "আমরা দেবেন্দ্র শক্রকে দেখিলাম, তিনি আমাদিগের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।" তাঁহারা আমারই শ্রাবক হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের শ্রাবক হই নাই, আমি ভগবানের শ্রাবক, স্রোতাপন্ন, অবিনিপাত-ধর্ম্ম, নিশ্চিতরূপে সম্বোধিপরায়ণ।'

'হে দেবেন্দ্র। তুমি ইতিপূর্ব্বে কখনও এবূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য অনুভব কবিযাছ কি?'

'দেব! কবিযাছি।'

'কিবূপে তুমি এইবূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য ইতিপূর্ব্বে অনুভব কবিযাছ?"

'দেব? অতীতে দেবাসুব সংগ্রাম হইযাছিল। ঐ সংগ্রামে দেবগণ জযলাভ কবিযাছিলেন, অসুবগণেব পবাজয হইযাছিল। সংগ্রামে জযলাভ কবিবাব পব আমাব মনে এই চিন্তাব উদয হইযাছিল: "দেবভোগ্য অমৃত এবং অসুবভোগ্য অমৃত উভয অমৃতই দেবগণ পান কবিবেন।" কিন্তু, দেব, দণ্ড ও শস্ত্র প্রযোগ দ্বাবা লব্ধ আমাব এই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ নির্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নিব্বাণেব অনুকূল নহে। কিন্তু, ভগবানেব নিকট হইতে ধর্ম্ম শ্রবণ কবিযা আমাব যে সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভ হইযাছে—যাহা দণ্ড ও শস্ত্র দ্বাবা অর্জিত নয—সেই সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য একান্তবূপে নির্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, শান্তি, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নিব্বাণেব অনুকূল।'

৮। 'হে দেবেন্দ্র। কিবূপ অনুভূতিব দ্বাবা তুমি এই প্রকাব সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইযাছ?'

'দেব। ছয প্রকাব অনুভূতিব দ্বাবা আমি এই প্রকাব সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইযাছি:

'দেববূপে এইস্থানেই স্থিতিকালে আমি পুনবায
আযুলব্ধ*—দেব, এইবূপ অবগত হউন।

'দেব। ইহাই প্রথম অনুভূতি যাহাব দ্বাবা আমি উক্তবূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইযাছি।

'দেব-কায হইতে চ্যুত হইযা অ-মনুষ্য জীবন
পবিত্যাগ কবিযা আমি স্বীয ইচ্ছানুবূপ গর্ভে
প্রবেশ কবিব।

'দেব। ইহাই দ্বিতীয অনুভূতি যাহাব দ্বাবা আমি উক্তবূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইযাছি।

---

*[সংস্কৃত অন্য কর্ম্মেব বিপাকবশতঃ]

'আমার প্রশ্নসমূহ মীমাংসিত ; আমি শাসনে
রত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক স্মৃতি ও
সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া আর্য্যমার্গের অনুসরণ
করিব।

'দেব। ইহাই তৃতীয় অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'আর্য্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইলে
আমি জ্ঞাতা হইয়া বিহার করিব, উহাই চরম
পরিণতি।

'দেব! ইহাই চতুর্থ অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'মনুষ্য দেহ হইতে চ্যুত হইয়া, মনুষ্য জীবন
পরিত্যাগ করিয়া আমি উত্তম দেবলোকে
দেবরূপে উৎপন্ন হইব।

'দেব। ইহাই পঞ্চম অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

'ঐ সকল অকনিষ্ঠ দেবগণ অপরাপর দেবতা
হইতে শ্রেষ্ঠ, যখন আমার অন্তিম জন্ম হইবে,
তখন ঐ দেবলোকেই আমার বাসস্থান হইবে।

'দেব! ইহাই ষষ্ঠ অনুভূতি যাহার দ্বারা আমি উক্তরূপ সন্তুষ্টি ও সৌমনস্য লাভে উপনীত হইয়াছি।

৯। সংশয় বিহ্বলচিত্তে তথাগতের অন্বেষণে দীর্ঘকাল বিচরণ করিয়াছি- আমার সংকল্প পূর্ণ হয় নাই।

যে সকল শ্রমণকে নির্জ্জনবাসী মনে করিয়াছিলাম,
তাঁহারা সম্বুদ্ধ এইরূপ স্থির করিয়া আমি
তাঁহাদের উপাসনায় যাইতাম।
"কিসে সিদ্ধিলাভ হয় ? কিসেই বা ব্যর্থতা হয় ?"
ইহা জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা মার্গ অথবা
প্রতিপদা কোন বিষয়েই আমাকে শিক্ষাদানে
সমর্থ হন নাই।

যখন তাঁহারা জানিতে পাইতেন আমি দেবরাজ শক্র,
তখন তাঁহারা আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন
কিরূপ কর্ম্মের ফলে আমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত
হইয়াছি।
আমি তাঁহাদিগকে যেরূপ আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং
যেরূপ সকলেই শ্রবণ করিতে পারে,
সেইরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দান করিতাম।
তাঁহারা আনন্দিত হইয়া কহিতেন, "আমরা বাসবের
দর্শন লাভ করিলাম।"
কিন্তু সংশয়-তারণ বুদ্ধকে দেখিয়া, সম্বুদ্ধের
পূজা করিয়া আজ আমি নির্ভয়।
তৃষ্ণারূপ শল্যের উৎপাটক অতুলনীয় মহাবীর
আদিত্যবন্ধু-বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছি। ভগবন্!
দেবগণ সহ যে নমস্কার ব্রহ্মাকে করিতাম,
আজ হইতে সেই নমস্কার আপনাকে করিব।
আপনিই সম্বুদ্ধ, আপনিই সর্ব্বোত্তম শাস্তা, দেবগণসহ
সর্ব্বলোকে আপনার ন্যায় পুরুষ নাই।'

১০। অতঃপর দেবেন্দ্র শক্র গন্ধর্ব্ব পুত্র পঞ্চশিখকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'প্রিয় পঞ্চশিখ! ভগবানকে প্রথমে প্রসন্ন করিয়া তুমি আমার বহু উপকার করিয়াছ। তুমি ভগবানকে প্রথমে প্রসন্ন করিবার পর আমরা ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শনার্থ গমনে সক্ষম হইয়াছিলাম। তোমাকে তোমার পৈতৃক স্থানে রক্ষা করিব, তুমি গন্ধর্ব্বরাজ হইবে, তোমার প্রার্থিত ভদ্রা সূর্য্যবর্চ্চসাকে তোমায় দান করিতেছি।'

অনন্তর দেবরাজ শক্র হস্ত দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া বারত্রয় উচ্চৈঃস্বরে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন ঃ

'ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার।
ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার।
ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার!'

এই উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হইবার কালে দেবরাজ শক্রের বিরজ বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল : 'উৎপত্তিশীল সর্ববস্তুই বিনাশশীল।' অপরাপর অশীতি সহস্র দেবগণেরও এইরূপই হইল। এইরূপ দেবরাজ শক্র কর্তৃক তাঁহার বাঞ্ছিত প্রশ্ন সমূহ জিজ্ঞাসিত হইলে ভগবান ঐ সকলের উত্তর দিলেন। এই কারণে এই প্রশ্নোত্তরের নাম 'সক্ক-পঞ্‌হ' (শক্র-প্রশ্ন) হইয়াছে।

। সক্ক-পঞ্‌হ সুত্তান্ত সমাপ্ত ।

২২। মহাসতিপট্ঠান সুত্রান্ত

[মহাস্মৃতি প্রস্থান সূত্রান্ত]

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে ভগবান কুরুরাজ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কম্মাসধম্ম নামে কুরুদেশে একটি নগর আছে। সেইস্থানে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন—"ভিক্ষুগণ।" ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন "ভন্তে!" তখন ভগবান কহিলেন ঃ

ভিক্ষুগণ। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক ও বিলাপের বিনাশের জন্য, দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্য দূর করিবার জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নির্ব্বাণের সাক্ষাতকারের নিমিত্ত চারি স্মৃতি প্রস্থান একমাত্র মার্গ।

ঐ চারিটি কি কি? ভিক্ষুগণ? এই শাসনে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন—বেদনায় বেদনানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা · বিদূরিত করিয়া বিহার করেন—চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা বিদূরিত করিয়া বিহার করেন—ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা...বিদূরিত করিয়া বিহার করেন।

২। কিরূপে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন?

ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু অরণ্য, বৃক্ষমূলে অথবা শূন্যাগারে গমন করিয়া পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবেশন করেন। তিনি স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া শ্বাস ত্যাগ করেন, স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া উহা গ্রহণ করেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি' ইহা জানেন। দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে 'দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেছি' ইহা জানেন। হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করিলে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করিতেছি' ইহা জানেন, হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করিলে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' ইহা জানেন। 'সর্ব্বদেহের অনুভূতি সম্পন্ন হইয়া 'শ্বাস ত্যাগ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন। সর্ব্বদেহের অনুভূতি সম্পন্ন হইয়া 'শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন। 'কায়-সংস্কারকে প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস

ত্যাগ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন; 'কায়-সংস্কারকে প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন।

ভিক্ষুগণ। যেরূপ কোন দক্ষ ভ্রমকার অথবা তাহার শিক্ষার্থী দীর্ঘ (সূত্র) আকর্ষণ করিলে 'দীর্ঘ আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে; অথবা হ্রস্ব আকর্ষণ করিলে 'হ্রস্ব আকর্ষণ করিতেছি' ইহা জানে, সেইরূপই, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকালে··· 'দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছি···প্রশ্রব্ধ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিতেছি' এইরূপ অভ্যাস করেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; কায়ে উৎপত্তি ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; অথবা কায়ে বিনাশ ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; অথবা কায়ে উৎপত্তি ও বিনাশ ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; অথবা 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ! এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৩। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু গমনকালে "গমন করিতেছি" ইহা উত্তমরূপে জানেন: দণ্ডায়মান থাকিলে 'দণ্ডায়মান রহিয়াছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন, "উপবিষ্ট থাকিলে 'উপবিষ্ট আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন; শায়িত থাকিলে 'শয়ন করিয়া আছি' ইহা উত্তমরূপে জানেন। এইরূপে যখন তাঁহার দেহ যেরূপে অবস্থিত হয় তখন তিনি তাহা সেইরূপেই দেখেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে, অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন; কায়ে উৎপত্তিধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশ-ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ! এইরূপেই ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৪। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু গমনে প্রত্যাগমনে সম্প্রজ্ঞানানুশীলনকারী হন; অবলোকনে, বিলোকনে, সঙ্কোচনে, প্রসারণে, সঙ্ঘাটি-পাত্র-

চীবর ধারণে, আহারে, পানে, খাদনে, আস্বাদনে, শরীরকৃত্য সম্পাদনে, গতিতে, স্থিতিতে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে, তুষ্ণীম্ভাবে সম্প্রজ্ঞান অনুশীলন করেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন ; কায়ে উৎপত্তিধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন , 'কায় বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবলমাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য , তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এই রূপেই, ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৫। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু পদতল হইতে ঊর্দ্ধে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বকপরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন: 'এই দেহ কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয়, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, ক্লোম (পিত্তকোষ), প্লীহা, ফুসফুস, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, উদর, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, লালা, নাসামল, লসিকা ও মূত্র আছে।'

যেরূপ, ভিক্ষুগণ! শালি, ব্রীহি, মুগ, মাষ, তিল, তণ্ডুলাদি নানাবিধ শস্যপূর্ণ দ্বিমুখ বিশিষ্ট গোণী অনাবৃত করিয়া চক্ষুষ্মান পুরুষ প্রত্যবেক্ষণ করেন: 'ইহা শালি, ইহা ব্রীহি, ইহা মুগ, ইহা মাষ, ইহা তিল, ইহা তণ্ডুল' —সেইরূপেই ভিক্ষু পদতল হইতে ঊর্দ্ধে এবং কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বক পরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচিপূর্ণ এই দেহকে প্রত্যবেক্ষণ করেন: 'এই দেহে কেশ মূত্র আছে।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৬। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু এই দেহ যেরূপেই স্থাপিত হউক, যেরূপেই অবস্থিত হউক, উহাকে উহার মূল তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ করেন: 'এই দেহে ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং বায়ু ধাতু আছে।'

যেরূপ, ভিক্ষুগণ! দক্ষ গো-ঘাতক অথবা তাহার সহকারী গাভী বধ করিয়া উহা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চতুর্ম্মহাপথে উপবিষ্ট থাকে, সেইরূপেই ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু এই দেহ যেরূপেই স্থাপিত হউক, যেরূপেই

অবস্থিত হউক, উহাকে উহার মূলে তত্ত্বানুসারে প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ 'এই দেহে ক্ষিতি, অপ্, তেজ এবং বায়ু ধাতু আছে।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে…কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৭। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শ্মশানে পরিত্যক্ত একদিনের মৃত, দুই দিনের অথবা তিন দিনের মৃত, স্ফীত, বিনীল, পূযপূর্ণ দেহ দেখেন, তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ 'এই দেহও ঐরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে…কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৮। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহকে কাক, কুলাল, গৃধ্র, কুক্কুর, শৃগাল প্রভৃতি বিবিধ প্রাণী ভক্ষণ করিতেছে, তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ 'এই দেহও ঐরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে…কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

৯। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ অস্থি-শৃঙ্খল, রক্তমাংসযুক্ত স্নায়ুবদ্ধ…অস্থিশৃঙ্খল মাংসহীন রক্তমক্ষিত স্নায়ু-বদ্ধ অস্থিশৃঙ্খল রক্তমাংসহীন স্নায়ুসম্বদ্ধ…চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অস্থিপুঞ্জ, একস্থানে হস্তাস্থি, একস্থানে পাদাস্থি, একস্থানে জঙ্ঘা-অস্থি, একস্থানে উরু-অস্থি, একস্থানে কটি-অস্থি, একস্থানে পৃষ্ঠাস্থি, একস্থানে শীর্ষকটাহ ; তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ 'এই দেহও ঐরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে…কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১০। পুনশ্চ, ভিক্ষুগন! ভিক্ষু দেখিতে পান শ্মশানে পরিত্যক্ত দেহ, উহা শ্বেত শঙ্খবর্ণনিভ…উহার বর্ষাধিকের পুঞ্জীভূত গলিত চূর্ণীকৃত অস্থিপুঞ্জ ; তখন তিনি ঐ দেহকে স্বীয় দেহের সহিত তুলনা করিয়া চিন্তা করেন ঃ 'এই দেহও ঐরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট, ঐরূপ পরিণাম সম্পন্ন, ইহা ঐ নিয়মের অনতীত।'

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে কাযে কাযানুপশ্যী হইযা অবস্থান করেন।

১১। ভিক্ষুগণ। কি প্রকারে ভিক্ষু বেদনায বেদনানুপশ্যী হইযা অবস্থান করেন?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সুখবেদনা অনুভব কালে 'সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব কালে 'অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ (পার্থিব) সুখ-বেদনা অনুভব কালে 'সামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি, ইহা জানেন, নিরামিষ সুখবেদনা অনুভব কালে 'নিরামিষ সুখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'সামিষ দুঃখবেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিরামিষ দুঃখবেদনা অনুভব কালে 'নিরামিষ দুঃখ-বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব কালে 'সামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন, নিরামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব কালে 'নিরামিষ অ-দুঃখ অ-সুখ বেদনা অনুভব করিতেছি' ইহা জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে বেদনায বেদনানুপশ্যী হইযা অবস্থান করেন, বেদনায উৎপত্তি ধর্ম্মানুপশ্যী হইযা বিহার করেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশ ধর্ম্মানুপশ্যী হইযা বিহার করেন, 'বেদনা বিদ্যমান,' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য, তিনি অনিশ্রিত হইযা অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু বেদনায বেদনানুপশ্যী হইযা অবস্থান করেন।

১২। ভিক্ষুগণ। কিরূপে ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইযা অবস্থান করেন?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিত্ত সরাগ হইলে উহা সরাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিত্ত বিরাগ হইলে উহা বিরাগ তাহা অবগত হন, অথবা চিত্ত দ্বেষযুক্ত হইলে উহা দ্বেষযুক্ত তাহা অবগত হন, দ্বেষহীন হইলে উহা দ্বেষহীণ তাহা অবগত হন, মোহযুক্ত হইলে উহা মোহযুক্ত তাহা অবগত হন, মোহমুক্ত হইলে উহা মোহমুক্ত তাহা অবগত হন, একাগ্র হইলে উহা একাগ্র তাহা

অবগত হন, বিক্ষিপ্ত হইলে উহা বিক্ষিপ্ত তাহা অবগত হন, উন্নত (মহদ্গত) হইলে উহা উন্নত তাহা অবগত হন, অনুন্নত হইলে উহা অনুন্নত তাহা অবগত হন, আদর্শের নিম্নে অবস্থিত হইলে উহা ঐ অবস্থাসম্পন্ন তাহা অবগত হন, আদর্শে উপনীত হইলে উহা আদর্শ তাহা অবগত হন, সমাহিত হইলে উহা সমাহিত তাহা অবগত হন, অসমাহিত হইলে উহা অসমাহিত তাহা অবগত হন, বিমুক্ত হইলে উহা বিমুক্ত তাহা অবগত হন, অবিমুক্ত হইলে উহা অবিমুক্ত তাহা অবগত হন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, চিত্তে উৎপত্তি ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'চিত্ত বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিত্তে চিত্তানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন?

ভিক্ষু পঞ্চ নীবরণ সম্বন্ধে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

তিনি অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বর্ত্তমান থাকিলে, 'অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ বর্ত্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্মে কামচ্ছন্দ নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন কামচ্ছন্দের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বর্ত্তমান থাকিলে, 'অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে ব্যাপাদ বর্ত্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্মে ব্যাপাদ নাই' ইহা অবগত হন। যেরূপে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন ব্যাপাদ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন ব্যাপাদের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বর্ত্তমান থাকিলে, অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বিদ্যমান' ইহা অবগত হন, অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ বর্ত্তমান না থাকিলে, 'অধ্যাত্মে স্ত্যানমিদ্ধ

নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে প্রহীন স্ত্যানমিদ্ধের ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

তিনি অধ্যাত্মে ঔদ্ধত্য-কুকৃত্য বর্ত্তমান থাকিলে অধ্যাত্ম ঔদ্ধত্য কুকৃত্য বর্ত্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্ত্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেরূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবার পর ভবিষ্যতে যেরূপে উহার উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

অধ্যাত্মে বিচিকিৎসা বর্ত্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্ত্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্ত্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, উৎপন্ন হইলে যেরূপে উহা প্রহীন হয় তাহা অবগত হন, প্রহীন হইবার পর ভবিষ্যতে যেরূপে উহার উৎপত্তি না হয় তাহা অবগত হন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্ম্মে উৎপত্তি ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন; 'ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য, তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পঞ্চ নীবরণ সম্বন্ধে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৪। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ সম্পর্কে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

তিনি জানিতে পান 'ইহা রূপ, ইহা রূপের উৎপত্তি, ইহা রূপের নিরোধ (ধ্বংস)—ইহা বেদনা, ইহা বেদনার উৎপত্তি, ইহা বেদনার নিরোধ—ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার উৎপত্তি, ইহা সংজ্ঞার নিরোধ—ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের উৎপত্তি, ইহা সংস্কারের নিরোধ—ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উৎপত্তি, ইহা বিজ্ঞানের নিরোধ।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্ম্মে উৎপত্তি ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন,

বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইযা বিহাব কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইযা বিহাব কবেন, 'ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতিব জন্য, তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন কবেন না। এইবূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ সম্বন্ধে ধর্ম্মানুপশ্যী হইযা অবস্থান কবেন।

১৫। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ছয আধ্যাত্মিক ও ছয বাহিব আযতন সম্পর্কে ধর্ম্মানুপশ্যী হইযা অবস্থান কবেন।

কিবূপে?

ভিক্ষু চক্ষু কি তাহা জানেন, বূপ কি তাহা জানেন, উভযেব কাবণে যে সংযোজনেব উৎপত্তি হয তাহাও জানেন, যেবূপে অনুৎপন্ন সংযোগেব উৎপত্তি হয় তাহা জানেন, যেবূপে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয তাহা জানেন, যেবূপে প্রহীন সংযোজনেব ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয তাহা জানেন শ্রোত এবং শব্দ ঘ্রাণ এবং গন্ধ জিহ্বা এবং বস কায এবং স্পর্শ মন এবং ধর্ম্ম কি তাহা জানেন, উভযেব কাবণে যে সংযোজনেব উৎপত্তি হয তাহাও জানেন, যেবূপে অনুৎপন্ন সংযোজনের উৎপত্তি হয তাহা জানেন, যেবূপে উৎপন্ন সংযোজন প্রহীন হয তাহা জানেন, যেবূপে প্রহীন সংযোজনেব ভবিষ্যতে উৎপত্তি না হয তাহা জানেন।

এইবূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিবে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিবে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইযা অবস্থান কবেন, ধর্ম্মে উৎপত্তিধর্ম্মানুপশ্যী হইযা বিহাব কবেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইযা বিহাব কবেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইযা বিহাব কবেন, 'ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহাব এই স্মৃতি উৎপন্ন হয কেবল মাত্র জ্ঞান প্রতিস্মৃতিব জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইযা অবস্থান কবেন, জগতেব কোন বস্তুতেই আসক্তিব উৎপাদন কবেন না। এইবূপেই, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ছয আধ্যাত্মিক ও ছয বাহিব আযতন সম্পর্কে ধর্ম্মানুপশ্যী হইযা অবস্থান কবেন।

১৬। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইযা অবস্থান কবেন।

কিবূপে?

অধ্যাত্মে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলে তিনি 'উহা বর্ত্তমান' ইহা অবগত হন। উহা বর্ত্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যে-

রূপে উহার উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে ভাবনার দ্বারা উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

অধ্যাত্মে ধর্ম্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ থাকিলে· ইত্যাদি··

অধ্যাত্মে বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলে···ইত্যাদি···

অধ্যাত্মে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলে···ইত্যাদি··

অধ্যাত্মে প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলে···ইত্যাদি···

অধ্যাত্মে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলে···ইত্যাদি···

অধ্যাত্মে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলে 'উহা বর্ত্তমান' ইহা অবগত হন, উহা বর্ত্তমান না থাকিলে 'উহা নাই' ইহা অবগত হন, যেরূপে অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহা অবগত হন, যেরূপে উহার পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তাহাও জানেন।

এইরূপে তিনি অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্ম্মে উৎপত্তি ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, 'ধর্ম্মসমূহ বর্ত্তমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য; তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। এইরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ সম্পর্কে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

১৭। পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চারি আর্য্যসত্য ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন।

কিরূপে?

ভিক্ষু 'ইহা দুঃখ' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখের উৎপত্তি' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখের নিরোধ' যথার্থরূপে অবগত হন, 'ইহা দুঃখ নিরোধের মার্গ' যথার্থরূপে অবগত হন।

১৮। ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্য্যসত্য কি?

জাতি দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, শোক বিলাপ দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস দুঃখ, ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ।

ভিক্ষুগণ! জাতি কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম, উৎপত্তি, আবির্ভাব, পুনর্জন্ম, স্কন্ধসমূহের প্রকাশ, আয়তন লাভ, ভিক্ষুগণ ইহাই জাতি কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! জরা কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন দেহে জরা, জীর্ণতা, দন্তহীনতা, কেশের শুভ্রতা, ত্বকের কুঞ্চন, আয়ুক্ষীণতা, ইন্দ্রিয় সমূহের বিকৃতি; ভিক্ষুগণ! ইহাই জরা কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! মরণ কি? প্রাণীগণের আপন আপন যোনি হইতে চ্যুতি, চ্যবন, ভেদ, অন্তর্দ্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, স্কন্ধ সমূহের ভেদ কলেবরের নিক্ষেপ; ভিক্ষুগণ! ইহাই মরণ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! শোক কি? ভিক্ষুগণ! বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দুঃখধর্ম্মস্পৃষ্টের শোক, শোচনা, মর্ম্মপীড়া, প্রিয়বিয়োগোদ্ভূত চিত্তসন্তাপ ও বিহ্বলতা; ভিক্ষুগণ! ইহাই শোক কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! বিলাপ কি? বিবিধ ব্যসনাপন্ন বিবিধ দুঃখধর্ম্মস্পৃষ্টের আ-দেব, পরিদেব, আবেদনা, পরিদেবনা, আদেবিতত্ত, পরিদেবিতত্ত; ভিক্ষুগণ! ইহাই বিলাপ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! দুঃখ কি? দৈহিক ক্লেশ, দৈহিক বেদনা, অ-সাত অনুভব রূপ কায়সংস্পর্শজ বেদনা; ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখ কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! দৌর্ম্মনস্য কি? মানসিক ক্লেশ, মানসিক বেদনা, অ-সাত অনুভবরূপ চিত্তসংস্পর্শজ বেদনা, ভিক্ষুগণ! ইহাই দৌর্ম্মনস্য কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ উপায়াস কি? বিভিন্ন ব্যসনাপন্ন বিভিন্ন দুঃখধর্ম্ম-স্পৃষ্টের ক্লান্তি, শরীর দৌর্ব্বল্য, অশান্তি, অস্থৈর্য্য; ভিক্ষুগণ! ইহাই উপায়াস কথিত হয়।

ভিক্ষুগণ! ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ কি? ভিক্ষুগণ! জাতিধর্ম্ম-সম্পন্ন প্রাণীগণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ঃ 'হায়! যদি আমরা জাতি-ধর্ম্মসম্পন্ন না হইতাম, যদি আমরা জাতি হইতে মুক্ত হইতাম!' কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাই ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ। জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-উপায়াস ধর্ম্মসম্পন্ন প্রাণী-গণের এইরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়ঃ 'যদি আমরা জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-উপায়াস ধর্ম্মসম্পন্ন না হইতাম, যদি আমরা ঐ সকল হইতে মুক্ত হইতাম!' কিন্তু মাত্র ইচ্ছাতেই এই অবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাও ইচ্ছিতের অপ্রাপ্তি দুঃখ।

ভিক্ষুগণ! 'সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ, ইহা কি? যথা রূপ-

উপাদান স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান স্কন্ধ, ভিক্ষুগণ! ইহাই 'সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ দুঃখ। ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখ আর্য্যসত্য কথিত হয়।

১৯। ভিক্ষুগণ! দুঃখের উৎপত্তি আর্য্যসত্য কি?

ইহা সেই তৃষ্ণা, যাহা জীবগণকে পুনর্জন্মের অভিমুখে চালিত করে, যাহা ভোগানন্দরাগযুক্ত, যাহা স্থান হইতে স্থানান্তরে কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা অনুভব করে, যথা কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা।

ভিক্ষুগণ! সেই তৃষ্ণা কোথায় উৎপন্ন হয়, কোথায় স্থিত হয়? জগতে যাহা প্রিয়, যাহা আনন্দপ্রদ, সেই তৃষ্ণা তাহাতেই উৎপন্ন হয় তাহাতেই স্থিত হয়।

জগতে কোন্ বস্তু প্রিয়, কোন্ বস্তু আনন্দপ্রদ? জগতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম্ম প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

জগতে চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণসংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বাসংস্পর্শজ বেদনা, কায়সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপসংজ্ঞা, শব্দসংজ্ঞা, গন্ধসংজ্ঞা, রসসংজ্ঞা, স্পর্শসংজ্ঞা, ধর্ম্মসংজ্ঞা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দসঞ্চেতনা, গন্ধসঞ্চেতনা, রসসঞ্চেতনা, স্পর্শসঞ্চেতনা, ধর্ম্মসঞ্চেতনা জগতে প্রিয়, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, ইহাতেই স্থিত হয়।

রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা ধর্ম্মতৃষ্ণা জগতে প্রিয, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয, ইহাতেই স্থিত হয।

রূপবিতর্ক, শব্দবিতর্ক, গন্ধবিতর্ক, রসবিতর্ক, স্পর্শবিতর্ক, ধর্ম্মবিতর্ক জগতে প্রিয, ইহারা আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয, ইহাতেই স্থিত হয।

রূপবিচার, শব্দবিচার, গন্ধবিচার, রসবিচার, স্পর্শবিচার, ধর্ম্মবিচার জগতে প্রিয, ইহারা আন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয, ইহাতেই স্থিত হয। ভিক্ষুগণ! ইহাই দুঃখের উৎপত্তি আর্য্যসত্য।

২০। ভিক্ষুগণ! দুঃখের নিরোধ আর্য্যসত্য কি?

উহা সেই তৃষ্ণার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিরোধ, ত্যাগ, বর্জ্জন উহা হইতে মুক্তি, উহাতে অপ্রবৃত্তি।

ভিক্ষুগণ! সেই তৃষ্ণা কোথায পরিত্যক্ত হয, কোথায় নিরুদ্ধ হয? জগতে যাহা প্রিয, যাহা আনন্দপ্রদ তাহাতেই উহা পরিত্যক্ত হয, তাহাতেই নিরুদ্ধ হয।

জগতে প্রিয এবং আনন্দপ্রদ কি? জগতে চক্ষু প্রিয, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত, এইস্থানেই নিরুদ্ধ হয। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায, মন জগতে প্রিয, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম্ম জগতে প্রিয, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয।

চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই সকল স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয, এই সকল স্থানেই নিরুদ্ধ হয।

চক্ষু-সংস্পর্শ···মনোসংস্পর্শ জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, ইহাতেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয, ইহাতেই নিরুদ্ধ হয।

চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা···মনোসংস্পর্শজ বেদনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এইস্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয।

রূপ-সংজ্ঞা·· ধর্ম্ম-সংজ্ঞা জগতে প্রিয, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয়, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয়।

রূপ-সঞ্চেতনা...ধর্ম্ম-সঞ্চেতনা জগতে প্রিয়, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয, এই স্থানেই নিরুদ্ধ হয।

রূপ-তৃষ্ণা...ধর্ম্ম-তৃষ্ণা জগতে প্রিয, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পরিত্যক্ত হয, এই স্থানেই নিবদ্ধ হয।

রূপবিতর্ক · শব্দবিতর্ক গন্ধবিতর্ক···বসবিতর্ক·· স্পর্শবিতর্ক ধর্ম্ম-বিতর্ক জগতে প্রিয, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয, এই স্থানেই নিবদ্ধ হয।

রূপ-বিচাব ··শব্দ-বিচাব···গন্ধ-বিচাব বস-বিচাব···স্পর্শবিচাব ··ধর্ম্ম-বিচাব জগতে প্রিয, আনন্দপ্রদ, এই স্থানেই তৃষ্ণা পবিত্যক্ত হয, এই স্থানেই নিবদ্ধ হয।

২১। ভিক্ষুগণ। দুঃখনিবোধেব মার্গ আর্য্য সত্য কি?

ইহা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যাযাম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ। সম্যক দৃষ্টি কি?

ভিক্ষুগণ। ইহা দুঃখেব জ্ঞান, দুঃখেব উৎপত্তিব জ্ঞান, দুঃখেব নিবোধেব জ্ঞান, এবং দুঃখেব নিবোধেব মার্গেব জ্ঞান, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক দৃষ্টি।

ভিক্ষুগণ। সম্যক সংকল্প কি?

ইহা নৈষ্কাম্য-সংকল্প, অ-ব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প, ইহাই, ভিক্ষুগণ। সম্যক সংকল্প।

ভিক্ষুগণ। সম্যক বাক্ কি?

মিথ্যাভাষণ হইতে বিবতি, পিশুন বাক্য হইতে বিবতি, পুরুষ বাক্য হইতে বিবতি, তুচ্ছপ্রলাপ হইতে বিবতি, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক বাক্।

ভিক্ষুগণ। সম্যক কর্ম্মান্ত কি?

প্রাণী হত্যা হইতে বিবতি, অদত্তেব গ্রহণ হইতে বিবতি, ব্যভিচাব হইতে বিবতি, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক কর্ম্মান্ত।

ভিক্ষুগণ। সম্যক আজীব কি?

ভিক্ষুগণ। আর্য্য শ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পবিহাব পূর্ব্বক সম্যক জীবিকা দ্বাবা জীবন যাপন কবেন, ভিক্ষুগণ। ইহাই সম্যক আজীব।

ভিক্ষুগণ। সম্যক ব্যাযাম কি?

ভিক্ষুগণ। ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্ম সমূহেব উৎপত্তি

নিবারণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীর্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্ম সমূহের দূরীকরণের জন্য সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীর্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম্ম সমূহের উৎপত্তির নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীর্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। উৎপন্ন কুশলধর্ম্ম সমূহের স্থিতির নিমিত্ত, রক্ষার নিমিত্ত, বৃদ্ধির নিমিত্ত, বিপুলতার নিমিত্ত, ভাবনার পূর্ণতার নিমিত্ত সংকল্প উৎপাদন করেন, এই উদ্দেশ্যে উদ্যম সম্পন্ন হন, বীর্য্য প্রয়োগ করেন, চিত্তকে আয়ত্তীভূত করিয়া উহাকে বশীভূত করেন। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যক ব্যায়াম।

ভিক্ষুগণ! সম্যক স্মৃতি কি?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া, লোক সুলভ অভিধ্যা দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন, বেদনায়...চিত্তে—ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা ও দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যক স্মৃতি।

ভিক্ষুগণ! সম্যক সমাধি কি?

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্কবিচারের উপশমে তিনি অধ্যাত্মসম্প্রাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজ, প্রীতিসুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। তিনি প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষা সম্পন্ন স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী—এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ! ইহাই সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ। ইহাই দুঃখ নিরোধের মার্গ আর্য্যসত্য।

এইরূপে ভিক্ষু অধ্যাত্মে, বাহিরে অথবা অধ্যাত্মে ও বাহিরে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া অবস্থান করেন, ধর্ম্মে উৎপত্তিধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, উৎপত্তি ও বিনাশধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন, 'ধর্ম্মসমূহ বিদ্যমান' তাঁহার এই স্মৃতি উৎপন্ন হয় কেবল মাত্র জ্ঞান ও প্রতিস্মৃতির জন্য, তিনি অনিশ্রিত হইয়া অবস্থান করেন, জগতের কোন বস্তুতেই আসক্তির উৎপাদন করেন না। ভিক্ষুগণ। এইরূপেই ভিক্ষু চারি আর্য্যসত্যে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া বিহার করেন।

২২। ভিক্ষুগণ। যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান এইরূপ সপ্তবর্ষ-কাল ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য: এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ। সপ্তবর্ষের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান ছয় বৎসর, কাল এইরূপে ভাবনা করিবেন, অথবা পাঁচ বৎসর, অথবা চারি বৎসর, অথবা তিন বৎসর, অথবা দুই বৎসর, অথবা এক বৎসর, এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য: এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ। এক বৎসরের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান সাত মাস, অথবা ছয় মাস, অথবা পাঁচ মাস, অথবা চারি মাস, অথবা তিন মাস, অথবা দুই মাস, অথবা একমাস, অথবা অর্দ্ধমাস এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য: এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। ভিক্ষুগণ। অর্দ্ধমাসের প্রয়োজন নাই, যে কেহ এই চতুর্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান এক সপ্তাহ এইরূপে ভাবনা করিবেন, তাঁহার দ্বিবিধ ফলের যে কোন একটি প্রাপ্য: এই জগতেই অর্হত্ব লাভ, অথবা দেহান্তে অনাগামিতা। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, 'ভিক্ষুগণ। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির নিমিত্ত, শোক ও বিলাপের জন্য, দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্য দূর করিবার জন্য, সত্য প্রাপ্তি ও নির্ব্বাণের সাক্ষাতকারের নিমিত্ত চারি স্মৃতি-প্রস্থান একমাত্র মার্গ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইয়া ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

মহাসতিপট্ঠান সূত্রান্ত সমাপ্ত।

২৩। পায়াসি সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে আয়ুষ্মান কুমার-কস্সপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত কোশলদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রত্য সেতব্যা নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেতব্যার উত্তরে স্থিত সিংসপ বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজন্য পায়াসি রাজভোগ্য রাজদায়, ব্রহ্মদেয়-রূপে কোশলরাজ পসেনদি কর্তৃক প্রদত্ত জনাকীর্ণ, তৃণ-কাষ্ঠ-উদক-ধান্য সম্পন্ন সেতব্যাতে বাস করিতেছিলেন।

২। ঐ সময় রাজন্য পায়াসির এইরূপ পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছিল: পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের ফল নাই। সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ শুনিলেন: 'গৌতমের শ্রাবক শ্রমণ কুমার-কস্সপ পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সেতব্যায় উপনীত হইয়া উহার উত্তরস্থ সিংসপ বনে অবস্থান করিতেছেন। সেই পূজনীয় কুমার কস্সপের সম্বন্ধে একরূপ যশোগীতি বিস্তৃত হইয়াছে: "তিনি পণ্ডিত, অভিজ্ঞ, মেধাবী, বহুশ্রুত, সুবক্তা, সুপ্রতিভ, সম্মানার্হ এবং অরহত। তথারূপ অরহতের দর্শন কল্যাণজনক।" অনন্তর সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তর দিকে সিংসপ বনাভিমুখে গমন করিলেন।

৩। ঐ সময় রাজন্য পায়াসী দিবা বিশ্রামের নিমিত্ত প্রাসাদোপরি গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন সেতব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ সেতব্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হইয়া উত্তরে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। উহা দেখিয়া তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন:

'মন্ত্রি৷ [সেত]ব্যার ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ কি নিমিত্ত এইরূপে সিংসপা বনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন? উত্তরে মন্ত্রী তাঁহাকে সমস্ত কহিলেন। তখন তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন, 'তুমি সেতব্যার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বল: "রাজন্য পায়াসী এইরূপ কহিয়াছেন: আপনারা অপেক্ষা করুন, রাজন্য পায়াসি শ্রমণ কুমার-কস্সপকে দর্শন

কবিবাব নিমিত্ত আসিবেন।" শ্রমণ কুমাব কস্‌সপ সেতব্যাব অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণকে পূর্ব্ব হইতেই উপদেশ দিতেছেনঃ "পবলোকেব অস্তিত্ব আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে।" কিন্তু, মন্ত্রি। পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

'তথাস্তু' বলিযা মন্ত্রী বাজন্য পাযাসিব আজ্ঞা পালন কবিলেন।

৪। তদনন্তব বাজন্য পাযাসি সেতব্যাব ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ পবিবৃত হইযা সিংসপা বনে আযুষ্মান কুমাব কস্‌সপেব নিকট গমন কবিযা তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীত্যালাপান্তে এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। সেতব্যাব ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ কেহ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ কবিলেন, কেহ কেহ তাঁহাব সহিত প্রীত্যালাপপূর্ব্বক ঐবূপে উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ তাঁহাব দিকে অঞ্জলি প্রণত কবিযা পূর্ব্বোক্তবূপে উপবেশন কবিলেন, কেহ কেহ নামগোত্র প্রকাশ পূর্ব্বক উক্তবিধবূপে আসন গ্রহণ কবিলেন, কেহ কেহ মৌনী হইযা একান্তে বসিলেন।

৫। আসন গ্রহণান্তে বাজন্য পাযাসি আযুষ্মান কুমাব কস্‌সপকে কহিলেনঃ

'হে কস্‌সপ। আমি এইবূপ মত এইবূপ দৃষ্টি পোষণ কবিঃ পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

'হে বাজন্য। এবূপ মত ও দৃষ্টিসম্পন্ন কাহাকেও আমি দেখি নাই, এবূপ কাহাবও কথা শুনিও নাই। কিবূপে ইহা বলা সম্ভব; পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই? বাজন্য। এ বিষযে আমি আপনাকে প্রশ্ন কবিব, আপনি ইচ্ছানুবূপ উত্তব দিন। বাজন্য! আপনি কি মনে কবেন? এই যে চন্দ্র ও সূর্য্য—ইহাবা কি ইহলোকে অথবা পবলোকে? ইহাবা দেব অথবা মনুষ্য?'

'হে কস্‌সপ। চন্দ্র ও সূর্য্য পবলোকে, ইহলোকে নহে, তাহাবা দেব, মনুষ্য নহে।'

'হে বাজন্য। ইহা হইতেই আপনাব সিদ্ধান্ত কবা উচিতঃ পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে।'

৬। 'শ্রদ্ধেয কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষযে আমাব এই মতঃ পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই?'

'হে কস্‌সপ! প্রমাণ আছে।'

'রাজপুত্র! কিরূপ প্রমাণ?'

'শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণ বধ করিতেন, অদত্তের গ্রহণ করিতেন, ব্যভিচার করিতেন, যাঁহারা মিথ্যাভাষী ছিলেন, যাঁহারা পিশুন ও পরুষ বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তুচ্ছ প্রলাপে রত হইতেন, যাঁহারা লোভযুক্ত, যাঁহারা দ্বেষযুক্ত চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। কোন সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিয়াছিঃ "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্নঃ—যাহারা প্রাণবধ করে, অদত্তের গ্রহণ করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যা কহে, পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চারণ করে, তুচ্ছ প্রলাপে রত হয়, যাহারা লোভযুক্ত, দ্বেষযুক্ত-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা দেহের বিনাশে মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি বিনিপাত সম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হয়। আপনারা প্রাণবধ করিয়াছেন, অদত্তের গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যভিচার করিয়াছেন, মিথ্যা কহিয়াছেন, পিশুন ও পরুষ-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, লোভানুযুক্ত হইয়াছেন, দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছেন। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে অপায় দুর্গতি-বিনিপাত সম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হইবেন। মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে যদি আপনার ঐরূপ দশাগ্রস্ত হন, তাহা হইলে আমার নিকট আসিয়া কহিবেনঃ পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। "আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসার্হ, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দূতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

৭। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র, আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। রাজপুত্র! আপনি কি মনে

করেন? মনে করুন আপনার কর্ম্মচারীগণ কোন কুক্রিয়াসক্ত চোরকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়া কহিল: "দেব! এই পুরুষ কুক্রিয়াসক্ত চোর, আপনি ইচ্ছানুরূপ ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আপনি তাহাদিগকে কহিলেন: "এরূপ ক্ষেত্রে ইহার বাহুদ্বয় দৃঢ় রজ্জু দ্বারা পশ্চাদ্দিকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া, শির মুণ্ডিত করিয়া, উচ্চ ঢক্কা নিনাদসহ রথ্যা হইতে রথ্যান্তরে, সিংঘাটক হইতে সিংঘাটকে লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া নগরের দক্ষিণে বধ্য ভূমিতে ইহার শিরচ্ছেদন কর।" তাঁহারা 'তথাস্তু' বলিয়া আপনার আদেশ পালনে রত হইয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে উপবেশন করাইল। সেই পুরুষটি কি ঘাতকগণের নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইবে: "ঘাতক মহাশয়গণ! অমুক গ্রামে অথবা নিগমে আমার বন্ধু-বান্ধব ও রক্তের সম্পর্ক বিশিষ্ট জ্ঞাতিগণ আছে, আমি তাহাদিগকে দেখা দিয়া না আসা পর্য্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন?" পুরুষটি এইরূপ কহিতে কহিতেই কি ঘাতক-গণ উহার শিরচ্ছেদ করিবে না?'

'পূজ্য কস্সপ! সে ঐরূপ অনুমতি পাইবে না, এবং ঘাতকগণ তাহার শিরচ্ছেদ করিবে।'

'হে রাজপুত্র! সেই চোর মনুষ্য হইয়াও যদি মনুষ্য-ভূত ঘাতকগণের নিকট ঐরূপ অনুমতি লাভ না করে, তাহা হইলে কিরূপে আপনার পূর্ব্বোক্ত-রূপ মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতিসম্পন্ন নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া নরক-পালগণের নিকট এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইবে: "ঘাতক মহাশয়গণ! আমরা রাজন্য পায়াসির নিকট গিয়া পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে এই কথা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিয়া না আসা পর্য্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন?"'

৮। 'শ্রদ্ধেয় কস্সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত: পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই?'

'হে কস্সপ! প্রমাণ আছে।'

'হে রাজপুত্র! কি রূপ প্রমাণ?'

'শ্রদ্ধেয় কস্সপ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ ছিলেন, রক্তের সম্পর্কযুক্ত

জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যাঁহাবা প্রাণবধ করিতেন না, অদত্তের গ্রহণ কবিতেন না, ব্যভিচাব কবিতেন না, যাঁহাবা মিথ্যাভাষী ছিলেন না, যাঁহাবা পিশুন ও পরুষবাক্য উচ্চাবণ কবিতেন না, তুচ্ছ প্রলাপে বত হইতেন না, যাঁহারা লোভ-যুক্ত ছিলেন না, যাঁহাবা দ্বেষদুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না। কোন সময়ে তাঁহাবা বোগগ্রস্ত হইযা দাবুণ দুঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিযাছি যে তাঁহাদের আবোগ্য লাভেব আশা নাই তখন আমি তাঁহাদেব নিকট গিযা এইবূপ কহিযাছি ঃ "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা এইবূপ মত ও এইবূপ দৃষ্টি সম্পন্ন ঃ—যাহাবা প্রাণবধ কবে না, অদত্তেব গ্রহণ কবে না, ব্যভিচাব কবে না, মিথ্যা কহে না, পিশুন ও পবুষবাক্য উচ্চারণ কবে না, তুচ্ছ প্রলাপে রত হয় না, যাহাবা লোভযুক্ত নহে, দ্বেষ-দুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন নহে, তাহাবা মৃত্যুব পব দেহেব বিনাশে সুগতি-সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয। আপনাবা প্রাণবধ কবেন নাই. অদত্তেব গ্রহণ কবেন নাই, ব্যভিচাব কবেন নাই, মিথ্যা কহেন নাই, পিশুন ও পবুষ বাক্য উচ্চাবণ কবেন নাই, লোভানুযুক্ত হন নাই, দ্বেষ-দুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন হন নাই। যদি আপনাদেব ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেব বাক্য সত্য হয, আপনাবা মৃত্যুব পব দেহেব বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন। মৃত্যুব পব দেহেব বিনাশে যদি আপনাবা ঐবূপ দশা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমাব নিকট আসিযা কহিবেন ঃ পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে। আমি আপনাদেব প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনাবা বিশ্বাসার্হ, আপনাবা যাহা স্বযং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ কবিব।" যদিও তাঁহাবা আমাব অনুবোধ বক্ষা করিতে সম্মত হইযাছিলেন, তথাপি তাঁহাবা আসিযা আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দূতও প্রেবণ কবেন নাই। এই প্রমাণেব দ্বাবা আমি বুঝিতে পাবি পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

৯। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বাবাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যেব অর্থ জানিতে পাবেন। হে বাজপুত্র, কোন পুবুষ মলকূপে আশীর্ষ নিমগ্ন। আপনি কর্ম্মচাবীগণকে আদেশ কবিলেন ঃ "তোমবা পুবুষটিকে মলকূপ হইতে উদ্ধাব কব।" তাহাবা "তথাস্তু" বলিযা পুবুষটিকে মলকূপ হইতে উদ্ধার কবিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন ঃ "এক্ষণে বংশপেষিকাদ্বাবা ঐ ব্যক্তিব দেহ মার্জ্জিত

কবিষা উহা হইতে মল দ্বীভূত কব।" তাহাবা "তথাস্তু" কহিষা আপনাব আদেশ পালন কবিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন: "এক্ষণে পাণ্ডুমৃত্তিকা দ্বাবা ঐ ব্যক্তিব দেহ তিনবাব মর্দিত কব।" তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন: "এক্ষণে পুরুষটিকে সূক্ষ্ম চূর্ণ সহযোগে উত্তমরূপে তিনবাব স্নাত কব।" তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন: "এক্ষণে ঐ ব্যক্তিব কেশ ও শ্মশ্রুব বিন্যাস সাধন কব।" তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন: "এক্ষণে পুরুষটিকে মহার্ঘ মাল্য, বিলেপন ও বস্ত্রাদি দ্বাবা ভূষিত কব।" তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল। আপনি তাহাদিগকে কহিলেন: "এক্ষণে পুরুষটিকে প্রাসাদে লইষা গিযা পঞ্চেন্দ্রিষ ভোগ্য দ্রব্যাদিব দ্বাবা উহাব সেবা কব।" তাহাবা আপনাব আদেশ পালন কবিল। বাজপুত্র। আপনি কি মনে কবেন? সেই সুস্নাত, সুবিলিপ্ত, সুবিন্যস্ত কেশ-শ্মশ্রু, মাল্যাভবণভূষিত, শুভ্রবস্ত্র পবিহিত, প্রাসাদস্থিত, পঞ্চেন্দ্রিষ-ভোগ্যদ্রব্যাদিব দ্বাবা পবিবেষ্টিত ও সেবিত পুরুষটি কি পুনবায সেই মলকূপে নিমগ্ন হইতে চাহিবে?"

'মাননীয কস্সপ। সে চাহিবে না।'

'কি কাবণে?'

'মাননীয কস্সপ। মলকূপ অশুচি এবং অশুচিরূপে জ্ঞাত, দুর্গন্ধময, ঘৃণিত, বিপ্রকর্ষক এবং ঐরূপে জ্ঞাত।' 'হে বাজপুত্র। এইরূপেই মনুষ্যগণ দেবগণেব নিকট অশুচি এবং অশুচিরূপে জ্ঞাত, দুর্গন্ধময, ঘৃণিত, বিপ্রকর্ষক এবং ঐরূপে জ্ঞাত। হে বাজন্য, শত যোজন দূব হইতে মনুষ্যগন্ধ দেবগণ কর্তৃক অনুভূত হয। ঐ সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, বক্তেব সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ যাঁহাবা প্রাণবধে বিবত হইযা, অদত্তেব গ্রহণে বিবত হইযা, ব্যভিচাবে বিবত হইযা মৃষাবাদ হইতে বিবত হইযা, পিশুন ও পরুষবাক্য হইতে বিবত হইযা, তুচ্ছ প্রলাপে বিবত হইযা, লোভহীন অব্যাপন্ন চিত্ত ও সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্ন হইযা মৃত্যুব পব, দেহেব বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইযাছেন, তাঁহাবা কি আসিযা কহিবেন: "পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে?" হে বাজপুত্র। এই যুক্তিব দ্বাবাও আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে, পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে।'

১০। শ্রদ্ধেয় কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত ঃ পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই ?'

'হে রাজপুত্র ! এমন কোন প্রমাণ আছে কি যাহার বলে আপনি কহিতেছেন উহাদের অস্তিত্ব নাই।'

'হে কস্‌সপ। প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য। কিরূপ প্রমাণ ?'

'শ্রদ্ধেয় কসসপ ! আমার মিত্র ও অমাত্যগণ এবং রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতি-গণ ছিলেন, যাঁহারা প্রাণবধ, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরা-সেবয়-মদ্য পানরূপ প্রমাদে বিরত ছিলেন। কোন সময়ে তাঁহারা রোগগ্রস্ত হইয়া দারুণ দুঃখপ্রাপ্ত হইলে যখন আমি জানিয়াছি যে তাঁহাদের আরোগ্য লাভের আশা নাই, তখন আমি তাঁহাদের নিকট গিয়া এইরূপ কহিয়াছি ঃ "কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ মত ও এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন—যাহারা প্রাণবধ, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরা মেরয়-মদ্যপান রূপ প্রমাদে বিরত, তাহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাহচর্য লাভ করে। আপনারা ঐ সকল কর্ম্মে বিরত। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হয়, আপনারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাসে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গ-লোকে উৎপন্ন হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সাহচর্য্য লাভ করিবেন। যদি মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে আপনাদের উক্তরূপ সুগতি লাভ হয়, আপনারা আসিয়া আমাকে কহিবেন—পরলোক আছে, উপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে। আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আপনারা বিশ্বাসার্হ, আপনারা যাহা স্বয়ং দেখিবেন, আমি তাহাই গ্রহণ করিব।" যদিও তাঁহারা আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমাকে কিছু কহেন নাই, কোন দূতও প্রেরণ করেন নাই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।"

১১। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র। আমি আপনাকে প্রশ্ন করিব, আপনি ইচ্ছানুরূপ উত্তর দিতে পারেন। হে রাজন্য ! যাহা মানুষের এক-শত বৎসর, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের তাহা এক রাত্রি ও একদিন। ঐরূপ ত্রিংশতি দিবা-রাত্রিতে এক মাস, ঐরূপ মাসের দ্বাদশ মাসে বৎসর, ঐরূপ বৎসরের

দিব্য সহস্র বৎসর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের আয়ুপ্রমাণ। আপনার যে সকল মিত্র ও অমাত্যগণ, রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ, প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষাবাদ এবং সুরাপান হইতে বিরত ছিলেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেহের বিনাশে সুগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণের সন্নিধানে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের মনে হয়ঃ "আমরা দুই অথবা তিন রাত্রি-দিবা দিব্য পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে লিপ্ত ও লীন হইয়া বিহার করিয়া লই, পরে আমরা রাজন্য পায়াসির নিকট গিয়া জ্ঞাপন করিবঃ পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে," তাঁহারা কি আসিয়া কহিবেনঃ পরলোক নাই, ঔপপাতির সত্ত্ব, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে?'

'অবশ্যই নহে। তাহার বহুপূর্বেই আমাদের মরিয়া যাইবার কথা। কিন্তু পূজ্য কস্সপকে কে কহিলঃ ত্রায়স্ত্রিংশ-দেবলোক আছে" অথবা "ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ এইরূপ দীর্ঘায়ু?" আমরা কস্সপের ঐরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি না।'

'হে রাজন্য। যেরূপ জাত্যন্ধ পুরুষ কৃষ্ণ ও শুক্ল পদার্থ, নীল পীত লোহিত মঞ্জিষ্ঠ বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ দেখিতে পায় না, সম ও বিষম দেখিতে পায় না, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য দেখিতে পায় না। সে যদি এইরূপ কহেঃ "কৃষ্ণ ও শুক্ল পদার্থ নাই, কেহ উহা দেখিতে পায় না, নীল, পীত, লোহিত, মঞ্জিষ্ঠ-বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ নাই, কেহ ঐ সকল দেখিতে পায় না, সম ও বিষম নাই, নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য নাই, কেহ ঐ সকল দেখিতে পায় না, আমি উহা জানিনা ও দেখিতে পাইনা, অতএব উহার অস্তিত্ব নাই।" রাজন্য। পুরুষটি ঐরূপ কহিলে কি তাহার বাক্য যথার্থ হইবে।"

'হে কস্সপ। তাহা হইবে না। আপনি যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের অস্তিত্ব আছে, এবং তাহাদের দর্শকও আছে। "আমি উহা জানি না ও দেখি না, অতএব উহার অস্তিত্ব নাই" এরূপ কহিলে উহা যথার্থ উক্তি হইবে না।'

'হে রাজন্য। সেইরূপই আপনি জাত্যন্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, যেহেতু আপনি কহিতেছেনঃ পূজ্য কস্সপকে কে কহিলঃ 'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোক আছে' অথবা 'ত্রায়স্ত্রিংশ দেবগণ এইরূপ দীর্ঘায়ু?' আমরা কস্সপের ঐরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি না।"

'হে বাজন্য! আপনি যেবূপ মনে কবিতেছেন সেবূপ মাংসচক্ষুদ্বাবা পবলোকেব দর্শন সম্ভব নয। হে বাজন্য। যে সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ অবণ্যে শব্দহীন সুদূব বনপ্রন্থে বাস কবেন, তাঁহাবা তথায অপ্রমত্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও দৃঢসংকল্প হইযা দিব্যচক্ষু লাভ কবেন, তাঁহাবা অমানুষী বিশুদ্ধ দিবচক্ষু-দ্বাবা ইহলোক, পবলোক এবং ঔপপাতিক সত্ত্ব দর্শন কবেন। হে বাজন্য। এই-রূপেই পবলোক দর্শন কবিতে হয, আপনি যেবূপ মনে কবিতেছেন সেবূপ মাংসচক্ষুদ্বাবা নহে। হে বাজন্য। এই যুক্তিব দ্বাবাও আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে,পবলোক আছে ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে,, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে।'

১২। 'শ্রদ্ধেয কস্সপ যাহাই বলুন, এ বিষযে আমাব এই মত পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

'হে বাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি (পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য)।

'হে কস্সপ। প্রমাণ আছে।'

'বাজন্য। কিবূপ প্রমাণ?'

'হে কস্সপ। আমি দেখিতে পাই, এমন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ আছেন যাঁহাবা শীলসম্পন্ন, সদ্গুণান্বিত, জীবনধাবণার্থী, মবণবিমুখ, সুখকামী এবং দুঃখ পবিহাবী, তখন, হে কস্সপ। আমাব মনে এইবূপ চিন্তাব উদয় হয়ঃ যদি এই সকল শ্রদ্ধেয যীলসম্পন্ন, সদ্গুণান্বিত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ এইবূপ জ্ঞাত হইয়া থাকেনঃ "আমবা মবণেব পব শ্রেয়ঃ লাভ কবিব," তাহা হইলে তাঁহাবা বিষপান কবিবেন, অথবা স্বদেহে অস্ত্রাঘাত কবিবেন, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ করিবেন, অথবা উত্তুঙ্গ স্থল হইতে পতিত হইবেন। যেহেতু ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ মবণেব পব শ্রেযঃ লাভ কবিবেন এবূপ জ্ঞানসম্পন্ন নহেন, সেই হেতু তাঁহাবা মবণবিমুখ, সুখকামী এবং দুঃখপবিহাবী। এই প্রমাণেব দ্বাবাও আমি বুঝিতে পাবি পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

১৩। 'তাহা হইলে, হে বাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বাবাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যেব অর্থ জানিতে পাবেন। হে বাজন্য। অতীতকালে জনৈক ব্রাহ্মণেব দুই পত্নী ছিল, এক পত্নীব দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষ বযস্ক পুত্র, অপবা আসন্ন প্রসবা গর্ভিণী, এই সমযে ব্রাহ্মণেব মৃত্যু হইল। তদনন্তব ব্রাহ্মণেব পুত্র মাতার সপত্নীকে কহিল;

"ভবতি। ধন, ধান্য- বজত অথবা স্বর্ণ যাহা কিছু আছে সকলই আমাব। ইহাতে আপনাব কিছুই নাই, আমাব পিতাব উত্তবাধিকাব আমায অর্পণ করুন।" এইরূপ উক্ত হইলে সেই ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকুমাবকে কহিল ঃ "বৎস, আমাব প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কব। যদি পুত্র সন্তান হয, তাহাবও এক অংশ হইবে, যদি কন্যা হয সে তোমাব পবিচাবিকা হইবে।"

দ্বিতীযবাব ব্রাহ্মণ কুমার বিমাতাকে কহিল ঃ "ভবতি! ধন, ধান্য... অর্পণ করুন।" দ্বিতীযবাব ব্রাহ্মণী কুমাবকে কহিল ঃ "বৎস, আমাব... হইবে।"

'তৃতীযবাব ব্রাহ্মণ কুমাব বিমাতাকে পূর্ব্বোক্তরূপ কহিলে ব্রাহ্মণী গর্ভে পুত্র অথবা কন্যা আছে তাহা জানিবাব নিমিত্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কক্ষাভ্যন্তবে প্রবেশ কবিযা স্বীয গর্ভ বিদীর্ণ কবিল। এইরূপে সেই মূঢ়া জ্ঞানহীনা নাবী অনবহিত হইযা দাযাদ্যেব অন্বেষণে স্বীয জীবন, গর্ভ ও ধন সমস্তই নষ্ট কবিল। এইরূপেই, হে বাজন্য, আপনি অনবহিত হইযা পবলোকেব অন্বেষণে স্বীয নির্ব্বুদ্ধিতা ও জ্ঞানহীনতাব জন্য বিনষ্ট হইবেন। হে বাজন্য! শীলবান, ধার্ম্মিক, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ যাহা অপরিপক্ব তাহাব পবিপক্বতা সাধনেব প্রযাসী হন না, তাঁহাবা জ্ঞানী এবং পবিপাকেব প্রতীক্ষায থাকেন। শীলবান, ধার্ম্মিক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেব জীবনেব প্রযোজন আছে। ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণেব আয়ু যতই দীর্ঘ হয ততই উহা অধিকতব রূপে পুণ্য-প্রসূ হয, বহু জনেব হিত ও সুখসাধক হয, সর্ব্বজগতেব এবং একাধাবে দেব ও মনুষ্যেব মঙ্গল, হিত ও সুখে পর্য্যবসিত হয। হে বাজন্য। এই যুক্তিব দ্বাবাও আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে, পবলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে।'

১৪। 'শ্রদ্ধেয কস্সপ যাহাই বলুন, এবিষযে আমাব এই মত পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

'হে বাজপুত্র। এমন কোন প্রমাণ আছে কি ...' [পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য]।

'হে কস্সপ! প্রমাণ আছে।'

'বাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্সপ। মনে করুন আমাব পুরুষগণ চোব ধৃত কবিযা আমাব সম্মুখে উপস্থিত কবিল এবং কহিল ঃ "দেব। এই ব্যক্তি চোব, পাপকাবী,

আপনাব যেবূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান কবুন।” আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ “ইহাকে জীবিতাবস্থায কটাহে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কটাহেব মুখ বন্ধ কবিযা উহা আর্দ্র চর্ম্মে আবৃত কবণান্তব আর্দ্র মৃত্তিকাব অবলেপন পূর্ব্বক উদ্‌খ্‌লোনোপরি বক্ষা করিযা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কব।” তাহারা আমাব আদেশ পালন কবিল। যখন আমবা জানিলাম যে, মানুষটি মৃত, তখন কটাহটি নামাইযা বন্ধন মোচন পূর্ব্বক উহাব মুখ বিবৃবিত কবিষা উহা হইতে মানুষটিব আত্মা নিষ্ক্রান্ত হয কিনা দেখিবাব নিমিত্ত ধীবে ধীবে নিবীক্ষণ কবিতে লাগিলাম, কিন্তু উহাব আত্মাকে বহির্গত হইতে দেখিলাম না। এই প্রমাণেব দ্বাবাও আমি বুঝিতে পাবি পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।”

১৫। ‘তাহা হইলে, হে বাজন্য! আমি আপনাকে প্রশ্ন কবিব,- আপনি ইচ্ছানুবূপ উত্তব দিতে পাবেন। বাজন্য! আপনি কি মধ্যাহ্নে নিদ্রাকাল স্বপ্নে বমণীয আবাস, বন, ভূমি এবং পুষ্কবিণী দেখেন নাই?’

‘শ্রদ্ধেয কস্‌সপ। আমি দেখিযাছি।’

‘ঐ সমযে কি অতি তবুণ শিশুস্বভাবসম্পন্ন কুমাবীগণ আপনাব সেবায বত থাকে?’

‘হে কস্‌সপ তাহা সত্য।’

‘তাহাবা কি আপনার আত্মাকে প্রবেশ কবিতে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখে?’

‘তাহাবা দেখে না।’

‘হে বাজন্য, তাহারা জীবন্ত হইযাও আপনাব জীবিতাবস্থায আপনাব আত্মাকে প্রবেশ কবিতে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখে না। আপনি মৃত হইলে কি তাহাবা আপনাব আত্মাব প্রবেশ অথবা বহির্গমন দেখিতে পাইবে? এই যুক্তিদ্বাবাও আপনাব গ্রহণ কবা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল আছে।’

১৬। ‘শ্রদ্ধেয কস্‌সপ যাহাই বলুন, এ বিষযে আমাব এই মত ঃ পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুবৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।’

‘হে বাজপুত্র। এমন কোন প্রমাণ, আছে কি…’ [পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য]

'হে কস্সপ। প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ?'

'হে কস্সপ মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল: "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনার যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ড বিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে কহিলাম: "তোমরা তুলাদণ্ডের সাহায্যে জীবিতাবস্থায় এই পুরুষের দেহভার পরীক্ষা পূর্ব্বক ধনুর্গুণের দ্বারা তাহার শ্বাসরোধ ও তাহাকে হত্যা করিয়া পুনরায় তুলাদণ্ডে তাহার ভার পরীক্ষা কর।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল। জীবিতাবস্থায় মানুষটি লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর সুস্থই ছিল। মৃতাবস্থায় সে গুরুতর, পূর্ব্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইল। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

১৭। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা-দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র। মনে করুন কেহ তুলাদণ্ডে সর্ব্বদিন ব্যাপিয়া উত্তাপিত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত, জ্বলন্ত আভাযুক্ত লৌহ গোলকের ভার নির্ণয় করিল, পরে ঐ গোলক শীতল ও নির্ব্বাপিত হইলে তুলাদণ্ডে উহার ভার পরীক্ষা করিল। গোলকটি কোন্ সময় লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় হইবে? আদীপ্ত ও প্রজ্জ্বলিত, অবস্থায় অথবা শীতল ও নির্ব্বাপিত অবস্থায়?'

'শ্রদ্ধেয় কস্সপ, গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত, আদীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত ও আভাযুক্ত, তখনই লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় হইবে। গোলকটি যখন তেজ ও বায়ু সহগত নহে, যখন উহা শীতল ও নির্ব্বাপিত তখনই উহা গুরুতর, পূর্ব্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইবে।'

'রাজপুত্র! এইরূপেই যখন এই দেহ আয়ুযুক্ত, তেজযুক্ত ও বিজ্ঞানযুক্ত থাকে, তখন লঘুতর, মৃদুতর এবং অধিকতর নমনীয় থাকে। কিন্তু যখন উহা আয়ু, তেজ ও বিজ্ঞানযুক্ত নহে তখন উহা গুরুতর, পূর্ব্বাপেক্ষা অনম্য এবং দুর্বহ হইবে। এই প্রমাণের দ্বারাও আপনার গ্রহণ করা উচিত যে, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

১৮। 'শ্রদ্ধেয় কস্সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এইমত: পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে বাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি...' [পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য]

'হে কস্সপ, প্রমাণ আছে।'

'রাজন্য, কিরূপে প্রমাণ?'

'হে কস্সপ! মনে করুন আমাব পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমাব সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিল ঃ "দেব, এই ব্যক্তি চোব, পাপকারী, আপনাব যেরূপ ইচ্ছা ইহাব দণ্ড বিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ "ইহাব শল্ক, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন করিযা ইহাকে বধ কব।" তাহাবা আমাব আদেশ পালন করিল। যখন চোব অর্দ্ধমৃত হইল তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ "ইহাকে উর্দ্ধমুখী হইযা শায়িত কর, যাহাতে আমবা উহার আত্মাব বহির্গমন দেখিতে পাই।" তাহাবা সেইরূপই করিল, কিন্তু আমবা তাহার আত্মাব বহির্গমন দেখিলাম না। আমি তাহাদিগকে কহিলাম ঃ "উহাকে অধোমুখী হইয়া শায়িত কব·· পার্শ্বোপরি শাযিত কব...অপব পার্শ্বের উপব স্থাপিত কর···উর্দ্ধ করিয়া স্থাপিত কব···অধোশিব করিয়া স্থাপিত কব···হস্তদ্বাবা প্রহাব কব মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত কব দণ্ডাঘাত কব · অস্ত্রাঘাত কব · পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তবে সর্ব্বপ্রকাবে সঞ্চালিত কব, যাহাতে আমরা তাহাব আত্মাব বহির্গমন দেখিতে পাই।" তাহাবা সেইরূপই করিল, কিন্তু আমবা তাহাব আত্মাব বহির্গমন দেখিলাম না। তাহাব সেই চক্ষুই আছে, রূপাদিও রহিযাছে, কিন্তু ঐ চক্ষু রূপাদি দর্শন করে না, তাহাব শ্রোত্র বিদ্যমান শব্দও বিদ্যমান, তথাপি সে শ্রবণ করে না; তাহাব নাসিকা রহিযাছে, গন্ধও রহিযাছে, কিন্তু সে ঘ্রাণ অনুভব করে না; তাহাব জিহ্বা রহিযাছে, রসও রহিযাছে, কিন্তু সে রস আস্বাদন করে না; তাহাব কায় রহিযাছে, স্প্রষ্টব্য রহিয়াছে, কিন্তু স্পর্শ নাই। এই প্রমাণেব দ্বাবাও আমি বুঝিতে পারি পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি দুষ্কৃতিব ফল নাই।'

১৯। 'তাহা হইলে, হে বাজপুত্র। একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বাবাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যেব অর্থ জানিতে পাবেন। হে বাজন্য! পূর্ব্বকালে জনৈক শঙ্খনিনাদক শঙ্খ হস্তে সীমান্ত জনপদে গমন করিযাছিল। সে এক গ্রামে উপনীত হইয়া গ্রামাভ্যন্তবে দণ্ডাযমান হইযা তিনবাব শঙ্খধ্বনি করিয়া শঙ্খ ভূমিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন

করিল। তখন জনপদবাসী মনুষ্যগণ চিন্তা করিল: "এই রমণীয়, কমনীয়, মধুর, মনোহর, মুগ্ধকর শব্দ কিসের?' তাহারা একত্রিত হইয়া শঙ্খধ্বনি-নাদককে জিজ্ঞাসা করিল। সে উত্তর করিল, "এই শব্দ—এই রমণীয় কমনীয় মধুর মনোহর মুগ্ধকর শব্দ—মনুষ্যগণ যাহাকে শঙ্খ কহে সেই শঙ্খের।" তাহারা শঙ্খটিকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া স্থাপিত করিয়া কহিল, "হে শঙ্খ, বাজ বাজ।" কিন্তু শঙ্খ শব্দ করিল না। তাহারা শঙ্খকে অধোমুখ করিয়া স্থাপন করিয়া পার্শ্বোপরি শায়িত করিয়া...অপর পার্শ্বের উপর স্থাপিত করিয়া...ঊর্দ্ধ করিয়া স্থাপিত করিয়া...অধোশির করিয়া স্থাপিত করিয়া হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়া...মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপে আঘাত করিয়া দণ্ডাঘাত করিয়া অস্ত্রাঘাত করিয়া=পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে সর্ব্বপ্রকারে সঞ্চালিত করিয়া কহিল, "হে শঙ্খ, বাজ, বাজ।" কিন্তু শঙ্খ শব্দ করিল না। হে রাজপুত্র! তখন সেই শঙ্খনিনাদক এইরূপ চিন্তা করিল: "এই সকল সীমান্তবাসী মনুষ্যগণ কি নির্ব্বোধ! তাহারা কেন এইরূপ অবিবেচকের ন্যায় শঙ্খ-শব্দের সন্ধান করিতেছে?" সে তাহাদের সম্মুখেই শঙ্খটি গ্রহণ করিয়া তিন বার উহা বাজাইয়া শঙ্খসহ প্রস্থান করিল। হে রাজন্য! তখন সীমান্ত-বাসীগণ এইরূপ চিন্তা করিল: "শঙ্খ যখন মনুষ্য, ব্যায়াম এবং বায়ু সহগত হয়, তখনই উহা শব্দ করে। কিন্তু যখন ঐ শঙ্খ মনুষ্য, ব্যায়াম এবং বায়ুসহগত না হয়, তখন উহা শব্দ করে না।" হে রাজন্য! এইরূপেই এই দেহ যখন আয়ু, উষ্মা এবং বিজ্ঞানসহগত হয়, তখনই উহা গমনাগমন করে, দণ্ডায়মান হয়, উপবেশন করে, শয়ন করে, চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, কায় দ্বারা প্রষ্টব্য স্পর্শ করে, মন দ্বারা ধর্ম্ম অবগত হয়। কিন্তু যখন উহা উক্ত তিন বস্তুর সহিত যুক্ত না হয়, তখন উহা ঐ সকল ক্রিয়ার কোনটিই সম্পাদন করিতে পারে না। এই প্রমাণের দ্বারাও, হে রাজন্য! আপনার গ্রহণ করা উচিত যে পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল আছে।'

২০। 'শ্রদ্ধেয় কস্সপ যাহাই বলুন, এ বিষয়ে আমার এই মত: পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

'হে রাজপুত্র! এমন কোন প্রমাণ আছে কি?' [পদচ্ছেদ সং ১০ দ্রষ্টব্য]

'হে কস্সপ, প্রমাণ আছে।'

'হে রাজন্য, কিরূপ প্রমাণ ?'

'হে কস্সপ। মনে করুন আমার পুরুষগণ চোর ধৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল এবং কহিলঃ "দেব, এই ব্যক্তি চোর, পাপকারী, আপনি যেরূপ ইচ্ছা ইহার দণ্ডবিধান করুন।" আমি তাহাদিগকে কহিলামঃ ইহার শুল্ক উন্মোচন কর, যাহাতে আমরা উহার আত্মাকে দেখিতে পাই।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মাকে দেখিলাম না। আমি তাহাদিগকে কহিলামঃ "এখন ইহার চর্ম্ম উন্মোচন কর:...মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন কর, যাহাতে আমরা তাহার আত্মা দেখিতে পাই।" তাহারা আমার আদেশ পালন করিল, কিন্তু আমরা তাহার আত্মা দেখিলাম না। এই প্রমাণের দ্বারাও আমি বুঝিতে পারি পরলোক নাই, ঔপপাতিক তত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।'

২১। 'তাহা হইলে, হে রাজপুত্র। একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কথিত বাক্যের অর্থ জানিতে পারেন। হে রাজপুত্র! পূর্ব্বকালে এক অগ্নিপূজক জটিল অরণ্য প্রদেশে পর্ণকুটিরে বাস করিত। ঐ সময় বণিকগণের এক সার্থ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিতেছিল। ঐ সার্থ অগ্নিপূজক জটিলের আশ্রমের নিকটে এক রাত্রি বাস করিয়া চলিয়া গেল।

রাজন্য, তখন সেই অগ্নিপূজক জটিল চিন্তা করিলঃ "আমি সার্থ শিবিরে গমন করিব, সেখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করা সম্ভব হইবে।" অতঃপর জটিল প্রত্যুষে উত্থান করিয়া সার্থ শিবিরে গমন করিল এবং তথায় দেখিল একটি ললিত শিশু পরিত্যক্ত অবস্থায় উত্তান হইয়া শয়ন করিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সে চিন্তা করিলঃ "আমি যদি কোন মনুষ্যকে আমার সম্মুখে মরিয়া যাইতে দিই, তাহা হইলে উহা আমার পক্ষে অশোভন হইবে। আমি এই শিশুকে আশ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে ইহার পোষণ ও পালনের বিধান করিব।" এইরূপে সেই জটিল শিশুটিকে আশ্রমে লইয়া গিয়া সযত্নে তাহাকে পুষ্ঠ ও প্রতিপালিত করিল। শিশুটি যখন দশ অথবা দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন জটিলের কোন কার্যোপলক্ষে জনপদে যাইবার প্রয়োজন হইল। তখন সে শিশুটিকে এইরূপ কহিলঃ "বৎস! আমি জনপদে যাইতে ইচ্ছা করি, তুমি অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দিবে না। যদি

অগ্নি নিব্বাপিত হয, তাহা হইলে এই কুঠার, এই সকল কাষ্ঠ, এই অরণি রহিল, অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক উহার পরিচর্য্যা করিবে।" জটিল বালকটিকে এইরূপ নির্দেশ দিয়া জনপদে গমন করিল। বালকের ক্রীড়ারত অবস্থায অগ্নি নিব্বাপিত হইল। তখন বালক চিন্তা করিল: 'পিতা আমাকে কহিয়াছেন, বৎস, অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে, অগ্নি নিব্বাপিত হইতে দিবে না। যদি অগ্নি নিব্বাপিত হয, তাহা হইলে এই কুঠার, এই সকল কাষ্ঠ, এই অরণি রহিল, অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক উহার পরিচর্য্যা করিবে। অতএব আমি অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক উহার পরিচর্য্যা করিব।" তৎপরে বালকটি কুঠার দ্বারা অরণি বিদীর্ণ করিতে লাগিল, সে মনে করিয়াছিল 'এইরূপেই আমি অগ্নি লাভ করিব।' কিন্তু সে সফল হইল না। অরণিকে দুই, তিন চারি, পাঁচ, দশ, শতভাগে বিদীর্ণ করিল, খণ্ড খণ্ড করিল, পরে ঐ সকল উদূখলে চূর্ণ করিয়া বাযুতে উড়াইল, সে মনে করিয়াছিল, 'আমি এইরূপেই অগ্নি লাভ করিব।" কিন্তু অগ্নির উৎপত্তি হইল না। তদনন্তর জটিল জনপদে কর্ম্ম সম্পাদনান্তে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বালককে জিজ্ঞাসা করিল: "বৎস। অগ্নি নিব্বাপিত হয নাই ত ?"

"পিতা, যখন আমি ক্রীড়ারত ছিলাম, তখন অগ্নি নিব্বাপিত হইয়াছিল। তখন আপনি আমাকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা স্মরণ করিয়া আমি নির্দেশানুসারে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলাম। আমি কুঠার দ্বারা অরণি শতধা বিদীর্ণ করিয়া, খণ্ডিত বিখণ্ডিত করিয়া উদূখলে চূর্ণ করিয়া বাযুতে উড়াইয়াছিলাম, আমি মনে করিয়াছিলাম, 'এইরূপেই অগ্নি উৎপন্ন হইবে।' কিন্তু আমি সফল হই নাই।" তখন সেই জটিল মনে এই চিন্তার উদয হইল: "এই বালক কি নির্ব্বোধ ও জ্ঞানহীন। কেন সে এইরূপ মূঢের ন্যায অগ্নির অনুসন্ধান করিবে ?" জটিল বালকের সম্মুখেই অরণি লইয়া অগ্নি উৎপাদন পূর্ব্বক বালককে কহিল: "বৎস। এইরূপেই অগ্নি উৎপাদন করিতে হয, তোমার ন্যায নির্ব্বোধ জ্ঞানহীন যেরূপে অগ্নির অন্বেষণ করে সেরূপে নহে।" হে রাজপুত্র। এইরূপেই আপনি নির্ব্বোধ জ্ঞানহীনের ন্যায পরলোকের অন্বেষণ করিতেছেন। হে রাজন্য। এই পাপদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দ্দশার কারণ না হয।'

২২। 'শ্রদ্ধেয কস্সপ। আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জ্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও

জানেন ঃ "রাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন ঃ পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্সপ! যদিআমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে ঃ "কি নির্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।'

২৩। তাহা হইলে, রাজন্য, একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞপুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য! অতীতে সহস্র শকটসমন্বিত এক বিরাট সার্থ পূর্ব জনপদ হইতে পশ্চিম জনপদে গমন করিয়াছিল। সার্থ যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছিল সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উদ্ভিজ্জ সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছিল। সেই সার্থের দুইজন নায়ক ছিল, প্রত্যেকেই পাঁচশত শকটের পরিচালক। সেই দুই জনের মনে এই চিন্তার উদয় হইল ঃ

"সহস্র শকট সমন্বিত এই বিরাট সার্থ। আমরা যে যে স্থান দিয়া গমন করিতেছি, সেই সেই স্থানের তৃণ, কাষ্ঠ, উদক, শাকাদি উদ্ভিজ্জ সমস্ত নিঃশেষিত হইতেছে। অতএব আমরা এই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিব, এক এক ভাগে পাঁচ শত শকট থাকিবে।"

'তাহারা সেই সার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিল, এক এক ভাগে পাঁচশত শকট রহিল। একজন নায়ক বহু তৃণ, কাষ্ঠ, ও উদক সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিল। দুই তিন দিন ভ্রমণের পর নায়ক এক কৃষ্ণবর্ণ, লোহিতাক্ষ, তূণসজ্জিত, কুমুদমালী, আর্দ্রবস্ত্র, আর্দ্রকেশ, পুরুষকে কর্দমম্রক্ষিতচক্র গর্দ্দভরথে আরোহণ করিয়া বিপরীত দিক হইতে আসিতে দেখিল। ইহা দেখিয়া নায়ক জিজ্ঞাসা করিল ঃ "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

' "অমুক জনপদ হইতে।"

' "কোথায় যাইবেন?"

' "অমুক জনপদে?"

' "সম্মুখে কান্তারে কি মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে?"

' "ইহা সত্য, সম্মুখস্থ কান্তারে মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও জল আছে। আপনারা পুরাতন, তৃণ, কাষ্ঠ ও জল পরিত্যাগ করিয়া লঘুভার শকটের সহিত শীঘ্র শীঘ্র গমন করুন, বাহনগুলিকে ক্লান্ত হইতে দিবেন না।"

'তখন সেই সার্থ বাহ শকট চালকগণকে পূর্ব্বোক্ত পুরুষ কথিত সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া আদেশ করিল ঃ "পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ, উদকাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শকটের সহিত অগ্রসর হও।"

' "তথাস্তু" কহিয়া চালকগণ নায়কের আদেশ পালন করিল। তাহারা তাহাদের প্রথম শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ, জল কিছুই পাইল না; দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম স্থানেও কিছুই পাইল না, সকলেই দুর্গতিগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইল। সার্থে যত মনুষ্য ও পশু ছিল সকলকেই সেই অ-মনুষ্য যক্ষ ভক্ষণ করিল, কেবল মাত্র তাহাদের অস্থি অবশিষ্ট রাখিল।

'অপর নায়ক যখন জানিল যে পূর্ব্বোক্ত সার্থ বহুদূর চলিয়া গিয়াছে তখন সে প্রভূত তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় লইয়া শকটসহ যাত্রা করিল। দুই তিন দিন চলিবার পর এই সার্থের নায়কও পূর্ব্বের ন্যায় এক কৃষ্ণবর্ণ লোহিতাক্ষ পুরুষকে দেখিয়া তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাক্যালাপ করিল এবং পুরুষটিও তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় আপন দ্রব্যসম্ভার পরিত্যাগ করিতে কহিল।

'অতঃপর সার্থবাহ শকট চালকগণকে কহিল ঃ

'এই পুরুষটি কহিতেছে সম্মুখে মহামেঘ উত্থিত হইয়াছে, পথসমূহ জলসিক্ত, বহু তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় রহিয়াছে। সে আমাদিগকে পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ ও পানীয় পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাইতে কহিতেছে, যাহাতে বাহনাদি ক্লান্ত না হয়। কিন্তু পুরুষটি আমাদের মিত্রও নয়, রক্তের সম্পর্ক-যুক্ত জ্ঞাতিও নয়। কিরূপে আমরা ইহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিব? পুরাতন তৃণ, কাষ্ঠ, পানীয় পরিত্যাগ করা হইবে না, সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার সহ অগ্রসর হও, আমরা পুরাতন কিছুই পরিত্যাগ করিব না।"

' "তথাস্তু কহিয়া চালকগণ পূর্ব্বাহৃত দ্রব্যসম্ভারের সহিত অগ্রসর হইল। তাহারা ক্রমান্বয়ে সাতটি শিবির স্থাপনের স্থানে তৃণ, কাষ্ঠ, পানীয় কিছুই পাইল না। পরন্তু তাহারা পূর্ব্বের সার্থকে বিনষ্ট অবস্থায় দেখিল। তাহারা ঐ সার্থের মনুষ্য ও পশু সমূহের রাক্ষস কর্ত্তৃক ভক্ষিত দেহের অস্থি সমূহ দর্শন করিল।

'তখন সেই সার্থবাহ শকট চালকগণকে কহিল ঃ

"ইহা সেই পূর্ব্বগামী সার্থ যাহা তাহার নির্ব্বোধ নায়ক কর্ত্তৃক চালিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের সহিত যে অব্যবহার্য্য পানীয় আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সার্থের উত্তম পানীয় গ্রহণ কর।" "তথাস্তু"

কহিয়া চালকগণ নায়কেব আদেশ পালন পূর্ব্বক নিবাপদে কান্তাব অতিক্রম করিল, যেহেতু তাহারা বুদ্ধিমান নায়কেব দ্বারা পবিচালিত হইয়াছিল। এইবূপেই, হে বাজপুত্র! আপনি নির্ব্বোধ জ্ঞানহীনেব ন্যায় পবলোকের অন্বেষণ কবিবা পূর্ব্বোক্ত সার্থবাহেব ন্যায বিনষ্ট হইবেন। যাহাবা আপনার বাক্য শ্রবণ ও বিশ্বাসযোগ্য মনে কবিবে তাহাবাও পূর্ব্বোক্ত শকট চালকগণেব ন্যায বিনষ্ট হইবে। হে বাজপুত্র! এই পাপদৃষ্টি পবিত্যাগ কবুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনাব দুঃখ ও দুর্দ্দশার কাবণ না হয়।

২৪। 'শ্রদ্ধেয কস্সপ! আপনি এইবূপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জ্জন কবা আমাব পক্ষে সম্ভব নয। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন ঃ বাজন্য পায়াসি এইরূপ মত, এইবূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ঃ পবলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিব ফল নাই।" হে কস্স ! যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জ্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে ঃ "কি নির্ব্বোধ ও জ্ঞানহীন বাজন্য পাযাসি! যাহা গ্রহণেব অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ কবিয়াছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এইমত পোষণ কবিব।

২৫। 'তাহা হইলে, হে বাজপুত্র! একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বাবাও কোন কোন বিজ্ঞ পুবুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পাবেন। বাজন্য পূর্ব্বকালে এক শূকেব পালক স্বগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে গমন কবিয়াছিল। তথায সে দেখিল প্রভূত শুষ্ক মল বিক্ষিপ্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা তাহাব মনে হইল ঃ 'বহু শুষ্ক মল বিক্ষিপ্ত বহিযাছে, উহা আমাব শূকবের খাদ্য হইবে। আমি উহা এই স্থান হইতে লইযা যাইব।" সে বহির্ব্বাস প্রসাবিত কবিযা প্রভূত শুষ্ক মল সংগ্রহ পূর্ব্বক পুলিন্দাবদ্ধ কবিযা মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক চলিল। পথিমধ্যে অকালে মহামেঘেব বর্ষণ হইল। সে মস্তক হইতে প্রবাহিত বিন্দু বিন্দু মলে নখাগ্র পর্য্যন্ত মক্ষিত হইযা মলভাব লইযা চলিতেছিল। তাহাব এইবূপ অবস্থা দেখিযা মনুষ্যগণ তাহাকে কহিল ঃ "তুমি কি উন্মত্ত, জ্ঞান শূন্য? কি নিমিত্ত বিন্দু বিন্দু মলেব প্রবাহে নখাগ্র পর্য্যন্ত মক্ষিত হইযা মলভার বহিতেছ?" "তোমবাই উন্মত্ত ও জ্ঞানশূন্য। ইহা আমাব শূকবের খাদ্য।" বাজন্য, এইবূপে আপনিও মলবাহীবূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। হে বাজপুত্র, এই পাপদৃষ্টি পবিত্যাগ কবুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনাব দুঃখ ও দুর্দ্দশাব কারণ না হয।'

২৬। 'শ্রদ্ধেয কস্‌সপ! আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপদৃষ্টি বর্জ্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন: "রাজন্য পাযাসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন: পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্‌সপ! যদি আমি এই পাপদৃষ্টি বিসর্জ্জন দিই, তাহা হইলে লোকে বলিবে: "কি নির্ব্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পাযাসি। যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিযাছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইযাও এই মত পোষণ করিব।'

২৭। 'তাহা হইলে, রাজন্য! একটি উপমা দিতেছি! উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য! পূর্ব্বকালে দুইজন অক্ষধূর্ত্ত দ্যূতক্রীডা করিতেছিল। উহাদের মধ্যে একজন প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতেছিল। দ্বিতীয ক্রীডক উহা দেখিযা তাহাকে কহিল: "মিত্র! তুমি একান্ত জযলাভ করিতেছ, অক্ষ আমায দাও, আমি উহাতে পূজা করিযা লই।" "উত্তম" কহিযা সে অক্ষগুলি প্রদান করিল। তখন ঐ ক্রীডক অক্ষগুলিকে বিষ-মক্ষিত করিযা অপরকে কহিল: "মিত্র! এস, অক্ষ ক্রীডা করি।" অপর সম্মত হইলে দ্বিতীযবার ক্রীডা হইল, এইবারও পূর্ব্বোক্ত দ্যূতকর প্রতিকূল অক্ষ দেখিলেই উহা গ্রাস করিতে লাগিল। দ্বিতীয ক্রীডক উহা দেখিযা তাহাকে কহিল:

"পুরুষ বুঝিতেছে না যে সে দারুণ জ্বালা
লিপ্ত অক্ষ গ্রাস করিতেছে, রে পাপ ধূর্ত্ত।
গ্রাস কর, ইহার তিক্ত ফল ভোগ করিতে
হইবে।"

'এইরূপেই, রাজন্য! আপনি অক্ষধূর্ত্তরূপে প্রতীযমান হইতেছেন। এই পাপ-দৃষ্টি পরিত্যাগ করুন। ইহা যেন দীর্ঘকাল আপনার দুঃখ ও দুর্দ্দশার কারণ না হয।'

২৮। 'শ্রদ্ধেয কস্‌সপ! আপনি এইরূপ কহিলেও ঐ পাপ দৃষ্টি বর্জ্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয। কোশলরাজ পসেনদি এবং বৈদেশিক রাজগণও জানেন: "রাজন্য পাযাসি এইরূপ মত, এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন, পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই।" হে কস্‌সপ! যদি আমি এই পাপ দৃষ্টি বিসর্জ্জন দিই, তাহা হইলে লোকে

বলিবে ঃ "কি নির্ব্বোধ ও জ্ঞানহীন রাজন্য পায়াসি ! যাহা গ্রহণের অযোগ্য তিনি তাহাই গ্রহণ করিযাছিলেন।" আমি ক্রোধ, দ্বেষ ও ঈর্ষাযুক্ত হইয়াও এই মত পোষণ করিব।'

২৯। 'তাহা হইলে, রাজন্য। একটি উপমা দিতেছি। উপমা দ্বারাও কোন কোন বিজ্ঞ পুরুষ কথিত বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারেন। হে রাজন্য ! পূর্ব্বকালে কোন জনপদের অধিবাসীগণ স্বগ্রাম ত্যাগ করিযা গ্রামান্তরে আশ্রয় করিয়াছিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি তাহার সহচরকে কহিল ঃ মিত্র ! চল, সেই জনপদে যাই, ঐ স্থানে কিঞ্চিৎ ধনলাভ সম্ভব হইবে।" অপর ব্যক্তি সম্মত হইলে তাহারা সেই জনপদের কোন গ্রামপথে উপনীত হইযা দেখিল বহু শণ পরিত্যক্ত রহিযাছে। উহা দেখিযা এক অপরকে কহিল ঃ "মিত্র ! বহু শণ পরিত্যক্ত রহিযাছে, আমরা প্রত্যেকে একটি শণভার বন্ধন করিযা লইযা যাই।" অপর সম্মত হইলে উভয়েই শণভার বন্ধন করিল।

'তাহারা উভযে শণভার লইয়া অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তথায় তাহারা দেখিল প্রভূত শণসূত্র পরিত্যক্ত রহিযাছে। উহা দেখিযা এক অপরকে কহিল ঃ "মিত্র ! যে জন্য আমাদের শণের প্রযোজন সেই শণসূত্র প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে, আমরা উভযেই শণভার পরিত্যাগ করিয়া শণ-সূত্রভার লইযা যাইব।" "মিত্র ! আমি দূর হইতে এই দৃঢ়রূপে বদ্ধ শণভার বহন করিযা আনিযাছি, আমার পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত। তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।" ইহা শুনিযা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শণভার পরিত্যাগ করিয়া শণসূত্রভার লইল।

'তাহারা অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তাহারা তথায় দেখিল প্রভূত শণবস্ত্র পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিযা এক অপরকে কহিল ঃ "মিত্র ! যে জন্য আমাদের শণ অথবা শণসূত্রের প্রযোজন, সেই শণবস্ত্র প্রভূত পরিমাণে পরিত্যক্ত রহিয়াছে। তুমি তোমার শণভার পরিত্যাগ কর, আমি শণসূত্রভার পরিত্যাগ করিব, উভযে শণবস্ত্রভার লইযা যাইব।" "মিত্র ! আমি দূর হইতে এই দৃঢ়রূপে বদ্ধ শণভার বহন করিযা আনিযাছি, ইহাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুরূপ করিতে পার।" ইহা শুনিযা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শণসূত্রভার পরিত্যাগ করিযা শণবস্ত্রভার লইল।

'তাহারা অপর এক গ্রামপথে উপনীত হইল। তাহারা তথায় দেখিল প্রভূত ক্ষৌম পরিত্যক্ত রহিয়াছে। উহা দেখিয়া প্রভূত ক্ষৌমসূত্র পরিত্যক্ত

বহিযাছে। উহা দেখিযা প্রভূত ক্ষৌমবস্ত্র পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা প্রভূত কার্পাস পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা·· প্রভূত কার্পাসসূত্র পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা ··প্রভূত কার্পাস বস্ত্র পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা · প্রভূত লৌহ পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা · প্রভূত তাম্র পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা···প্রভূত ত্রপু পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা···প্রভূত সীসক পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা···প্রভূত বৌপ্য পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা প্রভূত সুবর্ণ পবিত্যক্ত বহিযাছে। উহা দেখিযা এক অপবকে কহিল: "যেজন্য আমাদেব শণ, শণসূত্র, শণবস্ত্র, ক্ষৌম, ক্ষৌমসূত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস, কার্পাস সূত্র, কার্পাস বস্ত্র, লৌহ, তাম্র, ত্রপু, সীসক অথবা বৌপ্যেব প্রযোজন, সেই সুবর্ণ প্রভূত পবিমাণে পবিত্যক্ত বহিযাছে। তুমি শণভাব পবিত্যাগ কব, আমি বৌপ্য-ভাব পবিত্যাগ কবিব," উভযে সুবর্ণভাব লইযা গমন কবিব।" "মিত্র! আমি দূব হইতে এই দৃঢবদ্ধ শণভাব বহন কবিযা আনিযাছি, আমাব পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত, তুমি ইচ্ছানুরূপ কবিতে পাব। ইহা শুনিযা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বৌপ্যভাব পবিত্যাগ পূর্ব্বক সুবর্ণভাব লইল।

'তাহাবা স্বগ্রামে উপনীত হইল। তথায শণভাববাহী পুরুষকে তাহাব মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব কেহই অভিনন্দিত কবিল না, এবং তন্নিমিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য লাভ কবিল না। কিন্তু স্বর্ণভাববাহী পুরুষ তাহাব মাতা পিতা, স্ত্রী-পুত্র' বন্ধু-বান্ধব কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে সুখ ও সৌমনস্য প্রাপ্ত হইল।

'হে বাজন্য! আপনি শণভাববাহীব ন্যায প্রতীযমান হইতেছেন। এই পাপ দৃষ্টি পবিত্যাগ কবুন। উহা যেন দীর্ঘকাল আপনাব দুঃখ ও দুর্দ্দশাব কাবণ না হয।'

৩০। 'শ্রদ্ধেয কস্সপেব প্রথম উপমা দ্বাবাই আমি তাঁহাব প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইযাছিলাম, কিন্তু আমি এই বিচিত্র প্রশ্নোত্তব শ্রবণে অভিলাষী হইযা তাঁহাব বিবুদ্ধবাদী হইযাছিলাম। হে কস্সপ! উত্তম, উত্তম! যেরূপ উৎপাতিতেব পুনপ্রতিষ্ঠা হয, লুক্কাযিত প্রকাশিত হয, মূঢ পথ প্রদর্শিত হয, চক্ষুষ্মানেব দর্শনেব নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয,—সেইরূপই শ্রদ্ধেয কস্সপ অনেক প্রকাবে ধর্ম্ম প্রকাশ কবিযাছেন। হে কস্সপ! আমি ভগবান গৌতমেব শবণ লইতেছি, ধর্ম্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘেব শবণ লইতেছি। অদ্য

হইতে দেহে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন শ্রদ্ধেয কস্‌সপ আমাকে শবণাগত উপাসকবূপে গ্রহণ কবুন। হে কস্‌সপ! আমি মহাযজ্ঞেব অনুষ্ঠান কবিতে ইচ্ছা কবি। পূজ্য কস্‌সপ দীর্ঘকাল আমাব হিত ও সুখেব জন্য আমাকে উপদেশ দান কবুন।'

৩১। 'হে বাজন্য! যে প্রকাব যজ্ঞে গো বধ হয, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ কবা হয়, বিবিধ প্রকাব প্রাণীব প্রাণ নাশ হয, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কর্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাযাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয, হে রাজন্য! ঐবূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব কবে না, মহোপকারী হয না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয না, উহাব ফল দূবপ্রসাবী হয না। হে বাজন্য, মনে কবুন কোন কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ কবিল। সে তথায অকর্ষিত, নিকৃষ্ট, অনুৎপাটিত-স্থাণুবহুল ক্ষেত্রে ভগ্ন, জীর্ণ, বাতাতপাহত, বিকৃত, বোপণেব অনুপযুক্ত বীজ বপন কবিল, সমযে সমযে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টিও পড়িল না। ঐ সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুবিত, ও পূর্ণবূপে বিকশিত হইবে? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্য্যাপ্ত ফল লাভ কবিবে?'

'শ্রদ্ধেয কস্‌সপ। অবশ্যই নহে।'

'এইবূপেই, হে বাজন্য! যে প্রকাব যজ্ঞে গো বধ হয, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকব বধ কবা হয, বিবিধ প্রকাব প্রাণীব প্রাণ নাশ হয, এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কর্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাযাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয, ঐবূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব কবে না, মহোপকাবী হয না, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয না, উহাব ফল দূবপ্রসাবী হয না। হে বাজন্য। যে প্রকাব যজ্ঞে গো-বধ হয না, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকব বধ কবা হয না, বিবিধ প্রকাব প্রাণীর প্রাণনাশ হয না এবং প্রতিগ্রাহকগণ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কর্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাযাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয না, ঐবূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব কবে, মহোপকাবী হয, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয, উহাব ফল দূব প্রসাবী হয। মনে করুন কোন কৃষক বীজ ও লাঙ্গল লইয়া বনে প্রবেশ কবিল। সে তথায সুকর্ষিত, উৎকৃষ্ট, উৎপাটিত-স্থাণু ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ, নবীন, বাতাতপ-অনাহত, অবিকৃত, বোপণানুকুল বীজ বপন করিল। ঐ সকল বীজ কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অঙ্কুবিত ও পূর্ণবূপে বিকশিত হইবে? অথবা উহা হইতে কি কৃষক পর্য্যাপ্ত ফল লাভ কবিবে?'

'করিবে।'

'হে রাজপুত্র। এইরূপেই যে প্রকার যজ্ঞে গো বধ হয় না, অজ-মেষ-কুক্কুট-শূকর বধ করা হয় না, বিবিধ প্রকার প্রাণীর প্রাণ নাশ হয় না এবং প্রতিগ্রাহকগণ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়, হে রাজপুত্র! ঐরূপ যজ্ঞ মহৎ ফল প্রসব করে, মহোপকারী হয়, মহাদ্যুতিসম্পন্ন হয়, উহার ফল দূর প্রসারী হয়।'

৩২। অতপর রাজন্য পায়াসি শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত, দীন-দুঃখী-নিরাশ্রয় ভিক্ষুকগণের নিমিত্ত দানের প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই দানে বিড়ঙ্গ-সহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইল, স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতরিত হইল। ঐ দানে উত্তর নামক ব্রাহ্মণ যুবক তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দান সমাপনান্তে এই রূপে মনোভাব প্রকাশ করিলেন ঃ

'এই দানোপলক্ষে আমার সহিত রাজন্য পায়াসির যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেরই জন্য, পরজগতের জন্য নহে।' উত্তরের এই মন্তব্য রাজন্য পায়াসির কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন তিনি উত্তরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন 'তুমি কি সত্যই এইরূপ কহিয়াছ ঃ এই দানোপলক্ষে আমার সহিত রাজন্য পায়াসির যে সমাগম হইল, তাহা এই জগতেরই জন্য, পরজগতের জন্য নহে?'

'সত্যই কহিয়াছি।'

'কেন এরূপ কহিয়াছ ঃ বৎস উত্তর। আমরা কি পুণ্যার্থী এবং দানের ফলাকাঙ্ক্ষী নহি?'

'আপনার দানে বিড়ঙ্গ-সহ কণাজক ভোজনরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা আপনি পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না—ভোজনের ত কথাই নাই, স্থূল, অমসৃণ বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে, যাহা আপনি পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না—পরিধানের ত কথাই নাই। আপনি আমাদের প্রিয়, প্রীতিপদ। যাহা প্রিয় ও প্রীতিপ্রদ তাহার সহিত কি প্রকারে আমরা অপ্রিয় ও অপ্রীতিকরের যোজনা করিব?'

'তাহা হইলে, বৎস উত্তর। যেরূপ ভোজন আমি গ্রহণ করি এবং যেরূপ বস্ত্রাদি আমি পরিধান করি, তুমি সেইরূপ ভোজন ও বস্ত্রাদি বিতরণ কর।'

এইরূপে রাজন্য পায়াসি সসম্মানে দান না দিয়া, স্বহস্তে না দিয়া, সর্ব্বা-

ন্তঃকরণে না দিয়া, অপবিদ্ধ দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইলেন। যিনি তাঁহার দানে তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ যুবক উত্তর সসম্মানে, স্বহস্তে সর্ব্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন।

৩৩। ঐ সময়ে আয়ুষ্মান গবম্পতি প্রায়শঃ দিবাবিহারের নিমিত্ত শূন্য সেরীসক বিমানে গমন করিতেন। দেবপুত্র পায়াসি আয়ুষ্মান গবম্পতির * নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আয়ুষ্মান গবম্পতি দেবপুত্র পায়াসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'সৌম্য! আপনি কে?'

'দেব, আমি রাজন্য পায়াসি।'

'আপনি কি এইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না—পরলোক নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল নাই?'

'দেব, আমি ঐরূপ দৃষ্টিসম্পন্নই ছিলাম। কিন্তু আমি আর্য্যকুমার কস্সপ কর্ত্তৃক ঐ পাপদৃষ্টি হইতে মুক্ত হইয়াছি।'

'আপনার দানে যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেই তরুণ ব্রাহ্মণ উত্তর কোথায় উৎপন্ন হইয়াছেন?'

'তিনি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান বিতরণ করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন হইয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু আমি সসম্মানে দান না দিয়া, স্বহস্তে না দিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে না দিয়া, অপবিদ্ধ দান দিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব, শ্রদ্ধেয় গবম্পতি! আপনি মনুষ্যলোকে গমন করিয়া এইরূপ ঘোষণা করুন: "সৎকার পূর্ব্বক দান কর, স্বহস্তে দান কর, সর্ব্বান্তঃকরণে দান কর, অনপবিদ্ধ দান কর। রাজন্য পায়াসি সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে দান না করিয়া, অনপবিদ্ধ দান করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে চাতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য

* ইনি বারাণসীর বণিক ছিলেন এবং বুদ্ধ কর্ত্তৃক সঙ্ঘে গৃহীত হইয়াছিলেন। প্রবাদানুসারে, ইহলোকে স্থিতিকালেই তিনি ধ্যানের নিমিত্ত অধস্তন স্বর্গে গমন করিতেন।

সেরীসক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানের তত্ত্বাবধায়ক তরুণ উত্তর সসম্মানে, স্বহস্তে, সর্ব্বান্তঃকরণে অনপবিদ্ধ দান করিয়া মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন হইয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।”

৩৪। তদনন্তর আয়ুষ্মান গবম্পতি মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া ঐসমস্ত সংবাদ প্রচার করিলেন।

। পায়াসি সুত্রান্ত সমাপ্ত।

মহাবর্গ

। দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

দীঘ নিকায়

তৃতীয় খণ্ড

[পাটিক বর্গ]

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স

দীঘ নিকায়

২৪। পাটিক সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। ১। এক সময় ভগবান মল্লদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। অনুপিয় নামক মল্লদিগের নগর। ভগবান পূর্বাহ্নের বেশধারণপূর্বক পাত্র ও চীবর হস্তে অনুপিয় নগরে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল: 'ভিক্ষার্থ অনুপিয়তে ভ্রমণের জন্য এখনও অতিপ্রাক্, অতএব ভগ্গব-গোত্ত পরিব্রাজকের আরামে তাঁহার নিকট গমন করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান ভগ্গবগোত্ত পরিব্রাজকের আরামে পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলেন।

২। তখন পরিব্রাজক ভগ্গব-গোত্ত ভগবানকে কহিলেন:

'ভন্তে! ভগবান আগমন করুন, স্বাগত, ভগবান। বহুদিন ভগবানের এই স্থানে আগমন হয় নাই। ভগবান উপবেশন করুন, এই আসন প্রস্তুত।'

ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক ভগ্গব-গোত্রও অন্যতর অনুচ্চ আসন গ্রহণপূর্বক এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। পরে তিনি ভগবানকে কহিলেন:

'ভন্তে, কিছুদিন পূর্ব্বে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন: "ভগ্গব! আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি আর এখন ভগবানের অনুসরণ করি না।" ভন্তে, লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত যাহা কহিয়াছেন তাহা কি সত্য?'

'ভগ্গব! তিনি যাহা কহিয়াছেন তাহা সত্য।'

৩। ভগ্গব! কিছুকাল পূর্ব্বে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন: 'আমি এক্ষণে ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করি, আমি এখন আর ভগবানের অনুসরণ করিব না।'

ভগ্গব। 'এইরূপ উক্ত হইলে আমি তাঁহাকে কহিলাম ঃ সুনক্ষত্ত, আমি কি এবূপ কহিযাছি—সুনক্ষত্ত, তুমি এস, আমাব অনুসবণ কব ?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এরূপ কহিযাছ—ভন্তে, আমি ভগবানেব অনসেবণ করিব ?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে এবূপ কহি নাই—সুনক্ষত্ত, এস, আমাব অনুসব কবণ ; তুমিও আমাকে কহ নাই—ভন্তে, আমি ভগবানেব অনুসবণ কবিব। হে নির্বোধ। এবূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান কবিতেছ ? মূঢ। এই স্থানে তোমাব ভ্রম দেখ।'

৪। 'ভন্তে, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবেন না।'

'সুনক্ষত্ত, আমি কি তোমাকে এইবূপ কহিয়াছি—সুনক্ষত্ত, এস, আমাব অনুসবণ কব, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিব ?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এবূপ কহিযাছ—'ভন্তে, আমি ভগবানেব অনুসবণ কবিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিবেন ?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'এইবূপে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে কহি নাই—সুনক্ষত্ত, এস, আমাব অনুসবণ কব, আমি তোমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিব, তুমিও আমাকে কহ নাই—ভন্তে, আমি ভগবানেব অনুসবণ কবিব, ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিবেন। হে নির্বোধ। এবূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান কবিতেছ ? সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কব ? আমি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবি বা না কবি, যে নিমিত্ত আমি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকাবীব দুঃখ সম্যকবূপে অপনোদন কবে ?

'আপনি ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করুন বা না কবুন, যে নিমিত্ত আপনি ধর্ম্মোপদেশ দিযাছেন, তাহা পালনকাবীব দুঃখ সম্যকবূপে অপনোদন কবে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কি কবিবে ? মূঢ। এইস্থানে তোমাব ভ্রম দেখ।'

৫। 'ভগবান আমাব নিকট পুবাতত্ত্বেব[১] বর্ণনা কবেন না।'

---

[১] মূলের 'অগ্গঞ্ঞ' শব্দ প্রাচীন টীকায 'জগতেব উৎপত্তি' বূপে ব্যাখ্যাত হইযাছে।

'সুনক্ষত্ত, আমি কি তোমাকে এরূপ কহিয়াছি—এস, সুনক্ষত্ত, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমার নিকট পূরাতত্ত্বের বর্ণনা করিব?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তুমি কি আমাকে এরূপ কহিয়াছ—আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমার নিকট পূরাতত্ত্বের বর্ণনা করিবেন?

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'এরূপ হইলে, সুনক্ষত্ত, আমিও তোমাকে কহি নাই—সুনক্ষত্ত, এস, আমার অনুসরণ কর, আমি তোমার নিকট পূরাতত্ত্বের বর্ণনা করিব। তুমিও আমাকে কহ নাই—আমি ভগবানের অনুসরণ করিব, ভগবান আমার নিকট পূরাতত্ত্বের বর্ণনা করিবেন। হে নির্ব্বোধ! এরূপ হইলে তুমি কে এবং কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ? সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে কর? আমি তোমার নিকট পূরাতত্ত্বের বর্ণনা করি বা না করি, যে নিমিত্ত আমি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে?'

'আপনি আমার নিকট পূরাতত্ত্বের বর্ণনা করুন বা না করুন, যে নিমিত্ত আপনি ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা পালনকারীর দুঃখ সম্যকরূপে অপনোদন করে।'

'তাহা হইলে, সুনক্ষত্ত, পূরাতত্ত্বের বর্ণনা কি করিবে? মূঢ়! এইস্থানে তোমার ভ্রম দেখ।'

৬। 'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ—ইনিই ভগবান, অরহন্ত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবন্ত। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে আমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ।

'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ—ধর্ম্ম ভগবান কর্ত্তৃক স্বাখ্যাত, উহা সান্দৃষ্টিক, অবিলম্বে ফলপ্রসূ, সর্ব্ব-জগতকে আহ্বানকারী, নির্ব্বাণ প্রদায়ী, বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব অন্তরে জ্ঞাতব্য। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি অনেক প্রকারে বজ্জীগ্রামে ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ।

'সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকারে সঙ্ঘের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছ—চারি পুরুষ-যুগ অষ্ট পুরুষ সম্বলিত ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ

সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, তাঁহাবা দান, অতিথেযতা, দক্ষিণা ও অঞ্জলিকরণেব যোগ্য, তাঁহাবা জগতের অনুত্তব পুণ্য-ক্ষেত্র। এইরূপে, সুনক্ষত্ত, তুমি বজ্জীগ্রামে অনেক প্রকাবে সঙ্ঘেব প্রশংসা কীর্ত্তন কবিযাছ।

'সুনক্ষত্ত, আমি কহিতেছি তোমাব সম্বন্ধে জনগণ ঘোষণা করিবে—লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত শ্রমণ গোতমেব শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ হইযা হীনার্থের সেবায নিযুক্ত হইযাছেন।'

'ভগ্‌গব! আমি এইরূপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্ম্ম-বিনয পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপায নিবযোন্মুখ হইযা প্রস্থান করিলেন।

৭। ভগ্‌গব! এক সময় আমি বুমুদিগেব দেশে অবস্থান কবিতেছিলাম। তথায উত্তরকা নামক বুমুদিগেব নগব। ভগ্‌গব। আমি পূর্ব্বাহ্নে বেশ ধাবণ পূর্ব্বক পাত্র ও চীবব হস্তে পশ্চাচ্ছ্রমণ লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্তেব সহিত উত্তবকায় ভিক্ষার্থ প্রবেশ কবিযাছিলাম। ঐ সমযে অচেল কোবক্ষত্তিয় কুক্কুব ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক চতুকুণ্ডিক[১] হইযা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বাবা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন কবিতেন।

'ভগ্‌গব। লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত দেখিলেন অচেল, কুক্কুরব্রতী, কোবক্ষত্তিয় চতুকুণ্ডিক হইযা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বাবা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন কবিতেছেন। উহা দেখিযা তাঁহাব মনে হইল: 'অবহত, শ্রমণ চতুকুণ্ডিক হইযা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বাবা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন কবিতেছেন, ইনি সম্মানেব যোগ্য।'

ভগ্‌গব। তখন আমি স্বচিত্তে সুনক্ষত্তেব চিন্তা জ্ঞাত হইযা তাহাকে কহিলাম:

'মূঢ! তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয রূপে স্বীকাব কর?'

'ভগবান কেন আমাকে এইরূপ কহিলেন,—মূঢ। তুমি আপনাকে শাক্য-পুত্রীয রূপে স্বীকাব কব?'

'সুনক্ষত্ত। এই নগ্ন কুক্কুবব্রতী চতুকুণ্ডিক কোবক্ষত্তিয়কে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বাবা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন কবিতে দেখিযা তুমি কি মনে কব নাই—অরহত শ্রমণ চতুকুণ্ডিক হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত ভক্ষ্য মুখ দ্বাবা গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন কবিতেছেন, ইনি সম্মানেব যোগ্য?'

১। চতুষ্পদের ন্যায় হস্ত ও পদদ্বযেব সাহায্যে ভ্রমণশীল।

'ভন্তে, তাহা সত্য। আপনি কি অপবেব অবহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব কবিতেছেন?'

'মূঢ। আমি অপবেব অবহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব কবিতেছি না। কিন্তু তোমাবই পাপ-দৃষ্টি উৎপন্ন হইযাছে, উহা পবিত্যাগ কব, উহা যেন দীর্ঘ-কাল তোমাব অমঙ্গল ও দুঃখেব কাবণ না হয। সুনক্ষত্ত, যে নগ্ন কোবক্ষ-ত্তিযকে তুমি সম্মানেব যোগ্য অবহত শ্রমণ মনে কবিতেছ, তিনি সপ্তম দিবসে অলসক বোগাক্রান্ত হইযা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সর্ব্ব-নিকৃষ্ট অসুবদিগেব মধ্যে উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুব পব তিনি বীবণগুল্মা-বৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সুনক্ষত্ত, যদি ইচ্ছা হয তুমি অচেল কোবক্ষ-ত্তিযেব নিকট গমন কবিযা জিজ্ঞাসা কবিতে পাব—সৌম্য কোবক্ষত্তিয! আপনাব গতি অবগত আছেন? সুনক্ষত্ত, ইহা সম্ভব যে নগ্ন কোবক্ষত্তিয তোমাকে কহিবেন—সৌম্য সুনক্ষত্ত। আমি নিজেব গতি জানি, কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুবদিগেব মধ্যে আমি উৎপন্ন হইব।'

৮। ভগ্গব। তৎপবে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত অচেল কোবক্ষত্তিযেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল: 'সৌম্য কোবক্ষত্তিয। শ্রমণ গৌতম কহিযাছেন অচেল কোবক্ষত্তিয সপ্তম দিবসে অলসক বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুবদিগেব মধ্যে উৎপন্ন হইবেন, মৃত্যুব পব তিনি বীবণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইবেন। সৌম্য কোবক্ষ-ত্তিয, আপনি পর্য্যাপ্ত পবিমাণে আহাব ও পান করুন, যাহাতে শ্রমণ গৌতমেব বাক্য মিথ্যা হয।'

'অনন্তব, ভগ্গব। সুনক্ষত্ত এক দুই দিন কবিযা সাত দিবাবাত্রি গণনা কবিল, সে তথাগতেব প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কবিল না। অতঃপব সপ্তম দিবসে অচেলক কোবক্ষত্তিয অলসক বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইযা কালকঞ্জ নামক সর্ব্বনিকৃষ্ট অসুবদিগেব মধ্যে উৎপন্ন হইল, মৃত্যুব পব সে বীবণ-গুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইল।

৯। ভগ্গব! সুনক্ষত্ত শুনিলেন—অচেল কোবক্ষত্তিয অলসক বোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইযা বীবণগুল্মাবৃত শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হইযাছেন। তখন, ভগ্গব। লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত বীবণগুল্মাবৃত শ্মশানে কোবক্ষত্তিযেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তিনবাব পাণিদ্বাবা প্রহাব কবিযা কহিলেন—'সৌম্য কোবক্ষত্তিয। আপনাব কি গতি জানেন?' অতঃপব, ভগ্গব! অচেল

কোবক্ষত্তিয হস্ত দ্বারা পৃষ্টদেশ মুছিষা উত্থান করিল এবং কহিল—'সৌম্য সুনক্ষত্ত! আমি স্বীয গতি জানি। কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুর-দিগেব মধ্যে আমি উৎপন্ন হইয়াছি।' ইহা কহিয়াই সে উত্তান হইযা পতিত হইল।

১০। অনন্তব, ভগবব! লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত আমাব নিকট উপস্থিত হইযা আমাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন; পরে আমি তাঁহাকে কহিলাম ঃ

'সুনক্ষত্ত! তুমি কি মনে কর? অচেল কোবক্ষত্তিযেব সম্বন্ধে আমি যাহা কহিযাছিলাম, ঠিক সেইবূপই হইয়াছে, অথবা তাহাব অন্যথা হইযাছে?'

'ভগবান যাহা কহিযাছিলেন, ঠিক সেইবূপই হইয়াছে, তাহাব অন্যথা হয় নাই।'

'সুনক্ষত্ত! তুমি কি মনে কর? এবূপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে অথবা না?

'ভন্তে! এবূপ অবস্থায অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইয়াছে, হয নাই তাহা নব।'

'মূঢ়! আমি এরূপ অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিলেও তুমি কহিয়াছ —ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবেন না। নির্বোধ! এই-স্থানে তোমাব ভ্রম দেখ।'

'ভগবব! আমি এইবূপ কহিলে লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত এই ধর্ম-বিনয় পবিত্যাগ পূর্বক অপায়-নিরযোন্মুখ হইয়া প্রস্থান কবিলেন।

১১। ভগবব! এক সমযে আমি বৈশালিব মহাবনে-কূটাগাবশালায় অবস্থান কবিতেছিলাম। ঐ সমযে অচেল কন্দরমসুক বল্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সমন্বিত হইযা বাস কবিতেছিলেন। তিনি সপ্তবিধ ব্রত সম্পূর্ণবূপে গ্রহণ কবিয়াছিলেন—'যাবজ্জীবন অচেলক বহিব, বস্ত্র পবিধান কবিব না ঃ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী বহিব, মৈথুন ধর্মেব সেবা কবিব না ঃ যাবজ্জীবন সুবা ও মাংসে জীবন ধারণ কবিব, পক্বান্ন মিষ্টান্নাদি ভোজন কবিব না ঃ বৈশালিব পূর্বদিকস্থ উদেন চৈত্য অতিক্রম কবিব না ঃ বৈশালিব দক্ষিণস্থ গোতমক চৈত্য অতিক্রম কবিব না ঃ বৈশালিব পশ্চিম সত্তম্ব নামক চৈত্য অতিক্রম কবিব না ঃ বৈশালিব উত্তবস্থ বহুপুত্ত নামক চৈত্য অতিক্রম

করিব না।' তিনি এই সপ্তবিধ ব্রত সমাধান হেতু বজ্জীগ্রামে বিপুল লাভ ও যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১২। অতঃপর, ভগবন! লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত অচেল কন্দরমসুকের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া অচেল কন্দরমসুক উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া তাহার প্রতি ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। তখন সুনক্ষত্ত চিন্তা করিল—'সাধু, অরহত, শ্রমণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘ কাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়।'

১৩। ভগবন! তদনন্তর সুনক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাহাকে কহিলাম ঃ

'মূঢ়! তুমি আপনাকে শাক্যপুত্রীয় রূপে স্বীকার কর?'

'ভগবান কেন এরূপ কহিতেছেন?'

'সুনক্ষত্ত! তুমি অচেল কন্দরমসুকের নিকট গমন করিয়া তাহাকে প্রশ্ন কর নাই? সে তোমার প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তুমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলে—সাধু, অরহত, শ্রমণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছি, ইহা যেন দীর্ঘকাল আমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়।'

'ভন্তে, তাহা সত্য। আপনি কি অপরের অরহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছেন?'

'মূঢ়! আমি অপরের অরহত্বে ঈর্ষ্যা অনুভব করিতেছি না। কিন্তু তোমারই পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ কর, উহা যেন দীর্ঘকাল তোমার অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। সুনক্ষত্ত, যে অচেল কন্দরমসুককে তুমি সাধু, অরহত, শ্রমণ মনে করিতেছ, তিনি অচিরে বস্ত্রপরিহিত হইয়া নারীগণ সহ বিচরণ করিবেন এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালীর সর্ব্ব চৈত্য অতিক্রম করিয়া যশোহীন হইয়া দেহত্যাগ করিবেন।

অনন্তর, ভগবন! অচেল কন্দরমসুক অচিরে বস্ত্র ধারণ করিয়া নারীগণ সহ বিচরণ এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া বৈশালির সর্ব্ব চৈত্য অতিক্রম পূর্ব্বক যশোহীন হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

১৪। লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত শ্রবণ করিলেন অচেল কন্দরমসুক বস্ত্র হরণ করিয়া নারীগণসহ বিচরণ এবং সুপক্ক অন্নাদি ভোজনে রত হইয়া

বৈশালীব সর্ব্ব চৈত্য অতিক্রম প্ৰ্ব্বক যশোহীন হইযা দেহত্যাগ করিযাছেন। ভগ্‌গব। তখন স্নক্ষত্ত আমাব নিকট উপস্থিত হইযা আমাকে অভিবাদ-নান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলে আমি তাঁহাকে কহিলাম ঃ

'স্নক্ষত্ত, তুমি কি মনে কব ? অচেল কন্দবমস্কেব সম্বন্ধে আমি যাহা ব্যক্ত করিযাছিলাম, সেইব্পই হইযাছে, অথবা তাহাব অন্যথা হইয়াছে ?

'ঐ সম্বন্ধে ভগবান যাহা ব্যক্ত কবিযাছিলেন, সেইব্পই হইযাছে, তাহাব অন্যথা হয নাই।'

'স্নক্ষত্ত! তুমি কি মনে কব ? এব্প ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইযাছে, অথবা না ?'

'ভন্তে। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইযাছে, তাহা যে হয নাই তাহা নয।

ম্ঢ। আমি এব্প অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিলেও তুমি কহিযাছ —ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবেন না। নির্ব্বোধ! এই স্থানে তোমাব ভ্রম দেখ।'

ভগ্‌গব! আমি এইব্প কহিলে লিচ্ছবিপ্ত্র স্নক্ষত্ত এই ধর্ম্মবিনয পবিত্যাগ প্ৰ্ব্বক অপায-নিরযোস্ম্খ হইযা প্রস্থান কবিলেন।

১৫। ভগ্‌গব। এক সময আমি বৈশালিতেই মহাবনে ক্টাগারশালায় অবস্থান কবিতেছিলাম। ঐ সমযে অচেল পাটিক-প্ত্ত বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপ্ল লাভ ও যশ সমন্বিত হইযা বাস কবিতেছিলেন। তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইব্প কহিতেছিলেন ঃ

'শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, জ্ঞানবাদীব উচিত জ্ঞান-বাদীব সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবা। শ্রমণ গৌতম অর্দ্ধপথ আগমন কব্ন, আমিও অর্দ্ধপথ গমন করিব। আমবা উভযেই ঐস্থানে আলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিব। শ্রমণ গৌতম একটি অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিলে আমি দ্ইটি করিব। তিনি দ্ইটি প্রদর্শন কবিলে আমি চাবিটি কবিব। তিনি চাবিটি প্রদর্শন কবিলে আমি আটটি কবিব। এইর্পে শ্রমণ গৌতম যতই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করিবেন, আমি তাহার দ্বিগ্ণ দ্বিগ্ণ কবিব।'

১৬। ভগ্‌গব! অনন্তর স্নক্ষত্ত আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন কবিয়া আমাকে এইব্প কহিল ঃ

'ভন্তে। অচেল পাটিক-পুত্ত বজ্জীগ্রাম বৈশালিতে বিপুল লাভ ও যশ সমন্বিত হইয়া বাস করিতেছেন। তিনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইরূপ কহিতেছেন—শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী, ··· দ্বিগুণ করিব।' (উপরে ১ম সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ভগ্গব, এইরূপ কথিত হইলে আমি সুনক্ষত্তকে কহিলাম ঃ

'সুনক্ষত্ত, অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐ রূপ বাক্য, ঐরূপ চিত্ত ও ঐরূপ দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয। যদি সে মনে করে আমি ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া শ্রমণ গৌতমের সম্মুখীন হইব—তাহা হইলে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

১৭। 'ভন্তে! ভগবান এরূপ কহিবেন না, সুগত এরূপ কহিবেন না।'

'সুনক্ষত্ত, তুমি কেন এরূপ কহিতেছ?'

'ভন্তে, ভগবান দৃঢরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য ··মস্তক বিদীর্ণ হইবে। (উপরে ১৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভন্তে, অচেল পাটিক-পুত্ত বিরূপবেশে[১] ভগবানের সম্মুখীন হইলে ভগবানের বাক্য মিথ্যা হইবে।'

১৮। 'সুনক্ষত্ত, তথাগত এরূপ বাক্য কহিতে পারেন যাহা মিথ্যা হইবে?'

'ভন্তে, ভগবান কি স্বচিত্তে অচেল পাটিক-পুত্তের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছেন—অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ চিত্ত·· মস্তক বিদীর্ণ হইবে? অথবা দেবতাগণ আপনাকে ইহা কহিয়াছেন?'

'সুনক্ষত্ত, আমি স্বচিত্তেও পাটিক-পুত্তের চিত্ত বিদিত হইয়া উহা কহিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে ঐরূপ কহিয়াছেন। লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিতও সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়া ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনিও আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছেন ঃ 'ভন্তে, অচেল পাটিক-পুত্ত নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী, সে আমার সম্বন্ধেও বজ্জীগ্রামে ঘোষণা করিয়াছে—লিচ্ছবিদিগের সেনাপতি অজিত মহা নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছেন। ভন্তে, আমি কিন্তু মহা-নিরয়ে উৎপন্ন হই নাই, ত্রায়স্ত্রিংশ দেবলোকে উৎপন্ন

১। কোন অদৃশ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক অথবা সিংহ ব্যাঘ্রাদির বেশে।

হইযাছি, অচেল পাটিক পুত্ত নির্লজ্জ ও মিথ্যাবাদী, সে যে ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া ভগবানেব সম্মুখীন হইবে তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে—আমি…মস্তক বিদীর্ণ হইবে।” এইরূপে, সুনক্ষত্ত, আমি স্বচিত্তেও পাটিক-পুত্তেব চিত্ত বিদিত হইযা উহা কহিয়াছি, এবং দেবতাগণও আমাকে ঐরূপ কহিযাছেন।

‘সুনক্ষত্ত আমি বৈশালিতে ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিযা আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দিবাবিহারের নিমিত্ত পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিব। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাকে কহিও।’

১৯। ভগ্‌গব! তদনন্তর আমি পূর্ব্বাহ্নের বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাত্র ও চীবর হস্তে বৈশালিতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিলাম। ভিক্ষাচারাবসানে আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দিবাবিহারের নিমিত্ত অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিলাম। ভগ্‌গব, তখন লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্ত ত্বরিতে বৈশালি প্রবেশ-পূর্ব্বক খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণের নিকট গমন করিযা তাঁহা-দিগকে কহিল ঃ

‘ভগবান বৈশালিতে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিযা আহারান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে দিবাবিহারার্থ গমন করিয়াছেন। আপনারা অগ্রসর হউন, সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে।’

ভগ্‌গব, তখন ঐ সকল লিচ্ছবিগণ চিন্তা করিলেন ঃ ‘সাধু শ্রমণগণের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইবে, আমরা যাই।’

সুনক্ষত্ত প্রথিতনামা ব্রাহ্মণ মহাশাল, গৃহপতিগণ এবং নানা তীর্থিয় শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ ঘোষণা করিল।

ভগ্‌গব, তখন ঐ সকল খ্যাতনামা নানাতীর্থিয শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অলৌকিক ঋদ্ধিবলের প্রদর্শনীতে গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

ভগ্‌গব, এইরূপে খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ অচেল পাটিক-পুত্তের আরামে গমন করিলেন। সেই পরিষদে শতাধিক সহস্রাধিকের সমাগম হইযাছিল।

২০। ভগ্‌গব! অচেল পাটিক-পুত্ত শ্রবণ করিল যে প্রথিত নামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ ও নানাতীর্থিয শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়াছেন, শ্রমণ গৌতমও তাহার আরামে দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট। ইহা শ্রবণ করিয়া সে ভীত, নিস্পন্দ ও রোমাঞ্চিত হইল এবং এইরূপ অবস্থায সে তিণ্ডুক্‌খানু নামক পরিব্রাজকারামে গমন করিল।

ভগ্‌গব ! সেই পবিষদ শ্রবণ কবিল যে অচেল পাটিক্‌-পুত্ত ভীত, উদ্বিগ্ন, বোমাঞ্চিত হইযা তিন্দুক্‌খানু পবিব্রাজকাবামে গমন নিবত। তখন পবিষদ জনৈক পুবুষকে কহিল ঃ

হে পুবুষ। তিন্দুক্‌খানু পবিব্রাজকাবামে অচেল পাটিক-পুত্তেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহ—সৌম্য পাটিক-পুত্ত। অগ্রসব হউন, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ, নানাতীর্থিয শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহাবার্থ আযুষ্মানেব আবামে উপবিষ্ট। সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনি বৈশালিতে সভামধ্যে এইবূপ ঘোষণা কবিযাছেন ঃ "শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী। জ্ঞানবাদীব উচিত জ্ঞানবাদীব সহিত ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবা। · দ্বিগুণ কবিব।" (উপবে ১৫ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সৌম্য পাটিক-পুত্ত। আপনি অর্দ্ধপথ আগমন কবুন, সর্ব্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনাব আবামে আসিযা দিবাবিহাবার্থ উপবিষ্ট আছেন।'

২১। ভগ্‌গব। 'তথাস্তু' কহিযা সেই পুবুষ সম্মত হইযা তিন্দুক্‌-খানু পবিব্রাজকাবামে অচেল পাটিক-পুত্তেব নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে কহিল ঃ

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত। অগ্রসব হউন, খ্যাতনামা··· উপবিষ্ট আছেন।'

ভগ্‌গব। এইবূপ কথিত হইল অচেল পাটিক-পুত্ত 'আমি আসিতেছি, আমি আসিতেছি' এইবূপ কহিযা সেই স্থানেই গতিহীন হইযা বহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না। তখন সেই পুবুষ পাটিক-পুত্তকে কহিল ঃ

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত। আপনাব কি হইযাছে ? আপনাব দেহ-লোম কি আসনে লগ্ন হইযাছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইযাছে ? "আসিতেছি, আসিতেছি" কবিযা ঐ স্থানেই গতিহীন হইযা বহিযাছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্‌গব। এইবূপ উক্ত হইলে পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিযা সেই স্থানেই গতিহীন হইযা বহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।

২২। ভগ্‌গব। যখন সেই পুবুষ বুঝিল যে পাটিক-পুত্ত পবাজিত হইযাছে, 'আসিতেছি, আসিতেছি' কবিযা ঐ স্থানেই গতিহীন হইযা বহিয়াছে,

আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না, তখন সে পরিষদে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কহিল ঃ

'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" করিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

ভগবন্! এইরূপ উক্ত হইলে আমি সেই পরিষদকে কহিলাম ঃ

'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য, চিত্ত ও দৃষ্টি পরিহার না করিয়া আমার সম্মুখীন হইবে, তাহা সম্ভব নয়। যদি সে মনে করে মস্তক বিদীর্ণ হইবে।' (১৬ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

। প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। অতঃপর, ভগবন্! এক লিচ্ছবি মহামাত্র আসন হইতে উত্থান করিয়া পরিষদকে কহিলেন ঃ

'আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি যাইতেছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পাটিক-পুত্তকে এই পরিষদে আনিতে সমর্থ হইব।'

তখন ভগবন্! সেই লিচ্ছবি মহামাত্র তিন্দুকখানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! অগ্রসর হউন, উহাই আপনার শ্রেয়ঃ, খ্যাতনামা লিচ্ছবিগণ, ব্রাহ্মণ-মহাশাল ও গৃহপতিগণ এবং নানাতীর্থিয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ সমাগত, শ্রমণ গৌতমও দিবাবিহারার্থ আপনার আরামে উপবিষ্ট। বৈশালির পরিষদে আপনি ঘোষণা করিয়াছেন—"শ্রমণ গৌতমও জ্ঞানবাদী, আমিও জ্ঞানবাদী · দ্বিগুণ করিব।" সৌম্য পাঠিক-পুত্ত! আপনি অর্দ্ধপথ আগমন করুন, সর্ব্বপ্রথমেই শ্রমণ গৌতম আপনার আরামে আসিয়া দিবাবিহারার্থ উপবিষ্ট আছেন। তিনি পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

'অচেল পাটিক-পুত্ত যে এইরূপ বাক্য মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" সেইজন্য পাটিক-পুত্ত, অগ্রসর হউন, এইরূপ করিলে আপনার জয় এবং শ্রমণ গৌতমের পরাজয়ের বিধান করিব।'

২। ভগ্‌গব! এইৰূপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া সেইস্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উত্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র অচেল পাটিক-পুত্তকে কহিলেন ঃ

সৌম্য পাটিক-পুত্ত! আপনার কি হইয়াছে? আপনার দেহলোম কি আসনে বদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" করিয়া ঐস্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগ্‌গব! এইৰূপ উক্ত হইলেও পাটিব-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' করিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।'

৩। ভগ্‌গব! যখন সেই লিচ্ছবি মহামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, 'আসিতেছি, আসিতেছি' করিয়া একই স্থানে গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে পারিতেছে না, তখন তিনি আসিয়া পরিষদে ঘোষণা করিলেন ঃ

'অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" করিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছে, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

এইৰূপ কথিত হইলে, ভগ্‌গব! আমি সেই পরিষদকে কহিলাম ঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐৰূপ বাক্য মস্তক বিদীর্ণ হইবে। আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন, 'আমরা অচেল পাটিক-পুত্তকে বরত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া গো-যুগের সাহায্যে টানিয়া আনিব,' তাহা হইলে বরত্র অথবা পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐৰূপ বাক্য· মস্তক বিদীর্ণ হইবে।"

৪। ভগ্‌গব! তখন দারুপাত্তিকের শিষ্য জালিয় আসন হইতে উঠিয়া পরিষদকে কহিল ঃ

'আপনারা ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি যাইতেছি, ইহা সম্ভব যে আমি অচেল পাটিক-পুত্তকে এই পরিষদে আনিতে সমর্থ হইব।'

তখন জালিয় তিণ্ডুকখানু পরিব্রাজকারামে অচেল পাটিক-পুত্তের নিকট গমন পূর্বক তাহাকে কহিল ঃ

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত অগ্রসর হউন…উপবিষ্ট আছেন। শ্রমণ গৌতম পরিষদে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ "অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য…মস্তক বিদীর্ণ হইবে। আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন…মস্তক বিদীর্ণ হইবে।" পাটিক-পুত্ত। আপনি অগ্রসর হউন, এইরূপ করিলে আপনার জয় এবং শ্রমণ গৌতমের পরাজযের বিধান করিব।'

৫। এইরূপ উক্ত হইলে অচেল পাটিক-পুত্ত 'আমি আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না। তখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় অচেল পাটিক-পুত্তকে কহিল ঃ

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত। আপনার কি হইয়াছে? আপনার দেহলোম কি আসনে বদ্ধ হইয়াছে, অথবা আসন দেহলোমে লগ্ন হইয়াছে? "আসিতেছি, আসিতেছি" করিয়া ঐ স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না।'

ভগবন। এইরূপ উক্ত হইলেও অচেল পাটিক-পুত্ত 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইয়া রহিল, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইল না।

৬। ভগবন! যখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় বুঝিলেন অচেল পাটিক-পুত্ত পরাজিত, 'আসিতেছি, আসিতেছি' কহিয়া একই স্থানে গতি-হীন অবস্থায় রহিয়াছেন, আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছেন না, তখন তিনি পাটিক-পুত্তকে কহিলেন ঃ

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত। পূর্ব্বকালে এক সময় মৃগরাজ সিংহের মনে হইয়া-ছিল ঃ "আমি কোন বনখণ্ডে বাসস্থান করিব, সায়াহ্ন সময়ে বাসস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইব; উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিব।"

'তদনন্তর সেই মৃগরাজ অন্যতর বনখণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইল। সে উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিল।

৭। 'সৌম্য পাটিক-পুত্ত। সেই মৃগরাজ সিংহের ভুক্তাবশিষ্টে বর্দ্ধিত

এক বৃদ্ধ শৃগাল গর্ব্বিত ও বলশালী হইয়াছিল। সেই শৃগাল চিন্তা করিল ঃ "আমিই বা কে, মৃগরাজ সিংহই বা কে? আমিও কোন বনখণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে বারত্রয় সিংহনাদ করিয়া গোচরার্থে অগ্রসর হইব; উত্তম উত্তম মৃগ বধ করিয়া মৃদু মাংস ভক্ষণ পূর্ব্বক বাসস্থানে প্রবেশ করিব।"

অতঃপর সেই বৃদ্ধ শৃগাল অন্যত্র বনখণ্ডে বাসস্থান করিয়া সায়াহ্ন সময়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিজৃম্ভণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকনান্তে "বারত্রয় সিংহনাদ করিব" এইরূপ মনস্থ করিয়া শৃগালের ধ্বনি করিল। কোথায় শৃগালের রব, আর কোথায় সিংহনাদ।

'সৌম্য পাটিক-পুত্র! সেইরূপই তুমি সুগতের দানে জীবন ধারণ করিয়া সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অর্হত সম্যক-সম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায় হীন পাটিক-পুত্র, আর কোথায়ই বা তথাগত অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধের আসাদন?

৮। ভগবন! যখন দারুপত্তিকের শিষ্য জালিয় এই উপমা দ্বারাও অচেল পাঠিক-পুত্রকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিল ঃ

'আপনাকে সিংহ জ্ঞান করিয়া শৃগাল মনে
করিল "আমি মৃগরাজ"
কিন্তু সে শৃগালের রব করিল, "কোথায়,
হীন শৃগাল, আর কোথায় সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্র! সেইরূপই তুমি সুগতের দানে জীবনধারণ করিয়া সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া তথাগত অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধকে আসাদ্য মনে করিয়াছ—কোথায় নগণ্য পাটিক-পুত্র, আর কোথায়ই বা তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের আসাদন?'

৯। ভগবন! যখন জালিয় এই উপমাদ্বারাও পাটিক-পুত্রকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিল ঃ

'উচ্ছিষ্ট ভোজনে আপনাকে অন্য জীব মনে করিয়া,
স্বরূপ না দেখিয়া, শৃগাল আপনাকে 'ব্যাঘ্র' মনে করিয়াছিল,
তথাপি সে শৃগালের রব করিল, "কোথায়
নগণ্য শৃগাল, কোথায়ই বা সিংহনাদ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! সেইরূপই তুমি সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া···সম্বুদ্ধের আসাদন ?'

১০। ভগ্‌বব! যখন জালিয এই উপমা দ্বারাও পাটিক-পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে তাহাকে কহিল ঃ

'ভেক, ক্ষেত্র-মূষিক এবং শ্মশানে নিক্ষিপ্ত
মৃতদেহাদি ভক্ষণ করিয়া,
শূন্য অথবা মহাবনে বর্দ্ধিত শৃগাল মনে করিল
"আমি মৃগরাজ,"
তথাপি সে শৃগালেরই রব করিল, "কোথায়
নগণ্য শৃগাল, কোথায বা সিংহনাদ ?"

'সৌম্য পাটিক-পুত্ত! সেইরূপই তুমি সুগতের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া···সম্বুদ্ধের আসাদন ?'

১১। ভগ্‌বব। যখন জালিয় এই উপমাদ্বারাও পাটিক পুত্তকে সেই আসন হইতে চ্যুত করিতে পারিল না, তখন সে আসিয়া পরিষদে ঘোষণা করিল ঃ 'অচেল পাঠিক-পুত্ত পরাজিত, "আসিতেছি, আসিতেছি" করিয়া সেই স্থানেই গতিহীন হইযা রহিযাছে আসন হইতেও উঠিতে সক্ষম হইতেছে না।'

১২। ভগ্‌বব। এইরূপ উক্ত হইলে আমি পরিষদকে কহিলাম ঃ 'অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য...মস্তক বিদীর্ণ হইবে। আয়ুষ্মান লিচ্ছবিগণ যদি মনে করেন ·· ···পাটিক-পুত্ত ছিন্ন হইবে। অচেল পাটিক-পুত্ত যে ঐরূপ বাক্য...মস্তক বিদীর্ণ হইবে।'

১৩। অতঃপর, ভগ্‌বব। আমি সেই পরিষদকে ধর্ম্মকথাদ্বারা উপদিষ্ট, জ্ঞানদীপ্ত, উত্তেজিত, অনুপ্রাণিত করিলাম, এবং এইরূপে উহাকে মহাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া, চতুরশীতি সহস্র প্রাণীকে অতি দুর্গম স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধ্যানযোগে তেজোময হইয়া আকাশে সপ্ততাল উচ্চে উঠিয়া, সপ্ততাল পরিমিত অর্চ্চি নির্ম্মাণ ও প্রজ্জ্বলিত করিয়া, সুবাস বিকীর্ণ করিয়া মহাবনে কূটাগারশালায় পুনরাবির্ভূত হইলাম। অনন্তর, ভগ্‌বব। সুনক্ষত্ত আমার নিকট আসিয়া আমাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলে আমি তাহাকে কহিলাম ঃ

'সুনক্ষত্ত। তুমি কি মনে কর ? পাটিক-পুত্ত সম্বন্ধে আমি তোমাকে যাহা কহিয়াছিলাম, সেইরূপই হইযাছে অথবা তাহার অন্যথা হইযাছে ?'

'ভগবান যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই হইযাছে, তাহাব অন্যথা হয নাই।'

'সুনক্ষত্ত! তুমি কি মনে কব? এবূপ হইলে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইযাছে, অথবা না?'

'ভন্তে! এ ক্ষেত্রে অবশ্যই অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শিত হইযাছে, হয নাই তাহা নহে।'

'মূঢ! আমি তোমাকে এইবূপ ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবিলেও তুমি কহিযাছ: "ভগবান আমাকে অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন কবেন না।" মূঢ! এইস্থানে তোমাব ভ্রম দেখ।'

ভগ্গব! আমি এইবূপ কহিলে সুনক্ষত্ত এই ধর্ম্মবিনয পবিত্যাগ পূর্ব্বক অপায-নিবযোন্মুখ হইযা প্রস্থান কবিল।

১৪। ভগ্গব! বস্তুসমূহেব প্রাবম্ভ আমি অবগত আছি, শুধু তাহাই নয, তাহা অপেক্ষাও অধিক আমাব বিদিত, কিন্তু ঐ জ্ঞান আমাকে স্ফীত কবে না, উহা দ্বাবা অস্পৃষ্ট হইযা আমি স্বীয অন্তবে মুক্তি অনুভব কবি, যে অনুভূতিব নিমিত্ত তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না। ভগ্গব! কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা তাঁহাদেব শিক্ষানুসাবে ঘোষণা কবেন যে বস্তুসমূহেব প্রাবম্ভ ঈশ্বব অথবা ব্রহ্মাব লীলা। আমি তাঁহাদেব নিকট গমন কবিযা কহি: 'সত্যই কি আপনাবা ঘোষণা কবেন যে আপনাদেব শিক্ষানুসাবে বস্তুসমূহেব প্রাবম্ভ ঈশ্বব, অথবা ব্রহ্মাব লীলা? এইবূপে জিজ্ঞাসিত হইযা তাঁহাবা কহেন—'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহি: "আপনাবা কিবূপে নির্দ্ধাবণ কবেন যে, বস্তু সমূহেব প্রাবম্ভ ঈশ্বব অথবা ব্রহ্মাব লীলা?' আমি এইবূপ জিজ্ঞাসা কবিলে তাঁহাবা উত্তব দিতে সমর্থ না হইযা আমাকে প্রতিপ্রশ্ন কবেন। তখন আমি উত্তব কবি:

১৫। 'বন্ধুগণ, এমন সময[১] আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবাব পব এই জগত লয প্রাপ্ত হয। ঐবূপ সমযে জীবগণ বহুল পবিমাণে আভাস্বব জগতে পুনর্জন্ম লাভ কবে। তাহাবা তথায মনোময হইযা থাকে, প্রীতি তাহাদেব ভক্ষ্য স্ববূপ হয, তাহাবা স্বযংপ্রভ, অন্তবীক্ষচব এবং শুভস্থাযী হইযা সুদীর্ঘকাল অবস্থান কবে।

১। ১ম খণ্ড ২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কালই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবাব পব এই জগতেব বিবর্ত্তন হয়। ঐ সময় শূন্য ব্রহ্মবিমান প্রাদুর্ভূত হয। কোন সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষযের নিমিত্ত আভাস্বব জগত হইতে চ্যুত হইযা শূন্য ব্রহ্মবিমানে পুনবায উৎপন্ন হয। সে তথায মনোময হইযা থাকে, প্রীতি তাহাব ভক্ষ্য হয়, সে স্বযংপ্রভ, অন্তরীক্ষচব এবং শুভস্থাযী হইযা দীর্ঘকাল অবস্থান কবে। দীর্ঘকাল তথায একাকী বাস কবিযা তাহাব মনে অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি হয; "হায, যদি অপব জীবগণও এইস্থানে আগমন কবিত।" ঐ সমযেই অন্য জীবগণও আয়ুক্ষয় কিম্বা পুণ্যক্ষয বশতঃ, আভাস্বব লোক হইতে চ্যুত হইযা তাহাব সঙ্গীরূপে ব্রহ্ম-বিমানে উৎপন্ন হয। তাহাবাও তথায মনোময় হইযা থাকে, প্রীতি তাহাদেব ভক্ষ্য হয, তাহাবা স্বযংপ্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইযা সুদীর্ঘকাল অবস্থান কবে।

১৬। 'বন্ধুগণ, তদনন্তর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এইরূপ চিন্তা কবিলেনঃ- "আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বব, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যেব শক্তিমান পিতা। এই জীবগণ আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? পূর্ব্বে আমি এইরূপ চিন্তা কবিয়াছিলামঃ "অহো, অন্য জীবগণও এইস্থানে আগমন করুক। আমার এই প্রার্থনায় এই সকল সত্ত্ব এখানে আগমন কবিয়াছে।" পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এইরূপ চিন্তা কবেঃ "ইঁনি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তি-মান, ঈশ্বব, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা। আমবা এই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট। কি হেতু? আমরা ইঁহাকেই প্রথমোৎপন্ন জীবরূপে দেখিযাছি, আমবা ইঁহাব পশ্চাতে উৎপন্ন।"

১৭। 'বন্ধুগণ, অতঃপব যিনি প্রথমে উৎপন্ন হইযাছিলেন তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাযু, সৌন্দর্য্য ও পবাক্রমশালী। যাঁহাবা পশ্চাতে উৎপন্ন হইযাছিলেন, তাঁহাবা অপেক্ষাকৃত অল্পাযু, অল্প সৌন্দর্য্য ও পবাক্রমশালী। তৎপবে, বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা এই লোকে আগমন কবেন। এই লোকে আগমন কবিয়া তিনি গৃহবাস-পবিত্যাগ কবিয়া অনাগাবিত্ব অবলম্বন কবেন। তৎপবে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বাবা এরূপ চিত্তসমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধিব অবস্থায তিনি উক্ত পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী

জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেন: "সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, অভিভূ, অনভিভূত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর, কর্ত্তা, নির্ম্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ভূত ও ভব্যের শক্তিমান পিতা—যাঁহা কর্ত্তৃক আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম্ম, তিনি অনন্তকাল ঐরূপে অবস্থান করিবেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্ত্তনশীল হইয়া এই লোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের প্রারম্ভরূপে কথিত ঈশ্বর অথবা ব্রহ্মার লীলা।

তদুত্তরে তাঁহারা কহেন: "সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগবন, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

১৮। ভগবন, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে বস্তু সমূহের প্রারম্ভ হাস্য ক্রীড়া-রতি। আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি: 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের প্রারম্ভ হাস্য ক্রীড়া-রতি?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন—'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহি: 'আপনারা কিরূপে নির্দ্ধারণ করেন যে, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ হাস্য-ক্রীড়া-রতি? আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতি-প্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি:

'বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের নাম ক্রীড়া প্রদোষিক। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন। ঐ কারণে তাঁহাদের স্মৃতি বিমূঢ় হয়, এবং ঐ মোহের কারণে তাঁহারা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন কিন্তু তৎপূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেন: 'যে সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন না। উহার ফলে তাঁহাদের স্মৃতি বিমূঢ় হয় না, এবং ঐ অমোহের ফলে তাঁহারা

সেই জন্ম হইতে চ্যুত হন না ; তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম, ধর্ম্ম, তাঁহারা অনন্তকাল ঐস্থানেই অবস্থান করিবেন। কিন্তু আমরা ক্রীড়া-প্রদোষিক হইয়া দীর্ঘকাল হাস্য-ক্রীড়া-রতি-ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হইয়াছিল, ঐ মোহের ফলে আমরা সেই জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্ত্তন-শীলরূপে ইহলোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের প্রারম্ভ রূপে ঘোষিত হাস্য-ক্রীড়া-রতি।'

অদ্যুত্তরে তাঁহারা কহেন : 'সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগবন, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি...তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

১৯। ভগবন, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ। আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া কহি : 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে, আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ ?' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন—'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহি : 'আপনারা কিরূপে নির্দ্ধারণ করেন যে, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ মনোপ্রদোষ ?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি :

'বন্ধুগণ, কতকগুলি দেবতা আছেন, তাঁহাদের নাম মন-প্রদোষিক[১]। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয়। এইরূপ প্রদুষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়। ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন এক সত্ত্ব ঐ জন্ম হইতে চ্যুত হইয়া এই লোকে আগমন করেন। ইহলোকে আগমন করিয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া·· এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্ত জন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন। তিনি এইরূপ কহেন : "যে সকল

১। ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। ১ম খণ্ড—২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দেবতা মনোপ্রদোষিক নহেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হন না। ফলে তাহাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হন না, তাঁহাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয় না। তাঁহারা ঐ দেহ হইতে চ্যুত হয় না। তাঁহারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অবিপরিণাম-ধর্ম্ম হইয়া অনন্তকাল ঐস্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা মন-প্রদোষিক হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইয়াছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হইয়াছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হইয়াছিল। আমরা ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু ও মৃত্যু পরায়ণ হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তুসমূহের প্রারম্ভ রূপে ঘোষিত মনোপ্রদোষ।'

তদুত্তরে তাঁহারা কহেন: "সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন, আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।" ভগবন, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

২০। ভগবন, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষানুসারে ঘোষণা করেন যে, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ অধীত্য-সমুৎপন্ন[১]। আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া কহি: 'সত্যই কি আপনারা ঘোষণা করেন যে আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের প্রারম্ভ অধীত্য-সমুৎপন্ন? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কহেন—'ইহা সত্য।' আমি তাঁহাদিগকে কহি: 'আপনারা কিরূপে নির্দ্ধারণ করেন যে, বস্তুসমূহের প্রারম্ভ অধীত্য-সমুৎপন্ন?' আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া আমাকে প্রতিপ্রশ্ন করেন। তখন আমি উত্তর করি:

'বন্ধুগণ, অসংজ্ঞ-সত্ত্ব[২] নামক কোন কোন দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হইলেই ঐ দেবগণ ঐ দেহ হইতে চ্যুত হন। বন্ধুগণ, ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ দেহ হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করেন; তৎপরে তিনি গৃহবাস ত্যাগ করিয়া অনাগারীত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া এরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হন যে ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি সংজ্ঞার উৎপত্তি অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বাবস্থা স্মরণে অক্ষম হন।

১। অকারণোদ্ভুত। ১ম খণ্ড—৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য

২। ১ম খণ্ড—৩৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

তিনি কহেন—"আত্মা ও জগত অকারণ সম্ভূত। কি কারণে? আমি পূর্ব্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে না থাকিয়াও এক্ষণে সত্ত্বে পরিণত হইয়াছি।" বন্ধুগণ, ইহাই আপনারা আপনাদের শিক্ষানুসারে বস্তু সমূহের অধীত্য-সমুৎপন্ন প্রারম্ভরূপে ঘোষণা করেন।'

তদুত্তরে তাঁহারা কহেন: 'সৌম্য গৌতম, আপনি যাহা কহিতেছেন আমরাও তাহাই শুনিয়াছি।' ভগ্গব, বস্তু সমূহের প্রারম্ভ আমি অবগত আছি তথাগত দুঃখে নিপতিত হন না।

২১। ভগ্গব, আমি এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ—যাঁহারা অসৎ ও তুচ্ছ—আমার সম্বন্ধে অন্যায়রূপে মিথ্যা অভিযোগ করেন: 'শ্রমণ গৌতম ও ভিক্ষুগণ ভ্রান্ত। শ্রমণ গৌতম কহেন:—যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন সর্ব্ববস্তু অশুভরূপে প্রতীয়মান হয়।' কিন্তু ভগ্গব, আমি এরূপ কহি না। আমি এইরূপ কহি:—'যে সময়ে শুভ বিমোক্ষের প্রাপ্তি হয়, তখন 'শুভ!' এই জ্ঞানই হয়।'

'ভন্তে, যাঁহারা ভগবান এবং ভিক্ষুগণকে ভ্রান্ত মনে করে, তাহারাই ভ্রান্ত, আমি ভগবানের প্রতি এতই প্রসন্ন হইয়াছি যে আমার বিশ্বাস ভগবান আমাকে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন যাহা দ্বারা আমি শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করিতে পারি।'

ভগ্গব, তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন রুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আয়োগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষা গ্রহণকারী; এইজন্য শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করা তোমার পক্ষে সুকঠিন। তবে, ভগ্গব, আমার প্রতি তোমার যে প্রসাদ উহাই তুমি উত্তমরূপে রক্ষা কর।'

'ভন্তে, আমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্নরুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আয়োগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষাগ্রহণকারী—এইজন্য যদি শুভ বিমোক্ষে উপনীত হইয়া বিহার করা আমার পক্ষে দুষ্কর হয়, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি আমার যে প্রসাদ, উহাই আমি উত্তমরূপে রক্ষা করিব।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। ভগ্গবগোত্ত পরিব্রাজক হৃষ্ট চিত্তে ভগবানের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। পাটিক সুত্রান্ত সমাপ্ত।

২৫। উদুম্বরিক-সীহনাদ সুত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ঐ সময় পরিব্রাজক নিগ্রোধ তিন সহস্র পরিব্রাজক সমন্বিত বৃহৎ পরিষদের সহিত উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে বাস করিতেছিলেন। অনন্তর সন্ধান নামক গৃহপতি ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত সূর্য্যোদয়ে রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন: "ভগবানের দর্শনের নিমিত্ত এখনও সময় হয় নাই, তিনি ধ্যানস্থ, মনোভাবনীয় নির্ষুক্ত ভিক্ষুদিগেরও দর্শনের সময় এখন নয়। তাঁহারা নির্জ্জনে ধ্যানস্থ; অতএব আমি উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে পরিব্রাজক নিগ্রোধের নিকট গমন করিব।" অতঃপর তিনি উক্ত পরিব্রাজকের নিকট গমন করিলেন।

২। ঐ সময় নিগ্রোধ পরিব্রাজক বৃহৎ পরিষদের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন, পরিষদ উচ্চশব্দ মহাশব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীন আলাপে রত ছিলেন—যথা রাজ-কথা, চোর-কথা, মহামাত্র কথা, সেনা-সম্বন্ধীয় কথা, ভয়-কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য ও পানীয়-কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মাল্য-কথা, গন্ধ-কথা, জ্ঞাতি-কথা, যান-কথা, গ্রাম-কথা, নিগম-কথা, নগর-কথা, জনপদ-কথা, নারী-কথা, পুরুষ-কথা, বীর-কথা, পথ-কথা, কুম্ভস্থান-কথা, পূর্ব্বপুরুষ-কথা, নিরর্থক-কথা, পৃথিবী ও সমুদ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মন্তব্য, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা।[১]

৩। পরিব্রাজক নিগ্রোধ দূর হইতে গৃহপতি সন্ধানকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় পরিষদকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে কহিলেন:

'মাননীয়গণ, আপনারা নীরব হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতমের শ্রাবক গৃহপতি সন্ধান আসিতেছেন। শ্রমণ গৌতমের যে সকল শুভ্র বস্ত্র পরিহিত গৃহী শ্রাবক রাজগৃহে বাস করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতর গৃহপতি সন্ধান। এই সকল আয়ুষ্মান নীরবতা প্রিয়, নীরবতায় শিক্ষিত, নীরবতার

১। ১ম খণ্ড, ১০ পৃঃ দেখ।

প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইয়া তিনি যেন এই স্থানকে আগমনেব যোগ্য মনে কবেন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ নীরব হইলেন।

৪। অনন্তর গৃহপতি সন্ধান নিগ্রোধ পরিব্রাজকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ ব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ান্তে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি নিগ্রোধকে কহিলেন ঃ

'এই সকল অন্য তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ একত্র মিলিত হইয়া উচ্চশব্দ মহা-শব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীন আলাপে রত হন—যথা রাজকথা···অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা। এই সকল পরিব্রাজকগণ এক প্রকারেব, কিন্তু ভগবান অন্য প্রকারের, তিনি অরণ্যে দূর বন প্রস্থে বাস করেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য-সমাগম রহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনেব উপযুক্ত।'

৫। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ গৃহপতি সন্ধানকে কহিলেন ঃ

'দেখ, গৃহপতি, তুমি জান কি, কাহাব সহিত শ্রমণ গোতম কথা কহেন? কাহাব সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হন? কাহার সহিত আলোচনায় তাঁহার প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয়? নির্জ্জনবাস হেতু শ্রমণ গোতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়াছে, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকের সেবা করেন। যেরূপ সীমাবদ্ধ স্থানে বিচরণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভৃতেব ভজনা করে, সেই রূপই নির্জ্জন বাস হেতু শ্রমণ গোতমের প্রজ্ঞা প্রনষ্ট, তিনি পরিষদ হইতে দূরে অবস্থান করেন,···সেবা করেন। দেখ, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গোতম এই পরিষদে আগমন করেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাকে নির্ব্বাক্ করিব, শূন্য কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্ত্তিত করিব।'

৬। ভগবান তাঁহার বিশুদ্ধ, অমানুষিক দিব্য শ্রবণ শক্তির দ্বারা নিগ্রোধ পরিব্রাজকের সহিত গৃহপতি সন্ধানের এই কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। তখন ভগবান গৃধ্রকূট পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সুমাগধা পুষ্করিণীর তীরে ময়ূর-নিবাপে গমন করিয়া তথায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানকে এইরূপে বিচরণ করিতে দেখিয়া পরিব্রাজক নিগ্রোধ তাঁহার পরিষদকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে কহিলেন ঃ 'আয়ুষ্মানগণ নীরব

হউন, শব্দ করিবেন না। শ্রমণ গৌতম সুমাগধাব তীবে ময়ূব-নিবাপে উন্মুক্ত স্থানে বিচবণ কবিতেছেন। সেই আয়ুষ্মান নীববতা প্রিয, নীববতাব প্রশংসাবাদী, পবিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হইযা তিনি যেন এইস্থান আগমনেব যোগ্য মনে কবেন। যদি তিনি এই স্থানে আগমন কবেন, তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব—যে ধর্ম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবেন, সেই ধর্ম্ম কি? কি সেই ধর্ম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইযা শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি-ব্রহ্মচর্য্যেব মূলতত্ত্ব স্বীকাব কবেন?' এইবূপ কথিত হইলে পবিব্রাজক-গণ নীবব হইলেন।

৭। তদনন্তব ভগবান নিগ্রোধ পবিব্রাজকেব নিকট গমন কবিলে নিগ্রোধ ভগবানকে কহিলেন: 'ভন্তে, ভগবানেব আগমন হউক। স্বাগত ভগবান! বহুদিন পবে ভগবান কৃপা কবিযা এইস্থানে আসিযাছেন, ভগবান উপবেশন কবুন, এই আসন প্রস্তুত।'

ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কবিলেন। পবিব্রাজক নিগ্রোধও এক নীচ আসন গ্রহণ পূর্ব্বক এক প্রান্তে উপবেশন কবিলেন। অতঃপব ভগবান নিগ্রোধকে কহিলেন:

'নিগ্রোধ, এইস্থানে কি কথায নিযুক্ত ছিলে? তোমাদেব কি আলোচনাই বা বাধা প্রাপ্ত হইল?'

ভগবান এইবূপ কহিলে পবিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে কহিলেন:

'ভন্তে, আমবা দেখিলাম ভগবান সুমাগধাব তীবে ময়ূবনিবাপে উন্মুক্ত স্থানে বিচবণ কবিতেছেন, উহা দেখিযা আমবা কহিলাম: যদি শ্রবণ গৌতম এই পবিষদে আগমন কবেন, তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিব—"যে ধর্ম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবেন, সেই ধর্ম্ম কি? কি সেই ধর্ম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইযা শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যেব মূল তত্ত্ব স্বীকাব কবেন?" আমাদেব এই আলোচনাব অসমাপ্ত অবস্থায ভগবানেব আগমন হইল।'

'নিগ্রোধ, যে ধর্ম্মে আমি শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবি, যে ধর্ম্মে শিক্ষিত হইযা শ্রাবকগণ বিশ্বস্ত চিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যেব মূল তত্ত্ব স্বীকাব কবেন, তাহা বুঝিতে পাবা তোমাব পক্ষে কঠিন, কাবণ তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন বুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসাবী, ভিন্ন আচার্য্যেব শিক্ষা গ্রহণকাবী। নিগ্রোধ, তুমি ববং আমাকে কৃচ্ছ্র-সাধন সম্পর্কে

তোমার নিজের মত বিষয়ক প্রশ্ন কর—কি করিলে কৃচ্ছ্র-সাধন সফল হয়, কি করিলে হয় না?

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ তুমুল কোলাহলের সহিত উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিল, 'আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! শ্রমণ গোতমের মহাশক্তি ও মহানুভাবতা, তিনি স্বীয় মত দূরে রাখিয়া পরবাদের আলোচনা আহ্বান করিতেছেন।'

৮। তখন নিগ্রোধ অন্যান্য পরিব্রাজকগণকে নীরব হইতে আদেশ করিয়া ভগবানকে কহিলেন:

'আমরা কৃচ্ছ্র-সাধন রূপ তপের সমর্থনকারী, উহাকেই সারবস্তু বলিয়া মনে করি, আমরা উহাতেই লীন হইয়া বিহার করি। কি করিলে কৃচ্ছ্র-সাধন সফল হয়, কি করিলে হয় না?'

নিগ্রোধ, তপস্বী* নগ্ন হইয়া বিহার করে, মুক্তাচার ও হস্তাবলেহক হয়, ভিক্ষা গ্রহণার্থ আহ্বানের কিম্বা অপেক্ষা করিবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, আপনার জন্য আনীত অথবা প্রস্তুতিকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে, কুম্ভী অথবা কলোপী মুখ হইতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে না, প্রবেশ দ্বারে, উদুখল, ইন্ধন অথবা মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষা ত্যাগ করে, ভোজন নিরত দুই জনের কিম্বা গর্ভিনীর, কিম্বা স্তন্যদানরতা স্ত্রীর, কিম্বা পুরুষসহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষা ত্যাগ করে, অভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার করে, দলবদ্ধ মক্ষিকা সঙ্কুল স্থান হইতে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত হয়, মৎস্য, মাংস, সুরা মেরয়, তুষোদকের গ্রহণে বিরত হয়; মাত্র এক গৃহ হইতে এক গ্রাস, দুই গৃহ হইতে দুই গ্রাস, সাত গৃহ সাত গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করে, মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করে, দিনান্তে একবার, অথবা দুই দিবসে একবার, অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন করে,—এইরূপে নিয়মবদ্ধ হইয়া ক্রমে অর্দ্ধমাসান্তে একবার ভোজন করে, মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ব তণ্ডুল, চর্ম্মখণ্ড, শৈবাল, কণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূলফল, অথবা বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করে; শাণ বস্ত্র, মশান বস্ত্র শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্র, পাংশুকূল, তিরিতক বল্কল, মৃগচর্ম্ম মৃগচর্ম্মনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, কুশচীর, বল্কল-চীর, ফলক-চীর, কেশ-কম্বল, বালি-

* প্রথম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ দেখ।

কম্বল, উলূক-পক্ষ নির্ম্মিত বস্ত্র পবিধান কবে , সে কেশ ও শ্মশ্রুব উৎপাটন কবে এবং উহাতে আসক্ত হয, আসন পবিত্যাগ কবিবা দণ্ডাযমান ভাবে অবস্থান কবে, উৎকুটিক হইযা অবস্থান কবে এবং ঐ অবস্থায বীর্য্যাবম্ভেব অনুশীলন কবে, কণ্টকধাবী হয এবং কণ্টক-শয্যা বচনা কবে, ফলক-শয্যা ও ভূমি-শয্যা আশ্রয কবে, এক পার্শ্বে শাযিত হইযা নিদ্রা যায, দেহকে ধূলি ও মলাচ্ছাদিত কবে, উন্মুক্ত স্থানে শযন কবে,সকল প্রকাব আসনই নির্ব্বিচাবে গ্রহণ কবে, বিকট আহাব গ্রহণ কবে, এবং ঐ প্রকাব আহাবে আসক্ত হয, শীতল জল পান বর্জ্জন কবে এবং ঐ অভ্যাসে আসক্ত হয, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এই সমযেব মধ্যে তিনবাব জলে অবতবণ কবে।. নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কব ? এইবূপ কৃচ্ছ্রসাধন সফল হয অথবা বিফল হয ?'

'অবশ্যই, ভন্তে, এবূপ কৃচ্ছ্র সাধন সফল হয, বিফল হয না।'

'নিগ্রোধ, আমি কহি এ প্রকাব পবিপূর্ণ কৃচ্ছ্র সাধনেও অনেক প্রকাব উপক্লেশ বর্ত্তমান।'

৯। 'ভন্তে, ভগবান কিবূপে কহিতেছেন যে, এই প্রকাব পবিপূর্ণ কৃচ্ছ্র সাধনেও অনেক প্রকাব উপক্লেশ বর্ত্তমান ?'

'নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন, তিনি উহাতেই সন্তুষ্ট ওপবিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীব উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। তিনি ঐ তপহেতু আত্মপ্রশংসা ও পবগ্লানিতে বত হন। ইহাও তপস্বীব উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। তিনি ঐ তপ হেতু স্ফীত হন, জ্ঞানশূন্য হন, প্রমাদে পতিত হন ঃ ইহাও তপস্বীব উপক্লেশ।

১০। পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকাব ও যশ অর্জ্জন কবেন। ঐ লাভ, সৎকাব ও যশ অর্জ্জন কবিষা তিনি সন্তুষ্ট ও পরিপূর্ণ-সংকল্প হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীব উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ কবেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ সৎকাব ও যশ অর্জ্জন কবেন। ঐ লাভ, সৎকাব ও যশ অর্জ্জন কবিষা তিনি আত্ম-প্রশংসা ও পবগ্লানিতে রত হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীব উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকাব ও যশ অর্জ্জন কবেন। ঐ লাভ, সৎকাব ও যশ অর্জ্জন কবিয়া

তিনি স্ফীত হন, জ্ঞানহীন হন, প্রমাদে পতিত হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। আহার্য্য দ্রব্য তৎকর্ত্তৃক দ্বিধাকৃত হয়—"ইহা আমার উপযোগী, ইহা নহে।" যে ভোজ্যবস্তু তাঁহার অনুপযোগী তাহার প্রতি আকাঙ্খা রাখিয়া তিনি উহা বর্জ্জন করেন, যাহা তাঁহার উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মূর্চ্ছিত ও লগ্ন হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা না দেখিয়া, উহার কুফল চিন্তা না করিয়া, উহা আহার করেন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী লাভ, সৎকার এবং যশতৃষ্ণা হেতু তপ করেন—"রাজগণ, রাজমহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি এবং তীর্থিযগণ আমার সৎকার করিবেন।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

১১। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণের নিন্দা করেন: "কেন এই পুরুষ প্রাচুর্য্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন দন্তের সাহায্যে সর্ব্ববিধ বস্তু ভক্ষণ করে—যথা মূলবীজ, স্কন্ধ-বীজ, গ্রন্থি-বীজ এবং পঞ্চমতঃ বীজ-বীজ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয়।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী দেখেন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজা পাইতেছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার মনে হয়—"গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্য্যভোগীকে, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা করে, তাহার সৎকার করে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্র-জীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাই না।" এইরূপে তিনি গৃহস্থগণের প্রতি ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী সাধারণের গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ করেন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন করিবার সময় এরূপ-ভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া ভ্রমণ করেন যাহাতে ব্যক্ত হয়—"ইহা আমার তপ, ইহা আমার তপ।" নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী গোপনে কোন কর্ম্ম করেন। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কি ইহার অনুমোদন করেন?" তাহা হইলে অনুমোদন না করিয়াও তিনি কহেন "অনুমোদন করি," অনুমোদন করিয়াও

কহেন "অনুমোদন করি না।" এইরূপে জ্ঞানতঃ মিথ্যা কথিত হয়। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

১২। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকের ধর্ম্ম-দেশনা বিশুদ্ধ এবং আদরণীয় হইলেও উহার গুণ গ্রহণ করেন না। ইহাও, নিগ্রোধ, তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচারী, অসূয়াপরবশ, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য-পরায়ণ, শঠ, মায়াবী, নির্ম্মম, অহঙ্কারী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছার বশী-ভূত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্ছেদ-দৃষ্টিসম্পন্ন, সংসারাসক্ত, স্বৈরী, ত্যাগে অনিচ্ছুক হন। নিগ্রোধ, ইহাও তপস্বীর উপক্লেশ।

নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এই সকল কৃচ্ছ্র সাধন উপক্লেশ নহে?

'ভন্তে, অবশ্যই এই সকল কৃচ্ছ্র-উপক্লেশ। ভন্তে, ইহা সম্ভব যে তপস্বীর মধ্যে উক্ত সর্ব্বপ্রকার উপক্লেশ বিদ্যমান, একটি দুইটির ত কথাই নাই।'

১৩। 'নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি উহাতে সন্তুষ্ট হন না, পরিপূর্ণ-সংকল্প হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ঐ তপ হেতু আত্মপ্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি ঐ তপ হেতু স্ফীত হন না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন না, পরিপূর্ণ-সংকল্প হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপ হেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি আত্ম-প্রশংসা ও পরগ্লানিতে রত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। ঐ তপহেতু তিনি লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করেন। ঐ লাভ, সৎকার ও যশ অর্জ্জন করিয়া তিনি স্ফীত হন না, জ্ঞানশূন্য হন না, প্রমাদে পতিত হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। আহার্য্য দ্রব্য "ইহা আমার উপযোগী, ইহা নহে" এইরূপে তৎকর্ত্তৃক দ্বিধাকৃত হয় না। যে ভোজ্যবস্তু তাঁহার অনুপযোগী তাহার প্রতি আকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া তিনি উহা বর্জ্জন করেন, যাহা তাঁহার উপযোগী তাহাতে গ্রথিত, মূর্চ্ছিত ও লগ্ন না হইয়া, উহাতে যে বিপদ নিহিত তাহা দেখিয়া, উহার কুফল চিন্তা করিয়া উহা আহার করেন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তপ করেন। তিনি "রাজগণ, মহামাত্রগণ, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ গৃহপতি এবং তীর্থিয়গণ আমার সৎকার করিবেন" এইরূপ লাভ, সৎকার ও যশতৃষ্ণা হেতু তপ করেন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

১৪। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণকে এইরূপ কহিয়া নিন্দা করেন না: "কেন এই পুরুষ প্রাচুর্য্যভোগী হইয়া বজ্রকঠিন দন্তের সাহায্যে সর্ব্ববিধ বস্তু ভক্ষণ করে—যথা মূলবীজ, স্কন্ধবীজ, গ্রন্থিবীজ এবং পঞ্চমতঃ বীজ বীজ? তথাপি সে শ্রমণ কথিত হয়।" এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী দেখেন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজা পাইতেছেন। উহা দেখিয়া তাঁহার এরূপ মনে হয় না—"গৃহস্থগণ এই প্রাচুর্য্যভোগীকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা করে, তাহার সৎকার করে, কিন্তু আমি কৃচ্ছ্রজীবী তপস্বী হইলেও গৃহস্থকুলে সৎকার, শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাই না।" এইরূপে তিনি গৃহস্থগণের প্রতি ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্যপরায়ণ হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী সাধারণের গমনাগমন স্থানে আসন গ্রহণ করেন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।'

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ভিক্ষার্থ গৃহস্থকুলে গমন করিবার সময় এরূপ ভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া গমন করেন না যাহাতে ব্যক্ত হয়—"ইহা আমার তপ, ইহা আমার তপ।" এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী গোপনে কোন কর্ম্ম করেন না। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "আপনি কি ইহার অনুমোদন করেন?" তাহা হইলে অনুমোদন না করিলে তিনি কহেন "অনুমোদন করি না," অনুমোদন করিলে কহেন, "অনুমোদন করি।" এইরূপে জ্ঞানতঃ মিথ্যা কথিত হয় না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

১৫। 'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী তথাগত অথবা তদীয় শ্রাবকের বিশুদ্ধ এবং আদরণীয় ধর্ম্মদেশনার গুণ গ্রহণ করেন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হন না। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'পুনশ্চ, নিগ্রোধ, তপস্বী কপটাচারী, অসন্তোষপরবশ, ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য-পরায়ণ, শঠ, মায়াবী, নির্ম্মম, অহঙ্কারী, পাপেচ্ছাসম্পন্ন ও পাপেচ্ছার বশীভূত, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, উচ্ছেদদৃষ্টিসম্পন্ন, সংসারাসক্ত, স্বৈরী হন না, তিনি ত্যাগশীল হন। এইরূপে ঐ অবস্থায় তিনি পরিশুদ্ধ হন।

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

'ভন্তে, অবশ্যই এরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ হয় অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না; ইহা বহিরাবরণ মাত্র।

১৬। 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। কি প্রকারে তিনি এইরূপ সুরক্ষিত হন? নিগ্রোধ, তপস্বী প্রাণনাশ করেন না, প্রাণনাশের কারণ হন না, উহার অনুমোদন করেন না, অদত্তের গ্রহণ করেন না, অদত্ত গ্রহণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; মিথ্যা কহেন না, মিথ্যা কথনের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না; তিনি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জনিত সুখের অন্বেষণ করেন না, ঐ অন্বেষণের কারণ হন না, উহার অনুমোদনও করেন না। নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা

সংরক্ষিত হন। নিগ্রোধ, যেহেতু তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সংরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়. সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন; অরণ্য, বৃক্ষমূল, পর্ব্বত-কন্দর, গিরিগুহা, শ্মশান, বনপ্রস্থ, উন্মুক্ত স্থান এবং পলাল স্তূপের ভজনা করেন। ভিক্ষা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া, দেহকে ঋজুভাবে রক্ষা করিয়া, পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া উপবিষ্ট হন। তিনি লোকে অভিধ্যার পরিহার করিয়া অভিধ্যাহীন চিত্তে বিহার, করেন, অভিধ্যা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ব্যাপাদ-প্রদোষ পরিত্যাগ করিয়া অব্যাপন্ন চিত্তে বিহার করেন; সর্ব্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া, ব্যাপাদ-প্রদোষ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি স্ত্যানমিদ্ধ পরিহার করিয়া বিগত স্ত্যানমিদ্ধ হইয়া বিহার করেন; আলোক-সংজ্ঞী, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া স্ত্যানমিদ্ধ হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য পরিহার করিয়া অনুদ্ধত হইয়া বিহার করেন, আধ্যাত্মিক শান্তিলব্ধ হইয়া ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন। তিনি বিচিকিৎসার পরিহার করিয়া বিচিকিৎসাহীন হইয়া বিহার করেন, কুশলধর্ম্মে সংশয়হীন হইয়া বিচিকিৎসা হইতে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করেন।*

১৭। 'তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি দিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত মৈত্রীসহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। করুণা-সহগত চিত্তে...মুদিতাসহগত চিত্তে · উপেক্ষা-সহগত চিত্তে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারিদিক স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। এইরূপে ঊর্দ্ধ, অধ, তির্য্যক্, সর্ব্বদিক এবং সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগত উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয় অ-বৈর এবং অ-ব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এইরূপ হইলে কৃচ্ছ্র সাধন পরিশুদ্ধ হয় অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?'

---

* ১ম খণ্ড—৭৮ পৃঃ দেখ।

'ভন্তে, অবশ্যই এরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

'নিগ্রোধ, মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না, ইহা ত্বক্ মাত্র স্পর্শ করে।'

১৮। 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী-চতুর্বিধ সংবর দ্বারা সুরক্ষিত হন। কি প্রকারে তিনি ঐরূপে সুরক্ষিত হন?…নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। যেহেতু তপস্বী চতুর্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন··তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে…স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণ করেন, * যথা—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্তকল্প, অনেক বিবর্তকল্প—"অমুক স্থানে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, আমি এই প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আমার আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া অমুকস্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এই আহার ছিল, এই প্রকার সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম এবং আয়ু এই পর্য্যন্ত ছিল। সে স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?

'ভন্তে, অবশ্যই এরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ হয়, অপরিশুদ্ধ হয় না, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়।'

---

* ১ম খণ্ড—৮৮ পৃঃ দেখ।

'নিগ্রোধ; মাত্র ইহাতেই কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয় না। ইহা ফল্গু মাত্র স্পর্শ করে।

১৯৭. 'ভন্তে, কিরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হয়? ভগবান আমার কৃচ্ছ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত করিলে, আমি অনুগৃহীত হইব।'

'নিগ্রোধ, তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। কি প্রকারে তিনি ঐরূপে সুরক্ষিত হন?...নিগ্রোধ, তপস্বী এইরূপে চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন। যেহেতু তপস্বী চতুর্ব্বিধ সংযম দ্বারা সুরক্ষিত হন এবং উহাই তাঁহার তপস্যা হয়, সেই হেতু তিনি ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হন, তিনি নিম্নগামী হন না। তিনি বিবিক্ত শয়নাসনের ভজনা করেন...তিনি চিত্তের এই পঞ্চ নীবরণ পরিহার করিয়া প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের উপক্লেশের বলক্ষয় করিবার নিমিত্ত মৈত্রীসহগত চিত্তে উপেক্ষা সহগত, চিত্তে বিপুল, মহান, অপ্রমেয, অবৈর এবং অব্যাপাদ দ্বারা স্ফুরিত করিয়া বিহার করেন। তিনি অনেকবিধ পূর্ব্বনিবাস...স্মরণ করেন,—যথা এক জন্ম, দুই জন্ম... এইরূপ বহু পূর্ব্বনিবাস এবং ঐ সকলের পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করেন। তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন *, কর্ম্মানুযায়ী, গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ ও দুর্ব্বর্ণবিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন ঃ—

'ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচসিক ও মানসিক দুরাচারসম্পন্ন, আর্য্য-গণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টিসমন্বিত, মিথ্যা দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত। মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচসিক ও মানসিক সদাচারণ সম্পন্ন, তাঁহারা আর্য্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক দৃষ্টিসমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত, মরণান্তে দেহের বিনাশে উঁহারা সুগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্য চক্ষুদ্বারা ...জানিতে পারেন।

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? এরূপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পরিশুদ্ধ অথবা অপরিশুদ্ধ হয়?

* ১ম খণ্ড—৮৯ পৃঃ দেখ।

'ভন্তে, অবশ্যই এবৃপ হইলে কৃচ্ছ্র-সাধন পবিশৃদ্ধ হয, অপবিশৃদ্ধ হযনা, উহা শ্রেষ্ঠত্ব ও সাবত্বে উপনীত হয।'

'নিগ্রোধ, এইবৃপে কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্বে ও সাবত্বে উপনীত হয। এবং তুমি যে আমাকে কহিযাছিলে "যে ধর্ম্মে ভগবান শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবেন, সেই ধর্ম্ম কি? কি সেই ধর্ম্ম যাহাতে শিক্ষিত হইযা শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যেব মূলতত্ত্ব স্বীকাব কবেন?" তদুত্তবে আমি কহি ইহাই সেই মহত্তব ও শ্রেষ্ঠতব ধর্ম্ম যাহাতে আমি আমাব শ্রাবকগণকে শিক্ষিত কবি, যাহাতে শিক্ষিত হইযা আমাব শ্রাবকগণ বিশ্বস্ত চিত্তে আদি ব্রহ্মচর্য্যেব মূলতত্ত্ব স্বীকাব কবেন।'

এইবৃপ উক্ত হইলে সেই পবিব্রাজকগণ তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ কাবল: 'এ ক্ষেত্রে আমবা আচার্য্যসহ পবাজিত, আমবা ইহাপেক্ষা মহত্তব ও শ্রেষ্ঠতব কিছুই জানি না।'

২০। যখন গৃহপতি সন্ধান জানিলেন—"নিশ্চযই এক্ষণে এই সকল অন্য তীর্থিয পবিব্রাজকগণ ভগবানেব বাক্য শুনিতে আগ্রহান্বিত হইযাছে, উহাতে কর্ণপাত কবিতেছে, অবহত্বাকাঙ্ক্ষী হইযাছে,' তখন তিনি পবিব্রাজক নিগ্রোধকে এইবৃপ কহিলেন:

'ভন্তে নিগ্রোধ, আপনি আমাকে কহিযাছিলেন, "দেখ গৃহপতি, * তুমি জান কি কাহাব সহিত শ্রমণ গৌতম কথা কহেন? কাহাব সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হন? কাহাব সহিত আলোচনায তাঁহাব প্রজ্ঞা বিকাশ প্রাপ্ত হয? নির্জ্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমেব প্রজ্ঞা নষ্ট হইযাছে, তিনি পবিষদ হইতে দূবে অবস্থান কবেন, কথোপকথনে নিপুণ নহেন, তিনি বিবেকেব সেবা কবেন। যেবৃপ সীমাবদ্ধস্থানে বিচবণশীল দৃষ্টিহীন গাভী নিভৃতেব ভজনা কবে, সেইবৃপই নির্জ্জনবাস হেতু শ্রমণ গৌতমেব প্রজ্ঞা প্রণষ্ট, তিনি পবিষদ হইতে দূবে অবস্থান কবেন, সেবা কবেন। দেখ, গৃহপতি, যদি শ্রমণ গৌতম এই পবিষদে আগমন কবেন, তাহা হইলে মাত্র এক প্রশ্নদ্বাবা তাঁহাকে নির্ব্বাক কবিব, শূন্য কুম্ভেব ন্যায তাঁহাকে আবর্ত্তিত কবিব।" ভন্তে, ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ এইস্থানে উপস্থিত, তিনি যে পবিষদ হইতে দূবে অবস্থান কবেন তাহা প্রমাণ কবুন, তাঁহাকে সীমাবদ্ধ স্থানে বিচবণশীল

* ৫ সং পদচ্ছেদ দেখ।

গাভীরূপে প্রতিপন্ন করুন, মাত্র এক প্রশ্নদ্বারা তাঁহাকে নির্ব্বাক করুন, তুচ্ছ কুম্ভের ন্যায় তাঁহাকে আবর্ত্তিত করুন।'

এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ তুষ্ণীভূত, বিমূঢ়, বিষন্ন, অধোমুখ, শোচনানুতপ্ত, অপ্রতিভ হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন।

২১। অনন্তর ভগবান নিগ্রোধের ঐরূপ অবস্থা অনুভব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন :

'নিগ্রোধ, সত্যই তুমি এইরূপ বাক্য কহিয়াছিলে?'

'ভন্তে, সত্যই আমি ঐরূপ কহিয়াছিলাম, আমি এতই নির্ব্বোধ, এতই মূঢ়, এতই অজ্ঞান।'

'নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর? পরিব্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানার্হ বৃদ্ধ আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে তুমি কি ইহা কহিতে শুনিয়াছ—"অতীতে যে সকল অর্হন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, ঐ সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাত এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন,—যথা রাজকথা...অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা; যেরূপ তুমি এক্ষণে আচার্য্যসহ হইতেছ?" অথবা তাঁহারা কি এইরূপ কহিয়াছেন—"ঐ সকল ভগবান অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করিতেন, যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগমরহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত"—যেরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি?"

'ভন্তে, পরিব্রাজকদিগের মধ্যে সম্মানার্হ বৃদ্ধ- আচার্য্য-প্রাচার্য্যগণকে আমি এইরূপ কহিতে শুনিয়াছি : "অতীতে যে-সকল অর্হন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, ঐ সকল ভগবান পরস্পরের সহিত সাক্ষাত এবং একত্র মিলনের কালে তুমুল কোলাহলে উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিয়া নানা প্রকার হীন আলাপে রত হইতেন না, যথা, রাজকথা… অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সম্বন্ধীয় কথা, যেরূপ আমি এক্ষণে আচার্য্যসহ হইতেছি। ঐ সকল ভগবান অরণ্যে দূর বনপ্রস্থে বাস করিতেন। যে স্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্যসমাগমরহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত", যেরূপ ভগবান এক্ষণে করিতেছেন।'

'নিগ্রোধ, তুমি বিজ্ঞ, স্মৃতিমান ও বৃদ্ধ, তোমার কি মনে হয় নাই যে "বুদ্ধ ভগবান বোধের নিমিত্ত ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, দান্ত ভগবান দম নার্থ

ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, শান্ত ভগবান শান্তির নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, তীর্ণ ভগবান তরণের নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন, পরিনির্বৃত ভগবান পরিনির্ব্বাণের জন্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন?"

২২। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে কহিলেন:

'আমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, আমি নির্ব্বোধ, মূঢ়, অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানকে ঐরূপ কহিয়াছিলাম। ভন্তে, ভগবান আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, যাহাতে আমি ভবিষ্যতে আপনাকে সংযত করিতে পারি।'

'সত্যই, নিগ্রোধ, তুমি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলে, তুমি নির্ব্বোধ, মূঢ়, অজ্ঞান, তজ্জন্যই ভগবানের সম্বন্ধে ঐরূপ কহিয়াছিলেন; যেহেতু, নিগ্রোধ, তুমি চ্যুতিকে চ্যুতিরূপে দেখিয়া উহার যথোপযুক্ত প্রতিকার করিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে ক্ষমা করিতেছি। নিগ্রোধ, যে চ্যুতিকে চ্যুতিরূপে দেখিয়া উহার যথোপযুক্ত প্রতিবিধান করে, সে ভবিষ্যতে সংযত হয়, এই উৎকর্ষ আর্য্যবিনয়-সুলভ। নিগ্রোধ, আমার বক্তব্য এই: "কোন বিজ্ঞ, অশঠ, অমায়াবী, সরল প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ আমার নিকট আসিলে আমি তাঁহাকে শিক্ষা দিব, ধর্ম্মের উপদেশ দিব। যদি তিনি শিক্ষানুসারে আচরণ করেন, তাহা হইলে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই সাত বৎসরের মধ্যে উহার পূর্ণতা সাধন করিবেন। নিগ্রোধ, সাত বৎসরের প্রয়োজন নাই। ঐরূপ পুরুষ শিক্ষানুসারে আচরণ করিলে এই জীবনেই ছয় বৎসরের মধ্যে · পাঁচ বৎসরের মধ্যে চারি বৎসর, তিন বৎসর, দুই বৎসর, এক বৎসর, সাত মাস, ছয় মাস, পাঁচ মাস, চারি মাস, তিন মাস, দুই মাস, এক মাস, অথবা অর্দ্ধ মাসের মধ্যে উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতা সাধন করিবেন। নিগ্রোধ, অর্দ্ধ মাসেরও প্রয়োজন নাই। শিক্ষানুসারে আচরণ করিলে ঐরূপ পুরুষ এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণতা সাধন করিবেন।

২৩। 'নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে,—"শিষ্য সংগ্রহের জন্য শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এরূপ মনে করিও না, যিনি তোমার আচার্য্য তিনিই তোমার আচার্য্য হইয়া থাকুন। নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে—"আমার অনুসৃত বিধি হইতে আমাকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ,

এরূপ মনে করিও না, তোমার যে বিধি সেই বিধিই রক্ষিত হউক। তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে,—"আমার জীবিকা হইতে আমাকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এরূপ মনে করিও না, তোমার যে জীবিকা তুমি তাহাই অবলম্বন করিয়া থাক, নিগ্রোধ, তোমার মনে এইরূপ হইতে পারে,—"যাহা আমাদিগের পক্ষে অকুশল ধর্ম্ম এবং যাহা আমরা আচার্য্যসহ অকুশল রূপে গ্রহণ করি, ঐ সকলে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এরূপ মনে করিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশল ধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐসকল ঐরূপেই গৃহীত হউক। নিগ্রোধ, তোমার মনে হইতে পারে,—"যাহা আমাদিগের পক্ষে কুশলধর্ম্ম এবং যাহা আমরা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ করি, ঐ সকল হইতে আমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রমণ গৌতম, এইরূপ কহিতেছেন," কিন্তু, নিগ্রোধ, এরূপ মনে করিও না, যাহা তোমাদের পক্ষে কুশলধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐ সকলই ঐরূপেই গৃহীত হউক। এইরূপে, নিগ্রোধ, আমি শিষ্য সংগ্রহের-উদ্দেশ্যে, অথবা বিধিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা জীবিকা হইতে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে অকুশলধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ অকুশলরূপে গ্রহণ কর ঐ সকলে তোমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যাহা তোমাদের পক্ষে কুশল ধর্ম্ম এবং যাহা তোমরা আচার্য্যসহ কুশলরূপে গ্রহণ কর, ঐ সকল হইতে তোমাদিগকে চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ কহি নাই। নিগ্রোধ, অকুশল ধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে যাহা নষ্ট না হইলে সংক্লেশের কারণ হয়, পুনর্জন্মের কারণ হয়, যাহা দুঃখ-মিশ্রিত, দুঃখপ্রসূ হয় এবং যাহা ভবিষ্যতে জাতি জরা-মরণে পর্য্যবসিত হয়, যাহার দূরীকরণার্থে আমি ধর্ম্মোপদেশ দিই, যে উপদেশ পালনে তোমাদের ক্লেশোৎপাদক ধর্ম্ম সমূহ-ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, শুদ্ধি-প্রদায়ী ধর্ম্মসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; তোমরা প্রজ্ঞার পূর্ণতা ও বিপুলতা এই জীবনেই স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া উহার পূর্ণতা-সাধন করিবে।'

২৪। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজকগণ তুষ্ণীভূত, বিমূঢ়, বিষন্ন অধোমুখ, শোচনানুতপ্ত, অপ্রতিভ হইয়া মারাভিভূত চিত্তের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেন: 'এই সকল মূঢ়দিগের সকলেই মার কর্ত্তৃক অধিকৃত, তাহাদের এক জনেরও মনে হইতেছে না—"চল, আমরা উচ্চজ্ঞান লাভার্থে শ্রমণ গৌতমের শাসনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব, এক সপ্তাহ কাল ত কিছুই নয় ?"

অনন্তর ভগবান উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে সিংহনাদ করিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আবির্ভূত হইলেন। সেইক্ষণেই গৃহপতি সন্ধান রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন।

। উদুম্বরিক-সীহনাদ সুত্রান্ত সমাপ্ত।

২৬। চক্কবত্তি-সীহনাদ সূত্রান্ত

আমি এইরূপে শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান মগধদেশে মাতুলা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ স্থানে ভগবান 'ভিক্ষুগণ!' কহিয়া ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিলেন। ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন 'দেব।', ভগবান কহিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার কর।

'ভিক্ষুগণ, কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন? ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন?

'ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুপশ্যী * হইয়া, বীর্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন বেদনায়…চিত্তে · ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া, বীর্য্যবান, সম্প্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হইয়া অবস্থান করেন। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপে আত্মদ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্যশরণ হইয়া বিহার করেন, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন।

'ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক গোচরভূমিতে বিচরণ কর[১]। ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক গোচর ভূমিতে বিচরণ করিলে মার সুযোগ পাইবে না, অবলম্বন পাইবে না। ভিক্ষুগণ, কুশলধর্ম্ম গ্রহণ হেতু এই প্রকার পুণ্য বর্দ্ধিত হয়।'

২। ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকালে দৃঢ়নেমি নামে চক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্নসমন্বিত রাজা ছিলেন। তাঁহার এই সকল সপ্তরত্ন ছিল, যথা চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতি-রত্ন, পরিণায়ক-রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র ছিল—সাহসী,

---

* ২য় খণ্ড—মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রান্ত দেখ।

১ যাহা ভিক্ষুর পৈত্রিক গোচর ভূমি নহে তাহা পঞ্চ কাম গুণ। সকুণগ্ঘি জাতক [জাতক—২ খণ্ড—৫৮ পৃঃ] দ্রষ্টব্য।

বীবোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন। তিনি সসাগবা পৃথিবী বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মেব দ্বাবা জয কবিযা বাস কবিতেন।

৩। ভিক্ষুগণ, সেই বাজা দৃঢনেমি, বহুবৎসব, বহুশত বৎসব, বহু সহস্র বৎসব অতীত হইলে জনৈক পুরুষকে সম্বোধন কবিলেন ঃ

'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইযাছে, স্থান চ্যুত হইযাছে, তখন উহা আমাব গোচবে আনিবে।'

'ভিক্ষুগণ, তখন সেই পুরুষ প্রত্যুত্তবে কহিল "দেব, তথাস্তু।" '

'ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহু বৎসব, বহুশত বৎসব, বহু সহস্র বৎসব অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্রবত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইযাছে, স্থানচ্যুত হইযাছে। উহা দেখিযা বাজা দৃঢনেমিব নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল ঃ

'দেব, জানেন কি আপনাব দিব্য চক্রবত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইযাছে, স্থানচ্যুত হইযাছে ?'

তখন, ভিক্ষুগণ, বাজা দৃঢনেমি জ্যেষ্ঠ বাজকুমাবকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন ঃ

'বৎস কুমাব, আমাব দিব্য চক্রবত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইযাছে, স্থানচ্যুত হইযাছে। আমি শুনিযাছি—"যে বাজচক্রবর্ত্তীব দিব্য চক্রবত্ন পশ্চাদ্বর্ত্তী হয, স্থানচ্যুত হয, তিনি অধিক দিন জীবন ধাবণ কবেন না। সর্ব্বপ্রকাব পার্থিব সুখ আমি ভোগ কবিযা লইযাছি, এখন দিব্য সুখ অন্বেষণ কবিবাব সময হইযাছে। এস, বৎস, এই আসমুদ্র পৃথিবীব ভাব গ্রহণ কব। আমি কেশ-শ্মশ্রু মোচন কবিযা কাষায বস্ত্র পবিধান পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবিব।'

অনন্তব, ভিক্ষুগণ, বাজা দৃঢনেমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিযা কেশ শ্মশ্রু মোচন কবিযা কাষায বস্ত্র পবিধান পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা প্রব্রজ্যা আশ্রয কবিলেন। ভিক্ষুগণ, বাজর্ষিব প্রব্রজ্যা গ্রহণেব সপ্ত দিবস অন্তে দিব্য চক্রবত্ন অন্তর্হিত হইল।

৪। তখন জনৈক পুরুষ মুর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিযেব নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল ঃ

'দেব, জানেন কি দিব্য চক্রবত্ন অন্তর্হিত হইযাছে ?'

ভিক্ষুগণ, তখন সেই মুর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয দিব্য চক্রবত্নেব অন্তর্দ্ধানেব নিমিত্ত নিবানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব কবিলেন। তিনি বাজর্ষিব নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন ঃ

'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইযাছে ?'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, বাজর্ষি মূর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিযকে কহিলেন ঃ

'বৎস, দিব্য চক্রবত্নের অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত তুমি নিরানন্দ হইও না; বিষণ্ণ হইও না। বৎস, দিব্য চক্ররত্ন তোমাব পৈতিক দাযাদ্য নহে। বৎস, তুমি আর্য্য চক্রবর্তী-ব্রতে অবস্থান কব। ইহা সম্ভব যে, আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে স্থিত হইযা পঞ্চদশীর উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে বত হইযা তুমি যখন প্রাসাদোপবি অবস্থান কবিবে, তখন সহস্র অব, নেমি ও নাভি সমন্বিত সর্ব্বাকাব-পবিপূর্ণ দিব্য চক্রবত্নের আবির্ভাব হইবে।'

৫। 'দেব, এই চক্রবর্ত্তী-ব্রত কি ?

'বৎস, উহা এই যে, তুমি ধর্ম্ম আশ্রয কবিযা, ধর্ম্মের সৎকাব সম্মান, পূজা কবিযা, ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হইযা, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মকেতু, ধর্ম্মবশবর্ত্তী হইযা স্বজনবর্গের, সেনাবাহিনীব, ক্ষত্রিযগণের, সামন্তবাজগণের, ব্রাহ্মণগৃহপতি-গণের, গ্রাম-জনপদসমূহের, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, মৃগ-পক্ষীদিগেব ধর্ম্মানুরূপ বক্ষাববণগুপ্তিব বিধান কব। তোমাব বাজ্যে, বৎস, যেন অধর্ম্ম কৃত না হয়। তোমাব বাজ্যে যাহারা ধনহীন তাহাদিগকে ধন দান কবিবে। বৎস, তোমাব বাজ্যে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহাবা মদ-প্রমাদ বিবহিত, ক্ষান্তি ও সংযমে নিবিষ্ট, কেবল আত্মদমন, আত্মশমন ও আত্মনির্ব্বাপণে রত তাঁহাদের নিকট সমযে সমযে গমন কবিযা জিজ্ঞাসা কবিবে—"ভন্তে, কুশল কি ? অকুশলই বা কি ? কি নিন্দনীয, কি অনিন্দ্য ? কি সেবনীয়, কি অসেবনীয ? কি কবিলে ভবিষ্যতে আমাব অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ হইবে, কি কবিলে ভবিষ্যতে আমাব মঙ্গল ও সুখের কাবণ হইবে ?" তাঁহাদেব কথা শুনিয়া যাহা অকুশল তাহা বর্জ্জন কবিবে, যাহা কুশল তাহা গ্রহণ কবিযা তাহাতে স্থিত হইবে। বৎস, ইহাই সেই আর্য্য-চক্রবর্ত্তী-ব্রত।'

'দেব, তথাস্তু' কহিযা মূর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয বাজর্ষিকে সম্মতি জ্ঞাপন কবিয়া আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রতে ব্রতী হইলেন। ঐ ব্রতে ব্রতী হইয়া যখন তিনি পঞ্চদশীব উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে বত হইযা প্রাসাদোপবি অবস্থান কবিতেছিলেন, তখন সহস্র অব, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকাব-পরিপূর্ণ দিব্য-চক্ররত্নের আবির্ভাব হইল। উহা দেখিযা রাজা চিন্তা করিলেন ঃ 'আমি এইরূপ শুনিযাছি—"মূর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয় যখন পঞ্চ-

দশীব উপোসথ দিবসে স্নাতশীর্ষ ও উপোসথ পালনে বত হইযা প্রাসাদো-পবি অবস্থান কবেন, তখন যদি সহস্র অব, নেমি ও নাভিসমন্বিত সর্ব্বাকাব পবিপূর্ণ দিব্য চক্রবত্নেব আবির্ভাব হয, তাহা হইলে সেই বাজা চক্রবর্ত্তী হন।" 'আমি চক্রবর্ত্তী বাজা হইব।'

৬। 'তখন, ভিক্ষুগণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত বাজা ক্ষত্রিয আসন হইতে উত্থান কবিযা এক স্কন্ধ উত্তবাসঙ্গ দ্বাবা আবৃত কবিযা বামহস্তে ভৃঙ্গাব গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে চক্রবত্নেব উপব জলসেচন কবিতে কবিতে কহিলেন ঃ

'হে চক্রবত্ন, প্রবৃত্ত হও, জযলাভ কব।' তখন, ভিক্ষুগণ, চক্রবত্ন পূর্ব্ব-দিকে অগ্রসব হইল, চতুবঙ্গিনী সেনা-সহ বাজা চক্রবর্ত্তী পশ্চাদনুসবণ কবিতে লাগিলেন। যে যে স্থানে চক্রবত্ন প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সেই স্থানে বাজা চক্রবর্ত্তী চতুবঙ্গিনী সেনা-সহ বাসস্থান গ্রহণ কবিলেন। পূর্ব্ব সীমান্তেব প্রতিযোগী বাজগণ বাজা চক্রবর্ত্তীব নিকট আগমন কবিযা কহিলেন।

'মহাবাজ, আগমন কবুন, স্বাগত! সমস্তই আপনাব, আপনি শাসন কবুন।'

বাজা চক্রবর্ত্তী কহিলেন ঃ 'প্রাণনাশ কবিও না। অদত্তেব গ্রহণ কবিও ব্যভিচাব কবিও না। মিথ্যা কহিও না। মদ্যপান কবিও না। পাবমিতভোজী হইবে।

ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বসীমন্তেব প্রতিবাজগণ বাজা চক্রবর্ত্তীর বশ্যতা স্বীকাব কবিলেন।

৭। অনন্তব, ভিক্ষুগণ, সেই চক্রবত্ন পূর্ব্ব সমুদ্রে প্রবেশ-পূর্ব্বক পুনবায উহা হইতে বহির্গত হইযা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসব হইল ··দক্ষিণ সীমান্তেব প্রতিবাজগণ বাজাব বশ্যতা স্বীকাব কবিলেন। তদনন্তব সেই চক্রবত্ন দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনবায উহা হইতে বহির্গত হইযা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসব হইল পশ্চিম সীমান্তেব প্রতিবাজগণ বাজাব বশ্যতা স্বীকাব কবিলেন। এইবূপে, ভিক্ষুগণ, চক্রবত্ন পশ্চিম সমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক পুনবায উহা হইতে উত্থিত হইযা উত্তবাভিমুখে অগ্রসব হইল উত্তব সীমান্তেব প্রতিবাজগণ বাজাব বশ্যতা স্বীকাব কবিলেন।

অতঃপব, ভিক্ষুগণ, চক্রবত্ন সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী জয কবিযা বাজ-ধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বাজচক্রবর্ত্তীব অন্তঃপুবদ্বাবে ন্যাযাধিকবণেব সম্মুখে বাজচক্রবর্ত্তীব অন্তঃপুব শোভান্বিত কবিযা অক্ষাহতেব ন্যায স্থিত হইল।

৮। ভিক্ষুগণ, দ্বিতীয় রাজা চক্রবর্তী···তৃতীয়···চতুর্থ ··পঞ্চম· ষষ্ঠ .. সপ্তম রাজা চক্রবর্তী বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইবার পর জনৈক পুরুষকে সম্বোধন করিলেন ঃ

'হে পুরুষ, যখন তুমি দেখিবে দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থান চ্যুত হইয়াছে, তখন উহা আমার গোচরে আনিবে।'

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ প্রত্যুত্তরে কহিল, 'দেব, তথাস্তু।'

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ বহুবৎসর, বহুশত বৎসর, বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে দেখিল দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে। উহা দেখিয়া রাজা চক্রবর্তীর নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিল ঃ

'দেব, জানেন কি আপনার দিব্য চক্ররত্ন পশ্চাদ্বর্তী হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়াছে।'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ

'বৎস, কুমার,···প্রব্রজ্যা-আশ্রয় করিব।' (উপরে পদচ্ছেদ সং ৩ দ্রষ্টব্য)

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, রাজা চক্রবর্তী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উত্তমরূপে উপদেশ দিয়া কেশ-শ্মশ্রু মোচন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান-পূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। ভিক্ষুগণ, রাজর্ষির প্রব্রজ্যা গ্রহণের সপ্ত-দিবস অন্তে দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইল।

৯। তখন, ভিক্ষুগণ, জনৈক পুরুষ মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে কহিল ঃ

'দেব, জানেন কি দিব্য চক্ররত্ন অন্তর্হিত হইয়াছে ?'

ভিক্ষুগণ, উহা শুনিয়া রাজা নিরানন্দ হইলেন, বিষাদ অনুভব করিলেন, কিন্তু তিনি রাজর্ষির নিকট গমন করিয়া আর্য চক্রবর্তী-ব্রতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি স্বমতের বশবর্তী হইয়া জনপদ শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ প্রকার শাসনের জন্য প্রজাগণ পূর্বে আর্য চক্রবর্তী-ব্রত পালনকারী রাজগণের সময়ে যেরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেরূপ সমৃদ্ধি লাভ করিল না।

তখন, ভিক্ষুগণ, অমাত্য ও পারিষদবর্গ- গণক-মহামাত্রগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, মন্ত্রজীবীগণ একত্রিত হইয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন পূর্বক কহিল ঃ

'দেব, আপনি স্বমতের বশবর্ত্তী হইয়া জনপদ শাসন করিবার নিমিত্ত প্রজাগণ পূর্ব্বে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত পালনকারী রাজগণের সময়ে যেরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেরূপ সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে না। দেব, আপনার রাজ্যে অমাত্য-পারিষদবর্গ, গণক-মহামাত্রগণ, প্রহরী ও দৌবারিকগণ, মন্ত্রজীবীগণ বিদ্যমান আছে, তাহারা এবং অপরে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত অবগত আছে, আপনি আমাদিগকে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন, আমরা উহা বিবৃত করিব।'

১০। তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা অমাত্য ইত্যাদি সকলকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগকে আর্য্য চক্রবর্ত্তী-ব্রত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা আর্য্য চক্রবর্ত্তী প্রশ্ন রাজার নিকট বিবৃত করিলেন। উহা শুনিয়া রাজা ধর্ম্মানুমোদিত রক্ষাবরণগুপ্তির বিধান করিলেন, ধনহীনকে ধনদান করিলেন না, উহার ফলে বিপুল দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল। দারিদ্র্যের বিস্তৃতির নিমিত্ত জনৈক পুরুষ পরের দ্রব্য যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিল, যাহা চৌর্য্য কথিত হয় তাহাই করিল। তাহাকে ধৃত করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত করা হইল—'দেব, এই পুরুষ পরের দ্রব্য—যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা চৌর্য্যকথিত হয় তাহাই করিয়াছে।'

এইরূপ উক্ত হইলে, ভিক্ষুগণ, রাজা সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

'হে পুরুষ, তুমি কি সত্যই পরের দ্রব্য—যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করিয়াছ—যাহা চৌর্য্য কথিত হয় তাহাই করিয়াছ?'

'দেব, ইহা সত্য।

'কি কারণে?'

'দেব, আমার জীবনোপায় নাই।'

তখন, ভিক্ষুগণ, রাজা সেই পুরুষকে ধনদান করিলেন—'হে পুরুষ, এই ধনের দ্বারা আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ কর, মাতাপিতার পোষণ কর, স্ত্রী পুত্রের পোষণ কর, ইহা কর্ম্মান্তে প্রযোগ কর, শ্রমণ ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক মঙ্গলপ্রদ দক্ষিণার প্রতিষ্ঠা কর, যাহা সৌভাগ্য ও সুখাবহ হইবে, স্বর্গসংবর্ত্তনিক হইবে।'

ভিক্ষুগণ, সেই পুরুষ 'দেব, তথাস্তু' কহিয়া রাজার নিকট প্রতিশ্রুতি দান করিল।

১১। ভিক্ষুগণ, অপর একব্যক্তিও পূর্ব্বোক্তরূপে চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া

রাজসম্মুখে আনীত হইলে রাজা তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্ন করিয়া ও ধনদান করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ উপদেশ দিলেন।

১২। ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শুনিল: 'যাহারা পরদ্রব্য—যাহা অদত্ত তাহা গ্রহণ করে, যাহা চৌর্য্য কথিত হয়, তাহাই করে, রাজা তাহাদিগকে ধনদান করিতেছেন।' ইহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল—'আমরাও অদত্তের গ্রহণ-পূর্ব্বক যাহা চৌর্য্য কথিত হয় তাহাই করিব।'

অনন্তর, ভিক্ষুগণ, জনৈক পুরুষ তাহাই করিয়া ধৃত হইয়া রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল এবং কহিল জীবনোপায়ের অভাবে সে ঐ কর্ম্ম করিয়াছে।

ভিক্ষুগণ, তখন রাজা চিন্তা করিলেন: 'যাহারা পরের দ্রব্য অপহরণ করিবে, আমি যদি তাহাদিগকে ধনদান করি, তাহা হইলে এই চৌর্য্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে। অতএব এই পুরুষের প্রতি আমি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিব, উহার মূলোচ্ছেদ করিব, উহার শিরশ্ছেদ করিব।'

অতঃপর, ভিক্ষুগণ রাজা কর্ম্মচারীগণকে আদেশ দিলেন:

'এই পুরুষের বাহুদ্বয় পশ্চাদ্দিকে কঠিন রজ্জুর দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া উহার মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক খরনিনাদী প্রণবের সহিত উহাকে রথ্যা হইতে রথ্যান্তরে, শৃঙ্গাটক হইতে শৃঙ্গাটকান্তরে ভ্রমণ করাইয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, নগরের দক্ষিণদিকে উহার প্রতি আদর্শ দণ্ডের প্রয়োগ কর, উহার মূলোচ্ছেদ কর, উহার শিরশ্ছেদ কর।'

হে ভিক্ষুগণ, 'তথাস্তু' কহিয়া কর্ম্মচারীগণ রাজাদেশ পালন করিল।

১৩। ভিক্ষুগণ, প্রজাগণ শ্রবণ করিল যে যাহারা পরস্বাপহরণ করে রাজা তাহাদের প্রতি আদর্শ দণ্ডের বিধান করিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেছেন।' উহা শুনিয়া তাহারা চিন্তা করিল: 'আমরাও তীক্ষ্ম শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিব তাহাদের প্রতি কঠিনতম দণ্ডের প্রয়োগ করিব, তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিব, তাহাদের শিরশ্ছেদ করিব।'

তাহারা তীক্ষ্ম শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রাম, নিগম ও নগর লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল, দস্যুবৃত্তিতে রত হইল। তাহারা যাহাদের দ্রব্য অপহরণ করিল, শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিল।

১৪। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে, ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, দারিদ্র্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে চৌর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল,

চৌর্য্যের বৃদ্ধির সহিত প্রাণাতিপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, প্রাণাতিপাতের বৃদ্ধির সহিত মৃষাবাদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল, আয়ু ও বর্ণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ু সম্পন্ন মনুষ্যের সন্তান সন্ততিগণ চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে একজন পুরুষ অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক চৌর্য্যাপরাধ করিল। ধৃত হইয়া সে রাজ সম্মুখে আনীত হইলে রাজা কর্ত্তৃক অপরাধের সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিল না, স্বেচ্ছায় মিথ্যা কহিল।

১৫। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে চত্বারিংশৎ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে একজন পুরুষ অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক চৌর্য্যাপরাধ করিল। অপর একজন পুরুষ ক্রুরতা প্রণোদিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট সংবাদ দিল।

১৬। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে পৈশুন্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং বিংশতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ দশ সহস্র বৎসর আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, দশ সহস্র বৎসর আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের কেহ কেহ সুরূপ এবং কেহ কেহ কুরূপ হইল, যাহারা কুরূপ হইল তাহারা সুরূপের প্রতি লুব্ধ হইয়া পরদার গমন করিল।

১৭। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, দরিদ্রকে ধনদানের অভাবে ব্যাপকরূপে দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে চৌর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ব্যাপকরূপে ব্যভিচারের আবির্ভাব হইল, উহার ফলে মনুষ্যগণের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইয়া দশ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচ-সহস্র বর্ষ আয়ুর্বিশিষ্ট হইল।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ব্যাপকরূপে দুইটি অসদ্ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল—কর্কশ বাক্য এবং তুচ্ছ প্রলাপ। উহার ফলে ঐ সকল মনুষ্যের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন পাঁচ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের

সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্দ্ধ সহস্র বৎসব, কেহ কেহ দুই সহস্র বর্ষ আয়ুবিশিষ্ট হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্দ্ধ সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্নের মধ্যে লোভ ও বিদ্বেষ ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। উহার ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তদ্ধেতু তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ এক সহস্র বৎসব আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি ব্যাপক-রূপে আবির্ভূত হইল। উহাব ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ পাঁচশত বৎসর আয়ুষ্ক হইল।

ভিক্ষুগণ, শেষোক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে ত্রিবিধ ধর্ম্ম ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল—অধর্ম্ম-রাগ (অবৈধ যৌন সংসর্গ), বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্ম (অসংযত লালসা)। উহাব ফলে তাহাদের আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল। তখন তাহাদেব সন্তান সন্ততিগণ কেহ কেহ দ্বি-অর্দ্ধ শত বৎসর, কেহ কেহ দুইশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন হইল।

ভিক্ষুগণ, দ্বি-অর্দ্ধশত বৎসর আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণেব মধ্যে মাতাপিতাব প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপক-রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

১৮। এইরূপে, ভিক্ষুগণ, ধনহীনকে ধনদানের অভাবে বিপুল দারিদ্র্যের আবির্ভাব হইল, উহাব ফলে ব্যাপকভাবে চৌর্য্যেব আবির্ভাব হইল, উহার ফলে অত্যাচাবেব প্রাবল্য হইল, উহাব ফলে প্রাণনাশ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল, উহাব ফলে মিথ্যা বাক্য, উহাব ফলে পিশুন বাক্য, উহাব ফলে ব্যভিচার, উহাব ফলে কর্কশ বাক্য ও তুচ্ছ প্রলাপ; উহার ফলে লোভ ও বিদ্বেষ, উহাব ফলে মিথ্যা দৃষ্টি, উহাব ফলে অধর্ম্ম-রাগ, বিষম লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্ম, উহাব ফলে মাতাপিতাব-প্রতি ভক্তিহীনতা এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানেব প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হইল। ইহার ফলে মনুষ্যগণেব আয়ু ও বর্ণ ক্ষীণ হইল এবং দ্বি-অর্দ্ধশত বর্ষ আয়ু সম্পন্নগণেব সন্তান সন্ততিগণ শতবর্ষ আয়ুষ্ক হইল।

১৯। ভিক্ষুগণ, এমন সময় আসিবে যখন এইসকল মনুষ্যগণেব সন্তান সন্ততিগণ দশবর্ষ আয়ু সম্পন্ন হইবে। ভিক্ষুগণ, দশবৎসব আয়ুসম্পন্ন ঐ সকল মনুষ্যেব কুমাবীগণ পাঁচবৎসব বয়সে বিবাহযোগ্য হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু, ফাণিত এবং লবণ—এই সকল

রসের স্বাদ লুপ্ত হইবে। কোবদূষক[১] উহাদের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। যেরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে মাংস-মিশ্রিত শালিঅন্ন শ্রেষ্ঠ ভোজন, সেইরূপ কোবদূষক ঐ সকল মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ভোজন হইবে। ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে দশ কুশল-কর্ম্ম-পথ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে, দশ অকুশল-কর্ম্ম-পথ অতিশয় প্রবল হইবে। উহাদের মধ্যে 'কুশল' নামক কোন শব্দ থাকিবে না। কুশলের কারক কি প্রকারে থাকিবে? উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে, তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে। যেরূপ, ভিক্ষুগণ, এক্ষণে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিমান, এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হয়, সেইরূপই উহাদের মধ্যে যাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তিহীন এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তাহারাই পূজ্য ও প্রশংসার্হ হইবে।

২০। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যগণের মধ্যে মাতা, মাতৃষ্বসা, মাতুলানী, আচার্য্য-ভার্য্যা অথবা গুরুপত্নীর জ্ঞান থাকিবে না, ছাগ-মেষ, কুক্কুর-শূকর, শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় সব একাকার হইয়া যাইবে। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য পরস্পরের প্রতি তীব্র ক্রোধ, বিদ্বেষ, মন-প্রদোষ এবং হনন-চিত্ত পোষণ করিবে—মাতারও পুত্রের প্রতি, পুত্রেরও মাতার প্রতি, পিতার পুত্রের প্রতি, পুত্রের পিতার প্রতি, ভ্রাতার ভ্রাতার প্রতি, ভ্রাতার ভগিনীর প্রতি, ভগিনীর ভ্রাতার প্রতি উক্তরূপ মনোভাবের উৎপত্তি হইবে। মৃগ দেখিয়া মৃগয়াসক্তের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, ঐ সকল মনুষ্যও পরস্পরের প্রতি ঐরূপ ভাবাপন্ন হইবে।

২১। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে সপ্তাহব্যাপী শস্ত্রান্তরকল্পের[১] আবির্ভাব হইবে, তাহারা পরস্পরকে পশুর ন্যায় জ্ঞান করিবে, তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহারা ঐ অস্ত্রের দ্বারা—'ইহা পশু, ইহা পশু', কহিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিবে। ভিক্ষুগণ, ঐ সকল প্রাণীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ হইবে—'আমরাও কাহারও অনিষ্ট করিব না, অপরেও যেন আমাদের অনিষ্ট না করে, আমরা তৃণ অথবা

১ ধান্য বিশেষ।

১ অন্তরকল্প—দুই কল্পের মধ্যবর্তী-কল্প।

বনগহনে, অথবা বৃক্ষ-গহনে, অথবা নদীবেষ্টিত দুর্গম স্থানে অথবা বিষম পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া বনমূলফলাহারী হইয়া জীবন যাপন করিব।' তাহারা ঐরূপ স্থানসমূহে গমনপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ জীবন যাপন করিবে। তাহারা সপ্তাহ অতীত হইলে ঐ সকল স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সভাক্ষেত্রে মিলিত হইয়া একে অপরকে আশ্বাস দিয়া গাহিবে—'কি আনন্দ! হে মনুষ্য, তুমি এখনও জীবিত!' ভিক্ষুগণ, তখন মনুষ্যগণ এইরূপ চিন্তা করিবে—'অকুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের ঘোর জ্ঞাতিক্ষয় হইয়াছে, অতএব আমরা কুশলকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। কি কুশলকর্ম্ম করিব? আমরা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, এই কুশলকর্ম্মে আমরা স্থিত হইব।' তাহারা প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইবে, এই কুশল কর্ম্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপে দশবর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততিগণ বিংশতি বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে।

২২। তৎপরে, ভিক্ষুগণ, ঐ সকল মনুষ্য চিন্তা করিবে,—'কুশল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের আয়ু ও বর্ণ উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব আমরা অধিকমাত্রায় কুশলকর্ম্ম করিব। আমরা অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত হইব, ব্যভিচার হইতে বিরত হইব, মৃষাবাদ হইতে বিরত হইব, পিশুন বাক্য হইতে বিরত হইব, কর্কশ বাক্য হইতে বিরত হইব, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত হইব, লোভ পরিহার করিব, বিদ্বেষ পরিহার করিব, মিথ্যা-দৃষ্টি পরিহার করিব, অধর্ম্ম-রাগ বিষম-লোভ এবং মিথ্যা-ধর্ম্মরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম পরিহার করিব; অতএব আমরা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইব, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইব, এই কুশল ধর্ম্মে স্থিত হইব।'

তাহারা মাতৃ ও পিতৃভক্ত হইবে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও কুলপ্রধানগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে, এই কুশলধর্ম্মে স্থিত হইবে। কুশলধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। উহার ফলে বিংশতিবর্ষ আয়ুসম্পন্নগণের পুত্রগণ চত্বারিংশৎবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হইবে। চত্বারিংশৎ বৎসর আয়ুপ্রাপ্তগণের পুত্রগণ অশীতিবর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু একশত ষষ্টি বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু তিনশত বিশবৎসর হইবে, তাহাদের পুত্রগণ ছয়শত চল্লিশ বর্ষ আয়ুসম্পন্ন হইবে; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু দুইসহস্র বৎসর হইবে; তাহাদের পুত্র-

গণের আয়ু চারিসহস্র বৎসর হইবে ; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু আট সহস্র বৎসর হইবে ; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু বিংশতিসহস্র বৎসর হইবে ; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু চল্লিশ সহস্র বৎসর হইবে ; তাহাদের পুত্রগণের আয়ু অশীতি সহস্র বৎসর হইবে।

২৩। ভিক্ষুগণ, অশীতি সহস্র বর্ষ আয়ুসম্পন্ন মনুষ্যগণের কুমারীগণ পঞ্চশতবর্ষ বয়সে বিবাহযোগ্যা হইবে। ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে ত্রিবিধ রোগের আবির্ভাব হইবে—ইচ্ছা, ক্ষুধা ও জরা। ঐ সময় জম্বুদ্বীপ সমৃদ্ধ ও স্ফীত হইবে। গ্রাম, নগর ও রাজধানীসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট হইবে যে, কুক্কুটগণ একস্থান হইতে অন্যস্থানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। জম্বুদ্বীপ নলবন এবং শরবনের ন্যায় নিরন্তর মনুষ্যাকীর্ণ হইয়া অবীচির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। ঐ সময় বারাণসীর কেতুমতী নামে রাজধানী হইবে, উহা সমৃদ্ধ, স্ফীত, জনবহুল, মনুষ্যাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ হইবে। ঐ সময় জম্বুদ্বীপে রাজধানী কেতুমতী প্রমুখ চুরাশী সহস্র নগর থাকিবে।

২৪। ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে রাজধানী কেতুমতী নগরে শঙ্খ নামে রাজার আবির্ভাব হইবে, তিনি চক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্ত বিজেতা, জনপদের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এবং সপ্তরত্ন সমন্বিত হইবেন, তাঁহার এইসকল সপ্তরত্ন হইবে, যথা—চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, এবং পরিণায়ক রত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র হইবে—সকলেই সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা, জয় করিয়া বাস করিবেন।

২৫। ভিক্ষুগণ, ঐ সময়ে জগতে মৈত্রেয় নামে অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথী, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবানের আবির্ভাব হইবে, যেরূপ আমি এক্ষণে অর্হৎ ভগবানরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছি। তিনি ইহলোক, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ, দেব ও মনুষ্যগণকে সাক্ষাদ্দর্শনোদ্ভূত জ্ঞান দ্বারা স্বয়ং অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিবেন, যেরূপ আমি এক্ষণে ইহলোক···অবগত হইয়া উপদিষ্ট করিতেছি। তিনি যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দসম্পদ-পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং যাহা বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য সেই ধর্ম্মের

উপদেশ দান করিবেন, যেরূপ আমি এক্ষণে করিতেছি। তিনি অনেক সহস্র ভিক্ষু সমন্বিত সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন, যেরূপ আমি এক্ষণে হইয়াছি।

২৬। অতঃপর, ভিক্ষুগণ রাজা শঙ্খ পূর্ব্বে রাজা মহাপনাদ কর্তৃক নির্ম্মিত প্রাসাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাতে বাস করিবেন। পরে তিনি উহা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দুর্গত পথচারী, দরিদ্র যাচকগণকে দান করিয়া অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ ভগবান মৈত্রেয়ের নিকট কেশ-শ্মশ্রু-মোচন পূর্ব্বক কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবেন। এইরূপে প্রব্রজিত হইয়া তিনি নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ়-সংকল্প হইয়া অনতিবিলম্বে যথার্থ পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যার আশ্রয় করেন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া ও উপলব্ধি করিয়া এই জগতেই উহার পূর্ণতা সাধন করিবেন।

২৭। ভিক্ষুগণ, আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর; ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া বিহার কর। কিন্তু কিরূপে ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ হইয়া আত্ম-শরণ হইয়া অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন? ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য পরিহার করিয়া কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন, বেদনায় চিত্তে... ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপিত, অবহিত ও স্মৃতিমান হইয়া বিহার করেন। ভিক্ষুগণ, এইরূপেই ভিক্ষু আত্ম-দ্বীপ, আত্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া, ধর্ম্ম-দ্বীপ, ধর্ম্ম-শরণ, অনন্য-শরণ হইয়া বিহার করেন।

২৮। ভিক্ষুগণ, স্বকীয় পৈতৃক বিষয়ে গোচরার্থ ভ্রমণ কর; ঐরূপ করিলে তোমাদের আয়ু ও বর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তোমাদের সুখ, ভোগ ও বল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুর আয়ু কি? ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন, বীর্য্য-সমাধি...চিত্ত-সমাধি · মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্বিত ঋদ্ধিপাদের ভাবনা করেন। তিনি এই চারি ঋদ্ধি-পাদের অনুশীলন করিয়া এবং ঐ সকলে অনুযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে কল্পকাল

অথবা কল্পাবশেষকাল জীবিত থাকিতে পাবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব আয়ু।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব বর্ণ কি? ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতিমোক্ষ নিয়মিত হইযা, অনুমাত্র বর্জ্জনীয়ে ভযদর্শী হইযা বিহাব কবেন, শিক্ষাপদ-সমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহাই ভিক্ষুব বর্ণ।

ভিক্ষুব সুখ কি? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইযা, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইযা, সবিতর্ক সবিচাব বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ কবিযা বিহাব কবেন, বিতর্ক বিচাবেব উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তেব একীভাব আনযনকাবী অবিতর্ক অবিচাব সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয ধ্যান···তৃতীয ধ্যান···চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিযা বিহাব কবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব সুখ।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব ভোগ কি? ভিক্ষু মৈত্রীসহগত চিত্তে এক, দুই, তিন এইবূপে চতুর্দ্দিক পবিস্ফুবিত কবিযা বিহাব কবেন। তিনি ঊর্দ্ধে, অধোদিকে, তীর্য্যকদিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয, বৈবহীন, দ্রোহহীন চিত্তদ্বাবা পবিস্ফুবিত কবিযা বিহাব কবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব ভোগ।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুব বল কি? ভিক্ষু আস্রবসমূহেব ক্ষয হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিযা বিহাব কবেন। ভিক্ষুগণ, ইহাই ভিক্ষুব বল।

ভিক্ষুগণ, মাবেব বলেব ন্যায দুর্দ্দমনীয বল আমি দেখিতে পাই না, কিন্তু কুশল ধর্ম্মেব গ্রহণ হেতু এই[১] পুণ্য বর্দ্ধিত হয।

ভগবান এইবূপ কহিলেন। আনন্দিত হইযা ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন কবিলেন।

। চক্কবত্তি সীহনাদ সুত্রান্ত সমাপ্ত।

---

১ উপবে ১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ভিক্ষু · কাযে কাযানুপশ্যী হইযা ইত্যাদি।

২৭। অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্রান্ত

আমি এইরূপে শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরে পূর্ব্বারাম নামক মিগার মাতার[১] প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ে বাসেট্‌ঠ এবং ভারদ্বাজ[২] ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণাভিলাষী হইয়া ভিক্ষুদিগের সহিত পরিবাস করিতেছিলেন। তখন একদিন ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

২। ভগবানকে এরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, বাসেট্‌ঠ ভারদ্বাজকে কহিলেন ঃ

'ভারদ্বাজ! ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান সমাপ্ত করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সৌধচ্ছায়ায় উন্মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতেছেন। এস, আমরা ভগবানের নিকট গমন করি। আমরা ভগবানের নিকট ধর্ম্মকথা শুনিবার সুযোগ লাভ করিব।'

'সৌম্য, উত্তম' কহিয়া ভারদ্বাজ বাসেট্‌ঠকে সম্মতি জানাইলে উভয়ে ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক ভ্রমণ নিরত ভগবানের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন।

৩। তখন ভগবান বাসেট্‌ঠকে কহিলেন ঃ

'বাসেট্‌ঠ, তোমরা ব্রাহ্মণ জাতীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ। ব্রাহ্মণগণ কি তোমাদিগকে তিরস্কার করেন না, তোমাদিগের নিন্দা করেন না?'

'ভন্তে, ব্রাহ্মণগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিরস্কার এবং নিন্দার প্রয়োগ করেন, বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য না করিয়া পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করেন।'

'বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণগণ কিরূপভাবে উহা করেন?'

---

১ ইঁহার নাম বিশাখা। তিনি ঐ প্রাসাদ সঙ্ঘের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ২ দীঘ নিকায় ১ম খণ্ডের তেবিজ্জ সূত্রে এই দুই জনের উল্লেখ আছে। সুত্তনিপাতের বাসেট্‌ঠ সূত্রেও ইঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন।

'ভন্তে, ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কহেন: "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, অন্য বর্ণ হীন, ব্রাহ্মণগণই শুক্লবর্ণ, অন্যে কৃষ্ণবর্ণ; ব্রাহ্মণগণই শুদ্ধ হন, অব্রাহ্মণেরা হয় না; ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার ঔরস মুখজাত পুত্র, ব্রহ্মজ, ব্রহ্ম-নির্ম্মিত, ব্রহ্ম-দায়াদ। আর আপনি শ্রেষ্ঠ বর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মুণ্ডিত-মস্তক, শ্রমণ-নামধারী ইভ্য, কৃষ্ণ, ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে উদ্ভূত সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া হীন হইয়া গিয়াছেন। আপনার এইরূপ আচরণ অনুচিত, অনুপযুক্ত।" ভন্তে, এইরূপে ব্রাহ্মণগণ আমাদের প্রতি আপনাদের স্বভাবানুযায়ী তিরস্কার এবং নিন্দার প্রয়োগ করেন, বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য না করিয়া পরিপূর্ণরূপেই প্রয়োগ করেন।'

৪। 'বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়াই তোমাদিগকে কহেন: "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রহ্ম-দায়াদ।" বাসেট্‌ঠ, ইহা দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণীগণ ঋতুমতীও হন, গর্ভিণীও হন, প্রসবও করেন, সন্তানকে স্তন্যদানও করেন, এইসকল ব্রাহ্মণেরা যোনিজ হইয়াও কহিয়া থাকেন: "ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ…ব্রহ্মদায়াদ।" ঐ সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারও অপবাদ করেন, মিথ্যাও কহেন এবং বহু অপুণ্য প্রসব করেন।

৫। 'বাসেট্‌ঠ, এই চারি বর্ণ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র। বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও জীবহিংসাকারী আছে, অদত্তের গ্রহণকারী আছে, ব্যভিচারী আছে, মিথ্যাবাদী আছে, পিশুনবাদী আছে, পরুষভাষী আছে, তুচ্ছ প্রলাপরত আছে, লোভী, দ্বেষ-পরায়ণ মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ যে সকল ধর্ম্ম অকুশল এবং অকুশলরূপে জ্ঞাত, নিন্দনীয় এবং ঐরূপে জ্ঞাত, অসেবিতব্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, যাহা অনার্য এবং ঐরূপে জ্ঞাত, পাপ এবং পাপপ্রসূ পণ্ডিত নিন্দিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। বাসেট্‌ঠ' ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও জীবহিংসাকারী আছে…মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন আছে। এইরূপে বাসেট্‌ঠ, যে সকল ধর্ম্ম অকুশল…পণ্ডিত নিন্দিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেও আছে।

৬। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিরত, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরত, ব্যভিচার হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, পিশুন বাদ হইতে বিরত, পরুষভাষ হইতে বিরত, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরত, লোভ হইতে বিরত, দ্বেষ-মুক্ত এবং সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। এইরূপে বাসেট্‌ঠ, যে সকল ধর্ম্ম কুশল এবং কুশলরূপে জ্ঞাত, অনিন্দ্য এবং ঐরূপে

জ্ঞাত, সেবিতব্য এবং ঐবূপে জ্ঞাত, আর্য্য এবং ঐবূপে জ্ঞাত, পুণ্য এবং পুণ্যপ্রসূ পণ্ডিত-প্রশংসিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ক্ষত্রিযেব মধ্যেও দৃষ্ট হয। বাসেট্ঠ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রেব মধ্যেও এমন কেহ আছেন যিনি জীবহিংসা হইতে বিবত ···সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। এইবূপে, বাসেট্ঠ, যে সকল ধর্ম্ম কুশল···পণ্ডিত-প্রশংসিত, ঐ সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রেব মধ্যেও দৃষ্ট হয।

৭। 'বাসেট্ঠ, পণ্ডিত-নিন্দিত এবং পণ্ডিত-প্রশংসিত অকুশল এবং কুশল এই উভয ধর্ম্মই, ঐ চাবিবর্ণেব মধ্যে বিদ্যমান, এস্থলে ব্রাহ্মণগণেব বাক্য—ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রহ্ম-দাযাদ—পণ্ডিতগণ অনুমোদন করেন না। কি কাবণে? এই চতুর্ব্বর্ণেব মধ্যে তিনি ভিক্ষু, অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, উদ্যাপিত-ব্রহ্মচর্য্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পবমার্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যকজ্ঞান-বিমুক্ত, তিনি উঁহাদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত হন, এবং ধর্ম্মানুসাবেই ঐবূপ কথিত হন, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

৮। 'বাসেট্ঠ, মনুষ্যেব মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেও জ্ঞাতব্য—

'বাসেট্ঠ, কোশলবাজ প্রসেনজিৎ জানেন ঃ "অতুলনীয শ্রমণ গৌতম শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত।" কিন্তু, বাসেট্ঠ, শাক্যগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতেব অধীনস্থ। বাসেট্ঠ, শাক্যগণ কোশলবাজ প্রসেনজিতেব নিকট প্রণতি কবেন, তাঁহাকে অভিবাদন কবেন, তাঁহার সম্মুখে প্রত্যুত্থান কবেন, কৃতাঞ্জলি হন এবং তাঁহাকে যথাবূপ সম্মান প্রদর্শন কবেন। এইবূপে, বাসেট্ঠ, শাক্যগণ কোশলবাজ প্রসেনজিতেব প্রতি যেরূপ আচরণ কবেন, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তথাগতেব প্রতি সেইবূপ আচবণ কবেন। তিনি চিন্তা কবেন ঃ "শ্রমণ গৌতম কি সুজাত নহেন? আমি দুর্জাত, শ্রমণ গৌতম বলবান, আমি দুর্ব্বল, শ্রমণ গৌতম বূপবান, আমি বূপহীন, শ্রমণ গৌতম শক্তিমান, আমি শক্তিহীন।" কোশলরাজ প্রসেনজিৎ যখন তথাগতেব নিকট প্রণতি করেন, তাঁহাকে অভিবাদন কবেন, তাঁহাব সম্মুখে প্রত্যুত্থান কবেন, কৃতাঞ্জলি হন এবং তাঁহাকে যথাবূপ সম্মান প্রদর্শন কবেন, তখন উক্ত ধর্ম্মেবই সৎকার, সম্মান, শ্রদ্ধা, পূজা, এবং অর্চ্চনা কবেন। বাসেট্ঠ, মনুষ্যগণেব মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে জ্ঞাতব্য।

৯। 'বাসেট্‌ঠ, তোমরা নানা জাতি নানা নাম নানা গোত্র বিশিষ্ট, নানা-কুল হইতে গৃহত্যাগ করিয়া তোমরা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছ। যদি তোমরা জিজ্ঞাসিত হও "তোমরা কে?" তাহা হইলে "আমরা শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণ" এইরূপ উত্তর দিবে। বাসেট্‌ঠ, তথাগতের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নিবিষ্ট, মূলজাত, প্রতিষ্ঠিত, দৃঢ় এবং যে শ্রদ্ধা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-দেব-মার-ব্রহ্মা অথবা পৃথিবীতে অপর কাহারও কর্তৃক বিচলিত হয় না তিনি যথার্থরূপে এইরূপ উক্তি করিতে পারেন: "আমি ভগবানের ঔরস মুখ-জাত পুত্র, ধর্ম্ম-জ, ধর্ম্ম-নির্ম্মিত, ধর্ম্ম-দায়াদ।" কি কারণে? বাসেট্‌ঠ, যেহেতু "ধর্ম্ম-কায়" "ব্রহ্ম-কায়" "ধর্ম্ম-ভূত" "ব্রহ্ম-ভূত" এই সকল তথাগতেরই অধিবচন।

১০। 'বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক, কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগত লয় প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাহারা তথায় মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ং-প্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসে যখন, আজই হউক কিম্বা কা'লই হউক, দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এই জগতের বিবর্ত্তন হয়। ঐ বিবর্ত্তন কালে সত্ত্বগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর-কায় হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আবির্ভূত হয়। তাহারা মনোময় হইয়া থাকে, প্রীতি তাহাদের ভক্ষ্যস্বরূপ হয়, তাহারা স্বয়ং-প্রভ, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

১১। 'বাসেট্‌ঠ, তখন সমস্ত পৃথিবী জলময় ও অন্ধকার হয়, তমিস্র অন্ধকারক হয়। চন্দ্র-সূর্য্যের আবির্ভাব হয় না, নক্ষত্র-তারকাদির প্রকাশ হয় না, রাত্রি-দিবা নাই, মাসার্দ্ধ অথবা মাস নাই, ঋতু এবং সংবৎসর নাই, স্ত্রীও নাই পুরুষও নাই। সত্ত্বগণ সত্ত্বরূপেই গণিত হয়। বাসেট্‌ঠ, এই-রূপে দীর্ঘকাল অতীত হইবার পর এমন সময় আসিল যখন ঐ সকল সত্ত্ব-গণের নিকট জলোপরি রসসংযুক্ত পৃথিবী বিস্তৃত হইল। যেরূপ উত্তপ্ত দুগ্ধ শীতলীভূত হইবার কালে উহার উপর শর বিস্তৃত হয়, সেইরূপ পৃথিবীর আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-রসসম্পন্ন হইল, উত্তমরূপে সম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীত যেরূপ হয়, সেইরূপ বর্ণসম্পন্ন হইল; বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদসম্পন্ন হইল।

১২। 'অনন্তর, বাসেট্‌ঠ, কোন লোভ-প্রকৃতি[১] সম্পন্ন প্রাণী "দেখ, ইহা কি হইতে পারে?" কহিয়া অঙ্গুলির সাহায্যে রস-সংযুক্ত মৃত্তিকা আস্বাদ করিল, উহার ফলে সে রসাভিভূত হইল এবং তাহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। অন্য প্রাণীগণও উক্ত সত্ত্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রস-মৃত্তিকা অঙ্গুলির দ্বারা আস্বাদ করিল। তাহারাও রসাভিভূত হইয়া তৃষ্ণার দ্বারা আক্রান্ত হইল। তদনন্তর, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব হস্তদ্বারা রসমৃত্তিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা আহার করিতে আরম্ভ করিল। উহার ফলে ঐ সকল সত্ত্বের স্বয়ংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। স্বয়ংপ্রভার অন্তর্দ্ধানের সহিত চন্দ্র-সূর্য্যের আবির্ভাব হইল। চন্দ্রসূর্য্যের আবির্ভাবের সহিত নক্ষত্রসমূহ ও তারকাগণের আবির্ভাব হইল, রাত্রি ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসরের প্রকাশ হইল। বাসেট্‌ঠ, জগতের পুনরায় এইরূপ বিবর্ত্তন হইল।

১৩। 'তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব রসমৃত্তিকা উপভোগ করিয়া মৃত্তিকা-ভোজী হইয়া উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোন সত্ত্ব কুরূপ। এস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল—"আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ঐ সকল গর্ব্বিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। রস-পৃথিবীর অন্তর্দ্ধানের পর তাহারা একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল—"হায় রস। হায় রস!" বর্ত্তমানেও মনুষ্যগণ কোন স্বাদু রস লাভ করিয়া এইরূপ কহিয়া থাকে—"অহো রস, অহো রস!" তাহারা পুরাণ আদিম বাক্যেরই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।

১৪। 'অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণের নিকট হইতে রস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইলে ভূমি-পর্পটের আবির্ভাব হইল, যেরূপ অহিচ্ছত্রের উৎপত্তি হয় সেইরূপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রসসম্পন্ন হইল। উহা সুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল;

১ এই প্রকৃতি পূর্ব্বজন্ম হইতে প্রাপ্ত।

বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদ বিশিষ্ট হইল। তখন ঐ সকল সত্ত্ব ভূমি-পর্পট আহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহা উপভোগ করিয়া উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপ পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতররূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোন সত্ত্ব কুরূপ। এস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল—"আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ঐ সকল গর্ব্বিত এবং অহমিকা-সম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু ভূমি-পর্পট অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বদালতার[১] উৎপত্তি হইল। যেরূপ কলম্বুকার[২] উৎপত্তি হয় সেইরূপেই উহা আবির্ভূত হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও রসসম্পন্ন হইল। উহা সুসম্পাদিত ঘৃত অথবা নবনীতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইল, বিশুদ্ধ ক্ষুদ্রা-মধুর ন্যায় আস্বাদ বিশিষ্ট হইল।

১৫। 'তখন, বাসেট্‌ঠ, ঐ সত্ত্বগণ বদালতা আহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহা উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতর রূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। কোন সত্ত্ব সুরূপ হইল, কোন সত্ত্ব কুরূপ। এস্থলে যাহারা সুরূপ হইল তাহারা কুরূপগণকে অবজ্ঞা করিল—'আমরা এই সকল সত্ত্ব অপেক্ষা সুরূপ, ইহারা আমাদিগের অপেক্ষা কুরূপ।" ঐ সকল গর্ব্বিত এবং অহমিকাসম্পন্ন প্রাণীগণের বর্ণাভিমান হেতু বদালতা অন্তর্হিত হইল। বদালতার অন্তর্দ্ধানের পর তাহারা একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল—"আমাদের বদালতা! হায়, আমাদের বদালতা নাই।" বর্ত্তমানেও মনুষ্যগণ কোন প্রকার দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া এইরূপ কহিয়া থাকে—"আমাদের যাহা ছিল তাহা হারাইয়াছি। তাহারা পুরাণ আদিম বাক্যেরই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।

---

১ মধুর আস্বাদ সম্পন্ন লতা বিশেষ। ২ সম্ভবতঃ শাকের ডাঁটা অথবা কলমী-শাক।

১৬। 'অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণের নিকট হইতে বদালতা অন্তর্হিত হইলে বনহীন ক্ষেত্র হইতে সালি[১] উদ্গত হইল। উহা কণ-হীন, তুষ-হীন, সুগন্ধ তণ্ডুল। সান্ধ্যভোজনের নিমিত্ত সায়ংকালে উহা যে স্থান হই'তে সংগৃহীত হইত সেই স্থানে উহা প্রাতে পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। প্রাতরাশের নিমিত্ত প্রাতে উহা যেস্থান হইতে সংগৃহীত হইত, সেইস্থানে উহা সন্ধ্যায় পুনরায় উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায় দৃষ্ট হইত। উৎপাটনের স্থান দৃষ্ট হইত না। তৎপরে, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব সালি উপভোগ করিয়া, উহার ভোজনে নিরত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইয়া সুদীর্ঘ-কাল অবস্থান করিল। যে পরিমাণে তাহারা এইরূপে পুষ্ট হইল সেই পরিমাণে তাহাদের দেহ অধিকতর কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের বর্ণেও অধিকতররূপে বৈচিত্র্য প্রকাশিত হইল। স্ত্রী-জাতীয়[২] জীবগণের স্ত্রী-লিঙ্গের বিকাশ হইল, পুরুষ-জাতীয়গণের পুরুষ লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। স্ত্রীগণ অত্যধিকরূপে পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, পুরুষগণ স্ত্রীদিগের প্রতি ঐরূপই করিল। পরস্পরের প্রতি অত্যধিকরূপে দৃষ্টিপাত করিবার ফলে তাহাদের রাগের উৎপত্তি হইল, দেহে প্রদাহ প্রবেশ করিল। ঐ প্রদাহ হেতু তাহারা মৈথুন ধর্ম্মের সেবা করিল। বাসেট্‌ঠ, মৈথুন-নিরত সত্ত্বগণকে দেখিয়া কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিল, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোময় নিক্ষেপ করিল—"দূর হও। সত্ত্ব সত্ত্বের প্রতি কেন এইরূপ আচরণ করিবে?" বর্ত্তমানেও কোন কোন স্থানে নববিবাহিতা বধূকে লইয়া যাইবার সময় কেহ কেহ ধূলি নিক্ষেপ করে, কেহ ভস্ম, কেহ বা গোময় নিক্ষেপ করে। তাহারা পুরাণ আদিম প্রথারই অনুসরণ করে, কিন্তু উহার অর্থ অবগত নয়।

১৭। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সময় যাহা অধর্ম্ম বিবেচিত হইত এক্ষণে তাহা ধর্ম্ম বিবেচিত হয়। ঐ সময়ে যে সকল সত্ত্ব মৈথুন ধর্ম্মের সেবা করিত তাহারা এক মাস, এমন কি দুই মাস পর্য্যন্ত গ্রামে অথবা নগরে প্রবেশ করিতে পাইত না। যেহেতু, বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব ঐ সময়ে অসদ্ধর্ম্মে অত্যধিকরূপে অধঃপতিত হইয়াছিল, সেই হেতু তাহারা ঐ অধর্ম্ম গোপন করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর, বাসেট্‌ঠ, কোন এক অলস

১ শ্রেষ্ঠ জাতীয় তণ্ডুল বিশেষ। ২ পূর্ব্ব জন্মে যাহারা স্ত্রী-জাতীয় ছিল।

প্রকৃতি সত্ত্ব চিন্তা কবিল ঃ "সাযাহ্নে সাযমাশেব নিমিত্ত প্রাতে প্রাতবাশেব নিমিত্ত সালি সংগ্রহ কবিষা কি আমি বিনষ্ট হইব ? অতএব আমি সাযমাশ এবং প্রাতবাশেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিব।" অনন্তব, বাসেট্‌ঠ, সেই সত্ত্ব সায-প্রাতবাশেব নিমিত্ত একবাবেই সালি সংগ্রহ কবিল। তখন অন্য এক সত্ত্ব পূর্ব্বোক্তেব নিকট গমন কবিযা তাহাকে কহিল ঃ "এস, সত্ত্ব, সালি আহবণে যাই।" "হে সত্ত্ব, প্রযোজন নাই, সায-প্রাতবাশেব সালি আমি এক-বাবেই সংগ্রহ কবিযাছি।" অনন্তব, বাসেট্‌ঠ, সেই সত্ত্ব অপবেব দৃষ্টান্ত অনুসবণ কবিযা দুই দিনেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিল এবং কহিল, "ইহাই উত্তম।" তখন এক সত্ত্ব তাহাব নিকট গমনপূর্ব্বক কহিল ঃ "এস, সত্ত্ব, সালি আহবণে যাই। "হে সত্ত্ব, প্রযোজন নাই, আমি দুই দিনেব সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিযাছি।" তৎপবে সেই সত্ত্ব অপবেব দৃষ্টান্ত অনুসবণ কবিযা চাবি দিনেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিল এবং কহিল, "ইহাই উত্তম।" অতঃপব অপব এক সত্ত্ব তাহাব নিকট গমন কবিযা কহিল ঃ "এস, সত্ত্ব, সালি আহবণে যাই।" "হে সত্ত্ব, প্রযোজন নাই, আমি একবাবেই চাবি দিনেব সালি সংগ্রহ কবিযাছি।" তখন সেই সত্ত্ব অপবেব দৃষ্টান্ত অনুসবণ কবিযা আট দিনেব জন্য সালি একবাবেই সংগ্রহ কবিল এবং কহিল, "ইহাই উত্তম।" বাসেট্‌ঠ, যখন হইতে ঐ সকল সত্ত্ব সঞ্চিত সালি আহাব কবিতে আবম্ভ কবিল তখন হইতেই তণ্ডুল কণবদ্ধও হইল, তুষবদ্ধও হইল, যেস্থান হইতে উহা উৎপাটিত হইযাছিল সেইস্থানে উহা পুনবায উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন-স্থান দৃষ্ট হইল, সালি-স্থাণুসমূহ গুল্মাকাবে অবস্থান কবিল।

১৮। 'তৎপবে, বাসেট্‌ঠ, সত্ত্বগণ একত্রিত হইযা বিলাপ কবিল,— "সত্ত্বগণেব মধ্যে পাপধর্ম্মেব প্রাদুর্ভাব হইযাছে, আমবা পূর্ব্বে মনোময ছিলাম, প্রীতি আমাদেব ভক্ষ্য ছিল, আমবা স্বযংপ্রভ, অন্তবীক্ষচব শুভস্থাযী হইযা সুদীর্ঘকাল যাপন কবিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল অতীত হইবাব পব এমন সময আসিল যখন আমাদেব নিকট জলোপবি বস-পৃথিবীব আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-বস সম্পন্ন হইযাছিল। আমবা হস্ত দ্বাবা বসমৃত্তিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড বিচ্ছিন্ন কবিযা উহা আহাব কবিতে আবম্ভ কবিলাম। উহাব ফলে আমাদেব স্বযংপ্রভা অন্তর্হিত হইল। স্বযংপ্রভাব অন্তর্দ্ধানেব সহিত চন্দ্র-সূর্য্যেব আবির্ভাব হইল। উহাদেব আবির্ভাবেব সহিত নক্ষত্র সমূহ ও

তারকাগণেব আবির্ভাব হইল, রাত্রি ও দিনের প্রকাশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসবেব প্রকাশ হইল। আমরা রস-মৃত্তিকা উপভোগ কবিযা, মৃত্তিকা-ভোজী হইযা, উহাতে পুষ্ট হইযা দীর্ঘকাল অবস্থান কবিলাম। আমাদেব মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওযায বস-পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। তৎপরে ভূমি-পর্পটেব আবির্ভাব হইল। উহা বর্ণ-গন্ধ-বস সম্পন্ন হইল। আমবা উহা আহাব কবিতে আবম্ভ কবিলাম। উহা উপভোগ করিয়া, উহাব ভোজনে নিবত হইয়া, উহাতে পুষ্ট হইযা আমরা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলাম। আমাদেব মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওযায ভূমি-পর্পট অন্তর্হিত হইল। তৎপরে বদালতাব উৎপত্তি হইল। উহা বর্ণ, গন্ধ ও বসসম্পন্ন হইল। আমবা বদালতা আহাব করিতে আবম্ভ কবিলাম। আমরা উহা উপভোগ কবিয়া, উহার ভোজনে নিবত হইযা, উহাতে পুষ্ট হইযা দীর্ঘকাল অবস্থান কবিলাম। আমাদেব মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মেব প্রাদুর্ভাব হওযায বদালতা অন্তর্হিত হইল। তৎপবে বনহীন ক্ষেত্র হইতে সালি উদ্গত হইল, উহা কণ-হীন, তুষ-হীন সুগন্ধ তণ্ডুল। সাযমাশেব নিমিত্ত সন্ধ্যায আমবা যেস্থান হইতে সংগ্রহ করিতাম, সেই স্থানে উহা প্রাতে পুনবায উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায দৃষ্ট হইত। এইরূপে প্রাতে যে স্থান হইতে উহা সংগৃহীত হইত, সন্ধ্যায উহা সেই স্থানে পুনবায উৎপন্ন ও পক্ক অবস্থায দৃষ্ট হইত। উৎপাটনেব স্থান প্রকাশ পাইত না। আমবা ঐ সালি উপভোগ কবিযা, উহাব ভোজনে নিরত হইযা, উহাতে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল অবস্থান কবিযাছিলাম। আমাদেব মধ্যে পাপ অকুশল ধর্ম্মেব প্রাদুর্ভাব হওযায তণ্ডুল কণবদ্ধও হইল, তুষবদ্ধও হইল, যে স্থান হইতে উহা উৎপাটিত হইযাছিল সেই স্থানে উহা পুনবায উৎপন্ন হইল না এবং উৎপাটন স্থান প্রকাশ পাইল, সালিস্থাণু সমূহ গুল্মাকাবে অবস্থান কবিল। অতএব আমবা সালিক্ষেত্র বিভক্ত কবিযা উহাব সীমা নির্দ্দেশ কবিব।"

'অতঃপব, বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব সালিক্ষেত্র বিভক্ত কবিযা উহাব সীমা নির্দ্দেশ কবিল।

১৯। 'অনন্তব, বাসেট্ঠ, লোভপ্রকৃতি সম্পন্ন কোন এক সত্ত্ব আপনাব অংশ রক্ষা কবিতে করিতে অদত্ত অপবেব অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক উহা উপভোগ কবিল। সত্ত্বগণ তাহাকে ধৃত কবিযা কহিলঃ "হে সত্ত্ব, তুমি পাপ করিযাছ, যেহেতু স্বকীয অংশ বক্ষণকালে তুমি অদত্ত অপবের অংশ গ্রহণ-

পূর্ব্বক উপভোগ করিয়াছ। হে সত্ত্ব, পুনরায় এরূপ করিও না।" সেই সত্ত্ব "তথাস্তু" কহিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিল। ঐ সত্ত্ব দ্বিতীয় বার ঐরূপই করিল, তৃতীয় বারও করিল। সে ধৃত হইয়া সত্ত্বগণ কর্ত্তৃক পাপ কর্ম্ম করিতে নিষিদ্ধ হইল। কোন কোন সত্ত্ব তাহাকে হস্ত দ্বারা, কেহ বা মৃৎপিণ্ড দ্বারা, কেহ বা দণ্ড দ্বারা প্রহার করিল। বাসেট্ঠ, ঐ সময় হইতেই চৌর্য্যের প্রকাশ হইল, নিন্দা, মৃষাবাদ এবং দণ্ড-প্রয়োগের আবির্ভাব হইল।

২০। 'তৎপরে, বাসেট্ঠ সত্ত্বগণ একত্রিত হইয়া বিলাপ করিল,—"সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, চৌর্য্য, নিন্দা, মৃষাবাদ এবং দণ্ড-প্রয়োগের আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব আমরা এক সত্ত্বকে নির্ব্বাচিত করিব। ঐ সত্ত্ব ক্রোধের উপযুক্ত স্থানে ক্রোধ প্রকাশ করিবেন, নিন্দার স্থানে নিন্দার প্রয়োগ করিবেন, সে নির্ব্বাসনের যোগ্য তাহার প্রতি নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিবেন। আমরা সালির অংশ তাঁহাকে প্রদান করিব।" তখন, বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্ব তাহাদিগের মধ্যে যে সত্ত্ব অপেক্ষাকৃত, অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক এবং মহাশক্তিশালী তাহার নিকট গমন করিয়া কহিল: "এস সত্ত্ব, ক্রোধের উপযুক্ত স্থানে ক্রোধ প্রয়োগ কর, নিন্দার স্থানে নিন্দার প্রয়োগ কর, যে নির্ব্বাসনের যোগ্য তাহার প্রতি নির্ব্বাসনের প্রয়োগ কর। আমরা তোমাকে সালির অংশ প্রদান করিব।" ঐ সত্ত্ব সম্মত হইয়া যথাস্থানে ক্রোধ, নিন্দা ও নির্ব্বাসনের প্রয়োগ করিল। সত্ত্বগণও তাহাকে সালির অংশ প্রদান করিল।

২১। 'বাসেট্ঠ, মহাজন-নির্ব্বাচিত এই অর্থে 'মহা-সম্মত, মহা-সম্মত' এই প্রথম নামের আবির্ভাব হইল। ক্ষেত্রের পতি এই অর্থে 'ক্ষত্রিয়' রূপ দ্বিতীয় নামের আবির্ভাব হইল। ধর্ম্মের দ্বারা অপরের প্রীতি উৎপাদন করেন এই অর্থে 'রাজা' রূপ তৃতীয় নামের আবির্ভাব হইল। এইরূপে, বাসেট্ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই ক্ষত্রিয়মণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশ সত্ত্বগণ হইতে নহে এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২২। 'বাসেট্ঠ, ঐ সকল সত্ত্বগণের কেহ কেহ চিন্তা করিল: "সত্ত্বগণের মধ্যে পাপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, চৌর্য্য, নিন্দা ও মৃষাবাদের আবির্ভাব

হইযাছে, দণ্ডপ্রযোগ এবং নিৰ্ব্বাসনেব আবির্ভাব হইযাছে। অতএব আমবা পাপ অকুশল ধৰ্ম্ম বৰ্জ্জন কবিব।" তাহাবা পাপ অকুশল ধৰ্ম্ম বৰ্জ্জন করিল। বাসেট্‌ঠ, পাপ-অকুশল ধৰ্ম্ম বৰ্জ্জন কবে এই অর্থে 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ' এই নামেব প্রথম আবির্ভাব হইল। তাহাবা অবণ্যে পর্ণকুটীব নির্ম্মাণ পূৰ্ব্বক উহাতে ধ্যানবত হইল। তাহাদের অঙ্গাব নাই, ধূম নাই, মুষল পবিত্যক্ত, তাহাবা সাযংকালে সাযমাশেব নিমিত্ত, প্রাতে প্রাতবাশেব নিমিত্ত আহারান্বেষণে গ্রাম-নগব বাজধানীতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা আহার লাভান্তে পুনরায অরণ্য-কুটীবে ধ্যানবত হইল। মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিযা কহিলঃ "এই সকল সত্ত্ব অবণ্যে পর্ণকুটীব নির্ম্মাণ পূৰ্ব্বক উহাতে ধ্যানবত, উহাদেব অঙ্গার নাই, ধূম নাই, মুষল নাই; সায়াহ্নে সাযমাশেব নিমিত্ত প্রাতে প্রাতবাশেব নিমিত্ত আহাবান্বেষণে তাহারা গ্রাম-নিগম-বাজধানীতে ভ্রমণ কবে। আহার লাভান্তে তাহাবা পুনবায় অরণ্য-কুটীবে ধ্যানবত হয়।" "ধ্যান করে" এই নিমিত্ত, বাসেট্‌ঠ, 'ধ্যায়ী, ধ্যায়ী' এইরূপ দ্বিতীয় নামেব আবির্ভাব হইল।

২৩। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বেব কেহ কেহ অবণ্যে পর্ণকুটিবে ধ্যান-সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইযা গ্রাম-নিগমসমূহের নিকটস্থ স্থানে গমন পূৰ্ব্বক গ্রন্থ[১] বচনায প্রবৃত্ত হইল। মনুষ্যগণ তাহাদিগকে দেখিযা কহিলঃ "এই সকল সত্ত্ব অরণ্যে পর্ণকুটিবে ধ্যান সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রাম ও নিগম সমূহেব নিকটস্থ স্থানে গমনপূৰ্ব্বক গ্রন্থ রচনায প্রবৃত্ত। ইহাবা এক্ষণে ধ্যান করে না।" বাসেট্‌ঠ, "ইহাবা এক্ষণে ধ্যান করে না" ইহা হইতে 'অধ্যায়ক' রূপ তৃতীয নামেব আবির্ভাব হইল। ঐ সময ইহাবা হীনরূপে জ্ঞাত হইত, এক্ষণে তাহাবা শ্রেষ্ঠরূপে গৃহীত। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুবাতন আদিম অক্ষবানুসাবে এই ব্রাহ্মণ মণ্ডলেব উৎপত্তি। তাহাদেব উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধৰ্ম্মানুসাবেই হইয়াছিল, অধৰ্ম্মানুসাবে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যেব মধ্যে ইহলোকে এবং পবলোকে ধৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২৪। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বেব মধ্যে কেহ কেহ মৈথুন-ধৰ্ম্মে যুক্ত হইযা বিভিন্ন ব্যবসাযে প্রবৃত্ত হইল। "মৈথুন-ধৰ্ম্ম যুক্ত হইযা বিভিন্ন

---

১ ত্রিবেদ।

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত” ইহা হইতে, বাসেট্‌ঠ, 'বৈশ্য' এই নামের আবির্ভাব হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই বৈশ্যমণ্ডলের উৎপত্তি। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২৫। 'বাসেট্‌ঠ, ঐ সকল সত্ত্বের যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা রুদ্রাচার সম্পন্ন হইল। "রুদ্রাচার, ক্ষুদ্রাচার" ইহা হইতে, বাসেট্‌ঠ, 'শূদ্র, শূদ্র' এই নামের উৎপত্তি হইল। এইরূপে, বাসেট্‌ঠ, পুরাতন আদিম অক্ষরানুসারে এই শূদ্রমণ্ডলের উৎপত্তি।' তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশ সত্ত্বগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে, বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২৬। 'বাসেট্‌ঠ, এমন সময় আসিল যখন ক্ষত্রিয়ও স্বধর্ম্মের প্রতি বিরূপ হইয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়া কহিল—"আমি শ্রমণ হইব।" ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রও ঐরূপ করিল। বাসেট্‌ঠ, এই চতুর্ব্বিধ মণ্ডল হইতে শ্রমণ-মণ্ডলের উৎপত্তি হইল। তাহাদের উৎপত্তি ঐ সকল সত্ত্বগণ হইতেই, অন্য কোন সত্ত্ব হইতে নহে, সদৃশগণ হইতেই, অসদৃশগণ হইতে নহে, এবং উহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছিল, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোক এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

২৭। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা দুরাচারে রত হইয়া, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ঐরূপ দৃষ্টির অনুযায়ী কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে অপায়-দুর্গতিসম্পন্ন বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

২৮। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা সদাচারে রত হইয়া, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ঐরূপ দৃষ্টির অনুযায়ী কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

২৯। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা দ্বয়-কারী[1] হয়, মিশ্র-দৃষ্টিসম্পন্ন হয় এবং ঐরূপ দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মের ফলে মরণান্তে দেহের বিনাশে সুখ-দুঃখ বেদনা অনুভব করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ঐরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

৩০। 'বাসেট্‌ঠ, ক্ষত্রিয়ও কায়-সংযত, বাক্‌-সংযত, চিত্তসংযত হইয়া সপ্ত বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মের ভাবনা করিয়া ইহলোকেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও শ্রমণও ঐরূপ আচরণের ফলে ইহলোকেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করে।

৩১। 'বাসেট্‌ঠ, এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যিনি ভিক্ষু, অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, সদর্থ-প্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক-জ্ঞান-বিমুক্ত হন, তিনি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা লাভ করেন, এবং তাহা ধর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে, অধর্ম্মানুসারে নহে। বাসেট্‌ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ইহলোকে এবং পরলোকে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।

৩২। 'বাসেট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমারও এই গাথার উচ্চারণ করিয়াছেন—

"যাহারা গোত্র-সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

বাসেট্‌ঠ, ব্রহ্মা সনৎকুমার কর্ত্তৃক গীত সেই গাথা সুগীত, দুর্গীত নহে: সুভাষিত, দুর্ভাষিত নহে; অর্থ-সংহিত, নিরর্থক নহে। আমিও উহার অনুমোদন করি। আমিও কহি—

"যাহারা গোত্র-সেবী তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
যিনি বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, তিনি দেব-মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

ভগবান এইরূপ কহিলেন। বাসেট্‌ঠ ও ভারদ্বাজ আনন্দিত হইয়া ভগবদ্বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। অগ্‌গঞ্‌ঞ সুত্রান্ত সমাপ্ত।

---

১ পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মের কারক।

২৮। সম্পসাদনীয় সুত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান নালন্দায় পাবারিক[১] আম্রবনে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ঐ সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি ভগবানকে কহিলেন[২]ঃ

'দেব, আমি আপনার প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান যে আমার মতে উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কখনও কেহই ছিলনা, কখনও হইবে না এবং এখনও নাই।'

'সারিপুত্র, তোমার বাক্য সুন্দর ও সুস্পষ্ট, তুমি সত্যই সিংহনাদ করিয়াছ। তাহা হইলে অতীতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতাবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন, কিরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী ছিল এবং কিরূপ মুক্তি তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তবে কি ভবিষ্যতে যাঁহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া, তুমি জানিয়াছ তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন কিরূপ মতাবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী হইবেন, কিরূপ তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রণালী হইবে এবং কিরূপ মুক্তি তাঁহারা লাভ করিবেন?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

'তাহা হইলে, সারিপুত্র, বর্ত্তমানে আমি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, তুমি স্বচিত্তে আমার চিত্ত পরিজ্ঞাত হইয়া জানিয়াছ আমি কিরূপ শীলসম্পন্ন, কিরূপ মতাবিশিষ্ট, কিরূপ প্রজ্ঞার অধিকারী, কিরূপ আমার জীবন যাত্রার প্রণালী এবং কিরূপ মুক্তি আমি লাভ করিয়াছি?'

'ভন্তে, তাহা নহে।'

---

১ জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠী। ২ দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্ব্বাণ স্যুত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ১৬ দ্রষ্টব্য।

'সারিপুত্র, তাহা হইলে অতীত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে তোমার চেত-পর্য্যায জ্ঞান নাই, তবে কিরূপে তুমি এইরূপ মহৎ ও স্পষ্ট উক্তি করিলে, এরূপ সিংহনাদ করিলে'?'

২। 'ভন্তে, অতীত ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান বুদ্ধগণ সম্বন্ধে আমার চেত-পর্য্যায জ্ঞান নাই, তথাপি, ভন্তে, ধর্ম্ম-অন্বয আমার বিদিত। মনে করুন কোন রাজার সীমান্তে স্থিত নগরী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর বেষ্টিত, উহার মাত্র একটি দ্বার ; রাজা সেখানে বন্ধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য চতুর, দক্ষ এবং বুদ্ধিমান প্রহরী নিযুক্ত করিযাছেন। রাজা নগরাভিমুখী পথগুলি পরিদর্শনে যাইযা প্রাকারে এমন কোনও সন্ধি অথবা বিবর দেখিতে পাইলেন না যাহার মধ্য দিযা বিড়ালের ন্যায একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও বাহির হইতে পারে। তিনি চিন্তা করিলেন,—"যে সকল বৃহত্তর প্রাণী এই নগরে প্রবেশ করিবে অথবা উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহারা সকলেই এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে অথবা নিষ্ক্রান্ত হইবে।" ভন্তে, এইরূপেই ধর্ম্মার্থ আমার বিদিত। অতীতে যাঁহারা অর্হত, সম্যক সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন—সেই সকল ভগবান চিত্তের উপক্লেশ-ভূত, প্রজ্ঞার দৌর্ব্বল্যজনক পঞ্চনীবরণ পরিহার করিযা, চতুর্ব্বিধ স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, যথারূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গের ভাবনা করিয়া অনুত্তর সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইযাছিলেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন তাঁহারাও ঐরূপেই সম্যক সম্বোধি লাভ করিবেন। এক্ষণে ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ, তিনিও ঐরূপেই সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইযাছেন। ভন্তে, আমি ধর্ম্ম শ্রবণার্থে একসময এইস্থানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইযাছিলাম। ঐ সময ভগবান সুন্দর-অসুন্দর বিভক্ত করিযা আমাকে উত্তরোত্তর প্রণীত প্রণীত ধর্ম্মের উপদেশ দিযাছিলেন। ভন্তে, ভগবান আমাকে যে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিযাছিলেন, ঐ সকলে জ্ঞান লাভ করিয়া উহাদের মধ্যে আমি একটির পূর্ণতা সাধন করিয়াছিলাম, আমি ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হইযাছিলাম—"ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্ম স্বাখ্যাত, সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন।"

৩। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান কুশলধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহা অতুলনীয। এই সকল কুশলধর্ম্ম[১],—যথা চতুর্ব্বিধ স্মৃতি-প্রস্থান,

১ সপ্ত-ত্রিংশতি বোধিপক্ষীয ধর্ম্ম।

চতুর্ব্বিধ সম্যক-প্রধান, চতুর্ব্বিধ-ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ-ইন্দ্রিয, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ইহাব অনুশীলনে ভিক্ষু আস্রবসমূহেব ক্ষযহেতু অনাস্রবচিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিযা বিহাব কবেন। ভন্তে, কুশল ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহাব তুলনা নাই। ভগবান তাহা সম্পূর্ণবূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহাব অধিক জানিবাব এমন কিছুই নাই যাহা জানিযা অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ কুশলধর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।

৪। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান আযতন-প্রজ্ঞপ্তি বিষযে যে উপদেশ দান কবেন তাহাও অতুলনীয। এই সকল ছয আধ্যাত্মিক এবং বাহিব আযতন-সমূহ ঃ—চক্ষু ও বূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং বস, কায এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম্ম। ভন্তে, আযতন-প্রজ্ঞপ্তি বিষযে ইহা অতুলনীয। ভগবান তাহা সম্পূর্ণবূপে অবগত আছেন। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহাব অধিক জানিবাব এমন কিছুই নাই যাহা জানিযা অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আযতন-প্রজ্ঞপ্তি বিষযে ভগবান অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞানসম্পন্ন হইবে।

৫। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান গর্ভপ্রবেশ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান কবেন তাহাও অতুলনীয। ভন্তে, এই চাবি প্রকাব গর্ভপ্রবেশ ঃ—কেহ সম্মূঢাবস্থায মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, ঐ অবস্থায তথায অবস্থান কবে, ঐ অবস্থায ঐ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হয। ইহা প্রথম প্রকাব গর্ভপ্রবেশ। পুনবায, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, সম্মূঢাবস্থায তথায অবস্থান কবে, সম্মূঢাবস্থায তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয। ইহা দ্বিতীয প্রকাব গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, ঐ অবস্থায তথায অবস্থান কবে, সম্মূঢা-বস্থায তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয। ইহা তৃতীয প্রকাব গর্ভপ্রবেশ। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ কবে, ঐ অবস্থায তথায অবস্থান কবে, ঐ অবস্থায তথা -হইতে নিষ্ক্রান্ত হয। ইহা চতুর্থ প্রকাব গর্ভপ্রবেশ[১] ভন্তে, গর্ভপ্রবেশেব বিষযে ইহাব তুলনা নাই।

---

১ টীকাকাব বুদ্ধ ঘোষেব মতে এই চাবিপ্রকাব গর্ভপ্রবেশ যথাক্রম (১) মনুষ্য সাধাবণেব, (২) অশীতি সংখ্যক মহাথেবগণেব, (৩) কোন বুদ্ধেব, পচ্চেক বুদ্ধগণেব এবং বোধিসত্ত্বগণেব অগ্রশ্রাবকদ্বযেব, (৪) সর্ব্বজ্ঞ বোধিসত্ত্বগণেব (যাঁহাবা পুনর্জন্মেব শেষ জন্মে উপনীত হইযাছে) পুনর্জন্মকালীন মানসিক অভিব্যক্তি।

৬। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পরচিত্ত উদ্ঘাটন সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয। উহা চারি প্রকারে কৃত হয়, যথা—কেহ নিমিত্তের দ্বারা পরচিত্ত প্রকাশ করে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহাই প্রথম প্রকার পরচিত্ত উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ, নিমিত্তের দ্বারা পরচিত্ত প্রকাশ না করিয়া, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা দ্বিতীয় প্রকার পরচিত্ত-উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরচিত্ত প্রকাশ করে না, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, কিন্তু বিতর্ক এবং বিচারবতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়া উহা করিয়া থাকে—এইরূপ তোমার মন, এইস্থানে তোমার মন, এইরূপ তোমার চিত্ত। সে যতই প্রকাশ করুক তাহার উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা তৃতীয় প্রকার পরচিত্ত-উদ্ঘাটন। পুনশ্চ, ভন্তে, কেহ নিমিত্তের দ্বারাও পরচিত্ত প্রকাশ করেনা, মনুষ্য, অমনুষ্য অথবা দেবতাগণের শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করে না, বিতর্ক-বিচারবতের বিতর্ক-বিস্ফার শব্দ শ্রবণ করিয়াও উহা করেনা, কিন্তু অবিতর্ক অবিচার সমাধি সম্পন্নের চিত্ত দ্বারা অপরের চিত্ত-পর্য্যায় অবগত হয়—এই পুরুষের মানসিক সংস্কার যেরূপে প্রণিহিত, সেইরূপে সে পরমুহূর্ত্তে এই এই প্রকার বিতর্ক করিবে। সে যতই প্রকাশ করুক তাহরে উক্তি ঐ প্রকারই হইবে, অন্যপ্রকার নহে, ইহা চতুর্থ প্রকার পরচিত্ত-উদ্ঘাটন। ভন্তে, পরচিত্ত উদ্ঘাটনের বিষয়ে ইহার তুলনা নাই।

৭। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান দর্শন-সমাপত্তি বিষয়ে যে উপদেশ দান করেন তাহাও অতুলনীয। ভন্তে, চারি প্রকার দর্শন সমাপত্তি,—কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি এই দেহকে পদতল হইতে উর্দ্ধে এবং মস্তকের কেশাগ্র হইতে নিম্নে ত্বক-পরিবেষ্টিত নানাপ্রকার অশুচির আধার রূপে প্রত্যবেক্ষণ করেন ঃ এই দেহে কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, মূত্রাশয, হৃদ-যন্ত্র, যকৃৎ, পিত্ত-কোষ, প্লীহা, বায়ু-কোষ, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, করীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, লোহিত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু,

বসা, খেল, নাসামল, লসীকা, মূত্র আছে। ইহা প্রথম দর্শনসমাপত্তি। পুনশ্চ, ভন্তে, ঐ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্ত-সমাধিতে উপনীত হইযা সেই প্রত্যবেক্ষণ সমাপ্তে আবও অগ্রসব হইযা চর্ম্ম-মাংস-বক্তাবৃত পুরুষ-কঙ্কাল প্রত্যবেক্ষণ কবেন। ইহা দ্বিতীয দর্শন-সমাপত্তি। ভন্তে, পুনশ্চ, ঐরূপ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আবও অগ্রসব হইযা ইহলোক ও পবলোক উভযত্র অবিচ্ছিন্ন-রূপে প্রতিষ্ঠিত পুরুষেব বিজ্ঞান-স্রোত প্রত্যবেক্ষণ কবেন। ইহা তৃতীয দর্শন-সমাপত্তি। পুনশ্চ, ভন্তে, তিনি আবও অগ্রসব হইযা দেখিতে পান ঐ বিজ্ঞান স্রোত ইহলোক এবং পবলোকে অপ্রতিষ্ঠিত[১]। ইহা চতুর্থ দর্শন সমাপত্তি। ভন্তে, দর্শন-সমাপত্তি বিষযে ইহাব-তুলনা নাই।

৮। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি -সম্বন্ধে যে উপদেশ দান কবেন, তাহাও অতুলনীয। ভন্তে, এই সাত পুদ্গল,—উভযভাগ[২]-বিমুক্ত, প্রজ্ঞ-বিমুক্ত, কাযানুদর্শী, দৃষ্টিপ্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, ধর্ম্মানুসাবী, শ্রদ্ধানু-সাবী। ভন্তে, পুদ্গল-প্রজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে ইহাব তুলনা নাই।

৯। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রধান সমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন তাহাও অতুলনীয। বোধ্যঙ্গ এই সাত প্রকাব :—স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম্মবিচয-সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য্য-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি-সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি-সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি-সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভন্তে, প্রধানসমূহ সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয।

১০। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান প্রতিপদা সমূহ সম্বন্ধে যে উপদেশ দান কবেন, তাহাও অতুলনীয। এই সকল চাবি প্রতিপদা :—দুঃসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রসূ প্রতিপদা, দুঃসাধ্য এবং ত্ববিতে জ্ঞানদাযী প্রতিপদা, সুসাধ্য এবং বিলম্বিত-জ্ঞানপ্রসূ প্রতিপদা, সুসাধ্য এবং ত্ববিতে জ্ঞানদাযী প্রতিপদা। ইহাদেব মধ্যে প্রথমোক্ত প্রতিপদা দুঃসাধ্যতা এবং ধীবগামিতা উভয কাবণেই হীন উক্ত হয, দ্বিতীয প্রতিপদা দুঃসাধ্যতাব নিমিত্ত হীন কথিত হয, তৃতীয প্রতিপদা ধীবগামিতাব নিমিত্ত হীন কথিত হয, চতুর্থ প্রতিপদা সুসাধ্যতা এবং ক্ষিপ্রগতি এই উভয কাবণেই উৎকৃষ্ট কথিত হয, ভন্তে, প্রতিপ্রদা সমূহ সম্বন্ধে ইহাব তুলনা নাই।

১১। 'পুনশ্চ, ভন্তে, বাক্ সমাচাব বিষযে ভগবানেব উপদেশ অতুল-

---

১ ইহা অবহতেব বিজ্ঞান, তাঁহাব উপব কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলেব প্রভাব নাই।

২ নামরূপ।

নীয। কেহ মিথ্যাবাদ-উপসংহিত বাক্য কহেন না, জযাপেক্ষী হইযা ভেদ-জনক, পিশুন, ক্রোধজনক বাক্য কহেন না, যথাসময়ে জ্ঞানগর্ভ মূল্যবান বাক্য কহিয়া থাকেন। বাক্-সমাচাব বিষযে ইহা অতুলনীয ঃ

১২। 'পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যেব শীলাচাব সম্বন্ধে ভগবানেব উপদেশ অতুলনীয। কেহ সৎ, শ্রদ্ধাবান হইযা থাকেন, কুহক ও লপক হন না, নৈমিত্তিক হন না, নিষ্পেষিক হন না, লাভোপাবি লাভগৃধ্নু হন না, বক্ষিতেন্দ্রিয হন, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন, অপক্ষপাতী, জাগর্যানুযুক্ত, অতন্দ্রিত, বীর্যবান, ন্যায-প্রতিপন্ন, স্মৃতিমান, বাক্-পটু, গতিমান, ধৃতিমান, মতিমান হন, পার্থিব ভোগে লোভপবাযণ হন না, অবহিত ও প্রাজ্ঞ হন। ভন্তে, মনুষ্যের শীলাচাব সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয।

১৩। 'ভন্তে, পুনশ্চ, অনুশাসন-বিধি সম্বন্ধে ভগবানের যে উপদেশ তাহা অতুলনীয। চাবি অনুশাসন বিধি। ভগবান সম্যক মনঃসংযোগ দ্বাবা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পাবেন—ঐ মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচবণ-সম্পন্ন হইযা ত্রিবিধ সংযোজনেব ক্ষযহেতু স্রোতাপন্ন হইযা দুর্গতিমুক্ত নিযত সম্বোধিপবাযণ হইবেন। ঐরূপে ভগবান জানিতে পাবেন—এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচবণসম্পন্ন হইযা ত্রিবিধ সংযোজনেব ক্ষযহেতু বাগ, দ্বেষ ও মোহেব নাশে সকৃদাগামী হইযা মাত্র একবাব এই জগতে আগমন করিযা দুঃখেব অন্তসাধন কবিবেন ; এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচবণসম্পন্ন হইযা পঞ্চ অববভাগীয সংযোজনেব ক্ষযহেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ঐস্থান হইতে পুনবাগমন না করিযা তথায পবিনির্বাণপ্রাপ্ত হইবেন ; এই মনুষ্য শিক্ষানুরূপ আচবণসম্পন্ন হইযা আস্রবসমূহেব ক্ষয়হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বযং জানিযা ও উপলব্ধি কবিযা বিহাব করিবেন। ভন্তে, অনুশাসনবিধি সম্বন্ধে ভগবানেব এই উপদেশ অতুলনীয।

১৪। 'পুনশ্চ, ভন্তে, মনুষ্যেব বিমুক্তিবিষযক জ্ঞানে ভগবানেব উপদেশ অতুলনীয। ভগবান সম্যক মনঃসংযোগেব দ্বাবা প্রত্যেক মনুষ্যকে জানিতে পাবেন,—এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনেব ক্ষযহেতু স্রোতাপন্ন হইযা দুর্গতি-মুক্ত নিযত সম্বোধিপবায়ণ ; এই মনুষ্য ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষযহেতু বাগ, দ্বেষ ও মোহেব নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবাব এই জগতে আগমন কবিযা দুঃখেব অন্ত সাধন কবিবেন, এই মনুষ্য পঞ্চ অববভাগীয

সংযোজনেব ক্ষযহেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবেন এবং ঐস্থান হইতে পুনবাগমন না কবিযা তথায পবিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবেন ; এই মনুষ্য আস্রবসমূহেব ক্ষযহেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই জগতেই স্বযং জানিয়া ও উপলব্ধি কবিযা বিহাব কবিবেন। ভন্তে, মনুষ্যেব বিমুক্তি বিষযক জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয।

১৫। 'পুনশ্চ, ভন্তে, শাশ্বতবাদ সম্বন্ধে ভগবানেব উপদেশ অতুলনীয। ভন্তে, শাশ্বতবাদ ত্রিবিধ। কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তাব দ্বাবা এবূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এইবূপ সমাধিব অবস্থায তিনি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস স্মবণ কবেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চাবি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ, অনেক শত, অনেক সহস্র, অনেক লক্ষ জন্ম। "অমুক স্থানে আমাব এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইবূপ আহাব ছিল, আমি এই প্রকাব সুখদুঃখ অনুভব কবিযাছিলাম, এত বৎসব আমাব আযু ছিল। সেখান হইতে চ্যুত হইযা আমি অমুক স্থানে জন্মিযাছিলাম। তথায আমাব এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এইবূপ আহাব ছিল, আমি এই প্রকাব সুখদুঃখ অনুভব কবিযাছিলাম, এত বৎসব আমাব আযু ছিল। সেই স্থান হইতে চ্যুত হইযা এই স্থানে জন্মিযাছি।" এইবূপ বহুবিধ পূর্ব্বজন্মেব আকাব ও প্রকাব তিনি স্মবণ কবেন[১]। তৎপবে তিনি কহেন, "অতীত কালে জগতেব সংবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত উভযই আমাব জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতেব সংবর্ত্ত অথবা বিবর্ত্ত হইবে তাহা আমাব জ্ঞাত নহে। আত্মা ও জগত শাশ্বত, অপবিণামী, কুটস্থ এবং অচল, যদিও সত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তবে গমন কবে, চ্যুত হয এবং পুনর্ব্বাব উৎপন্ন হয, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।" ইহা প্রথম শাশ্বতবাদ। পুনশ্চ, ভন্তে, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ ··অনেক পূর্ব্বনিবাস স্মবণ কবেন—যথা এক সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত, দুই, তিন চাবি, পাঁচ, দশ, বিশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত। "অমুক স্থানে আমাব এই নাম···এই স্থানে জন্মিযাছি।" এইবূপ বহু পূর্ব্বজন্মেব আকাব ও প্রকাব তিনি স্মবণ কবেন। তৎপবে তিনি কহেন, 'অতীতকালে জগতেব সংবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত উভযই আমাব জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতেব সংবর্ত্ত অথবা বিবর্ত্ত হইবে তাহাও আমাব জ্ঞাত। আত্মা ও জগত শাশ্বত,

১ দীঘ নিকায প্রথম খণ্ড ব্রহ্মজাল সূত্র দ্রষ্টব্য।

অপরিণামী, কূটস্থ এবং অচল ; যদিও সত্ত্বগণ জন্ম হইতে জন্মান্তরে গমন করে চ্যুত হয় এবং পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।" ইহা দ্বিতীয় শাশ্বতবাদ। পুনশ্চ, ভন্তে, কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ...অনেক পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করেন—যথা দশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত। "অমুক স্থানে আমার এই নাম...এই স্থানে জন্মিয়াছি।" এইরূপ বহু পূর্ব্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তৎপরে তিনি কহেন, "অতীতকালে জগতের সংবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত উভয়ই আমার জ্ঞাত, ভবিষ্যতে জগতের সংবর্ত্ত অথবা বিবর্ত্ত হইবে তাহাও আমার জ্ঞাত। আত্মা ও জগত শাশ্বত ·তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত। ইহা তৃতীয় শাশ্বত-বাদ। ভন্তে, শাশ্বত-বাদ বিষয়ে ইহা অতুলনীয়।

১৬। 'পুনশ্চ, ভন্তে, ভগবান পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করেন, তাহা অতুলনীয় : কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ... এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করেন,—যথা এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন, চারি, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশত, এক সহস্র, এক লক্ষ জন্ম, অনেক সংবর্ত্ত-কল্প, অনেক বিবর্ত্ত-কল্প, অনেক সংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কল্প। "অমুকস্থানে আমার এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপে বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন। ভন্তে, দেবতাগণ আছেন যাঁহাদের আয়ু গণনার দ্বারা অথবা অনুমান দ্বারা নির্ণয় করা যায় না, তথাপি পূর্ব্বে তাঁহাদের যেরূপ জন্মই হইয়া থাকুক—রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী অথবা নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী—তাঁহারা ঐ সকল পূর্ব্ব জন্মের পূর্ণ বিবরণ স্মরণ করেন।

১৭। 'পুনশ্চ, ভন্তে, প্রাণীগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ· ·এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত, দিব্যচক্ষুদ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি দর্শন করেন ; কর্ম্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণের মধ্যে হীন ও উত্তমকে, সুবর্ণ দুর্ব্বর্ণ বিশিষ্টকে, সুগত ও দুর্গতকে জানিতে পারেন : "ভদ্রগণ, এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচসিক ও মানসিক দুরাচারসম্পন্ন, আর্য্যগণের অপবাদক, মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত, মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত ; মরণান্তে দেহের বিনাশে উহারা অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই এই সত্ত্ব কায়িক, বাচসিক ও

মানসিক সদাচরণসম্পন্ন, তাঁহারা আর্য্যগণের অপবাদ হইতে বিরত, সম্যক-দৃষ্টি সমন্বিত, সম্যক দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মপ্রাপ্ত, মরণান্তে দেহের বিনাশে উঁহারা সুগতিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।" এইরূপে তিনি বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষুদ্বারা জানিতে পারেন। ভন্তে, সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান সম্বন্ধে ইহা অতুলনীয়।

১৮। 'পুনশ্চ, ভন্তে, নানাবিধ ঋদ্ধিবিষয়ে ভগবানের উপদেশ অতুলনীয়। ঋদ্ধি দুই প্রকার। এক প্রকার যাহা আস্রব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত, যাহা "অনার্য্য" উক্ত হয়। আর এক প্রকার যাহা আস্রব-হীন, উপাধি-হীন, যাহা 'আর্য্য' উক্ত হয়। প্রথমোক্ত ঋদ্ধি কি প্রকার? কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ ···এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধির অবস্থায় তিনি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন—এক হইয়াও বহু হইতে সক্ষম হন, বহু হইয়াও পুনরায় এক হইতে সক্ষম হন, তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, আকাশে গমনের ন্যায় তিনি ভিত্তি, প্রাকার ও পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া অপর পারে অবাধে গমন করেন, জলে উন্মজ্জন নিমজ্জনের ন্যায় ভূমিতেও উন্মজ্জন নিমজ্জন করেন, তিনি ভূমিতে গমনের ন্যায় জলতল ভেদ না করিয়া জলের উপর গমন করেন; তিনি পর্য্যঙ্কাবদ্ধ হইয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশে গমন করেন, মহাপরাক্রমশালী, মহাবল চন্দ্র-সূর্য্যকে তিনি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন, পরিমর্দ্দন করেন, সশরীরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন[১]। ইহাই আস্রব-যুক্ত, উপাধি-যুক্ত ঋদ্ধি যাহা 'অনার্য্য' কথিত হয়। আস্রব-হীন, উপাধি-হীন ঋদ্ধি যাহা 'আর্য্য' উক্ত হয় উহা কি প্রকার? ভিক্ষু যদি ইচ্ছা করেন "প্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন "অপ্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, "প্রতিকূলে এবং অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব", তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে অপ্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, "অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূলে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার করিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে প্রতিকূল-সংজ্ঞী হইয়া বিহার

১ প্রথম খণ্ড, কেবদ্ধ সূত্র, দ্রষ্টব্য।

কবেন। যদি তিনি ইচ্ছা কবেন, "প্রতিকূল এবং অপ্রতিকূল উভয়ই বর্জ্জন পূর্ব্বক উপেক্ষা সম্পন্ন হইযা বিহাব কবিব," তাহা হইলে তিনি ঐরূপ স্থানে উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সম্পন্ন হইযা বিহাব কবেন। ভন্তে, ইহাই আস্রব-হীন, উপাধি-হীন ঋদ্ধি যাহা 'আর্য্য' উক্ত হয়।

১৯। 'ঋদ্ধি বিষযে ইহা অতুলনীয। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের জ্ঞাত। ভগবান যাহা অশেষে জ্ঞাত আছেন তাহাব অধিক জানিবাব এমন কিছুই নাই যাহা জানিয়া অন্য শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ঋদ্ধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞান সম্পন্ন হইবেন।

২০। 'ভন্তে, শ্রদ্ধা ও বীর্য্য সম্পন্ন, স্থিবপ্রতিজ্ঞ, কুলপুত্রগণ পুরুষোচিত বল, বীর্য্য, পবাক্রম এবং ধৈর্য্য দ্বাবা যাহা লাভ কবেন, তাহা ভগবানেব লব্ধ। ভন্তে, যে কামসুখ ভোগহীন, ইতবসেবিত, সাধাবণজনীয, অনার্য্য, নিষ্ফল, ভগবান তাহাব অনুসবণ কবেন না, যাহা আত্মক্লমথবূপ দুঃখ, যাহা অনার্য্য এবং নিষ্ফল, তাহারও অনুসবণ কবেন না; ভগবান এই জগতেই সুখপ্রদায়ী চতুর্ব্বিধ উচ্চতর ধ্যান ইচ্ছানুসাবে, বিনা-কৃচ্ছে এবং বিনা আযাসে লাভ কবেন। ভন্তে, যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা কবে, "আবুস সাবিপুত্র! অতীতকালে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবানেব অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞান সম্পন্ন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?" তাহা হইলে আমি কহিব "ছিলেন না।" "ভবিষ্যতে সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞান-সম্পন্ন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ হইবেন কি?" এইবূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব "হইবেন না।" "বর্ত্তমানে এমন কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি সম্বোধি সম্বন্ধে ভগবান অপেক্ষা অধিকতব জ্ঞান সম্পন্ন?" এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব "নাই"। ভন্তে, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা কবে, "আবুস সারিপুত্র। অতীতকালে সম্বোধি বিষযে ভগবানেব সদৃশ কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?" তাহা হইলে আমি কহিব "ছিলেন"। "ভবিষ্যতে ঐ বিষযে ভগবানেব সদৃশ কোন শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ হইবেন কি?" এইবূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব, "হইবেন"। "বর্ত্তমানে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছেন কি যিনি ঐ বিষযে ভগবানেব সদৃশ?" এইবূপ জিজ্ঞাসিত হইলে আমি কহিব "নাই"। ভন্তে, যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা কবে "আয়ুষ্মান সাবিপুত্র কি হেতু একজনেব অনুমোদন কবেন, একজনেব করেন না?" তাহা হইলে আমি কহিব "আমি ভগবানের উপস্থিতিতে তাঁহাকে কহিতে শুনিয়াছি

এবং তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি ঃ 'অতীতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধগণ হইয়াছিলেন।' ঐরূপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি ঃ 'ভবিষ্যতে সম্বোধি বিষয়ে আমার সদৃশ অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধগণ হইবেন।' ঐরূপেই আমি ভগবানের নিকট হইতে শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছি ঃ 'একই জগতে একই সময়ে যে দুইজন অরহন্ত সম্যক সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন ইহা অসম্ভব, এরূপ ঘটনার অবকাশ নাই।" ভন্তে, উক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া এবং উক্ত প্রকার উত্তর দিয়া কি আমি ভগবদ্বাক্যের যথারূপ প্রকাশক হইব এবং অসত্য দ্বারা উহাকে বিকৃত করিব না? ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিব এবং কোন বাদশীল সহধর্ম্মী নিন্দা করিবার অবসর পাইবে না?'

'সারিপুত্র, ঐরূপ উত্তর দিয়া তুমি যথার্থই আমার বাক্যের সত্যানুরূপ প্রকাশক হইবে এবং অসত্যাবৃত করিয়া উহাকে বিকৃত করিবে না, কোন বাদশীল সহধর্ম্মীও নিন্দা করিবার অবসর পাইবে না।'

২১। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান উদায়ি ভগবানকে কহিলেন ঃ 'আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, ভন্তে। তথাগতের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি এরূপ মহাবল এবং মহানুভাব হইয়াও আপনাকে প্রকাশ করেন না। এই সকলের মধ্যে মাত্র একটি ধর্ম্মও যদি অন্য-তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ আপনার মধ্যে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ পতাকা উত্তোলন করিবে। আশ্চর্য্য, অদ্ভুত ·প্রকাশ করেন না।'

'উদায়ি, দেখ ঃ "ভগবানের অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও কৃচ্ছ্র, যেহেতু তিনি ···প্রকাশ করেন না।" উদায়ি, এই সকলের মধ্যে উত্তোলন করিবে। উদায়ি, দেখ ঃ "তথাগতের অল্পেচ্ছা প্রকাশ করেন না।"

২২। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে সম্বোধন করিলেন ঃ 'অতএব, সারিপুত্র, তুমি এই ধর্ম্মপর্য্যায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের নিকট, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিকট অনুক্ষণ প্রকাশ করিবে। যে সকল নির্ব্বোধ পুরুষের তথাগতের সম্বন্ধে সংশয় অথবা দ্বিধা হইবে, এই ধর্ম্মপর্য্যায় শ্রবণ করিয়া তাহাদের সংশয় অথবা দ্বিধা দূর হইবে।'

এইরূপে আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভগবানের সম্মুখে আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। তন্নিমিত্ত এই ধর্ম্মব্যাখ্যানের নাম 'সম্পসাদনীয়' হইয়াছে।

। সম্পসাদনীয় সূত্রান্ত সমাপ্ত।

২৯। পাসাদিক সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান শাক্যদিগের দেশে অবস্থান করিতেছিলেন। [বেধঞ্ঞা নামক এক শাক্য পরিবারের আম্রবনস্থ প্রাসাদে।][১] ঐ সময়ে অল্পকাল পূর্বেই পাবায় নিগণ্ঠ নাথপুত্তের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরকে মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছিল—'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয় অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকারে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?—তুমি মিথ্যা দৃষ্টির অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পূর্বে কথনীয় তুমি পশ্চাতে কহিয়াছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্বে কহিয়াছ—তোমার বিচার ব্যর্থ হইয়াছে—তোমার আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইয়াছ—স্বকীয় দৃষ্টি পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত কর।[২] নাথপুত্তের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নিগণ্ঠ নাথপুত্তের শ্বেতাম্বরধারী গৃহী-শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফল-প্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ[৩] ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছিল।

২। অনন্তর শ্রামণের চুন্দ পাবায় বর্ষাবাস করিয়া সামাগামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। তৎপরে তিনি আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ

'ভন্তে, নিগণ্ঠ নাথপুত্ত সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার

---

১ শিল্প শিক্ষাদানের নিমিত্ত ঐ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

২ দীঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ ভিত্তিহীন।

মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত⋯মুখাস্ত্র দ্বারা আহত করিতেছে ⋯বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাথপুত্রের গৃহী-শ্রাবকগণও ⋯ বিরোধী হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছে, উহার প্রচার⋯হইয়াছে, লক্ষ্যে চালিত করিবার ⋯ অক্ষম হইয়াছে, যেহেতু উহা পরিণত হইয়াছে।'

এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ চুন্দকে কহিলেনঃ 'চুন্দ, এই বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট জ্ঞাপন করিবার যোগ্য, এস, আমরা ভগবানের নিকট গমন করিয়া ইহা তাঁহার গোচরে আনয়ন করি।'

'ভন্তে, তথাস্তু' কহিয়া চুন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

৩। তৎপরে আয়ুষ্মান আনন্দ ও চুন্দ ভগবানের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদনান্তে এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ ভগবানকে কহিলেনঃ

'ভন্তে, শ্রামণের চুন্দ কহিতেছেন—নিগণ্ঠ নাথপুত্ত সম্প্রতি পাবায় দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত পরিণত হইয়াছে।

'চুন্দ, যখন ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফল-প্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা অক্ষম হয়, এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় না, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৪। 'চুন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ না হইলে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহার প্রচার অফল-প্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে অক্ষম হইলে এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবকও যখন ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় হয়না, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন হয়না, ধর্ম্মের অনুসরণ করে না, উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান করে; তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায়—'মিত্র, তোমার লাভ সুলব্ধ, তোমার শাস্তাও সম্যক সম্বুদ্ধ নহেন, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে অক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত নহে, তুমি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় নহ, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন নহ, ধর্ম্মের অনুসরণকারী নহ, তুমি উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান কর।' এইরূপে, চুন্দ, শাস্তা ও ধর্ম্ম উভয়ই নিন্দনীয় হয়, শ্রাবক প্রশংসনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে—'আয়ুষ্মান' আপনার শাস্তা কর্ত্তৃক ধর্ম্ম যেরূপে

উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইযাছে সেইরূপেই উহার অনুসরণ করুন,' তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুরূপ আচারে প্রবৃত্ত হয, তাহারা সকলেই বহু অপুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্ম-বিনযের ব্যাখ্যান অপটু হয…সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয না, তখন এইরূপেই হইয়া থাকে।

৫। 'চুন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ না হইলে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যান অপটু হইলে, উহার প্রচার অফল-প্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে অক্ষম হইলে এবং সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত না হইলে শ্রাবক যখন ঐ ধর্ম্মানুযাযী মার্গে আরূঢ় হয়, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন হয, ধর্ম্মের অনুসরণ করে, উহাতে লগ্ন হইযা অবস্থান করে; তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায—'মিত্র, তোমার লাভ নাই, তোমার ক্ষতি, তোমার শাস্তাও সম্যক সম্বুদ্ধ নহেন, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত নহে, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে অক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত নহে; তুমি ঐ ধর্ম্মানুযাযী মার্গে আরূঢ়, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন, উহার অনুসরণকারী, তুমি উহাতে লগ্ন হইয়া অবস্থান কর।' এইরূপে চুন্দ, শাস্তাও নিন্দনীয হন, ধর্ম্মও নিন্দনীয় হয, শ্রাবকও নিন্দনীয হয। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে—'আযুষ্মান অবশ্যই সত্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পরিপূর্ণতা লাভ করিবেন,' তাহা হইলে যে প্রশংসা করে, এবং যে প্রশংসিত হইযা অধিকতর উৎসাহ সম্পন্ন হয, তাহারা সকলেই বহু অপুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্ম বিনযের ব্যাখ্যান অপটু হয়…সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয না, তখন এইরূপেই হইয়া থাকে।

৬। চুন্দ, শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ হইলে, ধর্ম্মের ব্যাখ্যান যথাযথ হইলে, উহার প্রচার ফলপ্রদ হইলে, উহা লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে সক্ষম হইলে এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইলে শ্রাবক যখন ঐ ধর্ম্মানুযাযী মার্গে আরূঢ় হযনা, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন হযনা, ধর্ম্মের অনুসরণ করেনা, উহা হইতে ভ্রষ্ট হইযা অবস্থান করে, তাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায—'মিত্র তোমার লাভ নাই, তোমার ক্ষতি, তোমার শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ, ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম, উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত; তুমি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ় নহ, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন নহ, উহার অনুসরণে বিরত,

তুমি উহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অবস্থান কর। এইরূপে, চুন্দ, শাস্তা প্রশংসনীয় হন, ধর্ম্ম প্রশংসনীয় হয়, শ্রাবক নিন্দনীয় হয়। চুন্দ, এইরূপ শ্রাবককে যে কহে— 'আয়ুষ্মান, আপনার শাস্তা কর্ত্তৃক ধর্ম্ম যেরূপে উপদিষ্ট এবং ঘোষিত হইয়াছে সেইরূপেই উহার অনুসরণ করুন,' তাহা হইলে উদ্দীপক, উদ্দীপিত এবং উদ্দীপিত হইয়া যে তদনুরূপ আচরণ করে, তাহারা সকলেই বহু পুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্ম-বিনয় সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত হয়, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম হয়, সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৭। চুন্দ, মনে কর শাস্তা সম্যক সম্বুদ্ধ, ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকও ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন, উহার অনুসরণকারী, উহাতেই লগ্ন, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে বলিতে পারা যায়—'মিত্র, তোমার লাভ সুলব্ধ, তোমার শাস্তা অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, ধর্ম্ম সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, তুমি ঐ ধর্ম্মানুযায়ী মার্গে আরূঢ, উহাতে বিহিত আচার সম্পন্ন, ধর্ম্মের অনুসরণকারী, উহাতে লগ্ন হইয়া তুমি অবস্থান কর।' এইরূপে, চুন্দ, শাস্তাও প্রশংসনীয় হন, ধর্ম্মও প্রশংসনীয় হয়, শ্রাবকও প্রশংসনীয় হয়। যে এইরূপ শ্রাবককে এইরূপ কহে—'আয়ুষ্মান অবশ্যই সত্যমার্গে প্রতিষ্ঠিত, আপনি উহাতে পরিপূর্ণতালাভ করিবেন,' যে প্রশংসা করে, যাহাকে প্রশংসা করে, প্রশংসিত হইয়া যে অধিকমাত্রায় উৎসাহ-সম্পন্ন হয়, তাহারা সকলেই বহু পুণ্য প্রসব করে। কি কারণে? চুন্দ, যখন ধর্ম্মবিনয় সুব্যাখ্যাত ঘোষিত হয়, তখন এইরূপই হইয়া থাকে।

৮। চুন্দ, মনে কর অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত ও সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, কিন্তু শ্রাবকগণ সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী হন নাই, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট হয় নাই, বিবৃত হয় নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত হয় নাই, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হয় নাই, এইরূপ সময়ে শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইল। চুন্দ, এরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয়। কি কারণে? অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, লক্ষ্যে

উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী হই নাই, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য আমাদের নিকট প্রকট হয় নাই, বিবৃত হয় নাই, ব্যাপক ও বিস্ময়করবূপে প্রকাশিত হয় নাই, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হয় নাই, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইল।' চুন্দ, এরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয়।

৯। চুন্দ, মনে কর অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা…ঘোষিত, শ্রাবকগণও সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়করবূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে, এইরূপ সময়ে শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইল। চুন্দ, এরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়। কি কারণে? 'অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তা…ঘোষিত হইয়াছিল, আমরাও সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য আমাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়করবূপে প্রকাশিত, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত, এইরূপ সময়ে আমাদের শাস্তার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। চুন্দ, এরূপ শাস্তার মৃত্যু শ্রাবকগণের পক্ষে শোচনীয় নয়।

১০। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলেও শাস্তা যদি থের না হন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপূর্ণ হয়। চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহসম্পন্ন হয়, শাস্তাও থের, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষপ্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হন, তখন ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১১। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহসম্পন্ন হইলেও, শাস্তা থের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেও যদি তাঁহার থের ভিক্ষু শ্রাবকগণ, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম না হন, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তিদ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসনপূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

১২। চুন্দ, ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসমূহ সম্পন্ন হইলে শাস্তাও থের উপনীত হইলে, তাঁহার থের ভিক্ষু শ্রাবকগণ পণ্ডিত… হইলেও যদি তাঁহার

মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবক না থাকে মধ্যবয়স্ক ভিক্ষু শ্রাবক থাকে . কিন্তু নবভিক্ষু শ্রাবক না থাকে .নবভিক্ষু শ্রাবক থাকে ··কিন্তু থেরী ভিক্ষুণী শ্রাবিকা না থাকে ..থেরী ভিক্ষুণী শ্রাবিকা থাকে...কিন্তু মধ্যবয়স্কা-ভিক্ষুণী-শ্রাবিকা না থাকে ·মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকা থাকে কিন্তু নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকা না থাকে নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকা থাকে কিন্তু গৃহী শুভ্রবসনধারী ব্রহ্মচারী উপাসক শ্রাবক না থাকে ঐরূপ গৃহী শ্রাবক থাকে···কিন্তু বিত্তসম্পন্ন ঐরূপ শ্রাবক না থাকে ঐরূপ বিত্তসম্পন্ন শ্রাবক থাকে · কিন্তু গৃহিণী শুভ্রবসনা ব্রহ্মচারিণী উপাসিকা শ্রাবিকা না থাকে···ঐরূপ উপাসিকা শ্রাবিকা থাকে...কিন্তু বিত্তসম্পন্না ঐরূপ শ্রাবিকা না থাকে · ঐরূপ বিত্তসম্পন্না শ্রাবিকা থাকে···কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্বপ্রাপ্ত, সর্ব্বসাধারণে সুপ্রকাশিত না হয়—ব্রহ্মচর্য্য ঐরূপ গুণসমূহে মণ্ডিত হয় কিন্তু শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে অপরিপূর্ণ হয়।

১৩। চুন্দ, যখন ব্রহ্মচর্য্য উক্ত প্রকার অঙ্গসম্পন্ন হয় এবং তৎসহ শ্রেষ্ঠ লাভ ও শ্রেষ্ঠ যশ প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ ব্রহ্মচর্য্য ঐ কারণে পরিপূর্ণ হয়।

১৪। চুন্দ, আমি এক্ষণে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ শাস্তারূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছি, ধর্ম্মও সুব্যাখ্যাত, সুপ্রচারিত, লক্ষ্যে উপনীত করিতে ও শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত, শ্রাবকগণও সদ্ধর্ম্মে পারদর্শী, সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের নিকট প্রকট, বিবৃত, ব্যাপক ও বিস্ময়করররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বজনমধ্যে ঘোষিত হইয়াছে। চুন্দ, আমি এক্ষণে শাস্তা থের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বহুবর্ষ প্রব্রজিত, পূর্ণায়ু ও বার্দ্ধক্যে উপনীত।

১৫। চুন্দ, আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন—তাঁহারা থের, পণ্ডিত, বিনীত, বিশারদ, যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্ত, সদ্ধর্ম্মের সম্যক ব্যাখ্যাকরণে সক্ষম, বিরুদ্ধমতের সম্মুখীন হইলে যুক্তি দ্বারা উহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ নিরসন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দিতে সক্ষম। আমার মধ্যবয়স্ক পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন। আমার নব ভিক্ষু শ্রাবকগণ আছেন। আমার থেরী ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন। আমার মধ্যবয়স্কা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন। আমার নবা ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আছেন। আমার উপাসক শ্রাবকগণ আছেন—তাঁহারা গৃহী, শ্বেতাম্বর-পরিহিত

ব্রহ্মচারী। আমার ঐরূপ গৃহী শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন।। আমার উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন—তাঁহারা গৃহিণী; শ্বেতাম্বর-পরিহিতা, ব্রহ্মচারিণী। আমার ঐরূপ উপাসিকা শ্রাবিকাগণ আছেন যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন · আমার ব্রহ্মচর্য্য সমৃদ্ধ, স্ফীত, বিস্তৃত, বহুজনাদৃত, বিশেষত্ব-প্রাপ্ত, সর্ব্বসাধারণে সুপ্রকাশিত।

১৬। চুন্দ, বর্তমানে যে সকল শাস্তা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তুলনায় তাঁহাদের মধ্যে আমি অপর একজন শাস্তাও দেখিনা যিনি আমার ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্র প্রাপ্ত। চুন্দ, বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যে সকল সঙ্ঘ অথবা গণের আবির্ভাব হইয়াছে, তুলনায় তাহাদের মধ্যে আমি একটি সঙ্ঘও দেখিনা যাহা ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় লাভাগ্র ও যশাগ্র প্রাপ্ত। চুন্দ, সম্যক ভাষী যাহাকে কহিবেন—সর্ব্বাকার-সম্পন্ন, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ, অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্য', তাহা এই ব্রহ্মচর্য্য। চুন্দ, উদ্দক রামপুত্র এইরূপ কহিতেনঃ 'দেখিয়াও দেখে না।' কি দেখিয়াও দেখে না? উত্তমরূপে শাণিত ক্ষুরের তলদেশ দেখে, উহার ধার দেখে না। ইহাকেই বলে 'দেখিয়াও দেখেনা।' চুন্দ, উদ্দক রামপুত্র কথিত ক্ষুর সম্বন্ধীয় বাক্য হীন, গ্রাম্য, সাধারণোচিত, অনার্য্য অনর্থ-সংহিত। চুন্দ, সম্যকভাষী যখন কহিবেন 'দেখিয়াও দেখেনা,' তখন তিনি এইরূপ কহিবেনঃ দেখিয়াও দেখেনা। কি দেখিয়াও দেখেনা? এবম্প্রকার সর্ব্বাকার-সম্পন্ন, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ, অন্যূন, অনধিক, সুব্যাখ্যাত, পরিপূর্ণাঙ্গ, সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্য। ইহাই দেখে। উহাকে বিশুদ্ধতর করিবার অভিপ্রায়ে যদি উহা হইতে কোন অংশ বিচ্ছিন্ন করে তাহা হইলে দেখেনা। উহাকে পূর্ণতর করিবার অভিপ্রায়ে যদি উহাতে কিছু প্রক্ষেপ করে, তাহা হইলে দেখে না। ইহাকেই বলে দেখিয়াও দেখে না। চুন্দ, সম্যকভাষী যদি সর্ব্বাকার সম্পন্ন · সুপ্রকাশিত ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই ব্রহ্মচর্য্যেরই উল্লেখ করিতে হইবে।

১৭। অতএব, চুন্দ, আমার অনুভূত যে সকল সত্য আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি উহা সকলে একত্রিত ও মিলিত হইয়া, বহুজনের—দেবমনুষ্যের—হিত ও সুখার্থ, জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া, সর্ব্ব অর্থ ও ব্যঞ্জনের সহিত আবৃত্তি করিবে, বিবাদ করিবে না, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য দূরবিস্তৃত ও চিরস্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়।

চুন্দ, ঐ সকল সত্য কি কি? উহা চাবি স্মৃতিপ্রস্থান, চাবি সম্যক প্রধান, চাবি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ। চুন্দ, এইগুলিই ঐ সকল সত্য।

১৮। চুন্দ, তোমবা একত্রিত ও মিলিত হইযা বিবাদে প্রবৃত্ত না হইযা ঐ সকল সত্যে শিক্ষিত হইবে। মনে কব কোন সব্রহ্মচাবী সঙ্ঘে ধর্ম্ম-ভাষণ কবিতেছেন। ঐস্থানে তোমাদেব মনে হইতে পাবে—'এই আযুষ্মান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ কবিতেছেন, মিথ্যা ব্যঞ্জনেব প্রযোগ কবিতেছেন,' তাঁহাব বাক্যেব অভিনন্দনও কবিবে না, নিন্দাও কবিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না কবিযা তাঁহাকে এইবূপ কহিতে হইবে—'আযুষ্মান, এই অর্থেব এইবূপ এইবূপ ব্যঞ্জন, কোন্‌টি অধিকতব প্রযোজ্য? এই সকল ব্যঞ্জনেব এই এই অর্থ, কোন্‌টি অধিকতব প্রযোজ্য?' তিনি যদি কহেন—'এই অর্থেব এই সকল ব্যঞ্জন অধিকতব প্রযোজ্য, এই সকল ব্যঞ্জনেব এই এই অর্থ অধিকতব প্রযোজ্য,' তাঁহাব বাক্য গ্রহণও কবিবে না, বর্জ্জনও কবিবে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন না কবিযা অর্থ ও ব্যঞ্জন তাঁহাকে উত্তমবূপে সর্ব্ব মনোযোগেব সহিত বুঝাইতে হইবে।

১৯। চুন্দ, মনে কব অপব একজন সব্রহ্মচাবী সঙ্ঘে ধর্ম্মভাষণ কবিতেছেন। ঐস্থানে তোমাদেব মনে হইতে পাবে—'এই আযুষ্মান মিথ্যা অর্থ গ্রহণ কবিতেছেন, কিন্তু ব্যঞ্জনেব সম্যক প্রযোগ কবিতেছেন,' তাঁহাব বাক্যেব অভিনন্দও কবিবে না, নিন্দাও কবিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না কবিযা তাঁহাকে এইবূপ কহিতে হইবে—'আযুষ্মান, এই সকল ব্যঞ্জনেব এই এই অর্থ, কোনটি অধিকতব প্রযোজ্য?' যদি তিনি কহেন, 'আযুষ্মান এই সকল ব্যঞ্জনেব এই এই অর্থ অধিকতব প্রযোজ্য,' তাঁহাব বাক্য গ্রহণও কবিবে না, বর্জ্জনও কবিবে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন না কবিযা অর্থ তাঁহাকে উত্তমবূপে সর্ব্বমনোযোগেব সহিত বুঝাইতে হইবে।

২০। চুন্দ, মনে কব অপব একজন সব্রহ্মচাবী সঙ্ঘে ধর্ম্ম-ভাষণ কবিতেছেন। ঐ স্থানে তোমাদেব মনে হইতে পাবে,—'এই আযুষ্মান অর্থ সম্যকবূপে গ্রহণ কবিতেছেন, কিন্তু ব্যঞ্জনেব সম্যক প্রযোগ কবিতেছেন না,' তাঁহাব বাক্যেব অভিনন্দনও কবিবে না, নিন্দাও কবিবে না। অভিনন্দন ও নিন্দা না কবিযা তাঁহাকে এইবূপ কহিতে হইবে,—'আযুষ্মান, এই অর্থেব এই এই ব্যঞ্জন, কোন্‌টি অধিকতব প্রযোজ্য? তিনি যদি কহেন,—'এই

অর্থের এই এই ব্যঞ্জন অধিকতর প্রযোজ্য,' তাঁহার বাক্য গ্রহণও করিবে না, বর্জ্জনও করিবে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন না করিয়া ব্যঞ্জন তাঁহাকে উত্তমরূপে সর্ব্বমনোযোগের সহিত বুঝাইতে হইবে।

২১। চুন্দ, মনে কর অপর একজন সব্রহ্মচারী সঙ্ঘে ধর্ম্ম-ভাষণ করিতেছেন, ঐ স্থানে তোমাদের মনে হইতে পারে—'এই আয়ুষ্মান অর্থ সম্যকরূপে গ্রহণ করিতেছেন, ব্যঞ্জনের সম্যক প্রযোগ করিতেছেন,' তখন সাধুকার দিয়া তাঁহার বাক্যের অভিনন্দন ও অনুমোদন করিবে। ঐরূপ করিয়া তাঁহাকে কহিতে হইবে—'আবুষ্মান, আমরা সৌভাগ্যবান, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আপনার ন্যায় অর্থ ও ব্যঞ্জনকুশল সব্রহ্মচারী পাইয়াছি।'

২২। চুন্দ, এই জীবনেই যে সকল আস্রবের উৎপত্তি হয়, ঐ সকলের সংযমের নিমিত্ত আমি নব ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি। আমি যে কেবল পরজীবনের আস্রব সমূহের বিনাশের জন্যই ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি তাহা নহে; চুন্দ, আমি প্রত্যেক্ষ জীবনের আস্রব সমূহের সংযমের জন্য এবং পরজীবনের আস্রব সমূহের বিনাশের জন্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি। অতএব, চুন্দ, তোমাদের জন্য আমি যে চীবরের অনুমোদন করিয়াছি উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপের স্পর্শ নিবারণের জন্য পর্য্যাপ্ত, সেইরূপেই লজ্জানিবারণের জন্য পর্য্যাপ্ত। আমি যে পিণ্ডপাতের অনুমোদন করিয়াছি উহা এই দেহের স্থিতি এবং পুষ্টির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে; বিহিংসা নিবারণার্থে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপনার্থে পর্য্যাপ্ত হইবে—'এইরূপে পুরাতন বেদনার বিনাশ-সাধন করিব এবং নূতন বেদনার উৎপাদন করিব না, যাহার ফলে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইবে এবং আমি অনিন্দ্য ও সুখবিহারী হইব।' আমি তোমাদের জন্য যে শয়নাসনের অনুমোদন করিয়াছি, উহা শীতোষ্ণের নিবারণের জন্য, দংশ-মশক-বাতাতপ-সরীসৃপের স্পর্শ নিবারণের জন্য, ঋতু প্রকোপ পরিহারের জন্য, নিভৃতবাসের আনন্দের জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে। আমি তোমাদের জন্য রোগীর ঔষধ ও পথ্যাদি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছি উহা উৎপন্ন ব্যাধির বেদনা নিবারণের জন্য এবং সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য পর্য্যাপ্ত হইবে।

২৩। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন—'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখভোগে লিপ্ত হইয়া বিহার করেন।' চুন্দ, যে সকল

অন্যতীর্থীয পবিব্রাজক ঐবূপ কহিবেন তাঁহাদিগকে এইবূপ বলিতে হইবে—'আযুষ্মান, সুখভোগানুযোগ কি? উহা অনেক প্রকাবেব।' চুন্দ, চাবি প্রকাব আছে যাহা হীন, ইতবসেবিত, সাধাবণজনীয, অনার্য্য, নিষ্ফল, যাহা নির্বেদ[১], বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নিৰ্বাণেব অনুকূল নহে। কোন্ চাবি প্রকাব? চুন্দ, কোন নির্ব্বোধ প্রাণী-হত্যা কবিযা আপনাকে সুখী অনুভব কবে, প্রীত হয, ইহাই প্রথম প্রকাব সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ অদত্তেব গ্রহণ কবিযা আপনাকে সুখী অনুভব কবে, প্রীত হয, ইহা দ্বিতীয সুখভোগানুযোগ। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ মৃষাবাদ কবিযা আপনাকে সুখী অনুভব কবে, প্রীত হয, ইহা তৃতীয। পুনশ্চ, চুন্দ, কেহ পঞ্চেন্দ্রিযেব তৃপ্তিবূপ ভোগে বেষ্টিত হইযা বাস কবে। ইহা চতুর্থ প্রকাব। চুন্দ, এই সকলই চাবি প্রকাব সুখ ভোগ যাহা হীন · নিৰ্বাণেব অনুকূল নহে।

২৪। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীযগণ জিজ্ঞাসা কবিবে—'শাক্য-পুত্রীয শ্রমণগণ কি ঐ সকল চাবি প্রকাব সুখভোগে অনুযুক্ত হইযা বিহাব কবেন? 'তাহা নহে' এইবূপ উত্তব উহাদিগকে দিতে হইবে, তাহাবা সম্যকভাষী হইবে না, মিথ্যা কুৎসা বটনা কবিবে। চুন্দ, চাবি প্রকাব সুখভোগানুযোগ আছে যাহা সম্পূর্ণবূপে নির্বেদ, বিবাগ, নিবোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নিৰ্বাণেব অনুকূল। কোন্ চাবি প্রকাব? চুন্দ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইযা, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইযা সবিতর্ক সবিচাব বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ কবিযা বিবাজ কবেন। ইহাই প্রথম প্রকাব। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচাবেব উপশমে আধ্যাত্মিক শান্তিপ্রদাযী, চিত্তেব একাগ্রতা সম্পাদনকাবী অবিতর্ক অবিচাব সমাধিজ প্রীতিসুখ-মণ্ডিত দ্বিতীয ধ্যান লাভ কবিযা বিহাব কবেন। ইহাই দ্বিতীয প্রকাব। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু প্রীতিতেও বৈবাগ্য উৎপাদন কবিযা…… তৃতীয ধ্যান[২] লাভ কবিযা বিহাব কবেন। পুনশ্চ, চুন্দ, ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভযই বর্জ্জন কবিযা·· চতুর্থ ধ্যান[৩] লাভ কবিযা বিবাজ কবেন। ইহাই চতুর্থ

১। জাগতিক জীবনে বিবক্তি।

২। প্রথম খণ্ড, শ্রামণ্য ফল সূত্র, ৮২ পৃঃ ৭৯ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। ঐ ঐ ৮২ পৃঃ ৮১ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রকার। এই সকল চারি সুখভোগানুযোগ যাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণের অনুকূল। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন—'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ এই সকল চারি সুখ ভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন।' এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে—'আপনারা যথার্থ কহিয়াছেন', তাঁহারা সম্যক-ভাষী হইবেন, মিথ্যা কুৎসারটনাকারী হইবেন না।

২৫। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন—'যাঁহারা এই চারি সুখ ভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন, তাঁহাদের কি ফললাভ হইবে, কি ইষ্ট সাধিত হইবে?' তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিতে হইবে—'যাঁহারা ঐ চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন তাঁহাদের চারি প্রকার ফললাভ হইতে পারে, চারি প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। কি কি প্রকার? এইস্থলে ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের[১] ক্ষয়হেতু স্রোতাপন্ন ও দুর্গতিমুক্ত হন, তাঁহার সম্বোধি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রথম ফল, প্রথম ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু ত্রিবিধ সংযোজনের ক্ষয়হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাশে সকৃদাগামী হইয়া মাত্র একবার এই জগতে আগমন করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহা দ্বিতীয় ফল, দ্বিতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ অবরভাগীয়[২] সংযোজনের ক্ষয়হেতু স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় পরিনির্বাণ লাভ করেন, ঐ স্থান হইতে তাঁহার পুনরাগমন হয় না। ইহা তৃতীয় ফল, তৃতীয় ইষ্ট। পুনশ্চ, ভিক্ষু আস্রব সমূহের ক্ষয়হেতু অনাস্রব চিত্ত-বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞা-বিমুক্তি এই জগতেই স্বয়ং জানিয়া ও উপলব্ধি করিয়া বিহার করেন। ইহা চতুর্থ ফল, চতুর্থ ইষ্ট। যাঁহারা উক্ত চারি প্রকার সুখভোগে অনুযুক্ত হইয়া বিহার করেন, তাঁহাদের এই চারি প্রকার ফল লাভ হইতে পারে, চারি প্রকার ইষ্ট সাধিত হইতে পারে।'

২৬। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন—'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মে অপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিহার করেন।' চুন্দ,

---

১। যে সকল বন্ধন মানুষকে পুনর্জন্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। ত্রিবিধ সংযোজন ঃ সংকায দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ।

২। হীনাংশভাগীয়, কামজগত সম্পর্কীয়। উপরোক্ত ত্রিবিধ সংযোজন এবং তৎসহ কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ।

তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিতে হইবে—'আয়ুষ্মান, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক শ্রাবকগণের নিকট ধর্ম্ম উপদিষ্ট ও ঘোষিত হইয়াছে, ঐ ধর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। যেরূপ গভীররূপে প্রোথিত প্রস্তর অথবা লৌহস্তম্ভ অচল অটল হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপই জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক শ্রাবকগণের নিকট উপদিষ্ট ও ঘোষিত ধর্ম্ম যাবজ্জীবন অনুল্লঙ্ঘনীয়। যে ভিক্ষু অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত-ব্রহ্মচর্য্য, কৃত-কৃত্য, ভারমুক্ত, পরমার্থপ্রাপ্ত, ভববন্ধন-মুক্ত, সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত, নয় প্রকার কর্ম্ম তদ্দ্বারা কৃত হওয়া অসম্ভব। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রাণী-হত্যা করণে অসমর্থ, চৌর্য্য-কথিত অদত্তের গ্রহণে অসমর্থ, মৈথুন, ধর্ম্মের সেবা করিতে অসমর্থ, সংকল্পিত মিথ্যা ভাষণে অসমর্থ, পূর্ব্বে গৃহস্থজীবনে পার্থিব সুখভোগের নিমিত্ত যেরূপ সঞ্চয় করিতেন সেরূপ সঞ্চয় করণে অসমর্থ, রাগ, দ্বেষ ও মোহের বশবর্ত্তী হইতে অসমর্থ, ভয়াভিভূত হইতে অসমর্থ। যে ভিক্ষু অরহত, ক্ষীণাস্রব ... সম্যক জ্ঞান-বিমুক্ত এই নব প্রকার কর্ম্ম তদ্দ্বারা কৃত হওয়া অসম্ভব।'

২৮। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন—'শ্রমণ গৌতম অতীত সম্বন্ধে অসীম জ্ঞান-দর্শন প্রকাশ করেন, কিন্তু অনাগত সম্বন্ধে ঐরূপ জ্ঞান-দর্শন প্রকাশ করেন না, ইহা কি প্রকার? কেন এরূপ হয়?' নির্ব্বোধ অজ্ঞান অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ এক প্রকার জ্ঞান-দর্শন দ্বারা অন্য প্রকার জ্ঞান-দর্শন জ্ঞাপিতব্য মনে করে। চুন্দ, অতীত সম্বন্ধে তথাগতের বিজ্ঞান স্মৃতি-অনুসারী। তিনি যতদূর ইচ্ছা ততদূর অনুস্মরণ করেন। ভবিষ্যদ্বিষয়ে তথাগতের বোধিজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়—'ইহা অন্তিম জন্ম, আর পুনর্জ্জন্ম নাই।'

২৭। চুন্দ, যদি অতীত মিথ্যা হয়, তথ্যানুরূপ না হয়, যদি উহা নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি অতীত সত্য ও তথ্যানুরূপ হয়, কিন্তু অনর্থক হয়, তাহা হইলেও তথাগত ঐ বিষয়ে কিছু কহেন না। যদি অতীত সত্য, তথ্যানুরূপ এবং ইষ্টসাধক হয়, তাহা হইলে তথাগত ঐ প্রশ্নের উত্তর দান সম্বন্ধে কালজ্ঞ হন। [ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধেও একই প্রকার উক্তি]।

এইরূপে, চুন্দ, অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ধর্ম্মসমূহে তথাগত কাল-

-বাদী, ভূতবাদী, অর্থ-বাদী, ধর্ম্মবাদী ও বিনযবাদী। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

২৯। চুন্দ, দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগত ও সর্ব্বদেবমনুষ্য কর্ত্তৃক যাহা দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, পর্য্যেষিত, মনে বিচাবিত, ঐ সমস্তই তথাগতেব জ্ঞাত। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, যে বাত্রিতে তথাগত অনুত্তব সম্যক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে বাত্রে তিনি উপাধিশূন্য নির্ব্বাণ-ধাতুতে পবিনির্বৃত হইযাছিলেন, এই দুই সমযেব অন্তবে তিনি আলোচনা, কথোপকথন ও নির্দ্দেশ দানের কালে যাহা কহিযাছেন, তৎসমস্তই সত্য, উহার অন্যথা নাই। তন্নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। চুন্দ, তথাগত বাক্যানুরূপ কর্ম্মকারী, কর্ম্মানুরূপ ভাষণকাবী। এইরূপে, চুন্দ, তিনি যথাবাদী তথাকারী, যথাকাবী তথাবাদী, এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন। দেবলোক, মাবলোক, ব্রহ্মলোক শ্রমণ-ব্রাহ্মণসহ এই জগত ও সর্ব্বদেবমনুষ্যের মধ্যে তথাগত সর্ব্ববিজযী, অপবাজিত, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান। এই নিমিত্ত তিনি তথাগত উক্ত হন।

৩০। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয পবিব্রাজকগণ কহিবেন—'আযুষ্মান, মবণেব পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে? ইহাই কি সত্য, অন্য-প্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা?' যাঁহাবা এইরূপ কহেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে—'আযুষ্মান, ভগবান কহেন নাইঃ 'মবণেব পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।' ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয পবিব্রাজকগণ কহিবেন—'মবণেব পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই কি সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা?' যাঁহাবা এইরূপ কহেন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে—'ভগবান ইহাও কহেন নাই।' সম্ভবতঃ অন্যতীর্থীয পরিব্রাজকগণ কহিবেন—'মরণের পব তথাগতেব অস্তিত্ব থাকে এবং থাকেও না··· · থাকে না এবং থাকে না তাহাও নয, ইহাই কি সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা?' এরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল পবিব্রাজকদিগকে ঐ একই প্রকাব উত্তব দিতে হইবে।

৩১। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয পবিব্রাজকগণ কহিবেন—'আয়ুষ্মান, শ্রমণ গৌতম কর্ত্তৃক ইহা কেন প্রকাশিত হয নাই?' এরূপক্ষেত্রে তাহাদিগকে বলিতে হইবে—'এই প্রশ্ন অর্থ-সংহিত নহে, ধর্ম্ম-সংহিত নহে,

সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল নহে, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল নহে। এই কারণে ভগবান কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হয় নাই।'

৩২। চুন্দ, ইহা সম্ভব যে অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকগণ কহিবেন—'আয়ুষ্মান, শ্রমণ গৌতম কোন্ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন?' এরূপক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে—'ভগবান দুঃখ কি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধগামী মার্গ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩৩। চুন্দ, ঐ সকল পরিব্রাজকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—'কি হেতু শ্রমণ গৌতম ঐ সকল প্রকাশ করিয়াছেন?' এরূপক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে—'যেহেতু ইহা অর্থ-সংহিত, ধর্ম্ম-সংহিত, সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি, নির্ব্বাণের অনুকূল। এই হেতু ভগবান উহা ব্যক্ত করিয়াছেন।'

৩৪। চুন্দ, পূর্ব্বান্তের[১] সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টি আছে ঐ সকল যেরূপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইরূপেই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি; ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব? অপরান্ত সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টি আছে ঐসকলও যেরূপে ব্যক্ত হওয়া উচিত আমি সেইরূপেই তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি, ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবার যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব?

চুন্দ, পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানুরূপ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি ঐ সকল, এবং যে সকল প্রকাশের যোগ্য নয়, ঐ সকল কি? কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন—'আত্মা ও জগত শাশ্বত, অন্য মত মিথ্যা।' কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা এইরূপ বাদ ও দৃষ্টিসম্পন্ন—

আত্মা ও জগত অশাশ্বত

আত্মা ও জগত শাশ্বত এবং অশাশ্বত

আত্মা ও জগত শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে

১। প্রথম খণ্ড, ১৬—১৯, ৩১—৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আত্মা ও জগত স্বযংকৃত···

আত্মা ও জগত পব-কৃত ·

আত্মা ও জগত একাধাবে স্বযংকৃত ও পরকৃত···

আত্মা ও জগত স্বযংকৃতও নহে, পবকৃতও নহে, উহাবা অধীত্য-সমুৎপন্ন ; ইহাই সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা।

সুখ-দুঃখ শাশ্বত ঃ

সুখ-দুঃখ অশাশ্বত ঃ

সুখ-দুঃখ একাধাবে শাশ্বত ও অশাশ্বত ঃ

সুখ-দুঃখ শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে ঃ

সুখ-দুঃখ স্বযংকৃত ঃ

সুখ-দুঃখ পবকৃত ঃ

সুখ-দুঃখ একাধাবে স্বযংকৃত ও পবকৃত ঃ

সুখ-দুঃখ স্বয়ংকৃতও নহে, পবকৃতও নহে, উহাবা অধীত্য-সমুৎপন্ন। ইহাই সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা।

৩৫। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কহেন—'আত্মা ও জগত শাশ্বত, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা,' তাঁহাদের নিকট গমন কবিষা আমি কহি—'আপনাবা কি কহেন আত্মা ও জগত শাশ্বত ?' যখন তাঁহাবা কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা' তখন আমি উহা অনুমোদন কবি না। কি হেতু ? এই বিষযে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমাব সদৃশ কাহাকেও দেখিনা, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব কোথা হইতে হইবে ? প্রজ্ঞপ্তি বিষযে আমিই শ্রেষ্ঠতব।

৩৬। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইবূপ মত ও দৃষ্টি-সম্পন্ন—'আত্মা ও জগত অশাশ্বত···উহাবা অধীত্য-সমুৎপন্ন। ইহাই সত্য, অন্য-প্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা,' আমি তাঁহাদেব নিকট গমন কবিয়া পূর্ব্বোক্তবূপ প্রশ্ন কবি, তাঁহাবাও পূর্ব্বেব ন্যায কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা।' আমি তাঁহাদেব বাক্য অনুমোদন কবি না। কি হেতু ? এই বিষযে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি···শ্রেষ্ঠতব। এই সকলই পূর্ব্বান্ত সম্বন্ধীয দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেই-বূপেই আমি তোমাদেব নিকট প্রকাশ কবিয়াছি , ঐ সকল যেবূপে প্রকাশিত হইবাব যোগ্য নয, আমি কি সেইবূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিব ?

৩৭। চুন্দ, অপরান্ত সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টি আছে যাহা আমি যথানুরূপ তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছি ঐ সকল, এবং যে সকল প্রকাশের যোগ্য নয়, ঐ সকল কি ?

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টি সম্পন্ন—'মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত এইরূপ দৃষ্টি সম্পন্ন—'আত্মা অরূপ অবস্থায় থাকে ·

আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী হইয়া থাকে

আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, এই অবস্থায় থাকে

আত্মা সচৈতন্য অবস্থায় থাকে··

আত্মা অচৈতন্য অবস্থায় থাকে·

আত্মা না সচৈতন্য না অচৈতন্য অবস্থায় থাকে···

আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণের পর উহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা।'

৩৮। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ কহেন—'মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা,' তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া আমি কহি—'আপনারা কি কহেন মরণান্তে আত্মা রূপী ও অরোগ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে ?' যখন তাঁহারা কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকার দৃষ্টি মিথ্যা', তখন আমি উহা অনুমোদন করি না। কি হেতু ? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমার সদৃশ কাহাকেও দেখি না, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোথা হইতে হইবে ? প্রজ্ঞপ্তি বিষয়ে আমিই শ্রেষ্ঠতর।

৩৯। চুন্দ, যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এইরূপ মত ও দৃষ্টি সম্পন্ন—

আত্মা অরূপ অবস্থায় থাকে ·

আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী হইয়া থাকে···

আত্মা রূপীও নহে, অরূপীও নহে, এইরূপ অবস্থায় থাকে···

আত্মা সচৈতন্য অবস্থায় থাকে

আত্মা অচৈতন্য অবস্থায় থাকে···

আত্মা না সচৈতন্য না অচৈতন্য অবস্থায় থাকে ·

আত্মাব উচ্ছেদ ও বিনাশ হয়, মরণেব পব উহাব অস্তিত্ব থাকে না, ইহাই সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা।'

আমি তাঁহাদেব নিকট গমন কবিয়া কহি—আপনাবা কি কহেন 'আত্মার উচ্ছেদ ও বিনাশ হয, মবণেব পব উহার অস্তিত্ব থাকে না?' যখন তাঁহাবা কহেন 'ইহাই সত্য, অন্যপ্রকাব দৃষ্টি মিথ্যা,' তখন আমি উহা অনুমোদন কবিনা। কি হেতু? এই বিষয়ে ভিন্নমতাবলম্বী সত্ত্বগণও আছেন। এই প্রজ্ঞপ্তিতে আমি আমাব সদৃশ কাহাকেও দেখিনা, আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব কোথা হইতে হইবে? প্রজ্ঞপ্তি বিষযে আমিই শ্রেষ্ঠতব। এই সকলই অপবান্ত সম্বন্ধীয় দৃষ্টি যাহা যেরূপে প্রকাশিত হওয়া উচিত সেইরূপেই আমি তোমাদেব নিকট প্রকাশ কবিয়াছি, ঐ সকল যেরূপে প্রকাশিত হইবাব যোগ্য নয়, আমি কি সেইরূপে তোমাদেব নিকট প্রকাশ কবিব?

৪০। চুন্দ, পূর্ব্বান্ত ও অপবান্ত সম্বন্ধীয় এই সকল দৃষ্টির বর্জ্জনের নিমিত্ত, উহাদেব অতীত হইবাব নিমিত্ত আমি চাবি 'স্মৃতি-প্রস্থান'[১] উপদেশ দিয়াছি। ঐ সকল কি কি? চুন্দ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য দমন করিয়া, কায়ে কায়ানুদর্শী হইযা বিহাব কবেন, বেদনায · চিত্তে · ধর্ম্মে ধর্ম্মানুদর্শী হইয়া বিহাব কবেন। চুন্দ, পূর্ব্বান্ত ও অপরান্ত সম্বন্ধীয এই সকল দৃষ্টিব বর্জ্জনেব নিমিত্ত · স্মৃতি-প্রস্থান উপদেশ দিযাছি।

৪১। ঐ সময় আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে ব্যজনবিবত হইযা তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দণ্ডাযমান ছিলেন। অনন্তব আয়ুষ্মান উপবান ভগবানকে কহিলেন:

'ভন্তে, এই ধর্ম্ম-পর্য্যায আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, মনোহব, ভন্তে, এই ধর্ম্ম-পর্য্যায অতি মনোহব। এই ধর্ম্ম-পর্য্যায়ের নাম কি?'

'তাহা হইলে, উপবান, এই ধর্ম্ম-পর্য্যাযকে 'পাসাদিক' নামে গ্রহণ কবিতে পাব।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন। আনন্দিত হইযা আয়ুষ্মান উপবান ভগবদ্বাক্যেব অভিনন্দন কবিলেন।

। পাসাদিক সূত্রান্ত সমাপ্ত।

১। দ্বিতীয় খণ্ড, মহাসতিপট্ঠান সূত্র দ্রষ্টব্য।

৩০। লক্ষণ সুত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। ১। এক সময় ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'ভিক্ষুগণ!' ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তরে কহিলেন, 'ভন্তে!' তখন ভগবান কহিলেন ঃ

'ভিক্ষুগণ, যিনি মহাপুরুষ তিনি দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত, ঐ লক্ষণযুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মরাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, সপ্তরত্ন সমন্বিত। এই সকল তাঁহার সপ্তরত্ন, যথা—চক্ররত্ন, হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন, এবং সপ্তম রত্ন স্বরূপ মন্ত্রীরত্ন। তাঁহার সহস্রাধিক পুত্র—সাহসী, বীরোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন, তিনি সসাগরা পৃথিবী বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে, মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অর্হত পদ প্রাপ্ত হন।'[১]

২। 'ভিক্ষুগণ! ঐ সকল মহাপুরুষ লক্ষণ কি কি—যদ্দারা যুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই? গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী···যদি তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অর্হত পদ প্রাপ্ত হন।

'ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ সুপ্রতিষ্ঠিতপাদ। ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ।

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের পদতলের নিম্নে চক্র দৃষ্ট হয়, উহা সহস্র অর, নেমি ও নাভিযুক্ত, সর্ব্বাকার-পরিপূর্ণ এবং সুবিভক্ত। ইহাও মহাপুরুষের লক্ষণ।

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ আয়ত পার্ষ্ণি-সম্পন্ন

'দীর্ঘ অঙ্গুলি সম্পন্ন ·

'মৃদু-তরুণ হস্ত-পাদ সম্পন্ন

১। সুত্তনিপাত, সেল সুত্র এবং দীঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, ৯৬ পৃ. দ্রষ্টব্য।

'জাল হস্ত-পাদ সম্পন্ন...

'পাদতলের মধ্যস্থলে স্থিত গুল্ফ-সন্ধি বিশিষ্ট

'এণী-জঙ্ঘা বিশিষ্ট

'দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ততল দ্বারা জানুদেশ স্পর্শ ও মর্দ্দনে সক্ষম...

'কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় সম্পন্ন...

'সুবর্ণবর্ণ ও কাঞ্চনসন্নিভ ত্বক-বিশিষ্ট ·

'তাঁহার চর্ম্ম এতই সূক্ষ্ম যে ধূলি ও মল উহাতে লিপ্ত হয় না...

'তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে মাত্র একটি লোম উৎপন্ন হয়...

'তাঁহার লোমসমূহ ঊর্দ্ধাগ্র, নীলাঞ্জনবর্ণ, দক্ষিণাবর্ত্ত-সম্পন্নকুণ্ডল বিশিষ্ট...

'তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য ঋজুতা সম্পন্ন...

'তিনি সপ্ত-উৎসেধ সম্পন্ন ·

'তাঁহার দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ সিংহের ন্যায়...

'তিনি উন্নত-বক্ষঃ...

'তিনি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পন্ন, তাঁহার কায়ানুযায়ী ব্যাম এবং ব্যামানুযায়ী কায়...

'তিনি সমবর্ত্তস্কন্ধ...

'তিনি শ্রেষ্ঠরুচি সম্পন্ন

'তিনি সিংহহনু ··

'তিনি চত্বারিংশৎ দন্তবিশিষ্ট··

'তিনি সমদন্তবিশিষ্ট

'তিনি অবিবরদন্ত...

'তাঁহার শুভ্রোজ্জ্বল শ্বাদন্ত ·

'তিনি দীর্ঘজিহ্ব...

'তিনি দিব্যস্বর সম্পন্ন...

'করবীক পক্ষীর স্বরের ন্যায় মধুর তাঁহার স্বর ·

'তাঁহার নেত্র গাঢ় নীলবর্ণ...

'তাঁহার গো-সদৃশ অক্ষি-পক্ষ্ম...

'তাঁহার ভ্রূযুগমধ্যস্থ ঊর্ণ শুভ্র মৃদু তুলসন্নিভ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষের ভ্রূযুগমধ্যস্থ ঊর্ণ শুভ্র মৃদু তুলসন্নিভ হয়, ইহাও মহাপুরুষ লক্ষণ।

'পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ, মহাপুরুষ উষ্ণীষ-শীর্ষ হন, ইহাও মহাপুরুষ লক্ষণ।

৩। 'ভিক্ষুগণ, এই সকলই দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ, যাহাতে যুক্ত মহাপুরুষের মাত্র দুই প্রকার গতি, অন্য নাই। গৃহবাসী হইলে তিনি · পৃথিবীতে আবরণমুক্ত সম্যক সম্বুদ্ধ অবহত পদ প্রাপ্ত হন। ভিক্ষুগণ, এই সকল মহাপুরুষ-লক্ষণ ভিন্নধর্ম্মীয় ঋষিগণও অবগত আছেন, যদিও কোন্ কর্ম্মের ফলে কোন্ লক্ষণ লাভ হয় তাহা তাঁহাদের জ্ঞাত নহে।

৪। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্ব জন্ম, পূর্ব্ব ভব ও পূর্ব্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুশল ধর্ম্মাচরণে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন, কায়িক, বাচসিক ও মানসিক সদাচারে, দান বিতরণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃসেবায়, পিতৃসেবায়, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সেবায়, কুল-জ্যেষ্ঠের সৎকারে এবং অপরাপর মহৎ কুশল কর্ম্মে অবিচলিত সংকল্প হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দশ বিষয়ে অন্য দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন—দিব্য আয়ুতে, দিব্য বর্ণে, দিব্য সুখে, দিব্য যশে, দিব্য আধিপত্যে, দিব্য রূপে, দিব্য শব্দে, দিব্য গন্ধে, দিব্য রসে, দিব্য স্পর্শে। তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া ইহলোকে আগমন করিয়া এই সকল মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,— সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ হইয়া তিনি সমভাবে ভূমিতে পদক্ষেপ করেন, সমভাবে পদ উত্তোলন করেন, সমভাবে সম্পূর্ণ পদতলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করেন।

৫। 'ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া গৃহবাসী হইলে তিনি রাজচক্রবর্ত্তী শত্রুসেনামর্দ্দন, তিনি সসাগরা, উর্ব্বরা, অনিমিত্ত[১], অকণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, সুশান্ত, শিব, শুদ্ধ এই পৃথিবীকে বিনা দণ্ডে ও বিনা অস্ত্রে মাত্র ধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়া বাস করেন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? কোন মনুষ্য শত্রু অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া তাঁহার প্রতিরোধে অক্ষম হয়। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ করিয়া গৃহহীন প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন, তিনি পৃথিবীতে আবরণমুক্ত অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন? রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ অভ্যন্তর শত্রু এবং বহিঃশত্রু স্বরূপ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতে অপর কেহ তাঁহার প্রতিরোধে অক্ষম। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১। দস্যুতস্করাদিজনিত অমঙ্গলের চিহ্নশূন্য।

৬। ঐ সম্পর্কে উক্ত হইযাছে ঃ

সত্য, ধর্ম্ম, দম, সংযম, শৌচ, শীল,
উপোসথ, দান, অহিংসায় রত হইয়া,
বলপ্রয়োগে বিরত হইযা, দৃঢ় সংকল্পেব
সহিত তিনি সমতাব আচবণ করিয়া-
ছিলেন। সেই কর্ম্মেব ফলে তিনি স্বর্গে
গমন কবিযা সুখ ও ক্রীড়া-বতি অনুভব
কবিষাছিলেন।
ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি পৃথিবীতে
পুনরাগমন কবিযা সম-পদবিক্ষেপে ভূমি স্পর্শ
কবিয়াছিলেন। লক্ষণজ্ঞগণ একত্রিত
হইযা ঘোষণা কবিলেন ঃ 'যিনি
সুপ্রতিষ্ঠিতপাদ, তাঁহাব অন্তরায় নাই,
গৃহীই হউক অথবা প্রব্রজিতই হউক,
ঐ লক্ষণেব ঐ অর্থ

গৃহবাসী হইলে তিনি বিজয়ী-শত্রুমর্দ্দন
হন, কোন শত্রু তাঁহাব প্রতিবোধ
কবিতে পাবে না, ঐ ধর্ম্মেব ফলে কোন
মনুষ্য তাঁহার পথে অন্তবায় হইতে
পাবে না।

ঐবূপ পুবুষ যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবেন,
তাহা হইলে তিনি নৈষ্কাম্য-বত ও
বিচক্ষণ হইয়া শ্রেষ্ঠ নবোত্তমে পবিণত
হন, ইহা নিশ্চিত যে তিনি আব গর্ভে
প্রবেশ কবেন না ; ইহাই তাঁহাব স্বাভাবিক
নিয়তি।'

৭। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্ব জন্ম, পূর্ব্বভব ও পূর্ব্ব নিবাসে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ কবিযা বহুজনেব সুখবিধান কবিয়াছিলেন, তাহাদেব

উদ্বেগ, উত্রাস, ভয অপনোদন করিযাছিলেন, তাহাদেব ধর্ম্মানুযাযী আশ্রয ও বক্ষাব বিধান কবিযাছিলেন, সর্ব্বপ্রযোজনীয বস্তু দান কবিযাছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মেব সম্পাদন, সঞ্চয, বাহুল্য ও বিপুলতাব জন্য মবণান্তে দেহেব বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইযাছিলেন··· তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইযা ইহলোকে আগমন কবিযা এই মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তাঁহাব পাদতলে সহস্র অব, নেমি ও নাভিযুক্ত, সর্ব্বাকাব-পবিপূর্ণ সুবিভক্ত চক্র প্রকাশিত হয।

৮। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইযা যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে বাজা চক্রবর্ত্তী হন বাজা হইযা তিনি কি লাভ কবেন? তিনি বহু অনুচববেষ্টিত হইযা থাকেন,—ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগব ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষ, প্রহবী, দৌবাবিক, অমাত্য, পবিষদ, ক্ষুদ্র বাজগণ, ধনী অভিজাত বংশীযগণ এবং তরুণ বাজকুমাবগণ কর্ত্তৃক তিনি বেষ্টিত হইযা থাকেন। বাজা হইযা তাঁহাব এই লাভ। যদি তিনি গৃহত্যাগ কবিযা গৃহহীন প্রব্রজ্যা আশ্রয কবেন, তিনি পৃথিবীতে আববনমুক্ত, অবহত, সম্যক-সম্বুদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধ হইযা কি লাভ কবেন। তিনি বহু অনুচববেষ্টিত হন,—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুব-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তিনি বেষ্টিত হইযা থাকেন। বুদ্ধ হইযা তাঁহাব এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৯। এই সম্পর্কে উক্ত হইযাছে ঃ

অতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্যরূপে তিনি
বহু জনেব সুখবিধান কবিযাছিলেন,
উদ্বেগ, উত্রাস ও ভয অপনোদন কবিযাছিলেন,
সাগ্রহে তাহাদেব আশ্রয ও বক্ষাব বিধান
কবিযাছিলেন।

সেই কর্ম্মেব ফলে স্বর্গে গমন কবিযা
তিনি সুখ ও ক্রীডা-বতি অনুভব
কবিযাছিলেন। ঐ স্থান হইতে চ্যুত
হইযা এই পৃথিবীতে পুনবাগমন কবিলে

তাঁহার পাদদ্বয়ে সনেমি সহস্র অরযুক্ত
চক্র দৃষ্ট হইয়াছিল।

লক্ষণজ্ঞগণ একত্রিত হইয়া শত পুণ্যলক্ষণ
সম্পন্ন কুমারকে দেখিয়া কহিলেন:
'তিনি বহু অনুচরবেষ্টিত ও শত্রুমর্দ্দনক্ষম
হইবেন, যেহেতু সম্পূর্ণ নেমিযুক্ত চক্র
দৃষ্ট হইয়াছে।

ঈদৃশ পুরুষ যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করেন,
তাহা হইলে তিনি চক্রের প্রবর্ত্তন করিয়া
পৃথিবী শাসন করেন, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার
অনুগামী হন, তিনি বিপুল যশের অধিকারী
হন।
ঈদৃশ পুরুষ যদি নৈষ্কাম্য-রত ও বিচক্ষণ হইয়া
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেব-মনুষ্য-
অসুর-শত্রু-রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্ব-নাগ-বিহঙ্গগণ,
চতুষ্পদগণ সেই অনুত্তর দেব-মনুষ্য-পূজিত,
মহা যশস্বী পুরুষের সেবা করেন।'

১০। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্ব জন্মে পূর্ব্ব ভবে পূর্ব্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণাতিপাত বর্জ্জন পূর্ব্বক উহাতে বিরত হইয়াছিলেন, দণ্ড ও শস্ত্র পরিহার করিয়া, পাপে-ভয়দর্শী, দয়াপন্ন এবং সর্ব্ব প্রাণীর হিতানুকম্পী হইয়া বিহার করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন·· ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুরুষলক্ষণের অধিকারী হন—তিনি আয়তপার্ষ্ণি সম্পন্ন, দীর্ঘাঙ্গুলিবিশিষ্ট এবং তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিব্য ঋজুতা সম্পন্ন।

১১। 'তিনি ঐ ত্রিবিধ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন···রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি দীর্ঘায়ু হন, বহুকালস্থায়ী হন, বহুদিন জীবন ধারণ করেন, এই সময়ের মধ্যে কোন

মনুষ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু তাঁহাব জীবন নাশ করিতে পাবে না। বাজা হইয়া তাঁহাব এই লাভ…বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তিনি দীর্ঘাযু ও দীর্ঘকাল স্থাযী হন, বহুকাল জীবন ধাবণ কবেন, এই সময়েব মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা শত্রু শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ, দেব, মাব, ব্রহ্মা অথবা জগতে অপব কেহ তাঁহাব জীবন নাশ কবিতে পাবে না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ'।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১২। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

আপনাব মবণ-বধ-ভয বিদিত হইযা
তিনি অপবেব প্রাণবধে বিবত ছিলেন।
সেই সুকর্ম্মেব ফলে তিনি স্বর্গে গমন
কবিযাছিলেন এবং তথায সুকৃতিব
ফল-বিপাক অনুভব কবিযাছিলেন।
ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া পুনবায এই
পৃথিবীতে আগমন কবিবা তিনি তিনটি
লক্ষণযুক্ত হন—দীর্ঘ বিপুল পাণি লাভ
কবেন, ব্রহ্মাব ন্যায ঋজু, সুদর্শন এবং
অঙ্গ-সৌষ্ঠবসম্পন্ন হন, সুভুজ, তবুণকান্তিবিশিষ্ট,
শান্তমূর্ত্তি ও সৌভাগ্যযুক্ত হন।
তিনি মৃদু-তবুণ দীর্ঘ অঙ্গুলিবিশিষ্ট হন,
এই ত্রিবিধ মহাপুবুষলক্ষণ সমন্বিত কুমাব
দীর্ঘজীবীবূপে ঘোষিত হন।
যদি গৃহী হন, তিনি বহুকাল জীবনধাবণ
কবিবেন, যদি প্রব্রজিত হন, তাহা হইলে
আবও অধিককাল জীবিত থাকিবেন;
তিনি আত্মজযী হইয়া ঋদ্ধি-ভাবনায
কালাতিপাত কবেন, ইহা দীর্ঘাযুতাব
লক্ষণ।

১৩। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্ব জন্ম, ভব এবং নিবাসে মনুষ্য-বূপে প্রণীত, সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয দান কবিযাছিলেন, সেইহেতু

তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন…ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তিনি এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া সপ্ত উৎসেধরূপ মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন—তাঁহার উভয় হস্তে, উভয় পদে, উভয় অংসদেশে এবং স্কন্ধে উৎসেধ লক্ষিত হয।

১৪। 'তিনি ঐ লক্ষণসমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন…রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট, খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয প্রাপ্ত হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি প্রণীত, সুমিষ্ট…পেয লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৫। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি সুমিষ্ট খাদ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও পেয
দান করিয়াছিলেন। ঐ সুকর্ম্মের ফলে
তিনি বহুকাল নন্দন কাননে আনন্দে
অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
তিনি সপ্তউৎসেধ ও মৃদু হস্ত ও পাদযুক্ত
হইয়া এই জগতে আগমন করেন।
লক্ষণজ্ঞগণ তাঁহাকে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীরূপে ব্যক্ত করেন।
তিনি গৃহী-জীবনের জন্যই ঐ লক্ষণযুক্ত
হন নাই, প্রব্রজিত হইয়াও তিনি ঐ
লক্ষণ লাভ করেন, সর্ব্ব গৃহী-বন্ধন
ছিন্ন করিয়াও তিনি উত্তম খাদ্য-ভোজ্য
লাভীরূপে উক্ত হন।

১৬। যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তিনি পূর্ব্ব জন্মে, পূর্ব্ব ভবে, পূর্ব্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দান, প্রিয বাক্য, অর্থচর্য্যা ও সমানাত্মতারূপ চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তু দ্বারা জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের

সম্পাদন, সঞ্চয, বাহুল্য ও বিপুলতাব জন্য মবণান্তে দেহেব বিনাশে সুগতি-সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইযাছিলেন। ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা এই পৃথিবীতে আগমন কবিযা তিনি এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন—মৃদু-তরুণ হস্ত-পাদ এবং জালহস্ত-পাদ।

১৭। 'তিনি ঐ সকল লক্ষণযুক্ত হইযা যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে বাজা চক্রবর্ত্তী হন বাজা হইযা কি লাভ কবেন? তিনি পবিজনবর্গ, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগব ও জনপদবাসীগণ, কোষাধ্যক্ষগণ, প্রহবী ও দৌবাবিকগণ, অমাত্য ও পাবিষদগণ, ক্ষুদ্র বাজগণ, ধনী-অভিজাতবংশীযগণ এবং তরুণ বাজকুমাবগণেব প্রিয হন। বাজা হইযা তাঁহাব এই লাভ · বুদ্ধ হইযা তিনি কি লাভ কবেন? তিনি পবিজনগণ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক ও উপাসিকাগণ, দেবমনুষ্য অসুব নাগ গন্ধর্ব্বগণেব প্রিয হন। বুদ্ধ হইযা তাঁহাব এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৮। এই সম্পর্কে উক্ত হইযাছে ঃ

দান, অর্থচর্য্যা, প্রিয বাক্য, সমানাত্মতা
দ্বাবা বহুজনেব চিত্ত জয কবিযা, উক্ত
গুণসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইযা তিনি স্বর্গে
গমন কবেন।

ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা পুনবায ইহলোকে
আগমনপূর্ব্বক তিনি কান্তি ও সৌকুমার্য্য
সমন্বিত হইযা পবম সুন্দব দর্শনীয মৃদু
এবং জালহস্তপদ লাভ কবেন।
পবিজনবর্গ তাঁহাব আদেশানুবর্ত্তী হয,
তিনি সহানুভূতি সম্পন্ন হইযা পৃথিবীতে
বাস কবেন, প্রিযবাদী ও হিত-সুখান্বেষী
হইযা তিনি প্রীতিপ্রদগুণসমূহেব আচবণ
কবেন।
যদি তিনি সর্ব্বপার্থিবসুখ ভোগ পবিহাব

করেন, তাহা হইলে আত্মজয়ী হইয়া
তিনি জনগণের নিকট ধর্ম্মপ্রকাশ করেন,
তাহারা উপদেষ্টার বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন
হইয়া ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন পালনে
রত হয়।

১৯। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্ব ভবে, পূর্ব্ব-নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনকে অর্থোপসংহিত, ধর্ম্মোপ-সংহিত হিতবাক্য কহিয়াছিলেন, বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ধর্ম্ম-যজ্ঞের দ্বারা প্রাণীগণের হিত ও সুখবিধান করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য...ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—পাদ-মধ্যস্থ গুল্ফ-সন্ধি এবং ঊর্দ্ধাগ্রলোম।

২০। 'তিনি ঐ লক্ষণসমূহ প্রাপ্ত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি কাম-ভোগীগণের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ· বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? সর্ব্ব সত্ত্বের মধ্যে তিনি অগ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রমুখ, উত্তম, প্রবর, হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি পূর্ব্বে অর্থ ও ধর্ম্মোপসংহিত বাক্য কহিয়া
বহুজনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রাণীগণের হিত
ও সুখের বিধান করিয়াছিলেন, মাৎসর্য্যরহিত
হইয়া ধর্ম্মযজ্ঞ করিয়াছিলেন।
ঐ সুকর্ম্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন করিয়া তথায়
আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এই পৃথিবীতে
আগমন করিয়া দুইটি লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া উত্তম
সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।
তাঁহার রোমরাজী ঊর্দ্ধাগ্র এবং পাদগ্রন্থি সুব্যবস্থিত

ছিল, তদ্‌্পরি মাংস ও রক্তসহ বিস্তৃত ত্বক শোভন
হইযাছিল।
ঐরূপ পুরুষ গৃহবাসী হইলে কাম-ভোগীদিগের মধ্যে
শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই,
তিনি জম্বুদ্বীপ জয়ী হইয়া বিহার করেন।
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও উহা অসাধারণ হয়,
তিনি সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন,
তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই, তিনি সর্ব্বজয়ী
হইয়া বিহার করেন।

২২। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্ব জন্মে, পূর্ব্বভবে পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া "কিরূপে শীঘ্র জানিতে পারা যায়, শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারা যায়, শীঘ্র শিক্ষার সম্যক অনুসরণ হয়, দীর্ঘকাল ক্লিষ্ট হইতে না হয়?" ইহা চিন্তা করিয়া সযত্নে শিল্প, বিদ্যা, আচরণ এবং কর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়...তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এণী-জঙ্ঘারূপ মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন।

২৩। ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? যাহা রাজার্হ, রাজচিহ্ন, রাজভোগ্য, রাজোচিত, তাহা তিনি শীঘ্র লাভ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? যাহা শ্রমণার্হ, শ্রমণ-লক্ষণ, শ্রমণোপভোগ্য, শ্রমণোচিত, তাহা তিনি শীঘ্র লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৪। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ
শিল্প, বিদ্যা, আচরণ এবং কর্ম্ম 'কিরূপে শীঘ্র শিক্ষা
করা যায়' ইহা ইচ্ছা করিয়া যাহাতে কাহারও
কষ্ট না হয় এবং দীর্ঘকাল কাহাকেও ক্লেশ স্বীকার
করিতে না হয়, সেইরূপে তিনি শীঘ্র শিক্ষা দেন।

সেই কুশল সুখবিধাযক কর্ম্ম করিযা তিনি মনোজ্ঞ,
সুসংস্থিত, সুগোল, সুজাত, ক্রমোন্নত জঙ্ঘা লাভ
করেন, সূক্ষ্ম ত্বকোপরি তাঁহার রোমরাজী ঊর্দ্ধাগ্র
বিশিষ্ট হয়।
সেই পুরুষ এণী-জঙ্ঘ কথিত হন, এবং উহা
অবিলম্বিত সমৃদ্ধিলাভের লক্ষণ কথিত হয়, তাঁহার
প্রত্যেক লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম
উদ্গত হয, প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করিলে যা ঈপ্সিত
তাহা তিনি অবিলম্বে লাভ করেন।
তাদৃশ পুরুষ নৈষ্কাম্য-চিত্ত ও বিচক্ষণ হইয়া প্রব্রজ্যা
গ্রহণ করিলে সেই মহান্ গৃহত্যাগী অবিলম্বে
যোগ্যতানুরূপ প্রাপ্তিতে মণ্ডিত হন।

২৫। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্বজন্মে, পূর্ব্ব ভবে, পূর্ব্বনিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিযা শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণদিগের নিকট গমন করিযা তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিতেন ঃ "ভন্তে, কুশল কি ? অকুশল কি ? কি নিন্দনীয়, কি অনিন্দ্য ? কি সেবিতব্য, কি সেবিতব্য নহে ? কোন্ কর্ম্ম করিলে উহা দীর্ঘকাল আমার অহিত ও দুঃখের কারণ হইবে ? কোন্ কর্ম্মই বা করিলে উহা দীর্ঘকাল আমার হিত ও সুখের কারণ হইবে ?" সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা এই জগতে আগমন করিযা এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—সুমসৃণ ত্বক বিশিষ্ট হন, ত্বকের সূক্ষ্মতার জন্য ধূলি ও মল দেহে লিপ্ত হন না।

২৬। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন· রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন ? তিনি মহাপ্রজ্ঞ হন, কামভোগীদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার সদৃশ অথবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয না। রাজা হইযা তাঁহার এই লাভ। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন ? তিনি মহাপ্রজ্ঞ হন, পৃথুপ্রজ্ঞ, নির্ম্মল জ্ঞানসম্পন্ন, ক্ষিপ্রবুদ্ধি, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ, নির্বেধিক-প্রজ্ঞ হন, সর্ব্ব সত্বগণের মধ্যে কেহই প্রজ্ঞায তাঁহার সদৃশ অথবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয না। বুদ্ধ হইযা তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৭। এই সম্পর্কে উক্ত হইযাছে ঃ

অতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তিনি জ্ঞানার্থী হইযা প্রশ্ন
কবিযাছিলেন, উপদেশ শ্রবণেচ্ছায প্রব্রজিতগণেব
সেবা কবিযাছিলেন, জ্ঞাতার্থ হইযা মঙ্গলোপদেশে
কর্ণপাত কবিযাছিলেন। তিনি প্রজ্ঞালাভরূপ
কর্ম্মহেতু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ কবিযা সূক্ষ্মত্বকবিশিষ্ট
হইযা থাকেন। জন্ম-লক্ষণজ্ঞগণ ঘোষণা কবিযাছিলেন,
'তিনি সূক্ষ্মার্থসমূহেব সম্যক-দর্শী হইবেন।' তাদৃশ
জন প্রব্রজ্যা গ্রহণ না কবিলে চক্রবর্ত্তী বাজা হইযা
পৃথিবী শাসন কবেন। অর্থানুশাসনে এবং উহাব
পবিগ্রহে তাঁহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহাব সমান
কেহই থাকে না। যদি তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবেন,
তাহা হইলে নৈষ্কাম্যবত ও বিচক্ষণ হন, অনুত্তব
বিশিষ্ট প্রজ্ঞাব অধিকাবী হন, মহাপ্রাজ্ঞ হইযা বোধি
প্রাপ্ত হন।

২৮। "ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্ব জন্মে, পূর্ব্ব ভবে, পূর্ব্ব-নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ কবিযা ক্রোধহীন ও শান্তচিত্ত ছিলেন, বহু বাক্যেব বিষযীভূত হইলেও ক্ষোভ, কোপ, দ্বেষ অথবা বিবোধেব বশবর্ত্তী হইতেন না, কোপ, দ্বেষ ও দৌর্ম্মনস্য প্রকাশ কবিতেন না, সূক্ষ্ম, সুচিক্কণ ও মৃদু ক্ষৌম, কার্পাস, কৌষেয, ঔর্ণ আস্তবণ ও আচ্ছাদন দান কবিতেন, সেই-হেতু তিনি সেই কর্ম্মেব· ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা এই জগতে আগমন কবিযা এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন—সুবর্ণ বর্ণ ও কাঞ্চন সন্নিভ ত্বক বিশিষ্ট হন।

২৯। তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইযা যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী বাজা হন। বাজা হইযা কি লাভ কবেন? তিনি সূক্ষ্ম সুচিক্কণ ও মৃদু কার্পাস, কৌষেয ও ঔর্ণ আস্তবণ ও আচ্ছাদন লাভ কবেন। বাজা হইযা তাঁহাব এই লাভ· বুদ্ধ হইযা কি লাভ কবেন? উক্ত সমুদয দ্রব্য তিনি লাভ কবেন। বুদ্ধ হইযা তাহাব এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩০। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি ক্রোধ-হীন হইয়া বিরাজ করিতেন এবং সূক্ষ্ম
সুচিক্কণ বস্ত্রাদি দান করিতেন। পৃথিবীতে দেবের
বর্ষণের ন্যায় পূর্ব্ব জন্মে তিনি দান করিয়াছিলেন,
ঐ কর্ম্ম করিয়া এইস্থান হইতে চ্যুত হইয়া সুকৃতির
ফল স্বরূপ স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এইস্থানে তিনি
কনকতুল্যদেহবিশিষ্ট হইয়া সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের ন্যায়
অবস্থান করেন। যদি তিনি প্রব্রজ্যা ইচ্ছা না করিয়া
গৃহবাসী হন, তাহা হইলে বিশাল পৃথিবী সবিক্রমে
শাসন করেন, বিপুল, সূক্ষ্ম, সুচিক্কণ মহার্ঘ বসনাদি
লাভ করেন। যদি তিনি গৃহহীন জীবন আশ্রয়
করেন, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন-আবরণ বস্ত্রাদি
প্রাপ্ত হন,
বিজয়ী হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত
হন, কৃতের নাশ নাই।

৩১। 'ভিক্ষুগণ, যেহেতু তথাগত পূর্ব্ব জন্মে, পূর্ব্ব ভবে, পূর্ব্ব-নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল পূর্ব্বে হৃত, চির-প্রবাসী জ্ঞাতি-মিত্রসুহৃৎ-সখাগণকে পুনর্মিলিত করিয়াছিলেন, মাতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে মাতার সহিত, পিতাকে পুত্রের সহিত, পুত্রকে পিতার সহিত, ভ্রাতাকে ভ্রাতার সহিত, ভ্রাতাকে ভগ্নীর সহিত, ভগ্নীকে ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের ফলে···তিনি ঐ স্থান হইয়া চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন—কোষরক্ষিত গুপ্তেন্দ্রিয় সম্পন্ন হন।

৩২। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি বহু-পুত্রবান হন, তাহার সহস্রাধিক পুত্র হয় · সকলেই সুর, বীর, পরসেনামর্দ্দনক্ষম। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়...বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি পুত্র লাভ করেন, তাঁহার সুর, বীর, পরসেনামর্দ্দনক্ষম সহস্রাধিক পুত্র (শিষ্য) হয়। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩৩। এই সম্পর্কে উক্ত হইযাছে ঃ

অতীতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তিনি চিবহৃত
চিব প্রবাসী জ্ঞাতি-সুহৃৎ-সখাগণকে
পুনর্মিলিত কবিযাছিলেন, তাহাদেব
মধ্যে ঐক্য স্থাপন কবিযা আনন্দ লাভ
কবিযাছিলেন। তিনি ঐ কর্ম্মেব ফলে
স্বর্গে গমন পূর্ব্বক সুখ ও ক্রীড়া
বতি অনুভব কবিযাছিলেন। ঐ স্থান
হইতে চ্যুত হইযা পুনবায এই পৃথিবীতে
জন্মগ্রহণ কবিযা তিনি কোষবক্ষিত
গুহ্যেন্দ্রিয সম্পন্ন হইযা থাকেন। তিনি
সুব, বীব, শত্রু-জযী, গৃহীব প্রীতিজনক,
প্রিযম্বদ সহস্রাধিক পুত্র লাভ কবেন।
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিলে তাঁহাব
অজ্ঞানুবর্ত্তী বহু পুত্র হয। এইরূপে
গৃহীই হউন অথবা প্রব্রজিতই হউন,
ঐ লক্ষণ উক্ত মঙ্গলেব দ্যোতক।

। প্রথম ভাণবাব সমাপ্ত।

২। ১। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্ব জন্মে পূর্ব্ব ভবে পূর্ব্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ কবিযা জনসাধাবণেব হিতকামী ছিলেন, তাহাদেব মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য জানিতেন, মানুষ বুঝিতেন, তাঁহাদেব মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোথায তাহা বুঝিতেন ঃ "এই পুরুষ ইহাব যোগ্য, এই পুরুষ উহাব যোগ্য," এবং এইরূপে মানুবেব মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন কবিতেন, সেই-হেতু ঐ কর্ম্মেব ফলে ..তিনি ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইযা এই পৃথিবীতে আগমন কবিযা এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন—ন্যগ্রোধ বৃক্ষেব ন্যায

অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায়ই অবনত না হইয়া উভয় হস্ত-তলদ্বারা জানুদেশ স্পর্শ ও মর্দ্দনে সক্ষম হন।

২। 'ঐ সকল লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন...রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি আঢ্য, মহা-ধনশালী, মহাভোগী প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যের অধিকারী, প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন হন, তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে। রাজা হইয়া তিনি এই লাভ করেন .. বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন? আঢ্য, প্রভূত ধন সম্পন্ন মহাভোগী হন। তিনি এই সকল ধন লাভ করেন যথা শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, শ্রুতি-ধন. উত্ত্রপ্য-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি পূর্ব্বে জনসাধারণের হিতকামী
হইয়া তুলনা বিচার ও চিন্তা করিয়া
"এই পুরুষ ইহার যোগ্য" ইহা বুঝিয়া
সর্ব্বস্থানে মানুষের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দর্শন
করিতেন।
এক্ষণে তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায়
অবনত না হইয়া হস্ত দ্বারা উভয় জানু
স্পর্শ করেন, এবং অপরাপর সুকর্ম্মের
ফলস্বরূপ মহীরুপের ন্যায় অঙ্গসৌষ্ঠব
সম্পন্ন হইয়াছেন।
বহুবিধ নিমিত্ত লক্ষণজ্ঞ নিপুণ ব্যক্তিগণ
ঘোষণা করিয়াছিলেন "অতি তরুণ
কুমার সর্ব্বশ্রেণীর গৃহস্থের যোগ্য
ভোগ্য-বস্তু লাভ করেন। তিনি রাজে
উপযুক্ত এবং গৃহীগণের ভোগ্য বহুবিধ
বস্তু লাভ করেন।"

৪। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্ব জন্মে, পূর্ব্ব ভবে পূর্ব্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুজনের অর্থাকাঙ্ক্ষী, হিতাকাঙ্ক্ষী,

সুখাকাঙ্ক্ষী, নিরাপত্তাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলেন এবং কিরূপে তাহাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়, শীল বর্দ্ধিত হয়, শ্রুত হয়, ত্যাগ-ধর্ম্ম-প্রজ্ঞা-ধনধান্য-ক্ষেত্রবস্তু-দ্বিপদ-চতুষ্পদ-পুত্র-দার-দাসকর্ম্মকার-পুরুষ-জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব বর্দ্ধিত হয় তাহা চিন্তা করিয়াছিলেন,—সেইহেতু তিনি সেই কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ··ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি এই তিন মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—সিংহ-পূর্ব্বার্দ্ধ-কায়, উন্নত বক্ষঃ এবং সমবর্ত্ত স্কন্ধ।

৫। তিনি ঐ লক্ষণসমূহ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার কোন বস্তুরই হ্রাস হয় না, ধন-ধান্য, ক্ষেত্র-বস্তু, দ্বিপদ-চতুষ্পদ, পুত্র-দার, দাস-কর্ম্মকার-পুরুষ, জ্ঞাতি-মিত্র-বান্ধব প্রভৃতির হ্রাস হয় না, কোন সম্পত্তির হ্রাস হয় না। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ···বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার কোন বস্তুরই হ্রাস হয় না; শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা, ইত্যাদির হ্রাস হয় না, কোন সম্পত্তির হ্রাস হয় না। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৬। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত্ বুদ্ধি, ত্যাগ ইত্যাদি বহু কুশল ধর্ম্ম ;
ধন-ধান্য-ক্ষেত্র-বস্তু, পুত্র-দার, চতুষ্পদ ;
জ্ঞাতি মিত্র-বান্ধব, বল, বর্ণ ও সুখ—এই সমুদয়ে
কিরূপে অপরের হ্রাস না হয় তিনি ইহাই ইচ্ছা
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অর্থসমৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা
করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি হেতু
সুসংস্থিত সিংহ-পূর্ব্বার্দ্ধকায়, সমবর্ত্ত-স্কন্ধ এবং
উন্নতবক্ষঃ হইয়াছেন এবং লক্ষণানুসারে কোন
প্রকার হ্রাস তাঁহাকে স্পর্শ করে না।
গৃহী হইলে তাঁহার ধন-ধান্য, পুত্র-দার,
চতুষ্পদগণ বর্দ্ধিত হয়, অকিঞ্চন হইয়া

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনি অনুত্তর
অক্ষয় বোধিপ্রাপ্ত হন ।

৭। 'যেহেতু, ভিক্ষুগত, তথাগত পূর্ব্ব জন্মে, পূর্ব্ব ভবে, পূর্ব্ব নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হস্ত, প্রস্তর-খণ্ড, দণ্ড অথবা শস্ত্রের প্রয়োগে প্রাণীগণের প্রতি হিংসাচরণ করেন নাই, সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন—ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া তিনি এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন হন, তাঁহার রস-বাহিনী স্নায়ুগুলি ঊর্দ্ধাগ্র হইয়া গ্রীবাদেশে জাত এবং সমভাবে বিক্ষিপ্ত।

৮। তিনি ঐ লক্ষণমণ্ডিত হইয়া গৃহবাসী হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ নাতিশীতোষ্ণ গ্রহণীসম্পন্ন হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়. বুদ্ধ হইয়া কি লাভ করেন? তিনি নীরোগ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হন, পূর্ণাঙ্গ নাতি-শীতোষ্ণ গ্রহণী-সম্পন্ন হন, উদ্যোগ ও ধৈর্য্যে সমভাবাপন্ন হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৯। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি হস্ত, দণ্ড, প্রস্তর-খণ্ড, শস্ত্র, হত্যা-সাধন,
উৎপীড়ন অথবা তর্জ্জন দ্বারা প্রাণীগণের প্রতি
হিংসাচরণ করেন নাই, তিনি অহিংস ছিলেন।
ঐ কারণে তিনি সুগতি প্রাপ্ত হইয়া
সুকর্ম্মপ্রসূত ফলোপভোগে আনন্দ লাভ
করেন।
এই পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনি
সুসংস্থিত রসবাহিনী স্নায়ু এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট
রুচিসম্পন্ন হন।
তন্নিমিত্ত নিপুণ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কহিয়া-
ছিলেন ঃ 'এই মনুষ্য বহু সুখের অধিকারী

হইবেন, তিনি গৃহীই হউন অথবা প্রব্র-
জিতই হউন, এই লক্ষণ ঐ সুখময
অবস্থা সূচক।'

১০। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত...পূর্ব্বকালে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিযা বক্র, তির্য্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করিতেন না, তিনি ঋজু ও অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, উদারচিত্তে প্রিয চক্ষুর দ্বারা বহুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, সেইহেতু ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি প্রাপ্ত হইযা স্বর্গে উৎপন্ন হইযাছিলেন ·তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা এই জগতে আগমন করিযা এই দুই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি গাঢ় নীল নেত্র ও গো-পক্ষ্ম বিশিষ্ট হন।

১১। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয সমন্বিত হইযা যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হন। রাজা হইযা কি লাভ করেন? তিনি বহুজনের প্রিযদর্শন হন, ব্রাহ্মণ গৃহপতিগণের, নিগম-জনপদবাসীগণের, গণক-মহামাত্রগণের, রক্ষী ও দৌবারিকগণের, অমাত্য ও পারিষদগণের, ভোজরাজগণের এবং অভিজাতবংশীয কুমারগণের প্রিয ও আনন্দ-দাযক হন। রাজা হইযা তাঁহার এই লাভ বুদ্ধ হইযা তিনি কি লাভ করেন? বহুজনের প্রিযদর্শন হন, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের, উপাসক ও উপাসিকাগণের, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণের প্রিয ও আনন্দদাযক হন। বুদ্ধ হইযা তাঁহার এই লাভ হয।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১২। এই সম্পর্কে উক্ত হইযাছে:

তিনি বক্র, তির্য্যক অথবা প্রচ্ছন্ন দৃষ্টিপাত করিতেন
না, তিনি ঋজু ও অকপট দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন,
উদারচিত্তে প্রিয চক্ষুর দ্বারা বহুজনের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিতেন। ঐ কর্ম্মের ফলে তিনি স্বর্গে গমন
করিযা তথায আনন্দ অনুভব করিযাছিলেন,
এই জগতে আসিযা তিনি গোপক্ষ্ম ও গাঢ়নীল
নেত্র সমন্বিত ও সুদর্শন হন। দক্ষ, নিপুণ, সূক্ষ্ম

দৃষ্টিসম্পন্ন বহু লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'প্রিয়দর্শন'
রূপে অভিহিত করেন। গৃহী হইয়া তিনি প্রিয়দর্শন
ও বহুজনের প্রিয় হন, যদি গৃহী না হইয়া তিনি
শ্রমণ হন, তাহা হইলে বহুজনের শোকাপনোদন
করেন।

১৩। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত ..পূর্ব্বে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কুশলধর্ম্মসমূহে বহুজনপ্রমুখ হইয়াছিলেন, কায, বাক্য ও মানসিক সদাচরণে, দান বিতরণে, শীল গ্রহণে, উপোসথ পালনে, মাতৃভক্তিতে, পিতৃ-ভক্তিতে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তিতে, কুলজ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্মানে, অপরাপর কুশলধর্ম্মের বহুজনের অগ্রণী হইয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতিরূপ স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইযাছিলেন—তিনি ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি উষ্ণীষ-শীর্ষ হন।

১৪। তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া তিনি কি লাভ করেন? বহুজন তাঁহার অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, রক্ষী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য ও পারিষদগণ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাত-বংশীয় কুমারগণ তাঁহার অনুসরণ করে। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয় বুদ্ধ হইযা তিনি কি লাভ করেন? বহুজন তাঁহার অনুসরণ করে, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ- দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার অনুসরণ করে। বুদ্ধ হইযা তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৫। এই সম্পর্কে উক্ত হইযাছে ঃ

ধর্ম্মচর্য্যাভিরত হইযা তিনি সদাচরণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন,
তিনি বহুজনের সহচর ছিলেন, স্বর্গে গমন করিয়া
তিনি পুণ্যফল প্রাপ্ত হইযাছিলেন। সদাচরণের
ফলভোগ করিয়া এই জগতে আসিযা তিনি

উষ্ণীষ-শীর্ষ হইয়াছেন, লক্ষণজ্ঞগণ কহিয়াছিলেন,
"এই পুরুষ বহুজনের অগ্রগামী হইবেন। ইহলোকে
মানুষের ভোগ্য বস্তু সমূহ পূর্বের ন্যায় তাঁহার নিকট
আহৃত হইবে, যদি তিনি ভূমিপতি ক্ষত্রিয় হন,
তাহা হইলে বহুজনের সেবা লাভ করিবেন। যদি
তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ধর্মের
জ্ঞানসম্পন্ন ও পারদর্শী হন। বহুজন তাঁহার শিক্ষায়
অনুরক্ত হইয়া তাঁহার অনুগামী হয়।'

১৬। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত…পূর্বে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃষাবাদ পরিহার পূর্বক উহা হইতে বিরত ছিলেন, সত্যবাদী, সত্যাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, প্রত্যয়যোগ্য, অবিসংবাদী ছিলেন, সেইহেতু তিনি ঐ কর্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি এক-এক লোমবিশিষ্ট হন, তাঁহার ভ্রূযুগ মধ্যস্থ উর্ণ শুভ্র মৃদু তুলসন্নিভ হয়।

১৭। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন তাহা হইলে রাজা চক্রবর্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তিনি ব্রাহ্মণ-গৃহপতি, নিগম-জনপদবাসী, গণক মহামাত্র, রক্ষীবর্গ, দৌবারিক, অমাত্য, পারিষদ, ভোজরাজগণ এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমারগণ ইত্যাদি বহু অনুচর লাভ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ· বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন। তিনি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর-নাগ-গন্ধর্ব ইত্যাদি বহু অনুচর লাভ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

১৮। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

পূর্বজন্মে তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, সর্বান্তঃকরণে
সরল বাক্য কহিতেন, অলীক বর্জন করিতেন,
কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেন না, যাহা প্রকৃত,
যাহা সত্য তাহাই করিয়া সকলকে তুষ্ট করিতেন।
তিনি ভ্রূযুগ মধ্য-জাত শ্বেত সুশুভ্র মৃদু তুলসন্নিভ

ঊর্ণ বিশিষ্ট হইযাছেন, তাঁহাব এক লোমকূপ হইতে
দুইটি লোম উদ্গত হয নাই, তাঁহাব অঙ্গেব প্রতি
লোমকূপ হইতে মাত্র একটি লোম উদ্গত। বহু
জন্মলক্ষণজ্ঞগণ আসিযা কহিযাছিলেন ঃ বহুজন,
সুসংস্থিত লোম ও ঊর্ণ বিশিষ্ট ঈদৃশ পুরুষেব
সেবানিবত হইবে। গৃহী হইলেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেব
জন্য বহুজন তাঁহাব অনুবর্ত্তী হইবে, যদি তিনি
অকিঞ্চন, প্রব্রজিত, অনুত্তব বুদ্ধ হন তাহা হইলেও
বহুজন তাঁহাব অনুবর্ত্তী হয।

১৯। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্ব জন্মে মনুষ্যবূপে জন্ম গ্রহণ কবিযা পিশুন বাক্য পবিহাব কবিযা উহা হইতে বিবত ছিলেন. এক স্থানে যাহা শ্রুত ভেদোৎপাদনেব অভিপ্রাযে তাহা অপব স্থানে প্রকাশ কবিতেন না, যাহাবা ভিন্ন তাহাদেব মধ্যে ঐক্যেব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যাহাবা মিত্র তাহাদেব মধ্যে মৈত্রীব উৎসাহদাতা, ঐক্য কাবক, ঐক্য প্রিয়, ঐক্যানন্দ, ঐক্যোৎপাদক বাক্যেব কথনকাবী ছিলেন[১], সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মেব সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতাব জন্য ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা এই জগতে আগমন কবিবা এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি চত্বাবিংশৎ দন্ত ও অবিবব দন্ত বিশিষ্ট হন।

২০। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইযা যদি গৃহে বাস করেন, তাহা হইলে বাজা চক্রবর্ত্তী হন। বাজা হইযা কি লাভ কবেন? 'তাঁহাব পাবিষদবর্গ—ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নিগম-জনপদবাসীগণ, গণকমহামাত্রগণ, বক্ষীগণ, দৌবাবিকগণ, সভাসদবর্গ, ভোজবাজগণ এবং অভিজাতবংশীয কুমাবগণ অভেদ্য হইবা থাকেন। বাজা হইযা তাঁহাব এই লাভ হয···বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তাঁহাব অনুবর্ত্তী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকা-গণ, দেব-মনুষ্য-অসুব-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ অভেদ্য হইযা থাকেন। বুদ্ধ হইযা তাঁহাব এই লাভ হয।

ভগবান এইবূপ কহিলেন।

১। প্রথম খণ্ড, ৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২১। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি মিত্রভেদকারী, ভেদপ্রবর্দ্ধক, বিবাদোৎপাদক,
কলহ-প্রবর্দ্ধক, অকৃত্য-কারী, মিত্রতানাশক দুর্ব্বাক্য
কহেন নাই। তিনি সর্ব্বদা অবিবাদবর্দ্ধক, ভিন্নের
মধ্যে ঐক্যোৎপাদক বাক্য কহিতেন। মৈত্রীসহগত
চিত্তে তিনি জনগণের কলহ অপনোদন করিয়া
আনন্দলাভ করিতেন। ঐ কর্ম্মের ফলে স্বর্গে
গমন করিয়া তিনি তথায় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।
এই জগতে পুনরাগমন করিয়া তিনি সুসংস্থিত
চত্বারিংশৎ সম ও অবিরব দন্তবিশিষ্ট হন। তিনি
যদি ক্ষত্রিয় হন, তাহা হইলে ভূমিপতি হন এবং
তাঁহার অনুচরবর্গ অবিরোধী হয়। যদি তিনি
শ্রমণ হন, তাহা হইলে বিরজ ও বীতমল হন
এবং তাঁহার অনুচরবর্গ অনুগত ও অচল হইয়া
থাকে।

২২। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ · পূর্ব্বে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্কশ বাক্য পরিহার পূর্ব্বক উহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন, যে বাক্য সদয়, শ্রুতিসুখকর, প্রেমনীয়, হৃদয়গ্রাহী, বিনীত, বহুজনের প্রীতিজনক ও মনোজ্ঞ সেইরূপ বাক্য কহিতেন, সেইহেতু ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক তিনি এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হন,—তিনি দীর্ঘ জিহ্ব এবং করবীকের মধুর স্বরবিশিষ্ট হন।

২৩। 'ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি তিনি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজা হইয়া কি লাভ করেন? তাঁহার বাক্য সর্ব্বজনের নিকট অভিনন্দনীয় হয়, ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগর-জনপদবাসীগণ, গণর-মহামাত্রগণ, রক্ষী ও দৌবারিকগণ, অমাত্য-পারিষদগণ, ভোজরাজগণ এবং অভিজাতবংশীয় কুমারগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ করেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয় বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তাঁহার বাক্য অভিনন্দনীয়

হয়, ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুর নাগ-গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার বাক্য গ্রহণ করেন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপে কহিলেন।

২৪। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি তিরস্কার-সূচক, কলহ-জনক, অনিষ্টকর,
পীড়াদায়ক, বহুজনের ক্লেশোৎপাদক, কঠোর,
পরুষ বাক্য কহিতেন না। তিনি মধুর, সুসংহিত,
মৃদু, চিত্তরঞ্জক, হৃদয়গ্রাহী, শ্রুতিসুখকর বাক্য
কহিতেন। তিনি সুবাক্য কথনের ফল অনুভব
করিয়াছিলেন, স্বর্গে গমন পূর্ব্বক পুণ্যফল প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই জগতে আগমন
করিয়া ব্রহ্মস্বর এবং বিপুল স্থূল জিহ্বাসম্পন্ন
হইয়াছেন, তাঁহার বাক্য সর্ব্বজনের অভিনন্দনীয়।
গৃহী হইলে তাঁহার বাক্য সুফলপ্রদ হয়, যদি
তিনি প্রব্রজিত হন তাহা হইলে বহুজনের নিকট
কথিত তাঁহার বহু বাক্য, জনগণের নিকট
আদরণীয় হয়।

২৫। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্বে জন্মে, পূর্ব্বে ভবে, পূর্ব্বে নিবাসে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তুচ্ছ প্রলাপ পরিহার পূর্ব্বক উহা হইতে বিরত ছিলেন, তিনি কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্ম্মবাদী, বিনয়বাদী হইয়া যথাকালে যুক্তিপূর্ণ, সুবিভক্ত, অর্থসংহিত, মূল্যবান বাক্য কহিতেন[১], সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয়, বাহুল্য ও বিপুলতার জন্য মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি লাভ করিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন··· ঐস্থান হইতে চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন করিয়া তিনি এই মহাপুরুষ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন—তিনি সিংহ হনু বিশিষ্ট হইয়াছেন।

২৬। 'তিনি ঐ লক্ষণ সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে

১। প্রথম খণ্ড, ৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাজা চক্রবর্ত্তী হন। রাজ হইয়া কি লাভ করেন? তিনি বিবুদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন মনুষ্য কর্ত্তৃক অজেয় হন। রাজা হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ করেন? তিনি অভ্যন্তর অথবা বাহির বিরোধী শত্রুগণ কর্ত্তৃক—রাগ, দ্বেষ অথবা মোহ কর্ত্তৃক—কিম্বা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা অথবা জগতের অপর কাহারও কর্ত্তৃক অজেয় হন। বুদ্ধ হইয়া তাঁহার এই লাভ হয়।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২৭। এই সম্পর্কে উক্ত হইয়াছে ঃ

তিনি তুচ্ছ প্রলাপে রত হইতেন না, মূঢ়তা প্রকাশ
করিতেন না, তিনি বাক্-সংযত ছিলেন, অহিতের
অপনোদন করিতেন এবং বহুজনের হিত ও
সুখকর বাক্য কহিতেন। ঐরূপ কর্ম্ম করিয়া
এই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া স্বর্গে গমন পূর্ব্বক
তিনি সুকর্ম্মের ফল লাভ করিয়াছিলেন। ঐস্থান
হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় এই জগতে আগমন
করিয়া সিংহ-হনুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি রাজা
হইয়া অপরাজেয় মনুজেন্দ্র নরাধিপ মহানুভব
হইয়া থাকেন এবং ত্রিদিবপুরে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়
বিরাজ করেন। গন্ধর্ব্ব-অসুর-শত্রু-রাক্ষস-সুরগণ
কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হন না। উক্তরূপ পুরুষ
গৃহী হইলে পৃথিবীর দিক প্রতিদিক এবং বিদিকে
ঐরূপই হইয়া থাকেন।'

২৮। 'যেহেতু, ভিক্ষুগণ, তথাগত পূর্ব্ব জন্মে· ·মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া মিথ্যা জীবনোপায় পরিহার পূর্ব্বক সম্যক আজীব দ্বারা জীবকার্জ্জন করিতেন, তুলা, কংস ও মান সম্বন্ধিত প্রবঞ্চনা, উৎকোচ-বঞ্চনা-শাঠ্যরূপ বক্রগতি, এবং ছেদনবধ-বন্ধন-দস্যুতা, লুণ্ঠন ও আক্রমণ হইতে বিরত ছিলেন[১] সেইহেতু তিনি ঐ কর্ম্মের সম্পাদন, সঞ্চয় তিনি ঐস্থান হইতে

১। প্রথম খণ্ড, ৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চ্যুত হইয়া এই জগতে আগমন পূর্ব্বক এই দুই মহাপুরুষলক্ষণ প্রাপ্ত হইযাছেন,—তিনি সমদন্ত ও শুভ্রোজ্জ্বল শ্বাদন্ত বিশিষ্ট হইযাছেন।

২৯। 'তিনি ঐ লক্ষণদ্বয় সমন্বিত হইয়া যদি গৃহবাসী হন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী, ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবাজ, চতুরন্তবিজেতা, প্রজাবর্গেব নিবাপত্তা-প্রাপ্ত, সপ্তবত্ন-সমন্বিত হন। এই সকল তাঁহাব সপ্তবত্ন, যথা—চক্রবত্ন, হস্তীবত্ন, অশ্ববত্ন, মণিবত্ন, স্ত্রীবত্ন, গৃহপতিবত্ন এবং সপ্তম বত্নস্ববূপ মন্ত্রীবত্ন। তাঁহাব সহস্রাধিক পুত্র—সাহসী, বীবোপম, শত্রুসেনামর্দ্দন। তিনি সসাগবা, উর্ব্বব, নিষ্কলুষ, নিষ্কণ্টক, সমৃদ্ধ, স্ফীত, শান্তিপূর্ণ, মঙ্গলময নিষ্কলঙ্ক বিশাল পৃথিবীকে বিনাদণ্ডে বিনাশস্ত্রে ধর্ম্মেব দ্বাবা জয করিয়া বাস কবেন। তিনি বাজা হইযা কি লাভ কবেন? তাঁহার পবিবাববর্গ শুদ্ধচিত্ত হয, তাঁহাব পবিবাবভুক্ত ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ, নগব-গ্রামবাসীগণ, গণক-মহামাত্রগণ, বক্ষীবর্গ ও দৌবারিকগণ, অমাত্য-পাবিষদগণ, ভোজবাজগণ, অভিজাতবংশীয় কুমাবগণ শুদ্ধচিত্ত হয। বাজা হইযা তাঁহাব এই লাভ হয।

৩০। 'যদি তিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা-অবলম্বন কবেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে আবরণমুক্ত অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ হন। বুদ্ধ হইয়া তিনি কি লাভ কবেন? তাঁহাব পবিবাববর্গ শুদ্ধ-চিত্ত হয, তাঁহার পরিবাবভুক্ত ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণ, উপাসক-উপাসিকাগণ, দেব-মনুষ্য-অসুব-নাগ-গন্ধর্ব্বগণ শুদ্ধচিত্ত হয। বুদ্ধ হইযা তাঁহাব এই লাভ হয।

ভগবান এইবূপ কহিলেন।

৩১। এই সম্পর্কে উক্ত হইযাছে ঃ

মিথ্যা জীবনোপায পবিহাবপূর্ব্বক তিনি ন্যায, আচাব
ও ধর্ম্মসঙ্গত বৃত্তি অবলম্বন কবিতেন। অহিতেব
অপনোদন কবিযা তিনি বহুজনেব হিত ও সুখ
সম্পাদনে নিবত ছিলেন। নিপুণ, বিজ্ঞ, সৎপুরুষগণ
কর্ত্তৃক প্রশংসিত কর্ম্ম কবিযা ঐ পুরুষ স্বর্গে সুখময
ফল অনুভব কবিযাছিলেন, স্বর্গাধিপতিব ন্যায
বতি-ক্রীডানুযুক্ত হইযা আনন্দিত হইযাছিলেন।
ঐস্থান হইতে চ্যুত হইযা মনুষ্য জন্ম লাভ কবিযা

সৎকর্মের ফলস্বরূপ তিনি সমান, সুবিশুদ্ধ, সুশুভ্র দন্ত লাভ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক সমাগত দৈবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণ কহিয়াছিলেন ঃ 'এই পুরুষের পরিবারবর্গ শুদ্ধচিত্ত হইবে, তিনি বিহগপক্ষসন্নিভ সম্য-শুভ্র-শুদ্ধ-উজ্জ্বল দন্তবিশিষ্ট। বিশাল পৃথিবীর শাসনকর্তা রাজারূপে তাঁহার বহুসংখ্যক পরিবারবর্গ শুদ্ধাচার সম্পন্ন হয়। তাহারা বলপ্রয়োগে জনপদের পীড়নে বিরত হইয়া সকলের হিত ও সুখবিধায়ক হয়। যদি তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাহা হইলে নিষ্পাপ, বিরজ ও আবরণ মুক্ত হন, বেদনা ও শ্রান্তিহীন হইয়া তিনি ইহলোক ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁহার উপদেশানুবর্ত্তী বহু গৃহী ও প্রব্রজিত অশুদ্ধ, বিগর্হিত, পাপের বর্জ্জন করেন। তিনি শুদ্ধিবেষ্টিত হইয়া থাকেন, মালিন্য, বিঘ্ন, অমঙ্গল রূপ ক্লেশ বিনষ্ট করেন।

। লক্ষণ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

৩১। সিংগালোবাদ সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময়ে ভগবান রাজগৃহে বেনুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় সিংগালক নামক গৃহপতি-পুত্র প্রত্যুষে উত্থান করিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্রে, আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, নিম্ন, ঊর্দ্ধ,—সর্ব্বদিককে নমস্কার করিতেছিল।

২। তখন ভগবান পূর্ব্বাহ্নে পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে রাজগৃহে পিণ্ডার্থ প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় পূজানিরত সিংগালককে দেখিয়া কহিলেন ঃ

'গৃহপতি-পুত্র! তুমি কি নিমিত্ত প্রত্যুষে উঠিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র ও আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব ··সর্ব্বদিককে নমস্কার করিতেছ?'

'ভন্তে, পিতা মৃত্যুকালে আমাকে কহিয়াছিলেন—"পুত্র, দিক্‌সমূহকে নমস্কার করিতে হইবে।" সেই নিমিত্ত আমি পিতৃবাক্যের সৎকার, গুরুত্ব স্বীকার, সম্মান ও পূজাস্বরূপ প্রত্যুষে উঠিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আর্দ্রবস্ত্র ও আর্দ্রকেশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব·· সর্ব্বদিককে নমস্কার করিতেছি।'

'গৃহপতি-পুত্র, এইরূপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় না।'

'ভন্তে, তবে কিরূপে করিতে হয়? আর্য্য বিনয়ানুসারে যেরূপে ছয়দিককে নমস্কার করিতে হয় তাহা ভগবান অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় শিক্ষা দিন।'

'তাহা হইলে শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনঃসংযোগ কর, আমি কহিতেছি।'

"উত্তম, ভন্তে," কহিয়া গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এইরূপ কহিলেন ঃ

৩। 'গৃহপতি-পুত্র, যখন আর্য্য-শ্রাবকের চতুর্ব্বিধ কর্ম্মক্লেশ নষ্ট হয়, তিনি চতুর্ব্বিধ স্থানে পাপকর্ম্মে বিরত হন, ভোগহানিকর ষড়্বিধ কারণে অনুযুক্ত হন না, তখন তিনি উক্ত চতুর্দ্দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ছয় দিক

আচ্ছাদিত কবেন, উভয লোক জয কবিবাব মার্গে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহলোক ও পবলোক উভয লোকেবই প্রীতিকব হন। তিনি মবণান্তে দেহেব বিনাশে স্বর্গে উৎপন্ন হন।

'তাঁহাব কোন্ কোন্ চাবি কর্ম্মক্লেশ নষ্ট হইয়া যায ? গৃহপতি-পুত্র। প্রাণাতিপাত, অদত্তেব গ্রহণ, ব্যভিচাব, মৃষাবাদ—তাঁহাব এই চাবি কর্ম্মক্লেশ বিনষ্ট হয।

ভগবান এইবৃপ কহিলেন।

৪। এইবৃপ কহিযা সুগত শাস্তা পুনবায কহিলেন ঃ

'প্রাণাতিপাত, অদত্তেব গ্রহণ, মৃষাবাদ, এবং
ব্যভিচাব—এইসকল পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক
প্রশংসিত হয না।'

৫। 'কোন্ কোন্ চাবিস্থানে পাপকর্ম্ম কবেন না ? ছন্দেব বশবর্ত্তী হইযা, দ্বেষ-মোহ-ভযেব বশবর্ত্তী হইযা মানুষ পাপকর্ম্ম কবে। যেহেতু, গৃহপতি পুত্র, আর্য্যশ্রাবক ছন্দেব বশবর্ত্তী হন না, দেষ-মোহ-ভযেব বশবর্ত্তী হন না, সেইহেতু এই চাবিস্থানে তিনি পাপকর্ম্ম কবেন না।'

ভগবান এইবৃপ কহিলেন।

৬। এইবৃপ কহিযা সুগত শাস্তা পুনবায কহিলেন ঃ

'ছন্দ, দ্বেষ, ভয ও মোহেব বশবর্ত্তী হইযা যে
ধর্ম্মকে লঙ্ঘন কবে, কৃষ্ণপক্ষেব চন্দ্রেব ন্যায তাহাব
যশ ক্ষীণ হইযা যায। ঐ সকলেব বশবর্ত্তী হইযা
যে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন কবে না, শুক্লপক্ষেব চন্দ্রেব
ন্যায তাহাব যশ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয।'

৭। 'কোন্ কোন্ ষড়বিধ ভোগহানিকব কর্ম্মে লিপ্ত হন না ? গৃহপতি পুত্র, সুবা, মেবযাদি মদ্যপান ভোগহানিকব। অসমযে পথে পথে ভ্রমণানুবক্তি ভোগহানিকব। নৃত্য-গীতাদিব অভিনয দর্শনে আসক্তি ভোগহানিকব। দ্যূতাসক্তি ভোগহানিকব। পাপমিত্রেব সংসর্গে অনুযুক্ত হওযা ভোগহানিকব। আলস্যপবাযণতা ভোগহানিকব।

৮। 'গৃহপতি পুত্র, সুবা মেবযাদি মদ্যে আসক্তি হইতে ছয প্রকাব

অনিষ্টেব উৎপত্তি হয ঃ প্রত্যক্ষ ধননাশ, কলহ বৃদ্ধি, বিবিধ রোগেব উৎপত্তি, অযশেব প্রচাব, উলঙ্গ, অবস্থা, বুদ্ধিনাশ।

৯। 'গৃহপতি-পুত্র, অসময়ে পথে পথে ভ্রমণেব আনুরক্তি হইতে ছয প্রকাব অনিষ্টকব ফল উৎপন্ন হয ঃ আপনার অসংবৃত এবং অরক্ষিত অবস্থা, স্ত্রী-পুত্রগণেবও অসংবৃত ও অবক্ষিত অবস্থা ; ধন সম্পত্তিব অসংবৃত এবং অবক্ষিত অবস্থা ; অবাঞ্ছনীয স্থানে আপনাকে সন্দেহেব পাত্রে পবিণত কবণ, মিথ্যা অপবাদেব বিষযীভুত হওযা, বহুবিধ দুঃখেব সম্মুখীন হওয়া।

১০। 'নৃত্য-গীতাদির অভিনয় দর্শনে আসক্তি হইতে ছয প্রকাব অনিষ্টের উৎপত্তি হয ঃ "কোথায নৃত্য, কোথায গীত, কোথায় বাদ্য, কোথায আখ্যান, কোথায পাণিস্বব, কোথায দামামা বাদ্য ?"

১১। 'দ্যূতাসক্তিব ছয প্রকাব অনিষ্টকব ফল ঃ জয়লাভে শত্রুতাব উৎপত্তি, পরাজিত হইলে অনুতাপ, সাক্ষাতে ধন নাশ, দ্যূতাসক্তেব বাক্য সভাস্থলে গৃহীত হয না, মিত্র ও বাজকর্ম্মচাবীগণ কর্তৃক সে অবজ্ঞাত হয়, আবাহ-বিবাহে সে কাহারও প্রার্থিত নয, কাবণ জনসাধারণ মনে কবে দ্যূতাসক্ত স্ত্রীব ভবণ পোষণে অক্ষম।

১২। 'পাপ-মিত্রেব সংসর্গেব ছয প্রকাব অনিষ্টকব ফল ঃ যাহাবা ধূর্ত্ত, সুবাসক্ত, অভাবগ্রস্ত, বঞ্চক, শঠ, দুর্বৃত্ত, তাহাবাই মিত্র হয। গৃহপতি-পুত্র, পাপমিত্র সংসর্গেব এই ছয় প্রকার অনিষ্টকর ফল।

১৩। 'আলস্যপবাযণতাব ছয় প্রকাব অনিষ্টকব ফল ঃ "অত্যন্ত শীত" এই ছলে কাজকর্ম্ম করে না, "অত্যন্ত উষ্ণ"· "এখন অতি বিলম্ব হইযা গিযাছে"· "এখন অতিশয সকাল" ·"অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইযাছি" "অত্যন্ত অধিক আহাব হইযা গিযাছে" ··এই সকল ছলে কাজকর্ম্ম কবে না। এইরূপ সর্ব্ববিষযে কর্ত্তব্য পবাঙ্মুখতাব ফলে অনুৎপন্ন ভোগেব উৎপত্তি হয় না, উৎপন্ন ভোগ ক্ষীণ হইযা যায। গৃহপতি-পুত্র, আলস্যপবাযণতাব এই ছয অনিষ্টকব ফল।'

শাস্তা এইরূপ কহিলেন।

১৪। অতঃপব সুগত শাস্তা পুনবায কহিলেন ঃ

'কেহ পান কালে সখা হয, কেহ "মিত্র, মিত্র"
রূপে সম্বোধন কবে, কিন্তু যে প্রযোজনেব সময়ে
মিত্র হয সেই সখা।

সূর্যোদয়ের পরেও নিদ্রাসক্তি, পরদার গমন,
বৈর-প্রসঙ্গ, অনিষ্ট-রতি, পাপ-মিত্র এবং হীন
স্বার্থপরতা—এই ষড়বিধ কারণে মানুষের ধ্বংস
সাধন হয়।
যে মনুষ্য দুষ্টকে মিত্ররূপে গ্রহণ করে, দুষ্টের সংসর্গ
করে, পাপাচরণে রত হয়, সে ইহলোক ও
পরলোক উভয়লোক হইতেই দুঃখময় অবস্থায়
নিক্ষিপ্ত হয়।
দ্যূত-ক্রীড়া ও নারী, মদ্য ও নৃত্য-গীত, দিবানিদ্রা,
অকাল ভ্রমণ, পাপমিত্র ও হীন স্বার্থপরতা—এই
ছয় কারণে পুরুষ বিনষ্ট হয়।
সে অক্ষ-ক্রীড়ায় রত হয়, সুরা পান করে, অপরের
প্রাণসম স্ত্রীতে গত হয়, জ্ঞানীর অনুসরণে বিরত
হইয়া হীনের অনুসরণ করে এবং কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের
ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যায়।
সুরাপান করিয়া, সুরাসক্ত, নির্ধন ও বিত্তহীন
হইয়া, পাপাচরণ করিয়া সে অবিলম্বে ঋণরূপ
অকূল সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়।
দিবাভাগে নিদ্রাশীল ও রাত্রিকালে জাগরণশীল
হইয়া, মত্ত ও সুরাসক্ত গৃহবাসের উপযুক্ত
হয় না।
"অতি শীত, অতি উষ্ণ, আর সময় নাই"
এইরূপ করিয়া কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া মানুষ ইষ্টলাভে
বঞ্চিত হয়। কিন্তু যে শীতোষ্ণকে তৃণাধিক
জ্ঞান করে না, পুরুষের কর্ত্তব্য পালন করে, সে
সুখলাভে বঞ্চিত হয় না।'

১৫। 'গৃহপতি-পুত্র, এই চারিজনকে মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রু বলিয়া জানিবে:—পরস্বাপহরণকারী, বাক্‌সর্ব্বস্ব, তোষামোদকারী, হানিকর কর্ম্মে সহায়ক।

১৬। 'চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ পরস্বাপহরণকারীকে

জানিতে পারা যায় ঃ—সে পরধনহরণকারী, অল্পের পরিবর্তে অত্যধিক লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ভয়োৎপাদক কর্মের কারক, সে স্বার্থসেবী। গৃহপতি পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ পরাস্বাপহরণকারীকে জানিতে পারা যায়।

১৭। চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ বাক্-সর্ব্বস্বকে জানিতে পারা যায় ঃ—সে অতীতের উল্লেখ পূর্ব্বক বন্ধুত্বের ছল করে[১], ভবিষ্যতের উল্লেখ পূর্ব্বক বন্ধুত্বের ছল করে ; নিরর্থক বাক্য কহিয়া অনুগ্রহ লাভের প্রয়াসী ; সাহায্যের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সে আপনার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে[২]। গৃহপতি-পুত্র, এই চারি লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ বাক্-সর্ব্বস্বকে জানিতে পারা যায় ঃ—

১৮। 'চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ তোষামোদকারীকে জানিতে পারা যায় ঃ সে পাপকর্ম্মেরও অনুমোদন করে, কল্যাণকর কর্ম্মের প্রতিকূল আচরণেরও অনুমোদন করে ; সে সম্মুখে প্রশংসা করিবে কিন্তু পরোক্ষে নিন্দা করিবে। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ তোষামোদকারীকে জানিতে পারা যায়।

১৯। 'চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ হানিকর কর্ম্মের সহায়ককে জানিতে পারা যায় ঃ—সে মদ্যাদি পানকালে সহায় হয় ; সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে পথে ভ্রমণের সহায়ক হয় ; নাটকাদি প্রদর্শনীতে গমনে সহায় হয়, দ্যূতক্রীড়াদি প্রমোদস্থানে সহায় হয়। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ দ্বারা মিত্রের ছদ্মবেশে শত্রুরূপ সহায়ককে জানিতে পারা যায়।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

২০। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনরায় কহিলেন ঃ

যে মিত্র পরস্বাপহরণকারী, যে মিত্র বাক্-সর্ব্বস্ব,
যে মিত্র তোষামোদকারী, যে মিত্র হানিকর

১। যথা—"তোমার জন্য তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, আমরা তোমার জন্য পথে অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আসিলে না, এক্ষণে ঐ সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

২। যথা—"তোমার শকটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমার শকটের একখানি চক্র নাই" ইত্যাদি।

কৰ্ম্মেব সহাযক, পণ্ডিত ব্যক্তি এই চাবিজনকে
শত্রু জ্ঞান কবিযা ভয-সঙ্কুল মার্গেব ন্যায দূব
হইতে তাহাদিগকে বৰ্জ্জন কবিবেন।

২১। 'গৃহপতি-পুত্র, এই চাবি প্রকাব মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে, যিনি উপকাবী তিনি সুহৃৎ, যিনি সুখ দুঃখেব সমভাগী, যিনি হিত প্রদর্শনকাবী, যিনি দযার্দ্র—এই সকলকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে।

২২। 'চতুৰ্ব্বিধ ক্ষেত্রে উপকাবী মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে, প্রমত্ত হইলে তিনি বক্ষা কবেন, প্রমত্তেব ধন সম্পত্তি বক্ষা কবেন, ভযার্ত্তেব শবণ হন, কৰ্ত্তব্যেব সম্পাদনে প্রযোজনীয অর্থেব দ্বিগুণ তিনি দান কবেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুৰ্ব্বিধ ক্ষেত্রে উপকাবী মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে।

২৩। 'চতুৰ্ব্বিধ স্থানে সুখ দুঃখেব সমভাগী মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে, তিনি আপনাব যাহা গোপনীয তাহা প্রকাশ কবেন, মিত্রেব যাহা গুপ্ত বিষয তাহা তিনি উত্তমবূপে গুপ্ত বাখেন, বিপদে পবিত্যাগ কবেন না, মিত্রেব জন্য তিনি আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুৰ্ব্বিধ স্থানে সুখ দুঃখেব সমভাগী মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে।

২৪। 'চতুৰ্ব্বিধ স্থানে হিত-প্রদর্শনকাবী মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে ঃ তিনি পাপ হইতে সংযত কবেন, কল্যাণে নিযোজিত হইতে প্রবুদ্ধ করেন, যাহা অশ্রুত তাহা ব্যক্ত কবেন, স্বর্গেব মার্গ প্রদর্শন কবেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুৰ্ব্বিধ স্থানে হিত-প্রদর্শনকাবীকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে।

২৫। 'চতুৰ্ব্বিধ স্থানে দযার্দ্র মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে ঃ মিত্রেব অমঙ্গলে তিনি আনন্দিত হন না, মিত্রেব মঙ্গলে আনন্দ লাভ কবেন, কেহ মিত্রেব নিন্দা কবিলে তিনি নিবাবণ কবেন, প্রশংসা কবিলে তিনি প্রশংসা কবেন। গৃহপতি-পুত্র, এই চতুৰ্ব্বিধ স্থানে দযার্দ্র মিত্রকে সুহৃৎ বলিযা জানিবে।'

ভগবান এইবূপ কহিলেন।

২৬। এইবূপ কহিযা সুগত শাস্তা পুনবায কহিলেন ঃ

যে মিত্র উপকাবী,
যিনি সুখে ও দুঃখে মিত্র,
যে মিত্র হিত প্রদর্শনকাবী,
যে মিত্র দযার্দ্র,

পণ্ডিত ব্যক্তি এই চারিজনকে
মিত্র রূপে জ্ঞান করিয়া,
ঔরস পুত্রের সেবারত মাতার
ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিবেন।
শীলসম্পন্ন পণ্ডিত নর
জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান হন।
মধু সংগ্রহ-রত ভ্রাম্যমান
ভ্রমরের ন্যায় ধনাহরণরতের
ভোগ সঞ্চিত হইয়া বল্মিক-
স্তূপের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
এইরূপে ভোগাহরণ করিয়া
তিনি স্বকুলের মঙ্গল স্বরূপ হন।
তিনি স্বকীয় বিত্ত চারিভাগে
বিভক্ত করিবেন, এবং এইরূপে
জীবনের সর্ব্ববিধ কাম্য
তাঁহার লভ্য হইবে।
এক অংশ স্বয়ং ভোগ করিবেন,
দুই অংশ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবেন,
চতুর্থ অংশ দুঃসময়ের নিমিত্ত
সঞ্চয় করিবেন।

২৭। গৃহপতি-পুত্র! আর্য্যশ্রাবক কি প্রকারে ছয় দিক আচ্ছাদনকারী হন? এই ছয় বস্তুকে ছয় দিকরূপে জানিতে হইবে: মাতাপিতাকে পূর্ব্ব দিকরূপে জানিতে হইবে; আচার্য্যগণকে দক্ষিণ দিকরূপে জানিতে হইবে: স্ত্রী-পুত্রগণকে পশ্চিম দিকরূপে, মিত্রাদিকে উত্তর দিকরূপে, দাস কর্ম্ম-কারগণকে অধোদিকরূপে এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে ঊর্দ্ধদিকরূপে জানিতে হইবে।

২৮। 'পুত্র পঞ্চ প্রকারে পূর্ব্ব দিকরূপ মাতাপিতার সেবা করিবেন—"তাঁহারা ভরণ পোষণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের ভরণ পোষণ করিতে হইবে, তাঁহাদের কৃত্য করিতে হইবে; কুলবংশ রক্ষা করিতে হইবে, আমি উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমাকেও উহা প্রতিপাদন করিতে

হইবে, যাঁহারা মৃত তাঁহাদের দক্ষিণা (শ্রাদ্ধাদি) দান করিতে হইবে।” এইরূপ পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া মাতাপিতা পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন—পাপ হইতে রক্ষা করেন, কল্যাণে নিয়োজিত করেন, শিল্প শিক্ষা দেন, যোগ্য স্ত্রীর সহিত বিবাহ দেন, যথাসময়ে উত্তরাধিকার দেন। গৃহপতি-পুত্র! এই পাঁচ প্রকারে পূর্ব্ব দিকরূপ মাতাপিতা পুত্র কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পুত্রকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পূর্ব্বদিক রক্ষিত হয়, শান্তিপূর্ণ হয়, ভয়হীন হয়।

২৯। ‘গৃহপতি পুত্র! শিষ্য পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকরূপ আচার্য্যগণের সেবা করিবেন—তৎপরতা, সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা দ্বারা এবং সসম্মানে শিল্পশিক্ষা গ্রহণ করিয়া। এই পাঁচ প্রকারে সেবিত হইয়া আচার্য্যগণ পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন—তাঁহারা শিষ্যকে সুবিনীত করেন, উত্তমরূপে শিক্ষা দেন, সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন, মিত্র সহায়কবর্গের নির্ব্বাচন করিয়া দেন, সর্ব্বদিক রক্ষা করেন। গৃহপতি পুত্র! এই পাঁচ প্রকারে দক্ষিণ দিকরূপ আচার্য্যগণ শিষ্য কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে শিষ্যকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।

৩০। ‘গৃহপতি-পুত্র।’ পাঁচ প্রকারে স্বামী পশ্চিম দিকরূপ ভার্য্যার সেবা করিবেন—সম্মানের দ্বারা, অবজ্ঞা বর্জ্জন দ্বারা, অবিচলিত আনুরক্তির দ্বারা, ঐশ্বর্য্য প্রদানের দ্বারা, অলঙ্কার প্রদানের দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে পত্নী স্বামীর প্রতি অনুকম্পা করেন—গৃহকর্ম্ম তৎকর্ত্তৃক সুসম্পাদিত হয়, পরিজনবর্গ উত্তমরূপে প্রতিপালিত হয় তিনি ব্যভিচারিণী হন না, ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, তিনি দক্ষ এবং সর্ব্বকার্য্যে আলস্যহীন হন। এই পাঁচ প্রকারে স্বামী কর্ত্তৃক পশ্চিম দিকরূপ ভার্য্যা সেবিত হইয়া পাঁচ প্রকারে স্বামীকে অনুকম্পা করেন। এইরূপে পশ্চিমদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ এবং ভয়হীন হয়।

৩১। ‘গৃহপতি-পুত্র! পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র উত্তর দিকরূপ মিত্র সহায়কবর্গের সেবা করিবেন—দান, প্রিয় বাক্য, অর্থচর্য্যা, সমানাত্মতা এবং অবিসংবাদিতা দ্বারা। এইরূপে সেবিত হইয়া তাঁহারা পাঁচ প্রকারে কুলপুত্রের প্রতি অনুকম্পা করেন—প্রমত্ত হইলে রক্ষা করেন, তাঁহার ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন, ভীত হইলে তাঁহার আশ্রয়স্থল হন, বিপদে পরিত্যাগ

করেন্ না, তাঁহার পরিবাববর্গের অপব সকলেবও সম্মান বক্ষা কবেন। এই পাঁচ প্রকারে কুলপুত্র কর্ত্তৃক উত্তব দিকরূপ মিত্র সহায়কবর্গ সেবিত হইয়া পাঁচপ্রকারে তাঁহাব প্রতি অনুকম্পা কবেন। এইরূপে উত্তব দিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভয়হীন হয।

৩২। 'গৃহপতি-পুত্র! সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র পাঁচ প্রকাবে অধোদিকরূপ দাস কর্ম্মকারগণেব সেবা কবিবেন—বলানুরূপ কর্ম্মের বিধান করিয়া, আহার ও বেতন প্রদানের দ্বারা, অসুস্থতায সেবা কবিযা, উৎকৃষ্ট ভোজনেব অংশ প্রদান কবিযা, যথাসময়ে কর্ম্ম হইতে অবকাশ প্রদান দ্বাবা। এইরূপে সেবিত হইযা দাস কর্ম্মকাবগণ পাঁচ প্রকাবে প্রভুর প্রতি অনুকম্পা কবে—তাহাবা প্রত্যুষে প্রভুব পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ কবে, সর্ব্বপশ্চাতে শয়ন করে, বদান্য হয, উত্তম-রূপে কর্ম্ম সম্পাদন করে, প্রভুর কীর্ত্তি ও প্রশংসা ঘোষণা কবে। এই পাঁচ প্রকাবে সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র কর্ত্তৃক দাস কর্ম্মকাবগণ সেবিত হইযা পাঁচ প্রকাবে তাঁহাব সেবা কবে। এইরূপে অধোদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভযহীন হয।

৩৩। 'পাঁচ প্রকাবে কুলপুত্র ঊর্দ্ধদিকরূপ শ্রমণ-ব্রাহ্মণেব সেবা কবিবেন—মৈত্রীভাবযুক্ত কায়কর্ম্মের দ্বাবা, মৈত্রীভাবযুক্ত বাচিক কর্ম্মেব দ্বাবা, মৈত্রীভাবযুক্ত মানসিক কর্ম্মেব দ্বারা, অবাবিত দ্বাব হইযা খাদ্য ভোজ্যাদি প্রদানেব দ্বাবা। এইরূপে সেবিত হইযা তাঁহাবা ছয় প্রকাবে কুলপুত্রেব প্রতি অনুকম্পা কবেন—পাপ হইতে বক্ষা কবেন, কল্যাণে নিযোজিত কবেন, কল্যাণকামী হইযা অনুকম্পা কবেন, অলব্ধ বিদ্যা দান কবেন, লব্ধ বিদ্যা পবিমার্জ্জিত করেন, স্বর্গেব মার্গ প্রদর্শন কবেন। এই পাঁচ প্রকাবে সম্ভ্রান্ত কুলপুত্র কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধদিকরূপ শ্রমণ ব্রাহ্মণগণ সেবিত হইযা ছয প্রকাবে কুলপুত্রের অনুকম্পা কবেন। এইরূপ ঊর্দ্ধদিক সুরক্ষিত, শান্তিপূর্ণ ও ভযহীন হয।'

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

৩৪। এইরূপ কহিয়া সুগত শাস্তা পুনবায কহিলেন ঃ

'মাতাপিতা পূর্ব্বদিক, আচার্য্যগণ দক্ষিণ দিক,
স্ত্রী-পুত্র পশ্চিম দিক, জ্ঞাতি ও মিত্রগণ উত্তবদিক,
দাস কর্ম্মকাবগণ অধোদিক, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধদিক,
গৃহী কুলের মঙ্গলার্থে এই সকল দিককে নমস্কার

কবিবেন। পণ্ডিত, শীলসম্পন্ন, বিনযী, এইবূপ
পূজানিবত, নিবহংকাবী, নম্র যশ লাভ কবেন।
উৎসাহসম্পন্ন, অনলস, বিপদে ধৈর্য্যসম্পন্ন, নির্দ্দোষ
এবং মেধাবী পুবুষ যশ লাভ করেন। যিনি জনপ্রিয,
মিত্র-সংগ্রাহক, বদান্য, বীত-মাৎশর্য্য, নেতা, বিনেতা,
শান্তি-প্রতিষ্ঠাতা, তিনি যশ লাভ কবেন। দান,
প্রিযবাক্য, অর্থচর্য্যা, সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে যথার্থ
সমানাত্মতা—এই সকলেব কাবণেই, কীলক যেবূপ
বথচক্রেব আবর্ত্তন সম্পাদন কবে, সেইবূপ জগতও
চলিতেছে। যদি এইসকল না থাকিত, তাহা
হইলে মাতা পুত্রেব নিকট সম্মান ও পূজা পাইতেন
না, পিতাও পুত্রেব নিকট তাহা পাইতেন না।
এই সকলেব মূল্যে পণ্ডিতগণ যথার্থরূপে দর্শন কবিযা
মহত্ত্ব প্রাপ্ত এবং প্রশংসনীয হন।'

৩৫। এইবূপ উক্ত হইলে গৃহপতি-পুত্র সিংগালক ভগবানকে এইবূপ কহিলেন ঃ

'অতি উত্তম, ভন্তে, অতি উত্তম। যেবূপ উৎপাতিতেব পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয, লুক্কাযিত প্রকাশিত হব, মূঢ পথপ্রদর্শিত হয, চক্ষুষ্মানেব দেখিবাব নিমিত্ত অন্ধকাবে তৈলদীপ ধৃত হয, সেইবূপ ভগবান অনেক প্রকাবে ধর্ম্ম প্রকাশিত কবিযাছেন। আমি ভগবানেব, ধর্ম্মেব ও ভিক্ষুসঙ্ঘেব শবণ গ্রহণ কবিতেছি। ভগবান আজ হইতে জীবনেব অন্তকাল পর্য্যন্ত আমাকে শবণাগত উপাসকবূপে গ্রহণ কবুন।'

। সিংগালোবাদ সূত্রান্ত সমাপ্ত।

৩২। আটানাটিয় সূত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় চারি মহারাজা সুবৃহৎ যক্ষ সেনা, গন্ধর্ব্ব সেনা, কুম্ভণ্ড সেনা এবং নাগ সেনা দ্বারা চতুর্দ্দিকে রক্ষিদল, সেনা ব্যূহ এবং পরিভ্রমণকারী প্রহরী স্থাপন করিয়া রাত্রির অবসানে অত্যুজ্জ্বল দেহপ্রভায় সমগ্র গৃধ্রকূট পর্ব্বত উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ মৌন হইয়া একপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিলেন।

২। এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানকে কহিলেন ঃ

'ভন্তে, প্রখ্যাত যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন ; মধ্যম শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন ; নিম্ন শ্রেণীর যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি অপ্রসন্ন, ঐরূপ যক্ষগণ আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রতি প্রসন্ন। কিন্তু যাহারা ভগবানে অপ্রসন্ন তাহাদের সংখ্যাই অধিক। কি কারণে? ভগবান প্রাণাতিপাত হইতে বিরতির উপদেশ দেন, অদত্তের গ্রহণ হইতে, ব্যভিচার হইতে, মৃষাবাদ হইতে, সুরাদি মদ্য হইতে বিরতির উপদেশ দেন। ভন্তে, যক্ষদিগের মধ্যে যাহারা ঐ সকল কর্ম্মে বিরত নহে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। এইজন্যই ভগবানের উপদেশ তাহাদের নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। ভগবানের শ্রাবকগণ আছেন যাঁহারা দূর অরণ্যে বনপ্রান্তে বাস করেন, যেস্থানে শব্দ নাই, নির্ঘোষ নাই, যেস্থানে বিজন বাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য সমাগমরহিত, যাহা ধ্যানানুশীলনের উপযুক্ত[১]। তথায় প্রতিষ্ঠাবান যক্ষগণ বাস করেন যাঁহারা ভগবানের এই উপদেশে শ্রদ্ধাহীন। যাহাতে তাহারা শ্রদ্ধাবান হয় সেই নিমিত্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও

১০। উদুম্বরিক সীহনাদ সূত্রান্ত, ৪ নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য ভগবান আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্রের ঘোষণা অনুমোদন করুন।

ভগবান মৌন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩। অনন্তর মহারাজ বৈশ্রবণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া সেই সময় এই আটানাটিয় রক্ষা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ঃ

চক্ষুষ্মান শ্রীমান
বিপস্সিকে নমস্কার।
সর্ব্বভূতানুকম্পী
সিখিকেও নমস্কার।
স্নাতক তপস্বী
বেস্সভূকে নমস্কার
মারসেনা-প্রমর্দ্দনকারী
ককুসন্ধকে নমস্কার।
পূর্ণব্রহ্মচর্য্য ব্রাহ্মণ
কোনাগমনকে নমস্কার।
সর্ব্বরূপে বিমুক্ত
কস্সপকে নমস্কার।
শাক্যপুত্র শ্রীমান
অঙ্গীরসকে[১] নমস্কার,
তিনি সর্ব্বদুঃখমোচনকারী
ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন।
যাঁহারা এই জগতে নির্বৃত,
যাঁহারা যথার্থদর্শী,
তাঁহারা প্রিয়বাদী, মহান ও প্রশান্ত।
তাঁহারা দেব-মনুষ্যগণের হিতকামী
বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহান,
প্রশান্ত গৌতমকে নমস্কার করেন।

১। গৌতম বুদ্ধকে উল্লেখ করা হইয়াছে। "অঙ্গীরস" শব্দ জ্যোতির অধিবচন।

৪। যে স্থান হইতে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্য্যের উদয় হয়,
যাহার উদয়ে শর্ব্বরীও নিবৃদ্ধ হয়, এবং যাহার উদয় 'দিবস' উক্ত হয়, সেইস্থানে এক গভীর জলাশয—জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে উহা "জলপ্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়। এই স্থান হইতে "উহা পূর্ব্বদিক" এইরূপ জনগণ কহিয়া থাকে। ঐ দিকের পালনকর্ত্তা যশস্বী—গন্ধর্ব্বাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তিনি গন্ধর্ব্বগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন। তাঁহার বহুপুত্র, সকলেই একই নামবিশিষ্ট, এইরূপ শ্রুত হয়, তাহাদের সংখ্যা একনবতি, তাহারা মহাবলশালী এবং ইন্দ্রনামধারী। তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে।' আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণসম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

যে স্থানে যাহারা প্রেত কথিত হয়, যাহারা ক্রূর, পৃষ্ঠমাংসখাদক, প্রাণহিংসারত, রুদ্র, চোর ও প্রবঞ্চক, তাহারা বাস করে, সেইস্থান এখান হইতে "দক্ষিণ দিকে", জনগণ এইরূপ কহিয়া থাকে। কুম্ভণ্ডগণের অধিপতি বিরূঢ় নামক যশস্বী মহারাজ ঐ দিক পালন করেন, কুম্ভণ্ডগণ পরিবেষ্টিত তিনি নৃত্যগীতে রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি

তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র, তাহাদের সংখ্যা
একনবতি, তাহারা ইন্দ্রনামধারী ও মহাবলসম্পন্ন।
তাঁহারাও মহান প্রশান্ত আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে
দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন।
'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম।
তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময়
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে।'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা
বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণ
সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৬। 'যে স্থানে মহান, মণ্ডলী, আদিত্য সূর্য্যের অস্তগমন
হয়, যাহার অস্তগমনে দিবসও নিরুদ্ধ হয়, এবং
রাত্রির আবির্ভাব হয়, সেইস্থানে এক গভীর
জলাশয়—জল প্রবাহের আধার সমুদ্র। এইরূপে
উহা "জল প্রবাহের আধার সমুদ্র" কথিত হয়।
এইস্থান হইতে "উহা পশ্চিম দিক" এইরূপ জনগণ
কহিয়া থাকে। ঐ দিকের পালনকর্ত্তা যশস্বী
নাগাধিপতি মহারাজ বিরূপাক্ষ, তিনি নাগগণ
কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে রত থাকেন।
আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই নামধারী বহুপুত্র,
তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি, তাঁহারা ইন্দ্রনামধারী
ও মহাবল সম্পন্ন। তাঁহারাও মহান, প্রশান্ত
আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর হইতে তাঁহাকে
নমস্কার করেন। 'হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। তোমাকে
নমস্কার, হে পুরুষোত্তম। তোমাকে নমস্কার,
তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,
অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে।'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ

কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর,
আমরা বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি,
বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বুদ্ধ গৌতমের বন্দনা
করিতেছি।"

৭। 'যে স্থানে রমণীয় উত্তর কুরু এবং সুদর্শন সুমেরু
পর্ব্বত সেইস্থানে মনুষ্যগণ বাস করে যাহারা
নিঃস্বার্থ এবং 'আমার' কহিয়া নারীতে স্বত্ব
স্থাপনে বিরত।
তাহারা বীজ বপন করে না, হলকর্ষণও করে না,
স্বয়ংজাত সালি আহার করে। তাহারা কণহীন,
তুষহীন, শুদ্ধ, সুগন্ধ তণ্ডুল উখাতাপে সিদ্ধ করিয়া
আহার করে। তাহারা গাভীকে একোপযুক্ত
যানে পরিণত করিয়া উহাতে আরোহণ পূর্ব্বক
দিকে দিকে ভ্রমণ করে, পশুদলকেও ঐরূপে
চালিত করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে,
স্ত্রী, পুরুষ, কুমারী ও কুমারগণ ঐরূপ যানযোগে
গমনাগমন করে, স্বীয় যানে আরোহণ করিয়া
তাহারা রাজসেবায় সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করে। যশস্বী
মহারাজের নিমিত্ত হস্তীযান, অশ্বযান, দিব্য যান,
প্রাসাদ ও শিবিকাসমূহ রক্ষিত।
আটানাটা, কুসিনাটা, পরকুসিনাটা, নাটপুরিয়া,
পরকুসিতনাটা নামক তাঁহার নগরসমূহ অন্তরীক্ষে
সুনির্ম্মিত। উত্তরে কপীবন্ত, জনোঘ, নবনবতিয়
এবং অম্বর-অম্বরবতিয় নামক অপরাপর নগর এবং
রাজধানী আলকমন্দা। আয়ুষ্মান! মহারাজ
কুবেরের বিষাণা নামক রাজধানী। তজ্জন্য
মহারাজ কুবের 'বেস্‌সবণ' (বৈশ্রবণ), উক্ত হন।
যাঁহারা তাঁহার রাজবার্ত্তা বহন পূর্ব্বক উহার
ঘোষণা করেন তাঁহাদের নাম ততোলা, তত্তলা,

তোতলা, ওজসি, তেজসি, ততোজসি, সূব,
রাজা অরিষ্ট এবং নেমি। ঐস্থানে ধরণী নামক
জলাশয় হইতে মেঘের উৎপত্তি হইয়া বর্ষণ হয়,
বৃষ্টিপাত হয়। ঐ স্থানের ভগলবতি নামক
সভায় যক্ষগণ পূজা করেন। ঐস্থানে ময়ূর-
ক্রৌঞ্চ-কোকিলাদির মধুর কণ্ঠ-ধ্বনিত, নানা
বিহঙ্গম সমাকুল, নিত্য ফলবান বৃক্ষরাজী বিদ্যমান।
ঐ স্থানে 'জীব' জীব' পক্ষীর রব শ্রুত হয়,
বনদেশ ওট্ঠব-চিত্তক-কুকুত্থক-পোক্খর
সাতকাদির দ্বারা কূজিত। এই স্থানে শুক
ও সারিকার শব্দ শ্রুত হয়, দণ্ড-মানবক নামক পক্ষী
দৃষ্ট হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বকালে কুবের-নলিনী-শোভমান
হয়। এই স্থান হইতে "উহা উত্তর দিক"
এইরূপ জনগণ কহিয়া থাকে। ঐ দিকের
পালনকর্ত্তা যশস্বী যক্ষাধিপতি মহারাজ কুবের,
তিনি যক্ষগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নৃত্যগীতে
রত থাকেন। আমি শুনিয়াছি তাঁহার একই
নামধারী বহু পুত্র, তাঁহাদের সংখ্যা একনবতি,
তাঁহারা ইন্দ্র নামধারী ও মহাবলসম্পন্ন। তাঁহারাও
মহান, প্রশান্ত, আদিত্য-বন্ধু বুদ্ধকে দেখিয়া দূর
হইতে তাঁহাকে নমস্কার করেন। 'হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!
তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষোত্তম। তোমাকে
নমস্কার, তুমি আমাদের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি নিক্ষেপ
কর, অমনুষ্যগণও তোমার বন্দনা করে।'
আমরা ইহা সর্ব্বদা শ্রবণ করি, সেইহেতু এইরূপ
কহিতেছি, "বিজয়ী গৌতমের বন্দনা কর, আমরা
বিজয়ী গৌতমের বন্দনা করিতেছি, বিদ্যাচরণ
সম্পন্ন বুদ্ধ-গৌতমের বন্দনা করিতেছি।"

৮। 'ভন্তে! ইহাই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য আটানাটিয় রক্ষামন্ত্র।

'ভন্তে, যে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকা এই আটানাটিয রক্ষামন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিবেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদযস্থ করিবেন, তাঁহাকে যদি কোন অ-মনুষ্য—যক্ষ অথবা যক্ষিণী, যক্ষবৎস অথবা বৎসা, যক্ষ-পারিষদ অথবা যক্ষ-সেবক, গন্ধর্ব্ব অথবা গন্ধর্ব্বী...কুম্ভণ্ড অথবা ··নাগ অথবা···প্রদুষ্ট চিত্তে গমনে, দণ্ডাযমানে, উপবেশনে অথবা শযনে অনুসরণ করে, তাহা হইলে, ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য মদীয গ্রাম বা নগরে সৎকার অথবা সম্মান পাইবে না। ভন্তে, সেই অ-মনুষ্য আমার রাজধানী আলকমন্দায বাসভূমি অথবা বাসগৃহ পাইবে না। যক্ষদিগের সভায সে গমন করিতে পাইবে না। সে আবাহের নিমিত্ত কন্যা পাইবে না এবং বিবাহের নিমিত্ত তাহার কন্যা কেহ গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু, ভন্তে, সে অ-মনুষ্যগণের নিকট প্রভূতরূপে উপহাসের পাত্র হইবে। অমনুষ্যগণ রিক্তভাজনের ন্যায তাহার মস্তক বিপর্য্যস্ত করিবে, সপ্তধা বিদীর্ণ করিবে।

৯। 'ভন্তে, কোন কোন অমনুষ্য আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে। তাহারা মহারাজগণের বিদ্রোহীরূপে জ্ঞাত। যেরূপ মগধরাজের রাজ্যে যে সকল মহাচোর আছে, তাহারা মগধরাজের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে, যেরূপ ঐ সকল মহাচোর মগধরাজের বিদ্রোহী কথিত হয, সেইরূপ অ-মনুষ্যগণ আছে যাহারা চণ্ড, রুদ্র, দুর্দ্দান্ত। তাহারা মহারাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে না, তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের অথবা ঐ সকলের অধীনস্থগণের বশবর্ত্তী নহে এবং মহারাজগণের বিদ্রোহী কথিত হয। যদি কোন অ-মনুষ্য —যক্ষ অথবা যক্ষিণী·· প্রদুষ্ট চিত্তে কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী, উপাসক অথবা উপাসিকাকে গমনে, দণ্ডায়মানে, উপবেশনে অথবা শয়নে অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহা-সেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত করিতে হইবে, তাঁহাদের উদ্দেশে আর্ত্তনাদ করিতে হইবে, উচ্চরবে তাঁহাদিগকে কহিতে হইবে—"এই যক্ষ আমাকে ধৃত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আক্রমণ করিতেছে, এই যক্ষ আমার অনিষ্ট করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে আঘাত করিতেছে, এই যক্ষ আমাকে মুক্তি দিতেছে না।"

১০। 'কোন্ কোন্ যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে ?

ইন্দ্র, সোম, বরুণ,
ভারদ্বাজ, প্রজাপতি,
চন্দন, কামসেট্ঠ,
কিন্নুঘণ্ডু, নিঘণ্ডু,
পণাদ, ওপমঞ্ঞ,
দেবসূত মাতলি,
গন্ধর্ব চিত্রসেন,
রাজা নল, জনেষভ,
সাতাগির, হেমবত,
পুণ্ণক, করতিয, গুল,
সীবক, মুচলিন্দ,
বেস্সামিত্ত, যুগন্ধর
গোপাল, সুপ্পগেধ,
হিরী, নেত্তী, মন্দিয,
পঞ্চাল-চণ্ড আলবক,
পজ্জুন্ন, সুমন, সুমুখ,
দধিমুখ, মণি, মণিচর, দীঘ,
এই সকলের সহিত সেরিস্সক।

'এই সকল যক্ষ, মহাযক্ষ, সেনাপতি, মহাসেনাপতিগণকে এইরূপে উদ্দীপিত···কহিতে হইবে—"এই যক্ষ দিতেছে না।"

১১। 'ভন্তে! ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও সস্ছন্দ বিহারের জন্য ইহাই আটানাটিয রক্ষামন্ত্র।'

'এক্ষণে, ভন্তে, আমরা বিদায লইব, আমাদের বহু কৃত্য, বহু করণীয আছে।'

'মহারাজগণের যেরূপ অভিরুচি।'

অনন্তর চারি মহারাজা আসন হইতে উত্থান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিযা সেইস্থানে অন্তর্ধান করিলেন। যক্ষগণের মধ্যেও কেহ কেহ

আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেই-স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের সহিত মধুর চিত্তরঞ্জক বাক্যালাপান্তে সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ কেহ ভগবানের দিকে অঞ্জলি প্রণত করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ কেহ আপনাদের নাম-গোত্র প্রকাশ করিয়া, কেহ কেহ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

১২। তদনন্তর ভগবান রাত্রির অবসানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ 'ভিক্ষুগণ! রাত্রিকালে চারি মহারাজ বৃহৎ যক্ষ সেনাবাহিণী সহ

চক্ষুষ্মান শ্রীমান
বিপস্‌সিকে নমস্কার।
সর্ব্বভূতানুকম্পী
সিখিকেও নমস্কার।

* * *

[পূর্ব্বের ন্যায়]

'ভন্তে, ইহাই আটানাটিয রক্ষামন্ত্র অন্তর্দ্ধান করিলেন।

১৩। 'ভিক্ষুগণ, আটানাটিয রক্ষামন্ত্র শিক্ষা কর, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়স্থ কর : এই মন্ত্র ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণের নিরাপত্তা ও রক্ষার জন্য, তাহাদের অনিষ্ট দূরীকরণ ও স্বচ্ছন্দ বিহারের জন্য অর্থপূর্ণ।

ভগবান এইরূপ কহিলেন।

। আটানাটিয় সুত্রান্ত সমাপ্ত।

৩৩। সংগীতি সুত্রান্ত।

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। ১। এক সময় ভগবান মল্লদিগের দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঁচশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত মল্লদিগের পাবা নামক নগরে উপনীত হইয়া ঐস্থানে চুন্দ নামক কর্ম্মকারের আম্রবনে অবস্থান করিতেছিলেন।

২। ঐ সময় পাবা-বাসী মল্লগণের 'উব্‌ভটক'* নামক অচিরনির্ম্মিত নূতন মন্ত্রণাগারে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোন মনুষ্য বাস করে নাই। পাবার মল্লগণ শুনিল—'ভগবান মল্লদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চশত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত পাবায় উপনীত হইয়া তথায় কর্ম্মকার চুন্দের আম্রবনে অবস্থান করিতেছেন। অনন্তর পাবার মল্লগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে উপবেশন করিল। তৎপরে তাহারা ভগবানকে কহিল ঃ

'ভন্তে, এইস্থানে পাবা-বাসী মল্লদিগের 'উব্‌ভটক' নামক অচির নির্ম্মিত মন্ত্রণাগৃহে শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ অথবা অপর কোন মনুষ্য বাস করে নাই। ভগবান ঐস্থান সর্ব্বপ্রথম উপভোগ করুন। প্রথমেই ভগবান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে উহা পরে মল্লদিগের স্থায়ী সুখ ও মঙ্গল বিধায়ক হইবে।'

ভগবান মৌনদ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩। অতঃপর মল্লগণ ভগবানের সম্মতি জ্ঞাত হইয়া আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রণাগৃহে গমন-পূর্ব্বক উহা সম্পূর্ণরূপে আস্তরণাচ্ছাদিত করিয়া আসনাদি নির্দ্দিষ্ট করণান্তর তৈল প্রদীপ স্থাপনপূর্ব্বক ভগবানের নিকট গমন করিল। তাহারা ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল। পরে তাহারা ভগবানকে কহিল ঃ

'ভন্তে, মন্ত্রণাগৃহ সম্পূর্ণরূপে আস্তরণাচ্ছাদিত, আসনাদি নির্দ্দিষ্ট, তৈল প্রদীপ স্থাপিত, এক্ষণে ভগবানের যেরূপ ইচ্ছা।'

---

* গৃহের উচ্চতার নিমিত্ত ঐ নাম হইয়াছিল।

৪। তখন ভগবান পবিচ্ছদ পরিহিত হইয়া পাত্র ও চীবর হস্তে ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। পাদ প্রক্ষালনান্তে কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক মধ্যস্থ স্তম্ভ আশ্রয় কবিয়া পূর্ব্বমুখী হইযা উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও পাদ ধৌত কবিয়া কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পশ্চিমদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয় করিযা ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন কবিলেন। পাবাব মল্লগণও পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কক্ষে প্রবেশ কবিযা পূর্ব্বদিকস্থ ভিত্তি আশ্রয় করিযা ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিম মুখী হইযা উপবেশন করিলেন। অতঃপব ভগবান পাবার মল্লগণকে বহুরাত্রি পর্য্যন্ত ধর্ম্মকথা দ্বাবা উপদিষ্ট, সমুদ্দীপ্ত, সমুত্তেজিত সম্প্রহৃষ্ট কবিলেন। পবে তিনি তাহাদিগকে 'বাসেট্ঠগণ, বাত্রি অবসান, এক্ষণে তোমাদের যাহা ইচ্ছা', এইকথা বলিযা বিদায় দিলেন।

প্রত্যুত্তরে মল্লগণ 'তথাস্তু' কহিয়া আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

৫। মল্লগণেব প্রস্থানেব অল্পকাল পবে ভগবান নীরব ভিক্ষুসঙ্ঘেব প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সারিপুত্রকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন ঃ

'সারিপুত্র, ভিক্ষুসঙ্ঘ স্ত্যান-মিদ্ধ বহিত, তুমি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব কবিতেছি, আমি উহা প্রসারিত কবিব।'

উত্তবে সারিপুত্র ভগবানকে কহিলেন, 'উত্তম, ভন্তে'।

তৎপরে ভগবান সংঘাটি চতুর্গুণ কবিযা বিছাইয়া পাদোপবি পাদ রক্ষাপূর্ব্বক স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইযা মনে উত্থান-সংজ্ঞা বক্ষা কবিযা দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ-শয্যা আশ্রয় করিলেন।

৬। ঐ সময় নিগণ্ঠ নাথ-পুত্র সম্প্রতি পাবায় দেহ ত্যাগ কবিযাছিলেন। তাঁহাব মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধা বিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইযা পবস্পবকে মুখাস্ত্রদ্বাবা আহত করিতেছিল—'তুমি এই ধর্ম্ম ও বিনয অবগত নও, আমি অবগত আছি, তুমি কি প্রকাবে এই ধর্ম্ম ও বিনয় জানিবে?—তুমি মিথ্যা দৃষ্টিব অনুবর্ত্তী হইয়াছ, আমি সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন—আমি প্রাসঙ্গিক কথা কহিতেছি, তুমি অপ্রাসঙ্গিক কহিতেছ—পূর্ব্বে কথনীয তুমি পশ্চাতে কহিযাছ, পশ্চাতে কথনীয় পূর্ব্বে কহিয়াছ—তোমাব বিচাব ব্যর্থ হইযাছে—তোমাব আহ্বান গৃহীত হইয়াছে, তুমি নিগৃহীত হইযাছ—স্বকীয দৃষ্টি

পরিশুদ্ধ কর, যদি সক্ষম হও আপনাকে পাশমুক্ত কর।[১] নাথ-পুত্রের অনুচর নিগণ্ঠগণ যেন পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহার শ্বেতাম্বরধারী গৃহী শ্রাবকগণও নিগণ্ঠগণের প্রতি উদাসীন হইয়াছিল, বিরক্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিরোধী হইয়াছিল, তাহাদের ধর্ম্ম-বিনয়ের ব্যাখ্যান এতই অপটু হইয়াছিল, উহার প্রচার এতই অফলপ্রদ হইয়াছিল, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহা এতই অক্ষম হইয়াছিল, যেহেতু উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয় নাই এবং ভিন্নস্তূপ ও অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছিল।

৭। অতঃপর আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন ঃ বন্ধুগণ, নিগণ্ঠ নাথ-পুত্র সম্প্রতি পাবায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নিগণ্ঠগণ দ্বিধাবিভক্ত ও দ্বন্দ্ব, কলহ, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অপ্রতিশরণে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও বিনয়ের সুব্যাখ্যার অভাব উহার নিষ্ফল প্রচার, লক্ষ্যে চালিত করিতে এবং শান্তি প্রদানে উহার অক্ষমতা এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত না হওয়া—এই সকলই ইহার কারণ। কিন্তু, বন্ধুগণ, আমাদিগের ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্ম স্বাখ্যাত, সুপ্রচারিত, উহা লক্ষ্যে উপনীত করিতে এবং শান্তি প্রদানে সক্ষম এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ঘোষিত। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য ব্যাপক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, বহুজনের হিত ও সুখবিধায়ক হয়, জগতের প্রতি অনুকম্পা-কারক হয়, দেব ও মনুষ্যগণের মঙ্গল ও হিত সাধক হয়।

ঐ ধর্ম্ম কি ?

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এক ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে সাধক হয়।

৮। এক ধর্ম্ম কি ?

সর্ব্বপ্রাণী আহারোপরি স্থিত, সংস্কারোপরি স্থিত। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান কর্ত্তৃক এই 'এক ধর্ম্ম' সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সাধক হয়।

১। প্রাসাদিক সূত্রান্ত, ১নং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অরহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক দুই-ধর্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে…সাধক হয়।

কোন্ কোন্ দুই-ধর্ম ?

(১) নাম ও রূপ।
(২) অবিদ্যা ও ভব-তৃষ্ণা।
(৩) ভব দৃষ্টি ও বিভব-দৃষ্টি[১]।
(৪) অবিবেকিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা।
(৫) বিবেকিতা ও বিমৃষ্যকারিতা।
(৬) স্বৈরচারিতা ও পাপ-সাহচর্য্য।
(৭) কোমলতা ও সাধু সাহচর্য্য।
(৮) আপত্তি[২] কুশলতা ও উহার প্রতিরোধ কুশলতা।
(৯) সমাপত্তি[৩] কুশলতা ও উহা হইতে পুনরুত্থান কুশলতা।
(১০) ধাতুসমূহের সম্যক জ্ঞান এবং উহাতে অভিনিবেশ।
(১১) আয়তনসমূহ এবং প্রতীত্য সমুৎপাদের সম্যক জ্ঞান।
(১২) স্থান-অস্থান কুশলতা।
(১৩) ঋজুতা ও মৃদুতা।
(১৪) ক্ষান্তি ও কোমলতা।
(১৫) মধুর বাক্য ও হৃদয়গ্রাহী আচরণ।
(১৬) করুণা ও অন্তরের পবিত্রতা।
(১৭) বিস্মৃতিশীলতা ও অনবধানতা।
(১৮) স্মৃতি ও অবহিত দৃষ্টি।
(১৯) অরক্ষিত ইন্দ্রিয় ও মাত্রাহীন ভোজন।
(২০) রক্ষিত ইন্দ্রিয় ও মিতাহার।
(২১) বিচারবুদ্ধি বল ও ভাবনা বল।
(২২) স্মৃতিবল ও সমাধি-বল।
(২৩) শমথ ও বিপশ্যনা।

১। শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ।
২। সঙ্ঘসম্বন্ধীয় অপরাধ। ৩। ধ্যানের অবস্থা বিশেষ।

(২৪) শমথ-নিমিত্ত ও প্রগ্রহ-নিমিত্ত।

(২৫) প্রগ্রহ ও অবিক্ষেপ।

(২৬) শীল-সম্পদা ও দৃষ্টি-সম্পদা।

(২৭) শীল-বিপত্তি ও দৃষ্টি-বিপত্তি।

(২৮) শীল-বিশুদ্ধি ও দৃষ্টি-বিশুদ্ধি।

(২৯) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি ও যথাদৃষ্টি অনুযায়ী প্রযাস।

(৩০) সংবেগ এবং সংবেজনীয স্থানে সংবিগ্নেব আন্তরিক প্রযাস।

(৩১) কুশলধর্ম্মে অসন্তুষ্টতা ও প্রযাসেব প্রযোগে অধ্যবসায।

(৩২) বিদ্যা ও বিমুক্তি।

(৩৩) ক্ষযেব জ্ঞান ও পুনবাবির্ভাব নিবাবণেব জ্ঞান।

বন্ধুগণ, এই সকল দুই-ধর্ম্ম জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অবহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইযা সকলে সাধক হয।

১০। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অবহত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ত্রযাত্মক ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, বিবাদে প্রবৃত্ত না হইযা সকলে সাধক হয। ঐ সকল কি কি?

(১) তিন অকুশল-মূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ।

(২) তিন কুশল-মূল—লোভহীনতা, দ্বেষহীনতা ও মোহ-হীনতা।

(৩) তিন দুশ্চরিত—কায-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মন-দুশ্চরিত।

(৪) তিন সুচরিত—কায-সুচরিত, বাক্-সুচরিত, মন-সুচরিত।

(৫) তিন অকুশল-বিতর্ক—কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক।

(৬) তিন কুশল-বিতর্ক—নৈষ্কাম্য বিতর্ক, অব্যাপাদ বিতর্ক অবিহিংসা বিতর্ক।

(৭) তিন অকুশল সংকল্প—কাম সংকল্প, ব্যাপাদ সংকল্প, বিহিংসা সংকল্প।

(৮) তিন কুশল সংকল্প—নৈষ্কাম্য সংকল্প, অব্যাপাদ-সংকল্প, অবিহিংসা-সংকল্প।

(৯) তিন অকুশল সংজ্ঞা—কাম-সংজ্ঞা, ব্যাপাদ-সংজ্ঞা, বিহিংসা সংজ্ঞা।

(১০) তিন কুশল সংজ্ঞা—নৈষ্কাম্য সংজ্ঞা, অ-ব্যাপাদ, সংজ্ঞা, অবিহিংসা সংজ্ঞা।

(১১) তিন অকুশল ধাতু—কাম ধাতু, ব্যাপাদ ধাতু, বিহিংসা ধাতু।

(১২) তিন কুশল ধাতু—নৈষ্কাম্য ধাতু, অ-ব্যাপাদ ধাতু, অবিহিংসা ধাতু।

(১৩) অপব তিন ধাতু—কাম ধাতু, রূপ ধাতু, অরূপ ধাতু।

(১৪) অপব তিন ধাতু—রূপ ধাতু, অরূপ ধাতু, নিবোধ ধাতু[১]।

(১৫) অপর তিন ধাতু—হীন ধাতু, মধ্যম ধাতু, প্রণীত ধাতু।

(১৬) তিন তৃষ্ণা—কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা।

(১৭) অপব তিন তৃষ্ণা—কাম তৃষ্ণা, রূপ-তৃষ্ণা, অরূপ-তৃষ্ণা।

(১৮) অপর তিন তৃষ্ণা—রূপ-তৃষ্ণা, অরূপ-তৃষ্ণা, নিবোধ-তৃষ্ণা[২]।

(১৯) তিন সংযোজন—সৎকায দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ।

(২০) তিন আসব—কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব।

(২১) তিন ভব—কাম-ভব, রূপ-ভব, অরূপ-ভব।

(২২) তিন এষণা—কামেষণা, ভবেষণা, ব্রহ্মচর্য্যেষণা।

(২৩) তিন অহমিকা—'আমি শ্রেষ্ঠ', 'আমি সদৃশ', 'আমি হীন'।

(২৪) তিন কাল—অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান।

(২৫) তিন অন্ত—সৎকায়[৩], উহাব উৎপত্তি, উহাব নিরোধ।

(২৬) তিন বেদনা—সুখ-বেদনা, দুঃখ-বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা।

(২৭) তিন দুঃখতা (দুঃখময অবস্থা)—দুঃখ (দুঃখ বেদনা), সংস্কাব (জন্ম, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুব জ্ঞান), বিপরিণাম।

(২৮) তিন বাশি—কুকর্ম্ম বাশি যাহাব অপরিবর্ত্তনীয ফল অমঙ্গল; সুকর্ম্ম বাশি যাহাব অপবিবর্ত্তনীয় ফল মঙ্গল, অনিযত বাশি।

১। নির্ব্বাণ।

২। এই স্থানে 'নিবোধ' উচ্ছেদ দৃষ্টিব অর্থে কথিত হইযাছে। ১৬-১৮ অনুচ্ছেদেব মর্ম্ম এই—কাম সম্পর্কে অস্তিত্বেব সর্ব্বপ্রকাব সংস্কাব, যাহা তৃষ্ণা কথিত হয, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত, এবং যেহেতু সর্ব্বতৃষ্ণা ইন্দ্রিযস্পর্শী-বাসনা দ্বাবা পবিব্যাপ্ত সেই হেতু অপব দুই তৃষ্ণা উহা হইতেই সিদ্ধ।

৩। পঞ্চস্কন্ধ (নাম-রূপ)।

(২৯) তিন সংশয়—অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান সম্বন্ধে সংশয়, বিচিকিৎসা (বিহ্বলতা, কর্ত্তব্যাবধারণে অসামর্থ্য), অসন্তুষ্টি।

(৩০) তথাগতের তিন অরক্ষ্য[১]—বন্ধুগণ, তথাগত পরিশুদ্ধ কায়সমাচার সম্পন্ন, বাক্ সমাচার সম্পন্ন, মনোসমাচার সম্পন্ন; তাঁহার এমন কোন কায়-দুশ্চরিত, বাক্-দুশ্চরিত, মনো-দুশ্চরিত নাই যাহা অপরের নিকট গোপন করা প্রয়োজন।

(৩১) তিন কিঞ্চন (মল)—রাগ, দেষ ও মোহ।

(৩২) তিন অগ্নি—রাগাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি।

(৩৩) অপর তিন অগ্নি—আহবণীয় অগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি, দক্ষিণেয্য অগ্নি[২]।

(৩৪) ত্রিবিধ রূপ সংগ্রহ—সনিদর্শন-সপ্রতিঘরূপ, অনিদর্শন-সপ্রতিঘ রূপ, অনিদর্শন-অপ্রতিঘ রূপ।

(৩৫) তিন সংস্কার—পুণ্য-অভিসংস্কার, অপুণ্য অভিসংস্কার, অবিক্ষোভ-অভিসংস্কার[৩]।

(৩৬) তিন পুদ্গল (পুরুষ)—শিক্ষার্থী, যাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, যিনি উভয় শ্রেণীর কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নহেন[৪]।

(৩৭) তিন থের—জাতি-থের[৫], ধর্ম্ম-থের[৬], সম্মতি থের[৭]।

(৩৮) তিন পুণ্য-ক্রিয়াবস্তু—দানময়, শীলময়, ভাবনাময়।

(৩৯) তিন প্রবর্ত্তনা-বস্তু—যাহা দৃষ্ট, যাহা শ্রুত, যাহা শঙ্কার বিষয়ীভূত।

(৪০) কামলোকে ত্রিবিধ উৎপত্তি—বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহাদের কামনা উপস্থিত ভোগ্যবস্তুতে বদ্ধ, যথা কোন কোন মনুষ্য, কোন

১। যাহাতে অবহিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

২। অর্থাৎ পিতামাতার সেবা, সন্তান সন্ততি, স্ত্রী ও অধীনস্থগণের সেবা, ধর্ম্মের সেবা।

৩। ইহা অরূপ স্বর্গে পুনর্জন্মের সংকল্পের অধিবচন।

৪। অর্থাৎ পৃথগ্জন,সাধারণ মনুষ্য।

৫। বয়োবৃদ্ধ পুরুষ। ৬। প্রতিষ্ঠান্বিত ভিক্ষু। ৭। যথারীতি 'থের পদে স্থাপিত ভিক্ষু।

কোন দেব, কোন বিনিপাতিক। ইহাই কামলোকে প্রথম উৎপত্তি। বন্ধুগণ সত্ত্বগণ আছে যাহারা ভোগের সৃষ্টি করিয়া উহার বশবর্ত্তী হয়, যথা নির্ম্মাণরতি দেবগণ। ইহাই কামলোকে দ্বিতীয় উৎপত্তি। বন্ধুগণ, সত্ত্বগণ আছে যাহারা পরসৃষ্ট ভোগ্যের বশবর্ত্তী হয়, যথা পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী দেবগণ। ইহাই কামলোকে তৃতীয় উৎপত্তি।

(৪১) ত্রিবিধ সুখময় উৎপত্তি—বন্ধুগণ সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা (পূর্ব্ব জন্মে) পুনঃপুনঃ সুখ উৎপাদন করিয়া এক্ষণে সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা ব্রহ্মকায়িক দেবগণ। ইহাই প্রথম সুখময় উৎপত্তি। সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা সুখসিক্ত, সুখানুপ্রবিষ্ট, সুখপূর্ণ, সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাঁহারা সময়ে সময়ে উদান উচ্চারণ করেন 'অহো সুখ, অহো সুখ।', যথা আভাস্বর দেবগণ। ইহাই দ্বিতীয় সুখময় উৎপত্তি। সত্ত্বগণ আছেন যাঁহারা সুখসিক্ত ·সুখ-পরিব্যাপ্ত, তাঁহারা পরম সন্তুষ্টিসহ প্রণীত সুখ অনুভব করেন, যথা শুভ কৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই তৃতীয় সুখময় উৎপত্তি।

(৪২) তিন প্রজ্ঞা—শৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা, নৈব শৈক্ষ্য-নাশৈক্ষ্য প্রজ্ঞা।

(৪৩) অপর তিন প্রজ্ঞা—চিন্তাময়[১] প্রজ্ঞা, শ্রুতময়[২] প্রজ্ঞা, ভাবনাময়[৩] প্রজ্ঞা।

(৪৪) তিন আয়ুধ—শ্রুত-আয়ুধ, প্রবিবেক-আয়ুধ, প্রজ্ঞা-আয়ুধ।

(৪৫) তিন ইন্দ্রিয়—অজ্ঞাতের জ্ঞানলাভ-ইন্দ্রিয়, জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, পূর্ণজ্ঞান-ইন্দ্রিয়।

(৪৬) তিন চক্ষু—মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু।

(৪৭) তিন শিক্ষা—অধিশীল-শিক্ষা, অধিচিত্ত-শিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা।

(৪৮) তিন ভাবনা—কায় ভাবনা, চিত্ত ভাবনা, প্রজ্ঞা ভাবনা।

১। চিন্তা-প্রসূত। ২। অপরের নিকট হইতে লব্ধ। ৩। চিত্তের উৎকর্ষ সাধক।

(৪৯) তিন অনুত্তর—দর্শন-অনুত্তর, প্রতিপদা-অনুত্তর, বিমুক্তি-অনুত্তর[১]।

(৫০) তিন সমাধি—সবিতর্ক সবিচার-সমাধি, অবিতর্ক বিচার মাত্র-সমাধি, অবিতর্ক-অবিচার সমাধি।

(৫১) অপর তিন সমাধি—শূন্যতা সমাধি[২], অনিমিত্ত[৩] সমাধি-অপ্রণিহিত[৪] সমাধি।

(৫২) ত্রিবিধ শৌচ—কায়-শৌচ, বাক্-শৌচ, মন-শৌচ।

(৫৩) ত্রিবিধ মৌনেয়[৫]—কায়-মৌনেয়, বাক্-মৌনেয়, মন-মৌনেয়।

(৫৪) ত্রিবিধ কৌশল্য—আয়-কৌশল্য, অপায়-কৌশল্য, উপায়-কৌশল্য[৬]।

(৫৫) ত্রিবিধ মদ—আরোগ্য-মদ, যৌবন-মদ, জীবন-মদ।

(৫৬) তিন আধিপত্য—আত্মাধিপত্য[৭], লোকাধিপত্য[৮], ধর্ম্মাধিপত্য[৯]।

(৫৭) তিন কথা-বস্তু—অতীত সম্বন্ধে কথা 'অতীতে এইরূপ হইয়াছিল', অনাগত সম্বন্ধে কথা 'ভবিষ্যতে এইরূপ হইবে', বর্ত্তমান সম্বন্ধে কথা 'বর্ত্তমানে এইরূপ হইয়াছে।'

(৫৮) তিন বিদ্যা—পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির জ্ঞানরূপ বিদ্যা, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তির জ্ঞানরূপ বিদ্যা, আস্রবসমূহের ক্ষয়ের জ্ঞানরূপ বিদ্যা।

(৫৯) তিন বিহার—দিব্য বিহার[১০], ব্রহ্ম বিহার[১১], আর্য্য বিহার[১২]।

১। এই তিনটীতে মার্গ, ফল এবং নির্ব্বাণ উল্লিখিত হইয়াছে।

২। যাহা রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতে মুক্ত, বিশেষতঃ আত্মা হইতে মুক্ত।

৩। নির্গুণ। ৪। বাসনা-মুক্ত।

৫। মুনি ভাবজনক ধর্ম্ম।

৬। অগ্রগতি, পশ্চাদ্গতি, সাফল্য। 'আয়, অপায়, উপায়' তিনটী শব্দই 'ই' ধাতু (গমন করা) হইতে নিষ্পন্ন। 'অপায়' শব্দ সাধারণতঃ সর্ব্বপ্রকার দুর্গতিজনক পুনর্জন্মের প্রতি প্রযুক্ত হয়।

৭। আত্মনির্ভরতা, স্বাতন্ত্র্য। ৮। মানুষের উপর পার্থিব বস্তুর প্রভাব।

৯। ধর্ম্মের শাসন।

১০। অষ্ট সমাপত্তি লাভ। ১১। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন। ১২। মার্গফল প্রাপ্তি।

(৬০) তিন প্রাতিহার্য্য—ঋদ্ধি প্রাতিহার্য্য, আদেশনা[১]-প্রাতিহার্য্য, অনুশাসনী-প্রাতিহার্য্য।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই সকল ত্রয়াত্মক ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে. বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে... সাধক হয়।

১১। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক চারি ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্র হইয়া উহার সংগায়ন করিতে হইবে, যাহাতে এই ব্রহ্মচর্য্য... ইত্যাদি...কোন্ চারিধর্ম্ম ?

(১) চারিস্মৃতি প্রস্থান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু উৎসাহপূর্ণ, সম্প্রজ্ঞাত, স্মৃতিমান হইয়া, জগতে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য দমন করিয়া, কায়ে, কায়ানুদর্শী হইয়া বিহার করেন; বেদনায় · চিত্তে ধর্ম্মে ধর্ম্মানুদর্শী হইয়া বিহার করেন।

(২) চারি সম্যক প্রধান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু যাহাতে অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্ম উৎপন্ন না হয়...যাহাতে উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্ম প্রহীন হয় · যাহাতে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হয়—যাহাতে উৎপন্ন কুশলধর্ম্ম সমূহ স্থায়ী হয়, বিশৃঙ্খল না হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিস্তৃত হয়, বিকশিত হয়, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ইচ্ছাশক্তির উৎপাদন করেন, প্রয়াস ও বীর্য্য প্রয়োগ করেন, সংকল্পবদ্ধ প্রযত্নের সহিত চিত্তকে দৃঢ় করেন।

(৩) চারি ঋদ্ধি পাদ—বন্ধুগণ, ভিক্ষু ছন্দ-সমাধি প্রধান-সংস্কার সমান্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। চিত্ত-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। বীর্য্য-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমন্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন। মীমাংসা-সমাধি-প্রধান-সংস্কার সমান্নাগত ঋদ্ধি-পাদ ভাবনা করেন।

(৪) চারি ধ্যান—বন্ধুগণ, ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিসুখমণ্ডিত

১। পরচিত্ত-জ্ঞান।

প্রথম ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। বিতর্ক বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সম্প্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়নকারী, অবিতর্ক অবিচার সমাধিজ প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিহার করেন। প্রীতিতেও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া উপেক্ষাসম্পন্ন, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হইয়া বিহার করেন; তিনি কায়ে সুখ অনুভব করেন—যে সুখ সম্বন্ধে আর্য্যগণ কহিয়া থাকেন 'উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী'—এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া অ-দুঃখ অ-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন।

(৫) চারি সমাধিভাবনা—বন্ধুগণ, সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখ বিধায়ক হয়। সমাধি-ভাবনা-আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। সমাধি-ভাবনা আছে যাহা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে আস্রবের ক্ষয় হয়।

বন্ধুগণ, কি প্রকার সমাধি-ভাবনা-অনুশীলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই জগতেই সুখবিধায়ক হয়? ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া প্রথম ধ্যান…দ্বিতীয় ধ্যান তৃতীয় ধ্যান…চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতেই সুখবিধায়ক হয়। কি প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান-দর্শন লাভ হয়? ভিক্ষু আলোক-সংজ্ঞা মনে ধারণ করেন, দিবা-সংজ্ঞাতে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন, 'যেরূপ দিবা সেইরূপই রাত্রি, যেরূপ রাত্রি সেইরূপই দিবা', এই প্রকারে উন্মুক্ত অবাধ মনে সপ্রভাস চিত্ত উৎপাদন করেন। এই প্রকার সমাধি ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে জ্ঞান দর্শন লাভ হয়। কি প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভের সহায়ক হয়? বেদনাসমূহ, সংজ্ঞা ও বিতর্ক সমূহ যথাক্রমে উৎপন্ন, স্থিত ও অস্তগত হইলে ঐ সকল ভিক্ষুর বিদিত। ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞান লাভ হয়। কি প্রকার সমাধি-ভাবনা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে আস্রব সমূহের ক্ষয় সাধন হয়? ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উৎপত্তি-বিলয় দর্শী

হইয়া বিহাব করেন—'ইহা রূপ, ইহা রূপেব উদয, ইহা রূপেব বিলয় ; ইহা বেদনা…ইহা সংজ্ঞা… ইহা সংস্কার…ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের উদয, ইহা বিজ্ঞানেব বিলয।' ইহাই সমাধি-ভাবনা যাহা অনুশীলিত ও বর্দ্ধিত হইলে আস্রব-সমূহেব ক্ষয় সাধন হয।

(৬) চাবি অপ্রমাণ্য[১]—ভিক্ষু মৈত্রী—সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এই-রূপে চতুর্দ্দিক স্ফুবিত কবিযা বিহাব করেন। এইরূপে তিনি উর্দ্ধে, অধোদিকে, তির্য্যকদিকে সর্ব্বত্র সর্ব্বলোক মৈত্রীযুক্ত এবং বিপুল, মহান, অপ্রমেয, বৈব-হীন, দ্রোহ-হীন, চিত্ত দ্বাবা পবিস্ফুবিত কবিযা বিহার কবেন। করুণাসহগত চিত্তে· ·মুদিতা সহগত চিত্তে ··উপেক্ষা সহগত চিত্তে এক-দুই-তিন, এইরূপে ·স্ফুবিত কবিযা বিহাব কবেন।[২]

(৭) চাবি অরূপ—ভিক্ষু সর্ব্বতোভাবে রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করিযা, প্রতিঘ সংজ্ঞার অস্ত গমনান্তে নানাত্ব সংজ্ঞাব চিন্তা পবিহাব কবিযা, 'আকাশ অনন্ত' এইরূপ চিন্তা কবিযা আকাশ-আনন্ত্য-আযতন প্রাপ্ত হইযা বিহাব করেন। সর্ব্বতোভাবে আকাশ-আনন্ত্য-আযতন অতিক্রম করিয়া, 'বিজ্ঞান অনন্ত' এইরূপ চিন্তা করিযা বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন প্রাপ্ত হইযা বিহার কবেন[৩]। বিজ্ঞান-আনন্ত্য-আযতন সর্ব্বাংশে অতিক্রম কবিযা "কিছুই নাই" এইরূপ আকিঞ্চণ্য আযতন প্রাপ্ত হইযা বিহার করেন। আকিঞ্চণ্য আযতন সর্ব্বাংশে অতিক্রম কবিযা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন প্রাপ্ত হইযা বিহার কবেন।

(৮) ভিক্ষু সম্যক বিচাবান্তে বস্তু বিশেষেব সেবা কবেন, ঐরূপে বস্তু বিশেষ স্বীকাব কবিযা লন. বস্তু বিশেষ বর্জ্জন কবেন, বস্তু বিশেষ দমন কবেন।

(৯) চাবি আর্য্যবংশ—ভিক্ষু যে কোন প্রকাব চীবরে সন্তুষ্ট হন, ঐ প্রকার চীবরে সন্তুষ্টিব প্রশংসা কবেন, চীবব হেতু অনুপযুক্ত অসঙ্গত উপায অবলম্বন কবেন না, চীবব লাভ না হইলে বিক্ষুব্ধ হন না, হইলে উহাতে

১। ব্রহ্মবিহাব রূপে কথিত মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা।

২। প্রথম খণ্ড, তেবিজ্জ সূত্র, ২৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। প্রথম খণ্ড, পোট্ঠপাদ সূত্র, ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গ্রথিত হন না, মূর্চ্ছিত হন না, অভিভূত হন না ; অমঙ্গল ও পবিণামদর্শী হইযা উহা উপভোগ কবেন। উক্তবূপ সন্তুষ্টিব নিমিত্ত তিনি আত্মপ্রশংসা ও পবগ্লানিতে বত হন না। এইবূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সমন্বিত, তিনি পুবাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, বন্ধুগণ, ভিক্ষু যে কোন প্রকাব পিণ্ডপাতে সন্তুষ্ট হন পিণ্ডপাত হেতু আর্য্যবংশে স্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে কোন প্রকাব বাসস্থানে সন্তুষ্ট হন ·বাসস্থান হেতু···আর্য্য বংশেস্থিত কথিত হন। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রহানে[১] আনন্দলাভ কবেন, প্রহানবত হন, উহাব বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ কবে, উহাব বৃদ্ধিতে বত হন, এবং উক্ত প্রহানে আনন্দ লাভ প্রহানে বতি হেতু, উহাব বৃদ্ধিতে আনন্দ লাভ ও বতি হেতু আত্ম-প্রশংসা ও পবগ্লানিতে বত হন না। এইবূপে যিনি দক্ষ, অনলস, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতিসমন্বিত, তিনি পুবাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যবংশে স্থিত কথিত হন।

(১০) চাবি প্রধান[২]—সংবব-প্রধান, প্রহান-প্রধান, ভাবনা-প্রধান, অনুবক্ষণা প্রধান। সংবব-প্রধান কি ? ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা বূপ দর্শন কবিযা নিমিত্ত-গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, চক্ষু ইন্দ্রিযকে সংযত না কবিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্য বূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহেব উৎপত্তি হয, ঐ সকলেব সংযমে প্রবৃত্ত হন, চক্ষু-ইন্দ্রিযকে বক্ষা কবেন, উহাকে বশীভূত কবেন। শ্রোত্র দ্বাবা শব্দ শ্রবণ কবিযা· নাসিকা দ্বাবা গন্ধ আঘ্রাণ কবিযা...জিহ্বা দ্বাবা বস আস্বাদন কবিযা...ত্বক্ দ্বাবা স্পর্শানুভব কবিযা · ·মন দ্বাবা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইযা নিমিত্ত গ্রাহী হন না, অনুব্যঞ্জন-গ্রাহী হন না, মনেন্দ্রিযকে সংযত না কবিলে অভিধ্যা-দৌর্ম্মনস্যবূপ যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্মসমূহেব উৎপত্তি হয ঐ সকলেব সংযমে প্রবৃত্ত হন, মনেন্দ্রিযকে বক্ষা কবেন, উহাকে বশীভূত কবেন। বন্ধুগণ, ইহাই সংবব-প্রধান। প্রহান-প্রধান কি ? ভিক্ষু উৎপন্ন কাম-বিতর্কেব প্রশ্রয দেন না, উহা বর্জ্জন কবেন, দমন কবেন, উহাব অন্ত সাধন কবেন, উহাব অস্তিত্বেব লোপ সাধন কবেন। উৎপন্ন ব্যাপাদ-বিতর্কেব...উৎপন্ন বিহিংসা-বিতর্কেব...উৎপন্ন বিভিন্ন পাপ অকুশল ধর্ম্মেব প্রশ্রয দেন না, উহা বর্জ্জন ও দমন কবেন.

১। বর্জ্জন। ২। উত্তম-বীর্য্য।

উহার অন্ত সাধন ও উহার অস্তিত্বের লোপ-সাধন করেন। বন্ধুগণ, ইহাই প্রহান-প্রধান। ভাবনা-প্রধান কি? ভিক্ষু বিবেক, বিরাগ, নিরোধ নিঃশ্রিত ত্যাগ-পরিণামী স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন...বীর্য্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন...প্রীতি...প্রশ্রব্ধি · সমাধি...উপেক্ষা-সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা করেন। বন্ধুগণ, ইহাই ভাবনা প্রধান। অনুরক্ষণা প্রধান কি? ভিক্ষু উৎপন্ন উত্তম সমাধি-নিমিত্ত সযত্নে রক্ষা করেন, যথা অস্থি-সংজ্ঞা, পূয-সংজ্ঞা, বিনীল-সংজ্ঞা, বিচ্ছিদ্র-সংজ্ঞা, স্ফীত-সংজ্ঞা[১]। বন্ধুগণ, ইহাই অনুরক্ষণা প্রধান।

(১১) চারি জ্ঞান—ধর্ম্ম-জ্ঞান, অন্বয়-জ্ঞান, পরিচ্ছেদ-জ্ঞান, সম্মতি-জ্ঞান।

(১২) অপর চারি জ্ঞান—দুঃখ জ্ঞান, সমুদয় জ্ঞান, নিরোধ জ্ঞান, মার্গ-জ্ঞান।

(১৩) চারি স্রোতাপত্তি-অঙ্গ—সৎপুরুষের সাহচর্য্য, সদ্ধর্ম্মশ্রবণ, প্রণালীবদ্ধ চিন্তাধারা, ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলন।

(১৪) চারি স্রোতাপন্নের অঙ্গ—আর্য্যশ্রাবক বুদ্ধে অবিচলিত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন—'ইনিই সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর দম্য-পুরুষ-সারথি, দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, ভগবান বুদ্ধ।' ধর্ম্মে অবিচলিত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন—'ধর্ম্ম ভগবান কর্ত্তৃক সুপ্রচারিত, উহা সান্দৃষ্টিক, অবিলম্বে ফলপ্রসূ, আসিয়া দেখিবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বানকারী, নির্ব্বাণের পথ প্রদর্শনকারী, উহা বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্ব স্ব অন্তরে অনুভূতি-সাপেক্ষ।' সঙ্ঘে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন · 'ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু-প্রতিপন্ন, ন্যায়-প্রতিপন্ন, সামীচি-প্রতিপন্ন, উহা চারি পুরুষ-যুগল এবং অষ্ট পুরুষ-পুদ্গল সমন্বিত, তাঁহারা আহুতির যোগ্য, সৎকারের যোগ্য, দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলি-করণীয়, জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তাঁহারা আর্য্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তি-দায়ী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিক শীল সমন্বিত।

(১৫) চারি শ্রামণ্য-ফল—স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অরহত্ব-ফল।

১। মহাসতি পট্ঠান সূত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৬৩-৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১৬) চারি ধাতু—পৃথিবী-ধাতু, অপ্-ধাতু, তেজ-ধাতু, বায়ু-ধাতু।

(১৭) চারি আহার—কবলিঙ্কার[১] (কবলী-কবণীয) আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, দ্বিতীয আহার স্পর্শ[২], তৃতীয আহার মনোসঞ্চেতনা[৩], চতুর্থ আহার বিজ্ঞান[৪]।

(১৮) চারি বিজ্ঞান-স্থিতি—বন্ধুগণ, যখন বিজ্ঞান আশ্রযস্থান লাভ করিযা স্থিত হয, তখন রূপলগ্ন, রূপাবলম্বন, রূপ-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইযা উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয। বেদনা-লগ্ন সংজ্ঞা-লগ্ন সংস্কার-লগ্ন, সংস্কারাবলম্বন, সংস্কার-প্রতিষ্ঠিত, সুখান্বেষী হইযা উহা বিকাশ, বৃদ্ধি ও বিপুলতা প্রাপ্ত হয।

(১৯) চারি অগতি-গমন—ছন্দ-অগতি, দ্বেষ-অগতি, মোহ-অগতি, ভয-অগতি।

(২০) চারি তৃষ্ণোৎপাদ—চীবর হেতু ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয। পিণ্ডপাত হেতু ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয। শযনাসন-হেতু ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয। ভবিষ্যত জন্ম অথবা উচ্ছেদ হেতু[৫] ভিক্ষুর তৃষ্ণা উৎপন্ন হয।

(২১) চারি প্রতিপদ (অগ্রগতির পরিমাণ)—যখন প্রতিপদ আযাস-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ আযাস-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র, প্রতিপদ সহজ-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা মন্দ, প্রতিপদ সহজ-সাধ্য এবং অভিজ্ঞা ক্ষিপ্র।

(২২) অপর চারি প্রতিপদ—অক্ষম প্রতিপদ, ক্ষম প্রতিপদ, দম প্রতিপদ, শম প্রতিপদ[৬]।

(২৩) চারি ধর্ম্মপদ—অনভিধ্যা ধর্ম্মপদ, অব্যাপাদ ধর্ম্মপদ, সম্যক স্মৃতি ধর্ম্মপদ, সম্যক সমাধি ধর্ম্মপদ।

১। শারীরিক। ২। যাহা পঞ্চেন্দ্রিযের পরিভোগ্য। ৩। যাহা মনের উপভোগ্য। ৪। যাহা চিত্তের উপভোগ্য, যে হেতু হইতে পুনর্জন্মের উদ্ভব হয, পুনর্জন্মের ক্ষেত্রে বীজ স্বরূপ।

৫। মূলের 'ইতি-ভবাভব' শব্দের অর্থ এস্থলে বুদ্ধ ঘোষের মতে তৈল, মধু, ঘৃত ইত্যাদি খাদ্য।

৬। অর্থাৎ ধ্যানানুশীলনে শীতোষ্ণ সহনীয হয কি? ইন্দ্রিযস্পর্শী চিন্তাসমূহ উপেক্ষিত হয কি?—টীকা।

(২৪) চাবি ধর্ম্ম সমাদান—এক প্রকাব যাহা বর্ত্তমানে দুঃখদাযী এবং ভবিষ্যতে দুঃখ-বিপাক সম্পন্ন। এক প্রকাব যাহা বর্ত্তমানে দুঃখময এবং ভবিষ্যতে সুখবিপাক সম্পন্ন। এক প্রকাব যাহা বর্ত্তমানে সুখময এবং ভবিষ্যতে দুঃখবিপাক সম্পন্ন। এক প্রকাব যাহা বর্ত্তমানে সুখময এবং ভবিষ্যতে সুখবিপাক সম্পন্ন[১]।

(২৫) চাবি ধর্ম্মস্কন্ধ—শীলস্কন্ধ, সমাধি-স্কন্ধ, প্রজ্ঞা-স্কন্ধ, বিমুক্তি-স্কন্ধ।

(২৬) চাবি বল—বীর্য্য-বল, স্মৃতি-বল, সমাধি-বল, প্রজ্ঞা-বল।

(২৭) চাবি অধিষ্ঠান (সংকল্প)—প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠান, সত্য-অধিষ্ঠান, ত্যাগ[২]-অধিষ্ঠান, উপশম[৩]-অধিষ্ঠান।

(২৮) চাবি প্রশ্ন-ব্যাকবণ—একাংশ ব্যাকবণ, প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা ব্যাকবণ, বিশ্লেষণ দ্বাবা ব্যাকবণ, উত্তবদানেব অনুপযুক্তবূপে ব্যাকবণ।

(২৯) চাবি কর্ম্ম—এক প্রকাব কর্ম্ম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-বিপাক, এক প্রকাব শুক্ল, শুক্লবিপাক; এক প্রকাব কৃষ্ণ-শুক্ল, কৃষ্ণ-শুক্লবিপাক, এক প্রকার অকৃষ্ণ-অশুক্ল, অকৃষ্ণ-অশুক্ল-বিপাক যাহা কর্ম্মক্ষয কাবক[৪]।

(৩০) চাবি সাক্ষাৎ কবণীয ধর্ম্ম—স্মৃতি দ্বাবা সাক্ষাৎ কবণীয পূর্ব্বনিবাস (পূর্ব্ব জন্ম); চক্ষু দ্বাবা সাক্ষাৎ কবণীয চ্যুতি ও উৎপত্তি, কায দ্বাবা সাক্ষাৎ করণীয অষ্টবিমোক্ষ, প্রজ্ঞা দ্বাবা সাক্ষাৎ করণীয আস্রব ক্ষয।

(৩১) চাবি ওঘ—কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্ট-ওঘ, অবিদ্যা-ওঘ।

(৩২) চাবি যোগ—কাম-যোগ, ভব-যোগ-দৃষ্টি-যোগ, অবিদ্যা-যোগ।

১। প্রথম পন্থা অচেলক তপস্বীগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত। যে ধর্ম্ম—শিক্ষার্থী কামাদি রিপু দ্বাবা বাধা প্রাপ্ত হইযাও সাশ্রুনযনে অধ্যবসায যুক্ত হন, তিনি দ্বিতীয পন্থার অনুগামী। যাহাবা ভোগযুক্ত তাহাবা তৃতীয পন্থাব অনুগামী। চতুর্থ পন্থা বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্ত্তৃক অনুসৃত।

২। সর্ব্বপাপের পবিহার। ৩। আত্মদমন।

৪। এই শেষোক্ত কর্ম্ম চতুরঙ্গ মার্গজ্ঞান।

(৩৩) চারি বিসংযোগ—কর্ম্মযোগ-বিসংযোগ, ভবযোগ-বিসংযোগ, দৃষ্টি-যোগ-বিসংযোগ, অবিদ্যাযোগ-বিসংযোগ।

(৩৪) চারি গ্রন্থ[১]—অভিধ্যা কায়-গ্রন্থ, ব্যাপাদ কায়-গ্রন্থ, শীলব্রত-পরামর্শ কায়-গ্রন্থ, ('ইহাই সত্য' রূপ) নিবিশ্যবাদ কায়-গ্রন্থ।

(৩৫) চারি উপাদান—কাম-উপাদান, দৃষ্টি উপাদান, শীলব্রত উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান।

(৩৬) চারি যোনি—অণ্ডজ-যোনি, জরায়ুজ-যোনি, সংস্বেদজ[২]-যোনি, ঔপপাতিক যোনি।

(৩৭) চারি গর্ভ-অবক্রান্তি (গর্ভপ্রবেশ)—কেহ অজ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, অজ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই প্রথম গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, অজ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই দ্বিতীয় গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, জ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, অজ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই তৃতীয় গর্ভ-অবক্রান্তি। পুনশ্চ, কেহ জ্ঞাতসারে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে, জ্ঞাতসারে তথায় অবস্থান করে, জ্ঞাতসারে উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইহাই চতুর্থ গর্ভ অবক্রান্তি।

(৩৮) চারি আত্মভাব (ব্যক্তিত্ব) প্রতিলাভ—এক প্রকার যাহাতে আত্ম-সঞ্চেতনা ক্রিয়াশীল হয়। পর-সঞ্চেতনা নহে, এক প্রকার যাহাতে পর-সঞ্চেতনাই ক্রিয়াশীল হয়, আত্ম-সঞ্চেতনা নহে, এক প্রকার যাহাতে আত্ম-সঞ্চেতনা ও পর-সঞ্চেতনা উভয়ই ক্রিয়াশীল হয়, এক প্রকার যাহাতে উভয় সঞ্চেতনার কোনটিই ক্রিয়াশীল হয় না।

(৩৯) চারি দক্ষিণা-বিশুদ্ধি—দক্ষিণা যাহা দায়ক দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে দত্ত কিন্তু প্রতিগ্রাহকদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণে গৃহীত নহে; দক্ষিণা যাহা প্রতিগ্রাহক দ্বারা শুদ্ধীকৃত কিন্তু দায়ক দ্বারা নহে, দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্রতিগ্রাহক কাহারও কর্ত্তৃক শুদ্ধীকৃত নহে, দক্ষিণা যাহা দায়ক ও প্রতি-গ্রাহক উভয় কর্ত্তৃক শুদ্ধীকৃত।

১। সংযোজন যাহা মানুষকে সংসারে বদ্ধ করে।

২। স্বেদ হইতে উৎপন্ন।

(৪০) চারি সংগ্রহ-বস্তু—দান, প্রিয়বাক্য, অর্থচর্য্যা, সমানাত্মতা।

(৪১) চারি অনার্য্য বাক্-সমাচার—মৃষা-বাদ, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, তুচ্ছ প্রলাপ।

(৪২) চারি আর্য্য বাক্-সমাচার—মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি।

(৪৩) অপর চারি অনার্য্য বাক্-সমাচার—অদৃষ্টের দৃষ্ট রূপে ঘোষণা, অশ্রুতের শ্রুত রূপে ঘোষণা, অননুভূতের অনুভূত রূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের বিজ্ঞাত রূপে ঘোষণা।

(৪৪) অপর চারি আর্য্য বাক্-সমাচার—অদৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা, অশ্রুতের অশ্রুতরূপে ঘোষণা, অননুভূতের অননুভূতরূপে ঘোষণা, অবিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৫) অপর চারি অনার্য্য বাক্-সমাচার—দৃষ্টের অদৃষ্টরূপে ঘোষণা; শ্রুতের অশ্রুত রূপে ঘোষণা, অনুভূতের অননুভূত রূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের অবিজ্ঞাত রূপে ঘোষণা।

(৪৬) অপর চারি আর্য্য বাক্-সমাচার—দৃষ্টের দৃষ্টরূপে ঘোষণা, শ্রুতের শ্রুতরূপে ঘোষণা, অনুভূতের অনুভূতরূপে ঘোষণা, বিজ্ঞাতের বিজ্ঞাতরূপে ঘোষণা।

(৪৭) চারি পুদ্গল—কেহ আত্মপীড়ক ও আত্মপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ পরপীড়ক ও পরপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ আত্মপীড়ক, আত্মপীড়নানুযুক্ত এবং পরপীড়ক, পরপীড়নানুযুক্ত হন। কেহ আত্মপীড়কও হন না, আত্মপীড়নানুযুক্তও হন না; পরপীড়কও হন না, পরপীড়নানুযুক্তও হন না। ঐরূপ পুরুষ আত্মপীড়ক ও পরপীড়ক না হইয়া এই জগতেই তৃষ্ণাহীন, নির্বৃত, শীতিভূত, সুখ-প্রতিসংবেদী হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থান করেন।

(৪৮) অপর চারি পুদ্গল—কেহ আত্ম-হিতে রত থাকেন, পরহিতে নহে। কেহ পর-হিতে রত থাকেন, আত্ম-হিতে নহে। কেহ আত্ম-হিতেও রত নহেন, পর-হিতেও নহে। কেহ আত্ম-হিতেও রত, পর-হিতেও রত।

(৪৯) অপর চারি পুদ্গল—তমোগুণাচ্ছন্ন তম-পরায়ণ; তমোগুণাচ্ছন্ন

জ্যোতি-পরায়ণ, জ্যোতি-সমাপন্ন, তমো-পরায়ণ, জ্যোতি-সমাপন্ন, জ্যোতি-পরায়ণ।

(৫০) অপর চারি পুদ্গল—অচল শ্রমণ, পদ্ম-শ্রমণ, পুণ্ডরীক-শ্রমণ, সুকুমার-শ্রমণ[১]।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই চারি ধর্ম্ম সম্যক রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে…হিতসাধক হয়।

। প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক-সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক পঞ্চ ধর্ম্ম সম্যক রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে হিতসাধক হয়। কোন্ কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম?

(১) পঞ্চস্কন্ধ। রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-স্কন্ধ, সংস্কার-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

(২) পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ। রূপ-উপাদান-স্কন্ধ, বেদনা-উপাদান-স্কন্ধ, সংজ্ঞা-উপাদান-স্কন্ধ, সংস্কার-উপাদান-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-উপাদান-স্কন্ধ।

(৩) পঞ্চ কামগুণ। চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ, প্রিয়, কাম-জড়িত, রঞ্জনীয়, শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, ‥ জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ যাহা ইষ্ট, কান্ত, মনাপ,, প্রিয় কামজড়িত, রঞ্জনীয়।

(৪) পঞ্চগতি। নিরয়, তির্য্যক যোনি, প্রেত যোনি, মনুষ্য, দেব।

১। চারি মার্গে স্থিত শ্রমণগণের উল্লেখ হইয়াছে।

(৫) পঞ্চ মাৎসর্য্য। আবাস-মাৎসর্য্য, কুল-মাৎসর্য্য, লাভ-মাৎসর্য্য, বর্ণ-মাৎসর্য্য, ধর্ম্ম-মাৎসর্য্য।

(৬) পঞ্চ নীবরণ। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা।

(৭) পঞ্চ অবরভাগীয়[১] সংযোজন। সৎকায দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ।

(৮) পঞ্চ উর্দ্ধভাগীয সংযোজন। রূপ-রাগ[২], অরূপ-রাগ[৩], মান, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা।

(৯) পঞ্চ শিক্ষাপদ। প্রাণাতিপাদ হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, সুরাদি পানরূপ প্রমাদ হইতে বিরতি।

(১০) চারি অসম্ভাব্য। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু যে ইচ্ছা করিয়া প্রাণী-হত্যা করিবেন তাহা অসম্ভব। অদত্তের গ্রহণরূপ চৌর্য্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মৈথুন ধর্ম্মের সেবা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সংকল্প পূর্ব্বক মিথ্যা ভাষণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পূর্ব্বে গৃহস্থ জীবনে তিনি যেরূপ করিযাছিলেন সেরূপ সঞ্চিত পার্থিব সম্পত্তির পরিভোগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

(১১) পঞ্চ ব্যসন। জ্ঞাতি-ব্যসন, ভোগ-ব্যসন, রোগ-ব্যসন, শীল-ব্যসন, দৃষ্টি-ব্যসন। সত্ত্বগণ জ্ঞাতি-ব্যসন হেতু অথবা ভোগ-ব্যসন হেতু অথবা রোগ-ব্যসন হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতি সম্পন্ন বিনিপাত নিরযে উৎপন্ন হয না। শীল-ব্যসন হেতু অথবা দৃষ্টি-ব্যসন হেতু তাহারা মরণান্তে দেহের বিনাশে ··নিরযে উৎপন্ন হয।

(১২) পঞ্চ সম্পদ। জ্ঞাতি-সম্পদ, ভোগ-সম্পদ, আরোগ্য-সম্পদ, শীল-সম্পদ, দৃষ্টি-সম্পদ। সত্ত্বগণ জ্ঞাতি সম্পদ হেতু অথবা ভোগ-সম্পদ হেতু অথবা আরোগ্য-সম্পদ হেতু মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয না। শীল-সম্পদ হেতু অথবা দৃষ্টি-সম্পদ

১। কামলোক সম্বন্ধীয।

২। রূপলোকে উৎপত্তির বাসনা। ৩। অরূপলোকে উৎপত্তির বাসনা।

হেতু তাহারা মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

(১৩) দুঃশীলের শীলচ্যুতির পঞ্চ দুর্বিপাক। দুঃশীল শীলভ্রষ্ট প্রমাদ হেতু মহৎ ভোগহানিতে উপনীত হয়। ইহাই দুঃশীলের শীলবিপত্তির প্রথম দুর্বিপাক। পুনশ্চ তাহার পাপাচরণ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় দুর্বিপাক। পুনশ্চ, সে যে কোন পরিষদেই গমন করুক—ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, অথবা শ্রমণ-পরিষদ—তথায় সে আত্মপ্রত্যয়হীন ও হতবুদ্ধি হইয়া অবস্থান করে। ইহাই তৃতীয় দুর্বিপাক। পুনশ্চ, সে প্রমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই চতুর্থ দুর্বিপাক। পুনশ্চ, সে মরণান্তে দেহের বিনাশে দুর্গতি সম্পন্ন বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। ইহাই পঞ্চম দুর্বিপাক।

(১৪) শীলবানের শীলসম্পদের পঞ্চবিধ উপকারিতা। শীলবান শীলসম্পন্ন অপ্রমাদ-হেতু মহান ভোগের অধিকারী হন। ইহাই প্রথম উপকারিতা। পুনশ্চ, তাঁহার যশ জনসমাজে ঘোষিত হয়। ইহা দ্বিতীয় উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি যে কোন পরিষদেই গমন করুন—ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, অথবা শ্রমণ-পরিষদ—তথায় তিনি আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন ও অবিচলিত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা তৃতীয় উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি অপ্রমত্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা চতুর্থ উপকারিতা। পুনশ্চ, তিনি মরণান্তে দেহের বিনাশে সুগতি সম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন, ইহা পঞ্চম উপকারিতা[১]।

(১৫) অপরের সংশোধনেচ্ছু সংশোধক ভিক্ষু পাঁচটি ধর্ম্ম আপনার মধ্যে রক্ষা করিয়া অপরের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন ঃ—'যথাসময়ে কহিব, অসময়ে নহে, যাহা সত্য তাহাই কহিব, যাহা কল্পিত তাহা নহে, মৃদুভাবে কহিব, পরুষভাব নহে; অর্থ-সংহিত বাক্য কহিব, অনর্থ-সংহিত নহে, মৈত্রীচিত্ত যুক্ত হইয়া কহিব, দ্বেষ যুক্ত চিত্তে নহে।' অপরের

---

১ দীঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রান্ত, ২৩ ও ২৪ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সংশোধনেচ্ছু সংশোধক ভিক্ষু এই পাঁচটি ধর্ম্ম আপনার মধ্যে রক্ষা করিয়া অপরের সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

(১৬) পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ। ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হন, তথাগতের বুদ্ধত্বে শ্রদ্ধা রক্ষা করেন ঃ—'ইনিই সেই ভগবান অর্হত, সম্যক-সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয় দম্য-পুরুষ-সারথি দেব ও মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, ব্যাধিমুক্ত, নাতিশীতোষ্ণ মধ্যবর্ত্তী পরিপাক-শক্তি সম্পন্ন যাহা প্রধানের উপযোগী। তিনি অ-শঠ অ-মায়াবী তিনি শাস্তার নিকট, অথবা পণ্ডিতগণের নিকট অথবা স-ব্রহ্মচারীগণের নিকট আপনাকে যথারূপে প্রকাশ করেন। তিনি অকুশল ধর্ম্মসমূহের দূরীকরণের জন্য, কুশল ধর্ম্মসমূহের উদ্বোধনের জন্য আরব্ধ-বীর্য্য হইয়া বিহার করেন, তিনি উদ্যম সম্পন্ন, দৃঢ়-পরাক্রম এবং কুশল ধর্ম্মসমূহে স্বীয় কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য-হীন। তিনি বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও ক্ষয়ের জ্ঞান এবং সর্ব্বদুঃখনাশী আর্য্য তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিজনক প্রজ্ঞা সমন্বিত হন।

(১৭) পঞ্চ শুদ্ধাবাস। অবিহ, অতপ্প, সুদস্স, সুদস্সী, অকনিট্ঠ[১]।

(১৮) পঞ্চ অনাগামী। যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরিনির্ব্বাণলাভ করেন[২], যিনি আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, যিনি অনায়াসে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, যিনি আয়াসান্তে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, যিনি 'উর্দ্ধস্রোত' হইয়া অকনিট্ঠ দেবলোকগামী হন।

(১৯) চিত্তের পঞ্চ অন্তরায়। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সংশয় ও দ্বিধা-সম্পন্ন হন, শাস্তার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাহীন হন। যে ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ঐরূপ ভাব পোষণ করেন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম অন্তরায়। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্ম্মে সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন· ·সঙ্ঘে সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন···শিক্ষায় সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত হন·· স-ব্রহ্মচারীগণের প্রতি কুপিত হন, বিরক্ত হন, ক্ষুব্ধ হন,

১ দীঘ নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৪ পৃঃ, পদচ্ছেদ সং ৩১ দ্রষ্টব্য।

২ যে জগতে তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়াছে, সেই জগতে।

নির্ম্মম হন। যে ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য এবং প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম অন্তরায়।

(২০) চিত্তের পঞ্চ বন্ধন। ভিক্ষু কামে রাগহীন হন না, ছন্দ-হীন হন না, প্রেম-হীন হন না, পিপাসা-হীন হন না, প্রদাহ-হীন হন না, তৃষ্ণা-হীন হন না। যে ভিক্ষু এইরূপ ভাবাপন্ন তাঁহার চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের প্রথম বন্ধন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কায়ে রাগহীন হন না ইহা চিত্তের দ্বিতীয় বন্ধন। রূপে রাগহীন হন না ইহা চিত্তের তৃতীয় বন্ধন। ভিক্ষু যথেচ্ছা উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন পূর্ব্বক শয্যা আশ্রয় করিয়া পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে আবর্ত্তন সুখ, এবং তন্দ্রাসুখে অনুযুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। পুনশ্চ, ভিক্ষু কোন দেবকুলভুক্ত হইবার অভিপ্রায় করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন—'এই ব্রত, শীল, তপ অথবা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আমি মহাশক্তিশালী অথবা অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তি সম্পন্ন দেবতা হইব।' এইরূপ ভিক্ষুর চিত্ত আতপ্য, অনুযোগ, সাতত্য, প্রধানের দিকে নমিত হয় না। ইহাই চিত্তের পঞ্চম বন্ধন।

(২১) পঞ্চ ইন্দ্রিয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয়।

(২২) অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয়। সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্ম্মনস্য-ইন্দ্রিয়, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

(২৩) অপর পঞ্চ ইন্দ্রিয়। শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।

(২৪) পঞ্চ নিঃসরণীয় ধাতু। ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে পার্থিব ভোগসমূহকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত ঐ সকলের দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি নৈষ্কাম্যে অভিনিবিষ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত নৈষ্কাম্যের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়, তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, কাম হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত কামহেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহাই কাম হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপাদকে নিরীক্ষণ করেন, তখন

তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি অ-ব্যাপাদে অভিনিবিষ্ট হন তখন তাঁহার চিত্ত অব্যাপাদের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, ব্যাপাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত ব্যাপাদ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা ব্যাপাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে বিহিংসাকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি অ-বিহিংসাতে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অবিহিংসার দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়, তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, বিহিংসা হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত বিহিংসা হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা বিহিংসা হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে রূপকে নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না, কিন্তু যখন তিনি অরূপে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত অরূপের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, রূপ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত রূপ হেতু উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা রূপ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে আত্ম-বাদকে (সৎকায) নিরীক্ষণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত উহার দিকে ধাবিত হয় না, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে না, উহাতে স্থিত হয় না, উহাতে লগ্ন হয় না; কিন্তু যখন তিনি আত্ম-বাদের নিরোধে অভিনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহার চিত্ত আত্মবাদ-নিরোধের দিকে ধাবিত হয়, উহাতে প্রসন্নতা লাভ করে, উহাতে স্থিত হয়, উহাতে লগ্ন হয়; তাঁহার অনলীন, সুভাবিত, উদ্দীপিত, আত্মবাদ হইতে বিসংযুক্ত চিত্ত আত্মবাদ হইতে উৎপন্ন আস্রব, বিঘাত, প্রদাহ হইতে মুক্ত হয়, তিনি ঐরূপ বেদনা অনুভব করেন না। ইহা আত্মবাদ হইতে নিঃসরণ কথিত হয়।

(২৫) পঞ্চ বিমুক্তি-আয়তন। ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। শাস্তা অথবা উক্তরূপ সব্রহ্মচারী যেরূপ ভাবে ভিক্ষুকে উপদেশ দেন, ভিক্ষু সেইরূপভাবেই উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। এইরূপে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহের ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপত্তি হয়, প্রীতিসংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখ-বেদনা অনুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধি লাভ করে। ইহাই প্রথম বিমুক্তি আয়তন। পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোন সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্ম্ম দেশনা না করিলেও ভিক্ষু ধর্ম্ম যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন এবং উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপই বিস্তৃতভাবে অপরকে উপদেশ দেন। উহা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা দ্বিতীয় বিমুক্তি-আয়তন।...পুনশ্চ, শাস্তা অথবা উক্তরূপ কোন সব্রহ্মচারী ভিক্ষুকে ধর্ম্ম দেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু স্বয়ং পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্ম দেশনা না করিলেও তৎকর্ত্তৃক যথাশ্রুত এবং যথাধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি করেন, উহা হইতে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনি অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্তচিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা তৃতীয় বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সব্রহ্মচারী ধর্ম্মদেশনা না করিলেও এবং ভিক্ষু পূর্ব্বোক্তরূপে অপরকে ধর্ম্ম-দেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্ত্তৃক যথাশ্রুত এবং যথা ধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করেন, ধ্যানের বিষয়ী-ভূত করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন। এইরূপ করিয়া উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়, প্রমুদিতের প্রীতি উৎপন্ন হয়, প্রীতি-সংযুক্তের চিত্ত শান্ত হয়, শান্ত চিত্ত সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা চতুর্থ বিমুক্তি-আয়তন। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন সব্রহ্মচারী ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং ভিক্ষু পূর্ব্বোক্ত-রূপে অপরকে ধর্ম্মদেশনা না করিলেও, এবং তৎকর্ত্তৃক যথা-শ্রুত এবং যথা-ধৃত ধর্ম্ম তিনি আবৃত্তি না করিলেও, তিনি উহাকে চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়ী-ভূত না করিলেও এবং উহাতে একাগ্রচিত্ত না হইলেও, কোন এক সমাধি-

নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক সুগৃহীত, সুমনসীকৃত, সুপ্রচারিত হয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। এইরূপে তিনি উহা হইতে অর্থ ও ধর্ম্ম সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার প্রামোদ্যের উৎপত্তি হয়…সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ইহা পঞ্চম বিমুক্তি আযতন।

(২৬) পঞ্চ বিমুক্তি-পরিপাচনীয-সংজ্ঞা। অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহান-সংজ্ঞা বিবাগ-সংজ্ঞা।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহৃত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই পঞ্চ ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইযাছে। বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে একত্রে উহার সংগাযন কবিতে হইবে…হিত সাধক হয।

২। জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক ছয় ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন কবিতে হইবে হিতসাধক হয়। কোন্ কোন্ ছয় ধর্ম্ম ?

(১) ছয আধ্যাত্মিক আযতন। চক্ষু-আযতন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আয়তন, জিহ্বা-আয়তন, কায-আযতন, মন-আযতন।

(২) ছয বাহিব-আযতন। রূপ-আযতন, শব্দ-আয়তন, গন্ধ-আয়তন, বস-আযতন, স্পর্শ-আযতন, ধর্ম্ম-আযতন।

(৩) ছয বিজ্ঞান-কায। চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান।

(৪) ছয স্পর্শ-কায। চক্ষু-সংস্পর্শ, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, ঘ্রাণ-সংস্পর্শ, জিহ্বা-সংস্পর্শ, কায়-সংস্পর্শ, মনো-সংস্পর্শ।

(৫) ছয় বেদনা-কায়। চক্ষু সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র, সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, কায সংস্পর্শজ বেদনা, মনো সংস্পর্শজ বেদনা।

(৬) ছয সংজ্ঞা-কায। রূপ-সংজ্ঞা, শব্দ-সংজ্ঞা; গন্ধ-সংজ্ঞা, বস-সংজ্ঞা, স্পর্শ-সংজ্ঞা, ধর্ম্ম-সংজ্ঞা।

(৭) ছয সঞ্চেতনা-কায। রূপ-সঞ্চেতনা, শব্দ-সঞ্চেতনা, গন্ধ-সঞ্চেতনা, বস-সঞ্চেতনা, স্পর্শ-সঞ্চেতনা, ধর্ম্ম-সঞ্চেতনা।

(৮) ছয তৃষ্ণা-কায়। রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, বস-তৃষ্ণা, স্পর্শ-তৃষ্ণা, ধর্ম্ম-তৃষ্ণা।

(৯) ছয় অ-গৌরব। ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিহীন হইয়া ঔদ্ধত্য সহকারে বিহার করেন। ধর্ম্মে, সঙ্ঘে, শিক্ষায়, অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহার করেন।

(১০) ছয় গৌরব। ভিক্ষু পূর্ব্বোক্ত ছয়বিধ আচারের বিপরীত আচার সম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

(১১) ছয় সৌমনস্য-উপবিচার। ভিক্ষু চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সৌমনস্য-স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া—ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া···মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সৌমনস্য-স্থানীয় ধর্ম্ম বিচার করেন।

(১২) ছয় দৌর্ম্মনস্য-উপবিচার। চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া··জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া · কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া দৌর্ম্মনস্য-স্থানীয় ধর্ম্ম বিচার করেন।

(১৩) ছয় উপেক্ষা-উপবিচার। চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া উপেক্ষা স্থানীয় রূপ বিচার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া উপেক্ষা-স্থানীয় ধর্ম্ম বিচার করেন।

(১৪) ছয় প্রকার ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন। সব্রহ্মচারীগণের প্রতি ভিক্ষুর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কৃত মৈত্রী-সহগত কায়িক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহা ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা প্রীতি, শ্রদ্ধা, মিলন, শান্তি সমন্বয় ও ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষুর উক্তপ্রকার মৈত্রী-সহগত বাচিক কর্ম্ম·· মৈত্রী-সহগত মানসিক কর্ম্ম নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয়। ইহাও ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন যাহা ··ঐক্যের প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম-লব্ধ সর্ব্ব প্রকারে লাভ—এমন কি ভিক্ষাপাত্রে পতিত অন্ন পর্য্যন্ত—নিরপেক্ষ ভাবে শীলবান, সব্রহ্মচারীগণের সহিত সমভাবে ভোগ করেন। ইহাও ভ্রাত্রীয়

জীবন যাপন যাহা···ঐক্যেব প্রবর্ত্তক। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণেব প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে আর্য্য, কান্ত, অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশবল, অকল্মাষ, মুক্তি-দাযী, বিজ্ঞ-প্রশংসিত, নিষ্কলঙ্ক, সমাধি-সংবর্ত্তনিক শীলসমন্বিত হন। ইহাও ভ্রাতৃীয জীবন যাপন যাহা···ঐক্যের প্রবর্ত্তক[১]। পুনশ্চ, ভিক্ষু, যে আর্য্যদৃষ্টি উহাব অনুগামীকে সম্যক দুঃখ-ক্ষযেব দিকে চালিত কবে, সব্রহ্মচাবীগণেব প্রতি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে সেইরূপ দৃষ্টি-সমন্বিত হইযা বিহাব কবেন। ইহাও ভ্রাতৃীয জীবন যাপন যাহা···ঐক্যেব প্রবর্ত্তক।

(১৫) ছয বিবাদ-মূল। ভিক্ষু ক্রোধ স্বভাব সম্পন্ন ও বিদ্বেষেব বশবর্ত্তী হন। এইরূপে তিনি শাস্তাব প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি, সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিহীন হইযা ঔদ্ধত্য সহকারে বিহাব কবেন, তাঁহাব শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয না। এইরূপে তিনি সঙ্ঘে বিবাদেব জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনেব অ-সুখ, অহিত এবং অনর্থকর হয়, দেব-মনুষ্যের অহিতকের ও দুঃখকর হয়। বন্ধুগণ, যদি আপনাবা আপনাদিগেব মধ্যে অথবা বাহিবে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন কবেন, তাহা হইলে আপনাবা উহাব দূরীকবণেব নিমিত্ত যত্নবান হইবেন। যদি আপনাবা ঐরূপ বিবাদের মূল দর্শন না কবেন, তাহা হইলে যাহাতে ভবিষ্যতে উহাব উৎপত্তি না হয তজ্জন্য যত্নবান হইবেন। এইরূপে উক্ত প্রকাব বিবাদের মূল দূরীভূত হয এবং ভবিষ্যতে উহাব উৎপত্তি হয় না। পুনশ্চ, ভিক্ষু কাপট্যেব প্রশ্রয় দেন এবং বিদ্বেষ-পবায়ণ হন···ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য পবাযণ হন···শঠ ও মায়াবী হন···পাপেচ্ছা ও মিথ্যা-দৃষ্টি সম্পন্ন হন··· বিষযাসক্ত হন, ঐ আসক্তিতে দৃঢরূপে লগ্ন হন, উহা হইতে নিঃসবণে অসমর্থ হন। যে ভিক্ষু ঐরূপ ভাবাপন্ন, তিনি শাস্তা, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি ভক্তিহীন হইরা ঔদ্ধত্যসহকাবে বিহাব কবেন, তাঁহাব শিক্ষাও পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তিনি সঙ্ঘে বিবাদেব জনক হন, এবং ঐ বিবাদ বহুজনেব অসুখ, অহিত ও অনর্থকব হয, দেব-মনুষ্যেব অহিতকব ও দুঃখকর হয়। যদি আপনাবা আপনাদিগেব মধ্যে অথবা বাহিবে এইরূপ বিবাদের মূল দর্শন কবেন···ভবিষ্যতে উহাব উৎপত্তি হয় না।

(১৬) ছয ধাতু। পৃথিবী-ধাতু, আপ-ধাতু, তেজ-ধাতু, বাযু-ধাতু, আকাশ-ধাতু, বিজ্ঞান-ধাতু।

১। উপরে ১১ সং পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য [চারি স্রোতাপন্নের সঙ্গে]

(১৭) ছয় নিঃসরণীয় ধাতু। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন ঃ—'মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত, অনুশীলিত, আয়ত্তীকৃত, প্রতিষ্ঠিত, অনুষ্ঠিত, বর্দ্ধিত, সুপরিচালিত। অথচ ব্যাপাদ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এরূপ নহে, আয়ুষ্মান এরূপ কহিবেন না, ভগবানের অপবাদ করিবেন না, ভগবানের অপবাদ করা উচিত নয়, ভগবান কখনই এরূপ বাক্যের সমর্থন করিবেন না, ইহা ভিত্তি-হীন এবং অনর্থিত।' মৈত্রী-উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত···সুপরিচালিত ; অথচ ব্যাপাদ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মৈত্রী হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি—ইহাই ব্যাপাদের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন—'করুণা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত··· সুপরিচালিত। অথচ বিহিংসা আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এরূপ নহে, আয়ুষ্মান·· অনর্থিত।' করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি বিকশিত সুপরিচালিত, অথচ বিহিংসা চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। করুণা হইতে উদ্ভূত চিত্ত বিমুক্তি—ইহাই বিহিংসার নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন—'মুদিতা হইতে উৎপন্ন আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত···সুপরিচালিত। অথচ অরতি আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এরূপ নহে, আয়ুষ্মান · অনর্থিত।' মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্তবিমুক্তি বিকশিত ·সুপরিচালিত, অথচ অরতি চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। মুদিতা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি—ইহাই অরতির নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন—'উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত সুপরিচালিত। অথচ রাগ আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এরূপ নহে, আয়ুষ্মান · অনর্থিত।' উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত·· সুপরিচালিত অথচ রাগ চিত্তকে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিবে, ইহা অসম্ভব। উপেক্ষা হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি—ইহাই রাগের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন—'অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত আমার চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত সুপরি-চালিত। অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে এইরূপ কহিতে হইবে, 'এরূপ নহে, আয়ুষ্মান·· অনর্থিত। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত· সুপরিচালিত·

অথচ নিমিত্তানুসারী বিজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব। অনিমিত্ত হইতে উদ্ভূত চিত্ত-বিমুক্তি—ইহাই সর্ব নিমিত্তের নির্গমন। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পারেন—'আমি আছি' এই সংজ্ঞা আমার নিকট বিরক্তিকর। 'আমি বিদ্যমান' এরূপ সংজ্ঞাতে আমি গুরুত্বের আরোপ করি না। তথাপি বিচিকিৎসা, এবং সংশয় রূপ শল্য আমার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রহিয়াছে।' তাঁহাকে কহিতে হইবে, 'এরূপ নহে, আয়ুষ্মান...অনর্থিত। 'আমি আছি' এই সংজ্ঞা বিরক্তিকর, 'আমি বিদ্যমান' এরূপ সংজ্ঞাতে গুরুত্বের অনারোপ, অথচ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্য যে চিত্তকে অভিভূত করিয়া থাকিবে ইহা অসম্ভব। 'আছি' এই সংজ্ঞার উচ্ছেদ বিচিকিৎসা এবং সংশয়রূপ শল্যের নিঃসরণ।

(১৮) ছয় অনুত্তরীয়: দর্শন অনুত্তরীয়, শ্রবণ-অনুত্তরীয়, লাভ-অনুত্তরীয় শিক্ষা-অনুত্তরীয়, পরিচর্য্যা অনুত্তরীয়, অনুস্মৃতি-অনুত্তরীয়।

(১৯) ছয় অনুস্মৃতি স্থান: বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি।

(২০) ছয় সতত বিহার[১]: ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন...শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া ..নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া· ·জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করিয়া কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া... মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না; উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন।

(২১) ছয় অভিজাতি: কেহ নীচকুলে উৎপন্ন হইয়া অনুরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে। কেহ নীচকুলে উৎপন্ন হইয়া শুদ্ধাচরণ সম্পন্ন হয়। কেহ নীচকুলে উৎপন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্যের অতীত নির্ব্বাণ ধর্ম্মের অনুভূতি সম্পন্ন হয়। কেহ উচ্চকুলোদ্ভূত হইয়া অনুরূপ ধর্ম্মের আচরণ করে। কেহ ঐরূপ কুলে জাত হইয়া অশুদ্ধাচরণ সম্পন্ন হয়। কেহ ঐরূপ কুলে

১। নিত্য মানসিক নির্ব্বিকারত্ব।

উৎপন্ন হইয়া পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অতীত নিৰ্ব্বাণ ধর্ম্মের অনুভূতি সম্পন্ন হয়।

(২২) ছয় নির্বেধ[1]-ভাগীয় সংজ্ঞাঃ অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম সংজ্ঞা, প্রহান-সংজ্ঞা, বিরাগ-সংজ্ঞা, নিরোধ-সংজ্ঞা।

জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই ছয় ধর্ম্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে · দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

৩। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সাত ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে, সকলে একত্র হইয়া উহার সংগায়ন করিতে হইবে ·দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। ঐ সাত ধর্ম্ম কি কি?

(১) সাত ধনঃ শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, ঔত্তপ্য[2]-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন।

(২) সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গঃ স্মৃতি, ধর্ম্মবিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা।

(৩) সপ্ত সমাধি-পরিষ্কার[3]ঃ সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি।

(৪) সপ্ত অসদ্ধর্ম্মঃ ভিক্ষু শ্রদ্ধাহীন, হ্রী-হীন, ঔত্তপ্য-হীন হন, অল্পশ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুষ্প্রজ্ঞ হন।

(৫) সপ্ত সদ্ধর্ম্মঃ ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তপ্য সমন্বিত হন, বহুশ্রুত আরব্ধ-বীর্য্য হন, উপস্থিত-স্মৃতি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান হন।

(৬) সপ্ত সৎপুরুষ-ধর্ম্মঃ ভিক্ষু, ধর্ম্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ এবং পুদ্গলজ্ঞ হন।

১। অন্তর্দৃষ্টি।

২। বিচক্ষণতা।

৩। আবশ্যকীয় উপকরণ।

(৭) সাত নিদ্দর্শ[১]-বস্তুঃ ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তীব্র অনুবাগ বিশিষ্ট হন, ভবিষ্যতে ও উহাব গ্রহণে ঐবূপ মনোবিষ্টই হন। ধর্ম্মে অন্তর্দৃষ্টি লাভে, তৃষ্ণাব দমনে, নির্জ্জন বাসে, বীর্য্যাবম্ভে, স্মৃতি-কুশলতায, দৃষ্টি প্রতিবোধে[২] ঐবূপই মনোভাব বিশিষ্ট হন।

(৮) সাত সংজ্ঞা ঃ অনিত্য সংজ্ঞা, অনাত্ম সংজ্ঞা, অশুভ সংজ্ঞা, অমঙ্গল সংজ্ঞা, প্রহান সংজ্ঞা, বিবাগ সংজ্ঞা, নিবোধ সংজ্ঞা।

(৯) সাত বল ঃ শ্রদ্ধা বল, বীর্য্য বল, হ্রী বল, ঔত্তপ্য বল, স্মৃতি বল, সমাধি বল, প্রজ্ঞা বল।

(১০) সাত বিজ্ঞান-স্থিতি[৩] ঃ সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাবূপ দেহ সম্পন্ন এবং নানাবূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মনুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক নিবযবাসী। ইহাই প্রথম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাবূপ দেহ সম্পন্ন কিন্তু একই বূপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা—ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহাবা প্রথম ধ্যানেব অনুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইযাছেন। ইহাই দ্বিতীয বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা একইবূপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানাবূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা—আভাস্বব দেবগণ। ইহাই তৃতীয বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহাবা একই-বূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা—শুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহাই চতুর্থ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা বূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ কবিযা, নানাত্ব-সংজ্ঞায উদাসীন হইযা "আকাশ অনন্ত" এই অনুভূতিব সহিত 'আকাশ-অনন্ত-আযতন' স্তবে গমন কবিযাছেন। ইহাই পঞ্চম বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা 'আকাশ-অনন্ত-আযতন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই

১। পাঠান্তবে নির্দ্দশ। অরহত দিগেব মধ্যে যাঁহাবা অবহত্ব প্রাপ্তিব দশ বৎসরেব মধ্যে দেহত্যাগ কবিতেন, তাঁহাদিগকে 'নির্দ্দশ' বলা হইত অর্থাৎ তাঁহাদেব জন্ম আব পুনবায দশ বৎসব নাই। এই অর্থে এইস্থলে 'নির্দ্দশ' অবহত্বেব অধিবচন।

২। সত্যের স্বপ্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

৩। দীঘ নিকায, দ্বিতীয খণ্ড, ৬০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অনুভূতির সহিত 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই ষষ্ঠ বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহারা 'বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন' সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এই অনুভূতির সহিত 'অকিঞ্চন আয়তন' স্তরে গমন করিয়াছেন। ইহাই সপ্তম বিজ্ঞান-স্থিতি।

(১১) সাত পুদ্গল যাঁহারা দক্ষিণেয্য : উভয়ভাগ-বিমুক্ত, প্রজ্ঞাবিমুক্ত, কায়ানুদর্শী, দৃষ্টি-প্রাপ্ত, শ্রদ্ধা-বিমুক্ত, ধর্ম্মানুসারী, শ্রদ্ধানুসারী[১]।

(১২) সাত অনুশয়[২] : কামরাগ, প্রতিঘ, মিথ্যা-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা।

(১৩) সাত সংযোজন : অনুনয়, প্রতিঘ, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভবরাগ, অবিদ্যা।

(১৪) যথাক্রমে উৎপন্ন বিবাদসমূহের সমাধান ও শান্তির নিমিত্ত সাত অধিকরণ-শমথ[৩] : সম্মুখ-বিনয় দাতব্য, স্মৃতি-বিনয় দাতব্য, অমূঢ়-বিনয় দাতব্য, অপরাধ স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত অধিকরণ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সঙ্ঘের বহুজন কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অধিকরণ, অবাধ্যের নিমিত্ত অধিকরণ, তৃণাচ্ছাদিত করণের ন্যায় অধিকরণ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই সাত ধর্ম্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন করিতে হইবে ..দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়।

। দ্বিতীয় ভাণবার সমাপ্ত।

৩। ১। জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান, অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক আট ধর্ম্ম সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ন

১। সম্পসাদনীয় সুত্তান্ত, পদচ্ছেদ সংখ্যা ৮ দ্রষ্টব্য।

২। ভ্রান্ত সংস্কার, যাহা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং যাহার নাশ হয় নাই।

৩। উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান। বিনয় পিটক, ১ম খণ্ড, দ্রষ্টব্য।

কবিতে হইবে···দেব ও মনুষ্যের মঙ্গল ও হিতসাধক হয়। ঐ আট ধৰ্ম্ম কি কি ?

(১) আট মিথ্যাত্ব : মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কৰ্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাযাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি।

(২) আট সম্যকত্ব : সম্যক দৃষ্টি···সম্যক সমাধি।

(৩) আট দক্ষিণেয পুদ্গল : স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি-ফল-প্রাপ্ত ; সকৃদাগামী, সকৃদাগামী-ফল-প্রাপ্ত ; অনাগামী, অনাগামী-ফল-প্রাপ্ত, অরহত, অরহত্ব-ফল-প্রাপ্ত।

(৪) আট আলস্যেব ভিত্তি : ভিক্ষুব কবণীয কৰ্ত্তব্য আছে। তাঁহাব মনে এইবূপ হয—'আমাকে কৰ্ত্তব্য করিতে হইবে, কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম কবিতে হইলে আমাব দেহ ক্লান্ত হইবে, তবে এইবাব শযন কবি।' তিনি শযন কবেন, অকৃতেব কবণার্থ, অসম্পাদিতেব সম্পাদনার্থ, অলব্ধেব লাভার্থ তিনি প্রযাস কবেন না। ইহাই প্রথম আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুব কবণীয় কৰ্ত্তব্য আছে। তাঁহাব মনে এইবূপ হয—'আমি কৰ্ম্ম কবিযাছি, কৰ্ম্ম কবিতে গিযা আমাব দেহ ক্লান্ত হইযাছে, এইবাব আমি শযন কবি।' তিনি শযন কবেন, অকৃতেব কবণার্থ...প্রযাস কবেন না। ইহাই দ্বিতীয আলস্যেব ভিত্তি পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ কবিতে হইবে। তাঁহাব মনে এইবূপ হয—'আমাকে পথ ভ্রমণ কবিতে হইবে, উহা কবিতে হইলে আমার দেহ ক্লান্ত হইবে, এইবার আমি শযন কবি।' তিনি শযন কবেন প্রযাস কবেন না। ইহা তৃতীয আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণবত হইযাছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয—'আমি পথ ভ্রমণ করিযাছি, এইরূপে আমাব দেহ ক্লান্ত হইযাছে, এইবাব আমি শযন কবি।' তিনি শযন করেন···প্রযাস করেন না। ইহা চতুর্থ আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা প্রণীত ভোজ্য অপ্র্যাপ্তরূপে লাভ কবেন না। তাঁহাব মনে এইবূপ হয়—'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কবিযা হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তবূপে প্রাপ্ত হই নাই, আমাব দেহ ক্লান্ত ও অকৰ্ম্মণ্য হইযাছে, এইবাব আমি শয়ন করি।' তিনি শযন করেন...প্রয়াস কবেন না। ইহা পঞ্চম আলস্যেব ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পূৰ্ব্বোক্তবূপে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কবিবা হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তবূপে প্রাপ্ত হন,

তাঁহার মনে এইরূপ হয়—'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়াছি, এইরূপে আমার দেহ গুরুভার এবং অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন প্রয়াস করেন না। ইহাই ষষ্ঠ আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করিতেছি, এই অবস্থায় আমার শয়ন করা উচিত, এইবার আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন প্রয়াস করেন না। ইহা সপ্তম আলস্যের ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু রোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয় 'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্ব্বে নিরাময় হইয়াছি, আমার দেহ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য, আমি শয়ন করি।' তিনি শয়ন করেন প্রয়াস করেন না। ইহা অষ্টম আলস্যের ভিত্তি।

(৫) কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের আট ভিত্তি। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—'আমাকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু উহা করিতে হইলে বুদ্ধদিগের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত, অসম্পাদিতের সম্পাদানার্থ, অলব্ধের লাভার্থ বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহাই প্রথম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। তাঁহার এইরূপ মনে হয়—'আমি কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই, আমি অপ্রাপ্তের প্রাপ্তির নিমিত্ত ·· বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষুকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—'আমাকে পথ ভ্রমণ করিতে হইবে, উহা করিতে হইলে বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে সুকর হইবে না, আমি বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা তৃতীয় ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু পথ ভ্রমণে রত হন। তাঁহার মনে এইরূপ হয়—'আমি ভ্রমণ করিয়াছি, উহা করিতে গিয়া আমি বুদ্ধগণের উপদেশে মনঃসংযোগ করিতে পারি নাই। আমি বীর্য্য প্রয়োগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা চতুর্থ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ করিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে

প্রাপ্ত হন না। তাঁহাব মনে এইরূপ হয়—'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কবিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হই নাই, এইরূপে আমাব দেহ লঘু এবং কর্ম্মণ্য হইয়াছে, আমি...বীর্য্য প্রযোগ করিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রযোগ কবেন। ইহা পঞ্চম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কবিয়া হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্ত-রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহাব মনে এইরূপ হয—'আমি গ্রাম অথবা নিগমে পিণ্ডার্থ ভ্রমণ কবিযা হীন অথবা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইযাছি, এইরূপে আমাব দেহ বলসম্পন্ন এবং কর্ম্মণ্য হইযাছে, এইবার আমি ··বীর্য্য প্রযোগ কবিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রযোগ করেন। ইহা ষষ্ঠ ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব করেন। তাঁহাব মনে এইরূপ হয—'আমি অল্পমাত্র অসুস্থতা অনুভব কবিতেছি, কিন্তু আমাব অসুস্থতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবাব সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি বীর্য্য প্রযোগ কবিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রয়োগ করেন। ইহা সপ্তম ভিত্তি। পুনশ্চ, ভিক্ষু বোগমুক্ত হন, তিনি অনতিকাল পূর্ব্বে নিবাময হইযাছেন। তাঁহার মনে এইরূপ হয—'আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, অনতিকাল পূর্ব্বে নিবাময হইযাছি, কিন্তু রোগের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে, অতএব আমি·· বীর্য্য প্রযোগ কবিব।' ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বীর্য্য প্রবোগ করেন। ইহা অষ্টম ভিত্তি।

(৬) আট দানেব ভিত্তি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান কবা হয়। ভব হেতু দান কবা হয[১]। 'আমাকে দান করা হইযাছে' এই হেতু দান কবা হয়। 'আমাকে দান কবিবে' এই হেতু দান কবা হয। 'দান কবিলে মঙ্গল হয' এই হেতু দান কবা হয। 'আমি পাক কবিতেছি, ইহাবা কবিতেছে না। পাকনিরত আমাব পক্ষে যাহাবা পাক কবিতেছে না তাহাদিগকে না দেওয়া অনুপযুক্ত,' এই হেতু দান কবা হয। 'এই দান কবিবার নিমিত্ত আমার কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ উত্থিত হইবে' এই হেতু দান কবা হয। চিত্তের অলঙ্কাবরূপে চিত্তেব নির্ম্মলতাব জন্য দান কবা হয[২]।

(৭) দান হেতু আট প্রকাব পুনরুৎপত্তি। কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণ-

১। নিন্দা অথবা প্রতিফলের ভয়ে।

২। যেহেতু দান দাতা এবং গ্রাহক উভযেরই চিত্তকে শান্ত করে।

-গণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, যান, মালা-গন্ধ বিলেপন, শয্যা, আবাস, প্রদীপোপ-কবণসমূহ দান কবেন। তিনি যাহা দান কবেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তিব আশা পোষণ কবেন। তিনি দেখেন ক্ষত্রিয অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশাল পঞ্চকাম গুণে সমর্পিত ও সমঙ্গীভূত হইযা, উহাদেব দ্বাবা পবিবেষ্টিত হইযা অবস্থান কবিতেছেন। তাঁহাব মনে এইবূপ হয—'অহো! আমি যদি মবণান্তে দেহেব বিনাশে ক্ষত্রিয অথবা ব্রাহ্মণ অথবা গৃহপতি মহাশালবূপে জন্মলাভ কবিতে পাবি!' তিনি ঐ চিন্তায লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহাবই অনুশীলন কবেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহাব সেই চিত্ত পূর্বোক্ত প্রার্থিতবূপ জন্মেবই অনুকূল হয। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগেব প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণেব প্রতি নহে। শীলবানদিগেবই চিত্ত সংকল্প শুদ্ধতাব[১] নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ কবে। পুনশ্চ, কেহ শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান সমূহ দান কবেন। তিনি যাহা দান কবেন তাহা পুনঃপ্রাপ্তিব আশা পোষণ কবেন। তিনি এইবূপ শ্রবণ কবেন—'চাতুর্মহাবাজিক দেবগণ দীর্ঘাযু বর্ণবান ও পবম সুখময অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহাব মনে এইবূপ হয—'অহো! আমি যদি মবণান্তে দেহেব বিনাশে চাতুর্মহাবাজিক দেবগণেব মধ্যে জন্মলাভ কবিতে পাবি। তিনি ঐ চিন্তায লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহাবই অনুশীলন কবেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহাব সেই চিত্ত ঐবূপ প্রার্থিত জন্মেবই অনুকূল হয। যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগেব প্রতিই প্রযোজ্য, দুঃশীলগণেব প্রতি নহে। শীলবানদিগেবই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতাব নিমিত্ত সমৃদ্ধি লাভ কবে। পুনশ্চ, কেহ পূর্বোক্তবূপ দান কবেন এবং পূর্বোক্তবূপ আশা পোষণ কবেন। তিনি এইবায শ্রবণ কবেন—'ত্রযস্ত্রিংশ দেবগণ··· যামদেবগণ· তুষিত দেবগণ...নির্মাণবতি দেবগণ পবনির্মিত-বশবর্ত্তী-দেবগণ দীর্ঘাযু বর্ণবান ও পবম সুখময অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহাব মনে এইবূপ হয—'অহো! আমি যদি মবণান্তে দেহেব বিনাশে পবনির্মিত-বশবর্ত্তী-দেবগণেব মধ্যে জন্মলাভ কবিতে পাবি।' তিনি ঐ চিন্তায লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহাবই অনুশীলন কবেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহাব সেই চিত্ত ঐবূপ প্রার্থিত জন্মেবই অনুকূল হয।

১। অর্থাৎ অবিমিশ্রতাব নিমিত্ত।

যাহা কথিত হইল তাহা কেবলমাত্র শীলবানদিগেরই প্রতি প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প শুদ্ধতার নিমিত্ত সমৃদ্ধিলাভ করে। পুনশ্চ, কেহ উত্তরূপ দান করেন এবং উত্তরূপ আশা পোষণ করেন। তিনি এইরূপ শ্রবণ করেন—'ব্রহ্মকায়িক দেবগণ দীর্ঘায়ু বর্ণবান ও পরম সুখময় অবস্থা প্রাপ্ত হন।' তাঁহার মনে এইরূপ হয়—'অহো। আমি যদি মরণান্তে দেহের বিনাশে ব্রহ্মকায়িক দেবগণের মধ্যে জন্মলাভ করিতে পারি।' তিনি ঐ চিন্তায় লগ্ন হন, উহাতে প্রতিষ্ঠিত হন, উহারই অনুশীলন করেন। হীনার্থে চালিত উত্তমার্থে অভাবিত তাঁহার সেই চিত্ত ঐরূপ প্রার্থিত জন্মেরই অনুকূল হয়। যাহা কথিত হইল তাহা কেবল মাত্র শীলবানদিগেরই প্রতি প্রযোজ্য, দুঃশীলগণের প্রতি নহে, যাঁহারা বীতরাগ তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য, যাঁহারা সরাগ তাঁহাদের প্রতি নহে। শীলবানদিগেরই চিত্ত-সংকল্প রাগহীনতার নিমিত্ত সমৃদ্ধিলাভ করে।

(৮) আট পরিষদ। ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ, শ্রমণ-পরিষদ, চাতুর্ম্মহারাজিক-পরিষদ, ত্রয়স্ত্রিংশ-পরিষদ, মার-পরিষদ, ব্রহ্ম-পরিষদ।

(৯) আট লোকধর্ম্ম। লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ।

(১০) আট অভিভূ-আয়তন[১]। কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ রূপ ক্ষুদ্ররূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া 'জানিতেছি, দেখিতেছি' এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা প্রথম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে রূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ রূপ ক্ষুদ্র-রূপে দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা তৃতীয় অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে-অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে সুবর্ণ অথবা দুর্ব্বর্ণ অপ্রমেয় রূপ

১। 'আয়তন' শব্দে এ স্থলে ধ্যানোৎপাদন উল্লিখিত হইয়াছে।

দর্শন করেন, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি", এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা চতুর্থ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস—যথা নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস সম্পন্ন উমা পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জ্জিত নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস বারাণসীর বস্ত্র—এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—নীল, নীলবর্ণ, নীল-নিদর্শন, নীলোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা পঞ্চম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন · পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস—যথা পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস কর্ণিকার পুষ্প, অথবা উভয় দিক সুমার্জ্জিত পীত, পীতবর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস বারাণসীর বস্ত্র—এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—পীত, পীত-বর্ণ, পীত-নিদর্শন, পীতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস—যথা লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বন্ধুজীবক পুষ্প অথবা উভয়দিক সুমার্জ্জিত লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস বারাণসীর বস্ত্র—এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—লোহিত, লোহিত-বর্ণ, লোহিত-নিদর্শন, লোহিতোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি, দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা সপ্তম অভিভূ-আয়তন। কেহ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস—যথা শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস ওষধি-তারকা, অথবা উভয়দিক সুমার্জ্জিত শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস বারাণসীর বস্ত্র—এইরূপ অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী হইয়া বাহিরে রূপ দর্শন করেন—শুভ্র, শুভ্র-বর্ণ, শুভ্র-নিদর্শন, শুভ্রোভাস, তিনি উহা অভিভূত করিয়া "জানিতেছি দেখিতেছি" এইরূপ সংজ্ঞা উৎপাদন করেন। ইহা অষ্টম অভিভূ-আয়তন।

(১১) আট বিমোক্ষ। রূপী রূপ দর্শন করে। ইহা প্রথম

বিমোক্ষ[১]। অধ্যাত্মে অরূপ-সংজ্ঞী বাহিরে রূপ দর্শন করে। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ। 'সুন্দর'! এই চিন্তায অভিনিবিষ্ট হয। ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিযা, প্রতিঘ সংজ্ঞা বিনাশ করিয়া, নানাত্ব সংজ্ঞায় উদাসীন হইযা 'আকাশ-অনন্ত' এই অনুভূতিব সহিত আকাশ-অনন্ত-আযতন উপলব্ধি কবিযা বিহাব করে। ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ। আকাশ-অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতিব সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন উপলব্ধি করিযা বিহাব করে। ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ। বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'কিছুই নাই' এই অনুভূতির সহিত অকিঞ্চন-আয়তন উপলব্ধি কবিযা বিহাব করে। ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ। অকিঞ্চনায়তন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা আয়তন উপলব্ধি কবিযা বিহার করে। ইহা সপ্তম বিমোক্ষ। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা সংজ্ঞা-বেদযিত-নিবোধ উপলব্ধি কবিয়া বিহাব করে। ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই আট ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগাযন করিতে হইবে···দেব ও মনুষ্যের হিতসাধক হয়।

২। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক নয ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগাযন করিতে হইবে · দেব ও মনুষ্যেব হিতসাধক হয। ঐ নয ধর্ম্ম কি কি ?

(১) নয শত্রুতাব ভিত্তি। 'আমার অনিষ্ট কবিযাছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমাব অনিষ্ট কবিতেছে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমাব অনিষ্ট কবিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে। 'আমার প্রিয ও প্রীতিব পাত্রেব অনিষ্ট করিযাছে অথবা কবিতেছে অথবা করিবে' এইরূপে শত্রুতা পোষণ করে।

(২) শত্রুতাব ভিত্তিব নয প্রকাব দমন। 'আমাব অনিষ্ট কবিয়াছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা পোষণ কবিয়া কি ফল লাভ হইবে ?' এইরূপে শত্রুতা দমন করে। 'আমাব অনিষ্ট করিতেছে, কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিয়া কি ফল

১। দীঘ নিকায, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

লাভ হইবে ?' এইব্ৰূপে শত্ৰ্ৰুতা দমন করে। 'আমাব অনিষ্ট কবিবে, কিন্তু এইব্ৰূপ চিন্তায কি ভল লাভ হইবে ?' এইব্ৰূপে শত্ৰ্ৰুতা দমন করে। 'আমাব প্রিষ ও প্রীতিব পাত্রেব অনিষ্ট কবিযাছে অথবা কবিতেছে অথবা কবিবে, কিন্তু এইব্ৰূপ চিন্তায কি ফল লাভ হইবে।' এইব্ৰূপে শত্ৰ্ৰুতা দমন করে।

(৩) নয সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্য।ান যাঁহাবা নানাব্ৰূপ দেহসম্পন্ন এবং নানাব্ৰূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন, যথা কোন কোন মন্ৰুষ্য, দেবতা এবং বিনিপাতিক (নিবযবাসী)। ইহা প্রথম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাব্ৰূপ দেহ-সম্পন্ন কিন্তু একইব্ৰূপ সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা ব্রহ্মলোকবাসী দেবগণ যাঁহাবা প্রথম ধ্যানেব অন্ৰুশীলনে ঐস্থানে উৎপন্ন হইযাছেন। ইহা দ্বিতীয় সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা একইব্ৰূপ দেহ বিশিষ্ট কিন্তু নানাব্ৰূপ সংজ্ঞাসম্পন্ন, যথা —আভাস্বব দেবগণ। ইহা তৃতীয সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা একই ব্ৰূপ দেহ ও সংজ্ঞা বিশিষ্ট, যথা শ্ৰুভ-কৃৎস্ন দেবগণ। ইহা চতুর্থ সত্ত্বাবাস[১]। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাদেব সংজ্ঞা নাই, বেদনা নাই, যথা অসংজ্ঞ-সত্ত্ব দেবগণ। ইহা পঞ্চম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা ব্ৰূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ কবিযা, নানাত্ব সংজ্ঞায উদাসীন হইয়া 'অনন্ত আকাশ' এই অন্ৰুভূতিব সহিত আকাশ-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত হন। ইহা ষষ্ঠ সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ, বিদ্যমান যাঁহাবা আকাশ-অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অন্ৰুভূতিব সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত হন। ইহা সপ্তম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা বিজ্ঞান অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'কিছ্ৰুই নাই' এই অন্ৰুভূতিব সহিত আকিঞ্চন্য-আযতন স্তবে উপনীত হন। ইহা অষ্টম সত্ত্বাবাস। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা আকিঞ্চন্য-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা' আযতন স্তবে উপনীত হন। ইহা নবম সত্ত্বাবাস।

(৪) ব্রহ্মচর্য্য বাসেব নয অক্ষণ অসময। জগতে তথাগত অবহত সম্যক সম্বৃদ্ধেব আবির্ভাব হইযাছে, উপশম ও পবিনির্ব্বাণদাযী, সম্বোধগামী স্ৰুগত-প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইযাছে, কিন্তু এই প্ৰুব্ৰুষ ঐ সময নিবযে উৎপন্ন

১। উপবে ২।৩ (১০) এবং দ্বিতীয খণ্ডেব ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য বাসেব এই প্রথম অক্ষণ অসময। পুনশ্চ, ঐরূপ সময সে পশুযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য বাসের এই দ্বিতীয় অক্ষণ অসময! পুনশ্চ, ঐরূপ সময সে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইযাছে—অসুব দেহ প্রাপ্ত হইযাছে দীঘাযু হইযা কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে…প্রত্যন্ত জনপদে জ্ঞানহীন ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে, যেখানে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকাদিগেব গতি নাই। ব্রহ্মচর্য্য বাসেব ইহা ষষ্ঠ অক্ষণ অসময়। পুনশ্চ, পুর্ব্বোক্তরূপ সময়ে এই পুরুষ মধ্য দেশে জন্মগ্রহণ করিযাছে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি ও বিপবীত দর্শন সম্পন্ন—দান নাই, যজ্ঞ নাই, হবন নাই, সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল নাই' ইহলোক নাই, পবলোক নাই, মাতা-পিতা নাই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নাই, পূর্ণতা প্রাপ্ত সম্যক্ দৃষ্টি-সম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ নাই যাঁহাবা ইহলোক ও পরলোক স্বযং জানিযা ও সাক্ষাত কবিয়া উহাব প্রকাশ কবেন।' ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের সপ্তম অক্ষণ অসময। পুনশ্চ, ঐবূপ সময়ে সে মধ্যদেশে পুনর্জন্ম লাভ কবিযা দুষ্প্রজ্ঞ, জড, বধির ও মূক হইযাছে, সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসেব অষ্টম অক্ষণ অসময। পুনশ্চ, জগতে তথাগত অবহত সম্যক সম্বুদ্ধেব আবির্ভাব হয নাই, উপশম ও পবিনির্ব্বাণ-দায়ী, সম্বোধগামী সুগত প্রজ্ঞাপিত ধর্ম্ম উপদিষ্ট হয নাই: কিন্তু এই পুরুষ মধ্যদেশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিযাছে, সে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জড়তা-হীন, সে বধির ও মূক নহে, সে সুভাষিত অথবা দুর্ভাষিতের অর্থ গ্রহণে সক্ষম। ইহা ব্রহ্মচর্য্য বাসের নবম অক্ষণ অসময।

(৫) নয় অনুপুর্ব্ব-বিহাব। ভিক্ষু কাম হইতে বিবিক্ত হইয়া, অকুশল ধর্ম্ম হইতে বিবিক্ত হইয়া, সবিতর্ক সবিচাব বিবেকজ প্রীতিসুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ কবিযা বিহার করেন। বিতর্ক-বিচাবের উপশমে…দ্বিতীয় ধ্যান…তৃতীয ধ্যান...চতুর্থ ধ্যান লাভ কবিযা বিহাব কবেন[১]। রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিয়া, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ কবিযা, নানাত্ব-সংজ্ঞায উদাসীন হইযা 'আকাশ অনন্ত' এই অনুভূতির সহিত আকাশ অনন্ত-আয়তন উপলব্ধি কবিযা বিহাব করেন। আকাশ-অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'বিজ্ঞান অনন্ত' এই অনুভূতিব সহিত বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন

১। উপরে।

উপলব্ধি কবিযা বিহাব কবেন। বিজ্ঞান অনন্ত-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা 'কিছুই নাই' এই অনুভূতিব সহিত আকিঞ্চন-আযতন উপলব্ধি কবিযা বিহাব কবেন। আকিঞ্চন-আযতন সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন উপলব্ধি কবিযা বিহাব কবেন। নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন সর্বতোভাবে অতিক্রম কবিযা সংজ্ঞা-বেদযিত নিবোধ উপলব্ধি কবিযা বিহাব কবেন[১]।

(৬) নয অনুপূর্ব্ব নিবোধ। যাঁহাবা প্রথম ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব কাম সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা দ্বিতীয ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব বিতর্ক-বিচাব নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা তৃতীয ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব প্রীতি নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা চতুর্থ ধ্যানে উপনীত তাঁহাদেব আশ্বাস প্রশ্বাস নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা আকাশ-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব বূপ-সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব আকাশ-অনন্ত-আযতন সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা আকিঞ্চন-আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব বিজ্ঞান-অনন্ত-আযতন সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞা আযতন স্তবে উপনীত তাঁহাদেব আকিঞ্চন আযতন সংজ্ঞা নিবুদ্ধ হয। যাঁহাবা সংজ্ঞা বেদযিত নিবোধ স্তবে উপনীত তাঁহাদেব সংজ্ঞা ও বেদনা উভযই নিবুদ্ধ হয।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই নয ধর্ম্ম সম্যকবূপ আখ্যাত হইযাছে। সকলে একত্রে উহাব সংগাযন কবিতে হইবে দেব ও মনুষ্যেব হিতসাধক হয।

৩। বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অবহত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক দশ ধর্ম্ম সম্যকবূপে আখ্যাত হইযাছে। সকলে একত্রে উহাব সংগাযন কবিতে হইবে…দেব ও মনুষ্যেব হিতসাধক হয। ঐ দশ ধর্ম্ম কি কি?

(১) দশ নাথ-কবণ[২] ধর্ম্ম। ভিক্ষু শীলবান এবং প্রাতিমোক্ষ-সংবব[৩]-

১। ১১। (৪) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। উপবে ৩। ১। (১১) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। বক্ষণ বিধাযক। ৩ বিনয পিটকে উক্ত ভিক্ষুদিগেব পালনীয় সংযম বিধি।

সংবৃত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচর সম্পন্ন এবং অনুমাত্র পাপে ভয়-দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক উহাদের পালন শিক্ষা করেন। ইহা নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহুশ্রুত, শ্রুতধর এবং শ্রুত-সঞ্চয় সম্পন্ন হন। যে সকল ধর্ম্মের প্রারম্ভ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময়, অন্ত কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও শব্দ সম্পদপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের প্রকাশক, ঐ সকল ধর্ম্মে তিনি বহুশ্রুত হন, উহাদিগকে ধারণ করেন, আবৃত্তি দ্বারা অনুক্ষণ উহাদের অনুশীলন করেন, উহাতে একাগ্রচিত্ত হন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা উহাদের অন্তরে প্রবেশ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু চরিত্রবানের মিত্র সহায় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সুবচ, বিনয়ানুকূল ধর্ম্ম সমন্বিত, সহিষ্ণু অনুশাসনী গ্রহণে নিপুণ হন। ইহাও নাথকরণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু সব্রহ্মচারীগণের বিবিধ, কর্ত্তব্যে দক্ষ ও অনলস হন, ঐ সকলের পালন প্রণালীর মীমাংসা করণে সক্ষম হন, কর্ম্ম সম্পাদনে এবং সুব্যবস্থাকরণে সক্ষম হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, তিনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মালাপে অনুরক্ত হন এবং অভিধর্ম্ম ও অভিবিনয়ে বিপুল প্রীতিলাভ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু যে কোন প্রকার চীবর, পিণ্ডপাত, বাসস্থান এবং পীড়াকালের ঔষধ ও পথ্যে সন্তুষ্ট হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্ম্মের পরিহারের নিমিত্ত, কুশল ধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত বীর্য্য-সম্পন্ন হন, তিনি কুশল ধর্ম্মসমূহে আস্থাবান ও দৃঢ়পরাক্রম হন, কখনই ভার-নিক্ষেপ করেন না। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতিসম্পন্ন হন, তিনি শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-প্রাখর্য্য সমন্বিত হইয়া বহু পূর্ব্বে কথিত অথবা কৃতের স্মরণ করেন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম। পুনশ্চ, ভিক্ষু প্রজ্ঞাবান হন, বস্তুসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জ্ঞান সমন্বিত হন, আর্য্য, তীক্ষ্ণ, সম্যক দুঃখ-ক্ষয়-প্রগামিণী প্রজ্ঞা সমন্বিত হন। ইহাও নাথ-করণ ধর্ম্ম।

(২) দশ কৃৎস্ন[১] আয়তন। কেহ ঊর্দ্ধ, অধঃ, তির্য্যক দিক অদ্বিতীয়, অপ্রমেয় পৃথিবী-কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে · তেজ-কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে

১। 'সকল' অর্থে। ধ্যানোৎপত্তির নিমিত্ত গৃহীত কর্ম্মস্থানের অবলম্বন। উহা সাধারণতঃ দশ প্রকার: পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, শুভ্র, আকাশ, বিজ্ঞান।

…নীল কৃৎস্ন রূপে—পীত কৃৎস্ন রূপে লোহিত কৃৎস্ন রূপে শুভ্র কৃৎস্ন রূপে . আকাশ কৃৎস্ন রূপে ..বিজ্ঞান কৃৎস্ন রূপে অনুভব করে।

(৩) দশ অকুশল কর্ম্মপথ ঃ প্রাণাতিপাত, অদত্তের গ্রহণ, ব্যভিচার, মৃষা-বাদ, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, তুচ্ছ প্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি।

(৪) দশ কুশল কর্ম্মপথ ঃ প্রাণাতিপাত হইতে বিরতি, অদত্তের গ্রহণ হইতে বিরতি, ব্যভিচার হইতে বিরতি, মৃষাবাদ হইতে বিরতি, পিশুন বাক্য হইতে বিরতি, কর্কশ বাক্য হইতে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ হইতে বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যক্ দৃষ্টি।

(৫) দশ আর্য্য বাস ঃ ভিক্ষু পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন, ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন, একারক্ষ হন, চতুর্ব্বিধ আশ্রয়[১] সমন্বিত হন, সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন, সম্পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত হন, অনাবিল-সংকল্প হন, প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন, সুবিমুক্ত-চিত্ত ও সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন। ভিক্ষু কিরূপে পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন? তিনি কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা পরিহার করেন। এইরূপে তিনি পঞ্চাঙ্গ-বিপ্রহীন হন। ভিক্ষু কিরূপে ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন? তিনি চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া…ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া…জিহ্বার দ্বারা রস আস্বাদন করিয়া কায় দ্বারা স্প্রষ্টব্য স্পর্শ করিয়া. .মন দ্বারা ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না, তিনি উপেক্ষা, স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সমন্বিত হইয়া বিহার করেন। এইরূপে ভিক্ষু ষড়ঙ্গ-যুক্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু একারক্ষ হন? ভিক্ষু স্মৃতি রক্ষিত চিত্ত সমন্বিত হন। এইরূপে তিনি একারক্ষ হন। কিরূপে ভিক্ষু চতুর্ব্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন? ভিক্ষু সম্যক বিচারান্তে বস্তু বিশেষের সেবা করেন, ঐরূপে বস্তু বিশেষ স্বীকার করিয়া লন, বস্তু বিশেষ বর্জ্জন করেন, বস্তু বিশেষ দমন করেন। এইরূপে ভিক্ষু চতুর্ব্বিধ আশ্রয় সমন্বিত হন। কিরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন? শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত ভিক্ষু কর্ত্তৃক দূরীভূত হয়, উদ্গীর্ণ হয়, মুক্ত হয়, লুপ্ত হয়, পরিবর্জ্জিত হয়। এইরূপে ভিক্ষু সাম্প্রদায়িক মতামত ত্যাগী হন। কিরূপে ভিক্ষু সর্ব্ব

১। উপরে বর্ণিত চারি ধর্ম্মের সং (৮) দ্রষ্টব্য।

বাসনা হইতে মুক্ত হন? ভিক্ষুর কামেষণা ও ভবেষণা পরিত্যক্ত হয়, ব্রহ্মচর্যৈষণা* শান্ত হয়[১]। এইরূপে ভিক্ষু সর্ববাসনা হইতে মুক্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন? ভিক্ষুর কাম-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়, ব্যাপাদ ও বিহিংসা-সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে ভিক্ষু অনাবিল-সংকল্প হন। ভিক্ষু কিরূপে প্রশ্রব্ধ-কায় সংস্কার হন? ভিক্ষু সুখ ও দুঃখ উভয়ই বর্জ্জন করিয়া, পূর্ব্বেই সৌমনস্য-দৌর্ম্মনস্যের তিরোভাব সাধন করিয়া, না-দুঃখ না-সুখ রূপ উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিয়া বিরাজ করেন। এইরূপে ভিক্ষু প্রশ্রব্ধ-কায়-সংস্কার হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-চিত্ত হন? ভিক্ষুর চিত্ত রাগ হইতে বিমুক্ত হয়, দ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, মোহ হইতে বিমুক্ত হয়। ভিক্ষু এইরূপে সুবিমুক্ত-চিত্ত হন। কিরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন? ভিক্ষু অবগত হন যে, তাঁহার রাগ, দ্বেষ, ও মোহ পরিত্যক্ত, উচ্ছিন্ন-মূল, ভিত্তিচ্যুত তালবৃক্ষ-সম, অস্তিত্ব-হীন এবং পুনরায় উৎপত্তির অযোগ্য হইয়াছে। এইরূপে ভিক্ষু সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ হন।

(৬) দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম্ম: সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান (অন্তর্দ্দৃষ্টি), সম্যক বিমুক্তি।

বন্ধুগণ, জ্ঞান ও দর্শন সম্পন্ন ভগবান অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক এই দশ ধর্ম্ম সম্যকরূপে আখ্যাত হইয়াছে। সকলে একত্রে উহার সংগায়ণ করিতে হইবে · দেব ও মনুষ্যের হিত সাধক হয়।

৪। অনন্তর ভগবান আসন হইতে উত্থান করিয়া আয়ুষ্মান সারিপুত্রকে সম্বোধন করিলেন—"সারিপুত্র, সাধু, সাধু। তুমি উত্তমরূপে ভিক্ষুগণকে সংগীতি পর্য্যায় কহিয়াছ।"

সারিপুত্র এইরূপ কহিয়াছিলেন। ভগবান উহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। আনন্দিত চিত্তে ভিক্ষুগণ সারিপুত্রের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। সংগীতি সুত্রান্ত সমাপ্ত।

---

* মৃত্যু ও তৎপরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান—যথা আত্মা, উহার আদি, স্বভাব এবং অন্ত।

উপরে ১। ১৩। ত্রয়াত্মক ধর্ম্ম (২২) দ্রষ্টব্য।

৩৪। দশুত্তর সুত্রান্ত

আমি এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি।

১। ১। এক সময় ভগবান চম্পায় গর্গরা পুষ্করিণীর তীরে পঞ্চ শত ভিক্ষু সমন্বিত বৃহৎ ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান সারিপুত্র ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, 'বন্ধু ভিক্ষুগণ।' প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ কহিলেন, 'আয়ুষ্মান।' তখন সারিপুত্র কহিলেন ঃ

> 'নির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত, দুঃখের অন্তকরণের
> নিমিত্ত, সর্ব্ব সংযোজন হইতে মুক্তির নিমিত্ত
> আমি দশোত্তর ধর্ম্ম কহিব।'

২। বন্ধুগণ, এক ধর্ম্ম[১] বহু উপকারী, এক ধর্ম্ম ভাবিতব্য, এক ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, এক ধর্ম্ম পরিত্যজ্য, এক ধর্ম্ম হীন-ভাগীয়[২], এক ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়[৩], এক ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য[৪], এক ধর্ম্ম উৎপাদনীয়, এক ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, এক ধর্ম্ম সাক্ষাত করণীয়।

(১) কোন্ এক ধর্ম্ম বহু উপকারী? কুশল ধর্ম্মে অপ্রমাদ। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা বহু উপকারী।

(২) কোন্ এক ধর্ম্ম ভাবিতব্য? কায়-গতা-স্মৃতি[৫] যাহা সুখ বেদনার অনুকূল। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা ভাবিতব্য।

(৩) কোন এক ধর্ম্ম যাহা জ্ঞাতব্য? আস্রবযুক্ত উপাদানীয় স্পর্শ। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ এক ধর্ম্ম যাহা পরিত্যজ্য? অহঙ্কার। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা পরিত্যজ্য।

(৫) কোন্ এক ধর্ম্ম যাহা হান-ভাগীয়? বিশৃঙ্খল চিন্তা[৬]। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা-হান-ভাগীয়।

১। ধর্ম্ম—মনের সম্মুখে উপস্থিত যে কোন বিষয়। ২। অনিষ্টকর, এস্থলে যাহা উন্মার্গগামিতা ও অবিদ্যার অনুকূল। ৩। যাহা প্রতিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল। ৪। যাহার মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন। ৫। সর্ব্ববস্তুর অনিত্যতার উপলব্ধি।

৬। অনিত্যে নিত্য সংজ্ঞার আরোপ ইত্যাদি।

(৬) কোন্ এক ধর্ম্ম যাহা বিশেষ ভাগীয় ? সুশৃঙ্খল চিন্তা। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা বিশেষ-ভাগীয।

(৭) কোন্ এক ধর্ম্ম যাহা দুষ্প্রতিবেধ্য ? আনন্তরিক চিত্ত-সমাধি[১]। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ এক ধর্ম্ম উৎপাদনীয ? অকোপ্য জ্ঞান[২]। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা উৎপাদনীয।

(৯) কোন্ এক ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয় ? সর্ব্বপ্রাণী আহারোপবি[৩] স্থিত। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা অভিজ্ঞেয।

(১০) কোন্ এক ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয় ? অকোপ্য চিত্ত-বিমুক্তি। ইহা এক ধর্ম্ম যাহা সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত[৪] কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই দশ ধর্ম্ম—যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৩। দুই ধর্ম্ম বহু উপকারী, দুই ধর্ম্ম ভাবিতব্য, দুই ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য, দুই ধর্ম্ম পরিত্যজ্য, দুই ধর্ম্ম হান-ভাগীয়, দুই ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয, দুই ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য, দুই ধর্ম্ম উৎপাদনীয, দুই ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়, দুই ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন্ দুই ধর্ম্ম বহু উপকারী ? স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান। এই দুই ধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ দুই ধর্ম্ম ভাবিতব্য ? শমথ ও বিপশ্যনা। এই দুই ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ দুই ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য ? নাম ও রূপ। এই দুই ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

১। যেরূপ চিত্ত-সমাধির উৎপত্তি এবং ঐ উৎপত্তির জ্ঞানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান নাই।

২। অটল চিত্ত-বিমুক্তির জ্ঞান।

৩। উপরে সংগীত সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ৮ দ্রষ্টব্য। আহার চতুর্ব্বিধ :— কবলিঙ্কার, স্পর্শ, মনোসঞ্চেতনা এবং বিজ্ঞান।

৪। বোধি-বৃক্ষমূলে বুদ্ধ।

(৪) কোন্ দুই ধর্ম্ম পরিত্যজ্য ? অবিদ্যা ও ভব-তৃষ্ণা। এই দুই ধর্ম্ম পরিত্যজ্য।

(৫) কোন্ দুই ধর্ম্ম হান-ভাগীয় ? অবাধ্যতা এবং পাপ-মিত্রতা। এই দুই ধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ দুই ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয় ? কোমলতা ও কল্যাণ-মিত্রতা। এই দুই ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ দুই ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? যাহা সত্ত্বগণের সংক্লেশের হেতু ও প্রত্যয় এবং যাহা সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির হেতু ও প্রত্যয়। এই দুই ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ দুই ধর্ম্ম উৎপাদনীয় ? ক্ষয়ে জ্ঞান ও অনুৎপাদে জ্ঞান। এই দুই ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ দুই ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয় ? দুই ধাতু—সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত[১]। এই দুই ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ দুই ধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয় ? বিদ্যা[২] ও বিমুক্তি। এই দুই ধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই বিংশ ধর্ম্ম যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৪। তিন ধর্ম্ম বহু উপকারী, তিন ধর্ম্ম ভাবিতব্য তিন ধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন্ তিন ধর্ম্ম বহু উপকারী ? সৎপুরুষের সাহচর্য্য, সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ, ধর্ম্মানুযায়ী আচরণ। এই তিন ধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ তিন ধর্ম্ম ভাবিতব্য ? সবিতর্ক সবিচার সমাধি, অবিতর্ক বিচার মাত্র সমাধি, অবিতর্ক অবিচার সমাধি। এই তিন ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ তিন ধর্ম্ম পরিজ্ঞেয় ? তিন বেদনা—সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, অদুঃখ-অসুখ বেদনা। এই তিন ধর্ম্ম পরিজ্ঞেয়।

১। সংস্কৃত—পঞ্চস্কন্ধ, অসংস্কৃত—নির্ব্বাণ।

২। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত, পদচ্ছেদ সং ১০ (৫৮) দ্রষ্টব্য।

(৪) কোন্ তিন ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য ? ত্রিবিধ তৃষ্ণা—কাম-তৃষ্ণা, ভব-তৃষ্ণা, বিভব-তৃষ্ণা। এই তিন ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ তিন ধর্ম্ম হান-ভাগীয় ? তিন অকুশল-মূল—লোভ, দ্বেষ ও মোহ। এই তিন ধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ তিন ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয় ? তিন কুশল মূল—লোভহীনতা, দ্বেষ-হীনতা ও মোহ-হীনতা। এই তিন ধর্ম্ম বিশেষ ভাগীয়।

(৭) কোন্ তিন ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? তিন নিঃসরণীয় ধাতু—নৈষ্কাম্য অর্থাৎ কামভোগ হইতে মুক্তি; আরূপ্য অর্থাৎ রূপ হইতে নিষ্কৃতি; যাহা কিছু ভূত, সংস্কৃত, প্রতীত্য-সমুৎপন্ন তাহার নিরোধজনিত মুক্তি। এই তিন ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ তিন ধর্ম্ম উৎপাদনীয় ? অতীত, ভবিষ্যৎ এবং প্রত্যুৎপন্নের জ্ঞান। এই তিন ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ তিন ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয় ? তিন ধাতু—কাম ধাতু, রূপ-ধাতু, অরূপ-ধাতু[১]। এই তিন ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ তিন ধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয় ? ত্রিবিধ বিদ্যা—পূর্ব্বনিবাস অনুস্মৃতি, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও উৎপত্তি, আস্রব সমূহের ক্ষয়। এই তিন ধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই ত্রিংশ ধর্ম্ম—যাহা ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৫। চারি ধর্ম্ম বহু উপকারী, চারি ধর্ম্ম ভাবিতব্য—চারি ধর্ম্ম সাক্ষাৎকরণীয়।

(১) কোন চারি ধর্ম্ম বহু উপকারী ? চারি চক্র[২]—প্রতিরূপ দেশে বাস, সৎপুরুষের সংসর্গ, সম্যক আত্ম-প্রণিধান, অতীতের সুকৃতি।

১। ত্রিবিধ অস্তিত্ব।

২। চারি চক্র—বুদ্ধঘোষের মতে চক্র পাঁচ প্রকার: দারু চক্র যাহা শকটে ব্যবহৃত হয়, বস্ত্র চক্র, ধর্ম্ম চক্র, চারি-ঈর্য্যাপথ (-উত্থান, ভ্রমণ, উপবেশন, শয়ন), সম্পত্তি (সিদ্ধি) চক্র যাহা এই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) কোন্ চারি ধর্ম্ম ভাবিতব্য ? চারি স্মৃতি-প্রস্থান—ভিক্ষু এই শাসনে কায়ে কায়ানুপশ্যী হইয়া, উদ্দীপনা, সম্প্রজ্ঞান ও স্মৃতি সম্পন্ন হইয়া লোকসুলভ অভিধ্যা দৌর্ম্মনস্য বিদূরিত করিয়া বিহার করেন, বেদনায়···চিত্তে··ধর্ম্মে ধর্ম্মানুপশ্যী হইয়া উদ্দীপনা বিদূরিত করিয়া বিহার করেন[১]। এই চারি ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ চারি ধর্ম্ম—জ্ঞাতব্য ? চারি আহার—কবলিঙ্কার আহার, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, স্পর্শ আহার যাহা দ্বিতীয়, মনোসঞ্চেতনা যাহা তৃতীয়, বিজ্ঞান যাহা চতুর্থ[২]। এই চারি ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ চারি ধর্ম্ম পরিত্যজ্য ? চারি প্লাবন। কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারি ধর্ম্ম পরিত্যজ্য।

(৫) কোন্ চারি ধর্ম্ম হান-ভাগীয় ? চারি যোগ—কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা। এই চারি ধর্ম্ম হান-ভাগীয়।'

(৬) কোন্ চারি ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয় ? চারি বিসংযোগ—কাম বিসংযোগ, ভব বিসংযোগ, দৃষ্টি-বিসংযোগ, অবিদ্যা বিসংযোগ, এই চারি ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ চারি ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? চারি সমাধি—হান-ভাগীয় সমাধি, স্থিতি-ভাগীয় সমাধি, বিশেষ-ভাগীয় সমাধি, নির্ব্বেধ-ভাগীয় সমাধি। এই চারি ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ চারি ধর্ম্ম উৎপাদনীয় ? চারি জ্ঞান[৩]—ধর্ম্মে জ্ঞান অন্বয়ে জ্ঞান, পরিচ্ছেদে জ্ঞান, সম্মতি জ্ঞান। এই চারি ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ চারি ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয় ? চারি আর্য্যসত্য ঃ দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধগামী মার্গ। এই চারি ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ চারি ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয় ? চারি শ্রামণ্য ফল ঃ স্রোতাপত্তি-ফল, সকৃদাগামী-ফল, অনাগামী-ফল, অরহত্ব ফল। এই চারি ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

১। দ্বিতীয় খণ্ড—২৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত—১।১১ (১৭) চারি আহার দ্রষ্টব্য।

৩। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত—১। ১১ (১১) চারি জ্ঞান দ্রষ্টব্য।

তথাগত কর্ত্তৃক অভিসম্বুদ্ধ এই চত্বারিংশ ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

৬। পঞ্চ ধর্ম্ম বহু উপকারী, পঞ্চ ধর্ম্ম ভাবিতব্য ··পঞ্চ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন্ কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম বহু উপকারী? পঞ্চ প্রধানীয় অঙ্গ ঃ ভিক্ষু শ্রদ্ধাবান হন···ইত্যাদি।[১] এই পঞ্চ ধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম ভাবিতব্য? পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি ঃ প্রীতির স্ফুরণ, সুখ-স্ফুরণ, চিত্ত-স্ফুরণ, আলোক-স্ফুরণ, প্রত্যবেক্ষণ নিমিত্ত। এই পঞ্চ ধর্ম্ম ভাবিতব্য।[২]

(৩) কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? পঞ্চ উপাদান স্কন্ধ,—যথা রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ। এই পঞ্চ ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম পরিত্যজ্য? পঞ্চ নীবরণ ঃ—কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা এই পঞ্চ ধর্ম্ম পরিত্যজ্য।

(৫) কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম হান-ভাগীয়? চিত্তের পঞ্চ অন্তরায় ঃ ভিক্ষু শাস্তার প্রতি সংশয় · (উপরে সংগীতি সুত্রান্ত, ২। ১। (১৯) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই পঞ্চ ধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন পঞ্চ ধর্ম্ম বিশেষ ভাগীয়? পঞ্চ ইন্দ্রিয় ঃ শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চ ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? পঞ্চ নিঃসরণীয় ধাতু ঃ ভিক্ষু যখন অভিনিবেশ সহকারে পার্থিব ভোগ সমূহকে নিরীক্ষণ করেন···(উপরে সংগীতি সুত্রান্ত, ২। ১। (২৪) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

১। উপরে সংগীতি সূত্রান্ত—২। ১। (১৬) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। প্রথমটী প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ; দ্বিতীয়টী প্রথম তিন ধ্যানে অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। তৃতীয়টী পরচিত্ত-জ্ঞান রূপ অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ। চতুর্থ দিব্যদৃষ্টির প্রকাশক। পঞ্চম ধ্যান সমাপ্তির পরবর্তী অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশক।

(৮) কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম উৎপাদনীয় ? পঞ্চাঙ্গিক সম্যক সমাধি। [উপরে (২) দ্রষ্টব্য।] 'এই সমাধি বর্ত্তমানে সুখময় এবং ভবিষ্যতে সুখ-বিপাক-সম্পন্ন' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি আর্য্য ও নিরামিষ' (নিষ্কাম) এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি অ-কাপুরুষ[১]-সেবিত' এই সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'এই সমাধি স্থির, প্রণীত, শান্তিলব্ধ, একাগ্রতা-প্রাপ্ত, সংস্কার দ্বারা অপ্রতিবদ্ধ' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 'আমি স্মৃতি-সমন্বিত হইয়া এই সমাধিতে উপনীত হইব, উহা হইতে উত্থান করিব' এইরূপ সহজাত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চ ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয় ? পঞ্চ বিমুক্তি-আয়তন। ভিক্ষুকে শাস্তা অথবা কোন গুরুস্থানীয় সব্রহ্মচারী ধর্ম্মোপদেশ দান করেন [উপরে সংগীতি সুত্তান্ত, ২। ১। (২৫) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।] এই পঞ্চ ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

(১০) কোন্ পঞ্চ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয় ? পঞ্চ ধর্ম্ম-স্কন্ধ : শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি, বিমুক্তি-জ্ঞান-দর্শন[২]। এই পঞ্চ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ এই পঞ্চাশৎ ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৭। ছয় ধর্ম্ম বহু উপকারী, ছয় ধর্ম্ম ভাবিতব্য…ছয় ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন্ ছয় ধর্ম্ম বহু উপকারী ? ছয় ভ্রাত্রীয় জীবন যাপন : সব্রহ্মচারীগণের প্রতি ভিক্ষুর[৩] এই ছয় ধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ ছয় ধর্ম্ম ভাবিতব্য ? ছয় অনুস্মৃতি-স্থান : বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি[৪]। এই ছয় ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

১। অকাপুরুষ—যথা বুদ্ধগণ, মহাপুরুষগণ, ইত্যাদি।
২। সংগীতি সূত্রান্ত, ১। ১১ (২৫) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৩। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১৪) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৪। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১৯) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৩) কোন্ ছয় ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন[১]: চক্ষু-আযতন, শ্রোত্র-আয়তন, ঘ্রাণ-আযতন, জিহ্বা-আয়তন, কায-আযতন, মন-আযতন। এই ছয ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ ছয ধর্ম্ম পরিত্যজ্য? ছয তৃষ্ণা-কায়: রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্প্রষ্টব্য-তৃষ্ণা, ধর্ম্ম-তৃষ্ণা। এই ছয ধর্ম্ম পবিত্যজ্য।

(৫) কোন্ ছয ধর্ম্ম হান-ভাগীয়? ছয অগৌবব: ভিক্ষু শাস্তাব প্রতি ভক্তিহীন হইযা…ঔদ্ধত্য সহকাবে বিহাব কবেন। ধর্ম্মে, সঙ্ঘে, শিক্ষায়, অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ঐরূপ ভাবাপন্ন হইযা বিহাব করেন[২]। এই ছয ধর্ম্ম হান ভাগীয।

(৬) কোন্ ছয ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয? ছয গৌবব[৩]: ভিক্ষু শাস্তার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হইযা ঔদ্ধত্য-হীন হইয়া…সঙ্ঘে… শিক্ষায়…অপ্রমাদে, স্বাগত সম্ভাষণে ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া বিহাব কবেন। এই ছয় ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ ছয ধর্ম্ম দুস্প্রতিবেধ্য? ছয নিঃস্মরণীয় ধাতু। ভিক্ষু এইরূপ কহিতে পাবেন—'মৈত্রী হইতে উৎপন্ন আমাব চিত্ত-বিমুক্তি বিকশিত[৪] … এই ছয় ধর্ম্ম দুস্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন ছয ধর্ম্ম উৎপাদনীয়? ছয় সতত বিহাব। ভিক্ষু চক্ষু দ্বাবা রূপ দর্শন করিযা সুমনা অথবা দুর্ম্মনা হন না[৫]…। এই ছয ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ ছয় ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয? ছয় অনুত্তবীয: দর্শন-অনুত্তবীয় …অনুস্মৃতি-অনুত্তবীয[৬]। এই ছয ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয।

১। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (৯) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৩। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২। (১০) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৪। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২ (১৭) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৫। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২ (২০) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৬। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ২ (১৮) পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১০) কোন্ ছয ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয? ছয অভিজ্ঞা। ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন সশবীবে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন কবেন[১]ঃ তিনি দিব্য বিশুদ্ধ অলৌকিক শ্রোত্র দ্বাবা দূবস্থ ও নিকটস্থ দৈব ও মনুষ্য উভয শব্দই শ্রবণ কবেন ঃ তিনি স্বীচিত্ত দ্বাবা অপব সত্ত্বগণেব অপব মনুষ্যগণেব চিত্ত জানিতে পাবেন—সবাগ চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত বূপে জানিতে পাবেন[২]ঃ তিনি অনেক বিধ পূর্ব্বজন্ম স্মবণ কবেন,—এক জন্ম, দুই জন্ম এইবূপে বহু পূর্ব্বজন্ম এবং ঐ সকলেব পূর্ণ বিববণ স্মবণ কবেন[৩]ঃ তিনি বিশুদ্ধ লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বাবা···কর্ম্মানুযাযী গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগণকে জানিতে পাবেন ঃ আস্রব সমূহেব ক্ষয হেতু এই জগতেই অনাশ্রব চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বযং জ্ঞাত, উপলব্ধ ও প্রাপ্ত হইযা বিহাব কবেন। এই ছয ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয[৩]।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যকবূপে অভিসম্বুদ্ধ এই ষষ্টি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য এইবূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

৮। সাত ধর্ম্ম বহু উপকাবী, সাত ধর্ম্ম ভাবিতব্য—সাত ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয।

(১) কোন্ সাত ধর্ম্ম বহু উপকাবী? সপ্তধন—শ্রদ্ধা-ধন, শীল-ধন, হ্রী-ধন, ঔত্তাপ্য-ধন, শ্রুত-ধন, ত্যাগ-ধন, প্রজ্ঞা-ধন[৪]। এই সাত ধর্ম্ম বহু উপকাবী।

(২) কোন্ সাত ধর্ম্ম ভাবিতব্য? সপ্ত বোধ্যঙ্গ—স্মৃতি, ধর্ম্ম-বিচয, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা। এই সাত ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ সাত ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? সপ্ত-বিজ্ঞান-স্থিতি। সত্ত্বগণ বিদ্যমান যাঁহাবা নানাবূপ দেহ সম্পন্ন এবং নানাবূপ সংজ্ঞা সম্পন্ন[৫]—এই সাত ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

১। ১ম খণ্ড—৮৫ পৃঃ—৮৭ সং পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
২। প্রথম খণ্ড—৮৬-৮৭ পৃঃ—৮৯-৯৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৩। প্রথম খণ্ড—৮৮ পৃঃ—৯৩ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৪। প্রথম খণ্ড—৮৯ পৃঃ—৯৫ পদচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৬। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (১) দ্রষ্টব্য।
৭। সংগীতি সূত্রান্ত—২। ৩। (১০) দ্রষ্টব্য।

(৪) কোন্ সাত ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য ? সাত অনুশয়—কাম-রাগ, প্রতিঘ, মিথ্যা দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, মান, ভব-রাগ, অবিদ্যা[১]। এই সাত ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ সাত ধর্ম্ম হান-ভাগীয ? সাত অসদ্ধর্ম্ম। ভিক্ষু শ্রদ্ধা-হীন, হ্রী-হীন, ঔত্তাপ্য-হীন হন; অল্প-শ্রুত, অলস, মূঢ়-স্মৃতি এবং দুষ্প্রজ্ঞ হন[২]। এই সাত ধর্ম্ম হীন-ভাগীয।

(৬) কোন সাত ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয় ? সাত সদ্ধর্ম্ম—ভিক্ষু শ্রদ্ধা, হ্রী, ঔত্তাপ্য সমন্বিত হন, বহু-শ্রুত ও আরব্ধ-বীর্য্য হন, উপস্থিত-স্মৃতি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান হন[৩]। এই সাত ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয।

(৭) কোন্ সাত ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? সাত সৎপুরুষ-ধর্ম্ম। ভিক্ষু ধর্ম্মজ্ঞ, অর্থজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, মাত্রাজ্ঞ, কালজ্ঞ, পরিষদজ্ঞ এবং পুদ্গলজ্ঞ হন[৪]। এই সাত ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ সাত ধর্ম্ম উৎপাদনীয ? সাত সংজ্ঞা—অনিত্য-সংজ্ঞা, অনাত্ম-সংজ্ঞা, অশুভ-সংজ্ঞা, অমঙ্গল-সংজ্ঞা, প্রহন-সংজ্ঞা বিরাগ-সংজ্ঞা, নিরোধ-সংজ্ঞা[৫]। এই সাত ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৯) কোন্ সাত ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয ? সাত নির্দ্দেশ বস্তুঃ—ভিক্ষু শিক্ষা গ্রহণে তীব্র অনুরাগ বিশিষ্ট হন[৬]—। এই সাত ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয।

(১০) কোন্ সাত ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয ? সাত ক্ষীণাস্রব-বল। ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর নিকট সর্ব্ব সংস্কারের অনিত্যতা সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথারূপ সুদৃষ্ট হয়। ইহা ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর বল স্বরূপ, যে বল হেতু তিনি 'আমার আস্রবসমূহ বিনষ্ট' এইরূপ আস্রবক্ষয়ের জ্ঞানে উপনীত হন। পুনশ্চ, অনাস্রব ভিক্ষুর নিকট অগ্নিকুণ্ড-সম কামসমূহ সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা যথারূপ

১। সংগীতি সুত্রান্ত—২। ৩। (১২) দ্রষ্টব্য।
২। সংগীতি সুত্রান্ত—২। ৩। (৪) দ্রষ্টব্য।
৩। সংগীতি সুত্রান্ত—২। ৩। (৫) দ্রষ্টব্য।
৪। সংগীতি সুত্রান্ত—২। ৩। (৬) দ্রষ্টব্য।
৫। সংগীতি সুত্রান্ত—২। ৩। (৮) দ্রষ্টব্য।
৬। সংগীতি সুত্রান্ত—২। ৩। (৭) দ্রষ্টব্য।

সুদৃষ্ট হয়—পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর চিত্ত বিবেকগামী, বিবেক-প্রবণ, বিবেক-প্রাগ্‌ভার, বিবেকস্থ, নৈষ্কাম্যাভিরত সম্পূর্ণরূপে আস্রবস্থানীয় সর্ব্ব ধর্ম্মের অতীত হয়···উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু কর্ত্তৃক চারি স্মৃতি-প্রস্থান ভাবিত হয়, সুভাবিত হয় উপনীত হন। পুনশ্চ ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর পঞ্চ ইন্দ্রিয় ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়···উপনীত হন, পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয়—উপনীত হন। পুনশ্চ, ক্ষীণাস্রব ভিক্ষুর আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত হয়, সুভাবিত হয় উপনীত হন। এই সাত ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয় ?

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই সপ্ততি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য এইরূপ অবিতথ, নিশ্চিত।

। প্রথম ভাণবার সমাপ্ত।

২। ১। আট ধর্ম্ম বহু উপকারী—আট ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয়।

(১) কোন আট ধর্ম্ম বহু উপকারী ? আদি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধীয় অপ্রাপ্ত প্রজ্ঞার প্রাপ্তি, প্রাপ্তির বৃদ্ধি, বিপুলতা, ভাবনা এবং পূর্ণতার অনুকূল আট হেতু ও আট প্রত্যয়। বন্ধুগণ, কেহ শাস্তা অথবা গুরুস্থানীয় অপর কোন সব্রহ্মচারীর নিকট অবস্থান করেন, যাহাতে তিনি তীব্র হ্রী-ঔত্তাপ্য, প্রেম ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহা প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়। ঐ অবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, অনুসন্ধান করেন—'ভন্তে, ইহা কিরূপ ? ইহার অর্থ কি ?' আয়ুষ্মানগণ উত্তরে যাহা অপ্রকাশিত তাহা প্রকাশ করেন, অসরলকে সরল করেন, অনেক প্রকার সংশয় জনক বিষয়ে সংশয় দূর করেন। ইহা দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়। ঐ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তিনি বিশুদ্ধ দেহে ও মনে উহা পালন করেন। ইহা তৃতীয় হেতু, তৃতীয় প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু শীলবান হন, তিনি প্রাতি-মোক্ষ-সংযম দ্বারা সংযত হইয়া বিহার করেন, আচার-গোচর সম্পন্ন হইয়া

অনুমাত্র পাপে ভয়দর্শী হইয়া শিক্ষাপদসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে শিক্ষিত হন। ইহা চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু বহু-শ্রুত, শ্রুত-ধর এবং শ্রুত-সন্নিচয় হন, যে সকল ধর্ম্ম আদিতে কল্যাণময, মধ্যে কল্যাণময; অন্তে কল্যাণময়, যাহা অর্থ ও ব্যঞ্জন সম্পন্ন যাহা সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা প্রাপ্ত ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যের প্রকাশক ঐ সকল ধর্ম্মে বহু-শ্রুত হন, উহাদের ধারক হন, ঐ সকল ধর্ম্ম আবৃত্তি দ্বাবা তৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয, তিনি ঐ সকলে একাগ্র-চিত্ত হন এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা উহাতে গভীর ভাবে প্রবেশ কবেন। ইহা পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু অকুশল ধর্ম্ম সমূহের দূরীকরণের নিমিত্ত কুশল ধর্ম্ম সমূহের উৎপাদনের নিমিত্ত আরব্ধ-বীর্য্য, অবিচলিত, দৃঢ় পরাক্রমশালী এবং কুশল ধর্ম্ম সমূহে অচ্যুত হইয়া বিহাব কবেন। ইহা ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু স্মৃতি-মান হন, শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন হন, বহু পূর্ব্বে কৃত এবং ভাষিতের স্মরণ করেন, অনুস্মরণ করেন। ইহা সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয়। পুনশ্চ, ভিক্ষু পঞ্চ উপাদান স্কন্ধে উদয়-ব্যয-দর্শী হইযা বিহাব করেন—'ইহা রূপ, ইহা রূপের সমুদয়, ইহা রূপের বিলয়, ইহা বেদনা—ইহা সংস্কাব—ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের সমুদয়, ইহা বিজ্ঞানের বিলয়।' ইহা অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয। এই আট ধর্ম্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ আট ধর্ম্ম ভাবিতব্য? আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ যথা—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যাযাম, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। এই আট ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ আট ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? আট লোকধর্ম্ম—লাভ, অলাভ, অযশ, যশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ। এই আট ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ আট ধর্ম্ম পরিত্যজ্য? অষ্ট মিথ্যাত্বঃ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কর্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাযাম, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি।

(৫) কোন্ আট ধর্ম্ম হান-ভাগীয? আট আলস্যের ভিত্তি[১]ঃ ভিক্ষুর করণীয় কর্ত্তব্য আছে—এই আট ধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

১। সংগীতি সূত্রান্ত—৪। ১। (৪) দ্রষ্টব্য।

(৬) কোন্ আট ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয ? কোন বিশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনেব্ আট ভিত্তি[১]—এই আট ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয।

(৭) কোন্ আট ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য ? ব্রহ্মচর্য্য বাসেব আট অক্ষণ অসময[২]—এই আট ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ আট ধর্ম্ম উৎপাদনীয ? আট মহাপুরুষ-বিতর্ক।—'এই ধর্ম্ম যিনি অল্পেচ্ছ তাঁহাব জন্য, যিনি মহেচ্ছ তাঁহাব জন্য নহে, যিনি সন্তুষ্ট তাঁহাব জন্য, যিনি অসন্তুষ্ট তাঁহাব জন্য নহে; প্রবিবিক্তেব জন্য, সঙ্গ প্রিযেব জন্য নহে, যিনি আবব্ধ-বীর্য্য তাঁহাব জন্য, অলসেব জন্য নহে; যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁহাব জন্য, যিনি মূঢ়-স্মৃতি তাঁহাব জন্য নহে, যিনি সমাহিত তাঁহাব জন্য, অসমাহিতেব জন্য নহে, প্রজ্ঞাবানেব জন্য, প্রজ্ঞাহীনেব জন্য নহে, যিনি প্রপঞ্চ[৩] হীনতায আনন্দ লাভ কবেন, তাঁহাব জন্য, প্রপঞ্চ-যুক্তেব জন্য নহে।' এই আট ধর্ম্ম উৎপাদনীয।

(৯) কোন্ আট ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয ? আট অভিভূ আযতন[৪]—এই আট ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয।

(১০) কোন্ আট ধর্ম্ম সাক্ষাৎ-কবণীয ? আট বিমোক্ষ[৫]—এই আট ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই অশীতি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

২। নয ধর্ম্ম বহু উপকাবী—নয় ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয।

(১) কোন্ নয ধর্ম্ম বহু উপকাবী ? নয় সুশৃঙ্খল চিন্তা-মূলক ধর্ম্ম[৬]। সুশৃঙ্খল চিন্তা হইতে প্রামোদ্যেব উৎপত্তি হয, প্রমুদিতেব প্রীতি

২। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ১। (৫) দ্রষ্টব্য।

৩। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ২। (৪) এই পদচ্ছেদেব 'অসুব দেহ' প্রাপ্তি ছাডিযা দিযা উপবেব আট সংধর্ম্ম উল্লিখিত হইযাছে।

৪। প্রপঞ্চ—তৃষ্ণা, দৃষ্টি ও মান।

১। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ১। (১০) দ্রষ্টব্য।

২। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ১। (১১) দ্রষ্টব্য।

৩। উপবে ২। ২ (৬) দ্রষ্টব্য।

উৎপন্ন হয, প্রীতিযুক্ত মনসম্পন্নের দেহ শান্ত হয়, শান্ত দেহ সুখানুভব করে, সুখীর চিত্ত সমাহিত হয, সমাহিত চিত্তের দ্বারা যথারূপ জ্ঞাত ও দৃষ্ট হয, উহা হইতে বিতৃষ্ণা জন্মে, বিতৃষ্ণা হইতে বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয়, যিনি বীত-রাগ তিনি মুক্ত হন। এই নয ধর্ম বহু উপকারী।

(২) কোন্ নয ধর্ম ভাবিতব্য? নয পরিশুদ্ধি-প্রধানীয় অঙ্গঃ শীল বিশুদ্ধি, চিত্ত-বিশুদ্ধি, দৃষ্টিবিশুদ্ধি সংশয়মুক্তি-বিশুদ্ধি, মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, প্রতিপদাজ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, প্রজ্ঞা-বিশুদ্ধি, বিমুক্তি-বিশুদ্ধি। এই নয ধর্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ নয ধর্ম জ্ঞাতব্য? নয় সত্ত্বাবাস[১]—এই নয ধর্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ নয ধর্ম পরিত্যজ্য? নয তৃষ্ণা-মূলক ধর্মঃ তৃষ্ণা হইতে পর্যেষণা[২], পর্যেষণা হইতে লাভ, লাভ হইতে বিনিশ্চয, বিনিশ্চয হইতে ছন্দ-রাগ, ছন্দ-রাগ হইতে সংসক্তি, সংসক্তি হইতে পরিগ্রহ, পরিগ্রহ হইতে মাৎসর্য্য, মাৎসর্য্য হইতে আরক্ষ, আরক্ষ হইতে দণ্ড গ্রহণ, শস্ত্র গ্রহণ, কলহ-বিগ্রহ-বিবাদ-দ্বন্দ্ব-পৈশুণ্য-মৃষাবাদ রূপ অনেক পাপ ও অকুশলের উৎপত্তি হয়। এই নয ধর্ম পরিত্যজ্য।

(৫) কোন্ নয ধর্ম হান-ভাগীয? নয শত্রুতার ভিত্তি[৩]—এই নয় ধর্ম হান-ভাগীয।

(৬) কোন্ নয ধর্ম বিশেষ-ভাগীয? শত্রুতার ভিত্তির নয প্রকার দমন[৪]—এই নয ধর্ম বিশেষ-ভাগীয।

(৭) কোন্ নয ধর্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? নয নানাত্বঃ ধাতুর নানাত্ব হেতু স্পর্শের নানাত্ব জন্মে; স্পর্শের নানাত্ব হেতু বেদনার নানাত্ব জন্মে; বেদনার নানাত্ব হেতু সংজ্ঞার নানাত্ব জন্মে; সংজ্ঞার নানাত্ব হেতু সংকল্পের নানাত্ব

১। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ২। (৩) দ্রষ্টব্য।
২। দ্বিতীয খণ্ড—৫০ পৃঃ, পদচ্ছেদ নং ৯ দ্রষ্টব্য।
৩। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ২ (২) দ্রষ্টব্য।
৪। ঐ ঐ

জন্মে; সংকল্পেব নানাত্ব হেতু ছন্দেব নানাত্ব জন্মে; ছন্দেব নানাত্ব হেতু প্রদাহেব[৪] নানাত্ব জন্মে, প্রদাহেব নানাত্ব হেতু পর্য্যেষণাব নানাত্ব, পর্য্যেষণাব নানাত্ব হেতু লাভেব নানাত্ব জন্মে। এই নয ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ নয ধর্ম্ম উৎপাদনীয? নয সংজ্ঞাঃ অশুভ-সংজ্ঞা, মবণ-সংজ্ঞা, আহাবে প্রতিকূল সংজ্ঞা, সর্ব্বলোকে অনভিবতি-সংজ্ঞা, অনিত্য-সংজ্ঞা, অনিত্যে দুঃখ-সংজ্ঞা, দুঃখে অনাত্ম-সংজ্ঞা, প্রহাণ-সংজ্ঞা, বিবাগ-সংজ্ঞা। এই নয ধর্ম্ম উৎপাদনীয।

(৯) কোন্ নয ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয? নয অনুপূর্ব্ব বিহাব[১]—এই নয ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয।

(১০) কোন্ নয ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয? নয অনুপূর্ব্ব নিবোধ[২]—এই নয ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয।

তথাগত কর্ত্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই নবতি ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এইরূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

৩। দশ ধর্ম্ম বহু উপকাবী—দশ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ কবণীয।

(১) কোন্ দশ ধর্ম্ম বহু উপকাবী? দশ নাথ-কবণ ধর্ম্ম[৩]—এই দশ ধর্ম্ম বহু উপকাবী।

(২) কোন্ দশ ধর্ম্ম ভাবিতব্য? দশ কৃৎস্ন-আযতন[৪]—এই দশ ধর্ম্ম ভাবিতব্য।

(৩) কোন্ দশ ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য? দশ-আযতনঃ—চক্ষু-আযতন, রূপ-আযতন, শ্রোত্র-আযতন, শব্দাযতন, গন্ধাযতন, জিহ্বাযতন, বসাযতন, কাযাতন, স্প্রষ্টব্য-আযতন। এই দশ ধর্ম্ম জ্ঞাতব্য।

(৪) কোন্ দশ ধর্ম্ম পবিত্যজ্য? দশ মিথ্যাত্বঃ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্, মিথ্যা কর্ম্মান্ত, মিথ্যা আজীব, মিথ্যা ব্যাযাম, মিথ্যা

৪। বাগ সমূহ।
১। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ২। (৫) দ্রষ্টব্য।
২। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ২। (৬) দ্রষ্টব্য।
৩। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ৩। (১) দ্রষ্টব্য।
৪। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ৩। (২) দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি[১], মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা বিমুক্তি। এই দশ ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য।

(৫) কোন্ দশ ধর্ম্ম হান-ভাগীয়? দশ অকুশল কর্ম্মপথ[২]—এই দশ ধর্ম্ম হান-ভাগীয়।

(৬) কোন্ দশ ধর্ম্ম বিশেষ ভাগীয়? দশ কুশল কর্ম্মপথ[৩] এই দশ ধর্ম্ম বিশেষ-ভাগীয়।

(৭) কোন্ দশ ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য? দশ আর্য্যাবাস[৪]—এই দশ ধর্ম্ম দুষ্প্রতিবেধ্য।

(৮) কোন্ দশ ধর্ম্ম উৎপাদনীয়? দশ সংজ্ঞাঃ অশুভ-সংজ্ঞা—বিরাগ-সংজ্ঞা (উপরে ২। ২ (৮) পদচ্ছেদে বর্ণিত) এবং নিরোধ-সংজ্ঞা। এই দশ ধর্ম্ম উৎপাদনীয়।

(৯) কোন্ দশ ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়? দশ নির্জর[৫]-বস্তুঃ সম্যক দৃষ্টি সম্পন্নের মিথ্যা দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যা দৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায় সম্যক দৃষ্টি হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সম্যক্ সংকল্প সম্পন্নের মিথ্যা সংকল্প—সম্যক বাক্ সম্পন্নের মিথ্যা বাক্—সম্যক কর্ম্মান্ত সম্পন্নের মিথ্যা কর্ম্মান্ত—সম্যক আজীব সম্পন্নের মিথ্যা আজীব—সম্যক ব্যায়াম সম্পন্নের মিথ্যা ব্যায়াম—সম্যক স্মৃতি সম্পন্নের মিথ্যা স্মৃতি—সম্যক সমাধি সম্পন্নের মিথ্যা সমাধি—সম্যক জ্ঞান সম্পন্নের মিথ্যা জ্ঞান—সম্যক বিমুক্তি সম্পন্নের মিথ্যা বিমুক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, যে সকল পাপ অকুশল ধর্ম্ম মিথ্যা বিমুক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ সকলও তাঁহার ক্ষীণ হইয়া যায়, সম্যক বিমুক্তি হেতু বহু কুশল ধর্ম্ম ভাবনা দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই দশ ধর্ম্ম অভিজ্ঞেয়।

৫। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ১। (১) দ্রষ্টব্য।
১। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ৩। (৩) দ্রষ্টব্য।
২। ঐ —৩। ৩। (৪) দ্রষ্টব্য।
৩। ঐ —৩। ৩। (৫) দ্রষ্টব্য।
৪। ক্ষয়সাধক।

(১০) কোন্ দশ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয? দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম্ম[৩]—এই দশ ধর্ম্ম সাক্ষাৎ করণীয।

তথাগত কর্তৃক সম্যক রূপে অভিসম্বুদ্ধ এই শত ধর্ম্ম ভূত, তথ্য, এই রূপ, অবিতথ, নিশ্চিত।

আয়ুষ্মান সারিপুত্র এইরূপ কহিলেন ঃ

আনন্দিত হইযা ভিক্ষুগণ,

সারিপুত্রের বাক্যের অভিনন্দন করিলেন।

। দসুত্তর সুত্রান্ত সমাপ্ত।

। পাটিক বর্গ সমাপ্ত।

সর্ব্বদুঃখ দূর করিতে,
সর্ব্ব সুখ লাভ করিতে
ধর্ম্মরাজের নিকট
অমৃত শান্তি পাইতে।

। দীঘ নিকায সমাপ্ত।

১। সংগীতি সূত্রান্ত—৩। ৩। (৬) দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ

সম্পাদনায় ডঃ সুকোমল চৌধুরী

গ্রন্থমালা ১ঃ মহামানব গৌতম বুদ্ধ—ডঃ সুকোমল চৌধুরী

ভগবান বুদ্ধের জীবনী পৃথিবীর বহু ভাষায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ-জীবনের ঘটনাবলী যাহা প্রকাশিত হইয়াছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাহার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীবনীকারগণ স্থানীয় প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। পালিসাহিত্যে যে সকল উপকরণ পাওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক ভিন্ন উপকরণও পাওয়া যায়। যতই কাল অতিবাহিত হইয়াছে বুদ্ধ-জীবনের উপর নানা রঙ চাপানো হইয়াছে। মহামানব বুদ্ধের উপর দেবত্ব এবং ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় তাঁহার পূজাও সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। তাই বুদ্ধ এখন মহামানব বুদ্ধ নহেন, তিনি ভগবান বুদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধের একটি প্রামাণ্য জীবনচরিত রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। সর্বপ্রকার বাহুল্য এবং অলৌকিকত্ব বর্জন করিয়া একটি ইতিহাসাশ্রয়ী বুদ্ধচরিত রচিত হইয়াছে। ইহা বুদ্ধানুরাগী ও বুদ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠক সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়াই রচিত। গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসার সদুত্তর ইহাতে পাওয়া যাইবে। বাংলাভাষায় এ জাতীয় একটি গ্রন্থের অভাব বহুকাল হইতে অনুভূত হইতেছিল।

ISBN 81-87032-06-5, 290 pgs 1995 Rs. 80 00

গ্রন্থমালা ২ঃ গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন—ডঃ সুকোমল চৌধুরী

বিগত আড়াই হাজার বৎসরেরও অধিক সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বৌদ্ধধর্মের বহু বিবর্তন হইয়াছে। ফলে বুদ্ধের মূল ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেও বহু সংযোজন-বিয়োজন হইয়াছে, বৌদ্ধধর্মের নূতন নূতন নামকরণ হইয়াছে—হীনযান, মহাযান, তন্ত্রযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদি। দেশ-হিসাবেও নামকরণ হইয়াছে জাপানী বৌদ্ধধর্ম, তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম, চীনা বৌদ্ধধর্ম, কোরিয়ান বৌদ্ধধর্ম, সিংহলী বৌদ্ধধর্ম থাই বৌদ্ধধর্ম, বর্মী বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি। অতএব সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনকে একসূত্রে এই ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রথিত করা সম্ভব নহে। তাই মূলতঃ গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি-সময়কার ধর্ম ও দর্শন এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। তবে পাঠকদের সংশয় নিবারণার্থে শেষে একটি অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে যাহাতে গৌতম বুদ্ধের পরবর্তীকালীন বৌদ্ধ দর্শনের উপর যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হইয়াছে।

ISBN 81-87032-13-8, 405 pgs 1997 Rs. 150·00

গ্রন্থমালা ৩ঃ বৌদ্ধ সাহিত্য—ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাংলাভাষায় সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয়সূচক গ্রন্থ এই সর্বপ্রথম

প্রকাশিত হইল। বৌদ্ধ সাহিত্য মূলতঃ পালি ও সংস্কৃত (মিশ্র সংস্কৃত সহ) ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাও সমুদ্রবিশেষ। ডঃ চৌধুরী অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া সেই সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন এবং B. C. Law এবং Winternitz-এর ন্যায় প্রতিটি গ্রন্থের মূল অনুধাবন করিয়া মর্মোদ্ধার করিয়াছেন এবং সহজ সরল ভাষায় পরিবেশিত করিয়াছেন। তাই গ্রন্থখানি সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে—ইহাই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

ISBN 18-87032-07-3, 276 pgs 1995 Rs. 80·00

গ্রন্থমালা ৪ : বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস—ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে)

ইহাতে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহামানব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্মপ্রচার এবং মহাপরিনির্বাণ হইতে সুরু করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বৎসরেরও অধিক কালের বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসার ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস একটিমাত্র গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত করা অসম্ভব। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্রী ডঃ হালদার (দে) এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন তাঁহার নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা।

হীনযান ও মহাযান এই দুইভাগে বৌদ্ধধর্ম কবে কখন বিভক্ত হইল, কিভাবে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রচারিত হইল এবং বর্তমান ইউরোপ আমেরিকাতেও কেন বৌদ্ধধর্মের বিজয় অভিযান অব্যাহত গতিতে চলিতেছে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। তাই এই গ্রন্থখানিকে বলা যায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসমূলক একটি অমূল্য নির্দেশিকা-গ্রন্থ (Hand book)।

ISBN 81-87032-08-1, 490 pgs 1996 Rs. 150 00

গ্রন্থমালা ৫ : বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য—ডঃ সাধনচন্দ্র সরকার

সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নহে। অতএব আলোচ্য বিষয়কে শুধুমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। বিশেষ প্রয়োজনে অবিভক্ত প্রাচীন ভারতের কয়েকটি স্থানও ইহার অংশভুক্ত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা এক অতি দুরূহ ব্যাপার, কারণ অনেক শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তত্ত্বগত বর্ণনা বহু ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য সাধনার বস্তু। বাংলায় উক্ত বিষয়ের পারিভাষিক শব্দেরও বড়ই অভাব। বর্তমান গ্রন্থকার ডঃ সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন নূতন পারিভাষিক শব্দ তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। গ্রন্থশেষে ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দের একটি তালিকা সংযোজিত হইয়াছে। বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষক এই গ্রন্থের দ্বারা প্রভূত উপকৃত হইবেন—এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

ISBN 81-87032-09-X, 252 pgs 1997 Rs. 140·00